সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

১৬

বাণভট্ট : ভর্তৃহরি : হর্ষ

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :
জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য /
ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু
সহযোগী / রত্না বসু

নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের শেষ—এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পালা—নবম থেকে অষ্টাদশ খণ্ড।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসংকোচ মনোভাবও কেটে গেছে; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নূতন যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন।

এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলকেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্যসম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না. সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানবিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই যুগে জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই; ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

নবপর্যায়ের আরও দশটি খণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার আপনাদেরই; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আশ্চর্য ! নিজেদের না জানিয়ে, না বুঝিয়ে, কত সহজে কয়েকটি বছর কেটে গেল। প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই আটটি খণ্ড শেষ হয়েছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনোদিন ভাবতেই পারি নি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পেঁৗছতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, পদে পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গিয়েছে সেই বাধা।

নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার শুরু। আজ ষোড়শ খণ্ড প্রকাশিত হল। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' এখন আর খণ্ডিত নয়, পরিপূর্ণ রূপে রূপায়িত হতে চলেছে। ধীর পদক্ষেপে আমরা লক্ষ্যের কর্তব্যসমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছি। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হোক এই নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হোক এই কর্মযজ্ঞ।

সুদীর্ঘ এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। যে-নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, সে-নদী সমুদ্রে পেঁৗছবে, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে, সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। শুধু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে আছি, সকলে-মিলে থাকব।

অনুবাদক

বাণভট্ট	ঃ	চণ্ডীশতক	ঃ	সুব্রতা সেন
ভর্তৃহরি	ঃ	নীতিশতক	ঃ	সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী
ভর্তৃহরি	ঃ	শৃঙ্গারশতক	ঃ	জ্যোতিভূষণ চাকী
ভর্তৃহরি	ঃ	বৈরাগ্যশতক	ঃ	ব্রততী মুখোপাধ্যায়
হর্ষ	ঃ	নাগানন্দ	ঃ	রামানন্দ আচার্য (ভূমিক : রত্না বসু)

চতুর্ভাণী

শূদ্রক	ঃ	পদ্মপ্রাভৃতক	ঃ	রত্না বসু
ঈশ্বরদত্ত	ঃ	ধূর্তবিটসংবাদ	ঃ	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বররুচি	ঃ	উভয়াভিসারিকা	ঃ	জ্যোতিভূষণ চাকী
শ্যামিলক	ঃ	পাদতাড়িতক	ঃ	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(চতুর্ভাণীর সাধারণ ভূমিকা ঃ রত্না বসু)

বাণভট্ট

চণ্ডীশতক

ভূমিকা

সূর্য ও চণ্ডীশতক রচনার পটভূমিকা

ময়ূর ও বাণের আত্মীয়তা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

কাদম্বরী ভূমিকায় এবং হর্ষচরিতের প্রথম তিনটি উচ্ছ্বাসে বাণ তাঁর যে-পরিচয় ব্যক্ত করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ। বাৎস্যায়নগোত্র-সম্ভূত অসাধারণ খ্যাতিমান পণ্ডিত অধ্যাপক কুবেরের তুল্যগুণপুত্র অর্থপতির পৌত্র বাণ তাঁর যশস্বী যাজ্ঞিক পিতা চিত্রভানুর শেষ বয়সের সন্তান। অতি শিশুবয়সেই মাতৃহারা বাণ কিশোরবয়সে পিতাকেও হারালেন। পিতার মৃত্যুর পরে বিচিত্র চরিত্রের নানাবয়সী একদল বন্ধু নিয়ে দীর্ঘকাল দেশ দেশান্তরে পর্যটন করে অবশেষে পরিণত যৌবনে ব্রাহ্মণাধিবাসে ফিরে এলেন; বিবাহ করলেন সহাধ্যায়ী ও বাল্যবন্ধু ময়ূরের কন্যাকে (মতান্তরে ভগিনীকে) এবং শান্তমনে নিজগৃহ প্রীতিকূটে সংসারজীবন যাপন করতে শুরু করলেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু রাজভ্রাতা কৃষ্ণেতর আগ্রহে মহারাজ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল এবং অচিরকালের মধ্যেই বাণ আপন প্রতিভায় রাজসভায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিলেন। কবি ময়ূরের সঙ্গে বাণের যে বন্ধুত্ব ছিল তা বাণ নিজেই স্বীকার করেছেন হর্ষচরিতে।

বোধহয় রাজসভায় ময়ূরের সমাদর লাভ উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। পদ্মগুপ্ত তাঁর নবসাহসাঙ্কচরিতে বাণ ও ময়ূরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে স্বয়ং হর্ষকেই সরাসরি দায়ী করেছেন—'স চিত্রবর্ণবিচ্ছিত্তিহারিণোরবনীপতিঃ। শ্রীহর্ষ ইব সংঘট্টং চক্রে বাণময়ূরয়োঃ ॥ (নবসাহসাঙ্কচরিত, ইসলামপুরকার ভি, এস্, সম্পাদিত, বম্বে, ১৮৯৫, ২. ১৮) ময়ূর ও বাণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে জৈন কাহিনীগুলি একাধিক বৃত্তান্তের অবতারণা করেছে। Fitzedward Hall তাঁর সম্পাদিত বাসবদত্তার ভূমিকায় (পৃ-৭-৮, কলকাতা-১৮৫৯) প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য মানতুঙ্গ রচিত 'ভক্তামরস্তোত্র' গ্রন্থের উপর লিখিত দুটি টীকার উল্লেখ করেছেন, দুটিরই লেখক-পরিচয় অজ্ঞাত। দুটি টীকাতেই বাণ ময়ূরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটি কাহিনীর সারাংশ হল্ নিজ গ্রন্থে বিবৃত করেছেন, অপর কাহিনীর অংশবিশেষ Buehler তাঁর On the Chandikasataka of Bana Bhatta শীর্ষক নিবন্ধে (Indian Antiquary Vol. I, 1872. পৃ-১১১-১১৫) অনুবাদ করেছেন। বাণ-ময়ূর সম্পর্কে আর একটি বৃত্তান্ত পাওয়া যায় ময়ূরের সূর্যশতকের উপর রচিত মধুসূদনের টীকায়। চতুর্থ বৃত্তান্তটি পরিবেশিত হয়েছে মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে।

কাহিনীগুলির মধ্যে বুহ্লার পরিবেশিত কাহিনীটি সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ অতএব সেটির সংক্ষিপ্তসার এখানে প্রকাশ করা হল।

বুহ্লার-আবিষ্কৃত গ্রন্থে বাণকে ময়ূরের জামাতা বলা হয়েছে এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম বলা হয়েছে ভোজ। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কে উৎকৃষ্ট তা নিরূপণ করার জন্যে রাজা ভোজ তাঁদের দেশভ্রমণের আদেশ দিলেন। ক্রমে তাঁরা কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হলেন। একদিন পাঁচশত বৃষবাহিত গ্রন্থসম্ভার দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে তাঁরা জানতে পারলেন ঐগুলি সবই ওঙ্কারের উপর লেখা টীকা। একটি মন্ত্রাক্ষরের উপর

এই বিশাল শাস্ত্র রচনা দেখে তাঁদের গর্ব খর্ব হল। উভয়ে রাত্রিতে শয়ন করেছেন, দেবী সরস্বতী তাঁদের জাগিয়ে 'শতচন্দ্রং নভস্তলম্' এই সমস্যাপাদটি পূরণের জন্যে আহ্বান জানালেন। ময়ূর নম্রভাবে পাদপূরণ করে বললেন—

'দামোদরকরাঘাতবিহ্বলীকৃতচেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্তলম্ ॥

বাণ সদর্পে হুংকার দিয়ে আবৃত্তি করলেন—

অস্যামুত্তুঙ্গসৌধাগ্রবিলোলবদনাম্বুজৈঃ।
বিররাজ বিভাবর্যাং শতচন্দ্রং নভস্তলম্ ॥

দেবী দুজনকেই শাস্ত্রজ্ঞানের জন্যে প্রশংসা করলেও অহংকারের জন্যে বাণের নিন্দা করে তাঁকে মিথ্যাগর্ব পরিহারের উপদেশ দিলেন। বাণ ময়ূরের উৎকর্ষতায় খুশি না হলেও দেবী সরস্বতীর মধ্যস্থতায় তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল এবং তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

একরাত্রে বাণের সঙ্গে তাঁর পত্নীর কলহ উপস্থিত হয়। বাণ তাঁকে প্রসন্ন করার জন্যে প্রণত হলে অভিমানিনী তাঁকে পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দেন। ঘটনাচক্রে ময়ূর সেই-সময় বাতায়নপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে সমগ্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং কন্যার ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত বোধ করেন। কাজেই বাণ যখন নতুন শ্লোক রচনা করে পত্নীকে পুনরায় অনুনয় করে বললেন—

গতপ্রায়া রাত্রিঃ কৃশতনু শশীয়ত ইব
প্রদীপোঽয়ং নিদ্রাবশমুপগতো ঘূর্ণত ইব।
প্রণামান্তে মানং ত্যজসি ন যথা ত্বং ক্রুধসহ
কুচপ্রত্যাসত্ত্যা হৃদয়মপি তে সুভ্রু কঠিনম্ ॥

তখন আর স্থির থাকতে না পেরে ময়ূর হঠাৎ বলে ওঠেন—'এমন কঠিনহৃদয়াকে সুভ্রু না বলে চণ্ডী বলাই ভালো। দাম্পত্যকলহের মধ্যে পিতার অপ্রাসঙ্গিক বাক্‌ন্যাসে ক্ষুব্ধ হয়ে বাণপত্নী পিতাকে অভিশাপ দিলেন-'আমার মুখনিঃসৃত তাম্বুলরসের স্পর্শমাত্রে তোমার কুষ্ঠ হবে।' ঘটনাচক্রে নিষ্ঠীবনস্পর্শেই ময়ূরের কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হল। পরের দিন একটি কঞ্চুকে দেহ আবৃত করে ময়ূর যথারীতি রাজসভায় উপস্থিত হলে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় বাণ বললেন, 'বরকোঢ়ী' এসেছেন।

বূহলার 'বরকোঢ়ী' শব্দের দুই প্রকার অর্থ করেছেন। (১) 'বরক-উঢ়ী' যিনি 'বরক' অর্থাৎ কঞ্চুক (আলখাল্লা) পরে আছেন। (২) বর-কোঢ়ী অর্থাৎ যিনি চমৎকার কুষ্ঠচিহ্ন ধারণ করে আছেন। J. A. Vol I. পৃ-১১৪, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

রাজা এর তাৎপর্য বুঝে কুষ্ঠরোগী ময়ূরকে সভাগৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন। ময়ূর রোগপ্রশমনের জন্যে সূর্যমন্দিরে আশ্রয় নিলেন। সূর্যদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে-শতক তিনি রচনা করলেন তা 'সূর্যশতক' নামে প্রসিদ্ধ হল। সূর্যশতকের ষষ্ঠশ্লোক উচ্চারণ করা মাত্র সূর্যদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে রোগমুক্ত করলেন। স্বভাবতঃই এতে ময়ূরের যশ আরও বৃদ্ধি পেল এবং তিনি রাজার অধিকতর প্রীতিলাভে সমর্থ হলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ময়ূরের এই সম্মাননায় বাণ ঈর্ষ্যাকাতর হয়ে নিজের হস্তপাদ ছেদন করে চণ্ডীকে প্রসন্ন করার ইচ্ছায় 'চণ্ডীশতক' লিখতে প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রথম শ্লোকের ষষ্ঠ

অক্ষর উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেবী প্রত্যক্ষা হয়ে তাঁকে কৃপা করলেন।

মধুসূদনের বৃত্তান্তে উপরিউক্ত জৈন কাহিনী থেকে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের মতে ভোজরাজ নন হর্ষই বাণ-ময়ূরের পৃষ্ঠপোষক রাজা। ময়ূরাষ্টকে কন্যারূপের অসমীচীন বর্ণনাই ময়ূরের অভিশাপের তথা কুষ্ঠরোগের কারণ। মধুসূদন জৈন ছিলেন না কাজেই তাঁর বৃত্তান্ত সর্বথা জৈন প্রভাবমুক্ত।

মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণির' বিভিন্ন পুঁথিতে বাণ ও ময়ূরের কাহিনীর বিভিন্নতা ছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। পরস্পর বিরোধী দুটি কাহিনী C. H. Tawney সম্পাদিত প্রবন্ধচিন্তামণির ভূমিকায় ও যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী সম্পাদিত সূর্যশতকের টীকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। Tawney সম্পাদিত গ্রন্থে যে-কাহিনীর উল্লেখ আছে তা প্রচলিত অন্য সব কাহিনীর চেয়ে বিপরীত। ময়ূর এখানে বাণের ভগিনীপতিরূপে বর্ণিত। আশ্চর্যের বিষয়, এই কাহিনীতে বাণের উপর সূর্যশতকের এবং ময়ূরের উপর চণ্ডীশতকের কবিত্ব আরোপিত হয়েছে, ময়ূর বাণপত্নী দ্বারা নন বাণই ময়ূর পত্নীদ্বারা অভিশপ্ত হয়ে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়েছেন। যজ্ঞেশ্বরের কাহিনী অনুসারে বাণপত্নী ছিলেন ময়ূরের ভগ্নী। বাণ ও ময়ূরের পৃষ্ঠপোষক ধারারাজ ভোজ। রাত্রিশেষে অভিমানিনী পত্নীকে অনুনয় করতে গিয়ে বাণ পূর্বোদ্ধৃত 'গতপ্রায়া রাত্রি' ইত্যাদি শ্লোকের প্রথম তিন পাদ বার বার উচ্চারণ করতে থাকলে ময়ূর, যিনি নিজের সদ্য সমাপ্ত কবিতা বন্ধুকে শোনাতে এসেছিলেন: পাদপূরণের প্রলোভন সংবরণ করতে না পেরে 'কুচপ্রত্যাসত্ত্যা···ইত্যাদি চতুর্থ পাদ উচ্চারণ করে ফেললেন। ভ্রাতার অসঙ্গত আচরণে ক্ষুব্ধ বাণপত্নী তাঁকে অভিশাপ দিলেন। ফলে ময়ূর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হলেন এবং অবশেষে 'সূর্যশতক' রচনা করে সূর্যদেবকে প্রসন্ন করে রোগমুক্ত হলেন। বাণ ময়ূরের সম্পর্ক ও কাব্যরচনা করে রোগমুক্তির বিষয় মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' প্রভৃতি পরবর্তীকালের গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে।

Quackenbos তাঁর Poems of Mayura গ্রন্থের মুখবন্ধে এই অলৌকিক নিরাময় কাহিনীর উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে, জৈন কাহিনীতে বলা হয়েছে ময়ূর ষষ্ঠ শ্লোক এবং বাণ প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করামাত্র দৈব কৃপা লাভ করলেন। Quackenbos-এর মতে আলোচ্য ঐ শ্লোকদুটির বিষয়-বস্তুই উত্তরকালে এইরূপ কিছু অলৌকিক আখ্যান রটনার সুযোগ দিয়েছে। ময়ূরের ষষ্ঠ শ্লোকে সূর্যের যে রোগের নিরাময়ক্ষমতা উল্লিখিত তার লক্ষণ বিবেচনা করলে কুষ্ঠরোগের কথাই মনে হয়, আর বাণের চণ্ডীশতকের প্রথম শ্লোকে দেবীর ক্রোধাবিষ্ট অঙ্গগুলির ক্রোধ সংবরণের কথা বলা হয়েছে—এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বাণের হস্তপাদ ছেদনের কাহিনী। উত্তরকালে কাব্যের বিষয় কবিতে আরোপ করে দেবমাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। অনুরূপভাবে জৈন কাহিনীতে ৪২টি শ্লোক উচ্চারণ করে জৈন আচার্য মামতুঙ্গের ৪২টি শৃঙ্খল মোচনের কাহিনী কল্পিত হয়েছে। এই অলৌকিক কাহিনী হর্ষের সময়ে সৌর, শাক্ত ও জৈন এই তিনটি জনপ্রিয় ধর্মসম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এমন মনে করা হয়তো অসঙ্গত হবে না।

গল্পের অলৌকিক অংশ বাদ দিলেও বাণ-ময়ূরের বন্ধুত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বৈবাহিক সূত্রে সম্বন্ধ বোধহয় গ্রহণযোগ্য তথ্য হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে।

Tawney সম্পাদিত প্রবন্ধচিন্তামণির ভূমিকায় ময়ূরকে চণ্ডীশতকের রচয়িতা বলা

হয়েছে, তবু 'চণ্ডীশতক' যে বাণেরই রচনা একথা বোধহয় নিশ্চয় করেই বলা চলে। Buehler তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, তিনি 'চণ্ডীশতক' নামে যে-পুঁথির সন্ধান পেয়েছিলেন তার সমাপ্তিতে উল্লেখ আছে, সেটি মহাকবি শ্রাবণ/শ্রীবণভট্টের রচনা। শ্রাবণ বা শ্রীবণভট্ট বোধহয় শ্রীবাণভট্টের অশুদ্ধ রূপ। জৈন কাহিনীতে চণ্ডীশতকের রচয়িতারূপে বাণভট্টের স্বীকৃতি রয়েছে. তাছাড়া, ডঃ হলের উল্লিখিত টীকায় চণ্ডীশতকের প্রথম শ্লোকটি সর্বাংশে তার অনুরূপ। চণ্ডীশতক সুখপাঠ্য না হলেও এর রচনারীতি ও শব্দচয়ন কোনো সাধারণ কবির লেখনীনিঃসৃত নয় এ কথা বোধহয় অনায়াসেই বলা চলে। সুতরাং সর্বদিক বিবেচনা করে 'চণ্ডীশতক' কাদম্বরী ও হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্টের কাব্য বলে মেনে নেওয়া যায়।

সূর্যশতক ও চণ্ডীশতক—সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য

ময়ূরের 'সূর্যশতক' ও বাণভট্টের 'চন্ডীশতক' দুই পৃথক কবির রচনা হলেও উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্তমান। দুটিই শতক কাব্য, সূর্যশতকের শ্লোকসংখ্যা ১০১ এবং চণ্ডীশতকের ১০২। চণ্ডীশতকের ছটি শ্লোকের ছন্দ শাদূর্লবিক্রীড়িত হলেও উভয় কবিই স্রগ্ধরা ছন্দ ব্যবহারে পক্ষপাত দেখিয়েছেন। চণ্ডীশতকের আটটি শ্লোক ছাড়া দুটি কাব্যই আশীর্বচনসংযুক্ত। অনুজ্ঞাবোধক 'তাৎ'-এর একাধিক প্রয়োগে উভয় কাব্যই সৌসাদৃশ্য লাভ করেছে। ময়ূর ও বাণ উভয়েই জনপ্রিয় দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনাকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, পৌরাণিক আখ্যানের প্রতুল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন উভয় কবিই। উভয়েরই রচনারীতি গৌড়ী ; শ্লেষ, যমক প্রভৃতি শব্দালংকার প্রয়োগে উভয় কবিই সিদ্ধহস্ত।

লেখার ভঙ্গিতে কিন্তু উভয় কবির বৈসাদৃশ্য আছে। সূর্যশতক আগাগোড়া বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে লেখা, চণ্ডীশতকের ভঙ্গি কথনাত্মক। কথাবস্তুর দিক দিয়ে সূর্যশতকের তবু বিষয়বিভাগ করা চলে, সমগ্র কাব্যটি স্তুতিমূলক হলেও স্তুতির মধ্যে একটি পারম্পর্য রক্ষা করার চেষ্টা আছে। অপরপক্ষে চণ্ডীশতক পরস্পর সঙ্গতিহীন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি, সেখানে পারম্পর্য অনুসরণের চেষ্টা মাত্র নিষ্ফল হতে বাধ্য।

চণ্ডীশতকের শ্লোকসংখ্যা ও বিষয়বিভাগ

শতক কাব্যে শত শ্লোকের সমাবেশ হওয়াই যুক্তিযুক্ত, তবুও চণ্ডীশতক মোট ১০২টি শ্লোকের সমাহার। আটটি জয়ঘোষক শ্লোক (৩, ৪, ২১, ৩৩, ৩৮, ৫৪, ৭১, ১০২) বাদ দিলে বাকী ৯৪টি শ্লোকই আশীর্বাদ। ৫৫টি শ্লোকের তাৎপর্য ত্রাণভিক্ষায়। কেবল দেবীই যে এই রক্ষা প্রার্থনার লক্ষ্য তা নয় কখনও তাঁর মুখপদ্ম (৫৩), তাঁর শ্রীচরণ (১০, ১২, ২২, ৯২, ১০১), এবং চরণনখরাজি (৯) কখনও তাঁর বাণী (৫৯), এবং কখনও তাঁর প্রহরণকে (১৮) উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কখনও এই প্রার্থনার মধ্যস্থ হয়েছেন কুমার কার্তিকেয় (৫, ৬৭), কখনও দেবীর সখী জয়া (১৯), কখনও জয়ার বিস্ময় (৬৯)—এমনকি মৃত মহিষের রক্তও এ ব্যাপারে বাদ যায় নি।

শ্লোকসংখ্যার অর্ধাংশে নাটকীয়তা সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়েছে উত্তমপুরুষের ব্যবহার করে। যেহেতু কথোপকথনের উপস্থাপনা নেই সুতরাং উত্তমপুরুষ প্রয়োগে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। দশটি শ্লোকের বক্তৃী স্বয়ং

দেবী চণ্ডিকা (১, ২০, ২৪, ২৯, ৩১, ৪৭, ৪৮, ৫৯, ৬০, ৬১)। এর মধ্যে ৫টি শ্লোক উচ্চারিত হয়েছে মহিষের ভয়ে পলায়িত দেবগণকে লক্ষ্য করে, ১টি তার নিজের অঙ্গকোপ উপশমের জন্যে, ১টি মহিষের প্রতি ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে (৩১) একটি শিবের প্রতি (৪৮) এবং দুটি শ্লোক হল তাঁর স্বগতোক্তি (২০, ৪৭)। ১৯টি শ্লোকের বক্তা হল মহিষ, মধ্যে ১৩টি শ্লোক রয়েছে রণভীরু দেবগণের নিন্দায়, (২৩, ৩৪, ৩৫, ৫৭, ৬২, ৮০, ৮৩, ৮৫, ৯১, ৯২, ৯৯, ১০০) আর বাকি ৬টিতে (২৭, ২৮, ৭৬, ৭৭, ৮১, ৮২) তার আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন স্বয়ং দেবী এবং তাঁর পুত্র কার্তিকেয়। প্রতি শ্লোকেই তার ব্যঙ্গ-মিশ্রিত দৃপ্তবাক্য অর্ধসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে দেবীর পাদন্যাসে তার প্রাণনাশ ঘটানোর বর্ণনায়। জয়া, যিনি দেবীর সখী, তাঁর মুখেও উচ্চারিত হয়েছে সাতটি শ্লোক। তিনি কখনও দেবীর সঙ্গে পরিহাসরত (৩২) কখনও বা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ (৮৯)। তিনিই আবার কখনও দেবপত্নীদের সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করছেন (৩৩) কখনও পরাক্রমহীন দেবগণের নিন্দা করে (১৫, ৬৯, ৮৬) তাদের যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত ও উত্তেজিত করছেন (৩৮) তাঁর তুলনায় দেবীর অপর সহচরী বিজয়া মিতভাষিণী। কবি তাঁর মুখে মাত্র একটি শ্লোকের আবৃত্তি শুনিয়েছেন, সে শ্লোকের বিষয়বস্তুও কিন্তু যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ দেবগণের নিন্দা (২১)। দেবাদিদেব উল্লিখিত হয়েছেন পাঁচটি শ্লোকে (১২, ১৪, ১৬, ৩০, ৪৪) তাঁর মুখনিঃসৃত সবকটি বাক্যই দেবীকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে আছেন চণ্ডীতনয় কার্তিকেয় (৬৭), দেবগণ (৪), দেবাসুর (৭০), ত্রিভুবনগুরুগণ (৯৭), দেবীর চরণ (৯০), এমনকি তাঁর চরণের নখরাজি (১১)। ৯৮টি শ্লোকে দেবী চণ্ডিকার সঙ্গে মহিষাসুরের দীর্ঘ সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে। সে-সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেছে অবশ্যই মহিষের দেহনাশে। ৬০টির অধিক সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে কোনো প্রহরণ নয়, দেবীর পদাঘাতই মহিষের মৃত্যুর কারণ। যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যেও কোথাও কোনো ঘটনাবলীর পারম্পর্য রক্ষা করা হয় নি, যাতে আদ্যন্ত বিন্যাসে সমগ্র বিষয়টির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। শতাধিক শ্লোক-সমন্বিত চণ্ডীশতকের প্রতিটি শ্লোক স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে শতাধিক বিচ্ছিন্ন চিত্র তুলে ধরে। যদিও বাণভট্ট গ্রন্থের রচয়িতা তবুও কাদম্বরী কথাচিত্রের বাণভট্ট এখানে অনুপস্থিত। বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে যেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই, নেই পরিবেশনার কোনো অভিনবত্ব। একই ধরণের ভাবনা ও পরিবেশনরীতির আবর্তনে পাঠকচিত্ত সহজেই অবসন্ন হয়ে পড়ে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানগুলির মধ্যে কেবল মহিষাসুর-বধের বৃত্তান্তকে উপজীব্য করে 'চণ্ডীশতক' লেখা হয়েছে। দেবী চণ্ডিকা মার্কণ্ডেয়-পুরাণে অসুর নিধনের জন্যে সম্মিলিত দেবগণের তেজঃপুঞ্জের মূর্ত বিগ্রহ। 'চণ্ডীশতকে' এই দেবীই হিমালয়দুহিতা ও শিবপত্নী। চণ্ডীশতক পাঠ করার পরে মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর সঙ্গে এর তুলনা অনিবার্যভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। যে কোনো পাঠকই স্বীকার করবেন মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর সরল সরস ও সজীব বর্ণনার তুলনায় চণ্ডীশতকের বিবরণ একান্তভাবেই জটিল, নীরস ও নিষ্প্রভ।

চণ্ডীশতকের রচনারীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

'চণ্ডীশতকে'র রচনায় গৌড়ী রীতি অনুসৃত হয়েছে। জটিল সমাসবদ্ধতা, অনুপ্রাসাদি অলংকারের বাহুল্য, দুর্বোধ্য শ্লিষ্টপদ প্রয়োগ গৌড়ী রীতিরই অনুস্মারক। অলংকার

প্রয়োগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বলা যায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে আশীঃ বা প্রার্থনা। শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগও সুপ্রতুল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্লেষবাহুল্যে সমগ্র শ্লোকটিই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে। (১৩, ২১, ২৭, ৩০, ৩৪, ৪১, ৫৫, ৬৯, ৭৭ এবং বিশেষতঃ ৪, ৪৬, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭০, ৮৮ দ্রষ্টব্য)। দুটি শ্লোকে (৩৬ এবং ৫২) যমক ও দুটিতে (৩৮, ৭০) অনুপ্রাস প্রযুক্ত হয়েছে। 'চিত্র' এবং 'বেণিকা' শ্রেণীর বর্ণানুপ্রাস লক্ষ্য করা যায় ৪০ এবং ৬৬ সংখ্যক শ্লোকে। বিরোধ (৬২) এবং উৎপ্রেক্ষা ও (১, ২২, ৪০) দুর্লভ নয়, তুলনায় সার্থক উপমা প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রসঙ্গতঃ চণ্ডীশতকে ব্যবহৃত কয়েকটি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা চলে। সূর্য ও চণ্ডীশতকে 'অনুজ্ঞা বোধক' তাৎ-এর বহুল প্রয়োগের কথা পূর্বেই বলেছি, এই রকম প্রয়োগ সূর্যশতকে ২১বার এবং চণ্ডীশতকে ১৭বার করা হয়েছে। যদিও সাধারণতঃ হা ধাতু লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচনে 'জহীহি' পদের অধিকতর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, ছন্দের প্রয়োজনে ৩৪-সংখ্যক শ্লোকে বাণ 'জহিহি' পদ প্রয়োগে পক্ষপাত দেখিয়েছেন। (তুলনীয়—সূর্যশতক, ৫৯) ৩০-সংখ্যক শ্লোকে দেবান্ পদকে ব্যবহার করা হয়েছে 'জয়োক্তে' এই সমাসবদ্ধ পদের কর্ম হিসেবে ; অর্থ করা হয়েছে 'দেবতাদের প্রতি জয়ার উক্তিতে'। ৪২নং শ্লোকে 'অগ্নেগর্ম্যম্' প্রযুক্ত হয়েছে 'অগ্নিনা গম্যম্' অর্থে, (তুলনীয়—সূর্যশতক, ২৩)। 'রক্ষা করো না' এই অর্থে 'ন অবত' ব্যবহার করা হয়েছে। ৯নং শ্লোকে 'যে' পদের সম্পূরক (Correlative) উহ্য রাখা হয়েছে। ৩৩নং শ্লোকে 'যাবৎপুরানিপাতয়োর্লট্' সূত্রানুসারে 'পুরা' শব্দের প্রয়োগে বর্তমানে ভবিষ্যতের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। ৩৪নং শ্লোক 'নির্বাণ' শব্দে শ্লেষ প্রকাশ করা হয়েছে, অর্থ করা হয়েছে একবার বাণশূন্য একবার নির্বাপিত। এখানে বর্গীয়-ব এবং অন্তঃস্থ ব-এর পার্থক্য উপেক্ষা করা হয়েছে। ৮৬নং শ্লোকে 'স্থাতুং গতভয়ং'-এর প্রয়োগে 'গতভয়ম্' এই সমাসবদ্ধ পদের উপর তুমুনন্ত 'স্থাতুং' পদের নির্ভরতা খুব স্বাভাবিক নয়।

বাণ এবং ময়ূর উভয়েই 'স্রগ্ধরা' ছন্দের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। চণ্ডীশতকে ২৫, ৩২, ৪৯, ৫৫, ৫৬ এবং ৭২ এই ছয়টি শ্লোক 'শার্দুল-বিক্রীড়িত' ছন্দে লেখা বাকি ৯৬টি শ্লোক স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত।

'ভ্রূ, তোমার বিভ্রম ভেঙো না, অধর, তোমার এই বিধুরতাই বা কেন? মুখ, তোমার রক্তাভা পরিহার করো, হে পাণি, এ (মহিষের দেহে) প্রাণ নেই আর, সংগ্রামসাধে ত্রিশূল-চালনা করে আর লাভ কী?' উদ্যত কোপের চিহ্ন (ফুটিয়ে তুলেছিল) যে-অঙ্গগুলি এইভাবে তাদের স্বভাব-দশায় ফিরিয়ে এনে দেবী (মহিষাসুরের) মস্তকে দেবশত্রুর প্রাণহর তাঁর যে-শ্রীচরণ ন্যস্ত করেছেন তা তোমাদের সব পাপ দূর করুক ॥ ১ ॥

নূপুর-শিঞ্জনের বিশাল হুংকার-সমুদ্র যেখানে (মহিষ স্কন্ধে) পরাভূত, (মহিষের) শৃঙ্গক্ষত-ক্ষরিত রক্তধারার আলিঙ্গনে যেখানে দেবীচরণে অলক্তক সজ্জার ভ্রান্তি, বিন্ধ্যাদ্রিভ্রমে[১] সেই মহিষস্কন্ধে যার সংসৃষ্ট ও সংন্যস্ত চরণ অলক্ষ্যেই মহিষের প্রাণ হরণ করেছে সেই কল্যাণী দেবী তোমাদের মঙ্গল করুন ॥ ২ ॥

এ চরণশোভা অনুনয়পর মহাদেবের (জটাজাল থেকে) উৎক্ষিপ্ত পূত জাহ্নবীর[২] স্পর্শজনিত নয়; নখজ্যোৎস্নায় বা চন্দ্ররুচি নূপুরের ঔজ্জ্বল্যে এ শোভার উদয় কখনোই হয় নি। নিপীড়িত অলক্তকের রস নিষ্কাসিত করে পাদরঞ্জনের পর তার অসার ভাগ ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে-শোভা হয় অসুরের প্রাণরসে চরণ রঞ্জিত করে আমার মহিষদেহ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই শোভা ধারণ করে আর্যা বিজয়িনী হয়েছেন ॥ ৩ ॥

ত্রিভুবনকে যুগপৎ গ্রাস করার জন্যে মৃত্যুর (রক্ত-) জিহ্বা (তার মুখবিবর থেকে) কি অত্যুৎসাহে প্রসারিত হয়েছে, কিংবা বিষ্ণুপদী গঙ্গার স্রোতোধারা কি অরুণিত হয়েছে সেই পাদপদ্মদ্যুতিতে[৩]? অথবা স্মরারির (শিবের) প্রার্থনায় (সাড়া দিয়ে) আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং ত্রিসন্ধ্যা? দেবীর ত্রিশূলে আহত মহিষ-দেহনির্গত রক্তের যে (ত্রি-) ধারা দর্শনে দেবগণ এমন কল্পনা করেছিলেন, সেই রক্তস্রোত বিজয়ী হয়েছে ॥ ৪ ॥

সদর্প প্রহারে জর্জরিত করে (মাতা চণ্ডী) দেবশত্রু মহিষের দেহ পদভরে তৎক্ষণাৎ পিষ্ট করলে সেই দেহাবশিষ্ট সংলগ্ন শৃঙ্গের প্রান্তভাগ (দেবীর নূপুরগ্রন্থির প্রান্ত-সীমায় আটকে ছিল। যুদ্ধশেষে কমলকলির তুল্য (এ আমার) মায়ের কর্ণাভরণ (যুদ্ধের সময়) স্খলিত হয়েছিল।' এইভাবে যিনি সাদরে সেটিকে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন সেই কুমার (কার্তিকেয়) তোমাদের পাপরাশি দূর করুন ॥ ৫ ॥

যেমন ভাবে কোণ দিয়ে বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কার তোলা হয় তেমনই (যুদ্ধের সময়) (দেবীর) সম্মুখীন হয়ে শৃঙ্গপ্রান্ত দিয়ে দেবীর নূপুরের মণিমণ্ডলীতে বারবার ঝঙ্কার তুলে এই ইন্দ্রশত্রু অসুর অতি দুর্মনা হয়েও দেবীর পদপ্রান্ত (আশ্রয় করেই) স্বর্গে প্রতিষ্ঠা পেল। (এই ভাবে) নিরন্তর জগতের কল্যাণ করাই যাঁর স্বভাব, যিনি বিকার-রহিতা, সেই মঙ্গলময়ী দেবী তোমাদের শান্তি প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

(চরণের) অঙ্গুষ্ঠপ্রান্তে নিরস্ত, নখাগ্রে তাড়িত এবং পার্ষ্ণি (গোড়ালির অধোভাগ) দ্বারা হীনবীর্য করে পদতলে কুশাগ্রসূচীভেদের মতো সামান্য বেদনা অনুভব করে সামনে-এগিয়ে-আসা মহিষকে দেবী গণনার মধ্যেই আনলেন না। (এরপর) যুদ্ধক্ষেত্রে পদাঘাতের দ্বারা যিনি (মহিষের) নাভিদেশে তার মুখমণ্ডল প্রবেশ করিয়ে দৈত্যপতির আকৃতির বিকৃতি ঘটিয়ে তার বিনাশ সাধন করেছিলেন, সেই দেবী তোমাদের সমৃদ্ধির কারণ হোন ॥ ৭ ॥

সূর্যের হরিদ্বর্ণ অশ্বগুলিকে কোমল তৃণলোভে যে-মহিষ গ্রাস করেছিল, অগ্নির

তেজোগর্ব সে সহ্য করে নি, স্থানু (মহাদেবে) সে তার কণ্ডূয়নস্পৃহা চরিতার্থ করে যেন প্রতিদ্বন্দ্বী মহিষের ক্রোধ নিয়ে যমের নিকটবর্তী হয়েছিল। যথেচ্ছভাবে কৃষ্ণরূপ পঙ্কে বিহার করে অবগাহনের জন্যেই যেন (জলাধীশ) বরুণের কাছে গিয়েছিল (তবু তার স্বস্তি হয় নি) (অবশেষে) হ্রদের মতো (শান্তিপ্রদ) যে-দেবী-দুর্গার চরণে এই মহিষ সুস্থতা লাভ করেছিল, সেই দুর্গা তোমাদের সমৃদ্ধির নিমিত্ত হোন ॥ ৮ ॥

ত্রিভুবনের আতঙ্ক শান্তির জন্যে বিবশ ব্রহ্মা ধ্যান-তন্দ্রায় অভিভূত হলে এবং ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, যম, অগ্নি প্রভৃতি (মহিষের ভয়ে) পলায়ন করলে চণ্ডীর চরণনখরূপ অপর যে পঞ্চ লোকপাল[৪] স্পর্শমাত্রে অতিরুষ্ট মহিষকে পিষ্ট করে ত্রিলোকের ত্রাণ করেছিলেন, তাঁরা তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

(স্বাভাবিক) লীলায়িত বিক্ষেপভঙ্গি বাদ দিয়ে সমুচিত (যথোপযুক্ত) পাদন্যাস করে যা অসুরের প্রাণ (-রস) পান করেছিল, সুরলোকবৈরী ছলমহিষবপু এই অসুরের প্রতি বাম (বিরূপ, আমাদের প্রতি তা নয় ; আবার পাদের বিশেষণ হিসেবে পাঠ করলে বাম চরণ), হিমানীপুষ্ট নখজ্যোৎস্নায় অতি পাণ্ডুর (অতিশুভ্র) পর্বতশ্রেষ্ঠের বলের মতো মহাবল, পিতা হিমালয়ের পাদদেশের তুল্য[৫] পার্বতীর সেই শ্রীচরণ (বা বামচরণ) তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

'অতীতে মায়াসিংহ (নৃসিংহদেব) হাতের দশটি নখে সুরারির (হিরণ্যকশিপুর) বক্ষোভেদ করেছিলেন[৬] আর-এই আমরা যুবতীচরণের পাঁচটি মাত্র নখ 'শত্রুকে অন্তে নিয়ে গেলাম' (বিনাশ সাধন করলাম)—যাঁর শ্রীচরণ শত্রু নিপাত করলে জাতগর্ব পদনখগুলি তাদের চন্দ্রমণির প্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় হরিকে এইভাবে যেন উপহাস করেছিল, সেই কালী তোমাদের সমৃদ্ধি এনে দিন ॥ ১১ ॥

'এই বিজয়ে (অথবা হে বিজয়া) বিজয়ী ওই রক্তাক্ত চরণে অলক্তকশ্রীর দরকার নেই আর ; পর্বতেন্দ্র-সদৃশ শক্তিধর শত্রুর বিনাশের পরে অগ্রহস্ত দিয়ে পাদসংবাহন করাও (এখন) হাস্যকর। এই সংহারপর্বে ত্রস্ত হয়েই আজ সকলে এই পায়ে প্রণতি জানাচ্ছে' এই বলে সহাস্যে মহাদেব অম্বিকার যে-চরণ একান্তে চুম্বন করেছিলেন, সেই রিপুনাশন শ্রীচরণ তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

যিনি কেবল (ক্রোধে) ভ্রূ-লতা ভগ্ন করেন নি, অবহেলাভরে সমবল মহিষের অস্থি ভগ্ন করেছিলেন, যিনি ক্রোধে পাদপদ্ম উত্তোলিত করেন নি, অথচ অমৃতসেবী (দেবতা)-দের অন্তঃশল্য উৎপাটিত করেছিলেন[৭] (অর্থাৎ, মহিষের বিনাশ সাধন করে দেবতাদের দুশ্চিন্তা দূর করেছিলেন), (পাদপদ্ম উত্তোলিত করেন নি বলেই) যাঁর নূপুর মুখর হয় নি কিন্তু জয় ঘোষণায় সমস্ত জগৎ মুখরিত হয়েছিল, (এইরূপ) যে-পার্বতী যুদ্ধক্ষেত্রে পার্ষ্ণির একাংশ দিয়ে মহিষের প্রাণ হরণ করেছিলেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ১৩ ॥

'নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যারা নির্গত হয়েছিল, সেই দানব সৈন্যগণ আজ প্রভুশূন্য হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অতি দ্রুত শত্রুকে দীর্ঘনিদ্রায় শায়িত করেছ বলে, তোমাকে যে প্রায়ই মহিষী বলে সম্বোধন করতাম আজ আর তা করা যাচ্ছে না। যে-বীর্য তুমি প্রকটিত করলে কোনো নারীতে তা দেখা যায় না, কাজেই (আমার সাধারণ প্রয়োজনে) তোমাকে আমি আর ডাকতে পারি না। এইভাবে ক্রীড়াচ্ছলে

মহাদেব (দেবীকে) পরিহাস করলে যে কাত্যায়নী লজ্জাকুলা হয়েছিলেন তিনি তোমাদের শত্রুনাশ করুন ॥ ১৪ ॥

'হে হরি[৮] (ইন্দ্র অথবা বিষ্ণু) তোমার ভয় হচ্ছে কেন ? (অথবা ঠিকই হয়েছে) মহিষের কাছ থেকে হরি (অশ্ব) ভয় পাবেই। আজ চন্দ্রের দুটি কলংক হল (একটি তার স্বাভাবিক কলংক, আর একটি নূতন হল মহিষের ভয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়ে), চন্দ্রকে (পালাতে) দেখে জলাধীশও (বরুণও) ধর্ম ত্যাগ করলেন, (অর্থাৎ তিনিও পালালেন), এও সঙ্গত হয়েছে (কারণ চন্দ্রকে দেখেই সমুদ্র বেলাভূমির দিকে এগিয়ে আসে। বায়ু, তোমার তো অন্যকে কাঁপানোর কথা, নিজে ভয়ে কাঁপছ কেন) ? যম, নিজের বাহন (মহিষ)-কে (মৃত) মহিষাসুরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও (যদি তোমার আক্রান্ত হবার ভয় থাকে)।' যে-দেবী শত্রুকে (পদভরে) পিষ্ট করলে (তাঁর সখী) জয়া পলায়িত দেবতাদের এইভাবে উপহাস করেছিলেন তিনি তোমাদের সমৃদ্ধি এনে দিন ॥১৫॥

সন্নিহিত পৃথিবীকে (প্লাবিত করে ?) ত্রিশূলবিদ্ধ মহিষের উচ্ছলিত রক্তস্রোত দেবমার্গ (আকাশ) কেও সঙ্গে সঙ্গে যখন আরক্ত করে তুলল সন্ধ্যা-সমাগম-ভ্রমে পূর্বিৎ[১০] (শিব) (ভয়ে) নৃত্য আরম্ভ করলেন। তারপর (নিজের ভুল) বুঝতে পেরে '(তাহলে) আমি বিজয়োৎসবের সম্মাননা করি' এই বলে যাঁকে সহাস্যে আলিঙ্গন করে শিব পুনরায় নৃত্যরত হলেন, সেই পার্বতী তোমাদের রক্ষা করুন ॥১৬॥

(ইন্দ্রাদি) দেবনায়ক প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবতাবৃন্দ যে অসিশ্যাম মহিষকে দেখে ভয়ে ভয়ে ভেবেছিলেন, পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে বেড়ে উঠছে এ বিন্ধ্যপর্বত নাকি[১১]। সেই দেবারি মহিষই পাদপিষ্ট হয়ে যাঁর নূপুরপ্রান্তে সংলগ্ন হয়ে চঞ্চল ইন্দ্রনীলোৎপলমণি-খণ্ডের সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয়েছিল, সেই উমা[১২] তোমাদের সমৃদ্ধি এনে দিন ॥১৭॥

প্রেতপালক যমের অনুচরদের মতো নিষ্ঠুর এই শর মহিষাকার দুর্বার দেবশত্রুকে লক্ষ্য করে (দেবী) পার্বতী সন্ধান করেছিলেন। ভুবনভয়হর এই শর লক্ষ্যবিদ্ধ করে পৃথিবী ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করল (এবং) পাখার হাওয়ায় (এমন) ত্রাস সঞ্চার করল সর্পকুলে যে তারা ভাবল গরুড়ই বুঝিবা নেমে এল (পাতালে)।[১৩] সেই শর তোমাদের রক্ষা করুক ॥১৮॥

(মহিষের ভয়ে ভীত ইন্দ্রের হাত থেকে খসে-পড়া) বজ্র দেবীর হাতে বিন্যাস করে বিষ্ণুর হস্তচ্যুত চক্র কণ্ঠসূত্রে পরিয়ে দিয়ে বরুণের পাশে (দেবীর) চুল বেঁধে, ধনদ কুবেরের গদা দেবীর হাতে সাজিয়ে দিয়ে, পূর্বে পলায়িত এবং মহিষনাশের পর পুনর্মিলিত দেবতাদের সরিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে যিনি (এইভাবে তাদের) লজ্জা দিয়েছিলেন এবং এই আচরণের জন্যে বিনম্রা হৈমবতীর কাছে তিরস্কৃতা হয়েছিলেন সেই জয়া তোমাদের দুর্বুদ্ধি নাশ করুন ॥১৯॥

(খড়্গ দিয়ে বধ করলে) খড়্গে যে পানীয় (জল) আছে তা (বরং) মহিষকে খুশি করত, (বাণ নিক্ষেপ করলে) বাণ হত মহিষের পক্ষপাতী (একটি অর্থ সহায়ক, অপর অর্থ—পক্ষ অর্থাৎ পত্রের সাহায্যে পতনশীল ; বাণ পাখায় হাওয়া কেটে লক্ষ্যবস্তুতে নিবদ্ধ হয় বলে তাকে পক্ষপাতী বলা হচ্ছে)। শূল বিদ্ধ করলে শিবের যশ সে লাভ করত (শূল প্রহরণ বলে শিবকে শূলী বলা হয়, শূলবিদ্ধ হলে মহিষকেও শূলী বলা যেত) (এইসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করলে) বধ্য (মহিষের) দণ্ড হত অতিলঘু। এই ভেবেই

এসব আয়ুধ বাদ দিয়ে অভিঘাতেই যার স্বাভাবিক রক্তিমা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই পার্ষ্ণি দিয়েই যে-পার্বতী সুররিপু মহিষের প্রাণসংহার করেছেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥২০॥

'হে ইন্দ্র (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর মতো) এইরকম লজ্জাজনক কাজ করে অনশনে প্রাণ দিও না। (অথবা অনশনে শব্দটি শক্র, ইন্দ্রের বিশেষণ, অশনি বজ্র, বজ্ররহিত—অনশনি সম্বোধনে অনশনে, অর্থ, 'হে বজ্রহীন ইন্দ্র'), হে কুবের-শিবের কণ্ঠরোগ (গদ) সারাও, অগদের এই তো উপযোগিতা। (অগদ শব্দে শ্লেষ আছে অগদ—ঔষধ এবং গদারহিত এই দুই অর্থ বোঝায়। মহিষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হয়ে কুবের গদা ফেলে পালিয়েছিলেন, কাজেই অগদ বলে বিজয়া তাকে পরিহাস করছেন)। হে চক্রপাণি (বিষ্ণু) দৈত্য মহিষও তোমার মতো বিচক্র (সৈন্যহীন) হয়েছে। (বিষ্ণু যেমন যুদ্ধে চক্রহীন হয়েছেন, মহিষও তেমনই যুদ্ধে সৈন্যহীন হয়েছে)। যে-দেবতারা মহিষের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন তাঁদের এই কথা বলে (দেবীর সখী) বিজয়া যে রিপুনাশিনী দেবীকে লজ্জা দিয়েছিলেন তিনি বিজয়িনী হয়েছেন ॥২১॥

ছলনাময় মহিষের উৎপেষণ-জনিত রোষানুষঙ্গে ভদ্রকালীর শ্রীচরণ ভুবনের ভয় হরণ করে ক্ষণকালের জন্যে পাতালগহ্বরে নীত হয়েছিল। সেখানে তার চন্দ্রকান্তমণিরচিত (বৃত্তাকার) মহানূপুরের প্রান্তশোভায় মনে হয়েছিল যেন (স্বয়ং) শেষনাগ সেই পাদপদ্ম প্রদক্ষিণ করতে চেয়ে নিজের বলয়াকার শরীর দিয়ে মুহূর্তের জন্যে তাকে বন্দনা করছে। সেই দেবীচরণ তোমাদের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক ॥২২॥

'শিব, তোমার শূল কি তুলোর মতো (নরম) ? জোরে আঘাত করো ; হে হৃষীকেশ (হৃষীক-ঈশ, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রভু অথবা কেশই যাঁর আনন্দ) তোমার চক্র দিয়ে কি আমার কেশপাশ বক্র করেছ ? (অর্থাৎ তোমার প্রযুক্ত চক্র আমার শরীর স্পর্শই করেনি) হে ত্বষ্টৃপুত্রের শত্রু (ইন্দ্র) তোমার বজ্র তো স্বর্গরাজ্য রক্ষা করছে না। হে জলেশ (বরুণ) তোমার পাশ তো পদ্মের মৃণাল (মৃণালতুল্য মৃদু), হে অনল, দীপ্যমান হওয়ার সুযোগ তোমার আর নেই—গর্বভরে এই কথা বলতে বলতে দেবারি (মহিষ) যে-দেবীর হাতে নিহত হলেন তিনি তোমাদের শান্তি এনে দিন ॥২৩॥

'হে শার্ঙ্গিন্ (ধনুর্ধর বিষ্ণু), বাণকে ছেড়ে দাও (বাণ এক অর্থে বাণাসুর অন্য অর্থে শর) একে বলি ভেবে ভুল করেছ, (বলি বিষ্ণুর হাতে বন্ধ হয়েছিলেন, বাণ বা মহিষ বিষ্ণুর বধ্য নন) বাণকে কে আটকে রেখেছে ? হে গোত্রশত্রু (ইন্দ্র) তোমার শত্রু আমি নিপাত করছি। এই দেবশত্রু (নিজের) গোত্রের শত্রু (যেহেতু দেব-দানব উভয়েই কশ্যপের সন্তান)। হে দৈত্যগণ, আমার উৎসবে ছাগের মতো মহিষ বলি দেওয়া হয় আজ শীঘ্রই এই মহিষ শেষ হোক', এই বলে উপহাস করে যে-উমা মহিষের দেহ চূর্ণ করেছিলেন তিনি তোমাদের ত্রাণ করুন ॥২৪॥

অশেষ বান্ধবকুলের বিনাশের জন্যে মোহান্ধ-বুদ্ধি কংস[১] যাঁকে দেবদারুকাষ্ঠনির্মিত শূলের মতো নিজ স্কন্ধে বহন করে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়েছিল, যিনি স্পর্ধায়-বর্ধিত দুর্ভার বিন্ধ্যপর্বতের মতো গুরুভারে বিকল কংসের হস্ত থেকে আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন, সেই কাত্যায়নী তোমাদের কর্মসমূহের সুফল প্রদান করুন ॥২৫॥

শত্রুনিপাতে হলে তুরাষাট্ (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবগণ আনন্দে তৎক্ষণাৎ স্তোত্র উচ্চারণ করতে থাকলে লজ্জালীনা (দেবী) তাঁর অবলম্বনের জন্যে পতির বাড়িয়ে দেওয়া হাত-দুটি

ধরে ক্লান্ত হয়েই যেন তাঁর দেহার্ধকে গৃহবিবেচনা করে নিজের ইচ্ছাভিন্নই গাঢ় আলিঙ্গন সুখ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই কালী তোমাদের কষ্ট দূর করুন ॥ ২৬ ॥

'হে মুগ্ধ, থাক অর্ধচন্দ্র, (বাণবিশেষ এবং চন্দ্রার্ধ) সুরনদী (গঙ্গা), যিনি তোমার সপত্নী তাঁকে (বরং আমার দিকে) নিক্ষেপ করো। (উল্লেখ্য যে, শিবের মস্তকে চন্দ্রার্ধ এবং গঙ্গা উভয়েই স্থান পেয়েছেন।) খেলতে দুটি পাশক লাগে, (পাশক এক অর্থে পাশা বা অক্ষ, অন্য অর্থে বন্ধনরজ্জু), (কাজেই) এই একটিতে তো আমার হবে না, অন্য একটা ফেলো। (শূল দিয়ে আমাকে আঘাত করেই বা কী হবে ?) তুমি স্ত্রীলোক হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ কাজেই শূল (অকীর্তিরূপ শূলবেদনা) আমার মাথায় আগেই বিঁধেছে ? এইরকম শ্লেষাত্মক আলাপরত চতুর বিদগ্ধ দনুজকে যিনি দৃষ্টিপাতে নিঃশেষে দগ্ধ করেছিলেন, সেই উমা তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৭ ॥

'হে স্কন্দ[১৫], তোমার বিষণ্ণ ষন্মুখে কেন ক্লিষ্টতার ছায়া ? তোমার তো আরও ছ'জন মা আছেন। হে ভব (শিব) শরীরার্ধ লাভ করে (এবার) পূর্ণাঙ্গ হও। (পার্বতী তোমার শরীরের অর্ধাংশ জুড়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তুমি পূর্ণশরীরের অধিকার ফিরে পাবে)। 'কুটিলা কালীকে আজ আমি বিনাশ করব।' যে পার্বতীর ইচ্ছায় ও যাঁর যথেচ্ছ মৃদু পদন্যাসে দেবারি (মহিষের)র এই কথা ও প্রাণ একই সঙ্গে কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল সেই অদ্রিজা তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৮ ॥

'সূর্য, (এবার) নিশ্চিন্তে তোমার ঘোড়াগুলি নিয়ে আকাশপথে ঘুরে বেড়াও, মহিষের ভয় আর ওদের নেই। বিশ্বকর্মা (মহিষের) শিং-দুটি দিয়ে বিষ্ণুর জন্যে অন্য একটি নতুন ধনুক তৈরি করছ না ? (তৈরি করছ না কেন ?) ঈশ্বর (শিব), যে হস্তি-চর্ম (তুমি পরে আছ তা কর্কশ, কোমল এই মহিষচর্ম পরিধান করো।' স্বীয় চরণ-গৌরবে দেবগর্ব খর্ব করে এইভাবে যিনি পরিহাস করেছিলেন সেই শত্রুনাশিনী গৌরী তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৯ ॥

'হে সন্নতাঙ্গী, (যুদ্ধরতা দেবীর দেহ ঝুঁকে পড়েছে বলে তাঁকে শিব এই সম্বোধন করছেন) বাণ (তীর) নিক্ষিপ্ত হয়েছে, স্কন্ধদ্বয় ঝুঁকে পড়েছে বলে বিস্তৃত হয়েছে (দেহের) মধ্যদেশ (উদর), (ফলে) বলিরেখা (উদরে ত্রিবলি সৌন্দর্যের সূচক) (সাময়িকভাবে) অন্তর্হিত হয়েছে। রিপুশিরে ক্ষতসৃষ্টিকারী নূপুরের পাদবিক্ষেপের প্রহ্লাদ (ধ্বনি) দিগন্ত ব্যাপ্ত করেছে।

অন্য অর্থ—বাণ-(নামক অসুর-) কে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, মধ্যদেশ তাই ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই পুণ্য-ত্রিকের[১৬] প্রতি প্রণতি জানিয়ে বলির (বলি নামক অসুরের) হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। রিপুশিরে ক্ষতসৃষ্টিকারী নূপুরের পাদবিক্ষেপের দ্বারা প্রহ্লাদ (প্রহ্লাদ-নামের অসুর, মহিষাসুরের খুল্লতাত, প্রহ্লাদের পৌত্র বলি, এবং বলির পুত্র বাণ) দিগন্তগামী হয়েছেন।

(কাজেই) যুদ্ধে (কেবল) একা মহিষকে পীড়িত করেছ তাই নয়, অন্যেরা (মহিষের আত্মীয়েরা, বাণ, বলি ও প্রহ্লাদ) যারা যুদ্ধ করেনি তাদেরও কষ্ট দিয়েছ'। এই বলে পতি শিব যাঁকে পরিহাস করে সুখী করেছিলেন সেই শিব তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

'যখন মেরুদেহ তোমার রুষ্ট শৃঙ্গাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হল তখন আমার রাগ হয় নি, নদীপতিরা (সমুদ্রেরা) যে রিক্ত হলেন তাতেও ভালোই হয়েছে, কারণ এতে কোনো

একজন (শিব) তো নিঃসপত্ন হলেন। (কিন্তু) মহিষ, শম্ভুর মস্তকে মাননীয়া সুরধুনী যে কলুষিত হবেন, এটা তো ক্ষমা করা চলে না,' এই বলে যে শত্রুনাশিনী উমা তাঁর পতিকে পরিহাস করেছিলেন তিনি তোমাদের বিঘ্ন বিনাশ করুন ॥ ৩১ ॥

'(যখন) মহিষাকারে দেবশত্রু পদপ্রান্তে লগ্ন হয়ে আছে আর সাধ্য-সাধন করার পর (মৃত মহিষের শরীর থেকে) শূলটি সদ্য টেনে বের করা হয়েছে, (তখন) হে দেব, সৌভাগ্যক্রমে আপনি যদি বৃষধ্বজ তাহলে আমাদের এই স্বামিনীও (এখন) মহিষধ্বজা হয়েছেন।' জয়ার এইরকম কৌতুকের উত্তরে যে শিবা অর্ধস্মিত হাস্য করেছিলেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্রাণী, তুমি কেন বিচলিত হয়েছ ? ধনদপ্রিয়া, তোমার সখীর সংগ্রাম দেখো। হে স্বাহা (অগ্নিপত্নী), তোমার স্বামী অমৃতভোজনে রত হলে তুমি সুস্থতা ফিরে পাবে। (মহিষের মৃত্যুতে আবার যজ্ঞকার্য শুরু হবে) ; রোহিণী (চন্দ্রপত্নী) মনে হচ্ছে যেন বৃথাই কাঁদছে ; হে লক্ষ্মী, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত[১৭] বিষ্ণুবক্ষে তুমি শীঘ্রই আশ্রয় পাবে।' এইভাবে শত্রুনাশের পর আর্ত স্বর্গললনাদের জয়া আশ্বাস দিতে থাকলে হৈমবতী লজ্জানম্র হয়েছিলেন ; দেবীর সেই সলজ্জ নম্রতার জয় হোক্ ॥ ৩৩ ॥

'শিখিন্ (অগ্নি) তুমি কি একাই যুদ্ধের সামনে এসে নির্বাপিত হয়েছ ? (না) শার্ঙ্গধন্বা-(বিষ্ণু-)ও তীর ছুঁড়তে গিয়ে বাণশূন্য হয়েছেন। (নির্বাপিত ও বাণশূন্য উভয় অর্থেই নির্বাণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ; বর্গীয় ব এবং অন্তস্থ ব-এর ভেদ অস্বীকার করে।)

জলাধীশ তোমার ধৈর্য কোথায় গেল ? দীনতা পরিত্যাগ করো, তুমি না নদীপতি - হে ভয়াপশূন সুনাসীর (অসাধারণ সেনামুখ বিশিষ্ট ইন্দ্র), তোমার (স্নেহ) সেনামুখের ধূলি তো শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করতে পারল না। ধিক্ তোমাকে, এখন পালাচ্ছ কোথায় ?' -শত্রুটি এই পর্যন্ত বলতেই যে-পার্বতী তাকে বধ করেছিলেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥

'হে নন্দী, যুদ্ধে তোমার মুরজমুদ্-প্রহার আমার বেশ আরামপ্রদই হয়েছে হে গজমুখ (গণেশ) তোমার রোমের মতো (কোমল) ভাঙা দাঁত[১৮] নিয়ে পালাচ্ছ কেন ? হেরে তো তুমি গিয়েছই। স্বর্গবাসীদের মেরে মেরে এখন একা আমিই মহাকাল, অন্য আর কেউ তা নয়।' (মহিষের দুর্বাক্যে পরাভূত) পার্যদদের এইভাবে অসম্মান হলে যে-পার্বতী দৈত্যকে বিমর্দিত করেছিলেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩৫ ॥

যে-উমা শত্রু-মহিষের দেহ পিষ্ট করলে (ইন্দ্রাদি) স্বর্গবাসী দেবতাবৃন্দ (মহিষের) অঙ্গলগ্ন আয়ুধগুলির একাংশ যা (অতিকষ্টে) রক্ষা পেয়েছিল, তা আবার ফিরে পেয়েছিলেন, তিনি তোমাদের সমৃদ্ধি এনে দিন। (এইভাবে) (মহিষের) মজ্জা থেকে মরুত্বান্, (ইন্দ্র) ফিরে পেলেন বজ্র, বক্ষ থেকে হরি পেলেন চক্র, মস্তক থেকে শিব পেলেন ত্রিশূল, মুখ থেকে যম পেলেন দণ্ড আর অস্থি থেকে ধনাধিপতি (কুবের) ফিরে পেলেন তাঁর (ক্ষিপ্রগামী ?) শীঘ্রগতি গদা ॥ ৩৬ ॥

প্রথমেই মুখোমুখি হয়ে পার্বতী পশুপতির প্রতি আসক্তদৃষ্টি মেলে ধরলেন। (পশুপতি শব্দে শ্লেষ আছে ; পশুপতি এক অর্থে শিব, অন্য অর্থে মহিষ। পার্বতী শিবের প্রতি আসক্তদৃষ্টি মেলেছিলেন অনুরাগে আর মহিষের প্রতি আসক্ত অর্থাৎ স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন ক্রোধে।) পশুপতি যখন পরিহাসে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ

করেছিলেন তখন স্মিতহাস্যে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। (শিবের ক্ষেত্রে আনন্দিত হয়ে মহিষের ক্ষেত্রে তার অহংকারে কৌতুক অনুভব করে)। পশুপতির প্রিয়বাক্য শুনে শ্রুতিসুখকর আরো কিছু কথা বলে তৃপ্তি দিয়েছিলেন। (শিবের ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয়বাক্য)—পার্বতীর প্রশংসাসূচক এবং পার্বতীর পক্ষে তা আনন্দকর, মহিষের ক্ষেত্রে মহিষের প্রিয়বাক্য—পার্বতীর প্রতি ব্যাজস্তুতি পার্বতীর পক্ষে তা বিরক্তিকর তাই তাঁর প্রত্যুত্তরও শ্লেষাত্মক) এইভাবে পশুপতির প্রতি (যুগপৎ) সর্ব এবং অল্প নর্মকর্ম প্রকাশ করেছিলেন যে-পার্বতী (শিবের ক্ষেত্রে সর্ব অর্থাৎ সবটুকু নর্মকর্ম অর্থাৎ প্রেমলীলা, প্রকাশ করেছিলেন যে-পার্বতী, আর মহিষের ক্ষেত্রে নর্মকর্মে অর্থাৎ যুদ্ধ-কর্মে অল্প উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে-পার্বতী) তিনি শত্রু নিপাত করে শত্রুরক্তের অলক্তকে শ্রীচরণ রঞ্জিত করেছিলেন। সেই পার্বতী তোমাদের পূর্ববৎ রক্ষা করুন ॥ ৩৭ ॥

'এই মহিষাকার দৈত্য অতিদর্পশালী, কাজেই সাধারণ উপায়ে[১৯] (সাম দান প্রভৃতি উপায়ের প্রয়োগ) একে বশীভূত করা যাবে না। কাজেই, হে বায়ু, জলাধীশ (বরুণ) বিষ্ণু, বৃষবাহন (শিব), এবং বৃষরূপ (ইন্দ্র) এই নিষ্ফল বিষাদে লাভ কী? অতএব নির্ভীক হৃদয়ে আপনারা সূর্যের সঙ্গে একত্রে কবচবন্ধন করুন। হে চিত্রভানু (অগ্নি) শত্রু দহন করুন (শত্রুদহনে তৎপর হোন)।' জয়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই ভাবে বলতে থাকলে (দেবীর চিত্তে) সলজ্জ নম্রতার (উদয় হল); হৈমবতীর সেই সলজ্জ নম্রতার জয় হোক্ ॥ ৩৮ ॥

আকাশসীমা স্পর্শ করে দেবীর বাহু যে অতিগহন বনের সৃষ্টি করেছে, তাতে ঢুকে পড়ে (অসুর) দেবীর নয়নত্রয়-বিচ্ছুরিত দাবানলদীপ্তিকিরণে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। (পরে দেবীর) চরণভার দেহে প্রবিষ্ট হওয়ায় সংজ্ঞাহীন হয়ে (বিপুল দেহ নিয়ে) পৃথিবী ভেদ করে সে পাতালে প্রবেশ করেছে; মনে হচ্ছে (যেন দহনজ্বালা শান্তির জন্যে) সে পাতাল-পঙ্কে নিমজ্জিত হতে উন্মুখ হয়েছিল (যে-উমার বীর্যে মহিষের এই দুর্দশা) সেই উমা তোমাদের সমৃদ্ধি এনে দিন ॥ ৩৯ ॥

দেবরিপু পাপীয়ান্ মহিষ মঘবা (ইন্দ্রের) বজ্রের লজ্জার কারণ হলে তৎক্ষণাৎ দেবী তাকে অব্যাজদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত করলেন (মরণঘুমে আচ্ছন্ন করলেন)। তারপর নিজের স্বভাব স্মরণ করে রোষ পরিহার করলেন। মনে হল যেন দেবীর নয়নত্রয়ের পুঞ্জীভূত অরুণিমা গলে গিয়ে (অসুরের দেহে বিদ্ধ) ত্রিশূলের ক্ষত-তিনটির গহ্বর দিয়ে (নির্গত হয়ে) লোহিত-জল সমুদ্র সৃষ্টি করল। সেই রুধির-সমুদ্র তোমাদের ত্রাণ করুক ॥ ৪০ ॥

(মহিষের অত্যাচারে উৎপীড়িত) সকল লোককে দেখে যিনি তাদের কালান্ত[২০]-কালে আকুল মনে করে পূর্বে কালী (কৃষ্ণবর্ণা) হয়েছিলেন, (পদে) সংলগ্ন (মহিষের) শৃঙ্গ দেখে 'এটি দানব' বুঝে পরে যিনি ক্রোধে লোহিত (রক্তিম) হয়েছিলেন, এবং যিনি তাঁর চরণপাতে পিষ্ট মহিষ নিষ্প্রাণ হয়ে পতিত হলে স্বাভাবিক গৌরী (শুক্লা) রূপ ফিরে পেয়েছিলেন, পতির নয়নান্তরতুল্যা সেই গৌরী যিনি যুগপৎ নিজের ত্রিবিধ রূপ (তমঃ রজঃ ও সত্ত্বময়) পতির তিনটি নয়নে আরোপিত করে এবং পতির ত্রিনয়নের রূপ (তমঃ রজঃ ও সত্ত্বময়) নিজেতে আরোপিত করে শোভিতা হয়েছিলেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। ॥৪১॥

অগ্নি বা ইন্দু (চন্দ্র) যাকে পরাভূত করতে পারেন নি, দ্বাদশ[২১] আদিত্যের

পক্ষে যে অসহনীয় হয়েছিল সুরসভার সঙ্গে (সভাপতি) ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু যে বলপূর্বক নষ্ট করেছিল, যার আবির্ভাবকে বলা যেতে পারে উৎপাতে মেশা তীব্র অন্ধকারের সমাগম সেই মহিষকে যে-দেবী তাঁর বাম পাদপদ্মের চন্দ্ররুচি নখপঞ্চকের আঘাতে বধ করেছিলেন, তিনি তোমাদের শান্তি এনে দিন ॥ ৪২ ॥

কাত্যায়নীর নিজের দেওয়া দেবারি এই মহাদৈত্যের (পিণ্ডাকৃতি) দেহরূপ উপহার দেখে 'স্থূল অস্থিমালাগুলিই কেবল ভুক্তাবশিষ্টরূপে আমাদের জন্যে আছে' ভেবে সর্বভুক্ প্রেতপত্নীরা হেসেছিল। প্রেতপত্নীদের আহারদানের পরে বিশ্রামের জন্যে ক্ষণকাল সিংহের স্কন্ধভিত্তিতে দেবী যে-শ্রীচরণ রেখেছিলেন, যে-পাদপদ্মে কেসরের শোভা (সিংহের কেসর, পদ্মের সঙ্গে পায়ের তুলনা করা হয়েছে বলে অন্য অর্থে পদ্মের পরাগ) এবং ঝংকৃত নূপুরের ধ্বনিতে মধুকরগুঞ্জনের মাধুর্য সেই-পাদপদ্ম তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪৩ ॥

ক্রোধে দেবীর চরণ আরক্ত হওয়ায় লাক্ষারসে তার যে রক্তিমা ছিল তা আরও প্রকট হয়ে উঠল। চরণবেষ্টিত মহিষশৃঙ্গের অগ্রভাগ কোণের (বীণা প্রভৃতি যন্ত্র বাজানোর জন্যে যা ব্যবহৃত হয়) মতো মণিনূপুরের ঝংকার তুলে হুংকারধ্বনি জাগিয়ে তুলল। মহিষের উপরে ন্যস্ত যে-শ্রীচরণকে নিজেদের আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত অসুরেরা অপর কৃতান্তের মতো মনে করেছিল, সেই দেবীচরণ তোমাদের শত্রু বিনাশ করুক ॥ ৪৪ ॥

আঘাত করার জন্যে বহন করার সময় যাঁর শরীরের ভারে কংসের বাহু আক্রান্ত হয়ে কাঁধ দুটি ঝুলে পড়েছিল, যিনি হরির যশ রক্ষা করতে সমর্থা হয়েও পূর্বে এর (কংসের) প্রাণনাশ করেন নি, কিন্তু উত্তরকালে বিন্ধ্যাচলশিখরশিলায় বাস করে যোগনিরত থাকার উৎসাহেই যেন (বধ্য-) শিলা গোচর হওয়া মাত্র (কংসের হাত থেকে) যিনি আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন, সেই ক্ষমা (চণ্ডী) তোমাদের পাপ হরণ করুন ॥ ৪৫ ॥

(মহিষ) আম্নায়যোনি (ব্রহ্মা)র সাম (এক অর্থে সামনীতি অর্থাৎ মধুর বাক্যে কার্যসিদ্ধি করার রাজনীতি, অন্য অর্থে সামবেদগান) প্রয়োগ শান্ত হয়নি। হরিচক্রের ভেদেও নয় (এক অর্থে কৌশলে শত্রুর চক্রের গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ ঘটানো, অর্থাৎ অন্য অর্থে সুদর্শন চক্রে বিদ্ধ করা), ইন্দ্রের ঐরাবতের দানবর্ষণে (এক অর্থ দাননীতি উপহার প্রদান দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করার চেষ্টা, অন্য অর্থে হস্তীর গণ্ডদেশ থেকে নির্গত মদবারিধারা) কেবল ক্রুদ্ধই হয়েছিল (কিংবা দানবারি দ্বারা কেবল আপাত-মলিনতাই প্রাপ্ত হয়েছিল) যমের দণ্ডের ভয়ে (এক অর্থে দণ্ডনীতি অর্থাৎ বলপ্রয়োগ, অন্য অর্থে যমের অস্ত্র) তাকে দমাতে পারেনি। উক্ত (সামপ্রভৃতি) উপায়সমূহ বিফল হলে যাতে মহিষ নিহত হল পঞ্চম উপায়রূপ চণ্ডিকার সেই-শ্রীচরণ তোমাদের সুখী করুন ॥ ৪৬ ॥

'ত্রিলোকের কর্তা এবং ত্রিপুর-ধ্বংসের কারণ এই আমার ত্রিলোচনপতি (এদিকে) তাকিয়ে আছেন (আর ভাবছেন) 'কোথায় একজন স্ত্রীলোক, আর কোথায় বা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা! দুই একেবারে (-ই) মাননসই নয়; তবু কেন আমি যুদ্ধ শুরু করেছি?' এই কথা ভেবে (হঠাৎ) যেন লজ্জিত হয়ে যিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বামচরণের চঞ্চল অঙ্গুষ্ঠের কোণ দিয়ে আঘাত করে অসুরপতিকে বিনাশ করলেন, সেই পার্বতী তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪৭ ॥

'হে ভব (শিব) তোমার বৃদ্ধ বৃষ আর পারে না, এখন এ-ই তোমার বাহন হোক'

বলে অম্বিকা লীলামধুর হাস্যে মহিষকে দ্রুত পদাঘাতে শিবের দিকে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন। তাঁর দন্তজ্যোৎস্নার বিপুল বিস্তারে অর্ধেন্দুপ্রভাকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়ে ক্ষণকালের জন্যে মহিষ যেন শ্বেতবৃষতে পরিণত হল। সেই (লীলাময়ী) অম্বিকা তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪৮ ॥

পূর্বে কামদেবকে দগ্ধ করে যে- (পতি) তাঁকে পরাভূত করেছিলেন ত্রিসন্ধ্যা প্রণামের জন্যে তাঁকে নিজের চরণে পাতিত করে মুক্তাশ্রুবাহিত কজ্জলে শিবমস্তকের চন্দ্রলেখায় বারবার নিজের নাম লিখে সেই অপমানের যিনি তীব্রতর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন,[২২] সেই ঈর্ষ্যাপরায়ণা চণ্ডিকা তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪৯ ॥

(মৃত্যুর পরে) দন্তশোভার (শুভ্র) দীপ্তিতে মৃত মহিষের দেহ কৈলাসপর্বতের শোভা ধারণ করলে দেবতারা (কৈলাসভ্রমে) (মহিষের) শৃঙ্গের অগ্রভূমি আশ্রয় করলে (বা) দিগ্‌গজেরা[২৩] কুঞ্জছায়ার আকাঙ্খায় তার শ্রুতিকুহরপুটে দ্রুত প্রবেশ করলে দেবী স্মিতহাস্য করেছিলেন, (কিন্তু স্বয়ং) শিব যখন (কৈলাসভ্রমে) মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, তখন দেবী উচ্চহাস্য করেছিলেন। (হাস্যময়ী) সেই দেবী তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫০ ॥

প্রলয়মেঘের সঙ্গে মিলিত একার্ণবে (বিষ্ণুর মতো) অবগাহনের ইচ্ছায় যে পাতালপঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল, চণ্ডিকার নেত্রত্রয়ের অগ্নিদাহে শৃঙ্গদুটি গলে গিয়ে বিলীন হয়ে যার মস্তক শূন্য হয়ে গিয়েছিল, বিশাল বপু দিয়ে গগনসীমা আচ্ছাদিত করে যে-লীলাবরাহ ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল সেই শত্রু-মহিষকে যে-অম্বিকা তৃণজ্ঞানে (পাদবিক্ষেপে) চূর্ণ করেছিলেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫১ ॥

অসুররিপু- (দেবতা-)রা শূল নিক্ষেপ করলে যে শৈলের (পর্বতের) মতো অবিচলিত ছিল, ইষু (বাণ) নিক্ষেপে যে নির্নিমেষ লোচনে (অবস্থান করছিল), প্রাস-(বর্শা-) নিক্ষেপে যার উৎপ্রাস (ব্যঙ্গমিশ্রিত স্মিত হাস্য) দেখা দিয়েছিল, কুলিশ-(বজ্র-) পাতে যে ছিল অব্যাকুল, শঙ্কাপাতে যে ছিল অশংক, চক্রনিক্ষেপে যার কোনো বক্রতা পরিলক্ষিত হয় নি, কৃপাণপ্রয়োগে দেখা যায়নি কোনো কার্পণ্য (দৌর্বল্য) মহিষাকারপ্রাপ্ত এই দৈত্যকে যে-দেবী পদভরে পিষ্ট করেছেন তিনি তোমাদের পবিত্র করুন ॥ ৫২ ॥

কপট মহিষতনু পরিগ্রহ করে যে শত্রু যুদ্ধনিরত তার নিক্ষিপ্ত চক্র, পরশু, ক্ষুরপ্র বা অসিধারায় যে কালরাত্রির (কালিকার) মুখবিকৃতি দেখা যায়নি, কিন্তু মহিষের বর্শাবিদ্ধ মস্তক-নিঃসৃত সম্মুখাগত রুধিরধারা দর্শনে ঘৃণায় যে-দেবীর মুখকমলের বিকৃতি ঘটেছিল সেই কালরাত্রি তোমাদের কল্যাণ করুন ॥৫৩॥

অধৈর্যবীর্যের গর্ব উপেক্ষা করে আদিত্য শত্রুর (কংসের) হাত থেকে আকাশে উঠে গিয়ে তার (কংসের) মুখে লজ্জার পাণ্ডুরাভা ছড়িয়ে দিয়ে, দেবী দর্পভরে অট্টহাস্য করায়, দ্বিগুণতর শুভ্রকান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে (কংসকে) ভর্ৎসনা করে সমরদুতরূপিনী সপ্তলোকজননীর তর্জনীর (এই) নখদীপ্তিরাজি জয়ী হয়েছে ॥৫৪॥

যাঁর পাদপদ্মের সীমায় সপ্তলোক মধুকরপঙ্‌ক্তির মতো শোভা পাচ্ছিল হিমালয়-সরোবরের সেই অনন্যা পদ্মিনী আর্যা (গৌরী) তোমাদের কল্যাণ করুন।

(ভ্রমর যেমন মহিষ প্রভৃতির তাড়নায় পলায়ন করলেও তাড়না নিবৃত্ত হলে পুনরায় মিলিত হয়, তেমনই) মহিষাসুরের তাড়নায় মুহূর্তের জন্যে পলায়িত এই সপ্তলোক

দেবশত্রু নিষ্পিষ্ট হলে পুনর্মিলিত হয়েছিল। ভ্রমরেরা যেমন গুঞ্জনোৎসবে আনন্দিত হয়, তেমনই সপ্তলোক মহিষের মৃত্যুতে গীতি-উৎসবে উল্লসিত হয়েছিল। ভ্রমরেরা যেমন তাদের পক্ষ-সঞ্চালনে বায়ু সৃষ্টি করে, তেমনই সপ্তলোক দেবতাদের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত ছিল। (সপক্ষপাতমরুতঃ ভ্রমর পক্ষে, পক্ষপাত—ডানা নাড়ানো, মরুৎ—বায়ু ; সপ্তলোকের পক্ষে মরুৎ—দেবতা) ॥৫৫॥

দৈত্যপতি (মহিষের) মৃত্যু বাণসন্ধানের অগোচর, খড়্গের কোনো সক্রিয় ভূমিকা সেখানে নেই, বজ্রপাতের সুযোগ (যেখানে) বহুদূরে, বর্শানিক্ষেপের প্রসঙ্গই সেখানে ওঠে না। চক্রের সীমায় তা বাইরে, কুঠারের লক্ষ্য হবার তা অনুপযুক্ত এবং ত্রিশূলের প্রয়োগেও তা ঘটানো হয়নি। পার্বতীর পাদাঙ্গুলীপর্ব দৈত্যপতির সমুচিত মৃত্যু ঘটিয়ে ত্রিভুবনকে নিষ্কণ্টক করে সুস্থ করেছে। সেই পার্বতী ত্রিভুবনের প্রতিপালন করুন ॥৫৬॥

'হে বসুগণ[১৭], পলায়িত অষ্টদিগ্‌গজকে রক্ষা করো না। দিঙ্‌মণ্ডল কি হঠাৎ অধিকৃত হয়েছে ?

হে শার্ঙ্গিন্ (বিষ্ণু), যুদ্ধোদ্যোগে তুমি ক্ষিপ্রগতি, এখন (পালাবার সময়) তীব্রগতি গরুড়ের দ্বারা চমৎকার বাহিত হতে পারবে। ইন্দ্র, তোমার নেত্রপঙ্‌ক্তি তো উৎপাটিত হয়নি ; (স্বচক্ষেই) দেখো যুদ্ধে তোমার কেমন সেনাক্ষয় হচ্ছে।' যে উমা গর্বিত এই বাক্যনিচয় ব্যবহার করেন ও অসুরকে হতপ্রাণ করেছিলেন, তিনি তোমাদের ত্রাণ করুন ॥৫৭॥

কন্যা শত্রুনিধন করেছে শুনে শীতে অতিজড় হলেও হিমালয় আনন্দে শীঘ্র উপস্থিত হলেন। যেহেতু পর্বতেরা তাঁর স্বজন সুতরাং (হিমালয়) শৈলতুল্য মহিষকে বিন্ধ্যপর্বত ভেবে আলিঙ্গন করেছিলেন। (পিতার এই ভ্রান্তিতে উমা হেসেছিলেন)। তাঁর হাসির ফলে দশনপ্রভাতে মহিষ শুভ্রোজ্জ্বল হওয়ায় (আলিঙ্গনাবদ্ধ) তুল্যরূপ হিমাদ্রি হঠাৎ যেন আরো প্রসারিত হয়েছেন বলে মনে হল। সেই উমা তোমাদের অজ্ঞানতমিস্রা নাশ করুন ॥৫৮॥

'এই মন্দরপর্বত-(মন্দরপর্বততুল্য মহিষ)-কে আবার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে হে বাসুকি, তুমি একে বেষ্টন করে থাকো।[১৮] হে গরুড়, মৃণালতনুর মতো কোমল নাগদের ভক্ষণ করে তোমার কী হবে ? তুমি (বরং) এই মহিষের দ্বারাই তৃপ্তিলাভ কর। ইন্দ্রের হস্তী অষ্ট দিগ্‌গজের সহায়তায় এই মহিষদেহ নড়াতে পারেনি।' দেবারিপতি নিহত হলে সলজ্জ হৈমবতীর উচ্চারিত এই বাণী তোমাদের রক্ষা করুক ॥৫৯॥

ইনি ত্রিপুরদহন শিব। ইনি শত্রুবক্ষোৎপাটক নৃসিংহ। ইনি(ই) স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর ত্বষ্টৃপুত্রহন্তা (ইন্দ্র)। দৈত্যসংগ্রামে পলায়িত এবং মহিষবধের পরে উৎসবেচ্ছায় মিলিত এই সব স্বর্গলোকের প্রভুদের পক্ষে অসাধ্য নানা কর্মসাধনে যিনি রত ছিলেন ,সেই শত্রুনাশিনী দেবী পার্বতী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৬০॥

তীক্ষ্ণত্রিশূলের আঘাতে ক্রোধে শত্রুর দেহ বিক্ষত করে তাকে প্রেতলোকে প্রেরণ করার পর কালী স্বর্গের পক্ষে স্বস্তিপ্রদ, (মহিষের দেহ থেকে) দ্রুতবেগে নির্গত রক্তের তিনটি স্রোতকে লক্ষ্য করে পতিকে বলেছিলেন—'হে ত্র্যম্বক, অতিরক্তিম এই ত্রিস্রোতা (গঙ্গা) প্রবাহিতা হচ্ছেন, এঁকে আপনার মস্তকে ধারণ করছেন না কেন ?' সেই কালী তোমাদের প্রীতি উৎপাদন করুন ॥৬১॥

ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে (তৃতীয় নেত্র দিয়ে) ভালো করে আমার শিং-দুটির দিকে তাকাও, আমি অতনু (স্থূল) হলেও কামদেব নই (শিবরোষে দেহ দগ্ধ হওয়ায় কামদেব অতনু নাম পেয়েছেন)। যেহেতু আমি যজ্ঞ নই (ন যজ্ঞোঽস্মি) সুতরাং তোমার বাণপাতেও (ব্যালাসঙ্গ) আমার ভয় নেই। (পক্ষান্তরে অর্থ, তোমার সর্পসংসর্গে এসেও আমার ভয় করে না, কারণ আমি নয়জ্ঞ,—সর্পবশীকরণের মন্ত্র জানি)। হে পিনাকিন্, তোমার বাণ আবার ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করো, আমি দানবদের অগ্রগণ্য (দানবানাং পুরঃ) (পক্ষে, দানবদের নগর, শিব জ্বলন্ত এক বাণে ত্রিপুর ধ্বংস করেছিলেন)।' এইভাবে শিবকে পরিহাস করতে থাকলে যে উমা দানবকে চূর্ণ করেছিলেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥৬২॥

ষড়ানন দৌহিত্রটি (মেনকার) পিছনে পিছনে আসছিল আর তিনি তার হাতে হাত দিয়ে তাকে নিয়ে (হর-পার্বতীর মাঝখানে এলেন)। নিজেদের মধ্যে মাকে আসতে দেখে শিব (সঙ্কোচবশে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় নন্দীশ (শিব) তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দেবতারা স্তব করেছিলেন। মহিষ-বধোৎসবে জামাতার সামনেই মেনকা যে-উমার শিরশ্চুম্বন করেছিলেন সেই উমা তোমাদের শান্তি দিন ॥৬৩॥

পার্ষ্ণি দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করে দেবগণের হস্তস্খলিত (ভয়ে) ও নিজের ভুজবন-বিচ্যুত (নিষ্প্রয়োজনে—দেবীর দশটি হাত বলে বাহুর অরণ্য বলা হয়েছে) বজ্র, প্রাস, পাশ ও ত্রিশূলকে হেয়জ্ঞান করেছেন, যিনি ভক্তিবশে ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি মুনিপ্রধানদের দ্বারা পূজিতা হয়েও গর্ববোধ করেন নি, যিনি সকল দুর্ভাগ্যের উপশম ঘটিয়েছেন সেই সর্বাণী সর্বদা তোমাদের শান্তি প্রদান করুন ॥৬৪॥

বিষ্ণুর চক্র (সুদর্শন চক্র) প্রথমে প্রতিহত হয়ে বিপরীতে ঘুরে গেল, দেবতাদের চক্র (সৈন্যসমাবেশ) প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল তার পিছনে পিছনে। ইন্দ্রধনুর কেবল দুর্নাম হল তাই নয়, ত্রিপুরজয়ী শিবের ধনুকেরও সেই দশাই হল। (সমগ্র) জগতের আমাকে হারাবার শক্তি (ক্ষমতা) নেই, শিশু ষন্মুখের (কার্তিকেয়র) শক্তির (বর্শার) আর কথা কী? এইভাবে ধিক্কাররত শত্রুকে যে-দেবী পার্বতী বিনাশ করেছিলেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥৬৫॥

রুদ্রবৃন্দ[৬] বিদ্রুত হলে, সবিতা তরল (কম্পিত) হলে, ইন্দ্রের বজ্র বিধ্বস্ত হলে, শশাঙ্কের শঙ্কা হলে, মরুৎ বিরত হলে, কুবেরের বৈর (বীর্য) নাশ হলে, বৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু)-র অস্ত্র কুণ্ঠিত হলে পৌরুষের আশ্রয়ে আস্থাশীল অতিরুষ্ট মহিষকে যে বহুরূপা ভবানী নির্বিঘ্নে বিনাশ করেছিলেন তিনি তোমাদের পাপ দূর করুন ॥৬৬॥

গর্বভরে মহিষাকার দৈত্য তোমার দাঁত ভেঙে দিয়েছে বলে তুমি বিষণ্ণ হচ্ছ কেন? আজ তোমার ভূষণ দ্বিগুণ করে (ফিরিয়ে) দেব বলে আমি কৃতসংকল্প।' এই বলে মহিষবধোৎসবে মায়ের হাস্যে শুভ্ররুচি শত্রুর শিং-দুটি গজেন্দ্রাননের (গণেশের) মুখে বসিয়ে দিচ্ছিলেন যে গুহ (কার্তিকেয়), তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥৬৭॥

নিশাবর্ণ (কালো) মহিষ লোকস্থিতি বিঘ্ন করলে সূর্যের 'সপ্ত অশ্ব শ্রমার্ত হয়ে যেন বিশ্রাম করতে লাগল এবং সপ্ত লোক যেন নিদ্রিত হয়ে পড়ল। (এই সময়) যে-দেবী পাদপাতে মহিষকে বধ করে তার রুধিরধারার অরুণিমায় নভোলোকে নিবিড় সন্ধ্যা রচনা করেছিলেন সেই দ্বিতীয় দিবাকররূপিণী (দেবী চণ্ডী) তোমাদের রক্ষা করুন ॥৬৮॥

'হে অত্র (শিব) দেবারি কপটমহিষের কাছ থেকে পদ্মালয় (ব্রহ্মা) পালিয়ে গিয়েছেন এতে এখানে (অত্র) তোমার কী অবাক লাগছে ? যেহেতু বিষ্ণুর নাভিজাত[২৭] হয়েও তিনি অভিজাত নন। (অভিজাতের মতো ব্যবহার করলেন না—অভিজাত ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় না)। মনে হচ্ছে তুমিও স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মার) মতো নাভি থেকে উৎপন্ন (নাভীতোঽভূৎ) (বা) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে (সমরভূমিতে) তুমিও নির্ভয় ছিলে না (নাভীতোঽভূৎ), এতেই আমি বিস্মিত হচ্ছি' এই বলে (যে জয়া বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন) স্মরারি-(শিব-) মহিষীর বিক্রমে (প্রকাশিত) জয়ার এই বিস্ময় তোমাদের রক্ষা করুক ॥৬৯॥

'হে নির্দয়ে, (মহিষের) বক্ষ বিদীর্ণ করা তোমার উচিত নয়, (নিস্ত্রিংশে···নোচিতং তে) হে চণ্ডী, এই ক্রূরকর্ম পরিত্যাগ করো, (অস্য) এ ব্যাপারে লজ্জা বোধ করো। (কারণ পশুহত্যা অনুচিত কাজ) হে দৃঢ়হৃদয়ে (নিষ্ঠুরহৃদয়া) এই শস্ত্রগুলি ফেলে দাও (মুঞ্চ)' (এইভাবে দৈত্যরা দেবীকে বললেন, অপর পক্ষে একই কথা অন্য অর্থে দেবতারারা দেবীকে বললেন), 'খড়্গ দিয়ে মহিষের বক্ষ বিদীর্ণ করা তোমার উচিত' (নিস্ত্রিংশেন উচিতং তে, নিস্ত্রিংশ=খড়্গ) হে চণ্ডী, (কারণ) এই মহিষ ক্রূরকর্মা ছিল, (অস্য=এই) এ ব্যাপারে তুমি লজ্জা বোধ করবে (যদি মহিষ বধ না করতে পারো) হে দৃঢ়হৃদয়ে এই শস্ত্রগুলি এর উপরে নিক্ষেপ করো (কেবল খড়্গ নয়, সব শস্ত্র একসঙ্গে নিক্ষেপ করো। মুঞ্চ=নিক্ষেপ করো)।' এইভাবে দৈত্যরা দৈন্যসহকারে এবং দেবতারা গর্বভরে যুগপৎ (একই কথা) উচ্চারণ করেছিলেন যে (দেবীর) প্রতি, সেই দানব-দারয়িত্রী রুদ্রাণী তোমাদের দারুণ দুরিত (পাপ) দ্রবীভূত করুন ॥৭০॥

চতুর্দিকে চঞ্চল কমলকোরকের ন্যায়সুন্দর রক্তাভ দৃষ্টিপাতের অনুসরণে বলয়শোভিত হস্তে নিক্ষিপ্ত বাণের মন্দ্রধ্বনি তুলে দেবশত্রুদের মধ্যে বামে দক্ষিণে শরক্ষেপ করতে গিয়ে চণ্ডীর স্তনাবর্তনভরে উপচিত প্রদেশে দীর্ণ কঞ্চুকের সন্ধিগুলি জয়লাভ করেছে ॥৭১॥

মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর কঞ্চুকের প্রান্ত বিদীর্ণ হয়ে বাহূৎক্ষেপণের জন্যে কুচতট হয়েছে দৃশ্যমান, গভীর উদরে নাভিমণ্ডল থেকে কাঞ্চীশোভিত বস্ত্র অর্ধস্খলিত, বন্ধনসীমা লঙ্ঘন করে এলিয়ে পড়েছে তাঁর উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশদাম। (যুদ্ধে) পার্বতীর এই শ্রমসুন্দর বপু তোমাদের রক্ষা করুক ॥৭২॥

'মহিষের পাথরের মতো রোমে পড়ে চক্রায়ুধের চক্র শব্দ করে উঠল। পুরু চামড়ার বর্মের মতো মহিষদেহে লেগে স্থাণুর (শিবের) বাণও প্রতিহত হল। ক্রোধগর্ভ এই বাক্যপ্রয়োগে হরিহরকে উপহাস করে পাদস্পর্শে যিনি মহিষাকার দেবশত্রুর মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন সেই পার্বতী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৭৩॥

মুখে চন্দ্রমণ্ডলের শোভা ধারণ করে চঞ্চল অলকশোভিত ভ্রূলতায় ভগ্নধনুর বিভঙ্গ সৃষ্টি করে ক্ষোভে অক্ষিতারকা বিঘূর্ণিত করে, কম্পিত অক্ষিপটলে স্ফুরিত অরুণিমার বিস্তার ঘটিয়ে পূর্বে সন্ধ্যাবন্দনায়[২৮] অপরাধ হওয়ায় যেমন শিবকে তেমনই মহিষরূপধর ক্ষিপ্ত দৈত্যকে (মূলগ্রন্থ 'ক্ষিপ্ত' পাঠ লিপিবদ্ধ করেছে) যিনি বামপাদপদ্মের আঘাতে অতি দ্রুত (টীকা 'ক্ষিপ্ত'র বদলে 'ক্ষিপ্র' পাঠগ্রহণ করেছে, এই পাঠ নিয়ে দৈত্যের বিশেষণ থাকবে না) নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই পার্বতী তোমাদের পবিত্র করুন ॥৭৪॥

কপট মহিষের রূপ ধারণ করে দেবারি (মহিষাসুর) গঙ্গার সংঘাতে বিধ্বস্ত কমলবন থেকে আহৃত পরাগধূলির দ্বারা দেহ চিত্রিত করে (শিবের পক্ষে, পত্নী গঙ্গার সম্পর্কে

আসায় তাঁর দেহের চাপে নষ্ট কমলবন থেকে আহৃত পরাগধূলিতে দেহ সজ্জিত করে) (যুদ্ধের) আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি না হওয়ায় অধিকতর রসের আশায় (যুদ্ধোন্মাদনার লোভে) (শিবের পক্ষে, মিলনের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়ায় অধিকতর আনন্দ লাভের আশায়) শিবের মতো বামপদাভিলাষী হয়ে (ক্ষতিসাধনের আশায়) (শিবের পক্ষে, দেবীর প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে) শীঘ্রই দেবীর সমীপে এসে উপস্থিত হলে যিনি তাকে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই অম্বিকা তোমাদের রক্ষা করুন ॥৭৫॥

'ভদ্রে, চঞ্চল নেত্রবাণ (যুক্ত করে) তোমার এই ভ্রূচাপ বৃথাই (আমার দিকে) নত করেছ। গোপনলীলায় (তোমার কোনো) সপত্নীর নাম ভুল করে ডেকে দোষ করে ফেলেন যে পিনাকী, আমি তো তিনি নই। অন্তরে ক্রোধ ও (বাইরে) গর্ব সহকারে দেবীকে এইভাবে উপহাস করলে, যিনি মহিষরূপধর দেবারিকে কঠোর পদক্ষেপে বধ করেছিলেন, সেই ভদ্রকালী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৭৬॥

আসঙ্গবশে পরস্পরের নিবিড় সম্বন্ধে দলিত হয়ে ভ্রষ্ট হয়েছে (শিবের) মুণ্ডমালা। তাঁর নিজের সেই মালা শম্ভুর কাছে ফেলে দিয়ে (আমার) ক্ষুরের ফাঁকে উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে (শিবের মতো) পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছি। হে ভদ্রে, খেলার ছলে উৎপীড়ন করবার জন্যে ঈশ আমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি (কামনাবশে লীলালিঙ্গন করার জন্যে শিব যেমন আসেন) উপহাস করে সুররিপু মহিষ এইরকম বলতে থাকলে যে পার্বতী তাকে বধ করেছিলেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥৭৭॥

অগ্নিধারার ন্যায় ভয়ানক, যা তার ধ্বনি দ্বারাই ভীতি জন্মায়, সেই অসংখ্য-দৈত্য-বিনাশক বিষ্ণুর দৃঢ়প্রান্ত চক্রের বেগ প্রতিহত হয়ে যাকে ভেদ করতে পারে নি, সেই দেবারিরাজের অস্থিসার যিনি পদক্ষেপে বিনষ্ট করেছিলেন, সকল বিপদের উপশমকারিণী সেই রুদ্রাণী তোমাদের নির্বিঘ্নে রক্ষা করুন ॥৭৮॥

গভীর পদক্ষেপের প্রবল চাপে মহিষদেহের সামনের দিকের ঊর্ধ্বাংশকে নামিয়ে এনে সাধারণ শিক্ষিত মহিষের মতো তার মাথাটি মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে দেবতাদের ভীতিপ্রদ, জিঘাংসু ও গর্বিত এই মহিষের (পৃষ্ঠে) আরোহণ করে দ্রুত মহিষবধের জন্যে তৃপ্তিলাভ করেছেন যে শূলপাণি ভবানী, তিনি তোমাদের চিন্তা দূর করুন। (অথবা প্রার্থনা পূরণ করুন) ॥৭৯॥

'ব্রহ্মা যোগে একতান হয়ে আছেন, বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে ধূর্জটি নিজেকে (নিজ দেহের অর্ধাংশ) স্ত্রীদেহে রূপান্তরিত করেছেন, পদ্মালয়া লক্ষ্মী প্রেমের অধিকারে শৌরির (বিষ্ণুর) বিশালবক্ষে আশ্রয় নিয়েছেন, এইভাবে এঁরা (না হয়) রণভূমি ত্যাগ করুন, কিন্তু ধিক্ এই ইন্দ্রকে, যে (বিনা কারণে যুদ্ধক্ষেত্র) ত্যাগ করেছে,' দৃপ্ত দৈত্যেন্দ্র এইভাবে বলতে শুরু করলে যে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ করেছিলেন, তিনি তোমাদের সুখী করুন ॥৮০॥

'হে মুগ্ধে, তোমার করকমলের কান্তি দিয়ে তোমার কেশপাশ বারবার (আমার দিকে) নিক্ষেপ করো না। অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রণয়ব্যাপারে দোষ হলে পরে তোমার প্রিয়-প্রসঙ্গে (শিবের প্রসঙ্গে) এই কলহ মানায়।' দেবারিনাথ (দৈত্যাধিপতি) বৈদগ্ধ্য দিয়ে এই অন্তঃকলুষিত বচন উচ্চারণ করলে পার্ষ্ণি (গোড়ালির পিছনের অংশ) দিয়ে (যে দেবী) ঐ (অসুরের) কঠিন দেহ প্রাণহীন করেছিলেন সেই ভবানী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৮১॥

'যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশজন্মা (কার্তিকেয়) এখনো বালক, চন্দ্রশেখর (শিব) ধুলোখেলায় মেতে আছেন, গণেশের দাঁত ভেঙে গিয়েছে, (তার উপর) নিজদেহের মদে (মদধারা সেবনে) তিনি বিহ্বল হয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছেন। ধিক্‌, তুমি এখন কোথায় যাও?' উত্তেজনায় এইকথা বলার পর আনন্দে রোমাঞ্চিততনু মহিষাকৃতি দুষ্টদানবকে যিনি বাম পার্ষ্ণির আঘাতে হত্যা করেছিলেন সেই শৈলপুত্রী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৮২॥

আমার মুখের সামনে শংকরের উৎক্ষিপ্ত এই শূল বিফল হয়ে শূলে (শিরঃপীড়া জন্মালো কেবল), হরিকরধৃত এই চক্র যুদ্ধ থেকে আমার মনকে যেন দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছে, (অর্থাৎ বিষ্ণুর চক্রকে তার অস্ত্র বলে বোধ হয়নি, বরং ধ্যেয় বস্তু বলে বোধ হয়েছে)। গর্বভরে দৈত্যসেনাপতি দেবপ্রভুদের এইভাবে তিরস্কৃত করলে যিনি পদভরে দলিত করে তার প্রাণনাশ করেছিলেন সেই শর্বাণী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৮৩॥

সঞ্চরমান দাবানলে বিড়ম্বিত জলচরদের দ্বারা তরঙ্গভঙ্গে (ইতিপূর্বে) যারা প্রকম্পিত হয়েছিল সেই প্রসন্নসলিল সমুদ্রগুলিকে আবার শীঘ্রই মন্দরপর্বতের মতো আলোড়িত করে, কর্ণকুহরের পক্ষে অতি কঠোর (কর্কশ) নাদ উদ্গিরণ করে, দর্পভরে দৈত্যনাথ যখন নিচু হয়ে এগিয়ে আসছিল, তখন চরণভরে যে অদ্রিকন্যা তাকে পিষ্ট করেছিলেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥৮৪॥

'হে ইন্দ্র, পর্বতশিখর তোমার আশ্রয়, এই যুদ্ধভূমিতে আমার শিং-দুটির ধারেও ঘেঁযো না। তোমার (ক্ষীণ) তনু (বড়ো জোর) রতিমদবিলাসী নারীকটাক্ষ সহ্য করতে পারে। হে ভানু, (আমার দিকে) তাকিয়ে আর কী হবে? (সাধারণ) পার্থিব মহিষদেহেই তোমার কিরণসম্পাত (মানায়)।' এই কথা বলে দর্পভরে অসুর হাসতে থাকলে যিনি তার প্রাণহরণ করেছিলেন, সেই উমা তোমাদের ত্রাণ করুন ॥৮৫॥

'লোকজীবনের রাজা হে মৃত্যু, সংগ্রামভীরু তোমার নিজের এই মহিষটিকে (যমের বাহন মহিষ) ত্যাগ করো। শূলের সামনে যে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারে, সেই অজেয় মত্ত মহিষকে গ্রহণ করো।' যে অম্বিকার পাদস্পর্শে কপটমহিষাকার এই দৈত্য দীর্ঘনিদ্রায় (চিরনিদ্রায়) শায়িত হলে, ভাবাবেগে জয়া পিতৃপতি (যম)কে এইভাবে উপহাস করেছিলেন সেই অম্বিকা তোমাদের পবিত্র করুন ॥৮৬॥

ভুবনসুখনাশক দেবারি দৈত্য প্রেতপুরীতে প্রেরিত হল। এই কর্মবার্তা শুনে ভাবাবেগ গোপন না করে দূর থেকে (ছুটে) এসে দুই বাহু প্রসারিত করে স্থাণু শিব কম্পিতহস্তা ও চঞ্চল কনীনিকা (শোভিতা) গৌরীকে আলিঙ্গন করলে সমবেত দেবগণের সামনে লজ্জায় যে গৌরী শিবকে বারণ করেছিলেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥৮৭॥

'ভদ্রে, (আমি স্থাণু নই) তোমার শ্রীচরণ(ই) স্থাণু, (কারণ) যুদ্ধের ছলে তোমার চরণেই মহিষ ক্ষত কন্ডূয়ন করেছে, এ(চরণ) ত্রিভুবনের মঙ্গল বিধান করেছে, অতএব এ শংকর (শং-কর=মঙ্গলকর) জগতের ভয় হরণ করেছে, কাজেই হরও (বটে)। হে দেবনায়িকা, তোমার (মহত্ত্ব-) গুণেই এর নাম মহাদেব।' রিপুবধের (ব্যাপারে) স্মরারি (শিব) যে শিবাকে লীলাভরে এই কৌতুক করেছিলেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥৮৮॥

'কৃষ্ণের খড়্গ (মহিষের সঙ্গে যুদ্ধে যদিও) তার গুণ হারিয়েছে তবুও তার নাম নন্দক (আনন্দদায়ক)। শত্রুনাশ করে দেবতাদের আনন্দবিধান করায় তোমার বামচরণই এখন (কার্যতঃ) নন্দক।' [illegible] ভাবাবেগে জয়া অতিস্তুতি করতে থাকলে

(যে দেবী লজ্জিতা হয়েছিলেন এবং) যে লজ্জিতা রিপুনাশিনী ভদ্রকালীর দিকে শম্ভু তাকিয়েছিলেন সেই ভদ্রকালী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৮৯॥

'একবার মাত্র পাদোৎক্ষেপে অসুরের সম্পূর্ণ বিনয়সাধন করব।' এই কথায় পার্বতীর শ্রীচরণ সগর্বে সুররিপুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে নখকান্তিতে উপহাস করল বিষ্ণুর পাদপদ্মকে, যা বলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ছলের আশ্রয় নিয়ে তিনবার উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।[২৯] এই রিপুনাশিনী পার্বতী শীঘ্র তোমাকে শত্রুকৃত বিপদ থেকে পরিত্রাণ করুন ॥৯০॥

'হে শূলধর, নরকপালশোভিত তোমার খড়্গ, তরুণী (ভার্যা-)ও তোমার শরীরার্ধে লীন এই দুষ্কৃতিতে তুমি ইতিপূর্বেই দেবসভায় উপহাসাস্পদ হয়েছ। যুদ্ধ থেকে (পলায়ন করায়) আবার যে লজ্জা হয়েছে তা যথেষ্ট হাস্যকর।' দর্পভরে শিবকে অসুর এইভাবে উপহাস করতে থাকলে যিনি তাকে বধ করেছিলেন. সেই উমা তোমাদের ত্রাণ করুন ॥৯১॥

স্থাণুতে (এক অর্থে কণ্ডুবিনোদন অর্থাৎ ক্ষত চুলকানির স্তম্ভ, অন্য অর্থে শিব) আমার কণ্ডুবিনোদন করতে শুরু করলে তা মরে গেল (শিবরূপস্তম্ভে কণ্ডুবিনোদন অর্থাৎ মহিষের গাত্রঘর্ষণ সম্ভব হল না, কারণ স্থাণু (স্থির) হয়েও শিব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন)। (কাজেই কোনো আরাম হল না) (তেমনি একই কারণে) সূর্যের তেজে আমি সন্তপ্ত হলাম না. জলাশয়ে (বরুণের অধিষ্ঠানে) অবগাহনের দ্বারা আমার অঙ্গগুলির আর বেশি (কোনো) সুখ হল না. ধিক্ আমার এই মহিষরূপকে।' (সর্ব-দেবতা পলায়ন করায়) শূন্য যুদ্ধভূমিতে মহিষের উপর ন্যস্ত হয়ে রুদ্রাণীর যে-পাদপদ্ম তার প্রাণহরণ করেছিল তা তোমাদের সুখী করুক ॥৯২॥

'দেবগণের গর্বনাশক শৈলেন্দ্রতুল্য মহিষকে পিষ্ট করার সময় অতিগুরু, শম্ভুর চেয়ে লঘু, ক্লান্তিহীন দূরসম্পাতী তাঁর দুর্বার বামচরণ দেবারির (মহিষের) পৃষ্ঠে বাম (প্রতিকূল) হলেও কনকগিরি নিবাসীদের (দেবগণের) পক্ষে মঙ্গলকর। যাঁর পাদপদ্মের গতির এমন নানা গুণ সেই অম্বিকা তোমাদের রক্ষা করুন ॥৯৩॥

দেবারি সেই মহিষকে বধ করার উদ্দেশ্যে বেগে দীর্ঘ পদন্যাস করে (যে দেবী) নক্ষত্রমার্গ অতিক্রম করেছিন এবং সেই সময় উন্মুখ দেবতারা অক্ষিতারকা বিস্ফারিত করে যাঁর দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করেছিলেন. যাঁর বাম পাদপদ্ম মহিষের মস্তকসীমা স্পর্শ করে তার প্রাণ হরণ করেছিলেন সেই দেবতাদের মনোরমা ভবানী তোমাদের সুখী করুন ॥৯৪॥

যাঁর রক্তপদ্মের মতো আতাম্র পাদপদ্ম নিবিড় বৃহৎ কান্তিমণ্ডল বিস্তার করেছিল এবং সেই পাদপদ্মে পদাঘাতে ভগ্নমস্তক, নতমুখ. নিঃশব্দকণ্ঠ দেবশত্রু সেই কপটমহিষ মধুরসে নিশ্চল ভ্রমরলীলার অনুকরণ করেছিল, সেই ত্রিভুবনের ভয়হারিণী. স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা পূজিতা, শর্বাণী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৯৫॥

চরণোৎক্ষেপের জন্যে (সময়) দেবগণের চন্দ্রশুভ্র নখশতের চঞ্চল কিরণে মহিষের দেহ ভূষিত হয়েছিল, (পা ফেলার সময়) পতনোন্মুখ চরণগুলির রক্তাভ তলের কিরণপাতে মহিষের মুখাগ্র রক্তিম হয়েছিল, দেবগণের (পরিধানে) বিন্যস্ত ও (অঙ্গে) লীন রত্নরাজির কিরণে মহিষদেহ চর্চিত হয়েছিল। মহিষকে যাঁর পাদপদ্মে প্রণত দেবগণের দ্বারা আনীত যজ্ঞীয় হবির মতো মনে হচ্ছিল সেই অম্বিকা তোমাদের রক্ষা করুন ॥৯৬॥

'কোথায় তীক্ষ্ণ উগ্র শতধারায় নিশিতবপু বজ্রকঠিন এই দেবারি মহিষ, আর কোথায় বা দেবীর সরোজদ্যুতি অনতিগুরু তরুণীচরণ ?' মহিষবধে বিস্ময়াপন্ন ত্রিভুবনগুরুগণ যে পার্বতীকে সাদরে বন্দনা করে স্তুতি করেছিলেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥৯৭॥

বজ্রপাত বজ্রপাণির (ইন্দ্রের আয়ত্তে) চক্রপ্রয়োগ দনুজদলন চক্রীর (বিষ্ণুর অধীন), শূলনিক্ষেপ শূলপতির (শিবের ব্যাপার), আর দেবসেনাপতির ষন্মুখের (কার্তিকেয়ের প্রহরণ হল) শক্তি। দৈত্যদের সঙ্গে নিষ্ফল রণে রত দেবতাদের উদ্দেশ্যে যত বাধা দেবারি (মহিষ) সৃষ্টি করেছিল, তত বাধাই যে-দেবীর পাদপদ্ম অপসারিত করে দিয়েছিল সেই রুদ্রাণী তোমাদের রক্ষা করুন ॥৯৮॥

'সূর্যাশ্বের সারথি পঙ্গু[৩০], সূর্যরথের অশ্বসংখ্যা অসম, চক্র (মাত্র) একটি, ভানুর যুদ্ধসামগ্রী সম্পূর্ণ নয়।' এই ভেবে (যুদ্ধ-) বিধি[৩১] অনুযায়ী (মহিষ) সূর্যের প্রতি বৈরিতা ত্যাগ করল। (যথার্থ) প্রতিপক্ষকে সমরালিঙ্গন দেবার লোভে দেবারি (মহিষ) দর্পভরে যুদ্ধভূমিতে ভ্রমণ করতে থাকলে, সে যার চরণভরে যমসদনে নীত হয়েছিল সেই অম্বিকা তোমাদের রক্ষা করুন ॥৯৯॥

'দিগ্‌গজেরা যে যুদ্ধভূমি থেকে (পালিয়ে গিয়ে) নিজের নিজের দিকে চলে গিয়েছে তা ঠিকই হয়েছে, কারণ নিপুণ যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে (মৃত্যু বরণ করলে) এই ভীষণ কর্মের দ্বারা দিগ্‌গজত্বই লোপ পেয়ে যেত। (এদের স্থান পূরণ করার আর বিকল্প নেই)। (শিব) যাঁর নাম স্থাণু (স্থির) তিনি যদি ভীতিচকিত দৃষ্টিতে পলায়ন করেন তবে তাই হয় অদ্ভুত।' সুরারিপু (মহিষ) এই বলে দর্পভরে উপহাস করলে যে পার্বতী তাকে বধ করেছিলেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন ॥১০০॥

যাকে (যে-মহিষকে) ক্ষণমাত্র যুদ্ধে দেখে স্থাণু (শিব) শিথিলাঙ্গ, চেষ্টাশূন্য, ভয়ে স্তম্ভিতবচন, বৃক্ষশাখাতুল্য দোর্দণ্ড শরীরে অবসন্ন বোধ করে স্থাণু (নিশ্চল) হয়ে গিয়েছিলেন, সেই মহিষাকার দেবশত্রুর বিনাশ করে (হৃত) সম্মান (পুনরায়) উদ্ধারের সুযোগ এনে দিল দেবীর যে-বামচরণ, তা সর্বদা তোমাদের দারুণ দুর্ভাগ্যের উপশম করুক ॥১০১॥

দেবীর বর্শা মহিষের দাঁতে আটকে গেল, ধনুকের গুণ ঢিলে হয়ে গেল মহিষের শিঙে, হাতের সামনের দিকটা বালার মতো পেঁচিয়ে ধরল মহিষের লেজ; (ফলে দেবীর) হাত থেকে খসে পড়ল তাঁর কৃপাণ (মহিষের) চঞ্চল পদক্ষেপে দেবীর কোমল করতল থেকে শূল ছিটকে পড়ল দূরের মাটিতে। (এই অবস্থায়) চরণপাতে মহিষকে চূর্ণ করে (দেবী) চণ্ডিকা বিজয়িনী হলেন ॥১০২॥

প্রসঙ্গকথা

অধ্যাপক জি. ব্যুহ্‌লার Indian Antiquary, প্রথম খণ্ড, পৃ ১১১-১১৫, On the chandikasataka of Banabhatta শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন তাতে রোমান অক্ষরে চণ্ডীশতকের ১-৫, ৯ এবং ১০২ সংখ্যক শ্লোকের উদ্ধৃতি ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া G. P. Quackenbos-এর The Sanskrit Poems of Mayura গ্রন্থে বাণের চণ্ডীশতকের অনুবাদ এবং প্রাসঙ্গিক টিপ্পনী আছে। পৃ ২৬৭-৩৫৭ মূল গ্রন্থটি কাব্যমালা সিরিজের চতুর্থগুচ্ছকে টীকাসহ প্রকাশিত (পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব কর্তৃক সম্পাদিত, বিজয়সাগর গ্রন্থ থেকে ১৮৯৯ খৃঃ প্রকাশিত)। প্রসঙ্গকথায় মুখ্যতঃ এই তিনটি সূত্রের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

১. মহিষের দেহ কৃষ্ণবর্ণ তাই বিন্ধ্যপর্বতের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। বিন্ধ্যপর্বত শিবদুর্গার অপর বাসস্থান।
টীকাকার 'বিন্ধ্যাদ্রিবুদ্ধ্যা' পদে শ্লেষ কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে দেবী কৃষ্ণবর্ণ মহিষকে বিন্ধ্যাদ্রি ভাবলেন, মহিষও দেবী কৃষ্ণবর্ণা বলে তাঁকে বিন্ধ্যাদ্রি ভাবল। উল্লেখযোগ্য যে একবার মহাদেব পার্বতীকে 'কালী' বলে সম্বোধন করায় দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে গৌতমাশ্রমে কঠোর তপস্যা করে নিজের কৃষ্ণ কোষ পরিত্যাগ করে গৌরী হয়েছিলেন। শিবপুরাণ সংহিতা, শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয়চণ্ডী অনুসারে দেবী পূর্বে 'গৌরী' ছিলেন এবং 'কৌশিকী' তাঁর দেহ থেকে নির্গত হবার পরে কৃষ্ণবর্ণা হয়ে 'কালিকা' নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। ৫।৮৮)

২. কপিলাশ্রমে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে উদ্ধার করার জন্যে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন। গঙ্গার স্রোতোবেগ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে স্বয়ং মহাদেব আপন মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করেন। মর্ত্যে অবতরণ করে গঙ্গা-স্রোত জহ্নুমুনির আশ্রম ভাসিয়ে নিয়ে গেলে ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গাকে পান করেন ও পরে কর্ণবিবর পথে বের করে দেন, সেই থেকে গঙ্গার অপর নাম জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী। শিব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করায় গঙ্গা গৌরীর সপত্নীরূপে কল্পিতা হয়েছেন, শিবের গঙ্গাপ্রীতি দেবীর ঈর্ষার বিষয় হিসাবে শাস্ত্রে, কাব্যে প্রায়শঃই বর্ণিত হয়েছে। জাহ্নবী বৃত্তান্তের জন্যে মহাভারত ৩।১০৮-৯, রামায়ণ, ১।৪৩।৩৫-৩৮। John Dowson, A classical Dictionary of Hindu Mytholoy, (London, 1879) p. 108. দ্রষ্টব্য।

৩. শিবের সঙ্গীত শ্রবণে বিষ্ণুর বাম পাদপদ্ম বিগলিত হয়ে গঙ্গার উৎপত্তি হল বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুর পাদপদ্ম রক্তাভ বলে গঙ্গার স্রোতও রক্তাভ বলে বলা হচ্ছে। গঙ্গা মর্ত্যধামে তিনটি ধারায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এলাহাবাদে ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিধারা মিলিত হয়ে একটি ধারায় পরিণত হয়। গঙ্গার তিনটি ধারার সঙ্গে ত্রিশূলবিদ্ধ মহিষের দেহ থেকে ক্ষরিত রক্তের ধারাত্রয়ের তুলনা করা হয়েছে। গঙ্গার ত্রিধারা সম্পর্কে মহাভারত, ৩।১০৯।১০, রামায়ণ ১।৪৪।৬, Hastings, James. Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol 2. p. 809. দ্রষ্টব্য।

৪ আটটি দিকের আটজন অধিপতি বা রক্ষাকর্তার নাম অমরকোষে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে–
ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতি নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ।
কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ॥ (১. ৩. ৭৫)
ইন্দ্র, পূর্বদিকের, অগ্নি পূর্ব-দক্ষিণ দিকের, পিতৃপতি যম দক্ষিণদিকের, নৈর্ঋত (রাক্ষস) দক্ষিণ পশ্চিম দিকের, বরুণ পশ্চিম দিকের, মরুৎ (বায়ু) উত্তর-পশ্চিম দিকের, কুবের উত্তরদিকের এবং ঈশ (শিব) উত্তর-পূর্বদিকের অধিপতি। জগৎ পালন করেন বলে এঁদের লোকপাল বলা হয়। প্রসঙ্গতঃ সূর্যশতক, ৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৫. টীকাকারের মতে 'পাদ' শব্দ দ্বার গ্রহণ করতে হবে। পিতা হিমালয়ের 'চরণ সদৃশ চরণ' এই রকম অর্থ সঙ্গত কারণ 'পিতৃসদৃশী কন্যা ধন্যা'।

৬. ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা দানবরাজ হিরণ্যকশিপুকে ভগবান্ বিষ্ণু নরসিংহ মূর্তি পরিগ্রহ করে হাতের দশটি নখে বক্ষ বিদীর্ণ করে হত্যা করেন। এই আখ্যানের জন্যে মহাভারত, ৩ ১০২. ২২, ভাগবতপুরাণ ৭ ৪. ১২-৩১ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব ৩৯ দ্রষ্টব্য।
লক্ষণীয় মূলগ্রন্থে 'ব্যাজেণরাজ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, টীকায় উপাখ্যান-সঙ্গতির জন্যে অর্থ করা হয়েছে 'কপটসিংহো নরহরিঃ'।

৭. প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মহাভারতে (৩ ২৩১. ১০৬) দেবকণ্টক মহিষকে বধ করার জন্যে মহাবাহু স্কন্দ (কার্তিকেয়)-কে অভিনন্দিত করা হয়েছে। মহাভারতে মহিষের বধকর্তা দেবী নন, দেবীপুত্র কার্তিকেয়।

৮ 'হরি' শব্দের অর্থ বর্তমানক্ষেত্রে ইন্দ্র অথবা বিষ্ণু বলে টীকাকার নির্দেশ করেছেন। হরি শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়: এ বিষয়ে অমরকোষ দ্রষ্টব্য ঃ যমানিলেন্দ্রচন্দ্রার্কবিষ্ণুসিংহাংশুবাজিষু। শুকাহিকপিভেকেষু হরির্না কপিলে ত্রিষু॥

৯ তুলনীয়, সূর্যশতক, ৫৮.

১০. ময়দানব অসুরদের জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য ও লৌহ-নির্মিত তিনটি পুরী নির্মাণ করেছিলেন, শিব এক জ্বলন্ত বাণে তিনটি পুরী একসঙ্গে বিধ্বস্ত করে পুরভিৎ আখ্যা পেয়েছিলেন। মহাভারত ১৩. ১৬১ ২৫-৩১ দ্রষ্টব্য।

১১. মহাভারতের (৩. ১০৪. ১-১৫) কাহিনী অনুসারে বিন্ধ্যপর্বত একবার হিমালয়ের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে সূর্যের কাছে প্রস্তাব করেন, সূর্য যেমন মেরু প্রদক্ষিণ করেন তেমনি তাকেও প্রদক্ষিণ করুন। সূর্য সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বিন্ধ্য ক্রমশঃ দৈর্ঘ্যে বাড়তে থাকেন ফলে সূর্য-চন্দ্রের গতিপথ বিঘ্নিত হয়। বিড়ম্বিত দেবতারা ঋষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলে অগস্ত্য বিন্ধ্যকে আদেশ করেন– যতদিন না তিনি দক্ষিণ দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ততদিন যেন বিন্ধ্য নতমস্তকেই থাকেন। অগস্ত্য দক্ষিণ দেশ থেকে আর ফিরলেন না ফলে বিন্ধ্য নতমস্তকেই রইলেন।

১২. পার্বতী যখন শিবের জন্যে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন তাঁর হিমালয়পত্নী মাতা মেনা তাঁকে তপস্যা করতে নিষেধ করে বলেছিলেন উ মা

(তপস্যা কোরো না)। সেই থেকে পার্বতীর অপর নাম হল উমা। 'উমা হৈমবতী' এই নাম কেনোপনিষদে (৩. ১১. ১২) প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। উমা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কালিদাসের কুমারসম্ভবের ১. ২৬ শ্লোক উল্লেখ করা চলে। হরিবংশেও ১. ১৮. ১৩-২২ উমা নামের উৎপত্তি কাহিনী একই। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে 'উমা শব্দ বোধহয় মূলে একটি সংস্কৃত শব্দ নয়। সিংহবাহনা পর্বতবাসিনী পার্বতী বা উমা দেবীর সহিত অন্যান্য দেশে প্রচলিত মাতৃদেবীর সাদৃশ্য শুধু আকৃতি-প্রকৃতিতে নয় নামেও (ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য ক'লকাতা, ১৩৬৭, পৃ-৪১) তিনি আরও বলেন, 'একথা মনে করিলে কি খুব ভুল হইবে যে পৃথিবীর অন্যত্র যে সিংহযুক্তা পর্বতবাসিনীর উল্লেখ পাই, আমাদের সিংহবাহনা পর্বতবাসিনী উমা বা পার্বতী সেই দেবীরই ভারতীয় রূপ, একথা কি মনে করা যাইতে পারে যে একটি সাধারণ দেবীমূর্তির পরিকল্পনাই প্রাচীনকালে সব দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ? (ঐ-পৃ-৪০)'

১৩. গরুড়ের সর্পবিদ্বেষের কাহিনী মহাভারতে (১ঃ ২০-৩৪) নিম্নরূপে বর্ণিত। গরুড়ের মাতা বিনতার সঙ্গে তাঁর ভগিনী ও সপত্নী কদ্রুর বিবাদ উপস্থিত হয়, ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের বর্ণ শ্বেত অথবা কৃষ্ণ এই নিয়ে। বিবাদে যিনি পরাজিত হবেন তিনি অপরের দাসী হয়ে থাকবেন এই ছিল বিবাদের পণ। কদ্রুর নির্দেশে তাঁর সর্পপুত্রেরা উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অশ্বের লাঙ্গুলের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় এবং মাতা কদ্রু অন্যায়ভাবে পণে বিজয়িনী হয়ে বিনতাকে দাসী করে রাখেন। বিনতাপুত্র গরুড় মাতাকে বন্ধন দশা থেকে মুক্ত করার জন্যে সর্পকুলকে অমৃত এনে দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। বহু প্রচেষ্টার পর গরুড় অমৃত এনে দিতে সক্ষম হলে বিনতা মুক্তিলাভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র কুশাসনের উপর রাখা অমৃত ভাণ্ড অপহরণ করলে অমৃত লাভে বঞ্চিত সর্পগণ কুশলেহন করে জিহ্বা দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলে। ইত্যবসরে গরুড় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে সর্পভক্ষণ করতে থাকেন। অবশিষ্ট সর্প প্রাণভয়ে পাতালে আশ্রয় নেয়। বর্তমান শ্লোকে এই কাহিনীর অনুসরণে বলা হচ্ছে যে, দেবী পার্বতীর শর যখন পৃথিবী ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করল তখন সেই শরের পাখার হাওয়ায় কম্পিত সর্পেরা ভীত হয়ে স্বভাবতঃই মনে করল যে তাদের চিরশত্রু গরুড় তাদের আক্রমণ করেছে।

১৪. শ্রীকৃষ্ণ জন্মবৃত্তান্ত ও যশোদাগর্ভে মহামায়ার জন্মকথা হরিবংশ (২ ১-৪), নারায়ণাত্মজ বিনায়ক রায় সম্পাদিত, বোম্বাই ১৮৯১, বিষ্ণু পুরাণ (৫ ১-৩) ও মহাভারতে (৪ ৬ ১-৩) বর্ণিত আছে।

মথুরার রাজা কংস দেবর্ষি নারদের মুখে এই তথ্য অবগত হয়েছিলেন যে, তাঁর ভগিনী দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তাঁর বিনাশের কারণ হবে। নিজের প্রাণের আশঙ্কায় কংস দেবকী ও তাঁর স্বামী বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং পর পর সাতটি সন্তানের প্রাণনাশ করেন। এক দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং দেবকীর অষ্টম সন্তান রূপে এবং মহামায়া চণ্ডী যশোদার কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। বসুদেব কোনোক্রমে ঐ কন্যাসন্তানকে গ্রহণ করে নবজাত পুত্রকে তার স্থলে রেখে আসেন। প্রাতঃকালে কংসকে কন্যাজন্মের সংবাদ দেওয়া হয়

এবং কন্যার দ্বারা কংসের প্রাণনাশ-আশংকা দূরপরাহত বলে কন্যার প্রাণভিক্ষা চাওয়া হয় ; কিন্তু কংস সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হবার জন্যে সে আবেদনে কর্ণপাত না করে বধ্যভূমিতে নিয়ে তাকে পাথরে আছড়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। হঠাৎ সেই শিশু কংসের হস্তস্খলিত হয়ে আকাশে উত্থিত হল এবং নিজ পাপের শাস্তি স্বরূপ কংসকে বিষ্ণুর বধ্য হতে হবে—এই কথা বলে অন্তর্হিত হল। উত্তরকালে কংস শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর রাজ্য শ্রীকৃষ্ণের অধিকারে এসেছিল। এই কারণে এখানে উত্তরকালে অশেষ বান্ধবকুলের বিনাশের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

১৫. স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়কে মহাভারতে কখনও অগ্নি ও স্বাহার পুত্র কখনও বা শিব ও পার্বতীর পুত্র বলে বলা হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর কোনো জননী নেই, ষণ্মুখ এই দেবতাটি ছ'জন কৃত্তিকা দ্বারা পালিত হয়েছিলেন। (মহাভারত, ৩. ২২৫-২২৬, ২২, ২৫, রামায়ণ ১. ৩৭) এজন্যেই তাঁর অপর পরিচিতি ষাণ্মাতুর। বর্ত্তমান শ্লোকে এই বৃত্তান্তের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

১৬. ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জনঃ তপঃ সত্য—এই সাতটি লোক শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, তার মধ্যে প্রথম তিনটি সর্বদাই ওঁকার যুক্ত হয়ে প্রার্থনামন্ত্রে উচ্চারিত হয়। পবিত্র সপ্ত লোকের উচ্চারণ ব্যাহৃতি আর প্রথম তিনটি লোকের উচ্চারণ মহাব্যাহৃতি নামে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

১৭. শিবের ত্রিশূলের আঘাতে বিষ্ণুবক্ষে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষতস্থান সযত্নে রক্ষা করার জন্যে যে-কেশগুচ্ছ বিষ্ণু হৃদয়ে ধারণ করেন তা শ্রীবৎস। শ্রীবৎস বক্ষে ধারণ করেছেন বলে বিষ্ণু বক্ষকে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বলা হয়ে। (দ্রষ্টব্য—মহাভারত, ১২. ৩৪২. ১৩২-১৩৩)

১৮. গণেশের একটি দাঁত ভাঙা, তা নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের (৩·৪০) মতে পরশুরামের কুঠারের আঘাতে এটি ভগ্ন হয়েছিল। শিশুপালবধ কাব্যে (১·৬০) এ ব্যাপারে রাবণকে দায়ী করা হয়েছে। হর্ষচরিত (১৮·২৩) মতে এটি কার্ত্তিক ও গণেশের মধ্যে বিতণ্ডার ফল। ['গণেশ' বিষয়ে বহু তথ্যের জন্যে Hastings, James, Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol 2 sub-heading ganesa (p. 807) দ্রষ্টব্য]

১৯. শত্রুকে বশীভূত করার জন্যে রাজনীতি শাস্ত্রে উপায়চতুষ্টয়ের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই চারটি উপায় হল সাম অর্থাৎ মধুরবাক্য প্রয়োগ, দান অর্থাৎ উপঢৌকন প্রদান, ভেদ অর্থাৎ শত্রুর মধ্যেই বিরোধের বীজ বপন করা এবং দণ্ড অর্থাৎ প্রকাশ্যে বলপ্রয়োগ দ্বারা সমুচিত শাস্তি বিধান করা। (দ্রষ্টব্য—মনুসংহিতা ৭·১০৭—১০৯·১৯৮)

২০. একটি কল্প সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার একটি দিন ও সাধারণজীবের পক্ষে তা ৪,২৯৪,০৮০,-০০০ বৎসর। কল্পশেষে ত্রিভুবন অগ্নিসাৎ হয়ে সমুদ্র জলে নিমজ্জিত হয়। ব্রহ্মার একটি রাতের নিদ্রাকালে যা সাধারণ জীবের পক্ষে ৪,২৯৪,০৮০,০০০ বৎসর, চূড়ান্ত বিশৃংখলা থাকে, নিদ্রাভঙ্গে ব্রহ্মা আবার নূতন সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন।

২১. অদিতির পুত্র বলে দেবতাদের সাধারণ ভাবে আদিত্য বলা হয়। কাজেই এইভাবে

দিবাকর সূর্যও একজন আদিত্য। দ্বাদশ আদিত্য বলতে কিন্তু সূর্যের দ্বাদশটি প্রকাশকে বুঝিয়ে থাকে। এই দ্বাদশ আদিত্য ক্রমান্বয়ে বছরের বারোটি মাসের নিয়ন্ত্রণ করেন। এই জন্যে সূর্যের একটি নাম দ্বাদশাত্মা। মহাভারতের বিবরণ অনুসারে (১'৬৫, ১৫-১৬) এই দ্বাদশ আদিত্য হলেন, ধাতা, মিত্র, অর্যমন্, শক্র (ইন্দ্র), বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষন্, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

২২ 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' পূজারিণী উমা হৈমবতীর প্রতি ধ্যানমগ্ন মহাদেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে মদনদেব হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এতে অনিন্দ্য-কান্তি পার্বতী অবমানিতা হয়েছিলেন। উত্তরকালে পার্বতীর প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে মহাদেব তাঁর চরণে পতিত হলে দেবীর অশ্রুজলে কাজল রেখা মুছে গিয়ে সেই মসীসদৃশ কৃষ্ণ জলে চন্দ্রলেখায় দেবীর নাম লেখা হয়েছিল। বোধহয় বাণভট্ট এই ভাবে চন্দ্রের কলঙ্কের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন।

২৩ দিগ্গজেরা অষ্টলোকপাল—যাঁরা আটটি দিক রক্ষা করেন, তাঁদের বাহন। অষ্টদিক্পালের জন্যে টীকা—৪ দ্রষ্টব্য।

২৪. একসঙ্গে পূজিত হন এইরূপ গণদেবতাদের নয়টি গণ বা গোষ্ঠী আছে। তার মধ্যে একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্যের মতো অষ্টবসুও মিলিতভাবে একটি গণ গঠিত করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই অষ্টবসু হলেন, আপ, ধ্রুব, সোম, ধব, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস।

২৫ স্পষ্টতঃই এখানে সমুদ্র-মন্থনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অমৃতের সন্ধানে দেবাসুর উভয়ে যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন তখন মন্দরপর্বত হয়েছিল মন্থন-দণ্ড আর বাসুকি নাগ হয়েছিলেন মন্থনরজ্জু। মন্দরপর্বতের সঙ্গে অভিন্নতা সম্পাদন করে মহিষ-কলেবরের বিপুলত্ব এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

২৬. বৈদিক রুদ্র ঝড়ের দেবতা, রুদ্রগণ ও মরুদ্গণের পিতা এবং শাস্তা। যদিও ধ্বংসের দেবতা তবুও বৈদিকযুগেই তাঁর আর একটি বিশেষণ শিব, যার অর্থ মঙ্গলময়। পৌরাণিক যুগে শিব রুদ্রের অন্য নাম, বিশেষণ মাত্র নয়। পৌরাণিক যুগে নতুন একাদশ রুদ্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা বেদের মরুদ্গণ বা রুদ্রগণের স্থান নিয়েছেন। ব্রহ্মার কপাল থেকে উদ্ভূত রুদ্র নিজেকে আগে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত করেছেন, অর্ধদেবমূর্তি থেকে, তারপর আবির্ভূত হয়েছেন একাদশ রুদ্র, বায়ুপুরাণে এঁদের নাম অজৈকপদ, অহির্বুধ্ন্য, হর, নিঋত, ঈশ্বর, ভুবন, অঙ্গারক, অর্ধকেতু, মৃত্যু, সর্প ও কপালিন্।

২৭. কল্পান্তকালে পৃথিবী এক বিরাট কারণসমুদ্রে পরিণত হয় এবং ভগবান্ বিষ্ণু শেষনাগের শয্যায় যোগনিদ্রায় অভিভূত হন। সেই সময় ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল আশ্রয় করেন। বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নাম দৈত্যদ্বয়ের উদ্ভব হলে বিষ্ণুর জাগরণের জন্যে ব্রহ্মা তাঁর নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রার স্তব করেন। (মার্কণ্ডেয়চণ্ডী দ্রষ্টব্য)

২৮. সন্ধ্যা শিবের অপর পত্নীরূপে কল্পিতা হয়েছেন। সন্ধ্যাবন্দনায় শিবের আত্যন্তিক অনুরাগের জন্যে দেবী-পার্বতীর ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ কবি-বর্ণনার বিষয়-রূপে গৃহীত হয়েছে।

২৯. অসুররাজ বলি স্বর্গ মর্ত্য জয় করে দেবতাদের পীড়িত করতে থাকলে দেবতারা

প্রতিকারের জন্যে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু বামনের ছদ্মবেশে মাত্র ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করলেন। বলি সানন্দে ঐ সামান্য পরিমাণ ভূমি দিতে স্বীকৃত হলে বিষ্ণু এক পদক্ষেপে পৃথিবী এবং অন্য পদক্ষেপে স্বর্গলোক অধিকার করলেন। অগত্যা তাঁর তৃতীয় পদন্যাস নিজ মস্তকে ধারণ করে বলি পাতালে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করলেন। (মহাভারত, ৩ ২৭২ ৬২-৬৯, রামায়ণ ১.২৯, ৪-২১)

৩০ সূর্যের সারথি অরুণ কশ্যপ ও বিনতার পুত্র এবং গরুড়ের ভ্রাতা। অরুণের পঙ্গুত্ব সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত। বিনতা দুইটি ডিম প্রসব করেন। ৫00 শত বৎসর পর্যন্ত সেই দুটি ডিম উষ্ণ রাখা সত্ত্বেও কোনো সন্তানের জন্ম না হওয়ায় অধৈর্য বিনতা একটি ডিম ভেঙে ফেলেন--সেই ডিম থেকে অরুণ জন্ম নিলেন কিন্তু দেখা গেল তাঁর নিম্নাঙ্গ তখনও গঠিত হয়নি। এইজন্যে অরুণকে বলা হয় অনুরু (উরুবিহীন)। উত্তরকালে সূর্য যখন রাহুগ্রস্ত হন তখন কোনো দেবতার কাছ থেকে সহায়তা না পেয়ে তিনি ত্রিভুবন দগ্ধ করতে উদ্যত হন। বিপর্যয় রোধ করার জন্যে এবং সূর্যের তেজ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে অনুরু অরুণকে সূর্যের রথের সারথি করা হয়। (মহাভারত, ১ ১৬–৩-২৫, ১ ২৪ ৫-২০)

৩১. শাস্ত্রে অসম ও অন্যায় যুদ্ধ নিষেধ করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিষিদ্ধ আচরণগুলির জন্যে মনুসংহিতা ৭.৯০–৯৩ দ্রষ্টব্য।

চণ্ডীশতকম্

মা ভাঙ্ক্ষীর্বিভ্রমং ভ্রূরধরবিধুরতা কেয়মাস্যাস্য রাগং
পাণে প্রাণ্যেব নায়ং কলয়সি কলহশ্রদ্ধয়া কিং ত্রিশূলম্ ।
ইত্যুদ্যত্ কোপকেতূন্ প্রকৃতিমবয়বান্ প্রাপয়ন্ত্যেব দেব্যা
ন্যস্তো বো মূর্ধ্নি মৃষ্যান্মরুদসুহৃদসূন্ সংহরন্নংঘ্রিরংহঃ ॥ ১ ॥

হুংকারে ন্যক্কৃতোদন্বতি মহতি জিতে শিঞ্জিতৈর্নূপুরস্য
শ্লিষ্যচ্ছৃঙ্গক্ষতেঽপি ক্ষরদসৃজি নিজালক্তকভ্রান্তিভাজি ।
স্কন্ধে বিন্ধ্যাদ্রিবন্ধ্যা নিকষতি মহিষস্যাহিতোঽহসুনহার্ষী-
দজ্ঞানাদেব যস্যাশ্চরণ ইতি শিবং সা শিবা বঃ করোতু ॥ ২ ॥

জাহ্নব্যা যা ন জাতানুনয়পরহরক্ষিপ্তয়া ক্ষালয়ন্ত্যা
নূনং নো নূপুরেণ গ্লপিতশশিরুচা জ্যোৎস্নয়া বা নখানাম্ ।
তাং শোভামাদধানা জয়তি নবমিবালক্তকং পীড়য়িত্বা
পাদেনৈব ক্ষিপন্তী মহিষমসুরসাদাননিষ্কার্যমার্যা ॥ ৩ ॥

মৃত্যোস্তুল্যং ত্রিলোকীং গ্রসিতুমতিরসান্নিঃসৃতাঃ কিং নু জিহ্বাঃ
কিং বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মদ্যুতিভিররুণিতা বিষ্ণুপদ্যাঃ পদব্যাঃ ।
প্রাপ্তাঃ সন্ধ্যাঃ স্মরারেঃ স্বয়মুত নৃতিভিস্তিস্র ইত্যূহ্যমানা
দেবৈর্দেব্যাস্ত্রিশূলাহতমহিষজুষো রক্তধারা জয়ন্তি ॥ ৪ ॥

দত্তে দর্পাত্ প্রহারে সপদি পদভরোৎপিষ্টদেহাবশিষ্টাং
শ্লিষ্টাং শৃঙ্গস্য কোটিং মহিষসুররিপোর্নূপুরগ্রন্থিসীম্নি ।
মুষ্যান্বঃ কল্মষাণি ব্যতিকরবিরতাবাদদানঃ কুমারো
মাতুঃ প্রভ্রষ্টলীলাকুবলয়কলিকাকর্ণপূরাদরেণ ॥ ৫ ॥

শশ্বদ্বিশ্বোপকারপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ সাস্তু শান্ত্যৈ শিবা বো
যস্যাঃ পাদোপশল্যে ত্রিদশপতিরিপুর্দুর্বিদুষ্টাশয়োঽপি ।
নাকে প্রাপত্ প্রতিষ্ঠামসকৃদভিমুখো বাদয়ঞ্শৃঙ্গকোট্যা
হত্বা কোণেন বীণামিব রণিতমণিং মণ্ডলং নূপুরস্য ॥ ৬ ॥

নিষ্ঠ্যূতোঽঙ্গুষ্ঠকোট্যা নখশিখরহতঃ পার্ষ্ণিনির্যাতসারো
গর্ভে দর্ভাগ্রসূচীলঘুরিব গণিতো নোপসর্পন্ সমীপম্ ।
নাভৌ বক্তুং প্রবিষ্টাকৃতিবিকৃতি যয়া পাদপাতেন কৃত্বা
দৈত্যাধীশো বিনাশং রণভুবি গমিতঃ সাস্তু দেবী শ্রিয়ে বঃ ॥ ৭ ॥

গ্রস্তাশ্বঃ শষ্পলোভাদিব হরিতহরেরপ্রসোঢ়ানলোষ্মা
স্থাণৌ কণ্ডূং বিনীয় প্রতিমহিষরুষেবান্তকোপান্তবর্তী ।
কৃষ্ণং পঙ্কং যথেচ্ছন্ বরুণমুপগতো মজ্জনায়েব যস্যাঃ
স্বস্থোঽভূৎ পাদমাপ্য হ্রদমিব মহিষঃ সাস্তু দুর্গা শ্রিয়ে বঃ ॥ ৮ ॥

ত্রৈলোক্যাতঙ্কশান্ত্যৈ প্রবিশতি বিবশে ধাতরি ধ্যানতন্দ্রী-
মিন্দ্রাদ্যেষু দ্রবৎসু দ্রবিণপতিপয়ঃপালকালানলেষু ।

যে স্পর্শে নৈব পিষ্টা মহিষমতিরুষং ত্রাতবন্তাস্ত্রিলোকীং
পান্তু ত্বাং পঞ্চ চণ্ড্যাশ্চরণনখনিভেনাপরে লোকপালাঃ ॥ ৯ ॥

প্রালেয়োৎপীড়পীনাং নখরজনিকৃতামাতপেনাতিপাণ্ডুঃ
পার্বত্যাঃ পাতু যুষ্মান্ পিতুরিব তুলিতাদ্রীন্দ্রসারঃ স পাদঃ।
যো ধৈর্যান্মুক্তলীলাসমুচিতপতনাপাতপীতাসুরাসী-
ন্নো দেব্যা এব বামশ্ছলমহিষতনোর্নাকলোকাদ্বিষোঽপি ॥ ১০ ॥

বক্ষো ব্যাজৈণরাজঃ স দশভিরভিনৎ পাণিজৈঃ প্রাক্ সুরারেঃ
পঞ্চৈবাস্তং নয়ামো যুবতিচরণজাঃ শত্রুমেতে বয়ং তু।
ইত্যুৎপন্নাভিমানৈর্নখশশিমণিভির্জ্যোৎস্নয়া স্বাংশুময্যা
যস্যাঃ পাদে হতারৌ হসিত ইব হরিঃ সাস্তু কালী শ্রিয়ে বঃ ॥ ১১ ॥

রক্তাক্তেঽলক্তকশ্রীবিজয়িনি বিজয়ে নো বিরাজত্যমুষ্মিন্
হাসো হস্তাগ্রসংবাহনমপি দলিতাদ্রীন্দ্রসারদ্বিষোঽস্য।
ত্রাসেনৈবাদ্য সর্বঃ প্রণমতি কদনেনামুনেতি ক্ষতারিঃ
পাদোঽব্যাচ্চুম্বিতো বো রহসি বিহসতা ত্র্যম্বকেনাম্বিকায়াঃ ॥ ১২ ॥

ভঙ্গো ন ভ্রূলতায়াস্তুলিতবলতযানাস্থমস্থ্নাং তু চক্রে
ন ক্রোধাত্ পাদপদ্মং মহদমৃতভুজামুদ্ধৃতং শল্যমন্তঃ।
বাচালং নূপুরং নো জগদজনি জয়ং শংসদংশেন পার্ষ্ণে-
মুষ্ণন্ত্যাসূন্ সুরারেঃ সমরভুবি যয়া পার্বতী পাতু সা বঃ ॥ ১৩ ॥

নির্যন্নানাস্ত্রশস্ত্রাবলি বলতি বলং কেবলং দানবানাং
দ্রাঙ্ নীতে দীর্ঘনিদ্রাং দ্বিষতি ন মহিষীত্যুচাসে প্রায়শোঽদ্য।
অস্ত্রীসংভাব্যবীর্যা ত্বমসি খলু ময়া নৈবমাকারণীয়া
কাত্যায়ন্যাত্তকেলাবিতি হসতি হরে হ্রীমতী হন্তুরীন্ বঃ ॥ ১৪ ॥

জাতা কিং তে হরে ভীর্ভবতি মহিষতো ভীরবশ্যং হরীণা-
মদ্যেন্দোপ্বেী কলঙ্কো ত্যজতি পতিরপাং ধৈর্যমালোক্য চন্দ্রম্।
বায়ো কম্প্যস্ত্বমন্যো নয় যমমহিষাদাত্মযুগ্যং যয়ারৌ
পিষ্টে নষ্টং জহাস দ্যুজনমিতি জয়া সাস্তু দেবী শ্রিয়ে বঃ ॥ ১৫ ॥

শূলপ্রোতাদুপাস্তপ্লুতমহি মহিষাদুৎপতন্ত্যা স্রবন্ত্যা
বর্ত্মন্যারজ্যমানে সপদি মখভুজাং জাতসন্ধ্যাপ্রমোহঃ।
নৃত্যন্ হাসেন মত্বা বিজয়মহমহং মানয়ামীতিবাদী
যামাশ্লিষ্য প্রনৃত্তঃ পুনরপি পুরভিত্ পার্বতী পাতু সা বঃ ॥ ১৬ ॥

নাকৌকোনায়কাদ্যৈদ্যুবসতিভিরসি শ্যামধামা ধরিত্রীং
রুন্ধন্ বাধিষ্কুবিন্ধ্যাচলচকিতমনোবৃত্তিভির্বীক্ষিতো যঃ।
পাদোত্পিষ্টঃ স যস্যা মহিষসুররিপুর্নূপুরান্তাবলম্বী
লেভে লোলেন্দ্রনীলোত্পলশকলতুলাং স্তাদুমা সা শ্রিয়ে বঃ ॥ ১৭ ॥

দুর্বারস্য দ্যুধাম্নাং মহিমিতবপুষো বিদ্বিষঃ পাতু যুষ্মান্
পার্বত্যা প্রেতপালস্বপুরুযপরুষঃ প্রেষিতোঽসৌ পৃষৎকঃ।

যঃ কৃত্বা লক্ষ্যভেদং হৃতভুবনভয়ো গাং বিভিদ্য প্রবিষ্টঃ
পাতালং পক্ষপালীপবনকৃতপতত্তার্ক্ষ্যশংকাকুলাহিঃ ॥ ১৮ ॥

বজ্রং বিন্যস্য হারে হরিকরগলিতং কণ্ঠসূত্রে চ চক্রং
কেশান্ বদ্ধ্বাব্ধিপাশৈর্ধৃতধনদগদাং প্রাক্ প্রলীনান্ বিহস্য ।
দেবানুৎসারণোৎকা কিল মহিষহতৌ মীলতো হ্রেপয়ন্তী
হ্রীমত্যা হৈমবত্যা বিমতিবিহতয়ে তর্জিতা স্তাজ্জয়া বঃ ॥ ১৯ ॥

খড্গো পানীয়মাহ্লাদয়তি হি মহিষং পক্ষপাতী পৃষৎকঃ
শূলেনেশো যশোভাগ্ ভবতি পরিলঘুঃ স্যাদ্বধার্হেঽপি দণ্ডঃ ।
হিত্বা হেতীরিতীবাভিহতিবহুলিতপ্রাক্তনাপাটলিম্না
পার্ষ্ণ্যৈব প্রোষিতাসুং সুররিপুমবতাত্ কুর্বতী পার্বতী বঃ ॥ ২০ ॥

কৃত্বেদৃক্কর্ম লজ্জাজননমনশনে শত্রু মাসূন্ বিহাসী-
র্বিত্তেশ স্থাণুকণ্ঠে জহি গদমগদস্যায়মেবোপযোগঃ ।
জাতশ্চক্রিন্বিচক্রো দিতিজ ইতি সুরাংস্ত্যক্তহেতীন্ ব্রুবন্ত্যা
ব্রীড়াং ব্যাপাদিতারির্জয়তি বিজয়য়া নীয়মানা ভবানী ॥ ২১ ॥

দেয়াদ্বো বাঞ্ছিতানি চ্ছলময়মহিষোত্পেষরোষাণুষঙ্গা-
ন্নীতঃ পাতালকুক্ষিং হৃতভুবনভয়ো ভদ্রকাল্যাঃ স পাদঃ ।
যঃ প্রাদক্ষিণ্যকাঙ্ক্ষাবলয়িতবপুষা বন্দ্যমানো মুহূর্তং
শেষেণেবেন্দুকান্তোপলরচিতমহানূপুরাভোগলক্ষ্মীঃ ॥ ২২ ॥

শূলং তূলং নু গাঢ়ং প্রহর হর হৃষীকেশ কেশোঽপি বক্র-
শ্চক্রেণাকারি কিং মে পবিরবতি ন হি ত্বাষ্ট্রশত্রো দ্যুরাষ্ট্রম্ ।
পাশাঃ কেশাম্বুজনালান্যনল ন লভসে ভাতুমিত্যাত্তদর্পং
জল্পন্ দেবান্ দিবৌকোরিপুরবধি যয়া সাস্তু শান্ত্যৈ শিবা বঃ ॥ ২৩ ॥

শার্ঙ্গিন্ বাণং বিমুঞ্চ ভ্রমসি বলিরসৌ সংযতঃ কেন বাণো
গোত্রারে হন্ম্যহং তে রিপুমমররিপুস্ত্বেষ গোত্রস্য শত্রুঃ ।
দৈত্যো ব্যাপাদ্যতাং দ্রাগজ ইব মহিষো হন্যতে মন্মহেঽদো-
ত্বাৎপ্রাস্যোমা পুরস্তাদনু দনুজতনুং মৃদ্নতী ত্রায়তাং বঃ ॥ ২৪ ॥

স্পর্ধাবর্ধিতবিন্ধ্যাদুর্ভরভরব্যস্তাম্বিহায়স্তলং
হস্তাদুৎপতিতা প্রসাদয়তু বঃ কৃত্যানি কাত্যায়নী ।
যাং শূলমিব দেবদারুঘটিতাং স্কন্ধেন মোহান্ধধী-
র্বধ্যোদ্দেশমশেষবান্ধবকুলধ্বংসায় কংসোঽনয়ত্ ॥ ২৫ ॥

তূর্ণং তোষাত্তুরাষাট্প্রভৃতিষু শমিতে শাত্রবে স্তোত্রকৃত্সু
ক্লান্তেবোপেত্য পত্যুস্ততভুজযুগলস্যালমালম্বনায় ।
দেহার্ধে গেহবুদ্ধিং প্রতিবিহিতবতী লজ্জয়ালীয় কালী
কৃচ্ছ্রং বোঽনিচ্ছয়ৈবাপতিতঘনতরা শ্লেষসৌখ্যা বিহন্তু ॥ ২৬ ॥

আস্তাং মুগ্ধেঽর্ধচন্দ্রঃ ক্ষিপ সুরসরিতং যা সপত্নী ভবত্যাঃ
ক্রীড়াম্বাভ্যাং বিমুঞ্চাপরমলমমুনৈকেন মে পাশকেন ।

শূলং প্রাগেব লগ্নং শিরসি যদবলা যুধ্যসেঽব্যাপ্বিদগ্ধং
সোৎপ্রাসালাপপাতৈরিতি দনুজমুমো নির্দহন্তী দৃশা বঃ ॥ ২৭ ॥

বক্ত্রাণাং বিক্লবঃ কিং বহসি বত রুচং স্কন্দ ষন্নাং বিষন্না-
মন্যাঃ ষণ্মাতরন্তে ভব ভব সকলস্ত্বং শরীরার্ধলব্ধ্যা।
জিহ্মাং হন্ম্যদ্য কালীমিতি সমমসুভিঃ কণ্ঠতো নির্গতা গী-
গীর্বাণারের্যয়েচ্ছামুদুপদমুদিতস্যাদ্রিজা সাবতাদ্বঃ ॥ ২৮ ॥

গাহস্ব ব্যোমমার্গং গতমহিষভয়ৈরূর্ধ্ববিশ্রব্ধমশ্বৈঃ
শৃঙ্গাভ্যাং বিশ্বকর্মন্ ঘটয়সি ন নবং শার্ঙ্গিণঃ শার্ঙ্গমন্যৎ।
ঐন্দ্রী ত্বঙ্গিনষ্ঠুরেয়ং বিভৃহি মুদমিমামীশ্ববেত্যাত্তহাসা
গৌরী বোঽব্যাৎ ক্ষতারিঃ স্বচরণগরিমগ্রস্তগীর্বাণগর্বা ॥ ২৯ ॥

ক্ষিপ্তো বাণঃ কৃতস্তে ত্রিকবিনতিততো নির্বলির্মধ্যদেশঃ
প্রহ্লাদো নূপুরস্য ক্ষতরিপুশিরসঃ পাদপাতৈর্দিশোঽগাৎ।
সংগ্রামে সন্নতাঙ্গি বৃথয়সি মহিষং নৈকমন্যানপি ত্বং
যে যুধ্যন্তেঽত্র নৈবেত্যবতু পতিপরীহাসহৃষ্টা শিবা বঃ ॥ ৩০ ॥

মেরৌ মে রৌদ্রশৃঙ্গক্ষতবপুষি রুষো নৈব নীতা নদীনাং
ভর্তারো রিক্ততাং যত্তদপি হিতমভূন্নিঃসপত্নোঽত্র কোঽপি।
এতন্নো মৃষ্যতে যন্মহিষকলুষিতা স্বর্ধুনী মূর্ধ্নি মান্যা
শম্ভোর্ভিন্দ্যাদ্ধসন্তী পতিমিতি শমিতারাতিরীতীরুমা বঃ ॥ ৩১ ॥

সদ্যঃ সাধিতসাধ্যমূর্ধ্বৃতবতী শূলং শিবা পাতু বঃ
পাদপ্রান্তবিষক্ত এব মহিষাকারে সুরদ্বেষিণি।
দিষ্ট্যা দেব বৃষধ্বজো যদি ভবানেষাপি নঃ স্বামিনী
সঞ্জাতা মহিষধ্বজেতি জয়য়া কেলৌ কৃতেঽর্ধস্মিতা ॥ ৩২ ॥

বিদ্রাণেন্দ্রাণি কিং ত্বং দ্রবিণদদয়িতে পশ্য সংখ্যং স্বসখ্যাঃ
স্বাহে স্বস্থা স্বভর্তর্যমৃতভুজি মুধা রোহিণী রোদিতীব।
লক্ষ্মি শ্রীবৎসলক্ষ্মোরসি বসসি পুরেত্যার্তমাশ্বাসয়ন্ত্যাং
স্বর্গস্ত্রৈণং জয়ায়াং জয়তি হতরিপোর্হৈপতং হৈমবত্যা ॥ ৩৩ ॥

নির্বাণঃ কিং ত্বমেকো রণশিরসি শিখিঞ্ শার্ঙ্গধন্বাপি বিধ্যং-
স্তত্তে ধৈর্যং ক যাতং জহিহি জলপতে দীনতাং ত্বং নদীনঃ।
শক্তো নো শত্রুভঙ্গে ভয়পিশুন সুনাসীর নাসীরধূলি-
র্ধিগ্ যাসি কেতি জল্পন্ রিপুরবধি যয়া পার্বতী পাতু সা বঃ ॥ ৩৪ ॥

নন্দিন্নানন্দদো মে তব মুরজমুদঃ সংপ্রহারে প্রহারঃ
কিং দন্তে রোষি রুগ্নে ব্রজসি গজমুখ ত্বং বশীভূত এব।
নিঘ্নন্নিঘ্নন্নিদানীং দ্যুজনমিহ মহাকাল একোঽস্মি নান্যঃ
কন্যাদ্রেদৈত্যমিত্থং প্রমথপরিভবে মৃগ্যতী ত্রায়তাং বঃ ॥ ৩৫ ॥

বজ্রং মঙ্ক্তো মরুত্বানরি হরিরুরসঃ শূলমীশঃ শিরস্তো
দণ্ডং তুণ্ডাৎ কৃতান্তস্ত্বরিতগতিগদামঙ্ঘ্রিতোঽর্থাধিনাথঃ।

প্রাপান্যৎপাদপিষ্টে শ্বিষি মহিষবপুষ্যঙ্গলগ্নানি ভূয়ো-
২প্যায়ুংষীবায়ুধানি দ্যুবসতয় ইতি স্তাদ্ উমা সা শ্রিয়ে বঃ ॥ ৩৬ ॥

দৃষ্টাবাসক্তদৃষ্টিঃ প্রথমমিব তথা সংমুখীনাভিমুখ্যে
স্মেরা হাসপ্রগল্ভে প্রিয়বচসি কৃতশ্রোত্রপেয়াধিকোক্তিঃ।
উদ্যুক্তা নর্মকর্মণ্যবতু পশুপতৌ পূর্ববৎ পার্বতী বঃ
কুর্বাণা সর্বমীষচ্ছিনিহিতচরণালক্তকেব ক্ষতারিঃ ॥ ৩৭ ॥

দৈত্যো দোর্দর্পশালী নহি মহিষবপুঃ কল্পনীয়াভ্যুপায়ো
বায়ো বারীশ বিষ্ণো বৃষগমন বৃষন্ কিং বিষাদো বৃথৈব।
বধ্নীত ব্রধ্নমিশ্রাঃ কবচমচকিতাশ্চন্দ্রভানো দেহারী-
নেবং দেবাঞ্জয়োক্তে জয়তি হতরিপোহর্ষিতং হৈমবত্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

আ ব্যোমব্যাপি সীম্নাং বনমতিগহনং গাহমানো ভুজানা-
মর্চির্মোক্ষেণ মূর্ছন্ দবদহনরুচাং লোচনানাং ত্রয়স্য।
যস্যা নির্মজ্জমজ্জচ্চরণভরনতো গাং বিভিদ্য প্রবিষ্টঃ
পাতালং পঙ্কপাতোন্মুখ ইব মহিষঃ স্তাদ্ উমা সা শ্রিয়ে বঃ ॥ ৩৯ ॥

নীতে নির্ব্যাজদীর্ঘামঘবতি মঘবদ্বজ্রলজ্জানিদানে
নিদ্রাং দ্রাগেব দেবদ্বিষি মুষিতরুষঃ সংস্মরন্ত্যাঃ স্বভাবম্।
দেব্যা দৃগ্ভ্যস্তিসৃভ্যস্ত্রয় ইব গলিতা রাশয়ো রক্ততায়া-
স্ত্রায়ন্তাং বস্ত্রিশূলক্ষতকুহরভুবো লোহিতাম্ভঃসমুদ্রাঃ ॥ ৪০ ॥

কালী কল্পান্তকালাকুলমিব সকলং লোকমালোক্য পূর্বং
পশ্চাচ্ছিন্নেষ্টে বিষাণে বিদিতদিতিসুতা লোহিতা মৎসরেণ।
পাদোৎপিষ্টে পরাসৌ নিপততি মহিষে প্রাক্স্বভাবেন গৌরী
গৌরী বঃ পাতু পত্যুঃ প্রতিনয়নমিবাবিষ্কৃতানেকরূপা ॥ ৪১ ॥

গম্যং নাস্তেনর্ন চেন্দোঃ সপদি দিনকৃতাং দ্বাদশানামসহ্যং
শক্রস্যাক্ষ্নাং সহস্রং সহ সুরসদসা সাদয়ন্তং প্রসহ্য।
উৎপাতোগ্রান্ধকারাগমমিব মহিষং নিঘ্নতী শর্ম দিশ্যা-
দ্দেবী বো বামপাদাম্বুরুহনখময়ৈঃ পঞ্চভিশ্চন্দ্রমোভিঃ ॥ ৪২ ॥

দত্ত্বা স্থূলান্ত্রমালাবলিবিধসহসন্ধস্মরপ্রেতকান্তং
কাত্যায়ন্যাত্মনৈব ত্রিদশরিপুমহাদৈত্যদেহোপহারম্।
বিশ্রান্ত্যৈ পাতু যুষ্মান্ ক্ষণমুপরি ধৃতং কেসরিস্কন্ধভিত্তে-
র্বিভ্রত্তৎ কেসরালীমলিমুখররণন্নূপুরং পাদপদ্মম্ ॥ ৪৩ ॥

কোপেনেবারুণত্বং দধদধিকতরালক্ষ্যলাক্ষারসশ্রীঃ
শ্লিষ্যচ্ছৃঙ্গাগ্রকোণক্কণিতমণিতুলাকোটিহুংকারগর্ভঃ।
প্রত্যাসন্নাত্মমৃত্যুপ্রতিভয় মসুরৈরীক্ষিতো হন্ত্বরীন্ বঃ
পাদো দেব্যাঃ কৃতান্তোহপর ইব মহিষস্যোপবিষ্টো নিবিষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

আহন্তুং নীয়মানা ভরবিধুরভুজস্রংসমানোভয়াংসং
কংসেনৈনাংসি সা বো হরতু হরিযশোরক্ষণায় ক্ষমাপি।

প্রাক্‌প্রাণানস্য নাস্যদ্‌গগনমুদপতদ্‌গোচরং যা শিলায়াঃ
সংপ্রাপ্যাগামিবিন্ধ্যাচলশিখরশিলাবাসযোগোদ্যতেব ॥ ৪৫ ॥

সাম্না নাম্নাযযোনেধৃতিমকৃত হরের্নাপি চক্রেণ ভেদাৎ
সেন্দ্রস্যৈরাবণস্যাপ্যুপরি কলুষিতঃ কেবলং দানবৃষ্ট্যা ।
দান্তো দণ্ডেন মৃত্যোর্ন চ বিফলযথোক্তাভ্যুপায়ো হতোঽরি-
র্যেনোপায়ঃ স পাদঃ সুখয়তু ভবতঃ পঞ্চমশ্চণ্ডিকায়াঃ ॥ ৪৬ ॥

ভর্তা কর্তা ত্রিলোক্যাস্ত্রিপুরবধকৃতী পশ্যতি ত্র্যক্ষ এষ
ক্ব স্ত্রী ক্বাযোধনেচ্ছা ন তু সদৃশমিদং প্রস্তুতং কিং ময়েতি ।
মত্বা সব্যাজসব্যেতরচরণচলাঙ্গুষ্ঠকোণাভিমৃষ্টং
সদ্যো যা লজ্জিতেবাসুরপতিমবধীৎ পার্বতী পাতু সা বঃ ॥ ৪৭ ॥

বৃদ্ধোক্ষো ন ক্ষমস্তে ভবতু ভব ভবদ্বাহ এষোঽধুনেতি
ক্ষিপ্তঃ পাদেন দেবং প্রতি ঝটিতি যয়া কেলিকান্তং বিহস্য ।
দন্তজ্যোৎস্নাবিতানৈরতনুভিরতনুর্ন্যক্কৃতার্ধেন্দুভাভি-
র্গৌরো গৌরেব জাতঃ ক্ষণমিব মহিষঃ সাবতাদম্বিকা বঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রাক্‌ কামং দহতা কৃতঃ পরিভবো যেন ত্রিসন্ধ্যানতৈঃ
সের্ষ্যা বোঽবতু চণ্ডিকা চরণয়োঃ স্বং পাতয়ন্তী পতিম্‌ ।
কুর্বতাভ্যধিকং কৃতে প্রতিকৃতং মুক্তেন মৌলৌ মুহু-
র্বাষ্পেণাহিত কজ্জলেন লিখিতং স্বং নাম চন্দ্রে যয়া ॥ ৪৯ ॥

তুঙ্গাং শৃঙ্গাগ্রভূমিং শ্রিতবতি মরুতাং প্রেতকায়ে নিকায়ে
কুঞ্জোৎসুক্যাদ্বিশৎসু শ্রুতিকুহরপুটং দ্রাক্কুপ্‌কুঞ্জরেষু ।
স্মিত্বা বঃ সংহৃতাসোর্দশনরুচিকৃতাকাণ্ডকৈলাসভাসঃ
পায়াৎ পৃষ্ঠাধিরূঢ়ে স্মরমুষি মহিষস্যোচ্চহাসেব দেবী ॥ ৫০ ॥

কৃত্বা পাতালপঙ্কে ক্ষয়রয়মিলিতৈকার্ণবেচ্ছাবগাহং
দাহান্নেত্রত্রয়াগ্নের্বলয়নবিগলচ্ছৃঙ্গশূন্যোত্তমাঙ্গঃ ।
ক্রীড়াক্রোড়াভিশঙ্কাং বিদধদপিহিতব্যোমসীমা মহিম্না
বীক্ষ্য ক্ষুণ্ণো যয়ারিস্তৃণমিব মহিষঃ সাবতাদম্বিকা বঃ ॥ ৫১ ॥

শূলে শৈলাবিকম্পং ন নিমিষিতমিষৌ পট্টিশে সাট্টহাসং
প্রাসে সোৎপ্রাসমব্যাকুলমপি কুলিশে জাতশঙ্কং ন শঙ্কৌ ।
বক্রেঽবক্রং কৃপাণে ন কৃপণমসুরাবাতিভিঃ পাত্যমানে
দৈত্যং পাদেন দেবী মহিষিতবপুষং পিংষতী বঃ পুনাতু ॥ ৫২ ॥

চক্রে চক্রস্য নাস্ত্র্যা ন চ খলু পরশোর্ন ক্ষুরপ্রস্য নাসে
র্যদ্বক্ত্রং কৈতবাবিষ্কৃতমহিষতনৌ বিদ্বিষত্যাজিভাজি ।
প্রোতাৎপ্রাসেন মূর্ধ্নঃ সুঘৃণমভিমুখাযাতয়া কালরাত্র্যা
কল্যাণান্যাননাব্জং সৃজতু তদসৃজো ধারয়া বক্রিতং বঃ ॥ ৫৩ ॥

হস্তাদুৎপত্য যান্ত্যা গগনমগণিতাধৈর্যবীর্যাবলেপং
বৈলক্ষ্যেণেব পাণ্ডুদ্যুতিমদিতিসুতারাতিমাপাদয়ন্ত্যাঃ ।

দর্পানল্পাট্টহাসাম্বিগণতরসিতাঃ সপ্তলোকীজনন্যা-
স্তর্জন্যা জন্যদত্যো নখরুচিততয়স্তর্জয়ন্ত্যা জয়ন্তি ॥ ৫৪ ॥

প্রালেয়াচলপল্বলৈকবাসিনী সার্যান্তু বঃ শ্রেয়সে
যস্যাঃ পাদসরোজসীম্নি মহিষক্ষোভাৎ ক্ষণং বিদ্রুতাঃ।
নিষ্পিষ্টে পতিতাস্ত্রিবিষ্টপরিপৌ গীত্যুৎসবোল্লাসিনো
লোকাঃ সপ্ত সপক্ষপাতমরুতো ভান্তি স্ম ভৃঙ্গা ইব ॥ ৫৫ ॥

অপ্রাপেষুরুদাসিতাসিরশনেরারাৎ কুতঃ শঙ্কুত-
শ্চক্রব্যুৎক্রমকৃৎপরোক্ষপরশুঃ শূলেন শূন্যো যয়া।
মৃত্যুর্দৈত্যপতেঃ কৃতঃ সুসদৃশঃ পাদাঙ্গুলীপর্বতঃ
পার্বত্যা প্রতিপাল্যতাং ত্রিভুবনং নিঃশল্যকল্যং তয়া ॥ ৫৬ ॥

নষ্টানষ্টৌ গজেন্দ্রানবত ন বসবঃ কিং দিশো দ্রাগ্ গৃহীতাঃ
শার্ঙ্গিন্ সংগ্রামযুক্ত্যা লঘুরসি গমিতঃ সাধু তার্ক্ষ্যেণ তৈক্ষ্ণ্যম্।
উৎখাতা নেত্রপঙ্‌ক্তির্ন তব সমরতঃ পশ্য নশ্যদ্বলং স্বং
স্বর্নাথেত্যাত্তদর্পং ব্যসুমসুরমুমা কুর্বতী ত্রায়তাং বঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুত্বা শত্রুং দুহিত্রা নিহতমতিজড়োঽপ্যাগতোঽহ্নায় হর্ষা-
দাশ্লিষ্যন্ শ্লৈলকল্পং মহিষমবনিভৃদ্বান্ধবো বিন্ধ্যবন্ধ্যা।
যস্যাঃ শ্বেতীকৃতেঽস্মিন্ স্মিতদশনরুচা তুল্যরূপো হিমাদ্রি-
দ্রাগ্ দ্রাধীয়ানিবাসীদবতমসনিরাসায় সা স্তাদুমা বঃ ॥ ৫৮ ॥

ক্ষিপ্তোঽয়ং মন্দবাদ্রিঃ পুনরপি ভবতা বেষ্ট্যতাং বাসুকেঽব্ধৌ
প্রীয়স্বানেন কিং তে বিসতনুতনুভির্ভক্ষিতৈ স্তার্ক্ষ্য নাগৈঃ।
অষ্টাভির্দিগ্গজেন্দ্রৈঃ সহ ন হরিকরী কর্ষতীমং হতে বো
হ্রীমত্যা হৈমবত্যাস্ত্রিদশরিপুপতৌ পান্তিতি ব্যাহৃতানি ॥ ৫৯ ॥

এষ প্লোষ্টা পুরাণাং ত্রয়মসুহৃদুরঃপাটনোঽয়ং নৃসিংহো
হন্তা ত্বাষ্ট্রং দুরাষ্ট্রাধিপ ইতি বিবিধান্যুৎসবেচ্ছাহৃতানাম্।
বিদ্রাণানাং বিমর্দে দিতিতনয়ময়ে নাকলোকেশ্বরাণা-
মশ্রদ্ধেয়ানি কর্মাণ্যবতু বিদধতী পার্বতী বো হতারিঃ ॥ ৬০ ॥

শত্রৌ শাতত্রিশূলক্ষতবপুষি রুষা প্রেষিতে প্রেতকাষ্ঠাং
কালী কীলালকুল্যাত্রয়মধিকরয়ং বীক্ষ্য বিশ্বাসিতদোঃ।
ত্রিস্রোতাস্ত্র্যম্বকেয়ং বহতি তব ভৃশং পশ্য রক্তা বিশেষা-
ন্নো মূর্ধ্না ধার্যতে কিং হসিতপতিরিতি প্রীতয়ে কল্পতাং বঃ ॥ ৬১ ॥

শৃঙ্গে পশ্যোর্ধ্বদৃষ্ট্যাধিকতরমতনুঃ সন্ন স্তম্পায়ুধোঽস্মি
ব্যালাসঙ্গেঽপি নিত্যং ন ভবতি ভবতো ভীর্ন যজ্ঞোঽস্মি যেন।
ত্বং মুঞ্চোচ্চৈঃ পিনাকিন্ পুনরপি বিশিখং দানবানাং পুরোঽহং
পায়াৎ সোৎপ্রাসমেব হসিতহরমুমা মৃষ্যতী দানবং বঃ ॥ ৬২ ॥

নন্দীশোৎসার্যমাণাপসৃতিসমনমন্নাকিলোকং নুবত্যা
নপ্তুর্হস্তেন হস্তং তদনুগতগতেঃ ষণ্মুখস্যাবলম্ব্য।

জামাতুর্মাতৃমধ্যোপগমপরিহৃতে দর্শনে শর্মদিশ্যা-
ন্নেদীয়চ্ছদ্মমানা মহিষবধমহে মেনয়া মধ্নর্দ্ধমা বঃ ॥ ৬৩ ॥

ভক্ত্যা ভৃঙ্গবাত্রিমধ্যেমর্দনিভিরভিনতা বিভ্রতী নৈব গর্বং
শর্বাণী শর্মণে বঃ প্রশমিতসকলোপপ্লবা সা সদাস্তু।
যা পার্ষ্ণিক্ষুণ্ণশত্রুর্বিগলিতকুলিশপ্রাসপাশত্রিশূলং
নাকৌকোলোকমেব স্বর্মপি ভুজবনং সংযুগেঽবস্থমংস্ত ॥ ৬৪ ॥

চক্রং শৌরেঃ প্রতীপং প্রতিহতমগমৎ প্রাগ্‌ দ্যুধাম্নাং তু পশ্চা-
দাপচ্চাপং বলারের্ন পরমগুণতাং পুস্ক্রয়প্লোষিণোঽপি।
শক্ত্যালং মাং বিজেতুং ন জগদপি শিশো ষণ্মুখে কা কথেতি
ন্যক্কুর্বন্নাকিলোকং রিপুরবধি যয়া সাবতাৎ পার্বতী বঃ ॥ ৬৫ ॥

বিদ্রাণে রুদ্রবৃন্দে সবিতরি তরলে বজ্রিণি ধ্বস্তবজ্রে
জাতাশঙ্কে শশাঙ্কে বিরমতি মরুতি ত্যক্তবৈরে কুবেরে।
বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিতাস্ত্রে মহিষমতিরুষং পৌরুষোপঘ্ননিঘ্নং
নির্বিঘ্নং নিঘ্নতী বঃ শময়তু দুরিতং ভূরিভাবা ভবানী ॥ ৬৬ ॥

ভূষাং ভূয়স্তবাদ্য স্বিগুণতরমহং দাতুমেবৈষ লগ্নো
ভগ্নো দৈত্যেন দর্পাম্মহিষিতবপুষা কিং বিষাণে বিষণ্ণঃ।
ইত্যুক্ত্বা পাতু মাতুর্মহিষবধমহে কুঞ্জরেন্দ্রাননস্য
ন্যস্যন্নাস্যে গুহো বঃ স্মিতসিতরুচিনী দ্বেষিণো দ্বে বিষাণে ॥ ৬৭ ॥

বিশ্রাম্যন্তি শ্রমার্তা ইব তপনভৃতঃ সপ্তয়ঃ সপ্ত যস্মিন্‌
সুপ্তাঃ সপ্তাপি লোকাঃ স্থিতিমুষি মহিষে যামিনীধাম্নি যত্র।
ধারাণাং রৌধিরীণামরুণিমনি নভঃসান্দ্রসন্ধ্যাং দধান-
স্তস্য ধ্বংসাত্‌ সুতাদ্রেরপরদিনপতিঃ পাতু বঃ পাদপাতৈঃ ॥ ৬৮ ॥

দেবারের্দানবারেদ্রর্তমিহ মহিষচ্ছদ্মনঃ পদ্মসদ্মা
বিদ্রাতীত্যত্র চিত্রং তব কিমিতি ভবন্নাভিজাতো যতঃ সঃ।
নাভীতোঽভূৎ স্বয়ংভূরিব সমরভুবি ত্বং তু যদ্বিস্মিতাস্মী-
ত্যুক্ত্বা তদ্বিস্মিতং বঃ স্মররিপুমহিষীবিক্রমেঽব্যাজ্জয়ায়াঃ ॥ ৬৯ ॥

নিস্ত্রিংশেনোচিতং তে বিশসনমুরসশ্চণ্ডি কর্মাস্য ঘোরং
ব্রীড়ামস্যোপরি ত্বং কুরু দৃঢ়হৃদয়ে মুঞ্চ শস্ত্রাণ্যমূনি।
ইত্থং দৈত্যৈঃ সদৈন্যং সমদমপি সুরৈস্তুল্যমেবোচ্যমানা
রুদ্রাণী দারুণং বো দ্রবয়তু দুরিতং দানবং দারয়ন্তী ॥ ৭০ ॥

চক্ষুর্দিক্ষু ক্ষিপন্ত্যাশ্চলিতকমলিনীচারুকোষাভিতাম্রং
মন্দ্রধ্বানানুযাতং ঝটিতি বলয়িনো মুক্তবাণস্য পাণেঃ।
চণ্ড্যাঃ সব্যাপসব্যং সুররিপুষু শরান্‌ প্রেরয়ন্ত্যা জয়ন্তি
ত্রুট্যন্ত পীনভাগে স্তনবলনভরাত্‌ সন্ধয়ঃ কঞ্চুকস্য ॥ ৭১ ॥

বাহুৎক্ষেপসমুল্লসত্‌কুচতটং প্রান্তস্ফুটৎকঞ্চুকং
গম্ভীরোদরনাভিমণ্ডলগলত্‌কাঞ্চীধৃতাংশুকম্‌।

পার্বত্যা মহিষাসুরব্যতিকরে ব্যায়ামরম্যং বপুঃ
পর্যস্তাবধিবন্ধুরলসৎকেশোচ্চয়ং পাতু বঃ ॥ ৭২ ॥

চক্রং চক্রায়ুধস্য ক্বণতি নিপতিতং রোমণি গ্রাবণীব
স্থাণোর্বাণশ্চ লেভে প্রতিহতিমুরুণা চর্মণা বর্মণেব ।
যস্যেতি ক্রোধগর্ভং হসিতহরিহরা তস্য গীর্বাণশত্রোঃ
পায়াত্ পাদেন মৃত্যুং মহিষতনুভৃতঃ কুর্বতী পার্বতী বঃ ॥ ৭৩ ॥

কৃত্বা বক্ত্রেন্দুবিম্বং চলদলকসদ্‌ভ্রূলতাচাপভঙ্গং
ক্ষোভব্যালোলতারং স্ফুরদরুণরুচিস্ফারপর্যন্তচক্ষুঃ ।
সন্ধ্যাসেবাপরাদ্ধং ভবমিব পুরতো বামপাদাম্বুজেন
ক্ষিপ্তং দৈত্যং ক্ষিপন্তী মহিষিতবপুষং পার্বতী বঃ পুনাতু ॥ ৭৪ ॥

গঙ্গাসম্পর্কদূষ্যত্‌কমলবনসমুদ্ধৃতধূলীবিচিত্রো
বাঞ্ছতাসম্পূর্ণভাবাদধিকতররসং তূর্ণমায়ান্ সমীপম্ ।
ক্ষিপ্তঃ পাদেন দূরং বৃষগ ইব যয়া বামপাদাভিলাষী
দেবারিঃ কৈতবাবিষ্কৃতমহিষবপুঃ সাবতাদম্বিকা বঃ ॥ ৭৫ ॥

ভদ্রে ভ্রূচাপমেতন্নময়সি নু বৃথা বিস্ফুরন্নেত্রবাণং
নাহং কেলৌ রহস্যে প্রতিযুবতিকৃতখ্যাতিদোষঃ পিনাকী ।
দেবী সোত্‌প্রাসমেবং ধৃতমহিষতনুং দৃপ্তমন্তঃ সকোপং
দেবারিং পাতু ঘ্নত্যানতিপরুষপদা নিঘ্নতী ভদ্রকালী ॥ ৭৬ ॥

অন্যোন্যাসঙ্গগাঢ়ব্যতিকরদলিতভ্রষ্টকাপালমালাং
স্বাং ভোঃ সন্ত্যজ্য শম্ভো খুরপুটদলিতপ্রোল্লসদ্ধূলিপাণ্ডুঃ ।
ভদ্রে ক্রীড়াভিমর্দী তব সবিধমহং কামতঃ প্রাপ্ত ঈশো-
ঽত্রৈবং সোত্‌প্রাসমব্যান্ মহিষসুররিপুং নিঘ্নতী পার্বতী বঃ ॥ ৭৭ ॥

জ্বালাধারকরালং ধ্বনিকৃতভয়ং যং প্রভেত্তুং ন শক্তং
চক্রং বিষ্ণোর্দৃঢ়াস্রি প্রতিবিহতরয়ং দৈত্যমালাবিনাশি ।
ক্ষুণ্ণন্তস্যাস্থিসারো বিবুধরিপুপতেঃ পাদপাতেন যস্যা
রুদ্রাণী পাতু সা বঃ প্রশমিতসকলোপপ্লবা নির্বিঘাতম্ ॥ ৭৮ ॥

গাঢ়াবষ্টব্ধপাদপ্রবলভরনমৎপূর্বকায়োর্ধ্বভাগং
দৈত্যং সঞ্জাতশঙ্কং জনমহিষমিব ন্যক্কৃতাগ্র্যাঙ্গভাগম্ ।
আরূঢ়া শূলপাণিঃ কৃতবিবুধভয়ং হন্তুকামং সগর্বং
দেয়াদ্বশ্চিন্তিতানি দ্রুতমহিষবধাবাপ্ততুষ্টির্ভবানী ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মা যোগৈকতানো বিরহভবভয়াদ্ ধূর্জটিঃ স্ত্রীকৃতাত্মা
বক্ষঃ শৌরের্বিশালং প্রণয়কৃতপদা পদ্মবাসাধিশেতে ।
যুদ্ধক্ষামেবমেতে বিজহতু ধিগিমং যস্ত্যজত্যেষ শক্রো
দৃপ্তং দৈত্যেন্দ্রমেবং সুখয়তু সমদা নিঘ্নতী পার্বতী বঃ ॥ ৮০ ॥

এবং মুগ্ধে কিলাসীঃ করকমলরুচা মা মুহুঃ কেশপাশং
সোঽন্যস্ত্রীণাং রতাদৌ কলহসমুচিতো যঃ প্রিয়ে দোবলব্ধে ।

বৈদগ্ধ্যাদেবমন্তঃকলুষিতবচনং দুষ্টদেবারিনাথং
দেবী বঃ পাতু পার্ষ্ণ্যা দৃঢ়তনুমসুভির্মোচয়ন্তী ভবানী ॥ ৮১ ॥

বালোঽদ্যাপীশজন্মা সমরমুড়ুপভৃৎ পাংসুলীলাবিলাসী
নাগাস্যঃ শাতদন্তঃ স্বতনুকরমদাম্বিহ্বলঃ সোঽপি শান্তঃ ।
ধিগ্ যাসি কেত্বতি দুষ্টং মুদিততনুমুদং দানবং সস্ফুরোক্তং
পায়াদ্বঃ শৈলপুত্রী মহিষতনুভৃতং নিঘ্নতী বামপার্ষ্ণ্যা ॥ ৮২ ॥

মূর্ধ্নঃ শূলং মমৈতদ্বিফলমভিমুখং শংকরোত্খাতশূলং
সংগ্রামাদ্দূরমেতদ্ধৃতমরি হরিণা মন্মনঃ কর্ষতীব ।
গর্বাদেবং ক্ষিপন্তং বিবুধজনবিভূন্ দৈত্যসেনাধিনাথং
শর্বাণী পাতু যুষ্মান্ পদভরদলনাত্ প্রাণতো দূরয়ন্তী ॥ ৮৩ ॥

ভ্রাম্যদ্ধামোর্বদাহক্ষুভিতজলচরব্যস্তবীচীন্ সকম্পান্
কৃত্বৈবাশু প্রসন্নান্ পুনরপি জলধীন্ মন্দরক্ষোভভাজঃ ।
দর্পাদায়ান্তমেব শ্রুতিপুটপরুষং নাদমভ্যুদ্গিরন্তং
কন্যাদ্রেঃ পাতু যুষ্মাংশ্চরণভরনতং পিংষতী দৈত্যনাথম্ ॥ ৮৪ ॥

মানিন্নামিন্দোঽভিনৈষীঃ শ্রিতপৃথুশিখরাং শৃঙ্গযুগ্মস্য পার্শ্বং
যুদ্ধশ্লাঘ্যাং তনুং স্বাং রতিমদবিলসৎস্ত্রীকটাক্ষক্ষমেয়ম্ ।
ভানো কিং বীক্ষিতেন ক্ষিতিমহিষতনৌ ত্বং হি সন্ন্যস্তপাদো
দর্পাদেবং হসন্তং ব্যসুমসুরমুমা কুর্বতী ত্রায়তাং বঃ ॥ ৮৫ ॥

সংগ্রামাত্ ত্রস্তমেতং ত্যজ নিজমহিষং লোকজীবেশ মৃত্যো
স্থাতুং শূলাগ্রভূমৌ গতভয়মজয়ং মত্তমেতং গৃহাণ ।
দৈত্যে পাদেন যস্যাশ্ছলমহিষতনৌ শায়িতে দীর্ঘনিদ্রাং
ভাবোত্পন্নো জয়ৈবং হসতি পিতৃপতিং সাম্বিকা বঃ পুনাতু ॥ ৮৬ ॥

শ্রুত্বৈতৎকর্ম ভাবাদনিভৃতরভসং স্থানুনাভ্যেত্য দূরা-
চ্ছিষ্টা বাহুপ্রসারং শ্বসিতভরচলত্তারকা ধূতহস্তা ।
দৈত্যে গীর্বাণশত্রৌ ভুবনসুখমুষি প্রেষিতে প্রেতকাষ্ঠাং
গৌরী বোঽব্যাদ্বিমলতসু ত্রিদিবেষু তমলং লজ্জয়া বারয়ন্তী ॥ ৮৭ ॥

ভদ্রে স্থাণুস্তবাঙ্ঘ্রিঃ ক্ষতমহিষরণব্যাজকণ্ডূতিরেষ
ত্রৈলোক্যক্ষেমদাতা ভুবনভয়হরঃ শংকরোঽতো হরোঽপি ।
দেবানাং নায়িকে ত্বদ্গুণকৃতবচনোঽতো মহাদেব এষ
কেলাবেবং স্মরারির্হসতি রিপুবধে যাং শিবা পাতু সা বঃ ॥ ৮৮ ॥

খঞ্জঃ কৃষ্ণস্য নূনং রহিতগুণগতির্নন্দকাখ্যাং প্রয়াতঃ
শত্রোর্ভঙ্গেন বামস্তব মৃদিতসুরো নন্দকস্ত্বেষ পাদঃ ।
ভাবাদেবং জয়ায়াং নুতিকৃতি নিতরাং সন্নিধৌ দেবতানাং
সব্রীড়া ভদ্রকালী হতরিপুরবতাদ্বীক্ষিতা শংভুনা বঃ ॥ ৮৯ ॥

একেনৈবোদ্গমেন প্রবিলয়মসুরং প্রাপয়ামীতি পাদো
যস্যাঃ কান্ত্যা নখানাং হসতি সুররিপুং হন্তুমুদ্যান্ সগর্বম্ ।

বিষ্ণোস্ত্রিঃ পাদপদ্মং বলিনিয়মবিধাবুদ্ধৃতং কৈতবেন
ক্ষিপ্রং সা বো রিপূণাং বিতরতু বিপদং পার্বতী ক্ষুণ্ণশত্রুঃ ॥ ৯০ ॥

খড়্গাং খট্বাঙ্গযুক্তং যুবতিরপি বিভো তে শরীরার্ধলীনা
হাস্যং প্রাগেব লব্ধং সুরজনসমিতৌ দুষ্কৃতেন ত্বয়ৈবম্ ।
ভূয়োঽপি লজ্জা রণত ইয়মলং হাস্যতা শূলভর্তঃ
দর্পাদেবং হসন্তং ভবমসুরমুমা নিঘ্নতী ত্রায়তাং বঃ ॥ ৯১ ॥

স্থাণো কণ্ডূবিনোদো নুদতি দিনকৃতস্তেজসা তাপিতং নো
তোয়স্থানে ন চাপ্তং সুখমধিকতরং গাহনেনাঙ্গজাতম্ ।
শূন্যায়াং যুদ্ধভূমৌ বদতি হি ধিগিদং মাহিষং রূপমেকং
রুদ্রাণ্যারোপিতো বঃ সুখয়তু মহিষে প্রাণহৃৎ পাদপদ্মঃ ॥ ৯২ ॥

পিংষক্ষ্বেলেন্দ্রকল্পং মহিষমতিগুরুর্ভগ্নগীর্বাণগর্বং
শম্ভোর্জাতো লঘীয়াক্ষুমরহিতবপুর্দূরমভ্যুহ্যপাতঃ ।
বামো দেবারিপৃষ্ঠে কনকগিরিসদাং ক্ষেমকারোঽঙ্ঘ্রিপদ্মো
য[illegible] দুর্বার এবং বিবিধগুণগতিঃ সাবতাদম্বিকা বঃ ॥ ৯৩ ॥

মার্গং শীতাংশুভাজাং সরভসমলঘুং হন্তুমুদ্যান্ সুরারিং
নেত্রৈরুদ্বৃত্ততারৈঃ সচকিতমমরৈরুন্মুখৈর্বীক্ষ্যমাণঃ ।
যস্যা বামো মহীয়ান্ মুদিতসুরমনাঃ প্রাণহৃৎপাদপদ্মঃ
প্রাপ্তস্তম্মূর্ধসীমাং সুখয়তু ভবতঃ সা ভবানী হতারিঃ ॥ ৯৪ ॥

মূর্ধন্যাপাতভগ্নে মিষমহিষতনুঃ সন্ননিঃশব্দকণ্ঠঃ
শোণাব্জাতাম্রকান্তিপ্রততঘনবৃহন্মণ্ডলে পাদপদ্মে ।
যস্যা লেভে সুরারির্মধুরসনিভৃতস্বাদশাধাঙ্ঘ্রিলীলাং
শর্বাণী পাতু সা বস্ত্রিভুবনভয়হৃৎ স্বর্গিভিঃ স্তূয়মানা ॥ ৯৫ ॥

পাদোৎক্ষেপাদ্ ব্রজদ্ভির্নখকিরণশতৈর্ভূষিতশ্চন্দ্রগৌরৈ-
মূর্ধাগ্রে চাপতদ্ভিশ্চরণতলগতৈরংশুভিঃ শোণশোভঃ ।
সংন্যস্তালীনরত্নপ্রবিরচিতকরৈশ্চর্চিতঃ ক্ষিপ্তকায়ৈ-
র্যস্যা দেবৈঃ প্রণীতো হবিরিব মহিষঃ সাবতাদম্বিকা বঃ ॥ ৯৬ ॥

ক্বায়ং তীক্ষ্ণাগ্রধারাশতনিশিতবপুর্বজ্ররূপঃ সুরারিঃ
পাদশ্চায়ং সরোজদ্যুতিরনতিগুরুর্যোষিতঃ ক্বেতি দেব্যাঃ ।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্তুতো যঃ সুররিপুমথনে বিস্ময়াবদ্ধচিত্তৈঃ
পার্বত্যাঃ সোঽবতাদ্বস্ত্রিভুবনগুরুভিঃ সাদরং বন্দ্যমানঃ ॥ ৯৭ ॥

বজ্রিত্বং বজ্রপাণের্দিতিতনয়ভিদশ্চক্রিণ[illegible]কৃত্যং
শূলিত্বং শূলভর্তুঃ সুরকটকবিভোঃ শক্তিতা ষণ্মুখস্য ।
যস্যাঃ পাদেন সর্বং কৃতসমররিপোর্বাধয়ৈতৎ সুরাণাং
রুদ্রাণী পাতু সা বো দনুবিফলযুধাং স্বর্গিণাং ক্ষেমকারী ॥ ৯৮ ॥

পঙ্গুর্নেতা হরীণামসমহরিযুতঃ স্যন্দনশ্চৈকচক্রো
ভানোঃ সামগ্র্যপেতঃ কৃত ইতি বিধিনা ত্যক্তবৈরঃ পতঙ্গে ।

দর্পাদ্ভ্রাম্যন্ রণক্ষ্মাং প্রতিভটসমরাশ্লেষলুব্ধঃ সুরারি-
র্যস্যাঃ পাদেন নীতঃ পিতৃপতিসদনং সাবতাদম্বিকা বঃ ॥ ৯৯ ॥

যুক্তং তাবদ্গজানাং প্রতিদিশময়নং যুদ্ধভূমৌ দিগীশাং
হীয়েতাশাগজত্বং সুভটরণকৃতাং কর্মণা দারুণেন।
যদ্যেষ স্থাণুসংজ্ঞো ভয়চকিতদৃশা নশ্যতীত্যদ্ভুতং তদ্-
দর্পাদেবং হসন্তং সুররিপুমবতান্নিঘ্নতী পার্বতী বঃ ॥ ১০০ ॥

ত্রস্তাঙ্গঃ সন্নচেষ্টো ভয়হতবচনঃ সন্নদোর্দণ্ডশাখঃ
স্থাণুর্দৃষ্ট্বা যমাজৌ ক্ষণমিহ সরুষং স্থাণুরেবোপজাতঃ।
তস্য ধ্বংসাৎ সুরারের্মহিষিতবপুষো লব্ধমানাবকাশঃ
পার্বত্যা বামপাদঃ শময়তু দুরিতং দারুণং বঃ সদৈব ॥ ১০১ ॥

কুন্তে দন্তৈর্নিরুদ্ধে ধনুষি বিমুখিতজ্যে বিষাণেন মুলা-
ম্লাঙ্গুলেন প্রকোষ্ঠে বলয়িনি পতিতে তৎকৃপাণে স্বপাণেঃ।
শূলে লোলাঙ্ঘ্রিপাতৈর্দলিতকরতলাৎ প্রচ্যুতে দূরমুর্ব্যাং
সর্বাঙ্গীণং লুলায়ং জয়তি চরণতশ্চণ্ডিকা চূর্ণয়ন্তী ॥ ১০২ ॥

ভর্তৃহরি

নীতিশতক

ভূমিকা

কবির জীবনচরিত

সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য অনেক কবির মতো ভর্তৃহরিও আত্মপরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। জনশ্রুতি অনুসারে মালবদেশে এক ক্ষত্রিয়বংশে ভর্তৃহরির জন্ম। তাঁর পিতার নাম গন্ধর্বসেন। গন্ধর্বসেনের দুই পত্নী। ভর্তৃহরি প্রথমা পত্নীর সন্তান। দ্বিতীয়া পত্নী ধারানগরের অধিপতির কন্যা এবং তাঁর গর্ভজাত সন্তানের নাম বিক্রম। ধারানরপতির কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। জামাতার দুটি সন্তানকেই তিনি পরম যত্ন ও আদরে লালন-পালন করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সন্তানদ্বয় ধর্মশাস্ত্র, রাজনীতি, ধনুর্বিদ্যা, নৃত্যগীত ও অপরাপর কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। আপন দৌহিত্র বিক্রমকে রাজপদে অভিষিক্ত করাই ধারানরপতির সংকল্প ছিল। একদিন তিনি বিক্রমের কাছে তাঁর সংকল্পের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল বিক্রম মাতামহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ভর্তৃহরি জ্যেষ্ঠ, তাঁকে উপেক্ষা করা বিক্রমের পক্ষে সম্ভব নয়। বিক্রমের উদারতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমে বৃদ্ধ রাজা মুগ্ধ। বিক্রমের পরামর্শ অনুসারে ভর্তৃহরিকেই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত করেন। বিক্রমাদিত্য প্রধানমন্ত্রীরূপে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ধারানগর হতে মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে রাজকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকেন।

এদিকে তখন ভর্তৃহরির জীবনে শুরু হয়েছে নৈতিক অধঃপতন। শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও তিনি নারীসঙ্গ-কামনা ত্যাগ করতে পারেন নি। সর্বক্ষণ নারী-সঙ্গ-লালসায় তাঁর চিত্ত জর্জরিত। রাজ-অন্তঃপুরে তাঁর মহিষী ও সেবাদাসীর অন্ত নেই। রাজ্যের সমস্ত গুরুদায়িত্বই বিক্রমের উপর ন্যস্ত, সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই।

অগ্রজের দৃষ্টি নারীসঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাতে রাজকার্যের প্রতি নিবদ্ধ হয় তার জন্যে বিক্রম সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। বিক্রম যতই সৎ পরামর্শদানের চেষ্টা করেন ভর্তৃহরি ততই অনুজের প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। নারীমোহে আচ্ছন্ন ভর্তৃহরির মনে ক্রমে ক্রমে অনুজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হল। নারীঘটিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফলে পরস্পরের সৌভ্রাতৃত্ব পর্যবসিত হল চরম শত্রুতায়। বিক্রম প্রধান-মন্ত্রীত্বের পদ থেকে বিচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হলেন। উজ্জয়িনী পরিত্যাগের পর বিক্রম সারা ভারত পর্যটন করেন। এক সময়ে তিনি পূর্বভারতের ঢাকার কাছে কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই জায়গার বর্তমান নাম বিক্রমপুর।

বিক্রমের বহিষ্কারের পর সহচরী বেষ্টিত ভর্তৃহরি সর্বক্ষণ পাপের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন রইলেন। তাঁর অপশাসনে প্রজারা বিক্ষুব্ধ এবং তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। প্রজাদের স্বেচ্ছাচারিতায় সারা মালবদেশে দেখা দিল চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা।

কিংবদন্তী আছে, একবার এক পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ ভর্তৃহরিকে একটি অলৌকিক গুণসম্পন্ন ফল দান করেন। ফলটি যিনি ভক্ষণ করবেন তিনি চিরজীবী হবেন। ফলটি গ্রহণ করে রাজা তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়তমা প্রধান মহিষীর হাতে তুলে দিলেন। মহিষীর একজন উপপতি ছিল, এবং উপপতির প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ তিনি ফলটি

উপপতির কাছে উপহার দিলেন। ঐ উপপতি একজন বারবনিতার প্রণয়াসক্ত ছিলেন এবং ফলটি তিনি বারবনিতার হাতেই সমর্পণ করলেন। সেই বারবনিতা ছিলেন ভর্তৃহরির প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী এবং ফলটি তিনি শ্রদ্ধাসহকারে রাজার কাছে নিবেদন করলেন। ফলটি পেয়ে রাজার বিস্ময়ের অবধি নেই। গোপন অনুসন্ধানের ফলে ফলটির হস্তান্তরের সমস্ত রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হল। মহিষীর বিশ্বাসভঙ্গে রাজা ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন। এদিকে রাজার কাছে চারিত্রিক দুঃশীলতা প্রকাশিত হওয়ার লজ্জায় মহিষী আত্মহত্যা করলেন। আলোচ্য মহিষীর নাম কী ছিল সেবিষয়ে মতভেদ আছে। অনঙ্গসেনা অথবা পদ্মাক্ষী অথবা ভানুমতী ছিল তাঁর নাম।

এরপর ভর্তৃহরি ধীরে ধীরে তাঁর অপর একজন মহিষী পিঙ্গলার প্রতি নিবিড়ভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন। একদিন মৃগয়া করার সময় রাজা দেখলেন—একজন শিকারীর অস্ত্রাঘাতে একটি হরিণ নিহত হল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই শিকারী নিজে সর্পদষ্ট হলেন। হরিণটি মারা যাওয়ার পরে একটি হরিণী এল এবং মৃত হরিণের শোকে কাতর হয়ে তার পাশেই অচৈতন্য হয়ে দেহত্যাগ করল। ওদিকে শিকারী মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী এসে মৃত স্বামীর পাশে আগুন জেবলে আত্মাহুতি দিল। এই সমস্ত ঘটনায় রাজা বিস্মিত হলেন এবং অন্তঃপুরে ফিরে এসে রানী পিঙ্গলার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। কিন্তু পিঙ্গলাদেবী জানালেন—ওই সব ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। পতিব্রতা সতী রমণীর পতিবিরহে আত্মাহুতি দেওয়া তাঁর মতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা এবং সেই আত্মাহুতির জন্যে আগুনেরও প্রয়োজন হয় না। কিছুদিন পরে রানীর কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্যে রাজা একদিন মৃগয়া করার সময় একজন অনুচরকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন। সে গিয়ে রাজার রক্তমাখা পোষাক-পরিচ্ছদ রানীর হাতে জমা দিয়ে জানালো—বাঘের হাতে রাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। এই দুঃসংবাদ শুনে রানী শান্তভাবে রাজার পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করলেন, সেগুলি মাটিতে রেখে রাজার উদ্দেশ্যে শেষ প্রণতি জানালেন এবং অবশেষে ভূমিতে শায়িত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাজা ফিরে এসে এই হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদ শুনলেন এবং দুঃখে অভিভূত হয়ে গৃহত্যাগ করলেন। তারপর বনে গিয়ে তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে লাগলেন। সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর বৈরাগ্যশতক-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখেছেন—

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চান্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যরক্তঃ।
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ॥

(আমি যার ভজনা করি সে আমার প্রতি বিরক্ত, অন্য পুরুষ তার মনের মানুষ। সেই পুরুষ আবার অন্য নারীর প্রতি অনুরক্ত। আমাকে পেয়েও আনন্দ পায় সে অন্য আর এক নারী। ধিক সেই নারীকে, ধিক সেই পুরুষকে, ধিক কামদেবকে, ধিক সেই বারবনিতাকে এবং ধিক আমাকেও।)

কালক্রমে ভর্তৃহরি মহাযোগী গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে—যোগবলে ভর্তৃহরি অমরত্ব লাভ করেছেন।

ভর্তৃহরির জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে অন্য একটি মত আছে। পণ্ডিত শশীগিরি শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন ব্রাহ্মণের চার বর্ণের চারজন স্ত্রী

ছিলেন। ঐ চারজন পত্নীর গর্ভে চারটি পুত্রের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানের নাম বররুচি, ক্ষত্রিয়া-স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের নাম বিক্রম, বৈশ্যা-স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের নাম ভট্টি এবং শূদ্রা-স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ভর্তৃহরি। বিক্রমাদিত্য রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং ভট্টি ভর্তৃহরি তাঁর অধীনে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

ভর্তৃহরি বৌদ্ধ ছিলেন—এই মতের অসঙ্গতি প্রমাণিত হয়েছে। হরিহর উপাধ্যায় বিরচিত ভর্তৃহরিনির্বেদম্-নাটক ভর্তৃহরির জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত।

আবির্ভাবকাল

ভর্তৃহরির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে পণ্ডিতেরা বহু মত পোষণ করেন। পণ্ডিত গোপীনাথ পুরোহিত মহাশয় তাঁর "ভর্তৃহরিশতকত্রয়ম্" গ্রন্থে অনেক মতের সমাবেশ করেছেন। মতগুলি এইরকম—

(১) ভর্তৃহরি চৌদ্দ বছর রাজত্ব করেন। ভর্তৃহরির পরে বিক্রমাদিত্য রাজা হন। বিক্রম সম্বৎসর ভর্তৃহরির প্রবর্তন। (Asiatic Researches–Vol.–IX)

(২) ভর্তৃহরি কালিদাসের সমসাময়িক এবং নবরত্নের অন্যতম। নবরত্ন-সম্পর্কে প্রচলিত শ্লোক যথা—

ধন্বন্তরি-ক্ষপণক-অমরসিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

সম্ভবতঃ ক্ষপণকই ভর্তৃহরির অন্য এক নাম। (Dr Bhare Daji & Max Mueller.)

(৩) ভর্তৃহরি খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
(Pandit Durga Prasad & Dr. P. Peterson)

(৪) ভর্তৃহরি খৃষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতকের পূর্বে আবির্ভূত হন নি।
(Prof. Wilson—VishnuPurana)

(৫) ভর্তৃহরির নামে প্রচলিত শতকগুলি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ পর্বে রচিত। (Prof. Lassen).

এই সমস্ত মতগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় বা সমন্বয় সাধন ঐতিহাসিকের গুরুদায়িত্ব। Wilson সাহেবের মতটি নিশ্চিতভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এই অবস্থায় পণ্ডিত কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলঙ্গ এবং শ্রীগোপীনাথ পুরোহিত মহাশয় ভর্তৃহরির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে বহু বিচার বিবেচনা করে লোকপরম্পরাসিদ্ধ মতকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত করেছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতককেই ভর্তৃহরির আবির্ভাবকাল বলে ধরা হয়।

ভর্তৃহরির রচনা

ভর্তৃহরি তিনখানি শতক রচনা করেন—নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতক। ব্যাকরণদর্শনের বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ বাক্যপদীয় ভর্তৃহরির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। বাক্যপদীয় তিন খণ্ডে বিভক্ত—ব্রহ্মকান্ড, বাক্যকাণ্ড এবং পদকাণ্ড। প্রথম দুই কাণ্ডের কারিকার সঙ্গে ভর্তৃহরির স্বরচিত টীকাও আছে। ব্যাকরণ এবং দর্শনবিষয়ে তাঁর আরও কয়েকটি গ্রন্থ আছে। —মহাভাষ্যদীপিকা, মীমাংসাভাষ্য, বেদান্তসূত্রবৃত্তি এবং শব্দধাতুসমীক্ষা। ব্যাকরণের আর একটি গ্রন্থ ভাগবৃত্তি ভর্তৃহরিবিরচিত বলে অনেকে মনে করেন। উদাহরণকাব্যরূপে প্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্যও ভর্তৃহরির রচনা বলে অনেকের ধারণা। ভট্টি

এবং ভর্তৃহরি এক ব্যক্তি কি না সেবিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ভট্টি এবং ভর্তৃহরি ভিন্ন ব্যক্তি, এমন কি ভট্টি ভর্তৃহরির পুত্র—একথাও কেউ কেউ বলেছেন।

প্রশ্ন উঠেছে—শতকত্রয় বা সুভাষিতত্রিশতী কি ভর্তৃহরির মৌলিক রচনা, না সংগৃহীত শ্লোকসমষ্টি? ভর্তৃহরি কি শতকত্রয় রচনা করেছেন, না লোকমুখে প্রচলিত এবং পূর্ব-কালীন মহাকবিদের বিরচিত সদুক্তি সংগ্রহ করে বিন্যাসপূর্বক একত্র গ্রন্থন করেছেন? Dr. Bohlen এবং Abraham Roger ভর্তৃহরিকে শতকত্রয়ের স্বতন্ত্র রচনাকর্তা মনে করেন না, তাঁদের মতে ভর্তৃহরি শুধুমাত্র গ্রন্থনা করার কৃতিত্ব বহন করেন। তাঁদের এরূপ কল্পনা নিতান্ত অহেতুক মনে হয় না। এ পর্যন্ত শতকত্রয়ের যতগুলি পাঠ বা সংস্করণ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একরূপতা নেই, শ্লোকের সংখ্যাও সর্বত্র এক নয়। এক সংস্করণে যে-শ্লোক আছে অন্য সংস্করণে সে-শ্লোক নেই, পরিবর্তে অন্য শ্লোক আছে। এমনও দেখা যায় একই শ্লোক ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন শতকের অন্তর্গত। শ্লোকগুলির বিন্যাসক্রমও কোথাও কোথাও এমন যে, তাদের মধ্যে ভাবের পৌর্বাপর্য বা ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ শতকত্রয়ের সুসংহত ও বিজ্ঞানসম্মত পাঠের অভাবই Bohlen-সাহেবকে ঐরূপ কল্পনায় প্রবৃত্ত করেছে। এছাড়া অন্যান্য বহু গ্রন্থে শতকত্রয়ের শ্লোকের হুবহু উদ্ধৃতিও তাঁর ঐ জাতীয় কল্পনার উপাদান সরবরাহ করেছে। বস্তুতঃপক্ষে শতকত্রয় ভর্তৃহরির নামেই প্রসিদ্ধ আছে। সুভাষিতাবলি শার্ঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থে শতকত্রয়ের যে-সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত আছে সেখানে সেগুলি ভর্তৃহরিবিরচিত বলেই সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শতকত্রয়ের বহুধা প্রচলিত পাঠ-গুলিতে অন্যান্য গ্রন্থকারের শ্লোক প্রক্ষিপ্তভাবে সংযোজিত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ পুঁথির অভাবই এর জন্যে দায়ী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও শতকত্রয়ের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাব এবং ভাষার সামঞ্জস্য এমন প্রকট যে, সেগুলিকে এক ব্যক্তির রচনা বলে স্বীকার করতেই হবে। কালের করাল গ্রাসে অনেক মূল শ্লোক হয়তো কবলিত হয়েছে। তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা ভর্তৃহরিরই রচনা এবং মৌলিক রচনা—একথা অস্বীকার করার মতো কোনো দৃঢ় যুক্তি নেই।

শতকত্রয়ের শ্লোকগুলি অন্যের লেখা এবং ভর্তৃহরির নামে প্রচলিত—Colebrooke সাহেবের এই অনুমান নিতান্তই অসার এবং বিভ্রান্তিকর।

কাব্যগত চরিত্র

সংস্কৃত পদ্যসাহিত্যের দুটি রূপ—মহাকাব্য খণ্ডকাব্য। খণ্ডকাব্য মুক্তক কুলকই ইত্যাদি ভেদে অনেক প্রকার। নীতিশতক মুক্তক জাতীয় কাব্য। যেখানে একটি শ্লোকের মধ্যেই রসনিষ্পত্তি হয়, অর্থাৎ প্রতিটি শ্লোকই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রসনিষ্পত্তির জন্যে অন্য শ্লোকের অপেক্ষা করে না তাকেই মুক্তক জাতীয় কাব্য বলা হয়। অগ্নিপুরাণে মুক্তকের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—'মুক্তকঃ শ্লোক এবৈকশ্চমৎকারক্ষমঃ সতাম্'। নীতিশতকের প্রতিটি শ্লোকই স্বতন্ত্র কাব্য। ভাব এবং ভাষা দু-দিক থেকেই শ্লোকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তাদের চমৎকারিতাও অবিসংবাদিত। মানবজীবনের গভীর রহস্যের তাৎপর্যবাহী প্রতিটি শ্লোকই মহামূল্য মুক্তোর মতো মূল্যবান। ভাব এবং অঙ্গ—উভয় দিক দিয়েই নীতিশতক মুক্তকমালা।

নামকরণ

এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে নীতি, শৃঙ্গার এবং বৈরাগ্যকে উপজীব্য করে রচিত হওয়ার জন্যেই ভর্তৃহরির শতকত্রয়ের নামকরণ যথাক্রমে নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতক। নীতিশতক সত্যিই নীতিমূলক। মানবজীবনের সর্ববিধ ন্যায়ধর্মই এখানে আলোচিত হয়েছে। সংসারে মানুষের ভালো-মন্দ দুটি দিক আছে। কোনটি ভালো কোনটি মন্দ তার বিবেকজ্ঞান পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের কল্যাণপ্রবণতা এবং পাপবিমুখতা সম্পন্ন হয় না। নীতিশতকে ভর্তৃহরি এই ভালো-মন্দের দিক্‌দর্শন করেছেন এবং ন্যায়ধর্মের জয়গান করেছেন। মানুষের পুরুষকার এবং সৎকর্মই তার ভাগ্যের গতি নির্ধারণ করে। নিজ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মহত্তর আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে মহতের আদর্শ অনুসরণ করে মানুষকে চলার পথে এগিয়ে যেতে হবে—নীতিশতকে ভর্তৃহরি এই পথেরই নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যাপক Tawney নীতিশকের ইংরেজী ভাষান্তর করেছেন —Hundred stanzas on Ethics and Politics. ভূমিকায় তিনি আরও বলেছেন—"Though the word Niti is usually translated policy, most of the stanzas arranged under this head are rather of an ethical and social character. They include maxims of worldly prudence and seem designed to teach knowledge of men and individuals, rather than as members of political communities."

পাঠ নিরূপণ

ভর্তৃহরির শতকাবলী অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। দেশে বিদেশে বহু ভাষায় শতকাবলীর অনুবাদ হয়েছে এবং বহু সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের কথা, কোনো সংস্করণেই শ্লোকসংখ্যা সমান নয় এবং সংখ্যার দিক দিয়ে শতকের যথাযথ মর্যাদাও রক্ষিত হয় নি। প্রতি সংস্করণের শ্লোকগুলির মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্নতাও আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্লোকগুলির ক্রমবিন্যাসও সুশৃঙ্খল চিন্তাধারার পরিচায়ক হয় নি। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে পুণা থেকে প্রকাশিত ভর্তৃহরির শতকত্রয়ের সংস্করণের মুখবন্ধে D. D. Kosambi-ও এই অসুবিধার উল্লেখ করেছেন। Kosambi-মহাশয়ের পথ অনুসরণ করে আমরাও টীকাকার রামচন্দ্র-বুধেন্দ্র-সম্মত দাক্ষিণাত্য সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করেছি। অন্যান্য সংস্করণে গৃহীত পাঠের তুলনায় এই পাঠ অনেকাংশে বিজ্ঞান-সম্মত এবং যুক্তিগ্রাহ্য। রামচন্দ্রকৃত সহৃদয়ানন্দিনী-ব্যাখ্যা নীতিশতকের শ্লোকার্থ ও তার ক্রমবিন্যাসকে অনেকাংশে স্বচ্ছতা দান করেছে। নীতিশতকের পাঠনিরূপণে এই টীকার অবদান অসামান্য।

টীকাকার রামচন্দ্র নীতিশতকের শ্লোকের শ্লোকগুলিকে দশটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এগুলি হলো—মূর্খপদ্ধতি, বিদ্বৎপদ্ধতি, মানশৌর্যপদ্ধতি, অর্থপদ্ধতি, দুর্জনপদ্ধতি, সুজনপদ্ধতি, পরোপকারপদ্ধতি, ধৈর্যপদ্ধতি, দৈবপদ্ধতি এবং কর্মপদ্ধতি। দৈব-পদ্ধতিতে এগারোটি শ্লোক আছে। অন্যান্য পদ্ধতিতে দশটি করে শ্লোক। সমগ্র গ্রন্থে মঙ্গলাচরণশ্লোকসহ মোট ১০২টি শ্লোক আছে।

ভর্তৃহরি এবং নীতিশতক সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ ও গ্রন্থকার :—

১। Mr. K. T. Telang—Bombay Sanskrit series, Vol. XI.

২। Mr. Gopinath Purohit—Satakas of Bhartrihari (Bombay, 1914).
*৩। Prof. Tawney—Two Centuries of Bhartrihari.
৪। Colebrooke's Essays—Vol. II.
৫। Mr. Suryanarayana Sastri—Lives of Sanskrit Poets.
৬। Colonel Todd—Annals and Antiquities of Rajasthan; Vol. II, Page 369, foot note.
৭। Asiatic Researches—Vol. IX.
৮। নীতিশতকম্—শ্রীকৃষ্ণমণি ত্রিপাঠী (চৌখাম্বা প্রকাশন)।
৯। সুভাষিতত্রিশতী (রামচন্দ্রবুধেন্দ্রকৃত টীকাসহ)—D. D. Kosambi Poona, 1957.
১০। শতকাবলী—শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৭৭২ শকাব্দ।
১১। নীতিশতকম্ - বেঙ্কটরাও রাইসম্ (গান্ধী-দুনিয়া-প্রকাশন, হায়দরাবাদ, ১৯৬৯)
১২। নীতিশতক + বৈরাগ্যশতক—M. R. Kale.

বিষয়বস্তু

মূর্খপদ্ধতি

জগতে তিন রকমের মানুষ দেখা যায়—বিজ্ঞ, অজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞানী পণ্ডিতম্মন্য। মূর্খ শব্দে এখানে শেষোক্তদের কথাই বলা হয়েছে। হঠকারিতাই তাদের স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের চেষ্টায় অসাধ্যসাধনও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মূর্খ লোকের মনোরঞ্জন করা অসম্ভব ব্যাপার। যিনি সৎ উপদেশের সাহায্যে মূর্খ লোককে বিপথ হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন তাঁকে পরিণামে উপহাসের পাত্র হতে হয়।

বিদ্বৎপদ্ধতি

বিদ্বান্ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বিদ্বানের যোগ্য সমাদর রাজার অবশ্যকর্তব্য। রাজা সম্পদের অধিকারী, কিন্তু সেই গুপ্ত বিদ্যাধন সর্ব অবস্থায় অবিনশ্বর, এবং অপহরণের অযোগ্য। সে-সম্পদ বিতরণ করলেও কমে না, বরং বেড়ে চলে এবং সব সময়েই অনির্বচনীয় আনন্দ দেয়। সম্পদের প্রভাবে বিদ্যাকে স্তব্ধ করা যায় না, বিদ্যাই পুরুষের যথার্থ এবং শাশ্বত ভূষণ। স্বদেশে এবং বিদেশে বিদ্যাই যথার্থ বন্ধু, গুরু এবং দেবতা। কবিত্বশক্তি যাঁর আছে রাজত্বও তাঁর কাছে তুচ্ছ। বিদ্বান্ ব্যক্তির সাহচর্যে পুরুষের অশেষ কল্যাণ হয়—চিন্তায় এবং ভাষায় স্বচ্ছতা আসে, পুণ্য হয়, সম্মান বাড়ে, চিত্তের প্রসন্নতা আসে, যশ বিস্তৃত হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করা রাজার পক্ষে বুদ্ধিহীনতা।

মানশৌর্যপদ্ধতি

যাঁদের আত্মসম্মানবোধ আছে এবং যাঁরা আত্মশক্তিতে আস্থাশীল তাঁরা কোনো অবস্থাতেই হীন কাজ করেন না। পশুরাজ সিংহ তাঁদের আদর্শ। যে-কাজের মধ্যে বীরত্ব নেই সে-কাজ তাঁরা পরিহার করেন। সামর্থ্যের অনুরূপ তাঁদের কর্ম এবং সামর্থ্যের অনুরূপ ফলই তাঁরা কামনা করেন। তুচ্ছ ফলে তাঁদের সন্তুষ্টি নেই। কুকুরের মতো যথেচ্ছ বস্তুলাভে তাঁদের তৃপ্তি হয় না, কুকুরের মতো আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনও তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। অপরের অনুগ্রহে জীবনধারণ তাঁদের কাছে অপমানজনক। সংসারে

মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু যার জন্মের ফলে বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় সে-ই সার্থকজন্মা। সূর্য এবং চন্দ্র—এই দুটি জ্যোতিষ্ককেই রাহু গ্রাস করে, অন্য কোনো গ্রহকে গ্রাস করে না। দুর্বলের উপর প্রভুত্ব মনস্বী ব্যক্তির কাম্য নয়। মান এবং শৌর্যের অধিকারী পুরুষের মহত্ত্বের কোনো অবধি নেই। ভূলোক-ধারণ সর্পরাজের মাহাত্ম্য, সেই সর্পরাজকে পৃষ্ঠে ধারণ করে কূর্মরাজ মহিমান্বিত। সেই কূর্মরাজকেও অঙ্কে ধারণ করা জলধির মহত্ত্ব।

অর্থপদ্ধতি

অর্থই সকল গুণের আধার। অর্থের অভাবে মানুষের সব গুণ নষ্ট হয়ে যায়। অর্থ যার আছে, সে নির্গুণ হলেও লোকসমাজে সর্বগুণের আকররূপে সমাদর লাভ করে। অর্থের সার্থকতা দানে এবং ভোগে। অর্থের প্রভাবে বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটে। রাজা যদি সন্তানস্নেহে প্রজাদের লালনপালন করেন তাহলে বসুন্ধরা কল্পলতার মতো নিয়ত ফলপ্রসূ হয়। রাজনীতির প্রয়োগ বড়ো বিচিত্র, সেখানে কোনো একরূপতা নেই। সুশাসন, যশ, ব্রাহ্মণপরিপালন, দান, ভোগ এবং মিত্ররক্ষণ—এই ছয় গুণের অধিকারী রাজার আশ্রয়ে বাস করা উচিত। ধনীর কাছে অর্থের লোভে দীন আচরণ করা উচিত নয়। ভাগ্যে যে অর্থ নির্দিষ্ট আছে সেই পরিমাণ অর্থের আগম সর্বত্রই হবে, তার বেশি কোথাও হবে না।

দুর্জনপদ্ধতি

দুর্জন স্বভাবতই নির্দয়, বিনা কারণে শত্রুভাবাপন্ন, পরধনলোলুপ, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত, এবং স্বজন ও পরিজনবর্গের প্রতি ঈর্ষান্বিত। দুর্জন ব্যক্তি যদি বিদ্যা অর্জন করে তবুও সে পরিহারের যোগ্য। সজ্জনের সর্ববিধ গুণকে কলঙ্কিত করাই দুর্জনের স্বভাব। রাজারা বেশির ভাগই ক্রোধপরায়ণ, তাঁদের কোনো আত্মীয় থাকে না। সেবাযত্নে তাঁদের সন্তোষবিধান করা অতীব দুঃসাধ্য। তাঁদের সাহচর্যে এসে কারো সুখ হয় না। খল ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা যত দিন যায় ততই শিথিল হয়ে আসে। সজ্জনের সঙ্গে দুর্জন ব্যক্তি অকারণেই শত্রুতা করে।

সুজনপদ্ধতি

সজ্জন সকলের নমস্য। তাঁরা সর্বদা সৎসঙ্গ কামনা করেন, তাঁরা গুণগ্রাহী এবং সংযত, গুরুজনের প্রতি তাঁরা নম্র, বিদ্যাচর্চায় তাঁদের আসক্তি, সম্পদে-বিপদে তাঁরা ধীর এবং ক্ষমাশীল, সভাস্থলে তাঁরা বাগ্মী, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা পরাক্রমশীল, কীর্তি-প্রতিষ্ঠায় তাঁরা আগ্রহশীল, দেবতার প্রতি তাঁরা ভক্তিমান। তাঁরা দানশীল এবং সত্যভাষী, হৃদয়ে তাঁদের শুদ্ধ ভাব। অহিংসা, সংযম, সত্যভাষণ, দান, পরস্ত্রীবিষয়ে উদাসীনতা, জিতেন্দ্রিয়তা, গুরুভক্তি, দয়া এবং শাস্ত্রাচার—এগুলি কল্যাণলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। মহাপুরুষের চিত্ত বিপৎকালে কঠোর এবং সম্পদের সময় কোমল। সম্পদেও তাঁদের বিনয় লুপ্ত হয় না, অন্যের আচরণের নিন্দা করা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। দোষ-গুণ সঙ্গপ্রভাবেই উৎপন্ন হয়। সংসারে সৎপুত্র, পতিব্রতা স্ত্রী এবং কল্যাণকামী বন্ধু লাভ বহু পুণ্যের ফল।

পরোপকারপদ্ধতি

পরোপকারী সজ্জন ব্যক্তিরা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও বিনয়ী। দয়া তাঁদের পরম

ধর্ম। শাস্ত্রশ্রবণ, দান এবং পরোপকার তাঁদের জীবনের ব্রত। তাঁদের পরোপকার স্বার্থগন্ধশূন্য। তাঁরা মানুষকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করেন, পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত করেন, গোপনীয় বিষয় গুপ্ত রাখেন, বিপন্নকে পরিত্যাগ করেন না এবং যথাকালে দান করেন। সজ্জনের সঙ্গে সজ্জনের বন্ধুত্ব পরস্পরের জন্যে আত্মবিসর্জনেই পর্যবসিত হয়। সমুদ্রের মতো সজ্জনের হৃদয়ের বিস্তার। অতএব পুরুষার্থ লাভের জন্যে মানুষের সজ্জনের পথই অনুসরণ করা উচিত।

ধৈর্যপদ্ধতি

মনস্বী ব্যক্তিরা অভীষ্ট বস্তুলাভের জন্যে ধৈর্য অবলম্বন করেন, লোভ বা ভয়ের বশবর্তী হয়ে কোনো সময়েই লক্ষ্যচ্যুত হন না। বার বার বিঘ্নকবলিত হয়েও তাঁরা আরব্ধ কর্ম পরিত্যাগ করেন না। কার্যসাধনের মধ্যে মনস্বী ব্যক্তি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু বিসর্জন দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনেও তৎপর। ধৈর্যগুণের অধিকারী যে-মহাপুরুষ কাম-ক্রোধ-লোভ জয় করেছেন তিন ভুবনই তাঁর বশীভূত। সদাচার সর্বগুণের আকর, সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার।

দৈবপদ্ধতি

দৈবই মানুষের যথার্থ রক্ষক। পুরুষকারের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর। অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়। দৈবই মানুষের উন্নতি এবং অবনতির মূল। দৈব যার প্রতিকূল তার দুর্দশার কোনো প্রতীকার নেই। সূর্য ও চন্দ্রের রাহুগ্রাস, হাতি ও সাপের বন্ধনদশা এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তির দারিদ্র্য প্রতিকূল দৈবের প্রভাব ভিন্ন আর কী হতে পারে? দৈব যার জন্যে যা নির্দিষ্ট করেছেন তার ব্যতিক্রম হবার নয়। চাতক মেঘের কাছাকাছি থাকলেও তার মুখে সামান্য কয়েক ফোঁটা জলই পড়ে।

কর্মপদ্ধতি

কর্মই বলবান। দেবতারা বিধির বশীভূত। বিধি বশীভূত কর্মের। কর্ম অনুসারে ফল বিধিকে দিতেই হয়। সুতরাং কর্মের স্থান সবার উপরে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতা এবং সূর্য প্রভৃতি মহাজ্যোতিষ্ক আপন আপন কর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বিষয়ের আরাধনা দুঃখ দেয়। সৎকর্মই পরম আরাধ্য এবং হিতকর।

নীতিশতক এবং ভর্তৃহরি

ভর্তৃহরির বড়ো পরিচয় তিনি বৈয়াকরণ এবং দার্শনিক। কিন্তু কবি-হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। লোকশিক্ষার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নীতিশতক রচনা করেছেন। বাস্তব সংসারের মধ্যে যে-সত্যকে সত্যদ্রষ্টা ঋষি অনুভব করেছেন মানব-কল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যে সেই আত্মভাবনাকে তিনি কাব্যের আকারে লোকসমক্ষে প্রকাশ করেছেন। মানুষকে ন্যায়ের পথ, সত্যের পথ, ধর্মের পথ দেখানোর জন্যে তাঁর চিত্ত ব্যাকুলিত। উপদেশের কোনো কার্যকারিতা নেই জেনেও তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন নি। 'চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি কাব্যাদেব'—এই নীতি অনুসরণ করে কাব্যমুখেই তাঁর সত্যানুসন্ধানের ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই ভর্তৃহরির নীতিশতক শুধু নীতিকথার শুষ্কতায় পর্যবসিত হয় নি, তা ব্যঞ্জনাময় কাব্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

নীতিশতকের ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল এবং সাবলীল। অর্থপ্রকাশের স্বচ্ছন্দতায় ভাষাগত কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি। মাধুর্য এবং প্রসাদগুণ ভর্তৃহরির নীতিশতকের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; মাধুর্য শুধু শব্দে নয়, মাধুর্য আছে অর্থেও। ছন্দ এবং অলংকারপ্রয়োগেও ভর্তৃহরির নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। নীতিশতকের মধ্যে দ্রুতবিলম্বিত, উপজাতি, বসন্ততিলক, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, হরিণী, শার্দূল-বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছন্দ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে সমস্ত অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে উপমা, রূপক, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, ব্যতিরেক, দৃষ্টান্ত, দীপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতিই প্রধান। শব্দের লালিত্য এবং অর্থের ব্যঞ্জনায় ভর্তৃহরির নীতিশতক কাব্যরসিকের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় হয়ে আছে।

নীতিশতকের স্বল্প পরিসরেও ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, সমাজবিদ্যা, লোকব্যবহার, সদাচার, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা ভর্তৃহরির প্রতিভাব বিভিন্নমুখিতা প্রমাণ করে। ভর্তৃহরির চিত্ত মানুষের কল্যাণচিন্তায় নিবেদিত, প্রতিভা বিশ্বমুখী, কাব্যশৈলী উৎকৃষ্ট বৈদর্ভী রীতির অনুগামী, ভাষা লোকসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং তাঁর কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় মানবকল্যাণের চিরন্তন প্রদীপশিখা। নীতিশতক একাধারে কাব্য, জীবনদর্শন, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি এবং মানুষের নির্বাণতন্ত্র। ভর্তৃহরি এখানে মানুষের বন্ধু, পুরোহিত, আচার্য শিক্ষক এবং ক্রান্তদর্শী কবি।

পরবর্তীকালে রচিত গীতিকাব্য, শতককাব্য এবং স্তোত্রকাব্যগুলি ভর্তৃহরির নীতি-শতকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

সুখময় চরণ গোস্বামী

নীতিশতক

দিক্, কাল প্রভৃতির গণ্ডীতে যাঁকে সীমিত করা যায় না, যাঁর অন্ত নেই, জ্ঞানময়ী যাঁর প্রতিমা এবং আপন অনুভবই যাঁকে জানার একমাত্র উপায় সেই জ্যোতির্ব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

(মূর্খপদ্ধতি)

যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁরা অসূয়াগ্রস্ত, যাঁদের প্রভুত্ব আছে তাঁরা গর্বভরে উদ্ধত, আর অন্যেরা, যাদের জ্ঞান নেই, তারা জড়বুদ্ধি। নীতিকথা অন্তরেই মিলিয়ে যায় ॥ ২ ॥

যে মূর্খ তাকে সহজেই প্রসন্ন করা যায়, যিনি বিজ্ঞ তাঁকে আরও সহজে প্রসন্ন করা যায়, কিন্তু কণামাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের জন্যে যিনি পণ্ডিতম্মন্য সেই মানুষকে ব্রহ্মাণ্ড সন্তুষ্ট করতে পারে না ॥ ৩ ॥

মকরের মুখের যে-দাঁত তার মাঝখান থেকেও জোর করে মণি সংগ্রহ করা যেতে পারে, চঞ্চল তরঙ্গমালায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রও সাঁতার দিয়ে পার হওয়া যেতে পারে, ক্রুদ্ধ সাপকেও পুষ্পস্তবকের মতো মাথায় ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু দুরাগ্রহ-কবলিত মূর্খলোকের চিত্তকে প্রসন্ন করা সম্ভব নয় ॥ ৪ ॥

যত্নের সঙ্গে পেষণ করলে বালির মধ্যে তেল পাওয়া যেতে পারে, তৃষ্ণার্ত মানুষ মরীচিকাতে জল পান করতে পারেন, ভ্রমণকারী কোনো এক সময় খরগোশের শৃঙ্গও সংগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু দুরাগ্রহকবলিত মূর্খলোকের চিত্তকে প্রসন্ন করা সম্ভব নয় ॥ ৫ ॥

অমৃতবর্ষী নীতিকথার মাধ্যমে যিনি দুর্জনকে সৎপথে আনার সংকল্প করেন, তিনি কোমল মৃণালদণ্ডের তন্তু দিয়ে দুষ্ট হাতিকে বাঁধার চেষ্টা করেন, শিরীষফুলের অগ্রভাগ দিয়ে হীরক-বিদারণে আত্মনিয়োগ করেন, বিন্দু বিন্দু মধু দিয়ে লবণসমুদ্রের মধুরতা উৎপাদনের চেষ্টা করেন ॥ ৬ ॥

বিধাতার দেওয়া মৌনীভাব মূর্খলোকের নিজ আয়ত্তে, তাদের অজ্ঞতার আবরণ এবং অত্যন্ত হিতকারী, বিশেষতঃ যে-সভায় সকলেই বিদ্বান্ সেখানে তো বিশিষ্ট ভূষণ ॥ ৭ ॥

যখন আমার জ্ঞান ছিল অল্প, তখন আমি মদমত্ত হাতির মতো গর্তে ছিলাম, অন্ধ সবজান্তার অভিমানে আমার মন ছিল উদ্ধত। যখন বিদ্বান্ লোকের কাছ থেকে কিছু কিছু শিখে নিলাম, তখন বুঝলাম আমি মূর্খ। জ্বর ছাড়ার মতো বিলীন হয়ে গেল আমার দর্প ॥ ৭ ॥

কৃমিকীটে পরিপূর্ণ, লালার রসে আর্দ্র, দুর্গন্ধযুক্ত, মাংসহীন এবং ঘৃণ্যতায় যার কোনো জুড়ি নেই—এমন যে গর্দভ বা মানুষের হাড়, সেই হাড় কুকুর যখন প্রীতিভরে খায় তখন সে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পাশে দেখে লজ্জা পায় না। ক্ষুদ্র জন্তু যা গ্রহণ করে তার তুচ্ছতার কথা মনে আনে না ॥ ৯ ॥

এই গঙ্গা স্বর্গ হতে শিবের মাথায়, শিবের মাথা হতে হিমালয়ে, উত্তুঙ্গ হিমালয় হতে পৃথিবীতে, পৃথিবী থেকে সমুদ্রে—ধীরে ধীরে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্থানে আশ্রয় নেয়। সত্যিই, বিবেকশূন্য ব্যক্তিদের শতপ্রকারে অবনতি হয় ॥ ১০ ॥

আগুনকে জল দিয়ে প্রশমিত করা যায়, ছাতা দিয়ে সূর্যের তেজ রুদ্ধ করা যায়,

তীক্ষ্ণ অংকুশের সাহায্যে মদমত্ত গজরাজকে বশে আনা যায়, লাঠি দিয়ে বৃষ এবং গর্দভকে ঠাণ্ডা রাখা যায়, ঔষধ সেবনের দ্বারা ব্যাধির উপশম করা যায়, বিবিধ মন্ত্রের প্রয়োগে বিষকে নিবারণ করা যায়। শাস্ত্রে সব কিছুরই ঔষধ আছে, নেই কেবল মূর্খের ॥ ১১ ॥

(বিদ্বৎপদ্ধতি)

শাস্ত্রবাক্যে সমৃদ্ধ শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগে বাক্য যাঁদের সুন্দর, শিক্ষা যাঁদের শিষ্যকুলে বিতরণের যোগ্য, যাঁরা খ্যাতিমান্ সেই কবিকুল যে-রাজার রাজত্বে ধনহীন অবস্থায় বাস করেন সেই রাজা অবশ্যই জড়বুদ্ধি। কবিরা অর্থ ছাড়াও প্রভুত্বের অধিকারী। মণির মূল্য যাঁরা হ্রাস করেন নিন্দার পাত্র সেই অযোগ্য পরীক্ষকেরাই ॥ ১২ ॥

হে রাজবৃন্দ! যে-বস্তু চোরের নজরে আসে না, সব সময়েই যা কোনো এক অনির্বচনীয় আনন্দ দেয়, অর্থীদের মধ্যে দিবারাত্র বিতরণ করলেও যা কেবল বেড়েই চলে এবং প্রলয়কালেও যা নষ্ট হয়না সেই বিদ্যা-নামে গুপ্তধন যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে আত্মাভিমান পরিহার করে চলুন। কার সাধ্য তাঁদের কাছে স্পর্ধা দেখায়? ॥ ১৩ ॥

যাঁরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন সেই পণ্ডিতদের অবমাননা করবেন না। তৃণের মতো অসার সম্পদ তাঁদের রুদ্ধ করতে পারে না। সদ্যোজাত মদজলের রেখায় কৃষ্ণবর্ণ যাদের গণ্ডস্থল সেই গজকুলের কাছে মৃণালের তন্তু বন্ধনের উপযোগী নয় ॥ ১৪ ॥

ক্রুদ্ধ বিধাতা হংসের পদ্মবনে বিচরণের আনন্দই কেবলমাত্র নিঃশেষে বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু দুধ ও জলের পার্থক্য নিরূপণে তার যে-নৈপুণ্যের খ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা তিনি নষ্ট করতে পারেন না ॥ ১৫ ॥

কেয়ূর বল, চাঁদের মতো উজ্জ্বল হার বল, স্নান বল, চন্দন বল, ফুল বল, চুলের প্রসাধন বল, কোনো কিছুই পুরুষকে ভূষিত করে না; পরিশুদ্ধ যে-বাণী পুরুষ ধারণ করে একমাত্র তা-ই পুরুষকে ভূষিত করে। আভরণসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়, বাঙ্ময় যে-আভরণ তা চিরকালই আভরণ হয়ে থাকে ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাই মানুষের উত্তম আকৃতি, বিদ্যাই মানুষের একান্তে রক্ষিত সম্পত্তি, বিদ্যাই ভোগের সাধন, যশ এবং আনন্দের নিদান। বিদ্যা গুরুজনেরও গুরুস্থানীয়। প্রবাসে বিদ্যাই বন্ধু, বিদ্যাই অভীষ্ট দেবতা। রাজসভায় বিদ্যারই সমাদর সম্পত্তির নয়। যার বিদ্যা নেই সে পশু ॥ ১৭ ॥

মানুষের যদি ক্ষমাগুণ থাকে তবে কবচের কী প্রয়োজন? যদি ক্রোধ থাকে তবে শত্রুকুলে কী প্রয়োজন? যদি জ্ঞাতি থাকে তবে আগুনে কী প্রয়োজন? যদি বন্ধু থাকে তবে ওষধিতে কী প্রয়োজন? যদি দুর্জন থাকে তবে আর সাপের কী প্রয়োজন? পরিশুদ্ধ বিদ্যা যদি থাকে তবে আর ধনের কী প্রয়োজন? যদি লজ্জা থাকে তবে আর অলংকারের কী প্রয়োজন? উত্তম কবিত্বশক্তি যদি থাকে তবে আর রাজত্বের কী প্রয়োজন? ॥ ১৮ ॥

আত্মীয়জনের প্রতি দাক্ষিণ্য, পরিজনবর্গের প্রতি দয়া, দুষ্টজনের প্রতি সর্বদা শঠতা, সজ্জনের প্রতি ভালোবাসা, রাজার প্রতি ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্বানের প্রতি সরলতা, শত্রুর প্রতি শৌর্য, গুরুজনের প্রতি সহনশীলতা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি বাচালতা দেখানো উচিত। এবং যেসব পুরুষ কলাবিদ্যায় এই রকম নিপুণ, তাদের উপরেই নির্ভর করে সংসারের স্থিতি ॥ ১৯ ॥

সজ্জনের সমাগম পুরুষের কী না করে বলো। বুদ্ধির জড়তা নষ্ট করে, কথায় সত্যতা আনে, সম্মান বৃদ্ধি করে, পাপ দূর করে, চিত্তের প্রসন্নতা আনে, দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় যশ ॥ ২০ ॥

পুণ্যবান্ এবং রসিকপ্রবর সেই সব শ্রেষ্ঠ কবিকুলের জয় জয়কার। তাঁদের কীর্তি-কলেবরে জরা এবং মরণের কোনো ভয় নেই ॥ ২১ ॥

(মানশৌর্যপদ্ধতি)

আত্মাভিমানে যারা মহান্ সিংহ তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তার স্থির লক্ষ্য হল মদমত্ত শ্রেষ্ঠ হাতির ছিন্নভিন্ন মস্তকের মাংসভোজন। ক্ষুধায় পীড়িত হলেও, বার্ধক্যবশতঃ দুর্বল হলেও, প্রাণশক্তি ক্ষীণ হলেও, কষ্টদায়ক অবস্থায় পতিত হলেও, তেজ দূরীভূত হলেও এবং প্রাণ বিনষ্ট হলেও সে কি শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করে? ॥ ২২ ॥

সামান্য নাড়ি ও মেদ অবশিষ্ট থাকায় মলিন এবং মাংসহীন গোরুর হাড় পেয়েই কুকুর সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু সেটা তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে না। সিংহ কোলের কাছে উপস্থিত শৃগালকেও ছেড়ে দেয়, হত্যা করে হাতিকে। সংকটের সময়েও সকল মানুষ সামর্থ্যের অনুরূপ ফলই আশা করে ॥ ২৩ ॥

যে খাবার দেয়, কুকুর তার সামনে লেজ নাড়ায়, পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে মুখ এবং পেট দেখায়। কিন্তু ভালো হাতি গম্ভীরভাবে নিরীক্ষণ করে এবং অনেক অনুনয়ের পর খাবার গ্রহণ করে ॥ ২৪ ॥

পরিবর্তনশীল সংসারে জন্মেছে এমন কে না মারা যায়! যার কাজের ফলে বংশের উন্নতি ঘটে সেই সার্থকজন্মা ॥ ২৫ ॥

কুসুমের স্তবকের মতো মনস্বী ব্যক্তির দুই প্রকার স্থিতি। হয় সকল মানুষের শীর্ষভাগে অবস্থান করেন, নয়তো বনের মাঝে শীর্ণদশা লাভ করেন ॥ ২৬ ॥

দেখো ভাই! বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও পাঁচ ছয়টি শ্রেষ্ঠ গ্রহ আছে। তাদের সঙ্গে এই রাহু শত্রুতা করে না। তেজস্বিতায় যাঁরা বিশিষ্ট তাঁদের প্রতি পরাক্রম দেখানোই তার অভিলাষ। আকৃতি বলতে তার মাথাটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেই দৈত্যরাজ রাহু দুটি ভাস্বর গ্রহ সূর্য এবং চন্দ্রকেই অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গ্রাস করে ॥ ২৭ ॥

সর্পরাজ ফণার ফলকে অবস্থিত লোকচক্র বহন করেন, এবং কূর্মরাজ সর্বদা পৃষ্ঠের মধ্যভাগে ধারণ করেন সর্পরাজকে। সেই কূর্মরাজকেও অবলীলায় অঙ্কে ধারণ করেন জলধি। কী আশ্চর্য! মহাপুরুষদের চরিত্রের ঐশ্বর্যের অন্ত নেই ॥ ২৮ ॥

উদ্ধত দেবরাজের নিক্ষিপ্ত বজ্রের প্রহারে উদ্‌গত অজস্র অগ্নিশিখার ভয়ংকরতায় হিমালয়পুত্রের পক্ষচ্ছেদন হওয়াও ভালো ছিল। কষ্টের কথা। পিতা যখন দুঃখে বিহ্বল তখন সমুদ্রের জলে তার এই আশ্রয় গ্রহণ উচিত হয় নি ॥ ২৯ ॥

অচেতন সূর্যকান্তমনিও যখন সূর্যের কিরণের স্পর্শে জ্বলে ওঠে তখন তেজস্বী পুরুষ শত্রুকৃত নিগ্রহ কেমন করে সহ্য করে? ॥ ৩০ ॥

সিংহ শিশু হলেও ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতির উপর, যে-হাতির গণ্ডস্থল মদজলে মলিন। তেজস্বীদের এটাই স্বভাব। পরাক্রমের হেতু নয় ॥ ৩১ ॥

(অর্থপদ্ধতি)

জাতি রসাতলে যাক, গুণাবলী তারও অতলে নির্বাসিত হোক, সদাচার পর্বতশিখর

হতে লুটিয়ে পড়ুক, কুল আগুনে দগ্ধ হোক, পরাক্রম শত্রু, তার ওপর সত্বর বজ্রপাত হোক। আমাদের শুধুমাত্র অর্থাগম হোক। এক অর্থের অভাবেই এই সব গুণ তৃণের মতো হয়ে পড়ে ॥ ৩২ ॥

অর্থ যার আছে সে মানুষ কুলীন, সে পণ্ডিত, সে শাস্ত্রজ্ঞ, সে গুণগ্রাহী, সে-ই বক্তা এবং সে-ই দর্শনের যোগ্য। সকল গুণ অর্থকেই আশ্রয় করে ॥ ৩৩ ॥

রাজা নষ্ট হয় দুষ্ট মন্ত্রণায়, যোগী নষ্ট হয় জনসমাগমে, পুত্র নষ্ট হয় অতিস্নেহে, ব্রাহ্মণ নষ্ট হয় অধ্যয়নের অভাবে, বংশ নষ্ট হয় কুপুত্রের জন্যে, সদাচার নষ্ট হয় দুষ্ট লোকের সহবাসে, লজ্জা নষ্ট হয় মদ্যপানে, কৃষি নষ্ট হয় দেখাশোনার অভাবে, স্নেহসম্পর্ক নষ্ট হয় বিদেশবাসে, বন্ধুত্ব নষ্ট হয় অনুরাগের অভাবে, সমৃদ্ধি নষ্ট হয় নীতির অভাবে, সম্পত্তি নষ্ট হয় ত্যাগ এবং অনবধানতায় ॥ ৩৪ ॥

অর্থের গতি তিন প্রকার—দান, ভোগ এবং বিনাশ। যে দান করে না এবং ভোগ করে না তার (অর্থের) তৃতীয় প্রকার গতি লাভ হয় ॥ ৩৫ ॥

পাথরে-ঘষা মণি, শস্ত্রাঘাতে বিক্ষত যুদ্ধবীর, মদস্রাবী গজরাজ, শরৎকালীন শুষ্কতট নদীগুলি, কলামাত্র অবশিষ্ট আছে এমন চাঁদ, সুরতবিহ্বল নবযৌবনা স্ত্রী এবং প্রার্থি-জনের মধ্যে যাদের অর্থ ব্যয়িত হয়েছে এমন পুরুষেরা—এরা সকলেই ক্ষীণ অবস্থায় শোভা পায় ॥ ৩৬ ॥

কোনো এক দরিদ্র এক মুষ্টি যব আকাঙ্ক্ষা করে, পরে সেই লোক সম্পন্ন অবস্থায় পৃথিবীকে তৃণের মতো গণনা করে। অতএব বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনিশ্চিত। ধন-স্বামীর অবস্থা বস্তুকে মূল্যবান্ এবং মূল্যহীন প্রতিপন্ন করে ॥ ৩৭ ॥

হে রাজা! পৃথিবীকে যদি গাভীর মতো দোহন করতে চান তাহলে এই রাজ্যকে এখন সন্তানের মতো পালন করুন। রাজ্য যদি সর্বক্ষণ যথাযথ পরিপালিত হয় তাহলে বসুন্ধরা কল্পলতার মতো বিবিধ ফল নিষ্পাদন করে ॥ ৩৮ ॥

বারবনিতার মতো রাজনীতির অনেক রূপ—কখনও সে সত্য, কখনও মিথ্যা, কখনও সে কঠোরভাষী কখনও প্রিয়ভাষী, কখনও সে হিংস্র, কখনও দয়ালু, কখনও সে ধনলোভী কখনও বদান্য, কখনও সে নিত্যব্যয়ী, কখনও প্রতিনিয়ত তার প্রভূত ধনাগম ॥ ৩৯ ॥

হে রাজা! যাদের মধ্যে শাসন, যশ, ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন, দান, ভোগ এবং মিত্র-রক্ষণ—এই ছয়টি গুণ প্রকাশিত হয় নি তাদের আশ্রয়গ্রহণে কী লাভ? ॥ ৪০ ॥

বিধাতা আপন ললাটে কম বা বেশি যে-অর্থ লিখেছেন সেই-অর্থ মরুস্থলেও নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি অর্থ সুমেরু (স্বর্ণময়) পর্বতেও মেলে না। অতএব ধৈর্য ধরো। ধনী পুরুষের কাছে দীন আচরণ কোরো না। দেখো, কূপেই হোক অথবা সমুদ্রেই হোক ঘট একই পরিমাণ জল ধারণ করে ॥ ৪১ ॥

(দুর্জনপদ্ধতি)

নির্দয়তা, অকারণ শত্রুতা, পরধন এবং পরস্ত্রীর প্রতি অভিলাষ, সজ্জন এবং পরিজনবর্গের প্রতি ঈর্ষা—দুষ্টলোকের এগুলি স্বভাবসিদ্ধ ॥ ৪২ ॥

বিদ্যায় অলংকৃত হলেও দুর্জন পরিহারেরই যোগ্য। মণির দ্বারা ভূষিত সর্প কি ভয়ংকর নয়? ॥ ৪৩ ॥

যিনি লাজুক তাঁর মধ্যে জড়তা, যিনি শাস্ত্রাচারনিষ্ঠ তাঁর মধ্যে দম্ভ, যিনি পবিত্র

তাঁর মধ্যে কপটতা, যিনি বীর তাঁর মধ্যে নির্দয়তা, যিনি মননশীল তাঁর মধ্যে বুদ্ধিহীনতা, যিনি মধুরভাষী তাঁর মধ্যে দীনতা, যিনি তেজস্বী তাঁর মধ্যে অভিমান, যিনি বক্তা তাঁর মধ্যে মুখরতা এবং যিনি স্থির তাঁর মধ্যে শক্তিহীনতা গণ্য করা হয়। সুতরাং গুণীদের এমন কোন্ গুণ আছে যা দুর্জনেরা দূষিত না করে? ॥ ৪৪ ॥

লোভ যদি থাকে তবে আর দোষের কী প্রয়োজন? হিংসা যদি থাকে তবে আর পাপের কী প্রয়োজন? যদি সত্য থাকে তবে আর তপস্যায় কী কাজ? মন যদি পবিত্র থাকে তবে আর তীর্থে কী প্রয়োজন? সৌজন্য যদি থাকে তবে আর গুণের কী প্রয়োজন? যশ যদি থাকে তবে আর অলংকরণে কী প্রয়োজন? উত্তম বিদ্যা যদি থাকে তবে আর সম্পদে কী প্রয়োজন? অপযশ যদি থাকে তবে আর মৃত্যুর কী প্রয়োজন? ॥ ৪৫ ॥

দিবসের ধূসর চাঁদ, যৌবনশূন্য কামিনী, পদ্মশূন্য সরোবর, সুদর্শন পুরুষের বিদ্যাশূন্য বদন, বিত্তলোভী রাজা, সর্বদা দুর্দশাগ্রস্ত সজ্জন, রাজগৃহে অবস্থিত দুর্জন —এই সাতটি আমার মনের যন্ত্রণা ॥ ৪৬ ॥

রাজাদের ক্রোধ দুর্দান্ত, তাদের কোনো আত্মীয় নেই। যজ্ঞকারী হোতাও যদি অগ্নি স্পর্শ করে তবে দগ্ধ হয় ॥ ৪৭ ॥

যদি কথা না বলে তবে তাকে মূক বলা হয়, যদি বেশি কথা বলে তবে তাকে উন্মাদ বা বাচাল বলা হয়, যদি পাশে থাকে তবে তাকে নির্লজ্জ বলা হয়, যদি দূরে থাকে তবে তাকেও নির্বুদ্ধি বলা হয়, যদি ক্ষমা করে তবে তাকে ভীরু এবং যদি ক্ষমা না করে তবে তাকে বেশির ভাগ সময়েই নীচবংশের সন্তান বলা হয়। সেবাধর্ম খুবই দুরূহ, যোগীদেরও বোধগম্য নয় ॥ ৪৮ ॥

সমস্ত দুষ্টলোকের প্রশ্রয়দানকারী স্বেচ্ছাচারী যে-ব্যক্তি নিজের আচরিত নীচকর্মের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বিস্মৃত এবং দৈববশতঃ সম্পদের অধিকারী সেই গুণদ্বেষী নীচ ব্যক্তির রাজত্বে এসে কোন্ মানুষ সুখে থাকে? ॥ ৪৯ ॥

দিনের পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধে সূর্যের ছায়ার মতো খল এবং সজ্জনের মিত্রতা। খলের মিত্রতা প্রথম অবস্থায় বেশি থাকে, ক্রমশঃ কমে যায়। সজ্জনের মিত্রতা প্রথম অবস্থায় কম, পরের দিকে বেশি ॥ ৫০ ॥

জগতে যথাক্রমে তৃণ, জল এবং মনস্তুষ্টি যাদের জীবনের আধার সেই হরিণ, মাছ এবং সজ্জনের অকারণ শত্রু হল ব্যাধ, ধীবর এবং দুর্জন ॥ ৫১ ॥

(সুজনপদ্ধতি)

সাধুসঙ্গের ইচ্ছা, পরের গুণে আনন্দ, গুরুজনের প্রতি নম্রতা, বিদ্যায় আসক্তি, আপন ভার্যায় ভালোবাসা, লোকের অপবাদে ভয়, শূলপাণির প্রতি ভক্তি, আত্মসংযমে শক্তি, দুর্জনের সংসর্গত্যাগ—এই নির্মল গুণগুলি যাদের মধ্যে বাস করে সেই লোকেদের নমস্কার ॥ ৫২ ॥

বিপদে ধৈর্য, সম্পদে ক্ষমা, সভায় বাগ্মিতা, যুদ্ধে পরাক্রম, যশোলাভে আগ্রহ, বেদপাঠে আসক্তি—এইগুলি মহাপুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ ॥ ৫৩ ॥

হস্তে প্রশংসনীয় দান, মস্তকে গুরুচরণের স্নেহ, মুখে সত্য বাক্য, ভুজদ্বয়ে অতুল জয়শীল শৌর্য, হৃদয়ে শুদ্ধভাব, শ্রবণে শাস্ত্রজ্ঞান—যাঁরা স্বভাবতই মহান্, এগুলি তাঁদের ঐশ্বর্য ছাড়াই অলংকার ॥ ৫৪ ॥

প্রাণসংহারে বিরতি, পরের সম্পত্তিহরণে সংযম, সত্যভাষণ, যথাকালে সামর্থ্য অনুসারে দান, পরস্ত্রীবিষয়ক আলোচনায় মৌনভাব, কামনাপ্রবাহের অবরোধ, গুরুজনের প্রতি নম্রতা, সর্বজীবে দয়া, সকল শাস্ত্রীয় বিধির অলঙ্ঘন—এই হল কল্যাণলাভের সাধারণ উপায় ॥ ৫৫ ॥

মহাপুরুষদের চিত্ত সম্পদে পদ্মের মতো কোমল হয়ে পড়ে। বিপদে বিশাল পর্বতের শিলাপুঞ্জের মতো কর্কশ হয়ে যায় ॥ ৫৬ ॥

প্রীতিকর এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা উচিত, প্রাণ বিনষ্ট হলেও নিন্দিত কর্ম সহজে করা উচিত নয়, দুর্জনের কাছে প্রার্থনা করা উচিত নয়, মিত্র হলেও ধনহীনের কাছে কিছু চাওয়া উচিত নয়, বিপদেও মর্যাদায় অধিষ্ঠান করা উচিত এবং মহাপুরুষের পথ অনুসরণ করা উচিত। খড়্গের ধারার মতো দুশ্চর এই ব্রত সজ্জনদের কে উপদেশ দিয়েছেন ? ॥ ৫৭ ॥

দানের গোপনীয়তা রক্ষা, গৃহে সমাগত অতিথির প্রতি সমাদর প্রদর্শন, নিজকৃত উপকার অপ্রকাশিত রাখা, অন্যের উপকার সর্বজনসমক্ষে প্রকাশিত করা, সম্পদে বিনীত ব্যবহার করা, অপরের আচরণের নিন্দা না করা,—খড়্গধারার মতো দুশ্চর এই ব্রত সজ্জনদের কে উপদেশ দিয়েছেন ? ॥ ৫৮ ॥

গরম লোহার উপর যে জলবিন্দু পড়ে তার নামও শোনা যায় না, পদ্মের পাতার উপর সেই জলই মুক্তার আকারে শোভা পায়, স্বাতী নক্ষত্রযোগে সাগরের শুক্তির মধ্যে পতিত সেই জল মুক্তায় পরিণত হয়। অধম, মধ্যম ও উত্তমের গুণ সঙ্গগুণেই বেশিরভাগ সময়ে উৎপন্ন হয় ॥ ৫৯ ॥

যে সৎ আচরণের দ্বারা পিতাকে সন্তুষ্ট করে সে-ই পুত্র, যে পতির কল্যাণ কামনা করে সে-ই পত্নী, সুখে ও দুঃখে যে সমান আচরণ করে সে-ই বন্ধু। জগতে পুণ্যবান্ লোকেরাই এই তিনটি লাভ করেন ॥ ৬০ ॥

যাঁরা সৎ তাঁরা নম্রতার দ্বারা উন্নতি সাধন করেন, পরের গুণ বর্ণনার দ্বারা নিজের গুণ প্রকাশিত করেন, পরের জন্য অনুষ্ঠিত বিশাল এবং মহান্ কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা অভীষ্ট সম্পাদন করেন, ক্ষমা প্রদর্শনের দ্বারা পরনিন্দার রুক্ষ ভাষণে মুখর দুর্জনের দোষ উদ্ঘাটিত করেন। অদ্ভুত তাঁদের স্বভাব। জগতে তাঁরা সম্মানীয়। কার কাছে তাঁরা পূজা পাওয়ার যোগ্য নন ? ॥ ৬১ ॥

(পরোপকারপদ্ধতি)

ফলের উদ্গমে গাছগুলি নত হয়, নূতন জলের ভারে মেঘেরা বহুদূরে বিলম্বিত হয়। সজ্জন ব্যক্তিরা ঐশ্বর্যে উদ্ধত হন না। পরের উপকার যাঁরা করেন তাঁদের স্বভাব এমনই ॥ ৬২ ॥

যাঁরা দয়াপরবশ তাঁদের কানের শোভা শাস্ত্রশ্রবণ, কুণ্ডলধারণ নয় ; হাতের শোভা দানকর্ম, কঙ্কণধারণ নয় ; শরীরের শোভা পরোপকার, চন্দন নয় ॥ ৬৩ ॥

বিনা প্রার্থনায় সূর্য পদ্মবন বিকশিত করে, চন্দ্র কুমুদগুচ্ছ প্রকাশিত করে, মেঘও জলদান করে। যাঁরা সজ্জন তাঁরা স্বভাবতঃই পরের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হন ॥ ৬৪ ॥

স্বার্থ পরিত্যাগ করে যাঁরা পরের প্রয়োজন সাধন করেন তাঁরা সজ্জন, স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে যাঁরা পরের প্রয়োজনসাধনে সচেষ্ট হন তাঁরা সাধারণ মানুষ, স্বার্থের জন্যে পরের কল্যাণ যাঁরা বিঘ্নিত করেন তাঁরা মনুষ্যরূপী রাক্ষস। কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছাড়াই যারা পরের কল্যাণ বিঘ্নিত করে তারা কোন্ পর্যায়ভুক্ত জানি না ॥ ৬৫ ॥

পণ্ডিতেরা সৎ বন্ধুর এইরকম লক্ষণ বলেন—তিনি পাপ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করেন, হিতকর কর্মে সংযুক্ত করেন, গোপনীয় বিষয় প্রকাশিত করেন না, গুণের বিকাশ সাধন করেন, বিপন্নকে পরিত্যাগ করেন না এবং যথাকালে দান করেন ॥ ৬৬ ॥

দুধ তার সঙ্গে মিশ্রিত জলকে প্রথমে তার সমস্ত গুণ দান করে, দুধের উত্তাপ-জ্বালা লক্ষ্য করে জল নিজেকেও আগুনে নিক্ষিপ্ত করে। বন্ধুর বিপদ দেখে সেই দুধ আগুনে পতিত হওয়ার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। সেই জল তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তাকে প্রশমিত করে। সজ্জনের বন্ধুত্ব এইরকমই হয় ॥ ৬৮ ॥

আশ্চর্য ! সমুদ্রের শরীর কী বিরাট ! কী তার বল এবং ভারবহনে কী তার সামর্থ্য ! এক জায়গায় নিদ্রিত বিষ্ণু, এক জায়গায় তাঁর শত্রুকুল (দৈত্য), একজায়গায় শরণাগত পর্বতকুল, এক জায়গায় আছে বড়বানল, সঙ্গে আছে সমস্ত অগ্নি ও মেঘ ॥ ৬৮ ॥

সার্থক জন্ম সেই অদ্বিতীয় কূর্ম-অবতারের—বিশাল ভুবনের ভার বহনের জন্যে তিনি পৃষ্ঠদেশ দান করেছেন। প্রশংসার যোগ্য ধ্রুবের জন্ম—জ্যোতির্মণ্ডল তাঁর চারিদিকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে ঘুরছে। অন্যেরা যারা পরোপকারে অসমর্থ তারা জন্তু। তারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ উদুম্বর-বৃক্ষের উপরেও ওঠে না, নিচেও নামে না, অভ্যন্তরেই মশার মতো জন্ম নেয় এবং মারা যায় ॥ ৬৯ ॥

তৃষ্ণা বর্জন করো, ক্ষমার আরাধনা করো, দর্প পরিহার করো, পাপকর্মে অনুরক্ত হয়ো না, সত্য বলো, সজ্জনের মার্গ অনুসরণ করো, বিজ্ঞজনের সেবা করো, মান্যব্যক্তির পূজা করো, শত্রুকেও প্রসন্ন করো, বিনয় প্রকাশিত করো, কীর্তি রক্ষা করো, দুঃখার্তকে দয়া দেখাও। এগুলি সজ্জনের আচরণ ॥ ৭০ ॥

যাঁদের মন, বাক্য এবং শরীর অমৃতময় পুণ্যধারায় পরিপূর্ণ, অজস্র উপকারে যাঁরা তিন ভুবনের প্রীতি উৎপাদন করেন, পরমাণুপরিমাণ পরকীয় গুণকে যাঁরা সবসময়েই পর্বতপ্রমাণ মনে করে আপন হৃদয়ে প্রসন্নতা লাভ করেন—এরকম সজ্জন অল্পমাত্রই আছেন ॥ ৭১ ॥

(ধৈর্যপদ্ধতি)

দেবতারা মহামূল্য রত্নেও সন্তুষ্ট হন নি, ভয়ঙ্কর বিষেও ভয় পান নি, অমৃত না পাওয়া অবধি তাঁরা ক্ষান্তিলাভ করেন নি। মনস্বী ব্যক্তিরা স্থিরীকৃত বিষয় হতে বিরত হন না ॥ ৭২ ॥

যারা অধম তারা বাধার ভয়ে কাজ আরম্ভই করে না, যারা মধ্যম তারা কাজ আরম্ভ করে বিঘ্নপীড়িত হয়ে তার থেকে নিবৃত্ত হয়, আর যাঁরা উত্তম তাঁরা পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন-জালে প্রতিহত হয়েও আরব্ধ কর্ম পরিত্যাগ করে না ॥ ৭৩ ॥

মনস্বী ব্যক্তি কার্যসাধনের প্রয়োজনে কখনও ভূমিতে শয়ন করেন, কখনও পালঙ্কে ; কখনও শাক আহার করেন, কখনও শালিধানের অন্ন ভোজন করেন ; কখনও জীর্ণ শীর্ণ বসন পরিধান করেন, আবার কখনও অসামান্য বেশ ধারণ করেন। সুখ এবং দুঃখ তাঁরা গণনা করেন না ॥ ৭৪ ॥

যাঁরা নীতিবাগীশ তাঁরা নিন্দাই করুন বা প্রশংসাই করুন, অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জিত অথবা ব্যয়িত হোক, মরণ আজই হোক অথবা কালান্তরে হোক, মনস্বী ব্যক্তিরা ন্যায়পথ থেকে এক পদও বিচ্যুত হন না ॥ ৭৫ ॥

বনিতার কটাক্ষশর যার চিত্তকে ছিন্ন করে না, ক্রোধাগ্নির জ্বালা যার চিত্তকে দগ্ধ করে না, অজস্র বিষয়সম্পদ যার চিত্তকে লোভের পাশে আকৃষ্ট করে না, সেই ধীর পুরুষ এই সমগ্র ত্রিভুবনকে জয় করে ॥ ৭৬ ॥

যিনি স্বভাবতঃ ধীর তাঁকে দুর্দশায় ফেললেও তাঁর ধৈর্যগুণ নষ্ট হতে পারে না। আগুনকে নিচের দিকে মুখ করিয়ে দিলেও তার শিখা কখনোই নিচের দিকে যায় না ॥ ৭৭ ॥

উন্নত পর্বতের শিখরচূড়া হতে ঝাঁপ দিয়ে কঠিন শিলাখণ্ডে শরীর খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলাও বরং ভালো, সাপের মুখে তীক্ষ্ন বিষদাঁতের মধ্যে হাত দেওয়াও বরং ভালো, অগ্নিতে প্রবেশ করাও বরং ভালো, তবু শীল পরিত্যাগ করা ভালো নয় ॥ ৭৮ ॥

যে-পুরুষের শরীরে সর্বজনপ্রিয় শীলগুণের উন্মেষ হয় বহ্নি তার কাছে জলের মতো, সমুদ্র তার কাছে ছোটো নদীর মতো, পর্বত তার কাছে তৎক্ষণাৎ লঘু শিলাখণ্ডের মতো, সিংহ তার কাছে হরিণের মতো, সাপ তার কাছে মালার সুতোর মতো, বিষ তার কাছে সুধাবর্ষণের মতো হয়ে ওঠে। ॥ ৭৯ ॥

বৃক্ষ ছিন্ন হয়েও উদ্গত হয়, চাঁদ ক্ষীণ হয়েও পুনরায় বৃদ্ধি পায়,—এইরকম বিবেচনা করেই সজ্জন ব্যক্তিরা দুঃখের মধ্যেও অবসাদ লাভ করেন না। ॥ ৮০ ॥

ঐশ্বর্যের ভূষণ সৌজন্য, বীরত্বের ভূষণ বাক্‌সংযম, জ্ঞানের ভূষণ শান্তি, বিদ্যার ভূষণ বিনয়, সম্পদের ভূষণ সৎপাত্রে দান, তপস্যার ভূষণ ক্রোধশূন্যতা, প্রভুত্বের ভূষণ ক্ষমা, ধর্মের ভূষণ কপটতাশূন্যতা। সবকিছুর মূল এই সদাচার সকলেরই শ্রেষ্ঠ ভূষণ। ॥ ৮১ ॥

(দৈবপদ্ধতি)

নেতা যার বৃহস্পতি, অস্ত্র যার বজ্র, দেবতারা যার সৈনিক, স্বর্গ যার দুর্গ, ভরসা যার শ্রীহরি, ঐরাবত যার হাতি—এইরকম আশ্চর্যজনক শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রও যুদ্ধে শত্রুর কাছে পরাজিত। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, দৈবই প্রকৃত রক্ষক। নিষ্ফল পুরুষকারকে ধিক্। ॥ ৮২ ॥

হে মনুষ্য! দেখো, পেটিকার অভ্যন্তরে যার শরীর পিণ্ডীভূত এবং ক্ষুধায় যার ইন্দ্রিয় অবসন্ন, সেই ভগ্নমনোরথ সাপের মুখে রাত্রিকালে গর্ত খোঁড়ার সময় ইঁদুর নিজেই প্রবেশ করে। সাপ তার মাংসে তৃপ্ত হয় এবং তারই পথে সত্বর বহির্গত হয়। দৈবই উন্নতি এবং অবনতির মূল কারণ। ॥ ৮৩ ॥

যিনি অনুকূল দৈবের অধীন, তিনি অবনত হলেও কন্দুকপতনের মতো আবার উপরে ওঠেন; কিন্তু দৈব যার অনুকূল নয় তাঁর অবনতি ঘটে মৃৎপিণ্ডপতনের মতো ॥ ৮৪ ॥

মুণ্ডিতমস্তক পুরুষ সূর্যের কিরণে পীড়িত হয়ে ছায়াময় স্থানের অন্বেষণে দ্রুত-গতিতে আশ্রয় নেয় তালগাছের তলায়। সেখানেও বৃক্ষ হতে পতিত গুরুভার ফলে তার মাথা সশব্দে বিদীর্ণ হয়। ভাগ্যহীন মানুষ যেখানেই যায় সেখানে প্রায়ই বিপদ উপস্থিত হয়। ॥ ৮৫ ॥

হস্তী, সর্প ও পক্ষীর বন্ধন দেখে, চন্দ্র ও সূর্যের রাহুগ্রাস দেখে এবং বুদ্ধিমান লোকের দারিদ্র্য দেখে আমি আশ্চর্য। দৈবই বলবান্—এবিষয়ে আমি নিশ্চিত ॥ ৮৬ ॥

অশেষ গুণের আধার ধরণীর অলঙ্কারস্বরূপ যে পুরুষরত্নকে সৃষ্টি করেন তাকেও যদি তিনি ক্ষণস্থায়ী করেন, তাহলে হায়! বিধির কী শোচনীয় মূর্খতা! ॥ ৮৭ ॥

আকাশরূপ যে-বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা রাত্রিতে চাঁদ আচ্ছাদিত থাকে, দিনের বেলায় সেই বস্ত্রখণ্ডের দ্বারাই সূর্য আচ্ছাদিত হয়। হায়, এদের কী দুর্গতি! ॥ ৮৮ ॥

এই চাঁদ অমৃতের ওষধিকুলের নায়ক এবং শিবের মাথার অলঙ্কার। শত ভিষক এর অনুগমন করে। রাজযক্ষ্মা এই চাঁদকেও বাদ দেয় না। দুর্ভাগ্যের পরিণাম কে লঙ্ঘন করতে পারে? ॥ ৮৯ ॥

দেখো বন্ধু! দুষ্ট বিধাতা চতুর কুম্ভকারের মতো মনকে সবলে মাটির মতো পিণ্ডীভূত করে বিপত্তিরূপ দণ্ডের আঘাতে আঘাতে নিরন্তর চিন্তাচক্রে ঘোরাচ্ছেন। জানি না কী তিনি করবেন ॥ ৯০ ॥

ওহে অভাগা বিধি! বিপদে মহাত্মা পুরুষের ধৈর্যচ্যুতি দেখবার যে চেষ্টা করছ সেই পরিশ্রমসাধ্য দুরাগ্রহ হতে সম্পূর্ণ বিরত হও। মহাপ্রলয়ের সময়েও শ্রেষ্ঠ পর্বতকুল বা সমুদ্রকুল কেউই নিজ মর্যাদা নষ্ট করে ছোটো হয় না ॥ ৯১ ॥

দৈবই প্রভু। তিনি নিজে জগতে যার জন্যে যা নির্দিষ্ট করেছেন তা তার কাছে আসবে। মহান আশ্রয় কণামাত্র কারণ নয়। সর্বলোকের অভিলাষপূরণকারী মেঘ প্রতিদিন বর্ষণ করলেও চাতকের মুখে দুই তিনটি সূক্ষ্ম জলকণাই পতিত হয় ॥ ৯২ ॥

(কর্মপদ্ধতি)

দেবতাদের নমস্কার করব? তারাও তুচ্ছ বিধির বশীভূত। বিধির বন্দনা করব? সেও সর্বদা কর্মের ফলদানে নিযুক্ত। ফল যদি কর্মের অধীন তবে দেবতাদের কী প্রয়োজন, বিধিরই বা কী প্রয়োজন? সুতরাং যার উপর বিধিরই নিয়ন্ত্রণ নেই সেই কর্মকেই নমস্কার ॥ ৯৩ ॥

যার প্রভাবে ব্রহ্মা কুম্ভকারের মতো ব্রহ্মাণ্ডের পাত্রে নিযুক্ত আছেন, যার প্রভাবে বিষ্ণু দশাবতারের অরণ্যে মহাসংকটে নিপাতিত, রুদ্র যার প্রভাবে কপালপাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষাভ্রমণে নিযুক্ত, সূর্য যার প্রভাবে আকাশে সর্বদা সঞ্চরণশীল সেই কর্মকে নমস্কার ॥ ৯৪ ॥

হে সজ্জন! যদি অভীষ্ট ফল ভোগ করতে চান তাহলে যিনি দুর্জন ব্যক্তিকে সজ্জন করেন, মূর্খকে করেন বিদ্বান্‌, শত্রুকে হিতকারী, পরোক্ষ বিষয়কে প্রত্যক্ষগম্য এবং গরলকে ক্ষণমাত্রে অমৃতে পরিণত করেন, সেই ভগবতী সৎক্রিয়ার আরাধনা করুন। গুণরাজি অজস্র দুঃখে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে বৃথা আসক্তি করবেন না ॥ ৯৫ ॥

সুন্দর অট্টালিকা, বিলাসবতী রমণী, এবং একছত্র নিষ্কলঙ্ক রাজ্যসম্পদ ততক্ষণই মানুষ নিরন্তর ভোগ করে, যতক্ষণ থাকে সুকৃতি। সুকৃতি যখন একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তখন রতিবিবাদের খেলায় সুতো-ছেঁড়া মুক্তোমালার মতো সবকিছু তাড়াতাড়ি দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। ॥ ৯৬ ॥

কার্য গুণপূর্ণ হোক অথবা গুণহীন হোক, কার্য সম্পাদনের সময়ে পণ্ডিতব্যক্তির যত্নসহকারে পরিণাম চিন্তা করা উচিত। অত্যন্ত হঠকারিতায় অনুষ্ঠিত কার্যের পরিণাম মৃত্যুকাল পর্যন্ত তীরের মতো চিত্ত দহন করে ॥ ৯৭ ॥

যে হতভাগ্য মানুষ এই পুণ্যভূমিকে পেয়েও তপশ্চরণ করে না, সে বৈদূর্যমণি-মণ্ডিত পৃথিবীরূপ স্থালীতে চন্দনের আগুনে তিল পাক করে, অর্ক-বৃক্ষের মূল উত্তোলনের জন্যে সুবর্ণময় লাঙল দিয়ে ভূমি কর্ষণ করে, কর্পূরকে খণ্ড খণ্ড করে

ঊষর ক্ষেত্রের চারিদিকে আবেষ্টনী রচনা করে ॥ ৯৮ ॥

আকৃতি নয়, কুল নয়, শীল নয়, বিদ্যা নয়, যত্নসহকারে কৃত পরিচর্যাও নয়, পূর্বকালীন তপস্যায় সঞ্চিত অদৃষ্টই যথাকালে বৃক্ষের মতো পুরুষের ফল দান করে ॥ ৯৯ ॥

লোকে জলেই নিমজ্জিত হোক, পর্বতের চূড়াতেই উঠুক, যুদ্ধে শত্রুজয়ই করুক, বাণিজ্য, কৃষি, পরিচর্যা এবং সকল বিদ্যা ও কলাই শিক্ষা করুক, প্রযত্নের পরাকাষ্ঠার পাখির মতো বিশাল আকাশেই বিচরণ করুক, এখানে যা হবার নয় তা হয় না ; কর্ম-অনুসারে যা হবার তার বিনাশ কোথায় ? ॥ ১০০ ॥

পূর্বজন্মে অর্জিত পুণ্যই অরণ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রু, জল ও অগ্নির মধ্যে, মহাসমুদ্রে অথবা পর্বতের চূড়ায়, নিদ্রিত, প্রমত্ত অথবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করে ॥ ১০১ ॥

পূর্বজন্মে অর্জিত অজস্র পুণ্য যার আছে তার কাছে ভয়ংকর অরণ্যও উত্তম নগরে পরিণত হয়, সকল লোকই তার সঙ্গে আত্মীয়তা করে এবং সমগ্র পৃথিবী তার কাছে মূল্যবান নিধি ও রত্নে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । ॥ ১০২ ॥

প্রসঙ্গকথা

(বাঁ-দিকে শ্লোকসংখ্যা চিহ্নিত)

১. শাস্ত্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে লোকাচার রূপে পরিগণিত। মহাভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলি বলেছেন—'মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি শাস্ত্রানি প্রথন্তে, বীরপুরুষাণি আয়ুষ্মৎপুরুষাণি চ ভবন্তি, অধ্যেতারশ্চ প্রবক্তারো ভবন্তি।' শাস্ত্র হবে সেই রকম যার আদি মধ্য ও অন্ত—সর্বত্রই থাকবে মঙ্গলানুষ্ঠান, এবং তার ফলে প্রবক্তা এবং পাঠক উভয়েরই শক্তি বৃদ্ধি পাবে, আয়ুবৃদ্ধি হবে, পাঠক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হবে এবং শাস্ত্র বিচারের যোগ্য হয়ে উঠবে। 'সমাপ্তিকামো মঙ্গলমাচরেৎ' এই বৈদিক বিধি অনুসারে সমাপ্তি-কামনায় গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ একটি শ্রৌতকর্ম। তার্কিকদের মতে মঙ্গলাচরণ প্রারব্ধ কর্মের বিঘ্ন ধ্বংসের হেতু।

মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার—নমস্কার, বিষয়বস্তু উত্থাপন এবং আশীর্বচন। আলোচ্য শ্লোকে নমস্কারলক্ষণ মঙ্গলাচরণ উপনিবদ্ধ হয়েছে।

তেজসে—কথাটির দ্বারা এখানে জ্যোতির্ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্ন, অনন্ত, চিন্মাত্রমূর্তি, স্বানুভূত্যেকমান এবং শান্ত—এই পদগুলি জ্যোতির্ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচায়ক বিশেষণ।

২. **জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্**—সদুপদেশ মনেপ্রাণে গ্রহণ করা এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সংসারে বিরল ঘটনা। সদুপদেশের কার্যকারিতা যিনি উপদেষ্টা তাঁর বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যেই অথবা যিনি শ্রবণ করেন তাঁর কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কবির এটি আক্ষেপসূচক উক্তি। এই প্রসঙ্গে Carlyle-এর উক্তি স্মরণীয়—'Advices, I believe, to young men, as to all men, are very seldom much valued.' (On the Choice of Books).

৫. বালির মধ্যে তেল, মৃগতৃষ্ণিকায় জল এবং শশশৃঙ্গ—এগুলি অলীক বস্তু। একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ॥

৬ **ব্যাল**—দুষ্ট হাতি। 'ব্যালো দুষ্টগজে সর্পে'—বিশ্বকোষ।

ক্ষারাম্বুধি—লবণ সমুদ্র। পৃথিবী সপ্ত-সমুদ্র পরিবেষ্টিতা। ১) ক্ষীরোদ, ২) ইক্ষুরসোদ, ৩) সুরোদ, ৪) ঘৃতোদ, ৫) দধ্যোদ, ৬) ক্ষারোদ, ৭) শুদ্ধোদ।

১০. পুরাকালে কপিলমুনির কোপানলে ভস্মীভূত ষাট হাজার সগর-সন্তানের মুক্তি-কামনায় ভগীরথ মর্ত্যলোকে গঙ্গা আনয়ন করেন। পতিতপাবনী গঙ্গা প্রথমে মহাদেবের মাথায়, তারপর হিমালয়ে এবং অবশেষে সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। সবশেষে তিনি সমুদ্রে প্রবেশ করেন।

১১. **শূর্প**—ছাতা বা কুলা।

১৩ **শং**—সুখ।

১৫. জল ও দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেও হাঁস কেবল দুধটুকুই পান করে, অবশিষ্ট জলটুকু পড়ে থাকে।

১৮ ক্ষমাগুণ শত্রুতার প্রতিবন্ধক, ক্রোধ শত্রুতার মূল, জ্ঞাতি সন্তাপের কারণ, যিনি প্রকৃত বন্ধু তিনি যন্ত্রণার উপশম করেন, দুর্জন প্রাণ হরণ করে, বিদ্যাই সকল ভোগের প্রকৃত সাধন, লজ্জাই প্রকৃত ভূষণ, যিনি কবিত্বগুণের অধিকারী সকলে তাঁর বশীভূত।

২১. **রসসিদ্ধ**—সরস কাব্যরচনায় নিপুণ। রস নয় প্রকার—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। রসকে অলংকারশাস্ত্রে ব্রহ্মানুভূতির সমতুল বলা হয়েছে।

২৩. **বসা**—মেদ। 'ঙ্মেদস্তু বপা বসা'—অমরকোষ।

২৫ **মৃতঃ কো বা ন জায়তে**- জন্ম গ্রহণ করেছেন এমন কে আছেন যিনি মারা না যান ? 'জন্মিলে মরিতে হবে।' 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।'

২৬. **শীর্যতে বন এব বা**—অথবা বনের মধ্যে তপস্যা করেন এবং কঠোর তপস্যার ক্লেশবশতঃ শীর্ণতা লাভ করেন।

২৭. সমুদ্রমন্থনের পর অমৃতবণ্টনের সময় রাহু ছদ্মবেশে দেবতাদের মধ্যে বসেছিলেন। সূর্য এবং চন্দ্র দুইজনে সেটি লক্ষ্য করেন এবং বিষ্ণুকে সংবাদ দেন। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের সাহায্যে রাহুর শিরশ্ছেদ করেন। কিন্তু তার আগেই এক বিন্দু অমৃত গৃহীত হওয়ার ফলে রাহুর মস্তক অমরত্ব লাভ করে। সূর্য এবং চন্দ্রের প্রতি ক্রোধবশতঃ রাহু মাঝে মাঝে দুইজনকে গ্রাস করে। কিন্তু মস্তকসর্বস্ব হওয়ায় তাদের উদরসাৎ করতে পারে না। সূর্য এবং চন্দ্র রাহুর গলা দিয়ে বাইরে চলে আসে।

২৮ সর্পরাজ বাসুকি তাঁর সহস্র ফণামণ্ডলের উপর পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। ভগবান বিষ্ণু কূর্ম অবতারে বাসুকি এবং সমগ্র ধরণীকে একসঙ্গে ধারণ করেছিলেন। প্রলয়কালে সেই ধরণী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং ভগবান বিষ্ণু বরাহ-অবতারের রূপ পরিগ্রহ করে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন।
কমঠপতি—কূর্মরাজ।

২৯. রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বর্ণনা আছে—পুরাকালে পর্বতকুলের পাখা ছিল এবং তারা প্রাণীদের ওপর অত্যাচার করত। একবার ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রাঘাতে তাদের পক্ষচ্ছেদন করতে লাগলেন। হিমালয়ের পুত্র মৈনাক পক্ষচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে সমুদ্রের জলে আত্মগোপন করে।

৩০. **ইনকান্ত**- সূর্যকান্তমণি। এই মণি দহনক্রিয়ার উত্তেজক।

৩৬. **হেতিদলিত**-শস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

৩৭. **অনেকান্তা**—যার একরূপতা নেই, অনিয়ত,—এইরূপ অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

৪০. **কোঽর্থস্তেষাং পার্থিবোপাশ্রয়েণ**—তেষাম্ এই পদটি পার্থিব পদের বিশেষণ হওয়ায় এখানে ষষ্ঠী সমাসের সাধুত্ব-কল্পনা কষ্টকর।

৪৪. সজ্জনের যে কোনো মহৎ গুণকে দোষরূপে প্রতিপন্ন করাই দুর্জনের স্বভাব। সজ্জনের লজ্জাগুণ দুর্জনের দৃষ্টিতে জড়তাদোষ। সজ্জনের শাস্ত্রাচারপালনের শুচিতা দুর্জনের দৃষ্টিতে দম্ভ, সজ্জনের পবিত্রতা দুর্জনের দৃষ্টিতে শঠতা, বীরত্বগুণ দুর্জনের দৃষ্টিতে নির্দয়তা, মননশীলতা দুর্জনের দৃষ্টিতে নির্বুদ্ধিতা, মধুর ভাষণ দুর্জনের দৃষ্টিতে দীনতা, তেজস্বিতা দুর্জনের দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য,

বাগ্মিতা দুর্জনের দৃষ্টিতে বাচালতা।

৪৫. **লোভের মতো দোষ নেই, হিংসার মতো পাপ নেই, সত্যের মতো তপস্যা নেই, শুচিতার মতো তীর্থ নেই, সৌজন্যের মতো পরিজন নেই, মহত্ত্বের মতো অলংকার নেই, বিদ্যার মতো ধন নেই। অপযশের যন্ত্রণা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর।**

৪৮. দুরাত্মা রাজার সেবা করা দুঃসাধ্য। সেবক যদি কম কথা বলে রাজা তাকে মূক বলেন, যদি বেশি কথা বলে রাজা তাকে বাচাল বা উন্মাদ বলেন, যদি কাছে কাছে থাকে তবে ধৃষ্ট বলেন, যদি দূরে দূরে থাকে তবে বোকা বলেন, যদি অপমান সহ্য করে তবে তাকে ভীরু বলেন, যদি অপমান সহ্য না করে তবে তার বংশের অপবাদ দেন।

৫৭. **অসিধারাব্রতম্**—

> 'যুবা যুবত্যা সার্ধং যন্মুগ্ধভর্তৃবদাচরেৎ।
> অন্তর্নিবৃত্তসঙ্গঃ স্যাদসিধারাব্রতং হি তৎ ॥'

যুবতীর সান্নিধ্যে থেকে যে যুবক বাইরে প্রণয়াসক্ত নায়কের মতো আচরণ করেও মনে মনে নিস্পৃহ থাকে, তার আচরণকে বলা হয় অসিধারাব্রত। প্রিয় অথচ ন্যায় আচরণ অসিধারাব্রতের মতোই দুষ্কর। এই সাদৃশ্যবশতঃই সজ্জনের আচরণকে অসিধারাব্রত বলা হয়েছে। অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। খড়্গের তীক্ষ্ন ধারের উপর খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হয়। সজ্জনের আচরণবিধিও সেইরকম সাবধানতা বা একাগ্রতার বিষয়। সুতরাং অসিধারাব্রত নামকরণটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬৮ **বড়বানল**—সমুদ্রস্থিত বহ্নি। ইনি মহর্ষি ঔর্বের উরুদেশ-জাত সন্তান। প্রতি কল্পের অন্তে এই বহ্নি সৃষ্টি ধ্বংস করেন।

সংবর্তক—প্রলয়কালীন মেঘ।

কেশব—বিষ্ণুর আর এক নাম। কেশী নামক দানবকে বধ করার জন্য তিনি এই নামে পরিচিত।

৬৯. **ধ্রুব**—রাজা উত্তানপাদের ঔরসে তৎপত্নী সুনীতির গর্ভে হরিভক্ত ধ্রুবের জন্ম। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন এমন স্থান যা অন্য কেউ উপভোগ করে নি। শ্রীহরির কৃপায় মৃত্যুর পর ধ্রুব সেই লোক লাভ করেন। সেই লোকের নাম ধ্রুবলোক। সকল তারা ও গ্রহগণের উপরে ধ্রুবলোকের স্থান।

উদুম্বর—এক প্রকার গাছের ফল। এই ফলের মধ্যে অসংখ্য কীটপতঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করে।

৭৬ **কদর্থিতস্য**—শব্দটির অর্থসঙ্গতির জন্য ব্যুৎপত্তি হবে এইরকম—

কদর্থবান্ কৃতঃ—কদর্থিতঃ। যাকে নিচে নামানো হয়েছে অর্থাৎ কলঙ্কিত করা হয়েছে সেই কদর্থিত।

৮২ **বলভিৎ**—বল নামক অসুরকে হত্যা করার জন্য ইন্দ্রের আর এক নাম বলভিৎ।

বৃহস্পতি—দেবতাদের গুরু। ইনি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র।

ঐরাবত—দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হাতির নাম। সমুদ্রমন্থনকালে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে ঐরাবতেরও উদ্ভব হয়েছিল।

৮৩. **আখু**—মূষিক।

করণ্ড—পেটিকা।

৮৫ **খল্বাট**—তেলামাথা লোক। ইন্দ্রলুপ্ত নামক রোগের জন্য মাথার চুল নষ্ট হয়ে যায়।

৯৩. **কর্মই প্রবল**। মানুষের মতো দেবতারাও স্ব-স্ব-কর্মফল ভোগ করেন। স্বর্গসুখ চিরস্থায়ী নয়। পুণ্য ক্ষীণ হলে দেবতাদেরও স্বর্গবাস শেষ। 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।' বিধি কর্ম অনুযায়ী ফলদানে নিযুক্ত। ফলের দান বা অদানে বিধির কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। যার যা কর্ম তার তদনুযায়ী ফলদান বিধির অবশ্যকর্তব্য।

৯৪ **দশাবতার**—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি—ভগবানের এই দশটি অবতার।

৯৮. **কর্মভূমি**—সংসারক্ষেত্র। এই সংসারই মানুষের শুভাশুভ কর্ম অনুষ্ঠানের আশ্রয়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বলা হয়েছে—

'কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যচ্ছুভম্।'

নীতিশতকম্

দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে।
স্বানুভূত্যেকমানায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥ ১ ॥

(মূর্খপদ্ধতিঃ)

বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্ ॥ ২ ॥

অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি তং নরং ন রঞ্জয়তি ॥ ৩ ॥

প্রসহ্য মণিমুদ্ধরেন্মকরবক্ত্রদংষ্ট্রান্তরাৎ
সমুদ্রমপি সন্তরেৎ প্রচলদূর্মিমালাকুলম্।
ভুজঙ্গমপি কোপিতং শিরসি পুষ্পবদ্ ধারয়েন্
ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তমারাধয়েৎ ॥ ৪ ॥

লভেত সিকতাসু তৈলমপি যত্নতঃ পীড়য়ন্
পিবেচ্চ মৃগতৃষ্ণিকাসু সলিলং পিপাসার্দিতঃ।
কদাচিদপি পর্যটঞ্ছশবিষাণমাসাদয়েৎ
ন তু প্রতিনিবিষ্টমূর্খজনচিত্তমারাধয়েৎ ॥ ৫ ॥

ব্যালং বালমৃণালতন্তুভিরসৌ রোদ্ধুং সমুজ্জৃম্ভতে
ছেত্তুং বজ্রমণিং শিরীষকুসুমপ্রান্তেন সন্নহ্যতি।
মাধুর্যং মধুবিন্দুনা রচয়িতুং ক্ষারাম্বুধেরীহতে।
নেতুং বাঞ্ছতি যঃ খলান্ পথি সতাং সূক্তৈঃ সুধাস্যন্দিভিঃ ॥ ৬ ॥

স্বায়ত্তমেকান্তহিতং বিধাত্রা বিনির্মিতং ছাদনমজ্ঞতায়াঃ।
বিশেষতঃ সর্ববিদাং সমাজে বিভূষণং মৌনমপণ্ডিতানাম্ ॥ ৭ ॥

যদা কিঞ্চিজ্‌জ্ঞোঽহং গজ ইব মদান্ধঃ সমভবম্
তদা সর্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ।
যদা কিঞ্চিৎকিঞ্চিদ্বুধজনসকাশাদবগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বর ইব মদো মে ব্যপগতঃ ॥ ৮ ॥

কৃমিকুলচিতং লালাক্লিন্নং বিগন্ধি জুগুপ্সিতং
নিরুপমরসং প্রীত্যা খাদন্নরাস্থি নিরামিষম্।
সুরপতিমপি শ্বা পার্শ্বস্থং বিলোক্য ন শংকতে
নহি গণয়তি ক্ষুদ্রো জন্তুঃ পরিগ্রহফল্গুতাম্ ॥ ৯ ॥

শিরঃ শার্বং স্বর্গাৎ পশুপতিশিরস্তঃ ক্ষিতিধরং
মহীধ্রাদুত্তুঙ্গাদবনিমবনেশ্চাপি জলধিম্।
অধোঽধো গঙ্গেয়ং পদমুপগতা স্তোকমথবা
বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ ॥ ১০ ॥

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্যাতপো
নাগেন্দ্রো নিশিতাংকুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দভৌ।
ব্যাধিভের্ষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষং
সর্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্ ॥ ১১ ॥

(বিদ্বৎপদ্ধতিঃ)

শাস্ত্রোপস্কৃতশব্দসুন্দরগিরঃ শিষ্যপ্রদেয়াগমা
বিখ্যাতাঃ কবয়ো বসন্তি বিষয়ে যস্য প্রভোর্নির্ধনাঃ।
তজ্জাড্যং বসুধাধিপস্য কবয়স্ত্বর্থং বিনাপীশ্বরাঃ
কুৎস্যাঃ স্যুঃ কুপরীক্ষকা হি মণয়ো যৈরর্ঘতঃ পাতিতাঃ ॥ ১২ ॥

হর্তুর্যাতি ন গোচরং কিমপি শং পুষ্ণাতি যৎ সর্বদা-
প্যর্থিভ্যঃ প্রতিপাদ্যমানমনিশং প্রাপ্নোতি বৃদ্ধিং পরাম্।
কল্পান্তেষ্বপি ন প্রয়াতি নিধনং বিদ্যাখ্যমন্তর্ধনং
যেষাং তান্ প্রতি মানমুজ্ঝত নৃপাঃ! কস্তৈঃ সহ স্পর্ধতে ॥ ১৩ ॥

অধিগতপরমার্থান্ পণ্ডিতান্ মাবমংস্থা-
স্তৃণমিব লঘু লক্ষ্মীর্নৈব তান্ সংরুণদ্ধি।
অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাং
ন ভবতি বিসতন্তুর্বারণং বারণানাম্ ॥ ১৪ ॥

অম্ভোজিনীবনবিহারবিলাসমেব হংসস্য হন্তি নিতরাং কুপিতো বিধাতা।
ন ত্বস্য দুগ্ধজলভেদবিধৌ প্রসিদ্ধাং বৈদগ্ধ্যকীর্তিমপহর্তুমসৌ সমর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কেয়ূরানি ন ভূষয়ন্তি পুরুষং হারা ন চন্দ্রোজ্জ্বলা
ন স্নানং ন বিলেপনং ন কুসুমং নালঙ্কৃতা মূর্ধজাঃ।
বাণ্যেকা সমলঙ্করোতি পুরুষং যা সংস্কৃতা ধার্যতে
ক্ষীয়ন্তে খলু ভূষণানি সততং বাগ্ভূষণং ভূষণম্ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরা দেবতা
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন তু ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥ ১৭ ॥

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্ দেহিনাং
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্।
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জনাঃ কিমু ধনৈর্বিদ্যাঽনবদ্যা যদি
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণৈঃ সুকবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্ ॥ ১৮ ॥

দাক্ষিণ্যং স্বজনে দয়া পরিজনে শাঠ্যং সদা দুর্জনে
প্রীতিঃ সাধুজনে নয়ো নৃপজনে বিদ্বজ্জনে চার্জবম্।
শৌর্যং শত্রুজনে ক্ষমা গুরুজনে কান্তাজনে ধৃষ্টতা
যে চৈবং পুরুষাঃ কলাসু কুশলাস্তেষ্বেব লোকস্থিতিঃ ॥ ১৯ ॥

জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্ ॥ ২০ ॥

জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসসিদ্ধাঃ কবীশ্বরাঃ।
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে জরামরণজং ভয়ম্ ॥ ২১ ॥

(মানশৌর্যপদ্ধতিঃ)

ক্ষুৎক্ষামোঽপি জরাকৃশোঽপি শিথিলপ্রায়োঽপি কষ্টাং দশা-
মাপন্নোঽপি বিপন্নদীধিতিরপি প্রাণেষু নশ্যৎস্বপি।
মত্তেভেন্দ্রবিভিন্নকুম্ভপিশিতগ্রাসৈকবদ্ধস্পৃহঃ
কিং জীর্ণং তৃণমত্তি মানমহতামগ্রেসরঃ কেসরী ॥ ২২ ॥

স্বল্পস্নায়ুবসাবশেষমলিনং নির্মাংসমপ্যস্থি গোঃ
শ্বা লব্ধা পরিতোষমেতি ন তু তত্তস্য ক্ষুধাশান্তয়ে।
সিংহো জম্বুকমঙ্কমাগতমপি ত্যক্ত্বা নিহন্তি দ্বিপং
সর্বঃ কৃচ্ছ্রগতোঽপি বাঞ্ছতি জনঃ সত্ত্বানুরূপং ফলম্ ॥ ২৩ ॥

লাঙ্গুলচালনমধশ্চরণাবপাতং ভূমৌ নিপত্য বদনোদরদর্শনং চ।
শ্বা পিণ্ডদস্য কুরুতে গজপুঙ্গবস্তু ধীরং বিলোকয়তি চাটুশতৈশ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥২৪॥

পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে।
স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্ ॥ ২৫ ॥

কুসুমস্তবকস্যেব দ্বয়ী বৃত্তির্মনস্বিনঃ।
মূর্ধ্নি বা সর্বলোকস্য শীর্যতে বন এব বা ॥ ২৬ ॥

সন্ত্যন্যেঽপি বৃহস্পতিপ্রভৃতয়ঃ সম্ভাবিতাঃ পঞ্চষা-
স্তান্ প্রত্যেষ বিশেষবিক্রমরুচী রাহুর্ন বৈরায়তে।
দ্বাবেব গ্রসতে দিবাকরনিশাপ্রাণেশ্বরৌ ভাস্বরৌ
ভ্রাতঃ! পর্বণি পশ্য দানবপতিঃ শীর্ষাবশেষাকৃতিঃ ॥ ২৭ ॥

বহতি ভুবনশ্রেণিং শেষঃ ফণাফলকস্থিতাং
কমঠপতিনা মধ্যেপৃষ্ঠং সদা স চ ধার্যতে।
তমপি কুরুতে ক্রোড়াধীনং পয়োধিরনাদরা-
দহহ! মহতাং নিঃসীমানশ্চরিত্রবিভূতয়ঃ ॥ ২৮ ॥

বরং পক্ষচ্ছেদঃ সমদমঘবন্মুক্তকুলিশ-
প্রহারৈরুদ্গচ্ছদ্বহুলদহনোদ্গারগুরুভিঃ।
তুষারাদ্রেঃ সূনোরহহ! পিতরি ক্লেশবিবশে
ন চাসৌ সম্পাতঃ পয়সি পয়সাং পত্যুরুচিতঃ ॥ ২৯ ॥

যদচেতনোঽপি পাদৈঃ স্পৃষ্টঃ প্রজ্বলতি সবিতুরিনকান্তঃ।
তৎ তেজস্বী পুরুষঃ পরকৃতনিকৃতিং কথং সহতে ॥ ৩০ ॥

সিংহঃ শিশুরপি নিপততি মদমলিনকপোলভিত্তিষু গজেষু।
প্রকৃতিরিয়ং সত্ত্ববতাং ন খলু বয়স্তেজসো হেতুঃ ॥ ৩১ ॥

(অর্থপদ্ধতিঃ)

জাতির্যাতু রসাতলং গুণগণৈস্তত্রাপ্যধো গম্যতাং
শীলং শৈলতটাৎ পতত্বভিজনঃ সন্দহ্যতাং বহ্নিনা।
শৌর্যে বৈরিণি বজ্রমাশু নিপতত্বর্থোঽস্তু নঃ কেবলং
যেনৈকেন বিনা গুণাস্তৃণলবপ্রায়াঃ সমস্তা ইমে ॥ ৩২ ॥

যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ স পণ্ডিতঃ স শ্রুতবান্ গুণজ্ঞঃ।
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি ॥ ৩৩ ॥

দৌর্মন্ত্র্যান্নৃপতির্বিনশ্যতি যতিঃ সঙ্গাৎ সুতো লালনাদ্
বিপ্রোঽনধ্যয়নাৎ কুলং কুতনয়াচ্ছীলং খলোপাসনাৎ।
হ্রীর্মদ্যাদনবেক্ষণাদপি কৃষিঃ স্নেহঃ প্রবাসাশ্রয়া-
ন্মৈত্রী চাপ্রণয়াৎ সমৃদ্ধিরনয়াত্ত্যাগপ্রমাদাদ্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥

দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্ক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি ॥ ৩৫ ॥

মণিঃ শাণোল্লীঢ়ঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতো
মদক্ষীণো নাগঃ শরদি সরিতঃ শ্যানপুলিনাঃ।
কলাশেষশ্চন্দ্রঃ সুরতমৃদিতা বালবনিতা
তনিম্না শোভন্তে গলিতবিভবাশ্চার্থিষু নরাঃ ॥ ৩৬ ॥

পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাং প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সম্পূর্ণঃ কলয়তি ধরিত্রীং তৃণসমাম্।
অতশ্চানৈকান্ত্যাদ্ গুরুলঘুতয়াঽর্থেষু ধনিনা-
মবস্থা বস্তূনি প্রথয়তি চ সঙ্কোচয়তি চ ॥ ৩৭ ॥

রাজন্! দুধুক্ষসি যদি ক্ষিতিধেনুমেতাং
তেনাদ্য বৎসমিব লোকমমুং পুষাণ।
তস্মিংশ্চ সম্যগনিশং পরিপোষ্যমাণে
নানাফলৈঃ ফলতি কল্পলতেব ভূমিঃ ॥ ৩৮ ॥

সত্যানৃতা চ পরুষা প্রিয়বাদিনী চ হিংস্রা দয়ালুরপি চার্থপরা বদান্যা।
নিত্যব্যয়া প্রচুরনিত্যধনাগমা চ বারাঙ্গনেব নৃপনীতিরনেকরূপা ॥ ৩৯ ॥

আজ্ঞা কীর্তিঃ পালনং ব্রাহ্মণানাং দানং ভোগো মিত্রসংরক্ষণঞ্চ।
যেষামেতে ষড়্গুণা ন প্রবৃত্তাঃ কোঽর্থস্তেষাং পার্থিবোপাশ্রয়েণ ॥ ৪০ ॥

যদ্ধাত্রা নিজভালপট্টলিখিতং স্তোকং মহদ্বা ধনং
তৎ প্রাপ্নোতি মরুস্থলেঽপি নিতরাং মেরৌ ততো নাধিকম্।
তদ্ধীরো ভব বিত্তবৎসু কৃপণাং বৃত্তিং বৃথা মা কৃথাঃ
কূপে পশ্য পয়োনিধাবপি ঘটো গৃহ্ণাতি তুল্যং জলম্ ॥ ৪১ ॥

(দুর্জনপদ্ধতিঃ)

অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ পরধনে পরযোষিতি চ স্পৃহা।
সুজনবন্ধুজনেষ্বসহিষ্ণুতা প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি দুরাত্মনাম্ ॥ ৪২ ॥

দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

জাড্যং হ্রীমতি গণ্যতে ব্রতরুচৌ দম্ভঃ শুচৌ কৈতবং
শূরে নির্ঘৃণতা মুনৌ বিমতিতা দৈন্যং প্রিয়ালাপিনি।
তেজস্বিন্যবলিপ্ততা মুখরতা বক্তর্যশক্তিঃ স্থিরে
তৎ কো নাম গুণো ভবেৎ স গুণিনাং যো দুর্জনৈর্নাঙ্কিতঃ ॥ ৪৪ ॥

লোভশ্চেদগুণেন কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ
সত্যং চেত্তপসা চ কিং শুচি মনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিম্।
সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ সুমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ
সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥ ৪৫ ॥

শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী
সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনো
নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে ॥ ৪৬ ॥

ন কশ্চিচ্চণ্ডকোপানামাত্মীয়ো নাম ভূভুজাম্।
হোতারমপি জুহ্বানং স্পৃষ্টো দহতি পাবকঃ ॥ ৪৭ ॥

মৌনান্ মূকঃ প্রবচনপটুর্বাতুলো জল্পকো বা
ধৃষ্টঃ পার্শ্বে ভবতি চ বসন্ দূরতোঽপ্যপ্রগল্ভঃ।
ক্ষান্ত্যা ভীরুর্যদি ন সহতে প্রায়শো নাভিজাতঃ
সেবাধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥ ৪৮ ॥

উদ্ভাসিতাখিলখলস্য বিশৃঙ্খলস্য
প্রোদ্গাঢ়বিস্মৃতনিজাধমকর্মবৃত্তেঃ।
দৈবাদবাপ্তবিভবস্য গুণদ্বিষোঽস্য
নীচস্য গোচরগতৈঃ সুখমাস্যতে কৈঃ ॥ ৪৯ ॥

আরম্ভগুর্বী ক্ষয়িণী ক্রমেণ লঘ্বী পুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ।
দিনস্য পূর্বার্ধপরার্ধভিন্না ছায়েব মৈত্রী খলসজ্জনানাম্ ॥ ৫০ ॥

মৃগমীনসজ্জনানাং তৃণজলসন্তোষবিহিতবৃত্তীনাম্।
লুব্ধকধীবরপিশুনা নিষ্কারণবৈরিণো জগতি ॥ ৫১ ॥

(সুজনপদ্ধতিঃ)

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতিগুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ ভয়ম্।

ভক্তিঃ শূলিনি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
যেষ্বেতে নিবসন্তি নির্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥ ৫২ ॥

বিপদি ধৈর্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্ ॥ ৫৩ ॥

করে শ্লাঘ্যস্ত্যাগঃ শিরসি গুরুপাদপ্রণয়িতা
মুখে সত্যা বাণী বিজয়ি ভুজয়োর্বীর্যমতুলম্ ।
হৃদি স্বচ্ছা বৃত্তিঃ শ্রুতমধিগতং চ শ্রবণয়ো-
র্বিনাপৈশ্বর্যেণ প্রকৃতিমহতাং মণ্ডনমিদম্ ॥ ৫৪ ॥

প্রাণাঘাতান্নিবৃত্তিঃ পরধনহরণে সংযমঃ সত্যবাক্যং
কালে শক্ত্যা প্রদানং যুবতিজনকথামূকভাবঃ পরেষাম্ ।
তৃষ্ণাস্রোতোবিভঙ্গো গুরুষু চ বিনয়ঃ সর্বভূতানুকম্পা
সামান্যঃ সর্বশাস্ত্রেষ্বনুপহতবিধিঃ শ্রেয়সামেষ পন্থাঃ ॥ ৫৫ ॥

সম্পৎসু মহতাং চিত্তং ভবত্যুৎপলকোমলম্ ।
আপৎসু চ মহাশৈলশিলাসংঘাতকর্কশম্ ॥ ৫৬ ॥

প্রিয়া ন্যায্যা বৃত্তির্মলিনমসুভঙ্গেঽপ্যসুকরং
ত্বসন্তো নাভ্যর্থ্যাঃ সুহৃদপি ন যাচ্যঃ কৃশধনঃ ।
বিপদ্যুচ্চৈঃ স্থৈর্যং পদমনুবিধেয়ং চ মহতাং
সতাং কেনোদ্দিষ্টং বিষমমসিধারাব্রতমিদম্ ॥ ৫৭ ॥

প্রদানং প্রচ্ছন্নং গৃহমুপগতে সম্ভ্রমবিধিঃ
প্রিয়ং কৃত্বা মৌনং সদসি কথনং চাপ্যুপকৃতেঃ ।
অনুৎসেকো লক্ষ্ম্যামনভিভবগন্ধাঃ পরকথাঃ
সতাং কেনোদ্দিষ্টং বিষমমসিধারাব্রতমিদম্ ॥ ৫৮ ॥

সন্তপ্তায়সি সংস্থিতস্য পয়সো নামাপি ন শ্রূয়তে
মুক্তাকারতয়া তদেব নলিনীপত্রাস্থিতং রাজতে ।
স্বাত্যাং সাগরশুক্তিমধ্যপতিতং তন্মৌক্তিকং জায়তে
প্রায়েণাধমমধ্যমোত্তমগুণঃ সংসর্গতো জায়তে ॥ ৫৯ ॥

যঃ প্রীণয়েৎ সুচরিতৈঃ পিতরং স পুত্রো
যদ্ ভর্তুরেব হিতমিচ্ছতি তৎ কলত্রম্ ।
তন্মিত্রমাপদি সুখে চ সমক্রিয়ং যদ্
এতৎ ত্রয়ং জগতি পুণ্যকৃতো লভন্তে ॥ ৬০ ॥

নম্রত্বেনোন্নমন্তঃ পরগুণকথনৈঃ স্বান্ গুণান্ খ্যাপয়ন্তঃ
স্বার্থান্ সম্পাদয়ন্তো বিততপৃথুতরারম্ভযত্নাঃ পরার্থে ।
ক্ষান্ত্যৈবাক্ষেপরুক্ষাক্ষরমুখরমুখান্ দুর্জনান্ দূষয়ন্তঃ
সন্তঃ সাশ্চর্যচর্যা জগতি বহুমতাঃ কস্য নাভ্যর্চনীয়াঃ ॥ ৬১ ॥

(**পরোপকারপদ্ধতিঃ**)

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্‌গমৈর্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥ ৬২ ॥

শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব ন কুণ্ডলেন দানেন পাণির্ন তু কঙ্কণেন ।
বিভাতি কায়ঃ করুণাকুলানাং পরোপকারৈর্ন তু চন্দনেন ॥ ৬৩ ॥

পদ্মাকরং দিনকরো বিকচং করোতি
চন্দ্রো বিকাসয়তি কৈরবচক্রবালম্ ।
নাভ্যর্থিতো জলধরোঽপি জলং দদাতি
সন্তঃ স্বয়ং পরহিতে বিহিতাভিযোগাঃ ॥ ৬৪ ॥

এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য যে
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে ।
তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥ ৬৫ ॥

পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায় গুহ্যং নিগূহতি গুণান্ প্রকটীকরোতি ।
আপদ্‌গতং চ ন জহাতি দদাতি কালে সন্মিত্রলক্ষণমিদং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ৬৬ ॥

ক্ষীরেণাত্মগতোদকায় হি গুণা দত্তাঃ পুরা তেঽখিলাঃ
ক্ষীরোত্তাপমবেক্ষ্য তেন পয়সা স্বাত্মা কৃশানৌ হুতঃ ।
গন্তুং পাবকমুন্মনস্তদভবদ্ দৃষ্ট্বা তু মিত্রাপদং
যুক্তং তেন জলেন শাম্যতি সতাং মৈত্রী পুনস্ত্বীদৃশী ॥ ৬৭ ॥

ইতঃ স্বপিতি কেশবঃ কুলমিতস্তদীয়দ্বিষা-
মিতশ্চ শরণার্থিনাং শিখরিণাং গণাঃ শেরতে ।
ইতোঽপি বড়বানলঃ সহ সমস্তসংবর্তকৈ-
রহো ! বিততমূর্জিতং ভরসহং চ সিন্ধোর্বপুঃ ॥ ৬৮ ॥

জাতঃ কূর্মঃ স একঃ পৃথুভুবনভরায়ার্পিতং যেন পৃষ্ঠং
শ্লাঘ্যং জন্ম ধ্রুবস্য ভ্রমতি নিয়মিতং যত্র তেজস্বিচক্রম্ ।
সঞ্জাতব্যর্থপক্ষাঃ পরহিতকরণে নোপরিষ্টান্ন চাধো
ব্রহ্মাণ্ডোদুম্বরান্তর্মশকবদপরে জন্তবো জাতনষ্টাঃ ॥ ৬৯ ॥

তৃষ্ণাং ছিন্ধি ভজ ক্ষমাং জহি মদং পাপে রতিং মা কৃথাঃ
সত্যং ব্রূহ্যনুযাহি সাধুপদবীং সেবস্ব বিদ্বজ্জনম্ ।
মান্যান্ মানয় বিদ্বিষোঽপ্যনুনয় প্রখ্যাপয় প্রশ্রয়ং
কীর্তিং পালয় দুঃখিতে কুরু দয়ামেতৎ সতাং চেষ্টিতম্ ॥ ৭০ ॥

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণা-
স্ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণিভিঃ প্রীণয়ন্তঃ ।
পরগুণপরমাণূন্ পর্বতীকৃত্য নিত্যং
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ ॥ ৭১ ॥

(ধৈর্যপদ্ধতিঃ)

রত্নৈর্মহার্হৈস্তুতুষুর্ন দেবা ন ভেজিরে ভীমবিষেণ ভীতিম্ ।
সুধাং বিনা ন প্রযযুর্বিরামং ন নিশ্চিতার্থাদ্বিরমন্তি ধীরাঃ ॥ ৭২ ॥

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ ।
বিঘ্নৈর্মুহুর্মুহুরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি ॥ ৭৩ ॥

ক্বচিৎ পৃথ্বীশয্যঃ ক্বচিদপি চ পর্যঙ্কশয়নং
ক্বচিচ্ছাকাহারঃ ক্বচিদপি চ শাল্যোদনরুচিঃ ।
ক্বচিৎ কন্থাধারী ক্বচিদপি চ দিব্যাম্বরধরো
মনস্বী কার্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম্ ॥ ৭৪ ॥

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্ ।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥ ৭৫ ॥

কান্তাকটাক্ষবিশিখা ন লুনন্তি যস্য
চিত্তং ন নির্দহতি কোপকৃশানুতাপঃ ।
কর্ষন্তি ভূরিবিষয়াশ্চ ন লোভপাশৈ-
-র্লোকত্রয়ং জয়তি কৃৎস্নমিদং ন ধীরঃ ॥ ৭৬ ॥

কদর্থিতস্যাপি চ ধৈর্যবৃত্তের্ন শক্যতে ধৈর্যগুণঃ প্রমাষ্টুম্ ।
অধোমুখস্যাপি কৃতস্য বহ্নের্নাধঃ শিখা যান্তি কদাচিদেব ॥ ৭৭ ॥

বরং শৃঙ্গোৎসঙ্গাদ্ গুরুশিখরিণঃ ক্বাপি বিষমে
পতিত্বায়ং কায়ঃ কঠিনদৃষদন্তে বিগলিতঃ ।
বরং ন্যস্তো হস্তঃ ফণিপতিমুখে তীক্ষ্ণদশনে
বরং বহ্নৌ পাতস্তদপি ন কৃতঃ শীলবিলয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

বহ্নিস্তস্য জলায়তে জলনিধিঃ কুলায়তে তৎক্ষণান্-
মেরুঃ স্বল্পশিলায়তে মৃগপতিঃ সদ্যঃ কুরঙ্গায়তে ।
ব্যালো মাল্যগুণায়তে বিষরসঃ পীযূষবর্ষায়তে
যস্যাঙ্গেঽখিললোকবল্লভতমং শীলং সমুন্মীলতি ॥ ৭৯ ॥

ছিন্নোঽপি রোহতি তরুঃ ক্ষীণোঽপ্যুপচীয়তে পুনশ্চন্দ্রঃ ।
ইতি বিমৃশন্তঃ সন্তঃ সন্তপ্যন্তে ন দুঃখেষু ॥ ৮০ ॥

ঐশ্বর্যস্য বিভূষণং সুজনতা শৌর্যস্য বাক্সংযমো
জ্ঞানস্যোপশমঃ শ্রুতস্য বিনয়ো বিত্তস্য পাত্রে ব্যয়ঃ ।
অক্রোধস্তপসঃ ক্ষমা প্রভবিতুর্ধর্মস্য নির্ব্যাজতা
সর্বেষামপি সর্বকারণমিদং শীলং পরং ভূষণম্ ॥ ৮১ ॥

(দৈবপদ্ধতিঃ)

নেতা যস্য বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রং সুরাঃ সৈনিকাঃ
স্বর্গো দুর্গমনুগ্রহঃ কিল হরেরৈরাবতো বারণঃ।
ইত্যৈশ্বর্যবলান্বিতোঽপি বলভিদ্ভগ্নঃ পরৈঃ সঙ্গরে
তদ্ ব্যক্তং ননু দৈবমেব শরণং ধিগ্ ধিগ্ বৃথা পৌরুষম্ ॥ ৮২ ॥

ভগ্নাশস্য করণ্ডপিণ্ডিততনোর্ম্লানেন্দ্রিয়স্য ক্ষুধা
কৃত্বাখুর্বিবরং স্বয়ং নিপতিতো নক্তং মুখে ভোগিনঃ।
তৃপ্তস্তৎপিশিতেন সত্বরমসৌ তেনৈব যাতঃ পথা
লোকাঃ ! পশ্যত দৈবমেব হি পরং বৃদ্ধৌ ক্ষয়ে কারণম্ ॥ ৮৩ ॥

যথা কন্দুকপাতেনোৎপতত্যার্যঃ পতন্নপি।
তথা ত্বনার্যঃ পততি মৃৎপিণ্ডপতনং যথা ॥ ৮৪ ॥

খল্বাটো দিবসেশ্বরস্য কিরণৈঃ সন্তাপিতে মস্তকে
গচ্ছন্ দেশমনাতপং দ্রুতগতিস্তালস্য মূলে স্থিতঃ।
তত্রাপ্যস্য মহাফলেন পততা ভগ্নং সশব্দং শিরঃ
প্রায়ো গচ্ছতি যত্র দৈবহতকস্তত্রৈব যান্ত্যাপদঃ ॥ ৮৫ ॥

গজভুজঙ্গবিহঙ্গমবন্ধনং শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নম্।
মতিমতাং চ নিরীক্ষ্য দরিদ্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ ॥ ৮৬ ॥

সৃজতি তাবদশেষগুণাকরং পুরুষরত্নমলংকরণং ভুবঃ।
তদপি তৎক্ষণভঙ্গি করোতি চেদহহ কষ্টমপণ্ডিততা বিধেঃ ॥ ৮৭ ॥

যেনৈবাম্বরখণ্ডেন সংবীতো নিশি চন্দ্রমাঃ।
তেনৈব চ দিবা ভানুরহো দৌর্গত্যমেতয়োঃ ॥ ৮৮ ॥

অমৃতমতিনিধানং নায়কোঽপ্যোষধীনাং
শতভিষগনুযাতঃ শম্ভুমূর্ধ্নোঽবতংসঃ।
বিরহয়তি ন চৈনং রাজযক্ষ্মা শশাঙ্কং
হতবিধিপরিপাকঃ কেন বা লঙ্ঘনীয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

প্রিয়সখ বিপদ্দণ্ডাঘাতপ্রপাতপরম্পরা-
পরিচয়বলে চিন্তাচক্রে নিধায় বিধিঃ খলঃ।
মৃদমিব বলাৎ পিণ্ডীকৃত্য প্রগল্ভকুলালবদ্
ভ্রময়তি মনো নো জানীমঃ কিমত্র বিধাস্যতি ॥ ৯০ ॥

বিরম বিরমায়াসাদস্মাদ্ দুরধ্যবসায়তো
বিপদি মহতাং ধৈর্যধ্বংসং যদীক্ষিতুমীহসে।
অয়ি জড়বিধে কল্পাপায়েঽপ্যপেতনিজক্রমাঃ
কুলশিখরিণঃ ক্ষুদ্রা নৈতে ন বা জলরাশয়ঃ ॥ ৯১ ॥

দৈবেন প্রভুনা স্বয়ং জগতি যদ্ যস্য প্রমাণীকৃতং
তত্তস্যোপনমেন্ মনাগপি মহান্নৈবাশ্রয়ঃ কারণম্।

সর্বাশাপরিপূরকে জলধরে বর্ষত্যপি প্রত্যহং
সূক্ষ্মা এব পতন্তি চাতকমুখে দ্বিত্রাঃ পয়োবিন্দবঃ ॥ ৯২ ॥

(কর্মপদ্ধতিঃ)

নমস্যামো দেবান্‌ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগা
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্মায়ত্তং যদি কিমমরৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥ ৯৩ ॥

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাসংকটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকে ভিক্ষাটনং সেবতে
সূর্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্মণে ॥ ৯৪ ॥

যা সাধূংশ্চ খলান্‌ করোতি বিদুষো মূর্খান্‌ হিতান্‌ দ্বেষিণঃ
প্রত্যক্ষং কুরুতে পরোক্ষমমৃতং হালাহলং তৎক্ষণাৎ।
তামারাধয় সৎক্রিয়াং ভগবতীং ভোক্তুং ফলং বাঞ্ছিতং
হে সাধো ব্যসনৈর্গুণেষু বিপুলেষ্বাস্থাং বৃথা মা কৃথাঃ ॥ ৯৫ ॥

শুভ্রং সদ্ম সবিভ্রমা যুবতয়ঃ শ্বেতাতপত্রোজ্জ্বলা
লক্ষ্মীরিত্যনুভূয়তে চিরমনুস্যূতে শুভে কর্মণি।
বিচ্ছিন্নে নিতরামনঙ্গকলহক্রীড়াত্রুটত্তন্তুকং
মুক্তাজালমিব প্রয়াতি ঝটিতি ভ্রশ্যদ্দিশো দৃশ্যতাম্‌ ॥ ৯৬ ॥

গুণবদগুণবদ্বা কুর্বতা কার্যজাতং
পরিণতিরবধার্যা যত্নতঃ পণ্ডিতেন।
অতিরভসকৃতানাং কর্মণামাবিপত্তে-
র্ভবতি হৃদয়দাহী শল্যতুল্যো বিপাকঃ ॥ ৯৭ ॥

স্থাল্যাং বৈদূর্যময্যাং পচতি তিলকণাংশ্চন্দনৈরিন্ধনৌঘৈঃ
সৌবর্ণৈর্লাঙ্গলাগ্রৈর্বিলিখতি বসুধামর্কমূলস্য হেতোঃ।
ছিত্ত্বা কর্পূরখণ্ডান্‌ বৃতিমিহ কুরুতে কোদ্রবাণাং সমন্তাৎ
প্রাপ্যেমাং কর্মভূমিং ন ভজতি মনুজো যস্তপো মন্দভাগ্যঃ ॥ ৯৮ ॥

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং
বিদ্যাপি নৈব ন চ যত্নকৃতাপি সেবা।
ভাগ্যানি পূর্বতপসা খলু সঞ্চিতানি কালে
ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ ॥ ৯৯ ॥

মজ্জত্বম্ভসি যাতু মেরুশিখরং শত্রুঞ্জয়ত্বাহবে
বাণিজ্যং কৃষিসেবনে চ সকলাঃ বিদ্যাঃ কলাঃ শিক্ষতু।
আকাশং বিপুলং প্রয়াতু খগবৎ কৃত্বা প্রযত্নং পরং
নাভাব্যং ভবতীহ কর্মবশতো ভাব্যস্য নাশঃ কুতঃ ॥ ১০০ ॥

বনে রণে শত্রুজলাগ্নিমধ্যে
মহার্ণবে পর্বতমস্তকে বা।
সুপ্তং প্রমত্তং বিষমস্থিতং বা
রক্ষন্তি পুণ্যানি পুরা কৃতানি ॥ ১০১ ॥

ভীমং বনং ভবতি তস্য পুরং প্রধানং
সর্বো জনঃ স্বজনতামুপযাতি তস্য।
কৃৎস্না চ ভূর্ভবতি সন্নিধিরত্নপূর্ণা
যস্যাস্তি পূর্বসুকৃতং বিপুলং নরস্য ॥ ১০২ ॥

শৃঙ্গারশতক

ভূমিকা

উৎসমুখে

'ঘরে ফিরে যাও পুরুরেবা, আমি হাওয়ার মতোই অধরা'।
ঋগ্বেদের সূক্তেও দেখি শৃঙ্গারের বীজকণা, নিবেদন ও প্রত্যাখ্যানের নাট্য সূত্র। যমী ভ্রাতা যমের দিকে চেয়ে প্রণয়কাতর কণ্ঠে বলছে: 'তোমার হৃদয় নেই যম, তাই আমার প্রেমে সাড়া দিলে না তুমি। লতার মতো তোমাকে বেষ্টন করে রইবে আর একজন, আমি নই।'

দ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ পর্যায় পর্যন্ত নানা আঙ্গিক ও নানা আধারে শৃঙ্গাররস সম্ভৃত। ভবভূতি যে করুণ রসকে 'একো হি রসঃ' বলেছেন তা তো মূলতঃ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারেরই পরিণাম। মেঘদূতও তাই চিরন্তন বিরহ-গাথা হয়ে থাকল।

স্বরূপ

প্রেমবৈচিত্র্য নানা বর্ণমাধুর্যে উৎসারিত হয়েছে মুক্তক-কাব্যে, যেখানে এককেটি স্তবক পূর্ণ কবিতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এদিক দিয়ে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা হালের গাথাসপ্তশতী এবং সংস্কৃতে অমরুর 'অমরু-শতক'কে আলংকারিকেরা বিশেষ সম্মান দিয়েছেন। ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকও উৎকৃষ্ট কাব্য বলে স্বীকৃত। এ শতকটিতে কালিদাসের 'ঋতুসংহার' খণ্ড কাব্যের প্রভাব হয়তো আছে। তবে ভর্তৃহরির শৃঙ্গার-শতককে নিছক শৃঙ্গারকাব্য বলা হয়তো ঠিক হবে না, কারণ তাঁর নীতিশতক ও বৈরাগ্য-শতকের আলোকেই এ-শতকটিকে বিচার করতে হবে। শৃঙ্গারশতকেও বৈরাগ্যের সুরটিই ধ্বনিত। সম্ভোগ নয় বৈরাগ্যই যথার্থ সুখের—এই নীতি প্রতিপাদনের জন্যেই তাঁর শৃঙ্গারাত্মক মুক্তকগুচ্ছের অবতারণা। এ কিছু নতুন নয়, অশ্বঘোষও নারীর লোভন লীলার মধ্যে দিয়েই সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের চিত্রটি অঙ্কিত করেন।

মানুষের মনের দোলনা দুলছে ত্যাগ আর ভোগের মধ্যে। অর্থাৎ উপনিষদের সেই 'প্রেয়' আর 'শ্রেয়ের' মধ্যে। মনীষীরা বলছেন শ্রেয়কেই অবলম্বন করতে। কোণার্কের সূর্যমন্দির সেই চিরন্তন উপদেশেরই প্রতীক। তার বহিরঙ্গে সম্ভোগ চিত্র, অন্তরঙ্গে বিগ্রহ। সম্ভোগের দিকে তাকিয়েই মানুষকে বৈরাগ্যের দিকে যেতে হবে। শৃঙ্গারশতক এই শ্রেয়-প্রেয় দ্বন্দ্বের কাব্য। 'পক্ষদ্বয়নিরূপণম্' বিভাগটিতেই তা স্পষ্ট—স্ত্রীযৌবন আছে বন আছে, কোন্ দিকে যাবে তুমি?

কাব্যগুণ

তত্ত্ব ছেড়ে কাব্য হিসেবেই এবারে শৃঙ্গারশতককে দেখি আমরা। নারীর জয়গান দিয়ে শুরু। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পত্নীদের গৃহভৃত্যে পরিণত—(১), যাদের কটাক্ষে ইন্দ্র-পতন ঘটে তাদের অবলা বলে কে?—(১০)। সবচেয়ে বড়ো কথা স্বয়ং কামদেবই তাদের দাস, কারণ তাদের কটাক্ষ যার উপর পড়ে, তিনি সেই দিকেই দৌড়ে যান (১১)।

চঞ্চলা নদীর সঙ্গেই উপমিত নারী—যদি এ নদীতে ডুবতে না চাও, তবে দূর থেকে একে পরিহার করো (৪৯)।

নারীমন দুরবগাহ, কার প্রতি তার আসক্তি তা বোঝাই দায়। আলাপ করছে এক-জনের সঙ্গে, চেয়ে আছে আর-একজনের দিকে, মনে কিন্তু তৃতীয় এক ভাগ্যবান (৫০)।

ভালো লাগে জনগণ বা সুধীজনকে সম্বোধন করে অকপটে মনের কথা বলার ভঙ্গিটা—বলুন তো কোন্ নিতম্বের শরণ নেব, পর্বতের না কামিনীর (৩৬)? স্তনভারক্লান্ত যৌবনের, না অরণ্যের (৩৭)? বলা বাহুল্য এ শতকের মূল সুর এই প্রশ্নাত্মকতা, কোথাও তা ব্যঙ্গ কোথাও বাচ্য।

কবিতার বাগ্‌ভঙ্গি সুমার্জিত, উপমা-রূপক-কাব্যলিঙ্গ-উদাত্তাদি অলংকারে মণ্ডিত। শ্লেষে দক্ষতার পরিচয় ছড়িয়ে আছে বহু শ্লোকে, এই শ্লেষ কখনও বা সমস্ত শ্লোক জুড়ে, কখনও বা বিশেষ একটি শব্দে। শ্লোকজোড়া শ্লেষগুলো (১২, ১৬, ১৭) মূলতঃ নারীর তাপসী ও বিলাসিনী মূর্তি নিয়ে। শ্লেষের দ্ব্যর্থকতা কবিমনে দ্বৈতভাবের সঙ্গে সুসঙ্গত। বিশেষ একটি শব্দের শ্লেষও অর্থ-ইঙ্গিতে মনোরম:

যে মধ্যস্থা সে অন্যকে কষ্ট দেবে কেন? যুবতীর রোমরাজি যখন মধ্যস্থা তখন সে অন্যের মনঃকষ্টের কারণ হচ্ছে কেন? (১৫)

ভালো লাগে বিভিন্ন অলঙ্কারের মিশ্রণ এবং সব ছাপিয়ে অলংকারধ্বনি। যেমন,

> মুগ্ধে ধানুষ্কতা কেয়মপূর্বা ত্বয়ি দৃশ্যতে।
> যথা বিধ্যসি চেতাংসি গুণৈরেব ন সায়কৈঃ॥ ১৩

এখানে প্রথম বাক্যের সমর্থনে দ্বিতীয় বাক্যটি, তাই বাক্যার্থহেতুক কাব্যলিঙ্গ। গুণৈঃ পদের দ্ব্যর্থকতায় শ্লেষ, আবার সায়ক ছাড়া শুধু গুণে (= ছিলায়) আকর্ষণের অসম্ভাবতায় বিষম। এ-সব অলংকারের অঙ্গাঙ্গিভাবে হল সংকর বা সংহৃতি। (মৃদু অনুপ্রাসে ধ্বনি-মাধুর্য সৃষ্টির কথা বাদই দিলাম।) কিন্তু সব ছাপিয়ে অলংকারধ্বনি ব্যতিরেকের। অর্থাৎ উপমান ধানুষ্কের চেয়ে উপমেয় মুগ্ধাঙ্গনার আধিক্য-ব্যঞ্জনা।

শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী ও হরিণী, বংশস্থ, বসন্ততিলক, দোধক, শালিনী ইত্যাদি ছন্দরচনায় স্বচ্ছন্দ পারদর্শিতা থাকলেও কবি বিশেষ করে অনুষ্টুপের সহজ লাবণ্যে মনকে আকর্ষণ করেন:

> সংসার! তব পর্যন্তপদবী ন দবীয়সী।
> অন্তরা দুস্তরা ন স্যুর্যদি তে মদিরেক্ষণা!॥ (৩৩)
> অনুষ্টুপে গভীরতাও যেন বেশি।

উপমা অধিকাংশক্ষেত্রেই পুরাতনের অনুবৃত্তি, তবু মাঝে মাঝে বংশকাণ্ডের বর্ণের মতো কুশল বা শকযুবতির কপালের মতো পানপত্র সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তোলে।

সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কল্পনাসমৃদ্ধ রম্যপদবন্ধ: স্বর্গ এষু পরিশিষ্ট আগমঃ (এসব থাকতে শাস্ত্রোক্ত স্বর্গ পরিশিষ্ট মাত্র-২৩), শৃঙ্গারদ্রুমনীরদে যৌবনে (শৃঙ্গার-তরুর পক্ষে মেঘরূপ যৌবনে ৩০), নভসি প্রৌঢ়জলদধ্বনিপ্রাজ্ঞংমন্যে (ঘনমেঘের গহনে পণ্ডিতম্মন্য আকাশে-৯৪), তুহিনক্ষোদদক্ষা মৃগাক্ষী (হিমরোধে নিপুণ মৃগনয়না-৯৮), মরুৎ কান্তাসু কান্তায়তে (বায়ু কান্তার সঙ্গে কান্তের মতো আচরণ করছে—১০০ ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে বাগভঙ্গিতে সংস্কৃত বিশিষ্টার্থক শ্লেষগুচ্ছের প্রয়োগে বাংলা বাগ্‌বিধির স্বাদ পাই যেন:

নিষ্ঠীবনশরাবম্ (থুথুফেলার শরামাত্র-৫৭), হর্তমপিচ হন্তেব মদনঃ (মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেয় মদন—৭৮), বিন্ধ্যঃ প্লবেৎ সাগরে (বিন্ধ্য ভাসবে সাগরে-৮০ >শিলা ভাসে জলে) ইত্যাদি।

গভীর সত্য কোনো কোনো শ্লোকে অত্যন্ত সহজভাবে প্রকাশিত ঃ

বিরহেঽপি সঙ্গমঃ খলু পরস্পরং সঙ্গতং মনো যেষাম্। হৃদয়মপি বিঘটিতং চেৎ সঙ্গো বিরহং বিশেষয়তি॥৬৫ যাদের মন পরস্পর মিলিত তারা বিরহেও মিলিত আর যাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন তাদের মিলনও বিচ্ছেদেরই নামান্তর মাত্র।

ধন্যানাং বত দুর্দিনং সুদিনতাং যাতি প্রিয়সঙ্গে—এধরণের অর্থান্তরন্যাসেও আছে প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন সত্যের ইঙ্গিত।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। শুধু ভুবনেই কি না, অমর্তলোকেও : স্বর্গেঽপি চাপ্সরসঃ (৭২)! কন্দর্পের এই বিশ্বজয়ী শক্তিকে স্বীকার করেও শৃঙ্গারশতক বলছে ঃ অন্য এক স্বর্গ আছে যে। দ্বিধা থেকে প্রত্যয়ে পাড়ি দেবার মন্ত্রই শৃঙ্গার-শতকে উদ্গীত।

সুভাষিত

১. পুণ্যৈর্বিনা ন হি ভবন্তি সমীহিতার্থাঃ। ১৮
 (পুণ্য বিনা কারো মনস্কামনা পূর্ণ হয় না)

২. বিরহেঽপি সঙ্গমঃ খলু পরস্পরং সঙ্গতং মনো যেষাম্। ৬৫
 (যাদের মন পরস্পর মিলিত তারা বিরহেও মিলিত)

৩. হৃদয়মপি বিঘটিতং চেৎ সঙ্গো বিরহং বিশেষয়তি। ৬৫
 (যাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন তাদের মিলনও বিচ্ছেদের নামান্তর মাত্র

৪. তপসোঽপি ফলং স্বর্গঃ স্বর্গেঽপি চাপ্সরসঃ। ৭২
 (যে তপস্যায় ফল স্বর্গ সেই স্বর্গেও অপ্সরারা আছে)

৫. কন্দর্পদর্পদলনে বিরলা মনুষ্যাঃ। ৭৩
 (কন্দর্পের দর্প নাশ করতে পারে এমন মানুষ বিরল)

৬. তাবন্মহত্ত্বং পাণ্ডিত্যং কুলীনত্বং বিবেকিতা।
 যাবজ্জ্বলতি নাঙ্গেষু হতঃ পঞ্চেষুপাবকঃ। ৭৬
 (ততক্ষণই মহত্ত্ব, পাণ্ডিত্য, কৌলীন্য ও কর্তব্যবিচার,
 যতক্ষণ অনঙ্গের সেই পোড়া আগুন অঙ্গে না জ্বলে)

৭. প্রসরতি মধৌ ধাত্র্যাং জাতো ন কস্য গুণোদয়ঃ ৮১
 (ধরায় বসন্ত এলে কার না গুণের জোয়ার আসে?)

৮. বিপদি হন্ত সুধাঽপি বিষায়তে। ৮২
 (হায়! বিপদে সুধাও বিষ হয়ে ওঠে)

৯ ধন্যানাং বত দুর্দিনং সুদিনতাং যাতি প্রিয়সঙ্গমে। ৯৫
 (প্রিয়সঙ্গমে ভাগ্যবানদের দুর্দিনও সুদিন হয়ে যায়)

শৃঙ্গারশতক

স্ত্রীপ্রশংসা

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে[১] যিনি সর্বদা মৃগনয়নাদের (তাঁদের পত্নীদের) গৃহভৃত্যে পরিণত করেন, অনির্বচনীয় চরিত্রে চিত্রিত সেই মকরবাহন[২] দেবতাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

হাসি, সানুরাগ মুখভঙ্গি, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠিত আধো-অপাঙ্গদৃষ্টি, মঞ্জুভাষণ, ঈর্ষাকলহ ও শৃঙ্গারময় ভাববিলাসে স্ত্রীলোকেরা (পুরুষদের) বেঁধে ফেলে ॥ ২ ॥

ভ্রূ-বিভ্রমে কুঞ্চিত কটাক্ষ, প্রণয়মধুর কথন, লজ্জায় পরিণত হাসি,[৩] লীলামন্থর গতি ও স্থিতি--এসব স্ত্রীলোকদের অলংকার ও অস্ত্র ॥ ৩ ॥

কোথাও ভ্রূকুটি কোথাও বা লজ্জানম্রতা, কোথাও বা ভয়চকিত লীলামাধুর্য - কুমারীদের এই-সব প্রণয়মধুর নেত্রবিলাসে দিঙ্মণ্ডল যেন প্রস্ফুটিত নীলকমলে পরিকীর্ণ ॥ ৪ ॥

চাঁদের মতো সুন্দর মুখ, পদ্মকেও উপহাস করতে পারে এমন দুটি চোখ, সোনাকেও ছাড়িয়ে যায় এমন রঙ, ভ্রমরীদেরও পরাজিত করে এমন কেশপাশ, করি-কুম্ভের সৌন্দর্যকে হরণ করে এমন দুটি স্তন, গুরুভার-নত নিতম্ব এবং মনোহর মাধুর্যে মণ্ডিত কথা—এসব যুবতিদের স্বাভাবিক অলংকার ॥ ৫ ॥

ঈষৎ-মাদকতায়-পূর্ণ হাসি, সরল ও চঞ্চল দৃষ্টিসম্পদ, অভিনব বিলাসবচনে সরস বাগ্‌বিন্যাস, সুন্দর পাদপাতের আরম্ভ, অঙ্কুরিত লীলাবিভ্রম -উদ্ভিন্নযৌবনা মৃগনয়নাদের কোন্‌টিই বা রম্য নয়[৪] ? ॥ ৬ ॥

দ্রষ্টব্যের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—মৃগনয়নার প্রণয়প্রসন্ন মুখ।
ঘ্রাতব্যের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—তার মুখপবন।
খাদ্যের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ- তার অধরপল্লবের রস।
স্পর্শের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ--তার দেহ।

সঙ্কল্পের ধ্যেয় বিষয়ের মধ্যের কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—সর্বত্র নব যৌবনে বর্তমান তার বিলাস বিভ্রম ॥ ৭ ॥

ভয়-পাওয়া মুগ্ধ হরিণীদের মতো কটাক্ষে এই তরুণীরা কার মন না হরণ করছে ? চঞ্চল বলয়, মেখলা ও নূপুরের ঝংকারে এরা রাজহংসীদেরও পরাজিত করে ॥ ৮ ॥

কাশ্মীর-চন্দনে যার দেহ অনুলিপ্ত, গৌরবর্ণ স্তনে যার কণ্ঠহার কম্পিত, যার চরণ-পদ্মে হংসরব অনুরণিত এমন রমণী কাকে না বশীভূত করে ? ॥ ৯ ॥

যাঁরা নিত্যই কামিনীদের অবলা-নামে চিহ্নিত করেন সেই কবিশ্রেষ্ঠেরা নিশ্চয়ই উল্টো কথা বলেন। কারণ চঞ্চল কটাক্ষে যারা ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও জয় করেন তারা অবলা হবে কেমন করে ? ॥ ১০ ॥

কামদেব নিশ্চয়ই সেই সুন্দরীর দাস কারণ তার (সেই সুন্দরীর) কটাক্ষ যে দিকে পড়ে তিনি সেই-দিকেই দৌড়ে যান ॥ ১১ ॥

তোমার কেশ সংযত (চুল সুন্দর করে বাঁধা)। বেদের পরপারে গিয়েছে তোমার চোখ (আকর্ণ বিস্তৃত তোমার চোখ), স্বভাবপূত ব্রাহ্মণের স্তবগান তোমার মুখে (স্বভাবশুভ্র দন্ত পঙ্‌ক্তিতে তোমার মুখগহ্বর মণ্ডিত) তোমার করি-কুম্ভের মতো স্তন-

দ্বয় মুক্ত পুরুষদের স্থায়ী আবাস (তোমার করিকুম্ভের মতো স্তনদ্বয় মুক্তাহারে শোভিত)। হে তন্বী, এই ভাবে শতগুণমণ্ডিত হয়েও তোমার দেহ আমাদের মনকে অভিলাষে চঞ্চল করে তুলছে' ॥ ১২ ॥

হে মুগ্ধা! তোমার মধ্যে ধনুক চালনার এ এক অপূর্ব কৌশল দেখা যাচ্ছে। তুমি শুধু গুণেই (গুণ অর্থাৎ ছিলা আকর্ষণ করেই) চিত্তকে বিদ্ধ করছ, বাণ বর্ষণে নয় ॥১৩॥

প্রদীপ আছে, আগুন আছে, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র আছে, তবু মৃগশাবকের মতো চোখ যার সেই সুন্দরীর অভাবে আমার এই জগৎ অন্ধকারময়' ॥ ১৪ ॥

তার স্তনভার মাত্রা-ছাড়ানো (অর্থান্তরে বর্তুল), চোখ-দুটো তো চঞ্চলই, ভ্রূলতাও অস্থির, ওষ্ঠপল্লবেও বক্রিমা (অর্থান্তরে মাৎসর্য)—এসব আমার ব্যথার কারণ হতেই পারে, কিন্তু পুষ্পবাণ কামদেব যা সৌভাগ্যরেখার মতো লিখে রেখেছেন মধ্যাস্থা হয়েও সেই রোমরাজি আমাকে বেশি তাপ দিচ্ছে কেন? ॥ ১৫ ॥

চন্দ্রকান্তরূপ মুখে (চন্দ্রকান্তিমণ্ডিত মুখে নীলকান্তমণিরূপ কেশপাশে (ঘননীল কেশপাশে), পদ্মরাগমণিরূপ হাতদুটিতে (পদ্মরাগের আভাযুক্ত করতল দুটিতে) সে যেন রত্নময়ী হয়ে শোভা পেল। শ্লিষ্ট বাক্যাংশগুলির দ্বিতীয় অর্থ বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে] ॥ ১৬ ॥

গুরু-(বৃহস্পতি-) রূপ স্তনভারে (গুরুভার স্তনে ভাস্কর-রূপ মুখচন্দ্রে (শোভমান মুখচন্দ্রে) এবং শনিরূপ চরণদ্বয়ে (ধীরসঞ্চারী চরণদ্বয়ে) সে যেন গ্রহময়ী হয়ে শোভা পেল ॥ ১৭ ॥

হে চিত্ত! তার স্তন-দুটি যদি নিবিড় হয়, নিতম্ব যদি মনোহর হয়, মুখ যদি সুন্দর হয়, তবে তোমার এই আকুলতা কেন? যদি তোমার বাসনা থাকে তবে পুণ্য করো। পুণ্য বিনা কারো মনোবাসনা পূর্ণ হয় না ॥ ১৮ ॥

যা তারুণ্যসৌন্দর্যের নব পরিমলে যুক্ত, যা প্রবল রতিশক্তিতে মণ্ডিত, যা কামদেবকে বিজয় দানের প্রতিভূস্বরূপ যা চিত্তাকর্ষক, যা অভিনব বিকারে পরিপূর্ণ মৃগনয়নাদের সেই বিলাসবিভ্রম জয়যুক্ত হোক ॥ ১৯ ॥

যা প্রণয়ে মধুর, যা প্রেমে উচ্ছ্বসিত, যা রসানুভূতির আশ্রয়, যা মৃদু উচ্চারণে রমণীয়, যা সৌকুমার্যে মণ্ডিত, যাতে ঔৎসুক্য প্রকাশিত, যা স্বভাবসুন্দর, যা বিশ্বাসে আর্দ্র, যা রতিরাগবর্ধক—হরিণনয়নাদের সেই গোপনে উচ্চারিত নর্ম-বচন সত্যিই মনকে হরণ করে ॥ ২০ ॥

সম্ভোগবর্ণনা

একটি তরুণী তরুবনে বিশ্রাম করতে করতে ভ্রমণ করছিল। স্তনাংশুক হাতে তুলে ধরে[১০] সে চাঁদের কিরণ আড়াল করছিল ॥ ২১ ॥

তার অদর্শনে আমরা শুধু তার দর্শন কামনা করি, দর্শনের পর আলিঙ্গনের আনন্দ-লাভে লুব্ধ হই, আর সেই আয়তাক্ষীকে আলিঙ্গন করার পর দুই দেহের অভেদ কামনা করি[১] ॥ ২২ ॥

মাথায় প্রস্ফুটনমুখী মালতী, অঙ্গে কাশ্মীরী চন্দন, বুকে মদালসা প্রিয়তমা- এসব থাকতে শাস্ত্রোক্ত স্বর্গ পরিশিষ্ট মাত্র ॥ ২৩ ॥

প্রথমে আবেগ উদ্রিক্ত না হওয়ায় 'না না থাক' কিন্তু তারপর অভিলাষ জাগ্রত হওয়ায়

একটু লজ্জা, তারপর (প্রথমে) আড়ষ্টতা ত্যাগ করে দেহ শিথিল করে দেওয়া, তারপর প্রণয়বিহ্বলতা, সব শেষে প্রগল্‌ভতায় নির্ভয়ে অঙ্গ আকর্ষণ করে সুখদান—কুলরমণীদের এই যে গভীর-গোপন রতিরঙ্গ তা সত্যিই রমণীয় ॥ ২৪ ॥

যারা বক্ষে নিপতিত, যাদের কবরীবন্ধন বিস্রস্ত, যাদের মুকুলিত নয়ন ঈষৎ উন্মীলিত, বিপরীত-রতিতে যাদের কপোলদেশ স্বেদসিক্ত এমন বধূদের অধরসুধা ভাগ্যবানেরাই পান করেন ॥ ২৫ ॥

তরুণেরা ঈষৎ-নিমীলিত চোখে পরস্পর যে রতিসুখ অনুভব করে, তা-ই হল স্ত্রী-পুরুষের সার্থক কামনিষ্কর্ষ ॥ ২৬ ॥

জরাতেও যে পুরুষের মদনবিকার দেখা যায় তা উচিত নয়, কালসম্মতও নয়। স্ত্রী-লোকেরও স্তন পতন পর্যন্ত জীবন বা রমণ নির্ধারিত হয় নি[১২] ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্, জগতে তৃষ্ণার পরপারে কেউ যেতে পারে না। প্রভূত ধন দিয়ে কী হবে, যদি সানুরাগ যৌবনই যায় চলে ? আক্রমণ করে করে জরা শ্রী লোপ করার আগেই[১৩] আমাদের বিকশিত-পদ্মলোচনা প্রণয়িনীদের নিয়ে গৃহে ফিরতে হবে ॥ ২৮ ॥

মাৎসর্যের মুখ্য অধিষ্ঠান, শত শত নরক যন্ত্রণার হেতু, আসক্তির জন্ম-কারণ, জ্ঞান-চন্দ্রের মেঘরাশি এবং কামদেবের প্রধান বন্ধু এই যৌবন। যৌবনে স্পষ্টত নানা দোষ দৃশ্যমান। এর চেয়ে ভয়ংকর অনর্থরাশির উৎসভূমি জগতে আর কিছুই নেই ॥ ২৯ ॥

যৌবন শৃঙ্গারতরুর পক্ষে (বর্ষণপ্রদ) মেঘের মতো, ব্যাপ্তিশীল ক্রীড়ারসে স্রোতের মতো, কামদেবের প্রিয় বন্ধুর মতো, নিপুণ বচনরূপ মুক্তাফলের সমুদ্রের মতো, তন্বীদের নয়নরূপ চকোরের পক্ষে পূর্ণচন্দ্রের মতো—সৌভাগ্যসম্পদের আধার এই যৌবন লাভ করে কোন্ কৃতিমান্ না বিকারগ্রস্ত হয় ? ॥ ৩০ ॥

যাদের মেখলাদাম ঝংকৃত, স্তনভারে যাদের কটিদেশ অবনত সেই কমলনয়না তরুণীরা না থাকলে, নির্মলমতি মানুষেরা কু-নৃপতির প্রাসাদ-দুয়ারে কাজের জন্যে ধর্না দেবার কলঙ্ক সহ্য করে এই অসার সংসারে মন দিতে পারত কি ? ॥ ৩১ ॥

যদি ভয়চকিত হরিণ শাবকের নয়নলাবণ্যে মণ্ডিত কামদেবের আয়ুধ সেই কামিনীরা না থাকত, তাহলে যোগিজন-অধ্যুষিত যার গুহাগৃহ, গঙ্গা যার শিলাতল প্রক্ষালন করে হরবৃষের স্কন্ধঘর্ষণে যার তরুদল ভগ্ন,—সেই হিমালয়সানু ফেলে রেখে কোন্ মনস্বী আর শিরোদেশ (রাজদ্বারে প্রণামের কলঙ্কে) ম্লান করত ? ॥ ৩২ ॥

সংসার ! যদি সেই দুস্তর মদিরনয়নারা মাঝখানে না থাকত তা হলে তোমার অবসানসীমা এত দূরবর্তী হত না[১৪] ॥ ৩৩ ॥

পক্ষদ্বয়নিরূপণ

হয়, পাথরের প্রান্তে মূলচ্ছেদ করে বংশকাণ্ডের বর্ণমণ্ডিত কুশতৃণের গ্রাস বন-হরিণীদের দাও, না হয় বধূদের দাও তাম্বূল পত্র যা শকযুবতির কপোল দেশের মতো পাণ্ডুবর্ণ এবং রক্তবর্ণ-নখাগ্রে[১৫] ছিন্ন ॥ ৩৪ ॥

পরিণামে-বিরস বিষয়-রাশি অসার বলে পরিগণিত হোক এবং সমস্ত দোষের আকর বলে তা পরিত্যাজ্য হোক, এ পৃথিবীতে পরহিতের চেয়ে অধিকতর পুণ্য আর কিছুই নেই, এ সংসারে কমলনয়না কামিনীর চেয়ে রম্যতরও আর কিছুই নেই ॥ ৩৫ ॥

সুধীজনেরা পক্ষপাতিত্ব বর্জন করে এবং বাস্তবতা বিচার করে ঠিক ঠিক বলুন তো,

আমরা পর্বতের নিতম্ব (কটকদেশ) আশ্রয় করব, না কামোচ্ছ্বাসে স্মিতহাস্যময়ী বিলাসিনীদের নিতম্ব আশ্রয় করব ? ॥ ৩৬ ॥

স্বপ্নসার এই সংসারে জ্ঞানীদের দুটি পথ – তত্ত্বজ্ঞানের অমৃত-প্লাবনে হৃদয় সমর্পণ করে কিছুকাল কাটানো, অথবা সেই সুন্দরী কামিনীদের সঙ্গসুখ ভোগ করা, যারা স্তনে-ও-জঘনে তাঁদের আকর্ষণ করে এবং স্থূল উপস্থদেশের[১৬] অনুভবে বাধাদানে তাঁদের রতিরঙ্গের উদ্যমকে মধুর করে তোলে ॥ ৩৭ ॥

হয় গঙ্গার কলুষনাশী বারিতে[১৭], নয় তরুণীর হারমণ্ডিত মনোহর স্তনদুটিতে বাসস্থান রচনা করুন ॥ ৩৮ ॥

যুক্তিহীন বহু তর্কে লাভ কী ? পুরুষদের দুটি জিনিসই সর্বদা সেব্য হয় সুন্দরীদের অভিনব কামলোলুপ স্তনভারক্লান্ত যৌবন, নয় অরণ্য ॥ ৩৯ ॥

জনগণ ! আমি কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব না করে বলছি–সপ্তলোকে আমার এ কথা প্রযোজ্য ঃ নিতম্বিনীদের মতো রমণীয় কিছু নেই, তাদের মতো দুঃখের মুখ্য হেতুও আর কিছু নেই ॥ ৪০ ॥

কামিনীনিন্দা

কান্তা, কমললোচনা, বিপুলনিতম্বা, রম্যমুখকমলা এবং সুচারু-ভ্রূমণ্ডিতা বলে যে বিদ্বানও প্রত্যক্ষত অপবিত্র চর্মপুট বৈ কিছু নয় সেই কামিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়, আনন্দিত হয়, অভিরত হয় এবং স্তুতিতে পঞ্চমুখ হয়। হায় ! মোহের কী কুৎসিত বিলাস ! ॥ ৪১ ॥

যার স্মরণে তাপ, দর্শনে উন্মত্ততা এবং স্পর্শনে মোহ জন্মায় সে আবার 'দয়িতা' হয় কেমন করে[১৮] ? ॥ ৪২ ॥

যতক্ষণ চোখের সামনে আছে ততক্ষণই অমৃতময়ী চোখের বাইরে গেলেই বিষের চেয়েও ভয়ংকর ॥ ৪৩ ॥

এই নিতম্বিনী ছাড়া অমৃত বা বিষ বলে কিছু নেই। মিলিত হলে সেই অমৃতলতা বিযুক্তা হলে সে-ই বিষলতা ॥ ৪৪ ॥

সংশয়ের আবর্ত, অবিনয়ের ভুবন, সাহসের নগর, দোষের আকর, শতকপটতার আধার, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, স্বর্গদ্বারের বিঘ্ন, নরকের দ্বার, সমস্ত মায়ার পেটিকা, অমৃতময় বিষ, প্রাণিজগতের বন্ধন এমন স্ত্রীযন্ত্র কে সৃষ্টি করল ? ॥ ৪৫ ॥

এই চন্দ্র সত্যিই এর মুখে পরিণত হয় নি, পদ্মযুগলও এর নয়নে রূপ নেয় নি, সোনা দিয়েও এর অঙ্গ তৈরি নয়, এসব (তত্ত্ব) জেনেশুনেও কবিদের কথায় প্রতারিত হয়ে[১৯] অস্থিচর্মমাংসময় মৃগনয়নাদের দেহ মন্দজনে ভোগ করে ॥ ৪৬ ॥

বিলাসিনীদের বিলাস স্বাভাবিক কিন্তু মূর্খের হৃদয়ে তা স্ফুরিত হয়, পদ্মিনীর রাগও (রক্তিমা, অনুরাগ) নৈসর্গিক, কিন্তু ভ্রমর সেখানে বৃথাই ভ্রমণ করে[২০] ॥ ৪৭ ॥

এই যে সুন্দরীর পূর্ণযন্ত্রকল্প পরম সুন্দর মুখপদ্ম, যেখানে নাকি অধরমধু বাস করে, সেই মুখপদ্মই পচনশীল তরুফলের মতো বর্তমানে অতি রসাল কিন্তু এই সময়টা অতিক্রান্ত হলেই দুঃখপ্রদ হলাহলের মতো ॥ ৪৮ ॥

উন্মীলিত ত্রিবলীরূপ তরঙ্গে মণ্ডিত, উত্তুঙ্গ স্তনযুগলরূপ চক্রবাকদম্পতী-সমন্বিত, মুখরূপ পদ্মে শোভিত কুটিলা এই কান্তারূপিণী নদী–যদি এতে ডুবতে না চাও তবে

দূরে থেকে একে পরিহার করো ॥ ৪৯ ॥

একজনের সঙ্গে আলাপ করছে কিন্তু অনুরাগ দেখাচ্ছে আর-একজনকে, এদিকে মনে মনে কিন্তু অন্য কারো কথা ভাবছে। নারীদের কে যে প্রিয় কে জানে[১১] ? ॥ ৫০ ॥

কটাক্ষরূপ বিষবহ্নিময় বিলাসরূপফণাধারী প্রকৃতিকুটিল এই নারীরূপ ভুজঙ্গ থেকে দূরে সরে যাও। অন্য ভুজঙ্গ দংশন করলে ভেষজে নিরাময় করা সম্ভব, কিন্তু চতুর নারীরূপ ভুজঙ্গ যাকে দংশন করেছে সর্পমন্ত্রবিদ্‌রাও তার আশা ছেড়ে দেয় ॥ ৫১ ॥

কামদেবরূপ ধীবর সংসার-সমুদ্রে নারীরূপ বড়শি ফেলেছে, যাতে সে অচিরেই তার অধররূপ মাংসের টোপে লুব্ধ মনুষ্যরূপ মৎস্য আকর্ষণ করে অনুরাগের আগুনে তা পাক করতে পারে[১২] ॥ ৫২ ॥

হে মনপথিক, স্তনপর্বতে দুর্গম নারীদেহ-কান্তারে ভ্রমণ কোরো না, কারণ সেখানে মদন-তস্কর[১৩] আছে ॥ ৫৩ ॥

অতি-আয়ত (রমণীপক্ষে আকর্ণ বিস্তৃত), চঞ্চল, কুটিল, তেজস্বী (রমণীপক্ষে অতুজ্জ্বল), নীলোৎপলবর্ণের (রমণীপক্ষে নীলোৎপলসদৃশ) সর্প (রমণীপক্ষে বিশাল) আমাকে দংশন করেছে ; কিন্তু ঐ রকম রমণীনয়ন তা করে নি। সর্পদষ্ট হলে দিকে দিকে পরোপকারী চিকিৎসকেরা আছে, কিন্তু মুগ্ধা অঙ্গনার কটাক্ষে দষ্ট হলে আমার তো বৈদ্যও নেই, ওষুধও নেই ॥ ৫৪ ॥

এই-যে মধুর গান, এই-যে নৃত্য, এই-যে রস, এই-যে গন্ধ, এই-যে স্তনস্পর্শ[১৪] - অনর্থক এই বলে স্বার্থপটু পঞ্চ-ইন্দ্রিয় আমাকে বিভ্রান্ত করে বঞ্চিত করছে ॥ ৫৫ ॥

আমার এই মন্মথরূপ মৃগীরোগ মন্ত্রে সারবে না, ওষুধে সারবে না, নানা শান্তিপাঠেও দূর হবে না[১৫], বুদ্ধিভ্রংশ এনে এ রোগ বারবার অঙ্গে আনছে বিক্ষেপ, দৃষ্টিতে আনছে বিভ্রম আর ঘূর্ণন ॥ ৫৬ ॥

যে জন্মান্ধ, যে কুৎসিত, জরায় যার সর্বাঙ্গ জর্জর, যে আদৌ মার্জিত নয়, যে ভালো বংশের নয়, যে গলিত কুষ্ঠে ভুগছে, এমন মানুষকে যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে রমণীয় দেহ দান করে, বিবেককল্পলতার পক্ষে ছুরিকার মতো সেই পণ্যস্ত্রীদের প্রতি কে অনুরক্ত হয় ? ॥ ৫৭ ॥

ঐ পণ্য-স্ত্রী হল সৌন্দর্য-ইন্ধনে উদ্দীপিত মদনাগ্নিশিখা, কামীরা যাতে যৌবন-ও ধন আহুতি দেয় ॥ ৫৮ ॥

কোন্ কুলপুরুষ মনোজ্ঞ হলেও পণ্যস্ত্রীর অধরপল্লব চুম্বন করে যা জার ভট, চেট, নট ও বিটের থুথু ফেলার সরামাত্র[১৬] ॥ ৫৯ ॥

অঙ্গনাদের বচনে মধু, হৃদয়ে শুধু হলাহল। তাই (মধুময়) অধর পান করা হয় ; আর মুষ্টি দিয়ে (বিষময়) হৃদয় (বক্ষোদেশ) পীড়ন করা হয় ॥ ৬০ ॥

সুবিরক্তপদ্ধতি

যাদের নয়ন শুভ্র ও আয়ত, যৌবনের গর্বে যাদের স্তন নিবিড় ও স্থূল, যাদের কৃশ উদরে ত্রিবলীলতা শোভিত, তাদের দেখে যাদের মনে বিকার আসে না তারাই ধন্য ॥ ৬১ ॥

হে মুগ্ধা ! বিলাসবৈচিত্র্যে মুকুলিত মন্থর কটাক্ষ কেন নিক্ষেপ করছ ? বিরত হও, এ শ্রম বৃথা। আমরা এখন অন্য মানুষ। আমাদের তারুণ্য বিগত, এখন একমাত্র আস্থা তপোবনে ; কোনো মোহ নেই বলে জগৎপ্রপঞ্চকে এখন আমরা তৃণজ্ঞান করি ॥ ৬২ ॥

এই তরুণী আমার দিকে অনবরত পদ্মপত্রের প্রভানাশী নয়ন নিক্ষেপ করছে। এ ভেবেছে কী? আমার মোহ বিগত, কামদেবের বাণসম্পর্কিত জ্বরজ্বালা শান্ত। তবুও হতভাগিনী বিরত হচ্ছে না ॥ ৬৩ ॥

রে কন্দর্প! ধনুকের টংকারে কেন কর-কে কদর্য করে তুলছ[১৭]? ওরে কোকিল! কোমল কলরবে বৃথা কেন বকে মরছিস? রে মুগ্ধা! তোমার স্নিগ্ধ বিলাসমধুর চঞ্চল কটাক্ষের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আমার এই চিত্ত শংকরচরণের ধ্যানামৃত চুম্বন করেছে ॥ ৬৪ ॥

যাদের মন পরস্পর মিলিত তারা বিরহেও মিলিত, আর যাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন তাদের মিলনও বিচ্ছেদেরই নামান্তরমাত্র ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়তমা যদি জীবিতই না থাকে তবে গিয়ে কী হবে? আর যদি সে (অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয়ে) জীবিত থাকে তবেই বা গিয়ে কী হবে? এই ভেবে নবমেঘমালা দেখেও প্রবাসী নিজের গৃহে গেল না ॥ ৬৬ ॥

হে বিশ্বজন! ক্ষণভঙ্গুর কামিনীসঙ্গসুখ থেকে বিরত হও; করুণা, মৈত্রী ও প্রজ্ঞাবতী বধূজনের সঙ্গে মিলিত হও। কারণ নরকে হার-মণ্ডিত ঘনস্তন বা মুখরমেখলাশোভিত নিতম্ব--এর কোনো কিছুই তোমাদের বাঁচাতে পারবে না ॥ ৬৭ ॥

যখন যোগাভ্যাসবশে কৃশ মন ও আত্মা থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে মৈত্রীভাবনা প্রকাশিত হতে থাকে তখন সেই কৃতী পুরুষের কী প্রয়োজন প্রিয়তমাদের সঙ্গে আলাপনের? তাদের অধরপানেরই বা কী প্রয়োজন তাঁর? তাদের মুখপদ্ম দিয়েই বা তাঁর কী হবে? তাদের মুখসুবাসগন্ধী এবং স্তনকলসের আলিঙ্গনমধুর রতিরঙ্গই বা তার কোন্ কাজে আসবে? ॥ ৬৮ ॥

যখন কামান্ধকারের[১৮] সঞ্চারজনিত অজ্ঞান ছিল, তখন সমস্ত জগৎ মনে হত নারীময়। এখন অব্যর্থ জ্ঞানাঞ্জন চোখে দেওয়ায় আমার দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়েছে, ত্রিভুবন এখন ব্রহ্মময় দেখছি ॥ ৬৯ ॥

দুর্বিরক্তপদ্ধতি

কৃতী পুরুষদেরও ততক্ষণই নির্মলবিবেকরূপ প্রদীপ জ্বলে যতক্ষণ তারা মৃগনয়নাদের চটুল নেত্রাঞ্চলে তাড়িত না হয় ॥ ৭০ ॥

বেদপাঠে মুখর পণ্ডিতদের নারীসঙ্গ ত্যাগের বার্তা কেবল কথাতেই। কমলনয়নাদের পদ্মরাগমণিখচিত মেখলায় শোভিত নিতম্বদেশ কে ত্যাগ করতে পারে? ॥ ৭১ ॥

যে মিথ্যাভাষিণী যুবতীদের নিন্দা করে সে নিজেকে এবং অপরকে প্রতারিত করে, কারণ তপস্যার ফল স্বর্গ, সেই স্বর্গেও অপ্সরারা আছে ॥ ৭২ ॥

পৃথিবীতে অনেক বীরই মত্তহস্তীর কুম্ভপীড়নে সমর্থ। কেউ কেউ দুর্দান্ত সিংহ-বধেও দক্ষ, কিন্তু বীরপুরুষদের সামনেই সবলে ঘোষণা করছি কন্দর্পের[১৯] দর্পনাশে দক্ষ মানুষ খুব কমই আছে ॥ ৭৩ ॥

পুরুষেরা ততক্ষণই সৎপথে থাকেন ইন্দ্রিয়কে বশে রাখতে পারেন এবং লজ্জানম্র হয়ে বিনয় অবলম্বন করেন যতক্ষণ লীলাবতীদের এই ধৈর্যহারী দৃষ্টিবাণ এঁদের হৃদয়ে না পড়ছে, যে-বাণ ভ্রূ-ধনু আকর্ষণ করে নিক্ষিপ্ত, যা আকর্ণ দীর্ঘায়িত এবং যার পক্ষ্ম নীলবর্ণ ॥ ৭৪ ॥

উন্মত্ত প্রণয়-সম্ভ্রমে অঙ্গনারা (ভালোমন্দ) যা-ই করতে শুরু করুক না কেন তাতে বাধা দিতে স্বয়ং ব্রহ্মাও ভয় পান। ॥ ৭৫ ॥

ততক্ষণই মহত্ত্ব, পাণ্ডিত্য, কৌলীন্য ও কর্তব্য বিচার, যতক্ষণ অঙ্গে অনঙ্গের সেই পোড়া আগুন না জ্বলে ॥ ৭৬ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিজ্ঞ এবং সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী পুরুষও এ সংসারে কদাচিৎ সদ্‌গতি লাভ করতে পারেন, কারণ সুন্দরীদের চোখের কুটিল ভ্রূলতার চাবি[২০] নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে ॥ ৭৭ ॥

অস্থিচর্মসার কাণা, খোঁড়া, কান-ছেঁড়া ল্যাজকাটা ক্ষতবিক্ষত, পুঁজ-চোয়ানো, ক্ষুধায় শীর্ণ জরাগ্রস্ত এবং গলায়-হাঁড়ির-মুখ-পরানো কুকুরও কুকুরনীর খোঁজ করে। মদন মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা দিতে ছাড়ে না[২১] ॥ ৭৮ ॥

কামদেবের সেই তুলনারহিত এবং সমস্ত অর্থ ও সম্পদের হেতু স্ত্রীরূপ মুদ্রাকে যে মূর্খেরা মিথ্যাফলের অন্বেষণে ত্যাগ করে চলেন, কামদেব তাদের নির্দয়ভাবে পীড়ন করে কাউকে নগ্ন করেন, কাউকে করেন মুণ্ডিত, কাউকে পঞ্চশিখামণ্ডিত, কাউকে বা কাপালিক ॥ ৭৯ ॥

যাঁরা বায়ু, জল ও পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেন, সেই বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রমুখ মহাপুরুষেরাও যদি রমণীদের সুন্দর মুখকমল দর্শন করেই মুহ্যমান হন, তাহলে যারা ঘৃত-বাসিত শালিধানের ভাত এবং দুধ-দই খায় (অর্থাৎ যারা সংসারে রসে-বশে থাকে) তাঁরা যদি ইন্দ্রিয় দমন করতে পারে, তাহলে বিন্ধ্যপর্বত সাগরে ভাসবে ॥ ৮০ ॥

ঋতুবর্ণনা

বাতাস সুবাসময়, তরুশাখায় নতুন কিশলয়, কোকিলবধূরা মধুর ও বিধুর আবেগে উদ্ভাসিত, অঙ্গনাদের মুখচন্দ্রে কোথাও কোথাও ঘর্মবিন্দুর মণ্ডন ধরায় বসন্ত এলে কার না গুণের জোয়ার আসে ?[২২] ॥ ৮১ ॥

এই বসন্ত কোকিলাদের মধুর কূজনে ও মলয় বাতাসে বিরহিণীদের তাপিত করে। হায় ! বিপদে সুধাও বিষ হয়ে ওঠে ॥ ৮২ ॥

পাশে বিচিত্রবিভাবের আবাসস্বরূপ বিলাসিনী দয়িতা, কানে কোকিলবধূদের কূজন, লতামণ্ডপ প্রফুল্ল, কিছু সংকবির সঙ্গ, মোহিনী জ্যোৎস্না—এমন বিচিত্র চৈত্রের রাত কোনো-কোনো বিশেষ ভাগ্যবানের হৃদয়েই আনন্দ সঞ্চার করে থাকে ॥ ৮৩ ॥

কোকিলবধূরা রসালতরুর মঞ্জরীর দিকে গভীর আবেগে চেয়ে আছে, এই মঞ্জরী যেন প্রোষিতভর্তৃকাদের বিরহানলের আহুতির মতো। নতুন পাটলীফুলের ঘন গন্ধ চুরি করে মলয়বাতাস বইছে। সমস্ত ক্লান্তি দূর করছে সে ॥ ৮৪ ॥

প্রণয়িণীদের হৃদয়ে দৃঢ়মূল মান ততক্ষণই থাককে, যতক্ষণ চন্দনতরুর গন্ধ নিয়ে মলয়পবন না বইবে ॥ ৮৫ ॥

আমের মুকুলের গন্ধে যার দিগন্ত মূর্ছিত, যেখানে মধুপানে মৌমাছিরা মত্ত সেই বসন্ত-ঋতুতে কে না উৎকণ্ঠিত হবে ?[২৩] ॥ ৮৬ ॥

বিশুদ্ধ চন্দনে চর্চিত মৃগনয়নারা, ধারাগৃহ, কুসুম, কৌমুদী, মন্দ বায়ু, মালতী ও পরিচ্ছন্ন সৌধতল গ্রীষ্মে আনন্দ ও প্রণয়ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করে ॥ ৮৭ ॥

মনোহর মালা, পাখার বাতাস, চাঁদের আলো, পরাগ, কেলিসরোবর, শুদ্ধ মধু,

শুভ্র হর্ম্যতল, চন্দন-ধূলি, কমলনয়নাদের সুখ, বসন গ্রীষ্মঋতুতে ভাগ্যবানেরা এই সব সুখ ভোগ করে ॥ ৮৮ ॥

সুধাশুভ্র আবাস, নির্মলকিরণে শোভমান চাঁদ, প্রিয়ার মুখকমল, অতিসুরভি চন্দনধূলি, মনোহর মাল্যদাম -এই সব বিষয়াসক্তদের মনেই চাঞ্চল্য আনে, বিষয়বিমুখদের মনে নয় ॥ ৮৯ ॥

প্রফুল্ল জাতিকুসুমে যে সুবাসিত (তরুণীপক্ষে অলংকাররূপে পরিহিত জাতি-কুসুমে সুবাসিত) এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ মেঘমালায় যে মণ্ডিত (তরুণীপক্ষে উন্নত ও স্থূলস্তনে শোভিত), তরুণীদের সজ্জায় যে কাম উদ্দীপিত করে, সেই বর্ষা কার মনে না আনন্দ আনে ? ॥ ৯০ ॥

মেঘসঞ্চারে শোভিত আকাশ, নবাঙ্কুরমণ্ডিত ভূমি, নূতন গিরিমল্লিকা ও কদম্ব-ফুলের গন্ধে সুবাসিত পবন, ময়ূরদের কেকারবে রমণীয় বনপ্রান্ত সুখী ও অসুখী সকলকেই উৎকণ্ঠিত করে ॥ ৯১ ॥

উপরে ঘন মেঘদল, চারদিকে ময়ূর-নাচানো পাহাড়, মাটিও অঙ্কুরে অঙ্কুরে শুভ্র প্রবাসী কোথায় চোখ মেলবে ?[৩৩] ॥ ৯২ ॥

এদিকে বিদ্যুৎ-লতার চমক, ওদিকে কেতকীতরুর গন্ধোচ্ছ্বাস, এদিকে মেঘগর্জন ওদিকে ময়ূরীদের ক্রীড়া-কলরব। সুনয়নাদের উদ্দীপক বিরহের দিনগুলো কাটবে কী করে ? ॥ ৯৩ ॥

চারদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, আকাশ ঘনমেঘের গর্জনে গর্বিত,[৩৪] ঝিরঝিরে বৃষ্টি, এরই মধ্যে এই সোনারবরণ বিদ্যুতের ঝিলিক পথে অভিসারিকাদের আনন্দ ও অশান্তির[৩৫] কারণ হয়ে উঠেছে ॥ ৯৪ ॥

প্রবল বর্ষণের দরুন প্রিয়তমেরা বাইরে যেতে পারে না, তাই হিম-জনিত কম্পনের ছলে আয়তনয়নারা তাদের গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধে। জলকণায় শীতল বায়ু সুরতান্তে শ্রম দূর করে। প্রিয়সঙ্গমে ভাগ্যবানদের দুর্দিনও সুদিন হয়ে যায় ॥ ৯৫ ॥

অর্ধেক রাত ঘুমোবার পর[৩৬] সাগ্রহে আরব্ধ রতিজনিত পরিশ্রমে অঙ্গ ক্লান্ত ও শিথিল হয়ে পড়ে, মদ্যপানের ঘোর কেটে গেলে অসহ্য তৃষ্ণা পায়। -এ অবস্থায় নির্জন প্রাসাদের ছাদে রতিক্লান্ত প্রিয়া শিথিলবাহুতে ভৃঙ্গারটি নুইয়ে জল ঢেলে দেয়। শরৎকালের জ্যোৎস্নাধারায় মিলিত সেই নির্মল জল[৩৭] যে পান না করে সত্যিই তার পুণ্যের জোর নেই ॥ ৯৬ ॥

হেমন্তে দই দুধ আর ঘি সহযোগে আহারের পর মুখে পানসুপারি পুরে নিয়ে, রঞ্জিত বাস ধারণ করে, অঙ্গে কুঙ্কুমরসের প্রলেপ দিয়ে বিচিত্র রতিরঙ্গে ক্লান্ত হয়ে সুবৃত্ত, উন্নত স্তনের অধিকারিণীদের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে যারা গৃহকোণে সুখে নিদ্রা যায় তারা সত্যিই ভাগ্যবান ॥ ৯৭ ॥

বিকশিত প্রিয়ঙ্গুর বর্ণমণ্ডিত প্রস্ফুটিত কুন্দফুলের সুবাসে ভ্রমরেরা মত্ত, হিমেল হাওয়ায় রমণীয় মন্দার-ফুলের ঝাড় কাঁপছে, -এমন ঋতুতে কিছুক্ষণের জন্যেও হিমরোধে-নিপুণা[৩৮] মৃগনয়নারা যাদের যাদের কণ্ঠলগ্না হয় না, সেই যুবকদের দীর্ঘ-প্রহর রাত যেন যমপুরীর মতো ॥ ৯৮ ॥

শীতের হাওয়া কামিনীদের চূর্ণকুন্তলমণ্ডিত মুখে কপোলতল চুম্বন করে শীৎকার

তোলাচ্ছে। বুকের কাঁচুলি সরিয়ে স্তনযুগলে রোমাঞ্চ আনছে, উরুতে জাগাচ্ছে কাঁপন, বিস্রস্ত করছে স্থূল নিতম্বের বাস। এইভাবে শীতের হাওয়া, স্পষ্টতই বিটচরিত্রের অনুকরণ করছে[৪০] ॥ ৯৯ ॥

কান্তাদের কেশপাশ বিস্রস্ত করে, নয়ন মুকুলিত করে, সবলে কাপড় টেনে, রোমাঞ্চ জাগিয়ে, ধীরে ধীরে অঙ্গে কাঁপন ধরিয়ে, বারবার শীৎকার তুলিয়ে ঠোঁটদুটোকে পীড়িত করে শীতের এই বাতাস সম্প্রতি তাদের স্বামীদের[৪১] মতোই আচরণ করছে ॥ ১০০ ॥

প্রসঙ্গকথা

১. আমরা বাংলা বিধিমতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বললেও মূল শ্লোকে শম্ভু-স্বয়ম্ভূ-হরি এই ক্রম আছে। শম্ভু উচ্চারণেই মঙ্গল, আদ্যাক্ষর শম্ মঙ্গলবাচক।

২. কামদেবের বাহন মকর। ইঙ্গিত—যথাক্রমে শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বাহন বৃষভ, হংস ও গরুড় মকরের কাছে পরাজিত।

৩ এমন হাসি যার শেষে লজ্জানম্র ভাব হাসিটিকে অত্যন্ত মধুর করে তোলে।

৪. 'কিমিব হি ন রম্যং মৃগদৃশঃ' হয়তো কালিদাসের কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—এর অনুরণন।

৫ প্রশ্নোত্তরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। উত্তরালংকার।

৬. অর্থাৎ তাকে অবিলম্বে বশীভূত করেন। 'দৌড়' দ্রুততার দ্যোতক।

৭. চাঞ্চল্যের কারণ শ্লিষ্ট বাক্যাংশগুলি অর্থান্তরে নিহিত।

৮. 'অন্ধকারময়' কথাটিতে আছে প্রেমিকের মোহান্ধকারের ব্যঞ্জনা।

৯, যে নিরপেক্ষ তার তো কাউকে কষ্ট দেবার কথা নয়।

১০ লজ্জাত্যাগের দ্যোতক। কামশাস্ত্রানুসারে দশমী অবস্থা (উন্মত্তাবস্থা)

১১. রসাবেশে। বাহ্যাভ্যন্তরবোধলুপ্তি ও দুই দেহের অভেদকামনায় জীবাত্মা পরমাত্মামিলনের ধ্বনি। শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি যার প্রতীক। আশাস্মহে অভিলাষামহে—কামনা করি। 'কামনা করি' কথাটা কেমন কানে বাজে 'অনুভব করি' বললে কি ভালো হয় না? কারণ এই রসাবেশে কামনা থাকতে পারে না, থাকতে পারে ভাষাহীন এক অনুভব।

১২ স্ত্রীণাং তাবৎ স্তনপতনাবধিকমেব জীবনং কর্তব্যং সুরতমপি তদবধিৎসব। অন্যথা 'তারুণ্যং পঞ্চপঞ্চাশদবধি পরতো বৃদ্ধত্বমেতি নারী ইতি কামশাস্ত্রোক্তে বৃদ্ধানাং সম্ভোগানর্হত্বাৎ'।

১৩. মনে পড়বে রামচন্দ্রের উক্তি—
ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখং হৃতেতি চ।
এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যা হ্যতিবর্ততে॥ (রামায়ণ)

১৪ এতেন সংসারপারগমনপ্রতিবন্ধিন্যঃ স্ত্রিয় ইত্যুক্তম্ বুধেন্দুটীকা।

১৫. রক্তবর্ণ নখ সৌভাগ্যের প্রতীক—
পাণিপাদতলে রক্তে নেত্রান্তশ্চ নখস্তথা। তালু জিহ্বাধরোষ্ঠঞ্চ সপ্তরক্তঃ সুখী ভবেৎ॥ সামুদ্রিকোক্তি।

১৬. রতিরহস্য অনুযায়ী এধরণের কামিনীদের সংজ্ঞা 'চিত্রিনী'।

১৭ 'গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্'।
গঙ্গা তুরঙ্গতরঙ্গিনী ভবভয়ক্লেশাপহা ইত্যাদি বহু বাণীতে গঙ্গামাহাত্ম্য উদ্‌গীত।

১৮. দয়িতা কথাটির মূল অর্থ প্রিয়া।

১৯ মনে পড়বে—'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'।
এখানে কবির মতে নারীসৌন্দর্য বলে যা কীর্তিত, তা সম্পূর্ণ কবিকল্পনা, বাস্তবে তা রক্তমাংস ছাড়া কিছুই নয়।

২০ বিলাসিনীদের বিলাস নৈসর্গিক, কিন্তু কামীরা ভাবে এ-বিলাস তারই জন্যে,

পদ্মিনীর রাগও নৈসর্গিক, ভ্রমর ভাবে এ রাগ তারই জন্যে। তুলনীয় 'কামী স্বতাং পশ্যতি' -অভিজ্ঞানশকুন্তলম, ২য় অঙ্ক।

২১. স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং… ঃ

২২. অত্যন্তং সন্তাপয়তীত্যর্থঃ, বুধেন্দ্রটীকা।

২৩. অতো মহামোহার্ণবনিমজ্জনমেব ন তু তৎপারগমনমিতি ভাবঃ। বুধেন্দ্রটীকা

২৪. যথাক্রমে কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্-গ্রাহ্য।

২৫. 'পূর্বজন্মকৃতং পাপং ব্যাধিরূপেণ বাধতে।
তচ্ছান্তিরোষধৈর্দানৈর্জপহোমাদিভিঃ'--

২৬. পাপসংস্পর্শে ও মুখ অচুম্বনীয়, রতিকালে সব স্ত্রীমুখই শুদ্ধ এ উক্তি কবি মানতে চান না।

২৭ 'কর' কথাটি তাৎপর্যগত অর্থ যা দিয়ে ভালো কাজ করা হয়। এখানে কুকাজ করার জন্যে 'কর' কদর্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

২৮. মূলে তিমির শব্দ আছে। এই তিমির শ্লিষ্ট। তিমির অর্থে ১. অন্ধকার ২. 'তিমির' নামে নেত্ররোগ। নেত্ররোগ হলে তো মানুষ ভুলই দেখে।

২৯ কন্দর্প অর্থ ঃ কামদেব।

কং দর্পয়ামীতি মদাজ্জাতমাত্রো জগাদ চ।
তেন কন্দর্পনামানং তং চকার চতুর্মুখঃ॥

৩০. কুঞ্চিকা = চাবি
এই কুঞ্চিকা থেকেই হিন্দীতে কুঞ্জী কথাটা এসেছে।

৩১. মূলে,আছে 'হতমপি চ হন্ত্যেব'।
আমাদের অনেক বাংলাপ্রবাদের মূল আছে এ ধরনের সংস্কৃত প্রয়োগে।

৩২. মনে পড়বে ঃ

কুঞ্জবনে অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে।
--রবীন্দ্রসঙ্গীত

৩৩. উৎকণ্ঠা - সম্ভোগে উৎসুকা

৩৪ ঘন মেঘদলাদি সবই যে মিলনতৃষ্ণাকে উদ্দীপিত করবে।

৩৫ মূলে আছে 'প্রাজ্ঞংমন্য' অর্থাৎ গর্জন যেন তার বাগ্মিতা, তাতেই সে নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে করে গর্বিত বোধ করে।

৩৬. বিদ্যুতের আলোয় অন্যেরা তাদের দেখে ফেলবে তাই অস্বস্তি।

৩৭. এতে নায়িকার শঙ্খিনীত্ব প্রকাশিত রময়তি চ তৃতীয়ে (যামে) শঙ্খিনী।

৩৮ জ্যোৎস্নাধারায় মিলিত এই জলের নাম 'হংসোদক'। এর গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

প্রসাদকং ত্রিদোষঘ্নং হৃদ্যং লঘু চ শীতলং।
বৃষ্যং মনোহরং স্বাদু বিষঘ্নং কান্তিকৃৎ পরম্॥

৩৯. স্তনযুগলের উষ্ণতাই হিমরোধের কারণ।

৪০ তুলনীয় রতিরহস্য—

'অলক-চুবুক-গণ্ডং নাসিকাগ্রং চ চুম্বন্
পুনরুপহিতসীৎকং তালুজিহ্বাং চ ভূয়ঃ।
ভরিত-লিখিতনাভীমূলবক্ষোরুহোরু
শ্লথয়তি ধৃতধৈর্যঃ শ্লাথয়িত্বাথ নীবীম্।

৪১ মূলে 'কান্ত' শব্দটি আছে।

কান্তলক্ষণ ঃ

কথাভিঃ কমনীয়াভিঃ কাম্যোর্ভোগৈশ্চ সর্বদা
উপচারৈশ্চ রময়েদ্ যঃ স কান্ত ইতীরিতঃ ॥

শৃঙ্গারশতকম্

স্ত্রীপ্রশংসা

শম্ভুস্বয়ম্ভূহরয়ো হরিণেক্ষণানাং যেনাক্রিয়ন্ত সততং গৃহকুম্ভদাস্যঃ।
বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রিতায় তস্মৈ নমো ভগবতে মকরধ্বজায় ॥ ১ ॥

স্মিতেন ভাবেন চ লজ্জয়া ভিয়া পরাঙ্মুখৈরর্ধকটাক্ষবীক্ষণৈঃ।
বচোভিরীর্ষাকলহেন লীলয়া সমস্তভাবৈঃ খলু বন্ধনং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

ভ্রূচাতুর্যাৎ কুঞ্চিতাক্ষাঃ কটাক্ষাঃ স্নিগ্ধা বাচো লজ্জিতান্তাশ্চ হাসাঃ।
লীলামন্দং প্রস্থিতং চ স্থিতং চ স্ত্রীণামেতদ্ ভূষণং চায়ুধং চ ॥ ৩ ॥

ক্বচিৎ সভ্রূভঙ্গৈঃ ক্বচিদপি চ লজ্জাপরিগতৈঃ
ক্বচিদ্ভূরিত্রস্তৈঃ ক্বচিদপি চ লীলাবিলসিতৈঃ।
কুমারীণামেতৈর্মদনসুভগৈর্নেত্রবলিতৈঃ
স্ফুরন্নীলাব্জানাং প্রকরপরিকীর্ণা ইব দিশঃ ॥ ৪ ॥

বক্ত্রং চন্দ্রবিকাসি পঙ্কজপরীহাসক্ষমে লোচনে
বর্ণঃ স্বর্ণমপাকরিষ্ণুরলিনীজিষ্ণুঃ বাচানাং চয়ঃ।
বক্ষোজাবিভকুম্ভবিভ্রমহরৌ গুর্বী নিতম্বস্থলী
বাচাং হারি চ মার্দবং যুবতিষু স্বাভাবিকং মণ্ডনম্ ॥ ৫ ॥

স্মিতং কিঞ্চিন্ মুগ্ধং সরলতরলো দৃষ্টিবিভবঃ
পরিস্পন্দো বাচামভিনববিলাসোক্তিসরসঃ।
গতানামারম্ভঃ কিসলয়িতলীলাপরিকরঃ
স্পৃশন্ত্যাস্তারুণ্যং কিমিব ন হি রম্যং মৃগদৃশঃ ॥ ৬ ॥

দ্রষ্টব্যেষু কিমুত্তমং মৃগদৃশঃ প্রেমপ্রসন্নং মুখং
ঘ্রাতব্যেষ্বপি কিং তদাস্যপবনঃ শ্রাব্যেষু কিং তদ্বচঃ।
কিং স্বাদ্যেষু তদোষ্ঠপল্লবরসঃ স্পৃশ্যেষু কিং তদ্বপু-
র্ধ্যেয়ং কিং নবযৌবনং সহৃদয়ৈঃ সর্বত্র তদ্বিভ্রমঃ ॥ ৭ ॥

এতাশ্চলদ্বলয়সংহতি মেখলোত্থঝংকারনূপুরপরাজিতরাজহংস্যঃ।
কুর্বন্তি কস্য ন মনো বিবশং তরুণ্যো বিত্রস্তমুগ্ধহরিণীসদৃশৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ৮ ॥

কুংকুমপঙ্ককলঙ্কিতদেহা, গৌরপয়োধরকম্পিতহারা।
নূপুরহংসরণৎপদপদ্মা কং ন বশীকুরুতে ভুবি রামা ॥ ৯ ॥

নূনং হি তে কবিবরা বিপরীতবাচো
যে নিত্যমাহুরবলা ইতি কামিনীস্তাঃ।
যাভির্বিলোলতরতারকদৃষ্টিপাতৈঃ
শক্রাদয়োঽপি বিজিতাস্ত্ববলাঃ কথং তাঃ ॥ ১০ ॥

নূনমাজ্ঞাকরস্তস্যাঃ সুভ্রুবো মকরধ্বজঃ।
যতস্তন্নেত্রসঞ্চারসূচিতেষু প্রবর্ততে ॥ ১১ ॥

কেশাঃ সংযমিনঃ শ্রুতেরপি পরং পারং গতে লোচনে
অন্তর্বক্ত্রমপি স্বভাবশুচিভিঃ কীর্ণং দ্বিজানাং গণৈঃ।
মুক্তানাং সততাধিবাসরুচিরৌ বক্ষোজকুম্ভাবিমা-
বিত্থং তন্বি বপুঃ প্রশান্তমপি তে রাগং করোত্যেব নঃ ॥ ১২ ॥

মুগ্ধে ধানুষ্কতা কেয়মপূর্বা ত্বয়ি দৃশ্যতে।
যয়া বিধ্যসি চেতাংসি গুণৈরেব ন সায়কৈঃ ॥ ১৩ ॥

সতি প্রদীপে সত্যগ্নৌ সৎসু তারামণীন্দুষু।
বিনা মে মৃগশাবাক্ষ্যা তমোভূতমিদং জগৎ ॥ ১৪ ॥

উদ্বৃত্তঃ স্তনভার এষ তরলে নেত্রে চলে ভ্রূলতে
রাগাধিষ্ঠিতমোষ্ঠপল্লবমিদং কুর্বন্তু নাম ব্যথাম্।
সৌভাগ্যাক্ষরমালিকেব লিখিতা পুষ্পায়ুধেন স্বয়ং
মধ্যস্থাপি করোতি তাপমধিকং রোমাবলিঃ কেন বা ॥ ১৫ ॥

মুখেন চন্দ্রকান্তেন মহানীলৈঃ শিরোরুহৈঃ।
করাভ্যাং পদ্মরাগাভ্যাং রেজে রত্নময়ীব সা ॥ ১৬ ॥

গুরুণা স্তনভারেণ মুখচন্দ্রেণ ভাস্বতা।
শনৈশ্চরাভ্যাং পাদাভ্যাং রেজে গ্রহময়ীব সা ॥ ১৭ ॥

তস্যাঃ স্তনৌ যদি ঘনৌ জঘনং চ হারি
বক্ত্রং চ চারু তব চিত্ত কিমাকুলত্বম্।
পুণ্যং কুরুষ্ব যদি তেষু তবাস্তি বাঞ্ছা
পুণ্যৈর্বিনা ন হি ভবন্তি সমীহিতার্থাঃ ॥ ১৮ ॥

ইমে তারুণ্যশ্রীনবপরিমলাঃ প্রৌঢ়সুরত-
প্রতাপপ্রারম্ভাঃ স্মরবিজয়দানপ্রতিভুবঃ।
চিরং চেতশ্চৌরা অভিনববিকারৈকগুরবো
বিলাসব্যাপারাঃ কিমপি বিজয়ন্তে মৃগদৃশাম্ ॥ ১৯ ॥

প্রণয়মধুরাঃ প্রেমোদারা রসাশ্রয়তাং গতাঃ
ফণিতিমধুরা মুগ্ধপ্রায়াঃ প্রকাশিতসংমদাঃ।
প্রকৃতিসুভগা বিস্রম্ভার্দ্রাঃ স্মরোদয়দায়িনো
রহসি কিমপি স্বৈরালাপা হরন্তি মৃগীদৃশাম্ ॥ ২০ ॥

সম্ভোগবর্ণনম্

বিশ্রম্য বিশ্রম্য বনদ্রুমাণাং, ছায়াসু তন্বী বিচচার কাচিৎ।
স্তনোত্তরীয়েণ করোদ্ধৃতেন, নিবারয়ন্তী শশিনো ময়ূখান্ ॥ ২১ ॥

অদর্শনে দর্শনমাত্রকামা, দৃষ্টবা পরিষ্বঙ্গসুখৈকলোলা।
আলিঙ্গিতায়াং পুনরায়তাক্ষ্যামাশাস্মহে বিগ্রহয়োরভেদম্ ॥ ২২ ॥

মালতী শিরসি জৃম্ভণং মুখে, চন্দনং বপুষি কুঙ্কুমাবিলম্।
বক্ষসি প্রিয়তমা মদালসা, স্বর্গ এষ পরিশিষ্ট আগমঃ ॥ ২৩ ॥

প্রাঙ্ মা মেতি মনাগনাগতরসং জাতাভিলাষং ততঃ
সব্রীড়ং তদনু শ্লথোদ্যমমথ প্রধ্বস্তধৈর্যং পুনঃ।
প্রেমার্দ্রং স্পৃহণীয়নির্ভররহঃক্রীড়াপ্রগল্ভং ততো
নিঃসঙ্গাঙ্গবিকর্ষণাধিকসুখং রম্যং কুলস্ত্রীরতম্ ॥ ২৪ ॥

উরসি নিপতিতানাং স্রস্তধম্মিল্লকানাং মুকুলিতনয়নানাং কিঞ্চিদুন্মীলিতানাম্।
উপরিসুরতখেদখিন্নগণ্ডস্থলানামধরমধু বধূনাং ভাগ্যবন্তঃ পিবন্তি ॥ ২৫ ॥

আমীলিতনয়নানাং যঃ সুরতরসোহনুসংবিদং ভাতি।
মিথুনৈর্মিথোহবধারিতমবিতথমিদমেব কামনির্বহণম্ ॥ ২৬ ॥

ইদমনুচিতমক্রমশ্চ পুংসাং যদিহ জরাস্বপি মান্মথা বিকারাঃ।
তদপি চ ন কৃতং নিতম্বিনীনাং স্তনপতনাবধি জীবিতং রতং বা ॥ ২৭ ॥

রাজংস্তৃষ্ণাম্বুরাশের্ন হি জগতি গতঃ কশ্চিদেবাবসানং
কো বার্থোঽর্থৈঃ প্রভূতৈঃ স্ববপুষি গলিতে যৌবনে সানুরাগে।
গচ্ছামঃ সদ্ম তাবদ্ বিকশিতকুমুদেন্দীবরালোকিনীনা-
মাক্রম্যাক্রম্য রূপং ঝটিতি ন জরয়া লুপ্যতে প্রেয়সীনাম্ ॥ ২৮ ॥

রাগস্যাগারমেকং নরকশতমহাদুঃখসংপ্রাপ্তিহেতু-
র্মোহস্যোৎপত্তিবীজং জলধরপটলং জ্ঞানতারাধিপস্য।
কন্দর্পস্যৈকমিত্রং প্রকটিতবিবিধস্পষ্টদোষপ্রবন্ধং
লোকেঽস্মিন্ হ্যনর্থব্রজকুলভবনং যৌবনাদন্যদস্তি ॥ ২৯ ॥

শৃঙ্গারদ্রুমনীরদে প্রসৃমরক্রীড়ারসস্রোতসি
প্রদ্যুম্নপ্রিয়বান্ধবে চতুরবাঙ্মুক্তাফলোদন্বতি।
তন্বীনেত্রচকোরপার্বণবিধৌ সৌভাগ্যলক্ষ্মীনিধৌ।
ধন্যঃ কোঽপি ন বিক্রিয়াং কলয়তে প্রাপ্তে নবে যৌবনে ॥ ৩০ ॥

সংসারেঽস্মিন্নসারে কুনৃপতিভবনদ্বারসেবাকলঙ্ক-
ব্যাসঙ্গব্যস্তধৈর্যং কথমমলধিয়ো মানসং সংবিদধ্যুঃ।
যদ্যেতাঃ প্রোদ্যদিন্দুদ্যুতিনিচয়ভৃতো ন স্যুরম্ভোজনেত্রাঃ
প্রেঙ্খৎকাঞ্চীকলাপাঃ স্তনভরবিনমন্মধ্যভাজস্তরুণ্যঃ ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধাধ্যাসিতকন্দরে হরবৃষস্কন্ধাবরুগ্ণদ্রুমে
গঙ্গাধৌতশিলাতলে হিমবতঃ স্থানে স্থিতে শ্রেয়সি।
কঃ কুর্বীত শিরঃ প্রণামমলিনং ম্লানং মনস্বী জনো
যদ্বিত্রস্তকুরঙ্গশাবনয়না ন স্যুঃ স্মরাস্ত্রং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

সংসার তব পর্যন্তপদবী ন দবীয়সী।
অন্তরা দুস্তরা ন স্যুর্যদি তে মদিরেক্ষণাঃ ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চদ্বয়নিরূপণম্

দিশ বনহরিণেভ্যো বংশকাণ্ডচ্ছবীনাং
কবলমুপলকোটিচ্ছিন্নমূলং কুশানাম্।

শকযুবতিকপোলাপাণ্ডুতাম্বুলবল্লী-
দলমরুণনখাগ্রৈঃ পাটিতং বা বধূভ্যঃ ॥ ৩৪ ॥

অসারাঃ সর্বে তে বিরতিবিরসাঃ পাপবিষয়া
জুগুপ্স্যন্তাং যদ্বা ননু সকলদোষাস্পদমিতি ।
তথাপ্যেতদ্ভূমৌ নহি পরহিতাৎ পুণ্যমধিকং
ন চাস্মিন্ সংসারে কুবলয়দৃশো রম্যমপরম্ ॥ ৩৫ ॥

মাৎসর্যমুৎসার্য বিচার্য কার্যমার্যাঃ সমর্যাদমিদং বদন্তু ।
সেব্যা নিতম্বাঃ কিমু ভূধরাণামুত স্মরস্মেরবিলাসিনীনাম্ ॥ ৩৬ ॥

সংসারে স্বপ্নসারে পরিণতিতরলে দ্বে গতী পণ্ডিতানাং
তত্ত্বজ্ঞানামৃতাম্ভঃপ্লবললিতধিয়াং যাতু কালঃ কথঞ্চিৎ ।
নো চেন্মুগ্ধাঙ্গনানাং স্তনঘনজঘনাভোগসম্ভোগিনীনাং
স্থূলোপস্থস্থলীষু স্থগিতকরতলস্পর্শলীলোদ্যতানাম্ ॥ ৩৭ ॥

আবাসঃ ক্রিয়তাং গাঙ্গে পাপহারিণি বারিণি ।
স্তনদ্বয়ে তরুণ্যা বা মনোহারিণি হারিণি ॥ ৩৮ ॥

কিমিহ বহুভিরুক্তৈর্যুক্তিশূন্যৈঃ প্রলাপৈর্দ্বয়মিহ পুরুষাণাং সর্বদা সেবনীয়ম্ ।
অভিনবমদলীলালালসং সুন্দরীণাং স্তনভরপরিখিন্নং যৌবনং বা বনং বা ॥৩৯॥

সত্যং জনা বচ্মি ন পক্ষপাতাল্লোকেষু সপ্তস্বপি তথ্যমেতৎ ।
নান্যন্ মনোহারি নিতম্বিনীভ্যো দুঃখৈকহেতুর্ন চ কশ্চিদন্যঃ ॥ ৪০ ॥

কামিনীনিন্দা

কান্তেত্যুৎপললোচনেতি বিপুলশ্রোণীভরেত্যুন্নমৎ-
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরেতি সুমুখাম্ভোজেতি সুভ্রূরিতি ।
দৃষ্ট্বা মাদ্যতি মোদতেঽভিরমতে প্রস্তৌতি বিদ্বানপি
প্রত্যক্ষাশুচিভস্ত্রিকাং স্ত্রিয়মহো মোহস্য দুশ্চেষ্টিতম্ ॥ ৪১ ॥

স্মৃতা ভবতি তাপায় দৃষ্টা চোন্মাদকারিণী ।
স্পৃষ্টা ভবতি মোহায় সা নাম দয়িতা কথম্ ॥ ৪২ ॥

তাবদেবামৃতময়ী যাবল্লোচনগোচরা ।
চক্ষুঃপথাদতীতা তু বিষাদপ্যতিরিচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিদেকাং মুক্ত্বা নিতম্বিনীম্ ।
সৈবামৃতলতা রক্তা বিরক্তা বিষবল্লরী ॥ ৪৪ ॥

আবর্তঃ সংশয়ানামবিনয়ভুবনং পট্টণং সাহসানাং
দোষাণাং সন্নিধানং কপটশতময়ং ক্ষেত্রমপ্রত্যয়ানাম্ ।
স্বর্গদ্বারস্য বিঘ্নো নরকপুরমুখং সর্বমায়াকরণ্ডং
স্ত্রীযন্ত্রং কেন সৃষ্টং বিষমমৃতময়ং প্রাণিলোকস্য পাশঃ ॥ ৪৫ ॥

নো সত্যেন মৃগাঙ্ক এষ বদনীভূতো ন চেন্দীবর-
দ্বন্দ্বং লোচনতাং গতং ন কনকৈরপ্যঙ্গযষ্টিঃ কৃতা ।

কিং ত্বেবং কবিভিঃ প্রতারিতমনাস্তত্ত্বং বিজানন্নপি
ত্বঙ্মাংসাস্থিময়ম্ বপুর্মৃগদৃশাং মন্দো জনঃ সেবতে ॥ ৪৬ ॥

লীলাবতীনাং সহজা বিলাসাস্ত এব মূঢ়স্য হৃদি স্ফুরন্তি।
রাগো নলিন্যা হি নিসর্গসিদ্ধস্তত্র ভ্রমত্যেব বৃথা ষড়ঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৪৭ ॥

যদেতৎ পূর্ণেন্দুদ্যুতিহরমুদারাকৃতি পরং
মুখাব্জং তন্বঙ্গ্যাঃ কিল বসতি যত্রাধরমধু।
ইদং তৎ কিং পাকদ্রুমফলমিদানীমতিরসং
ব্যতীতেঽস্মিন্ কালে বিষমিব ভবিষ্যত্যসুখদম্ ॥ ৪৮ ॥

উন্মীলত্ত্রিবলীতরঙ্গনিলয়া প্রোত্তুঙ্গপীনস্তন-
দ্বন্দ্বেনোদ্গতচক্রবাকযুগলা বক্ত্রাম্বুজোদ্ভাসিনী।
কান্তাকারধরা নদীয়মভিতঃ ক্রূরাত্র নাপেক্ষতে
সংসারার্ণবমজ্জনং যদি তদা দূরেণ সংত্যজ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

জল্পন্তি সার্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমাঃ।
হৃদ্গতং চিন্তয়ন্ত্যন্যং প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতাম্ ॥ ৫০ ॥

অপসর সখে দূরাদস্মাৎ কটাক্ষবিষানলাৎ
প্রকৃতিবিষমাদ্ যোষিৎসর্পাদ্বিলাসফণাভৃতঃ।
ইতরফণিনা দষ্টঃ শক্যশ্চিকিৎসিতুমৌষধৈ-
শ্চতুরবনিতাভোগিগ্রস্তং ত্যজন্তি হি মন্ত্রিণঃ ॥ ৫১ ॥

বিস্তারিতং মকরকেতনধীবরেণ স্ত্রীসংজ্ঞিতং বডিশমত্র ভবাম্বুরাশৌ।
যেনাচিরাত্তদধরামিষলোলমর্ত্যমৎস্যান্ বিকৃষ্য বিপচত্যনুরাগবহ্নৌ ॥ ৫২ ॥

কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্বতদুর্গমে।
মা সঞ্চর মনঃপান্থ তত্রাস্তে স্মরতস্করঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাদীর্ঘেণ চলেন বক্রগতিনা তেজস্বিনা ভোগিনা
নীলাব্জদ্যুতিনাহিনা পরমহং দষ্টো ন তচ্চক্ষুষা।
দষ্টঃ সন্তি চিকিৎসকা দিশি দিশি প্রায়েণ ধর্মার্থিনো
মুগ্ধাক্ষীক্ষণবীক্ষিতস্য ন হি মে বৈদ্যো ন চাপ্যৌষধম্ ॥ ৫৪ ॥

ইহ হি মধুরগীতং নৃত্তমেতদ্রসোঽয়ং স্ফুরতি পরিমলোঽসৌ স্পর্শ এষ স্তনানাম্।
ইতি হতপরমার্থৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভ্রাম্যমাণঃ স্বহিতকরণধূর্তৈঃ পঞ্চভির্বঞ্চিতোঽস্মি ॥৫৫॥

ন গম্যো মন্ত্রাণাং ন চ ভবতি ভৈষজ্যবিষয়ো
ন চাপি প্রধ্বংসং ব্রজতি বিবিধৈঃ শান্তিকশতৈঃ।
ভ্রমাবেশাদঙ্গে কমপি বিদধৎ ভঙ্গমসকৃৎ
স্মরাপস্মারোঽয়ং ভ্রময়তি দৃশং ঘূর্ণয়তি চ ॥ ৫৬ ॥

জাত্যন্ধায় চ দুর্মুখায় চ জরাজীর্ণাখিলাঙ্গায় চ
গ্রামীণায় চ দুষ্কুলায় চ গলৎকুষ্ঠাভিভূতায় চ।
যচ্ছন্তীষু মনোহরং নিজবপুর্লক্ষ্মীলবশ্রদ্ধয়া
পণ্যস্ত্রীষু বিবেককল্পলতিকাশস্ত্রীষু রজ্যেত কঃ ॥ ৫৭ ॥

বেশ্যাসৌ মদনজ্বালা রূপেন্ধনবিবর্ধিতা।
কামিভির্যত্র হূয়ন্তে যৌবনানি ধনানি চ ॥ ৫৮ ॥

কশ্চুম্বতি কুলপুরুষো বেশ্যাধরপল্লবং মনোজ্ঞমপি।
চারভটচোরচেটকবিটনটনিষ্ঠীবনশরাবম্ ॥ ৫৯ ॥

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদি হালাহলমেব কেবলম্।
অতএব নিপীয়তেঽধরো হৃদয়ং মুষ্টিভিরেব তাড্যতে ॥ ৬০ ॥

পক্ষদ্বয়নিরূপণম্

ধন্যাস্ত এব ধবলায়তলোচনানাং
তারুণ্যদর্পধনপীনপয়োধরাণাম্।
ক্ষামোদরোপরি লসত্ত্রিবলীলতানাং
দৃষ্ট্বাকৃতিং বিকৃতিমেতি মনো ন যেষাম্ ॥ ৬১ ॥

বালে লীলামুকুলিতমমী মন্থরা দৃষ্টিপাতাঃ
কিং ক্ষিপ্যন্তে বিরম বিরম ব্যর্থ এষ শ্রমস্তে।
সম্প্রত্যন্যে বয়মুপরতং বাল্যমাস্থা বনান্তে
ক্ষীণো মোহস্তৃণমিব জগজ্জালমালোকয়ামঃ ॥ ৬২ ॥

ইয়ং বালা মাং প্রত্যনবরতমিন্দীবরদল-
প্রভাচোরং চক্ষুঃ ক্ষিপতি কিমভিপ্রেতমনয়া।
গতো মোহোঽস্মাকং স্মরশবরবাণব্যতিকর-
জ্বরজ্বালা শান্তা তদপি ন বরাকী বিরমতি ॥ ৬৩ ॥

কিং কন্দর্প শরং কদর্থয়সি রে কোদণ্ডটঙ্কারিতং
রে রে কোকিল কোমলং কলরবং কিং বা বৃথা জল্পসি
মুগ্ধে স্নিগ্ধবিদগ্ধচারুমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং
চেতশ্চুম্বিতচন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতং বর্ততে ॥ ৬৪ ॥

বিরহেঽপি সঙ্গমঃ খলু পরস্পরং সংগতং মনো যেষাম্।
হৃদয়ং বিঘট্টিতং চেৎ সঙ্গো বিরহং বিশেষয়তি ॥ ৬৫ ॥

কিং গতেন যদি সা ন জীবতি প্রাণিতি প্রিয়তমা তথাপি কিম্।
ইত্যুদীক্ষ্য নবমেঘমালিকাং ন প্রযাতি পথিকঃ স্বমন্দিরম্ ॥ ৬৬ ॥

বিরমত বুধা যোষিৎসঙ্গাৎ সুখাৎ ক্ষণভঙ্গুরাৎ
কুরুত করুণামৈত্রীপ্রজ্ঞাবধূজনসঙ্গমম্।
ন খলু নরকে হারাক্রান্তং ঘনস্তনমণ্ডলং
শরণমথ বা শ্রোণীবিম্বং রণন্মণিমেখলম্ ॥ ৬৭ ॥

যদা যোগাভ্যাসব্যসনকৃশয়োরাত্মমনসো-
রবিচ্ছিন্না মৈত্রী স্ফুরতি কৃতিনস্তস্য কিমু তৈঃ।
প্রিয়াণামালাপৈরধরমধুভির্বক্ত্রবিধুভিঃ
সনিশ্বাসামোদৈঃ সকুচকলশাশ্লেষসুরতৈঃ ॥ ৬৮ ॥

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসঞ্চারজনিতং
তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদিতি।
ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে ॥ ৬৯ ॥

তাবদেব কৃতিনামপি স্ফুরত্যেষ নির্মলবিবেকদীপকঃ।
যাবদেব ন কুরঙ্গচক্ষুষাং তাড্যতে চটুললোচনাঞ্চলৈঃ ॥ ৭০ ॥

বচসি ভবতি সঙ্গত্যাগমুদ্দিশ্য বার্তা
শ্রুতিমুখরমুখানাং কেবলং পণ্ডিতানাম্।
জঘনমরুণরত্নগ্রন্থিকাঞ্চীকলাপং
কুবলয়নয়নানাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৭১ ॥

স পরপ্রতারকোঽসৌ নিন্দতি যোঽলীকপণ্ডিতো যুবতীঃ।
যস্মাৎ তপসোঽপি ফলং স্বর্গঃ স্বর্গেঽপি চাপ্সরসঃ ॥ ৭২ ॥

মত্তেভকুম্ভদলনে ভুবি সন্তি ধীরাঃ কেচিৎ প্রচণ্ডমৃগরাজবধেঽপি দক্ষাঃ।
কিন্তু ব্রবীমি বলিনাং পুরতঃ প্রসহ্য কন্দর্পদর্পদলনে বিরলা মনুষ্যাঃ ॥ ৭৩ ॥

সন্মার্গে তাবদাস্তে প্রভবতি চ নরস্তাবদেবেন্দ্রিয়াণাং
লজ্জাং তাবদ্বিধত্তে বিনয়মপি সমালম্বতে তাবদেব।
ভ্রূচাপাকৃষ্টমুক্তাঃ শ্রবণপথগতা নীলপক্ষ্মাণ এতে
যাবল্লীলাবতীনাং হৃদি ন ধৃতিমুষো দৃষ্টিবাণাঃ পতন্তি ॥ ৭৪ ॥

উন্মত্তপ্রেমসংরম্ভাদারভন্তে যদঙ্গনাঃ।
তত্র প্রত্যূহমাধাতুং ব্রহ্মাপি খলু কাতরঃ ॥ ৭৫ ॥

তাবন্মহত্ত্বং পাণ্ডিত্যং কুলীনত্বং বিবেকিতা।
যাবজ্জ্বলতি নাঙ্গেষু হতঃ পঞ্চেষুপাবকঃ ॥ ৭৬ ॥

শাস্ত্রজ্ঞোঽপি প্রগুণিতনয়োঽপ্যাত্তবোধোঽপি বাঢ়ং
সংসারেঽস্মিন্ ভবতি বিরলো ভাজনং সদ্গতীনাম্।
যেনৈতস্মিন্নিরয়নগরদ্বারমুদ্ঘাটয়ন্তী
বামাক্ষীণাং ভবতি কুটিলা ভ্রূলতা কুঞ্চিকেব ॥ ৭৭ ॥

কৃশঃ কাণঃ খঞ্জঃ শ্রবণরহিতঃ পুচ্ছবিকলো
ব্রণী পূযক্লিন্নঃ কৃমিকুলশতৈরাবৃততনুঃ।
ক্ষুধাক্ষামো জীর্ণঃ পিঠরককপালার্পিতগলঃ
শুনীমন্বেতি শ্বা হতমপি চ হন্ত্যেব মদনঃ ॥ ৭৮ ॥

স্ত্রীমুদ্রাং কুসুমায়ুধস্য জয়িনীং সর্বার্থসম্পৎকরীং
যে মূঢ়াঃ প্রবিহায় যান্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ।
তে তেনৈব নিহত্য নির্দয়তরং নগ্নীকৃতা মুণ্ডিতাঃ
কেচিৎ পঞ্চশিখীকৃতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে ॥ ৭৯ ॥

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা-
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।

শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ বিন্ধ্যঃ প্লবেৎ সাগরে ॥ ৮০ ॥

ঋতুবর্ণনম্

পরিমলভৃতো বাতাঃ শাখা নবাঙ্কুরকোটয়ো
মধুরবিধুরোৎকণ্ঠাভাজঃ প্রিয়াঃ পিকপক্ষিণাম্ ।
বিরলবিরলস্বেদোদ্গারা বধূবচনেন্দবঃ
প্রসরতি মধৌ ধাত্র্যাং জাতো ন কস্য গুণোদয়ঃ ॥ ৮১ ॥

মধুরয়ং মধুরৈরপি কোকিলাকলরবৈর্মলয়স্য চ বায়ুভিঃ ।
বিরহিণঃ প্রহিণস্তি শরীরিণো বিপদি হন্ত সুধাপি বিষায়তে ॥ ৮২ ॥

আবাসঃ কিলকিঞ্চিতস্য দয়িতাঃ পার্শ্বে বিলাসালসাঃ
কর্ণে কোকিলকামিনীকলরবঃ স্মেরো লতামণ্ডপঃ ।
গোষ্ঠী সৎকবিভিঃ সমং কতিপয়ৈমুগ্ধাঃ সিতাংশোঃ করাঃ
কেষাঞ্চিৎ সুখয়ন্তি চাত্র হৃদয়ং চৈত্রে বিচিত্রাঃ স্রজঃ ॥ ৮৩ ॥

পান্থস্ত্রীবিরহানলাহুতিকলামাতন্বতী মঞ্জরী-
মাকন্দেষু পিকাঙ্গনাভিরধুনা সোৎকণ্ঠমালোক্যতে ।
অপ্যমী নবপাটলাপরিমলপ্রাগ্ভারপাটচ্চরা
বান্তি ক্লান্তিবিতানতানবকৃতঃ শ্রীখণ্ডশৈলানিলাঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রথিতঃ প্রণয়বতীনাং তাবৎ পদমাতনোতু হৃদি মানঃ ।
ভবতি ন যাবচ্চন্দনতরুসুরভির্মলয়পবমানঃ ॥ ৮৫ ॥

সহকারকুসুমকেসরনিকরভরামোদমূর্ছিতদিগন্তে ।
মধুরমধুবিধুরমধুপে মধৌ ভবেৎ কস্য নোৎকণ্ঠা ॥ ৮৬ ॥

অচ্ছাচ্ছচন্দনরসার্দ্রতরা মৃগাক্ষ্যো
ধারাগৃহাণি কুসুমানি চ কৌমুদী চ ।
মন্দো মরুৎ সুমনসঃ শুচি হর্ম্যপৃষ্ঠং
গ্রীষ্মে মদং চ মদনং চ বিবর্ধয়ন্তি ॥ ৮৭ ॥

স্রজো হৃদ্যামোদা ব্যজনপবনশ্চন্দ্রকিরণাঃ
পরাগঃ কাসারো মলয়জরজঃ শীধু বিশদম্ ।
শুচিঃ সৌধোৎসঙ্গঃ প্রতনু বসনং পঙ্কজদৃশো
নিদাঘর্তাবেতদ্বিলসতি লভন্তে সুকৃতিনঃ ॥ ৮৮ ॥

সুধাশুভ্রং ধাম স্ফুরদমলরশ্মিঃ শশধরঃ
প্রিয়াবক্ত্রাম্ভোজং মলয়জরজশ্চাতিসুরভি ।
স্রজো হৃদ্যামোদাস্তদিদমখিলং রাগিণি জনে
করোত্যন্তঃ ক্ষোভং ন তু বিষয়সংসর্গবিমুখে ॥ ৮৯ ॥

তরুণী বেষোদ্দীপিতকামা বিকসজ্জাতীপুষ্পসুগন্ধিঃ ।
উন্নতপীনপয়োধরভারা প্রাবৃট্ তনুতে কস্য ন হর্ষম্ ॥ ৯০ ॥

বিয়দ্‌পচিতমেঘং ভূময়ঃ কন্দলিন্যো নবকুটজকদম্বামোদিনো গন্ধবাহাঃ।
শিখিকুলকলকেকারাবরম্যা বনান্তাঃ সুখিনমসুখিনং বা সর্বমুৎকণ্ঠয়ন্তি ॥৯১॥

উপরি ঘনং ঘনপটলং তির্যগ্‌ গিরয়োঽপি নর্তিতময়ূরাঃ
ক্ষিতিরপি কন্দলধবলা দৃষ্টিং পথিকঃ ক্ব পাতয়তি ॥ ৯২ ॥

ইতো বিদ্যুদ্বল্লীবিলসিতমিতঃ কেতকীতরোঃ
স্ফুরন্‌ গন্ধঃ প্রোদ্যজ্জলদনিনদস্ফূর্জিতমিতঃ।
ইতঃ কেকীক্রীড়াকলকলরবঃ পক্ষ্মলদৃশাং
কথং যাস্যন্ত্যেতে বিরহদিবসাঃ সংভৃতরসাঃ ॥ ৯৩ ॥

অসূচীসঞ্চারে তমসি নভসি প্রৌঢ়জলদ-
ধ্বনিপ্রাজ্ঞংমন্যে পততি পৃষতানাং চ নিচয়ে।
ইদং সৌদামন্যাঃ কনককমনীয়ং বিলসিতং
মুদং চ ম্লানিং চ প্রথয়তি পথি স্বৈরসুদৃশাম্‌ ॥ ৯৪ ॥

আসারেণ ন হর্ম্যতঃ প্রিয়তমৈর্যাতুং বহিঃ শক্যতে
শীতোৎকম্পনিমিত্তমায়তদৃশা গাঢ়ং সমালিঙ্গ্যতে।
জাতাঃ শীকরশীতলাশ্চ মরুতো রত্যন্তখেদচ্ছিদো
ধন্যানাং বত দুর্দিনং সুদিনতাং যাতি প্রিয়াসংগমে ॥ ৯৫ ॥

অর্ধং সুপ্ত্বা নিশায়াঃ সরভসসুরতায়াসসন্নশ্লথাঙ্গঃ
প্রোদ্ভূতাসহ্যতৃষ্ণো মধুমদনিরতো হর্ম্যপৃষ্ঠে বিবিক্তে।
সম্ভোগক্লান্তকান্তাশিথিলভুজলতাবর্জিতং কর্করীতো
জ্যোৎস্নাভিন্নাচ্ছধারং ন পিবতি সলিলং শারদং মন্দপুণ্যঃ ॥ ৯৬ ॥

হেমন্তে দধিদুগ্ধসর্পিরশনা মাঞ্জিষ্ঠবাসোভৃতঃ
কাশ্মীরদ্রবসান্দ্রদিগ্ধবপুষশ্ছিন্না বিচিত্রৈ রতৈঃ।
বৃত্তোরুস্তনকামিনীজনকৃতাশ্লেষা গৃহাভ্যন্তরে
তাম্বূলীদলপূগপূরিতমুখা ধন্যাঃ সুখং শেরতে ॥ ৯৭ ॥

প্রোদ্যৎপ্রৌঢ়প্রিয়ঙ্গুদ্যুতিভৃতি বিকসৎকুন্দমাদ্যদ্দ্বিরেফে
কালে প্রালেয়বাতপ্রচলবিলসিতোদারমন্দারধাম্নি।
যেষাং নো কণ্ঠলগ্না ক্ষণমপি তুহিনক্ষোদদক্ষা মৃগাক্ষী
তেষামায়ামযামা যমসদনসমা যামিনী যাতি যূনাম্‌ ॥ ৯৮ ॥

চুম্বন্তো গণ্ডভিত্তীরলকবতি মুখে সীৎকৃতান্যাদধানা
বক্ষঃসুৎকঞ্চুকেষু স্তনভরপুলকোদ্ভেদমাপাদয়ন্তঃ।
ঊরূনাকম্পয়ন্তঃ পৃথুজঘনতটাৎ স্রংসয়ন্তোঽংশুকানি
ব্যক্তং কান্তাজনানাং বিটচরিতভৃতঃ শৈশিরা বান্তি বাতাঃ ॥ ৯৯ ॥

কেশানাকুলয়ন্‌ দৃশো মুকুলয়ন্‌ বাসো বলাদাক্ষিপন্‌-
আতন্বন্‌ পুলকোদ্গমং প্রকটয়ন্নাবেগকম্পং শনৈঃ।
বারংবারমুদারসীৎকৃতকৃতো দন্তচ্ছদান্‌ পীড়য়ন্‌
প্রায়ঃ শৈশির এষ সম্প্রতি মরুৎ কান্তাসু কান্তায়তে ॥ ১০০ ॥

ভর্তৃহরি

বৈরাগ্যশতক

ভূমিকা

গীত হবার যোগ্য কাব্যকে বলা হয় গীতিকাব্য। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ঠিক এইরকম কাব্যরচনা পাওয়া যায় না, কারণ গীতিকাব্য-শব্দটি পাশ্চাত্য-সাহিত্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় আলংকারিকের দৃষ্টিতে মহাকাব্যের ছোটো একটি অংশরূপে খণ্ডকাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। খণ্ডকাব্যে স্বল্প পরিসরে একটিমাত্র মূল বিষয়ের খণ্ডরূপে প্রকাশ পায়। সেই হিসেবে খণ্ডকাব্য এবং গীতিকাব্যের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। যে কাব্যে কবি স্পষ্টতঃ নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন, তাকেই গীতিকাব্য বলা হয়। কবিহৃদয়ের আত্মগত একটি ভাবের ঐকান্তিক বিকাশই গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য। যদিও কাব্যমাত্রেই কবির বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ পায়, তবুও গীতিকাব্যে আক্ষরিকভাবে কোনো বিষয়ে কবির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ যে-ভাবের মূর্ছনা জাগায়, তা শ্রোতার বা পাঠকের মনেও প্রতিধ্বনিত হয়, দোলা জাগায়। সংস্কৃত গীতিকাব্যে কিছু শতকশ্রেণীর কাব্য পাওয়া যায়। প্রাকৃতে রচিত হালের সত্তসঈ, সংস্কৃতে অমরু-রচিত অমরুশতক আর ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক সবথেকে উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ শতক বলতে একশটি শ্লোক বোঝালেও সংস্কৃত শতকগুলিতে শ্লোকসংখ্যা কখনো একশর বেশি বা কমও পাওয়া যায়। শতকশ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল যে শ্লোকগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ। আখ্যান-কাব্য বা গীতিকাব্যে যে ঘটনাপরম্পরার ক্রমবিকাশ দেখা যায়, শতকের ক্ষেত্রে প্রায়ই তার অভাব। শ্লোকগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ বলে কালে কালে অন্য কবিদের শ্লোক-সংযোজন সহজসাধ্য হয়েছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাস-পরবর্তী-যুগের কবিদের মধ্যে কবি ভর্তৃহরির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। কবির জীবনকথা এবং সময় সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও নানা সূত্রে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উজ্জয়িনীতে ভর্তৃহরির আবির্ভাব ঘটে। তাঁর পিতার নাম গন্ধর্বসেন। তিনি ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক। গন্ধর্বসেনের প্রথমা পত্নীর গর্ভে ভর্তৃহরি এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়। মালবপ্রদেশের অন্তর্গত ধারা নগরে বিক্রমাদিত্যের মাতামহের রাজধানী ছিল। রাজা গন্ধর্বসেনের মৃত্যু হলে মাতামহ এই দুই ভাইকে প্রতিপালন করতে থাকেন। ভর্তৃহরি কালক্রমে সমস্ত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরে মাতামহের আদেশ অনুসারে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু যৌবনের আবেগে অত্যধিক বিলাসী হয়ে পড়লে সুযোগ্য মন্ত্রী ভাই বিক্রমাদিত্যের উপর রাজ্যপরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমর্পণ করে অতি নিশ্চিন্তমনে ভর্তৃহরি বিলাসব্যসনে ডুবে গেলেন। ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হলে বিক্রমাদিত্য ভর্তৃহরির সমালোচনা করতে লাগলেন। রাজা তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। পরে একটি ঘটনা-পরম্পরায় তিনি অচিরে সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করলেন এক পুণ্য-মুহূর্তে তাঁর অন্তরে জেগে উঠল যোগীদের পরম অভীষ্ট সংসারবৈরাগ্য। তখন তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের দৃঢ় সংকল্পে গৃহত্যাগ করলেন, এবং পবিত্র ভিক্ষান্নমাত্রে জীবনধারণ করে সমস্ত পার্থিব ভোগ সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে একান্তভাবে শিবধ্যানে নিমগ্ন হলেন। নানা তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মানবজন্ম সার্থক করলেন। মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মোক্ষলাভ হল। যোগিরাজ

শ্রীভর্তৃহরি এই পবিত্র নামে বৈরাগ্যসাধনের এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তরূপে তিনি সমস্ত যোগী সাধক ও তপস্বীদের পবিত্র অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। তাঁর সেই অপূর্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং তপস্যাপূর্ণ জীবনকথা চিরস্মরণীয়।

কবির স্থিতিকাল সম্বন্ধেও যে তথ্য জানা যায় তা অনুমান মাত্র। বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন ৬৯১/৯২ খৃষ্টাব্দে। সেই বিবরণে ভর্তৃহরির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কিন্তু শুধু এই উল্লেখের সাহায্যে কবির সময় সম্বন্ধে নির্দেশ করা যায় না। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, শৃঙ্গার-নীতি-বৈরাগ্য এই তিনটি শতক কাব্যের রচয়িতা কবি ভর্তৃহরি এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ গ্রন্থ 'বাক্যপদীয়' রচয়িতা বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি অভিন্ন। পরিব্রাজক ইৎসিঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ভর্তৃহরির আবির্ভাবকাল সপ্তম শতাব্দী হতে পারে। কিন্তু কবি ভর্তৃহরি এবং বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি যে একই ব্যক্তি, তেমন কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ ইৎসিঙের বিবরণে ঐ সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় না। এমনকি, লোকান্তরিত ভর্তৃহরি শতক কাব্যের রচয়িতা কি না, সে বিষয়েও কোনো নির্দেশ নেই ঐ সাক্ষ্যে। বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন, আর কবি ভর্তৃহরি শিবভক্ত, বৈদান্তিক-শৈব যাঁর কাছে মহাদেবই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। ইৎসিঙ তাঁর বিবরণে আরো উল্লেখ করেছেন যে, এই ভর্তৃহরি সংসার এবং সন্ন্যাস—এই দুই বিপরীতমুখী জীবনে এত বিচলিত ছিলেন যে সাতবার সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন এবং আবার সংসারে প্রবেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কাহিনীরও উল্লেখ করেছেন—একবার আশ্রমে প্রবেশ কালে তিনি এক শিষ্যকে আশ্রমের বাইরে রথ প্রস্তুত রাখতে আদেশ করেন, যাতে ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তিনি আশ্রম ত্যাগ করে সংসারে ফিরে যেতে পারেন। ইৎসিঙ একটি শ্লোকও উল্লেখ করেছেন, যেখানে ভর্তৃহরি তাঁর এই দুই বিপরীতমুখী জীবনের দ্বন্দ্বে সিদ্ধান্তগ্রহণের অক্ষমতার কথা স্পষ্টই নির্দেশ করেছেন। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলের সম্ভবতঃ এই সব তথ্যের ভিত্তিতেই ঐ দুজন ভর্তৃহরিকে অভিন্ন বলে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আবার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিত এই মত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে শতক রচয়িতা ভর্তৃহরি বৈদান্তিক শৈব। বরং তাঁকে প্রথমে একজন কবি এবং পরে শৈবসাধক বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু বৌদ্ধ নয়।

কবি ভর্তৃহরি শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক এবং বৈরাগ্যশতক নামে তিনটি কাব্য রচনা করেন। একসঙ্গে এই তিনটি 'শতকত্রয়ম্' নামে পরিচিত। অনেকে অনুমান করেন এই তিনটির মধ্যে শুধু শৃঙ্গারশতকটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি এবং অন্য দুটি সংকলন মাত্র। তার কারণ, শকুন্তলা, তন্ত্রাখ্যায়িকা প্রভৃতি গ্রন্থের কিছু শ্লোক ঐ দুটি শতকে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ব্যাস বা চাণক্যের মতো ভর্তৃহরিও কেবল মাত্র একটি নাম, যাঁর নামে বিভিন্ন রচনা কাব্যজগতে স্থান লাভ করেছে অথবা নিজের কাব্যসমৃদ্ধির জন্যে তিনি অন্যদের রচনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। অনেকের আবার ধারণা, যে-কবি শৃঙ্গারশতকের মতো প্রেমবিষয়ক কাব্য রচনা করেছেন, তাঁরই পক্ষে কেমন করেই বা নীতি এবং বৈরাগ্যশতকের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অপূর্ব কাব্য লেখা সম্ভব। এই সব কথার উত্তরে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, ইৎসিঙের বিবরণে উল্লিখিত ভর্তৃহরির সাতবার সংসার ত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণের তথ্য যদি সামান্যতমও সত্য হয়,

তাহলে বোধকরি একমাত্র ভর্তৃহরির মতো কবির পক্ষেই একই সঙ্গে এক দিকে শৃঙ্গারশতক এবং অন্য দিকে নীতি ও বৈরাগ্যশতকের মতো অতুলনীয় কাব্য-রচনা সম্ভব।

এই তিনটি শতকের মধ্যে বৈরাগ্যশতকটি নীতি ও ধর্মোপদেশমূলক কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই শতকের মূল বিষয় সংসার-বৈরাগ্য। সাংসারিক মানুষের প্রতিদিনের জীবনধারণে যে শত-সহস্র দুঃখ-গ্লানি, চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা অজস্র ভোগ্যবস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করার পর যে ভীষণ অবসাদ ও শূন্যতায় সমস্ত মনপ্রাণ ভরে—এ সবই শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে সৃষ্টি করে অনীহা—যার ক্রমপরিণতি বৈরাগ্যের পবিত্রতা। সেই বৈরাগ্যেরই জয়গাথা এই শতক। কবি নানা ভাবে এই উপদেশই সমগ্র গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন যে, আসক্তিশূন্য ভাবে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মোক্ষের জন্যে সচেষ্ট হলে মানুষের অরে কোনো দুঃখ থাকবে না। কী প্রয়োজন এই গ্লানিময় জীবনধারণের উপকরণটুকু অতিকষ্টে অর্জন করার? তার থেকে ভালো গাছের ফল, নদীর জল, ভূমিশয্যা দিগ্বসন আর ভগবৎ-প্রার্থনা। অতি করুণভাবে পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি বর্ণনা করেছেন—কেন মানুষ স্ত্রীপুত্রকন্যাদের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না পেরে অন্যের কাছে হাত পাতে। সেসব বর্ণনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। কবি দেখিয়েছেন সংসারের চূড়ান্ত অসারতা, আপাতরমণীয় ভোগ্যবিষয় ও সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব তথাকথিত নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা কত না অন্তঃসারশূন্য, দৈহিক সুখ, স্ত্রীপুত্র-পরিবার ও ঐশ্বর্য সম্পদে আসক্তি কী ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করে। এই সব অনুভূতির বর্ণনা, এবং নানা উপদেশ কবি প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ভাবে এবং ভাষায়, যা একবার পড়লে মুমুক্ষু পাঠকের অন্তর্লোকে সাড়া জাগে। কবির হৃদয়াবেগ, মানবিকতাবোধের ও ভাবের মাধুর্য আর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিমা গীতিময় করে তুলেছে এই শতকটিকে।

বিষয়াসক্তিশূন্য চিত্তে, একান্ত নির্জনতায় আত্মাভিমুখী হয়ে পবিত্র ভিক্ষান্নে এবং ভগবানের আরাধনায় তদ্গত হয়ে পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করাতেই মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা—এই লক্ষ্য লাভে মুমুক্ষুদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় উপদেশ করেছেন। এজন্য ক্রমান্বয়ে দশটি ভাগে দশটি করে শ্লোকমালায় ভিন্ন ভিন্ন নামে সাজিয়েছেন এই শতককাব্যকে। সেই দশটি বিষয়—(১) তৃষ্ণাদূষণম্ (বিষয়বাসনার বিভিন্ন দোষ বর্ণনা) (২) বিষয়-পরিত্যাগবিড়ম্বনম্ (সমস্ত ভোগবাসনা ত্যাগ করাই লক্ষ্য) (৩) যাচ্ঞাদৈন্যদূষণম্ (ভিক্ষা করার দীনতা-দোষ) (৪) ভোগাস্থৈর্যবর্ণনম্ (ভোগ্যবস্তুগুলির ক্ষণস্থায়িত্ব) (৫) কালমহিমানুবর্ণনম্ (মহাকালের মহিমা বর্ণনা) (৬) যতিনৃপতিসংবাদবর্ণনম্ (সন্ন্যাসী ও রাজার আলাপ) (৭) মনঃ-সবোধননিয়মনম্ (মনের সংযম) (৮) নিত্যানিত্যবস্তুবিচারঃ (শাশ্বত ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর বিচার) (৯) শিবার্চনম্ (শিবের আরাধনা) এবং (১০) অবধূতচর্যা (অবধূত-আচরণ অবলম্বন)

রচনাশৈলীর দিক দিয়েও ভর্তৃহরির শতকত্রয় সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন, অনুপম সৃষ্টি। এই কাব্যগুলিতে একাধারে কাব্য, নীতি-উপদেশ, মনস্তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ, দর্শন এবং অধ্যাত্ম-সাধনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সেই কারণে ভারতের সমস্ত প্রান্তে বহু শতাব্দী ধরেই এই কাব্য বিদগ্ধ এবং মুমুক্ষু সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

ব্রততী মুখোপাধ্যায়

বৈরাগ্যশতক

তৃষ্ণার দোষ

শিরে অলংকাররূপে[১] শোভিত চাঁদের স্নিগ্ধকিরণে যিনি সমুজ্জ্বল, অনায়াসে যিনি কামদেবকে পতঙ্গের মতো দগ্ধ করেছেন[২], সকলের মঙ্গলের জন্যে যিনি প্রকাশমান, (মানুষের) অন্যের অজ্ঞান-অন্ধকারের গুরুভার[৩] যিনি সমূলে বিনাশ করেন, সেই জ্ঞানালোকস্বরূপ[৪] ভগবান শিব যোগীদের হৃদয়ে বিরাজ করুন[৫] ॥ ১ ॥

[ধনলাভের আশায়] বহু দুর্গম স্থানে ঘুরেছি, কিন্তু কিছুই লাভ করি নি, উপযুক্ত জাতি ও বংশমর্যাদা[৬] বিসর্জন দিয়ে (ধনীদের) সেবা করেছি, (কিন্তু সবই বৃথা); অপমানিত হয়েও অন্যের বাড়িতে কাকের মতো[৭] শঙ্কিত মনে অন্নভোজন করেছি, কিন্তু হে পাপকার্যে প্রবর্তিকা বিষয়তৃষ্ণা! তুমি বেড়েই চলেছ, আজও সন্তুষ্ট হলে না ॥ ২ ॥

গুপ্তধন রত্ন-ঐশ্বর্য লাভের আশায় মাটি খুঁড়েছি, পাহাড়ের ধাতব পাথর গালিয়েছি, (অন্য দ্বীপে ব্যবসা করে অর্থোপার্জনের আশায় সমুদ্র পেরিয়েছি অতি যত্নে কত রাজাদের সেবা করেছি, আবার একাগ্রমনে মন্ত্র-জপ করার জন্যে[৮] কত রাত শ্মশানে কাটিয়েছি (কিন্তু হায়, এত কষ্ট করেও, কোথাও) কাণাকড়িও পেলাম না। হে বিষয়তৃষ্ণা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক[৯] ॥ ৩ ॥

দুর্জনদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাদের কত রূঢ়কথা অতিকষ্টে সহ্য করেছি; (সেইসব কটুকথায়) অন্তরের উদ্গতপ্রায় চোখের জলও রুদ্ধ করে, উদাসমনে (বাইরে হাসিমুখে থেকেছি; মিথ্যে ঐশ্বর্যের অহংকারে অন্ধ মূর্খ বিবেকশূন্য ধনীদের করজোড়ে নমস্কারও করেছি, কিন্তু হে ব্যর্থ তৃষ্ণা! (এরপরেও) তুমি আর কীভাবে আমাকে নাচাতে চাও? ॥ ৪ ॥

পদ্মপাতায় জলের মতো চঞ্চল[১০] এই প্রাণের জন্যে বিচারবুদ্ধিশূন্য হয়ে আমি কী না করেছি! হায়, ঐশ্বর্যের অহংকারে বিবেকহীন ধনীদের সামনে নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রশংসার মতো পাপও করেছি[১১] (কিন্তু তাতেও কিছু লাভ হয় নি) ॥ ৫ ॥

(নানা-ভাবে অপমানিত হয়েও আমি নিজের) ক্ষমাগুণে (অন্যের অপমান, অসম্মান প্রভৃতি ক্ষমা করি নি (অর্থাৎ অক্ষমতায় ও ভয়ে সহ্য করেছি); সংসারের নানা সুখ-চিন্তা পরিতোষের সঙ্গে ত্যাগ করি নি; দুঃসহ শীত-ঝড় প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতপালন করি নি; দিনরাত অর্থ চিন্তায় কাটিয়েছি, অথচ প্রাণায়াম প্রভৃতির সাহায্যে মহাদেবের চরণ ধ্যান করিনি; মুনিরা যেমন অপমানাদি-সহ্য, তপশ্চর্যা প্রভৃতি করেন, তেমন আমিও করেছি, কিন্তু (অযথা আচরণের জন্যে অর্থাৎ ঠিকমতো না করায়) ফললাভে বঞ্চিত হয়েছি ॥ ৬ ॥

সংসারের বিষয় সুখ ভোগ করতে পারি নি, কিন্তু আমরাই ভুক্ত হয়েছি (অর্থাৎ বিষয় লাভের চিন্তায় ব্যাকুল হয়েছি) ব্রত-উপবাস প্রভৃতি পালন করি নি কিন্তু আমরাই ত্রিবিধ তাপে[১২] সন্তপ্ত হয়ে দুঃখভোগ করেছি; সময় চলে যায় নি কিন্তু আমরাই শক্তিসামর্থ্যহীন হয়ে পড়েছি; বিষয়বাসনা কিছুমাত্র কমে নি কিন্তু আমরাই বার্ধক্যে শিথিলাঙ্গ হয়ে পড়েছি[১৩] ॥ ৭ ॥

বার্ধক্যে মুখচর্ম কুঞ্চিত, মস্তক পক্বকেশে চিহ্নিত, সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু হায়! তবুও (নিত্য নতুন) ভোগের আকাঙ্ক্ষা বেড়েই চলেছে ॥ ৮ ॥

বিষয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়েছে[১৪] পৌরুষের অভিমান ও সম্মান নষ্ট ; সসম্মানে (সমবয়সী) প্রাণের তুল্য বন্ধুরা সদ্যই বার্ধক্যদশাগ্রস্ত হবার আগেই স্বর্গ লাভ করেছেন, ধীর ধীরে ধীরে যষ্টিধারণ করেছি (লাঠি ছাড়া চলতে অক্ষম) চোখদুটিও নিবিড় তিমির রোগে[১৫] (চোখে ছানি-পড়া রোগে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। হায় ! তবুও জ্ঞানহীন[১৬] দেহ মৃত্যুভয়ে ভীত ॥ ৯ ॥

ভোগের আশা-আকাঙ্ক্ষা নদীর মতো, মনের নানা ইচ্ছা যেন নদীর জলে বিষয়-তৃষ্ণা হল তারই তরঙ্গ, বিষয়াসক্তি কুমির প্রভৃতি জলচর হিংস্র-প্রাণীর মতো, ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চিন্তা হাঁস প্রভৃতি পাখির মতো (সেই আশা) ধৈর্য[১৭]-রূপ বৃক্ষ ধ্বংস করে অহংকার প্রভৃতি অজ্ঞানজনিত মোহ সুগভীর আবর্ত-সংকুল, নানা দুশ্চিন্তা সেই নদীর তীর। (কেবলমাত্র) বিশুদ্ধচিত্ত যোগিশ্রেষ্ঠগণ এই আশা-নদী পেরিয়ে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন ॥ ১০ ॥

বিষয়ত্যাগের বিড়ম্বনা

অনাদি জন্মপরম্পরায় ফললাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নানা পুণ্যাচরণে কোনো কল্যাণ আমি দেখছি না ; পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের পরিণাম বিচার করে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে। মহাপুণ্যের ফলে সঞ্চিত দীর্ঘকাল ব্যাপী বিষয়ভোগও[১৮] বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিদের দুঃখ দেবার জন্যেই বেড়ে যায় ॥ ১১ ॥

দীর্ঘকালস্থায়ী হলেও ভোগ্য বিষয় অবশ্যই নিবৃত্ত হবে[১৯] (শেষে), বিষয় নিজেই নিঃশেষিত হোক অথবা মানুষই নিজে তাকে ত্যাগ করল—উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়ের অভাবে পার্থক্য কী ? কারণ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি স্বয়ং ঐ ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করে না। কিন্তু বিষয় নিজের ইচ্ছায় মানুষকে ত্যাগ করলে অত্যন্ত সন্তাপের কারণ হয়, তবে পুরুষ স্বেচ্ছায় তুচ্ছজ্ঞানে বিষয় ত্যাগ করলে (তৃষ্ণার নিবৃত্তির ফলে) পরমানন্দ লাভ হয়[২০] ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়তায় নির্মলচিত্ত মানুষ নিস্পৃহ হয়ে ধন প্রভৃতি যাবতীয় সংসার-সুখ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে কী দুঃসাধ্য কাজই না করেন[২১], কিন্তু আমরা আগে যা পাই নি, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও যা পাবার নিশ্চিত সম্ভাবনা নেই এমন মনঃকল্পিত বিষয়সুখ ত্যাগ করতে পারি না ॥ ১৩ ॥

পর্বতগুহায় নির্জনে বাস করে যে পুণ্যবান ব্যক্তিরা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের[২২] ধ্যান করেন, তাঁদের কোলে বসে থাকা পাখিরা নির্ভয়ে তাঁদের আনন্দাশ্রু পান করে ; কিন্তু আমরা কল্পনায় সৃষ্ট অট্টালিকায়, সরোবরের তীরে, ক্রীড়াকাননে আনন্দ-কৌতুকে আসক্ত হয়ে বৃথা আয়ুক্ষয় করেছি ॥ ১৪ ॥

কেবলমাত্র ভিক্ষান্ন ভোজন করি, সেটাও (আবার) মিষ্ট বা অম্ল রসাস্বাদহীন এবং দিনে একবার মাত্র। আস্তরণহীন ভূতলই আমার শয্যা ; নিজের দেহটিই একমাত্র সেবক, শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে তৈরি কাঁথাই একমাত্র পরিধেয় (কিন্তু) হায়, তবুও বিষয়বাসনা আমাকে পরিত্যাগ করছে না ॥ ১৫ ॥

রমণীদেহের মাংসল স্তনযুগল স্বর্ণকলসের সঙ্গে উপমিত, শ্লেষাদির আধার মুখ চন্দ্রের সঙ্গে, কটি-পুরোভাগ মূত্রাদির জন্যে অপবিত্র হলেও হস্তীর মস্তকের সঙ্গে তুলনীয়—অত্যন্ত নিন্দনীয় হলেও কোনো কোনো কবি এইভাবে রমণীদেহকে গৌরবান্বিত করেছেন ॥ ১৬ ॥

প্রিয়তমার অর্ধাঙ্গধারণকারী মহাদেব অনুরাগী প্রেমিকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আবার অনাসক্ত বীতরাগ (যোগীদের) ব্যক্তিদের মধ্যেও তাঁর অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নেই। দুর্নিবার মদনবাণরূপ সর্পবিষে জর্জরিত হয়ে তারা (সাধারণ মানুষ) ভোগ্য বিষয়গুলি (যথার্থই) ভোগ বা ত্যাগ করতে পারে না[১৩] ॥ ১৭ ॥

পতঙ্গ অগ্নির দহনজনিত দুঃখ না জেনেই প্রদীপ্ত অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মাছও (মৃত্যুর কারণ না জেনে) বঁড়শিবিদ্ধ মাংসখণ্ড গলাধঃকরণ করে, কিন্তু আমরা এই সংসারে ভোগ্যবিষয়সমূহ বহু বিপৎসংকুল একথা জেনেও বিষয়বাসনা ত্যাগ করতে পারি না। হায়, হায়, অজ্ঞানের মোহ[১৪] কী গভীর ॥ ১৮ ॥

তৃষ্ণায় শুষ্ক কণ্ঠ হলে লোকে শীতল, সুমিষ্ট জল পান করে, ক্ষুধার্ত হলে মাংসযুক্ত অন্ন ভোজন করে, কামনাগ্নি উদ্দীপ্ত হলে পত্নীকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করে—(এইভাবে) ক্ষুধা-তৃষ্ণারূপ ব্যাধির প্রতিষেধক পান-ভোজনাদিকে লোকে বিপরীত বুদ্ধিতে সুখ মনে করে ॥ ১৯ ॥

উচ্চ প্রাসাদ, সজ্জনদের প্রশংসিত পুত্র, অতুল ধনসম্পদ, কল্যাণী পত্নী ও নূতন যৌবন—এই সব কিছু অজ্ঞতাবশে বিবেকশূন্য ব্যক্তি নিত্যবস্তু বলে মনে করে (ক্রমেই) সংসাররূপ কারাগৃহে বন্দী হয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু জ্ঞানী বিবেকী মানুষ যথার্থ বিচার করে সমস্ত বিষয়ভোগ ক্ষণস্থায়ী জেনে পরিত্যাগ করেন ॥ ২০ ॥

যাচঞার দীনতা প্রদর্শন

দারিদ্র্যপীড়িত শুষ্কমুখে, ক্রন্দনরত ক্ষুধার্ত শিশুরা যার জরাজীর্ণ বস্ত্র আকর্ষণ করছে, অন্নাভাবে বিহ্বল এরকম গৃহিণীকে যদি চোখে না দেখতে হত, তাহলে কোন্ ধৈর্যশীল পুরুষ ভিক্ষা করেও প্রত্যাখ্যাত হবার ভয়ে হীনকণ্ঠে নিজের উদর পূরণের জন্যে 'দাও' একথা বলতে পারে ? ॥ ২১ ॥

সম্মানী ব্যক্তির খ্যাতির অভিমান নষ্ট করতে নিপুণ, উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে সংকুচিত পদ্মের মতো ধৈর্য প্রভৃতি গুণগুলিতে সংকুচিত হয়, লজ্জা প্রভৃতির লতাবিতানের ছেদক কুঠারের মতো দুষ্পূরণীয় এই উদরপাত্রের জন্যেই ভিক্ষাজনিত দৈন্য অনুভব করতে হয় ॥ ২২ ॥

সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণদের আহুত যজ্ঞাগ্নির যজ্ঞধূমে যাঁদের গৃহদ্বার মলিন হয় এমন বাণপ্রস্থী ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত পবিত্র বিশাল গ্রামে বা বনে ক্ষুধার্ত হয়ে উদরপূর্তির জন্যে যে সম্মানী ব্যক্তি শুভ্রবস্ত্রে প্রান্তভাগ পর্যন্ত আবৃত ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করে প্রত্যেক গৃহদ্বারে প্রতিদিন ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রাণরক্ষা করেন, কিন্তু একই বংশের আত্মীয়-পরিজনের কাছে প্রতিদিন দীন হবার থেকে তাঁর অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভালো[১৫] ॥ ২৩ ॥

ভাগীরথীর তরঙ্গে সূক্ষ্ম জলকণায় শীতল এবং বিদ্যাধরদের বাসভূমি রমণীয় শিলাতলসমূহ, হিমালয় পর্বতের প্রান্ত প্রদেশগুলি কি প্রলয়ে ধ্বংস হয়েছে, নয়তো কেন মানুষ অপমানিত হয়েও অন্যের দেওয়া অন্নভোজনে আসক্ত হয় ? ॥ ২৪ ॥

পর্বতগুলিতে ক্ষুধানিবর্তক কন্দমূল প্রভৃতি, পর্বতের ঝর্ণাগুলি, বৃক্ষের সুমিষ্ট ফলে ভরা বল্কলযুক্ত শাখাগুলিও কি নিঃশেষ হয়েছে ? নয়তো কেন মানুষ অত্যন্ত দুর্বিনীত দুর্জনদের অতিকষ্টে পাওয়া সমান ধনের অহংকারে (গর্বরূপ বায়ুর দ্বারা)

চালিত সংকুচিত ভ্রূযুগলযুক্ত মুখ দর্শন করে? (কেন তাদের দেওয়া ভিক্ষার অপেক্ষায় থাকে ?) ॥ ২৫ ॥

এখন পবিত্র ফলমূল দিয়েই পরম সুখকর জীবিকা গ্রহণ করো, অমলিন নূতন পত্রে রচিত ভূমিতলে শয্যা গ্রহণ করো, ওঠো আর দেরি নয়, চলো আমরা সেই বনে যাই, যেখানে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিবেক-জ্ঞানহীন মূঢ়চিত্ত বিত্তরূপ ব্যাধিজনিত বিকারে অস্পষ্টভাষী ধনীদের (রাজাদের) নামও শোনা যাবে না ॥ ২৬ ॥

বনে বনে উদরপূর্তির জন্যে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষের ফল, তৃষ্ণা-নিবারণের জন্যে পবিত্র নদীগুলির শীতল ও সুমিষ্ট জল আছে[২৬], অতিকোমল লতাপত্রে রচিত সুখস্পর্শী শয্যাও আছে, তবুও ধনলোভী ব্যক্তিরা ধনীদের গৃহদ্বারে পরিতাপ সহ্য করে ॥ ২৭ ॥

ধনীদের কাছে ভিক্ষা করে যারা দীনতা প্রকাশ করে, উপভোগ্য বিষয়ের আসক্তিতে যারা নীচতা প্রকাশ করে, পর্বত-গুহায় অভীষ্ট দেবতার ধ্যানের শেষে (ব্রহ্মধ্যানের ব্যুত্থানে) পাষাণশয্যায় বিশ্রামকালে মনে মনে হেসে তাদের দুর্দিনের কথা স্মরণ করব ॥ ২৮ ॥

দৈববশে সম্পদ লাভ করে যাঁরা সন্তুষ্ট, তাঁদের আনন্দ কখনও নষ্ট হয় না, বরং বেড়েই যায়। কিন্তু যারা ধনের লোভে ব্যাকুল হয়, তাদের বিষয়চিন্তা (কখনও) নিবৃত্ত হয় না—এই অবস্থায় অপরিমেয় ধনরত্নের আধাররূপে প্রসিদ্ধ সেই স্বর্ণময় মেরুপর্বত, যা নিজের মধ্যেই পর্যবসিত, ব্রহ্মা কার প্রয়োজনে সেটা সৃষ্টি করেছেন? মহাযোগীরা সাধুদের প্রিয় পবিত্র, অবিনাশী শম্ভুসত্রের (সদাব্রত)[২৭] এইরকম প্রশংসা করেন—(এতে) ভিক্ষাজন্য দীনতা নেই[২৮], সমস্ত ভয় বিনাশ করে দুর্জনদের অসহিষ্ণুতা, দর্প-অহংকার নাশ করে, যাবতীয় সাংসারিক বাধার নিবর্তক[২৯] সর্বত্র প্রতিদিন অনায়াসে লাভ করা যায়[২৯] ॥ ৩০ ॥

ভোগ্যবিষয়ের অস্থিরতা

ভোগসুখে রোগের ভয়, সদ্বংশে বিপরীত আচরণজনিত দোষে বিচ্যুতির (সম্মান নাশের) ভয়, ধনসম্পদের বৃদ্ধিতে রাজাদের ভয়, অভিমানে দীনতার ভয়, শক্তিতে শত্রুর ভয়, সৌন্দর্যে বার্ধক্যের ভয়, শাস্ত্রজ্ঞানে তার্কিক প্রতিবাদীর ভয়, বিদ্যা-বিনয় প্রভৃতি গুণের বিষয়ে দুষ্ট লোকের অপবাদের ভয়, দেহে মৃত্যুর ভয়—জগতে মানুষের কাছে সমস্ত বস্তুই ভীতিপ্রদ কেবলমাত্র বৈরাগ্যই ভয়শূন্য। (সুতরাং ভয়াবহ ভোগ্য বিষয়সমূহ ত্যাগ করে বৈরাগ্যই আশ্রয় করা উচিত) ॥ ৩১ ॥

মৃত্যু সমস্ত প্রাণীর জীবন, বার্ধক্য উজ্জ্বল রমণীয় যৌবন, ধনলাভের বাসনা সন্তুষ্টিকে, প্রগল্‌ভা নারীর বিলাস ইন্দ্রিয়-অনাসক্তিজনিত আনন্দকে, অসহিষ্ণু ব্যক্তিরা বিনয় প্রভৃতি গুণকে, দুষ্ট হস্তী এবং সর্প পবিত্র অরণ্যভূমিকে, কুমন্ত্রণাদাতা দুর্জনরা রাজাদের এবং নশ্বরতা ধনসম্পদকে অভিভূত করে—এই সংসারে কোন্ বস্তু অন্য কিছু দ্বারা আক্রান্ত (অভিভূত) হয় না? ॥ ৩২ ॥

শত শত রোগের দুঃখে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, যে-ব্যক্তির ঐশ্বর্য-সম্পদ আছে, বিপদ যেন উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে সেখানে অপ্রতিহত ভাবে প্রবেশ করে সমৃদ্ধি নষ্ট করার জন্যে, প্রারব্ধকর্মের ফলে বারংবার জন্মগ্রহণে বিহ্বল ব্যক্তিকে মৃত্যু অবশ্যই শীঘ্র কবলিত

করে।[৩০] সেই নিরঙ্কুশ (অপ্রতিহত) স্রষ্টা এমন বস্তু সৃষ্টি করেছেন কি, যা চিরস্থায়ী[৩১]? ॥ ৩৩ ॥

ভোগ্যবিষয় উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার উত্থান-পতনের মতো চঞ্চল, জীবন মুহূর্তের মধ্যে শেষ হতে পারে, প্রিয় রমণীর সঙ্গলাভে যৌবনকালের সুখভোগ মাত্র কিছুদিনের—সুতরাং হে জ্ঞানিগণ! অখিল সংসার অসার মনে করে মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহ করতে আগ্রহী মনে (সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে) সচেষ্ট হও[৩২] ॥ ৩৪ ॥ [তোমাদের প্রদর্শিত প্রচেষ্টা অন্যকেও অনুপ্রাণিত করবে।

মানুষের ভোগের বিষয় মেঘরাশির মধ্যে প্রকাশিত বিদ্যুতের মতো চঞ্চল, তার জীবন বায়ু আন্দোলিত পদ্মপাতার প্রান্তস্থিত জলবিন্দুর মতো চঞ্চল, যৌবনের মহা-ভোগবাসনাও অস্থির[৩৩]—একথা চিন্তা করে হে জ্ঞানিগণ। শীঘ্রই ধৈর্য সহকারে একাগ্র-চিত্তে[৩৪] সুখলভ্য ব্রহ্মধ্যানে অভিনিবেশ করো ॥ ৩৫ ॥

মানুষের আয়ুষ্কাল তরঙ্গের মতো চঞ্চল, যৌবনের সৌন্দর্য কিছুদিন মাত্র থাকে, ধন-সম্পদ মনোরথের মতো ক্ষণস্থায়ী, বিষয়ভোগ বর্ষাকালীন বিদ্যুতের মতো অস্থির। প্রিয়তমার কণ্ঠ-আলিঙ্গনও ক্ষণকালের। অতএব হে জ্ঞানিগণ!) সংসারভীতি-রূপ সাগর উত্তীর্ণ হতে ব্রহ্মধ্যানে একাগ্রচিত্ত হও ॥ ৩৬ ॥

জীবমাত্রেই মাতৃগর্ভে নানা অপবিত্র পদার্থের মধ্যে সংকুচিত দেহে অতিকষ্টে অবস্থান করে, যৌবনের সুখসম্ভোগ প্রিয়তমার বিয়োগজনিত দুঃখে ব্যাহত হয়, সুনয়না রমণীদের অবজ্ঞা-পরিহাসের আস্পদ বার্ধক্যও অভীষ্ট নয়, (সুতরাং) হে মানব! গর্ভবাস জন্ম-জরাদিরূপ এই সংসারে যদি কিছুমাত্র সুখ থাকে তো বলো! ॥ ৩৭ ॥

বার্ধক্যদশা ব্যাঘ্রীর মতো তর্জন-গর্জনে ভয় দেখিয়ে সামনে থাকে, শত্রুর মতো নানা রোগ দেহকে পীড়া দেয়, সচ্ছিদ্র কলসী থেকে যেমন জল পড়ে যায়, তেমনি জীবন কালও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আশ্চর্য! তবুও মানুষ অন্যায় আচরণ করে ॥ ৩৮ ॥

ভোগ্য বিষয়গুলি ক্ষণভঙ্গুর, সেই ভোগের জন্যেই জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ[৩৫] করতে হয়; হে মানব! এই সংসারে কোন্ সুখের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? ভোগ্য বিষয় লাভের চেষ্টায় কী প্রয়োজন? যদি আমাদের উপদেশে বিশ্বাস থাকে, তাহলে সব আকাঙ্ক্ষা সংযত করে নির্মলচিত্তে একান্ত অনুরাগে আত্মচিন্তায় চিত্ত সমাহিত করো ॥ ৩৯ ॥

যে নিরতিশয় নিত্য আনন্দ থাকলে মানুষ ব্রহ্মা ইন্দ্র-বায়ু প্রভৃতি দেবতাদেরও তৃণজ্ঞান করে, যে বিশেষ আনন্দ লাভ করলে ত্রিভুবনের রাজ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্যও অনভিপ্রেত মনে হয়, সেই এক অনির্বাচ্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিত্য প্রকাশমান ব্রহ্মানন্দই সর্বদা বিরাজ করে। হে সাধু! সেই বিশিষ্ট সুখ ব্যতীত অন্য ক্ষণস্থায়ী সংসার-সুখে আসক্ত হোয়ো না[৩৬] ॥ ৪০ ॥

কালের মহিমা

সেই মনোহর রাজধানী, সেখানকার পূজ্য রাজা ও তাঁর পার্শ্বচর সামন্তরাজমণ্ডলী, বিদ্বৎসভা, চন্দ্রমুখী রমণী, বিপথগামী রাজকুমারবর্গ, স্তুতিপাঠক ও তাদের স্তুতিগান এই সব কিছুই যে কালের অধীন হয়ে স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, সেই মহাকাল স্বরূপ[৩৭] ভগবানকে প্রণাম ॥ ৪১ ॥

যেখানে একসময় অনেক মানুষ ছিল, সেখানে পরে একজন থাকে; আবার যেখানে

একজন মাত্র ছিল, সেখানে পরে অনেকে মিলিত হল এবং অবশেষে একজনও রইল না—এইভাবে পাশাখেলায় সুনিপুণ কালস্বরূপ ভগবান পাশার ছকের মতো সংসারে দিন ও রাত্রিকে দুটি পাশার মতো বার বার ছড়িয়ে দিয়ে ও তুলে নিয়ে পাশার ঘুঁটির মতো প্রাণীদের নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলছেন[১৮] ॥ ৪২ ॥

সূর্য প্রতিদিন উদিত হয় এবং অস্তও যায়, জীবনও তেমনি কালক্রমে (দিনে দিনে) ক্ষয় পায়, কিন্তু জীবনরক্ষার জন্যে শত কাজে বিপর্যস্ত মানুষ আয়ুক্ষয়কারক কালের কথা জানতেও পারে না। জন্ম-জরা-বিপদ-মৃত্যু সব দেখেও মানুষের ভয় হয় না, মোহ-মদিরা পান করে সারা জগৎ উন্মত্ত হয় ॥ ৪৩ ॥

এই রাত্রি, বিগত রাত্রির মতো, এই দিনও আবার গত দিনের মতো—একথা জেনেও উদ্যমী মানুষ তেমনি গোপনীয় আরব্ধ কাজের জন্যে সেই চর্বিত-চর্বণপ্রায় বিষয়লাভের চেষ্টায় বৃথাই ছুটে বেড়ায়। হায়! এইভাবে নিরত পরিবর্তনশীল সংসার আমাদের হীনদশাগ্রস্ত করলেও আমরা লজ্জিত হই না ॥ ৪৪ ॥

সংসারবন্ধন ছিন্ন করে মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীশিবশম্ভুর চরণকমল[৩৯] যথাবিহিত উপায়ে ধ্যান করি নি, স্বর্গলাভের জন্যে যজ্ঞানুষ্ঠানও করি নি, স্বপ্নেও কামনা (রমণীর স্নেহ-আলিঙ্গনাদি)-চরিতার্থ হয় নি, জননীর যৌবন-উচ্ছেদের জন্যেই কেবলমাত্র কুঠারের মতো হয়ে বৃথাই জন্মগ্রহণ করি ॥ ৪৫ ॥

প্রতিবাদীদের দমনে সমর্থ বিনয়ী সজ্জন বন্দিদের অভ্যাসযোগ্য বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র-সমূহের যথার্থ অনুশীলন[৪০] আমরা করি নি, হাতির কুম্ভাকৃতি পৃষ্ঠভাগ বিদীর্ণকারী খড়্গের দ্বারা স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত যশ[৪১] লাভ করি নি, চন্দ্রোদয়ে প্রিয়তমার কোমল অধরামৃত আস্বাদন করি নি. হায়! শূন্য গৃহে প্রদীপের মতো আমাদের যৌবনকাল বৃথাই নষ্ট হল[৪২] ॥ ৪৬ ॥

(জীবনে) পরমপুরুষার্থসাধক বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নি, (পর্যাপ্ত) ধনও উপার্জন করিনি, একাগ্রচিত্তে পিতামাতার পরিচর্যা বা সেবাও করিনি, চঞ্চল আয়তনয়না প্রিয়তমার আলিঙ্গনসুখ ভোগ করি নি, কিন্তু কাকের মতো পরান্ন-ভোজনের লোভে বৃথাই জীবন কেটে গেল ॥ ৪৭ ॥

যাঁরা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, তাঁদের নিশ্চয়-ই মৃত্যু হয়েছে (তাঁরা মহাকালের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন) : যাদের সঙ্গে বড়ো হয়েছি, তারাও স্মৃতির বিষয় হয়েছে ; এখন এই আমরা বালুকাময় নদীতীরের আসন্নপতন বৃক্ষগুলির সমান অবস্থা লাভ করেছি ॥ ৪৮ ॥

মানুষের জীবন শতবর্ষ-পরিমিত—কিন্তু তার অর্ধভাগ রাত্রির নিদ্রায়, এবং বাকি অর্ধভাগের (জাগ্রত অবস্থার) অর্ধভাগ বাল্য এবং বার্ধক্যদশায় কাটে, অবশিষ্ট অংশ নানা রোগপীড়া স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়ের বিয়োগদুঃখে ; অন্যের সেবাতেও অতিবাহিত হয়। সুতরাং জলকল্লোলের মতো অতিচঞ্চল ও ক্ষণিক এই মানুষের জীবনে সুখ কোথায় ? ॥ ৪৯ ॥

মানুষ অভিনেতার মতোই,[৪৩] শিশু, ক্ষণপরে যুবক ; কখনও দরিদ্র আবার পরে মহাধনী হয়ে অবশেষে জরাজীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শিথিল চর্মরেখায় চিহ্নিত দেহে যমপুরীতে প্রবেশ করে ॥ ৫০ ॥

সন্ন্যাসী ও রাজার কথোপকথন

হে রাজন্! তুমি রাজা বলে যদি নিজেকে মহা উন্নত (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে মনে কর,

তাহলে আমরাও নিরন্তর গুরুসেবায় অর্জিত প্রজ্ঞার অভিমানে[৪৪] (বিবেকবুদ্ধির গর্বে) শ্রেষ্ঠ, তুমি যদি ধন-সম্পদে সর্বত্র প্রসিদ্ধ হও, তাহলে আমাদের যশোগাথাও কবিরা দিক-দিগন্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন[৪৫]—এইভাবে ধন এবং সম্মানে আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান রয়েছে[৪৬] ; সুতরাং তুমি যদি আমাদের প্রতি অনাদর-পরায়ণ হও, তাহলে আমরাও একান্তভাবে (তোমার প্রতি) নিঃস্পৃহ থাকব ॥ ৫১ ॥

হে রাজন্ ! তুমি প্রচুর ধনের অধিকারী, আমরাও সকল শাস্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞানে পারদর্শী ; তুমি বীর, আমরাও প্রতিবাদীদের পাণ্ডিত্যের অহংকার চূর্ণ করতে সুনিপুণ ; ধনলোভীরা আরও ধনলাভের আকাঙ্ক্ষায় তোমার সেবা করে, আর বুদ্ধির জড়তা বা রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি চিত্ত-মালিন্য বিনাশ করার আশায়[৪৭] শাস্ত্রশ্রবণে অভিলাষী শিষ্যরা[৪৮] (আমাদের পরিচর্যা করে) ; সুতরাং, হে রাজন্ ! যদি আমাদের উপর তোমার আস্থা ও শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে তোমার উপরও আমাদের আস্থা থাকবে না ॥ ৫২ ॥

হে রাজন্ ! আমরা বল্কলমাত্র পরিধান করে সন্তুষ্ট, আর তুমি মহামূল্য পট্টবস্ত্র পরিধান করে ; কিন্তু আমাদের সন্তুষ্টি সমানই। যে-ব্যক্তির অতি প্রবল বিষয় আকাঙ্ক্ষা সে-ই দরিদ্র। মনে সন্তুষ্টি থাকলে কে ধনী কেই-বা দরিদ্র[৪৯] ॥ ৫৩ ॥

ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যে নানারকম ফল, পানের জন্যে সুমিষ্ট জল, শয়নের জন্যে ভূমিতল, পরিধানের জন্যে বল্কল—এ সবই পর্যাপ্তপরিমাণে আছে। (সুতরাং) সদ্যোলব্ধ ধনের অহংকারে মত্ত বিভ্রান্তচিত্ত বিবেকহীন বিপথগামী দুর্জনদের উদ্ধত ব্যবহার সহ্য করতে পারি না ॥ ৫৪ ॥

আমরা ভিক্ষান্ন ভোজন করি, দিক্-বস্ত্র পরিধান করি (দিগম্বর থাকি), ভূতলে শয়ন করি, সুতরাং রাজাদের কাছে আমাদের কী প্রয়োজন ? ॥ ৫৫ ॥

আমরা বিচিত্র নাট্য-নিপুণ অভিনেতা নই, নায়ক হবার মতো চতুর নই[৫০] আমরা সঙ্গীতে পারদর্শী নই, বিদ্বান ও সাধারণ লোকের মতো আলাপাদিতেও নিপুণ নই, কুচভারনতা রমণীও নই, সুতরাং আমাদের মধ্যে কে রাজদর্শনে (কী প্রয়োজনেই বা) যাবে ? ॥ ৫৬ ॥

পূর্বে (হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি) উদারবুদ্ধি সার্বভৌম রাজারা (ধর্মাচরণের দ্বারা) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্য (যযাতি প্রভৃতি) রাজারা যথার্থভাবে সেই রাজ্য পালন করেছিলেন, আর (বলি প্রভৃতি) রাজারা শত্রুবিনাশ করে পৃথিবী জয় করেও তৃণের মতো তুচ্ছজ্ঞান করে অপরকে দান করেন। বর্তমানেও অপর ধৈর্যশালী ব্যক্তিগণ চতুর্দশ ভুবন পালন করতে সমর্থ, (অথচ) কয়েকটি মাত্র নগরের আধিপত্য লাভ করে মানুষ এই অহংকারে কিসের জন্যে উন্মত্ত হয় ? ॥ ৫৭ ॥

শত শত রাজা যে-পৃথিবীকে ক্ষণকালও অভুক্ত রাখেন নি (অর্থাৎ চিরদিনই ভোগ করেছেন) সেই-পৃথিবীর আধিপত্য লাভে রাজাদের কী-এমন উৎকর্ষ লাভ হয় ? সেই পৃথিবীর এক অংশেরও ক্ষুদ্র অংশের আধিপত্য লাভ করে মন্দবুদ্ধি রাজাদের বিষণ্ণ হওয়া উচিত হলেও বিপরীতভাবে সন্তোষ লাভ করে ॥ ৫৮ ॥

সমুদ্রাকার জলরেখায় বেষ্টিত এই সমগ্র পৃথিবী নিশ্চয়ই অণুমাত্র, তাকেই শত শত যুদ্ধে[৫১] অধিকার করে রাজারা ভোগ করে, সেই হীন ও দরিদ্র রাজন্যবর্গ দান করবে অথবা করে এতে আর (নতুন) কী ? কিন্তু সেই রাজাদের থেকে যে পুরুষাধম সামান্যতম ধনেরও প্রত্যাশা করে, তাকে ধিক্, তাকে ধিক্ ॥ ৫৯ ॥

সেই ব্যক্তিই সার্থকজন্মা, যাঁর শুভ্র শিরঃ-অস্থি শ্রীশিবশম্ভু অলংকাররূপে নিজ মস্তকে সর্বোপরিভাগে ধারণ করেন। আর এখন তুচ্ছ প্রাণরক্ষায় আগ্রহী কিছু মানুষের নমস্কার পেয়ে এই রাজাদের অহংকারে তাপ উদ্রেক কিসের জন্যে ? ॥ ৬০ ॥

মনঃসংযমের উপায়

হে চিত্ত ! প্রতিদিন নানাভাবে বহুকষ্টে অন্যকে সন্তুষ্ট করে অনুগ্রহলাভের চেষ্টায় কেন প্রবৃত্ত হও ? বরং তুমি অন্তরে সমাহিত হলে[৭২] (মনকে অন্তর্মুখী করলে) চেষ্টা ব্যতীতই চিন্তারত্নসমূহ তোমার অন্তরে আবির্ভূত হবে, তখন নিষ্কলঙ্ক সংলাপ তোমার কোনো অভিলাষ অপূর্ণ রাখবে না[৭৩] ॥ ৬১ ॥

হে চিত্ত ! তুমি কিসের জন্যে বৃথা ঘুরে বেড়াও ? কোনো এক জায়গায় স্থির হও, যে-কাজ যে-ভাবে হবার তা সেভাবেই বিনা যত্নে হবে, তার অন্যথা হয় না। সুতরাং অতীতের চিন্তা বা অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতের সংকল্প ত্যাগ করে আমি দৈববশে লব্ধ বিষয়সমূহই ভোগ করব[৭৪] ॥ ৬২ ॥

হে চিত্ত ! অত্যন্ত দুঃখকর এই বিষয়রূপ অরণ্য থেকে (বিষয়াসক্তি থেকে) বিরত হও, সমস্ত দুঃখ-নাশে সমর্থ জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করো[৭৫] আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানে তৎপর হও, জলতরঙ্গের মতো অতিচঞ্চল নিজের নানা আচরণ ত্যাগ করো, ক্ষণস্থায়ী সংসারে আসক্ত হোয়ো না, এখন প্রসন্ন হও[৭৬] ॥ ৬৩ ॥

হে চিত্ত ! পুত্রাদির মোহ ত্যাগ করো, চন্দ্রশেখর মহাদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ (অনুরক্ত) হও গঙ্গার তীরে বাস করতে আগ্রহী হও[৭৭] জলতরঙ্গে বুদ্বুদে, বিদ্যুৎ-লতায়, ধনসম্পদে, বিষধর সাপ ও কপট বন্ধুজনে বিশ্বাস কী ? ॥ ৬৪ ॥

হে চিত্ত ! রাজাদের ভ্রূকুটিতে বিচরণকারিণী বারবিলাসিনীর মতো অস্থির চঞ্চল এই লক্ষ্মীকে কখনও সাদরে চিন্তা কোরো না, কাঁথায় আবৃত দেহে বারাণসীর পথের পাশে গৃহদ্বারে ভিক্ষাপাত্রের অযাচিত[৭৮] ভিক্ষান্নই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি ॥ ৬৫ ॥

হে চিত্ত ! সামনে প্রবীণ গায়কদের সঙ্গীত, উভয় দিকে দক্ষিণদেশীয় সুরসিক কবিদের প্রশংসা পশ্চাতে চামর-বীজনকারিণী রমণীদের হস্ত সঞ্চালনে বলয়-ঝংকার—যদি এই সব ভোগ্য বিষয় থাকে, তাহলে সেই-সব সাংসারিক সুখভোগেই প্রলুব্ধ হও, নয়তো অবিলম্বে নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হও[৭৯] ॥ ৬৬ ॥

মানুষ যদি সকল রসনার পরিপূরক সম্পদ লাভ করে, সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করে, তাদের শিরে পদাঘাত করে, ধনবলে অনেক বন্ধুও যদি লাভ করে, এমনকি শরীরও যদি কল্পান্তরে[৮০] বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তাহলেই বা কী সার্থকতা লাভ হবে ? ॥ ৬৭ ॥

হে চিত্ত ! শ্রীশিবশম্ভুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, হৃদয়ে জন্মমৃত্যুর ভয় সর্বদা স্মরণ করো, পুত্র-পত্নী-বন্ধুর প্রতি মমতা ত্যাগ করো, কামনাজনিত বিকার অন্তরে স্থান দিয়ো না, সঙ্গদোষ-শূন্য হয়ে[৮১] কাম-ক্রোধাদি প্রসঙ্গশূন্য হয়ে)[৮২] নির্জন অরণ্যে বাস এই বৈরাগ্যের[৮৩] চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কী প্রার্থনার যোগ্য বিষয় আছে ? ॥ ৬৮ ॥

সুতরাং হে চিত্ত ! এই সব (ক্ষণস্থায়ী) বিষয়ভোগের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির (ব্যর্থ) বিচারের কী প্রয়োজন ? যে ব্রহ্মজ্ঞানে সম্বন্ধযুক্ত হলে[৮৪] ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রভৃতি ভোগও অজ্ঞানী ব্যক্তির (ব্রহ্মজ্ঞানহীন কৃপণ) অভীষ্ট বলে মনে হয়, সেই অনন্ত জন্ম-মৃত্যুহীন সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বব্যাপী প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মধ্যানে সমাহিত হও। ॥ ৬৯ ॥

হে চিত্ত! বিষয়াসক্তিজনিত চপলতা বশে কখনও পাতালে প্রবেশ করছ, কখনো আকাশ অতিক্রম করে অতি ঊর্ধ্বে বিচরণ করছ, আবার দিক্‌চক্রবালে ভ্রমণ করছ, কিন্তু যে ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষসুখ (পরমানন্দ) লাভ করা যায়, কেন সেই নির্মল আত্মহিতকর-ব্রহ্মজ্ঞানে ভুলেও কখনও নিবিষ্টচিত হও না[৬৫]? ॥ ৭০ ॥

নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার [৬৬]

বেদ-স্মৃতি পুরাণ এবং অতিবিস্তৃত শাস্ত্রসমূহ পাঠ করার কী প্রয়োজন? গ্রামের পর্ণকুটীরে আশ্রয়লাভরূপে স্বর্গবাসের, সন্ধ্যা-উপাসনা-যজ্ঞাদি নানা ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ বিভ্রমের কী প্রয়োজন? যাবতীয় সাংসারিক দুঃখভার নাশ করতে সমর্থ প্রলয়াগ্নিরূপ আত্মোপলব্ধির আনন্দলাভ ত্যাগ করে[৬৭] উক্ত ব্যবসাবুদ্ধির কী প্রয়োজন? ॥ ৭১ ॥

যদি মহাপ্রলয়ের অগ্নির বেষ্টনে মনিরত্নাদিতে সমৃদ্ধ মেরু পর্বত বিনষ্ট হয় অসংখ্য মকর প্রভৃতির আবাসস্থল সমুদ্রও বিশুষ্ক হয়, (মহেন্দ্র প্রভৃতি) পর্বতশ্রেষ্ঠ দ্বারা সুদৃঢ় ভাবে রক্ষিত পৃথিবীরও বিনাশ হয়, তাহলে হস্তিশাবকের কর্ণপ্রান্তভাগের মতো চঞ্চল দেহ-বিষয়ে আর কী কথা? [৬৮] ॥ ৭২ ॥

হায়! বার্ধক্য-দশায় মানুষের কী কষ্ট! দেহ সংকুচিত, চলচ্ছক্তির অভাব, দন্তসারি পতিত, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট, বধিরতা বেড়ে যায়, মুখগহ্বর লালাময়; বন্ধুজনেরা কোনো কথার সমাদর করে না, পত্নী সেবা করতে চায় না, (এমনকি) পুত্রও শত্রুর মতো ব্যবহার করে। ॥ ৭৩ ॥

বৃদ্ধ ব্যক্তির মস্তকে পক্বকেশরাশি দর্শন মাত্রেই তাকে শত অস্থিখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত চণ্ডালদের কূপের মতো অবজ্ঞায় পরিত্যাগ করে তরুণীরা অতিদূরে চলে যায়। ॥ ৭৪ ॥

যতদিন শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, বার্ধক্যদশার পূর্বে, ইন্দ্রিয়শক্তি যতদিন অটুট থাকে[৬৯] এবং যতদিন জীবনকাল ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেই সময়ের মধ্যেই জ্ঞানী অভিজ্ঞ ব্যক্তির আত্মকল্যাণ-লাভে যথাযোগ্য উদ্যোগ করা উচিত; কারণ গৃহ অগ্নিদগ্ধ হলে কূপখনন করার প্রচেষ্টা বৃথাই হয়। ॥ ৭৫ ॥

(বৈরাগ্য বশে) আমরা কি কেবলমাত্র মন্দাকিনীর তীরে বাস করব? অথবা (সংসার-ধর্ম পালনে) সবিনয়ে গুণবতী পত্নীদের অনুসরণ করব, অথবা বিবিধ শাস্ত্রের এবং কাব্য-নাটকাদির অমৃতরস পান করব? এই স্বল্পক্ষণের জীবনে আমরা কী করব জানি না ॥ ৭৬ ॥

উত্তম অশ্বের মতো চঞ্চলচিত্ত এই রাজাদের সহজে প্রসন্ন করা যায় না, আর প্রভূত ধনের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের আশাও অনেক; কিন্তু জরা দেহকে এবং মৃত্যু পরমপ্রিয় এই জীবনকে কবলিত করে। হে বন্ধু! তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে এ জগতে তপশ্চরণ ব্যতীত অন্য কোনো পৃথক মোক্ষসাধন নেই ॥ ৭৭ ॥

যখন সম্মান, খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়, ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়, প্রার্থীরা বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে যায়, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি সকলে পরিত্যাগ করে, ভৃত্যবর্গ অন্যত্র চলে যায় (কাজের আশায়)—ধীরে ধীরে যৌবনকালও অপগত হয়, তখন জাহ্নবীর জলে পবিত্র পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের কোন গুহার নিকটস্থ লতামণ্ডপে বাস করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পক্ষে উপযুক্ত ॥ ৭৮ ॥

চন্দ্রকিরণ, তৃণাচ্ছাদিত বনভূমি, মনোহর, সাধুসঙ্গলাভের আনন্দ, কাব্য নাটক প্রভৃতি

পাঠের আনন্দও মনোহর, প্রণয়কলহে অশ্রুকণায় প্লাবিত প্রিয়তমার মুখমণ্ডলও রমণীয় মনে হয়; কিন্তু অন্তরে অনিত্য জ্ঞান (নিত্য-অনিত্য বস্তুর বিচারজ্ঞান) উদিত হলে কিছুই আর রমণীয় মনে হয় না। রমণীয় বিষয় নিতান্ত অসার বলেই প্রতিভাত হয় ॥ ৭৯ ॥

প্রাসাদের উপরিভাগে বাস করা, সঙ্গীত-বাদন প্রভৃতি শ্রবণ করা, প্রাণাধিকা প্রিয়তমার সঙ্গলাভ—সবই সুখকর। কিন্তু নিত্য-অনিত্য বস্তুবিচারে কুশল বিবেকী ব্যক্তিগণ—এই সমস্তই (অগ্নিতে) পতনের ইচ্ছায় ভ্রমণকারী পতঙ্গের পক্ষকম্পনে জাত চঞ্চল দীপালোকের ছায়ার মতো নশ্বর—(এইভাবে) বিচার করে বনের মধ্যে প্রবেশ করেন ॥ ৮০ ॥

শ্রীশিবশম্ভুর অর্চনা

হে পিতা? অনাদি সংসারের আরম্ভ হতে অনুসন্ধান করেও এমন কোনো পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে আসে নি অথবা তার কথা শুনি নি, যিনি বিষয়ভোগ বাসনারূপ হস্তিনীর দৃঢ় গোপন আলিঙ্গনে মত্ত হস্তীরূপ অন্তঃকরণ সংযম-রূপ রজ্জু-জালে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন ॥ ৮১ ॥

এই যে যথেচ্ছ নিচরণ, দৈন্যহীন ভিক্ষান্ন ভোজন, জ্ঞানী-সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গলাভ, বেদান্তপ্রভৃতি শাস্ত্র-শ্রবণে বিষয়ভোগ বাসনার বিরতি, বাহ্য বিষয়ে সংযতচিত্ত—কোন্ মহৎ তপস্যার এই পরিণাম, দীর্ঘ দিন বিচার করেও আমি জানি না ॥ ৮২ ॥

বিষয়বাসনা অন্তরেই বিনষ্ট হয়, বিষয়ভোগে সমর্থ অঙ্গ থেকে যৌবন অপগত, গুণগ্রাহীর অভাবে বিদ্যা-বিনয় প্রভৃতি গুণেও নিষ্ফল হয়, দুর্জয় ক্ষমাহীন কালস্বরূপ যমও প্রাণহরণের জন্যে দ্রুত উপস্থিত হয়। এখন কী করা উচিত? হায় শুধুমাত্র জেনেছি মদনশত্রু শিবশম্ভুর চরণযুগল আশ্রয় করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই ॥ ৮৩ ॥

চতুর্দশ ভুবনের প্রভু শিব এবং জগতের অন্তর্যামী বিষ্ণুতে—আমার কোনো বস্তুগত ভেদবুদ্ধি নেই, তবুও চন্দ্রশেখরের প্রতিই আমার ভক্তি-অনুরাগ আছে ॥ ৮৪ ॥

প্রশান্ত রাত্রিগুলিতে সুবিস্তৃত প্রকাশমান জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত (ও ধবলিত) গঙ্গার কোনো তটদেশে সুখে উপবেশন করে, নানা সংসারদুঃখে ব্যাকুল হয়ে কবে আমরা 'হে শিব, হে শিব' এই বলে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করব, সংযতচিত্তে আনন্দাশ্রুধারায় ব্যাকুল হব? ॥ ৮৫ ॥

(কবে) সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে পবিত্র করুণায় পূর্ণ হৃদয়ে সংসারের বিষম পরিণতির কথা স্মরণ করতে করতে, পবিত্র তপোবনে চতুর্দিকে শরতের চন্দ্রকিরণে প্লাবিত রাত্রিগুলি যাপন করব? ॥ ৮৬ ॥

কবে বারাণসীর দেবনদী গঙ্গার তীরে বাস করে, কৌপীনমাত্র ধারণ করে, মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ হাতদুটি রেখে হে পার্বতীপতে, হে ত্রিপুরান্তক হে শম্ভো, হে ত্র্যম্বক—এই বলে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করতে করতে দিনগুলি নিমেষের মতো যাপন করব? ॥ ৮৭ ॥

হে শম্ভু! গঙ্গাজলে পবিত্র হয়ে, শাস্ত্রসম্মত ফুলে ফলে তোমার অর্চনা করে, পর্বতগুহার পাষাণ-শয্যায় বসে, তোমার ধ্যানযোগ্য চরণকমলধ্যানে একান্ত সমাহিত হয়ে, আত্মারাম (আসক্তিহীন) হয়ে, আচার্য উপদিষ্ট ক্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর হয়ে, ফলাহারে শরীর ধারণ করে, তোমার অনুগ্রহে কবে আমি মকরচিহ্নযুক্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের পরিচর্যাজনিত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করব? ॥ ৮৮ ॥

হে শম্ভু ! অসহায়, বিষয়াসক্তিশূন্য, সংযতচিত্ত ও দিগম্বর হয়ে করতলই একমাত্র ভিক্ষাপ্রাপ্ত করে আমি কবে সমস্ত সঞ্চিত প্রারব্ধকর্ম-বন্ধন ধ্বংস করতে পারব ? (কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করব ?) ॥ ৮৯ ॥

করতলই যাঁদের একমাত্র ভোজনপাত্র, স্বভাবশুদ্ধ ভিক্ষান্নদ্বারাই যাঁরা সন্তুষ্ট, যে কোনো স্থানে যাঁরা বাস করেন, জগৎপ্রপঞ্চকেই যাঁরা বারংবার তৃণের মত তুচ্ছজ্ঞান করেন, মৃত্যুর পূর্বেই যাঁরা অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন—এই যোগীদের মহাদেবের কৃপায় সুলভ, অনির্বাচ্য মোক্ষমার্গ লাভ হয় ॥ ৯০ ॥

অবধূত-আচরণ

শতছিন্ন কৌপীন ও তেমনি জীর্ণ কাঁথাতেই যদি সন্তোষ থাকে, বিষয়চিন্তা না থাকে, দৈন্যশূন্য ভিক্ষান্ন-ভোজনে যদি তৃপ্তি থাকে, শ্মশানে, বনে যে কোনো স্থানে নিদ্রায় যদি সুখ হয়, স্বাধীনভাবে যদি বিচরণ করা যায়, এবং সর্বদা প্রসন্ন চিত্ত যোগসমাধিতে স্থির হয়, তাহলে ত্রিভুবনের আধিপত্যে কী প্রয়োজন ? ॥ ৯১ ॥

বিম্বমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি মনস্বী ব্যক্তির চিত্ত প্রলুব্ধ করতে পারে ? অত্যন্ত ক্ষুদ্র শফরীর (পুঁটিমাছের) সঞ্চালনে কি সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় ? ॥ ৯২ ॥

হে জননী ! দেবী লক্ষ্মী ! অন্য কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তিকে (এখন) অনুগৃহীত করো, আমায় আর আকাঙ্ক্ষা কোরো না ; বিষয়াভিলাষী ব্যক্তিরা তোমার বশীভূত, নিঃস্পৃহ আমাদের কাছে তুমি কে ? (কেউ নও ।) এখন আমরা সদ্যোনির্মিত পলাশপত্রের ভিক্ষা-আহরণ পাত্রের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবিকা-নির্বাহ করতে অভিলাষী ॥ ৯৩ ॥

ধরণীতল যাঁর মহাশয্যা, বাহুদ্বয় যাঁর উপধান, আকাশই চন্দ্রাতপ, অনুকূল বায়ু ব্যজন (পাখা), শরৎকালীন চাঁদই প্রদীপ এবং বৈরাগ্যরূপ স্ত্রীসঙ্গে পরিতুষ্ট—এরকম সুখী শান্ত যোগীশ্বর ঐশ্বর্যবান সার্বভৌম রাজার মতো নির্ভয়ে নিদ্রা যান ॥ ৯৪ ॥

কেবলমাত্র ভিক্ষান্ন ভোজন করে যিনি দেহধারণ করেন, জনসঙ্গে নিরাসক্ত, স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, হেয়-উপাদেয় বুদ্ধিশূন্য, পথে পরিত্যক্ত শতছিন্ন পুরাতন বস্ত্রখণ্ড যাঁর পরিচ্ছদ, জীর্ণ কাঁথাই যাঁর আসন, নিরভিমান, নিরহংকার, বৈরাগ্যজনিত শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভে অভিলাষী সেই ব্যক্তিই মহাতপা যোগীশ্বর ! ॥ ৯৫ ॥

এই দৃশ্যমান ব্যক্তি কি চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র, অথবা তপোনিষ্ঠ মুনি অথবা পরমার্থচিন্তানিষ্ঠ যোগী—এই রকম নানা কথায় বাচাল জনতা পথে সম্ভাষণ করলেও যোগিগণ ক্রুদ্ধ বা সন্তুষ্ট হন না, যোগে স্থিরচিত্ত হয়ে মৌনাবলম্বন করে চলে যান ॥ ৯৬ ॥

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সাপের জন্যে হিংসাশূন্য অনায়াসলভ্য বাতাস সৃষ্টি করেছেন, পশুরাও নূতন তৃণভোজনে, বনপ্রান্তে শয়ন করে সন্তুষ্ট হয় ; সংসার-সমুদ্র লঙ্ঘন করতে সমর্থ মানুষের জন্যেও বিধাতা তেমনি (হিংসাশূন্য) জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, সেই বৃত্তি অনুসরণ করতে সচেষ্ট ব্যক্তিদের সত্ত্ব প্রভৃতি গুণজনিত কার্য (দোষ) বিনষ্ট হয় ॥ ৯৭ ॥

গঙ্গার কূলে হিমালয় পর্বতের শিলাখণ্ডের উপরে পদ্মাসনে উপবেশন করে ব্রহ্মোপাসনায় সমাধি লাভ করব এবং যেখানে সেই যোগবশে নিশ্চল আমার অঙ্গে বৃদ্ধ হরিণগুলি নিজ অঙ্গ কণ্ডূয়ন করবে, তেমন সুদিন আমার (জীবনে) হবে কি ? ৯৮ ॥

হস্তই যাঁদের একমাত্র শুদ্ধ ভোজনপাত্র, স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করে প্রাপ্ত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য

যাঁদের অক্ষয় ভোজন, সুবিস্তৃত দশ দিক যাঁদের বসন (যাঁরা দিগম্বর), সুবিশাল ভূমিতলই যাঁদের শয্যা, নিঃসঙ্গতাস্বীকারের পরিণতিতে যাঁরা সন্তুষ্ট দীনতাজনিত সমস্ত সম্পদ যাঁরা ত্যাগ করেন তাঁরাই ধন্য, তাঁদের জন্মজন্মান্তরের কর্মপ্রবাহ ধ্বংস হয় ॥ ৯৯ ॥

হে জননী; বসুমতী ! জনক বায়ু ! সখে অগ্নি ! বন্ধু জল ! ভ্রাতঃ অম্বর ! বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তোমাদের শেষ প্রণাম নিবেদন করি, তোমাদের সাহচর্যে অর্জিত পুণ্যবলে নির্মল জ্ঞানে সমস্ত অজ্ঞান দূরে পরিত্যাগ করে আমি পরব্রহ্মে লীন হচ্ছি ॥ ১০০ ॥

যাঁর পরমকৃপায় যোগিরা বৈরাগ্য অবলম্বন করে আত্মজ্ঞান লাভ করেন, ভর্তৃহরি এই প্রারম্ভশ্লোকে মঙ্গলাচরণরূপে সেই পরমাত্মস্বরূপ মহাদেবের স্তুতি করেছেন। কবি ভর্তৃহরি শিব ভক্ত।

১. চূড়োত্তংসিতস্য–উত্তংস–শিরোভূষণ।
২. লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ–ইন্দ্রের অনুরোধে যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে কামদেব মন্মথ বাণ নিক্ষেপ করলে তিনি অনায়াসেই তৃতীয়নয়নজাত বহ্নিতে কামদেবকে দগ্ধ করেন। কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' বর্ণনা করেছেন 'তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার' ॥ ৩।৭২ অগ্নিতে পতনোন্মুখ পতঙ্গের মতো তাঁকে দগ্ধ করেন–'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ'
৩. অপারমোহান্ধতিমিরপ্রাগ্‌ভারম্–জীবের অনাদি অনন্ত অজ্ঞান বিনষ্ট না হলে আত্মজ্ঞান–'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় না। ভগবান সাম্বশিবের আরাধনায় ভক্তচিত্তের সেই অজ্ঞান অন্ধকার সমূলে বিনষ্ট হয়।
৪. জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ- প্রদীপের আলোয় যেমন অন্ধকার দূর হয়, তেমনি আত্মজ্ঞান লাভে অনন্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। এখানে ভগবান মহাদেবকেই সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রদীপ বলে কল্পনা করা হয়েছে।
৫. এই শ্লোকে 'চূড়োত্তংশিত...বাক্যের 'চন্দ্র'পদের দ্বারা মহাদেব ভক্তচিত্তের সকল পাপ-তাপ হরণ করেন, দ্বিতীয় বাক্যে 'কামশলভ' পদে তিনি মহাশত্রুকেও বিনাশ করেন, 'অন্তঃস্ফূর্জৎ...বাক্যে 'মোহান্ধতিমির' পদে যেমন সূর্যের উদয়ে সমস্ত অন্ধকার-নাশ করে; 'জ্ঞানপ্রদীপ' পদে কামক্রোধ প্রভৃতির মালিন্যশূন্য নির্মলচিত্ত নিঃসঙ্গ সনক প্রভৃতি যোগীদের চিত্তে যেমন মহাদেব বিরাজ করেন, তেমনি ভক্তদের অজ্ঞান নাশ করে তাদের চিত্তেও মহাদেব বিরাজ করুন–এই বিশেষ তাৎপর্য সূচিত হয়।
৬. জাতিকুলাভিমানমুচিতম্–অতিরিক্ত অহংকার নয়, কিন্তু যথোপযুক্ত জাতি ও বংশের সম্মান। আমি অত্যন্ত সম্মানিত' এই অভিমান বর্জন করে।
৭. কাকবৎ–শ্রাদ্ধে প্রদত্ত পিণ্ডের বলি-ভক্ষণের আশায়, আশঙ্কায় কাক যেমন এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে আসে, তেমনি অবস্থায় পরের প্রদত্ত অন্ন ভোজন করেছেন।
৮. মন্ত্রারাধনতৎপরেণ...ভূত-প্রেত-পিশাচ প্রভৃতির ভয়ও অগ্রাহ্য করে দেবতার কৃপায় ধন-রত্নলাভের উপায় পাওয়া যাবে এই আশায় তন্ত্রমন্ত্রাদিজপে নিবিষ্টচিত্তে শ্মশানে রাত কাটিয়েছি।
৯. সকামা ভব–তৃষ্ণাই সমস্ত অনর্থের মূল। তার জন্যেই এত মিথ্যা পরিশ্রম। কিন্তু অভীষ্ট লাভও হল না। সুতরাং বিষয়-বাসনা ত্যাগ করাই শ্রেয়।
১০. ভুলিতবিসিনীপত্রপয়সাম্='নলিনীদলগত-জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবিতম্
১১. মানব্রীড়োনিজগুণকথাপাতকমপি='আত্মপ্রশংসা মরণং পরনিন্দা তথৈবচ'–এই বচন অনুসারে নিজের গুণকীর্তন এবং অপরের নিন্দা উভয় কাজেই আত্মহত্যা-তুল্য পাপ হয়।

১২. বয়মেব তপ্তাঃ--আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক--এই ত্রিবিধ তাপে আমরা সন্তপ্ত।

১৩. সুতরাং রাজর্ষি খট্বাঙ্গের মতো শীঘ্রই হরিধ্যানে মগ্ন হয়ে তৃষ্ণার বিনাশসাধনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। খট্বাঙ্গ যে মুহূর্তে জেনেছিলেন যে তাঁর জীবন মাত্র একমুহূর্তের, তৎক্ষণাৎ তিনি হরিধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে মোক্ষলাভ করেন। এই পরীক্ষিৎকে রাজর্ষির উদাহরণ দিয়েছেন শুকদেব—'মুহূর্তান্ সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্' (১৩)

১৪. শঙ্করাচার্যের 'ভজগোবিন্দম্' শ্লোকাবলীতে বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ।

১৫. বৈদ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পাটল-নামে চোখের রোগবিশেষ।

১৬. মূঢ়ঃ কায়ঃ--দেহীর ধর্ম দেহে আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিহীন হওয়াতে অজ্ঞানী দেহী মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছে।

১৭. মনসো নির্বিকারত্বং ধৈর্যং সৎস্বপি হেতুষু'—কারণ থাকা সত্ত্বেও মনের নির্বিকার ভাব ধৈর্যের লক্ষণ।

১৮. জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের ফলে স্বর্গাদিলাভরূপ পরিণাম বিচার করে আমি ভীত, কারণ পুণ্যক্ষয় হলে আবার এই মর্ত্যজীবনের দুঃখভোগ। গীতাতে বলা হয়েছে 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। জন্মপরম্পরায় মর্ত্যজীবনের মহাদুঃখকর গর্ভবাস প্রভৃতিতে মঙ্গলকর কিছু নেই। সুতরাং ঐহিক বা আমুষ্মিক ভোগ মাত্রেরই পরিণামে মহাদুঃখ থাকায় ভোগ ত্যাগ করাই শ্রেয়।

১৯. চঞ্চলস্বভাব বিষয়গুলি দীর্ঘ-পরিচয়ের অনাদর করেও মানুষকে পরিত্যাগ করে, যাবজ্জীবন থাকে না। গীতাতেও এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাশ্চ কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ গীতা ২।১৪ ॥

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে বিষয়ের সংযোগই শীতউষ্ণ সুখ-দুঃখ দান করে। সেগুলি উৎপত্তি বিনাশ শীল, সুতরাং অনিত্য, অতএব সহ্য করো।

২০. ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের অন্যতম সাধন এই বৈরাগ্য, অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি। এই ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যাবে—এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে,—

''যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥

২১. ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী বিষয়ে বলা হয়েছে—'……অস্মিন্ জন্মনি জন্মনি জন্মান্তরে বা কম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন……॥ আর ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হল—ইহামুত্রফলভোগবিরাগ-শমদমাদিসম্পত্তি-মুমুক্ষুত্বানি ॥ বেদান্তসার

২২. তমেব ভান্তম্-অনুভাতি সর্বম্ তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

২৩. একমাত্র পরমেশ্বরই অনুরক্ত এবং বীতরাগ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্যেরা উভয়-ভ্রষ্ট। 'কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা কর্তুং সমর্থঃ এব পরমেশ্বরঃ।'

২৪. …পতঙ্গ প্রভৃতির অপরাধ নেই, বিষয়ের স্বরূপ তাদের কাছে অজ্ঞাত। 'পতঙ্গ-মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ' এই ন্যায় অনুসারে একে অন্যের

মৃত্যুর কারণ। কিন্তু সংসারী মানুষ বিষয়ের স্বরূপ জেনেও অতিগহন দুর্বিজ্ঞেয় অঘটনঘটনপটীয়সী অবিদ্যারই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে বারংবার বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং সেটাও তার অপরাধ নয়।

২৫. 'ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্'—এই বচন অনুসারে বন্ধু-আত্মীয়জনের কাছে ভিক্ষা করে দীন-নীচ জীবন থেকেও ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করাও ভালো। এখানে যদিও ত্যজন্ত্যসূন্ শর্ম ন মানিনো বরং ত্যজন্তি নত্বেকমযাচিতব্রতম্—'মানী ব্যক্তি বরং প্রাণ ও সুখ ত্যাগ করেন, কিন্তু না চাওয়ার ব্রত কখনোই নয়' এই উক্তি অনুসারে যদিও মানীর পক্ষে না-চাওয়াই প্রধান ব্রত হওয়া উচিত, তবুও যদি অত্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হয়ে ভিক্ষায় প্রবৃত্তি হয়, তাহলে কোনো অজ্ঞাত স্থানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষান্ন-ভোজনে উদরপূর্তি করা উচিত ; কিন্তু কখনোই বন্ধু-আত্মীয় পরিজনের কাছে প্রাণসংকট হলেও কিছু চাওয়া উচিত নয়।

২৬. স্নান ও পানের দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর পঙ্ক প্রক্ষালনে জল শান্তিদান করে। নদী ও বৃক্ষের পরোপকারিত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ। কথিত আছে—'পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ।'
কল্যাণকামী ব্যক্তির পক্ষে বনবাস জীবিকা আশ্রয় করাই কর্তব্য। শ্রীভাগবতেও আছে—

> চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
> নোবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
> শুদ্ধা গুহাঃ কিমু ন সন্তি মহানুভাবা
> যস্মাদ্ভজন্তি যতয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥ স্কন্ধ—২।২।৫

২৭. শম্ভোঃ সত্রম্—সত্র শব্দের অর্থ সদাব্রত দীর্ঘকালব্যাপী যাগের মধ্যে শম্ভুসত্র অন্যতম। কখনও এটি বারো বৎসরও স্থায়ী হয় অথবা সমগ্র জীবনকালব্যাপীও হয়। শ্রীশিবশম্ভুর প্রতি পরম ভক্তিতে ধর্মজীবন পালনে ইচ্ছুক যোগী মহাদেবের মতোই ভিক্ষাহারী। শুধুমাত্র ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ খাদ্যদ্রব্যে জীবনধারণ করে এই সদাব্রত যোগীরা পালন করেন। এবং বৈশিষ্ট্য হল এই ব্রতপালনকারী যোগী 'ভিক্ষা দাও' একথাও উচ্চারণ করেন না! সদ্-গৃহস্থ স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে মহাপুণ্য লাভের ইচ্ছায় ভিক্ষা দান করেন।

২৮. গৃহদ্বারে 'ভিক্ষা দাও' এ কথা বলা মাত্রই সদ্‌গৃহস্থ সম্মানপূর্বক যে-ভিক্ষা দান করেন, যোগীর সেই ভিক্ষাগ্রহণে ব্যবহারিক দৈন্য থাকলেও, পারমার্থিক দৈন্য নেই।

২৯. অথবা ন্যায়-বৈশেষিক মতে একবিংশতি মহাদুঃখের বিচ্ছেদক। 'আত্যন্তিক দুঃখের বিনাশই মোক্ষ'—এই একবিংশতি মহাদুঃখের ধ্বংসরূপ মোক্ষের নিদান।

৩০. মরণশীল এই প্রাণিজগৎ—
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥ গীতা ২।২৭
"পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে যে—কঠোপনিষদ্

৩১. বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুমাত্রেরই প্রতি ক্ষণে বিনাশ হয়।

৩২ যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যত্ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ গীতা ৩।২১

৩৩. যত্ সত্ তত্ ক্ষণিকং জলধরপটলম্...বস্তুর ক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গে এই বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ব-বাদের কথা কবি স্মরণ করেছেন।

৩৪. যোগে—'সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ' যোগসূত্র ২।৪৫

৩৫. ভবঃ—বৈশেষিক মতে ভোগায়তনম্ শরীরম্—দেহই ভোগের আশ্রয়।
সুতরাং বাহ্য ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হলে মহা অনর্থ ঘটবে, এই মঙ্গলকর শ্রেষ্ঠ উপদেশ বিশ্বাস করে এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে ব্রহ্মধ্যানে একাগ্রচিত্ত হলে শ্রেয়োলাভ হবে। শ্রুতিস্মৃতিতেও এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩
মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেও যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি—'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেত্'।

৩৬ ব্রহ্মানন্দে অন্য সমস্ত পার্থিব আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। ঐতরেয় উপনিষদে এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। 'রসো হবৈ সঃ'—আনন্দবল্লী।
'স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ'
স এক পরমে এই আত্মস্বরূপবোধ নিত্য। প্রতিদিনের উদিত সূর্য যেমন নতুন সূর্য না হলেও সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনতুনতার প্রকাশ, সেই ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনি নিত্যনবীন। 'প্রকাশ্যন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এব আত্মনো হিতে'। অজ্ঞানের বিনাশে মোক্ষলাভ সেই ব্রহ্মানন্দ নূতনভাবে প্রকাশ পায়।

৩৭. মহাকালের মহিমা অবশ্য স্বীকার্য। 'কালঃ কলয়তামহম্' গীতা।

৩৮. ভাগ্য-নিয়তি-মহাকাল প্রাণীদের নিয়ন্তা!
ভাগ্য তার ইচ্ছায় পাশার ছকে গুঁটিগুলি ছড়িয়ে দেয়, আর তাতেই মানুষের সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য নির্ণীত হয়।
শার -পাশার খুঁটি

৩৯ শম্ভুপাদাম্বুজধানঃ—'অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ধর্মার্জনে। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত অর্জন করা যায় না। কারণ 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত', এবং ধর্মাৎ সুখং চ জ্ঞানং চ জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা ধর্ম এবং মোক্ষ এই দুই পুরুষার্থ লাভের সাধনরূপে নির্ধারিত হওয়াতে ধর্ম-অর্জন অবশ্য কর্তব্য। ধর্মানুষ্ঠান স্বর্গ-লাভেরও উপায়—
'স্বর্গদ্বারকবাটপাটনপটুঃ ধর্মঃ'।

৪০ বিদ্যা নাভ্যস্তা-বেদ, শাস্ত্রসমূহ, পুরাণ প্রভৃতি বিদ্যা যথাযথ ভাবে অভ্যাস করা হয় নি। যে কোনো অধীত বিদ্যা যথাযথ চর্চার (পরিশীলনের) অভাবে কালক্রমে নিষ্ফল হয়, এই ভয়ে 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' এই ন্যায়-অনুসারে অধীতশাস্ত্র বা বিদ্যা 'মাত্রেরই অনুশীলন কর্তব্য। বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকম্' ইত্যাদি বচনে কীর্তি প্রতিষ্ঠা জ্ঞান প্রভৃতি ফললাভের জন্যে অধ্যয়ন, অনুশীলন একান্ত কর্তব্য।

৪১. যশঃ নাকং ন নীতঃ-যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু হলে ক্ষত্রিয়দের

স্বর্গলাভ হয়। লোকান্তরে প্রশংসনীয় সেই কীর্তিও অর্জন করা হয় নি। 'কীর্তিঃ স্বর্গফলমাহুরাসংসারং বিপশ্চিৎ' এই বচন অনুসারে স্বর্গলাভের সাধন কীর্তি অর্জন হয়নি। সুতরাং 'কিং জন্ম কীর্তিং বিনা'—খ্যাতিহীন জীবনে কী লাভ ?—'কীর্তির্যস্য স জীবতি'—খ্যাতিমান ব্যক্তিই বাস্তবিক বেঁচে থাকেন—এই বচন অনুসারে এই মনুষ্যজীবন ব্যর্থ।

৪২ শূন্যালয়ে দীপবৎ—শূন্য কক্ষের প্রদীপ যেমন কারো কোনো উপকার করে না, বৃথাই যায় তার আলো ; তেমনি কোনো প্রয়োজন মেটাতে পারলাম না বলে যৌবনও সম্পূর্ণ নিরর্থক হল।

৪৩. নট ইব—যথোপযুক্ত বেশধারী নর্তকের মতো : সংসারের বাল্য-যৌবন প্রভৃতি অবস্থার অনুভবরূপ মায়াময় সংসার নাটকের অভিনেতার মতো। এই সংসারও নাট্যশালা। প্রত্যেক মানুষ যেন পূর্বনির্দিষ্ট অভিনেতার মতো তার উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে যায়। অভিনয়শেষে জীবন-রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়ও গ্রহণ করে।

৪৪ 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ'—এই শ্রুতি-অনুসারে।

৪৫ রাজা এবং বিদ্বানের খ্যাতি বিষয়ে এই শ্লোকটি প্রসিদ্ধ—
বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥

৪৬. রাজা এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে সুমেরুপর্বত ও সর্ষের দানার মতো পার্থক্য।

৪৭. বুদ্ধির জড়তা বা রাগ প্রভৃতি নিবৃত্তি নিম্নোক্ত উপায়ে 'যস্তু পর্যটনে দেশান্ যস্তু সেবতে পণ্ডিতান্। তস্য বিস্তারিতা বুদ্ধিস্তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥'

৪৮ 'গুরুমুখাৎ শ্রোতব্যম্'—এই ন্যায় অনুসারে সাক্ষাৎ গুরুর থেকে শাস্ত্রের তাৎপর্যার্থ শোনার ইচ্ছায় 'গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা'—এই উপদেশ বচনে বিশ্বাস করে শিষ্যরা গুরুসেবায় ব্রতী হয়।

৪৯. বলা হয় যে, সন্তোষই সমস্ত সুখের মূল। 'সর্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।'
মহাভারতেও ব্রহ্মনিষ্ঠ যতি-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
> যত্র কচন শায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

৫০. বিটাঃ—নায়ক ও নায়িকার সহায়ক সুচতুর অভিনেতা বিদূষক প্রভৃতি। অলংকারশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

> 'কিঞ্চিদূনঃ পীঠমর্দ একবিদ্যো বিটঃ স্মৃতঃ।
> সন্ধানকুশলশ্চেটো হাস্যপ্রায়ো বিদূষকঃ ॥

৫১. সঙ্গরশতৈঃ—শত যুদ্ধে।

৫২. মানুষের প্রত্যেক কাজেই মনঃসংযোগেই মূল কারণ। মনকে একাগ্র করে আত্ম সমাহিত হবার উপদেশ করছেন। এই প্রসঙ্গে পরাশরের উক্তি—

> 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ'।

ভগবানও বলছেন—'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ, আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

৫৩. বাস্তবিক মনের সুদৃঢ় সংকল্পই কোনো মানুষের সমস্ত অভীষ্টলাভের একমাত্র উপায়।

৫৪. দৈব কৃপায় যা পাওয়া যায়, তাকেই যে মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করে, সে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। ভগবান বলেছেন—

'যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ॥
'গতার্থান্নানুশোচন্তি নার্থয়ন্তে মনোরথান্।
বর্তমানেন বর্তন্তে তেন মে পাণ্ডবাঃ প্রিয়াঃ'॥

৫৫. আত্মজ্ঞান লাভ করলে সমস্ত দুঃখের (একুশটি মহাদুঃখের) সমূলে বিনাশ হয় একথা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে বারংবার বলা হয়েছে।

৫৬. চিত্ত প্রসন্ন (মন সন্তুষ্ট) না হলে শত পুণ্যকার্যের ফলেও শ্রেয়োলাভ হয় না।

৫৭. গঙ্গাতীরে বাস করে পবিত্র হৃদয়ে চন্দ্রশেখরের নিয়ত অনুধ্যান শ্রেয়োলাভের সাধন স্বরূপ। 'শিব একো মহানাত্মা যেন সর্বমিদং ততম্'।

৫৮ 'পাণিপাত্র উদরমাত্রপাত্রে পতিতমশনীয়াৎ'—এই শ্রুতি-অনুসারে অনায়াসে-লব্ধ ভিক্ষান্নমাত্র সন্ন্যাসীর আহার করা উচিত।

ভিক্ষাহারো নিরাহারো ভিক্ষান্নেন প্রতিগ্রহঃ।
অসতো বা সতো বাঽপি সোমপানং দিনে দিনে॥

'ভিক্ষাং দেহি' এই কথা উচ্চারণ না করে সন্ন্যাসীকে দর্শনমাত্রেই লোকে স্বেচ্ছায় যা কিছু দান করে-তেমন ভিক্ষান্ন।

যদিও 'মুনি'র বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান উল্লেখ করেছেন মুনি হবেন নিরপেক্ষ। 'নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্'।

৫৯. নির্বিকল্পে সমাধৌ—

বেদান্তসারে নির্বিকল্প সমাধির লক্ষণ—

জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়ে অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারা
কারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানম্।'

৬০. কল্পং স্থিতাঃ—

ব্রহ্মার একদিন কল্প। প্রলয়। এই রকম তিরিশটি বিভিন্ন কল্পে ব্রহ্মার এক মাস হয়। 'তত্তু দৈবদ্বিসহস্রযুগম্'—অমরকোষ।

৬১. সংসর্গদোষরহিতাঃ—'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।' চাণক্য উল্লেখ করেছেন—

'অসতাং সঙ্গদোষেণ কো ন যাতি পরাভবম্।
ত্রিদশৈর্বন্দিতো বহ্নির্ভস্মনা সহিতো যথা॥'

আরো বলা হয়েছে—'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ'। এই ভগবদ্বচন অনুসারে সঙ্গজনিত কামাদি দোষপরম্পরায় অনর্থের কারণ হয়।

৬২. বিজনা—বিবিক্ত, নির্জন। গীতাতেও আছে—'বিবিক্তদেশসেবিত্বং বিরতির্জন সংসদি'…।

৬৩. বৈরাগ্যম্—বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান।

'যৎ কর্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥'

৬৪ 'তত্ত্বমসি'—ছান্দোগ্য উপনিষদের এই মহাবাক্য ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। 'তমেবৈকং জানথাত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'—মুণ্ডক উপনিষদ্।

৬৫. সামান্যতম ব্রহ্মধ্যানেও আনন্দ অনুভব হয়, সুতরাং ব্রহ্মধ্যান অবশ্যকর্তব্য।
'হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াঽপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ' ॥

৬৬. ব্রহ্মবিচারের নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর পার্থক্য-বিচার অন্যতম সাধন। সুতরাং দার্শনিক কবি এখানে সেই বিবেক-জ্ঞানের অবতারণা করেছেন।

৬৭. সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে, সুতরাং ব্রহ্মধ্যানে নিবিষ্ট হওয়াই একমাত্র কর্তব্য। গীতাতে বলা হয়েছে—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন'। সুতরাং আত্মজ্ঞান ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়নেরও কোনো প্রয়োজন নেই।

৬৮. পর্বত, সমুদ্র, ধরণী সাধারণ দৃষ্টিতে অত্যন্ত স্থির হলেও তাদের বিনাশ সম্ভব। আর মানুষের দেহ তো মুহূর্তের মতো চঞ্চল। মহাভারতে ধর্মপুত্র যক্ষের প্রশ্নের উত্তর দানকালে বলেছিলেন—সে সম্বন্ধে কী আর বলার আছে- 'গজা যত্র ন গণ্যন্তে, মশকানাং তু কা কথা'—
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্ ॥
—প্রতিদিন প্রাণীরা যমালয়ে যাচ্ছে, তবুও অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কী আছে?

৬৯. নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—
শক্তিহীনের পক্ষে আত্মজ্ঞানলাভে সচেষ্ট হওয়া নিরর্থক। সুতরাং বার্ধক্যদশার পূর্বেই ইন্দ্রিয় শক্তি থাকতেই মহা যত্ন করা উচিত! গৃহদাহকালে কূপখননের প্রচেষ্টার মতো জীবনের শেষভাগে কল্যাণ লাভের চেষ্টা বৃথাই।
চিন্তনীয়া হি বিপদামাদাবেব প্রতিক্রিয়া
ন কূপখননং যুক্তং প্রদীপ্তে বহ্নিনা গৃহে ॥

বৈরাগ্যশতকম্

তৃষ্ণাদূষণম্

চূড়োত্তংসিতচন্দ্রচারুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়ো দশাগ্রে স্ফুরন্ ।
অন্তঃস্ফূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্ভারমুচ্চাটয়ং-
চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ ॥ ১ ॥

ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা ।
ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে জৃম্ভসি পাপকর্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি ॥ ২ ॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরির্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃসরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণে ! সকামা ভব ॥ ৩ ॥

খলালাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈ-
র্নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা ।
কৃতো বিত্তস্তম্ভপ্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে ! মোঘাশে ! কিমপরমতো নর্তয়সি মাম্ ॥ ৪ ॥

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিং নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্ ।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসংজ্ঞমনসাং
কৃতং মানব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥ ৫ ॥

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ
সোঢ়া দুঃসহশীতবাতপবনক্লেশো ন তপ্তং তপঃ ।
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং নিয়মিতপ্রাণৈর্ন শম্ভোঃ পদং
তত্তৎ কর্ম কৃতং যদেব মুনিভিস্তৈস্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতাঃ ॥ ৬ ॥

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাস্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতাস্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥ ৭ ॥

বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতেনাংকিতং শিরঃ ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ॥ ৮ ॥

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো মূঢ়ঃ কায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ ॥ ৯ ॥

আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্যদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥

॥ **বিষয়পরিত্যাগবিড়ম্বনম্** ॥

ন সংসারোৎপন্নং চরিতমনুপশ্যামি কুশলং
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ।
মহদ্ভিঃ পুণ্যৌঘৈশ্চিরপরিগৃহীতাশ্চ বিষয়া
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িনাম্ ॥ ১১ ॥

অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুষিত্বাঽপি বিষয়া
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যত্ স্বয়মমূন্।
ব্রজন্তঃস্বাতন্ত্র্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তা হ্যেতে শমসুখমনন্তং বিদধতি ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্মলধিয়ঃ কুর্বন্ত্যহো দুষ্করং
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ।
সংপ্রাপ্তান্ন পুরা ন সম্প্রতি ন চ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়ো
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহানপি পরং ত্যক্তুং ন শক্তা বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তা-
মানন্দাশ্রুজলং পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমাশঙ্কেশয়াঃ।
অস্মাকং তু মনোরথোপরচিতপ্রাসাদবাপীতট-
ক্রীড়াকাননকেলিকৌতুকজুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥ ১৪ ॥

ভিক্ষাঽশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্।
বস্ত্রং বিশীর্ণশতখণ্ডময়ী চ কন্থা
হা হা তথাঽপি বিষয়া ন পরিত্যজন্তি ॥ ১৫ ॥

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলশাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিকরশিরস্পর্ধি জঘনং
মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিজনবিশেষৈর্গুরুকৃতম্ ॥ ১৬ ॥

একো রাগিষু রাজতে প্রিয়তমাদেহার্ধধারী হরো
নীরাগেষু জনো বিমুক্তললনাসঙ্গো ন যস্মাত্ পরঃ।
দুর্বারঃস্মরবাণপন্নগবিষব্যালবিদ্ধমুগ্ধো জনঃ
শেষঃ কামবিড়ম্বিতান্ন বিষয়ান্ ভোক্তুং ন মোক্তুং ক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥

অজানন্মাহাত্ম্যং পততু শলভস্তীব্রদহনে
স ক্ষীণোঽপ্যজ্ঞানাদ্বড়িশযুতমশ্নাতু পিশিতম্।

বিজানন্তোঽপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলা-
ন্ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা ॥ ১৮ ॥

তৃষা শুষ্যত্যাস্যে পিবতি সলিলং শীতমধুরং
ক্ষুধার্তঃ শাল্যন্নং কবলয়তি মাংসাদিকলিতম্ ।
প্রদীপ্তে কামাগ্নৌ সুদৃঢ়তরমালিঙ্গতি বধূং
প্রতীকারং ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্যস্যতি জনঃ ॥ ১৯ ॥

তুঙ্গং বেশ্ম সুতাঃ সতামভিমতাঃ সংখ্যাতিগাঃ সম্পদঃ
কল্যাণী দয়িতা বয়শ্চ নবমিত্যজ্ঞানমূঢ়ো জনঃ ।
মত্বা বিশ্বমনশ্বরং নিবিশতে সংসারকারাগৃহে
সংদৃশ্য ক্ষণভঙ্গুরং তদখিলং ধন্যস্তু সন্ন্যস্যতি ॥ ২০ ॥

॥ যাচঞ্চাদৈন্যদূষণম্ ॥

দীনাদীনমুখৈঃ সদৈব শিশুকৈরাকৃষ্টজীর্ণাম্বরা
ক্রোশদ্ভিঃ ক্ষুধিতৈর্নিরন্নবিধুরা দৃশ্যা ন চেদ্গেহিনী ।
যাচঞ্চাভঙ্গভয়েন গদ্গদগলত্রুট্যদ্বিলীনাক্ষরং
কো দেহীতি বদেৎ স্বদগ্ধজঠরস্যার্থে মনস্বী পুমান্ ॥ ২১ ॥

অভিমতমহামানগ্রন্থি প্রভেদপটীয়সী
গুরুতরগুণগ্রামাম্ভোজস্ফুটোজ্জ্বলচন্দ্রিকা ।
বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিতানকুঠারিকা
জঠরপিঠরী দুষ্পুরেয়ং করোতি বিড়ম্বনম্ ॥ ২২ ॥

পুণ্যে গ্রামে বনে বা মহতি সিতপটচ্ছন্নপালীং কপালিং
হ্যাদায় ন্যায়গর্ভদ্বিজহুতহুতভুগ্ধূমধূম্রোপকণ্ঠে ।
দ্বারং দ্বারং প্রবিষ্টো বরমুদরদরীপূরণায় ক্ষুধার্তো
মানী প্রাণৈঃসনাথো ন পুনরনুদিনং তুল্যকুলেষু দীনঃ ॥২৩॥

গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি
বিদ্যাধরাধ্যুষিতচারুশিলাতলানি ।
স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি
যৎ সাবমানপরপিণ্ডরতা মনুষ্যাঃ ॥২৪॥

কিং কন্দাঃ কন্দরেভ্যঃ প্রলয়মুপগতা নির্ঝরা বা গিরিভ্যঃ
প্রধ্বস্তা বা তরুভ্যঃ সরসফলভৃতো বল্কলিনশ্চ শাখাঃ ।
বীক্ষ্যন্তে যন্মুখানি প্রসভমপগতপ্রশ্রয়াণাং খলানাং
দুঃখাপ্তস্বল্পবিত্তস্ময়পবনবশানর্তিতভ্রূলতানি ॥২৫॥

পুণ্যৈর্মূলফলৈঃ তথা প্রণয়িনীং বৃত্তিং কুরুষ্বাধুনা
ভূশয্যাং নবপল্লবৈরকৃপণৈরুত্তিষ্ঠ যাবো বনম্ ।
ক্ষুদ্রাণামবিবেকগূঢ়মনসাং যত্রেশ্বরাণাং সদা
বিত্তব্যাধিবিকারবিহ্বলগিরাং নামাপি ন শ্রূয়তে ॥২৬॥

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্ ।
মৃদুস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
সহন্তে সন্তাপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ ॥২৭॥

যে বর্তন্তে ধনপতিপুরঃ প্রার্থনা দুঃখভাজো
যে চাল্পত্বং দধতি বিষয়াক্ষেপপর্যাপ্তবুদ্ধেঃ ।
তেষামন্তঃস্ফুরিতহসিতং বাসরাণি স্মরেয়ং
ধ্যানচ্ছেদে শিখরিকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ ॥২৮॥

যে সন্তোষনিরন্তপ্রমুদিতাস্তেষাং ন ভিন্না মুদো
যে ত্বন্যে ধনলুব্ধসংকুলধিয়স্তেষাং ন তৃষ্ণা হৃতা ।
ইত্থং কস্য কৃতে কৃতঃ স বিধিনা কীদৃক্ পদং সম্পদাং
স্বাত্মন্যেব সমাপ্তহেমমহিমা মেরুর্ন মে রোচতে ॥২৯॥

ভিক্ষাহারমদৈন্যমপ্রতিসুখং ভীতিচ্ছিদং সর্বতো
দুর্মাৎসর্যমদাভিমানমথনং দুঃখৌঘবিধ্বংসনম্ ।
সর্বত্রান্বহমপ্রযত্নসুলভং সাধুপ্রিয়ং পাবনং
শম্ভোঃ সত্রমবায মক্ষয়নিধিং শংসন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥৩০॥

॥ ভোগাস্থৈর্যবর্ণনম্ ॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্ ।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥৩১॥

আক্রান্তং মরণেন জন্ম জরসা চাত্যুজ্জ্বলং যৌবনং
সন্তোষো ধনলিপ্সয়া শমসুখং প্রৌঢ়াঙ্গনাবিভ্রমৈঃ ।
লোকৈর্মৎসরিভির্গুণা বনভুবো ব্যালৈর্নৃপা দুর্জনৈ-
রস্থৈর্যেণ বিভূতয়োঽপ্যপহতা গ্রস্তং ন কিং কেন বা ॥৩২॥

আধিব্যাধিশতৈর্জনস্য বিবিধৈরারোগ্যমুন্মূল্যতে
লক্ষ্মীর্যত্র পতন্তি তত্র বিবৃতদ্বারা ইব ব্যাপদঃ ।
জাতং জাতমবশ্যমাশু বিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাত্মসাৎ
তৎ কিং তেন নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্মিতং সুস্থিরম্ ॥৩৩॥

ভোগাস্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ
স্তোকান্যেব দিনানি যৌবনসুখস্ফূর্তিঃ প্রিয়াসু স্থিতা ।
তৎ সংসারমেব নিখিলং বুধ্বা বুধা বোধকা
লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নঃ সমাধীয়তাম্ ॥৩৪॥

ভোগা মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলা
আয়ুর্বায়ুবিঘট্টিতাভ্রপটলীলীনাম্বুবদ্ভঙ্গুরম্ ।

লোলা যৌবনলালসাস্তনুভৃতামিত্যাকলয্য দ্রুতং
যোগে ধৈর্যসমাধিসিদ্ধিসুলভে বুদ্ধিং বিধধ্বং বুধাঃ ॥৩৫॥

আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনশ্রী-
রর্থাঃ সংকল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্বিভ্রমা ভোগপূগাঃ।
কণ্ঠাশ্লেষোপগূঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎ প্রিয়াভিঃ প্রণীতং
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াম্ভোধিপারং তরীতুম্ ॥৩৬॥

কৃচ্ছ্রেণামেধ্যমধ্যে নিয়মিততনুভিঃ স্থীয়তে গর্ভবাসে
কান্তাবিশ্লেষদুঃখব্যতিকরবিষমো যৌবনে চোপভোগঃ।
বামাক্ষীণামবজ্ঞাবিহসিতবসতির্বৃদ্ধভাবোঽপ্যসাধুঃ
সংসারে রে মনুষ্যা বদত সুখং স্বল্পমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী
রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহম্।
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো
লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্ ॥ ৩৮ ॥

ভোগা ভঙ্গুরবৃত্তয়ো বহুবিধাস্তৈরেব চায়ং ভব-
স্তৎ কস্যেহ কৃতে পরিভ্রমত রে লোকাঃ কৃতং চেষ্টিতৈঃ।
আশাপাশশতোপশান্তিবিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং
কামোৎপত্তিবশাৎ স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয়মস্মদ্বচঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মেন্দ্রাদিমরুদ্গণাংস্তৃণকণান্ যত্র স্থিতো মন্যতে
যৎ স্বাদাদ্বিরসা ভবন্তি বিভবাস্ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ।
ভোগঃ কোঽপি স একপরমো নিত্যোদিতো জৃম্ভতে
ভোঃ সাধো ক্ষণভঙ্গুরে তদিতরে ভোগে রতিং মা কৃথাঃ ॥ ৪০ ॥

কালমহিমানুবর্ণনম্

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রং চ তৎ-
পার্শ্বে তস্য চ সা বিদগ্ধপরিষত্তাশ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ।
উদ্বৃত্তঃ স চ রাজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ
সর্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৪১ ॥

যত্রানেকঃ ক্বচিদপি গৃহে তত্র তিষ্ঠত্যথৈকো
যত্রাপ্যেকস্তদনু বহবস্তত্র নৈকোঽপি চান্তে।
ইত্থং নেয়ৌ রজনিদিবসৌ লোলয়ন্দ্বাবিবাক্ষৌ
কালঃ কল্যো ভুবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিশারৈঃ ॥ ৪২ ॥

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং
ব্যাপারৈর্বহুকার্যভারগুরুভিঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥ ৪৩ ॥

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ স এব দিবসো মত্বা মুধা জন্তবো
ধাবন্ত্যুদ্যমিনস্তথৈব নিভৃতপ্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ।
ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূতবিষয়ৈরেবংবিধেনামুনা
সংসারেণ কদর্থিতা বয়মহো মোহান্ন লজ্জামহে ॥ ৪৪ ॥

ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্য বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিত্তয়ে
স্বর্গদ্বারকবাটপাটনপটুর্ধর্মোঽপি নোপার্জিতঃ।
নারীপীনপয়োধরোরুযুগলং স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতং
মাতুঃ কেবলমেব যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

নাভ্যস্তা প্রতিবাদিবৃন্দদমনী বিদ্যা বিনীতোচিতা
খড়্গাগ্রৈঃ করিকুম্ভপীঠদলনৈর্নাকং ন নীতং যশঃ।
কান্তাকোমলপল্লবাধররসঃ পীতো ন চন্দ্রোদয়ে
তারুণ্যং গতমেব নিষ্ফলমহো শূন্যালয়ে দীপবৎ ॥ ৪৬ ॥

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিতা বিত্তং চ নোপার্জিতং
শুশ্রূষাঽপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্ন সম্পাদিতা।
আলোলায়তলোচনাঃ প্রিয়তমাঃ স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতাঃ
কালোঽয়ং পরপিণ্ডলোলুপতয়া কাকৈরিব প্রেরিতঃ ॥ ৪৭ ॥

বয়ং যেভ্যো জাতাশ্চিরপরিচিতা এব খলু তে
সমং যৈঃ সংবৃদ্ধাঃ স্মৃতিবিষয়তাং তেঽপি গমিতাঃ।
ইদানীমেতে স্ম প্রতিদিবসমাসন্নপতনা
গতাস্তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ ৪৮ ॥

আয়ুর্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্ধং গতং
তস্যার্ধস্য পরস্য চার্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্ ॥ ৪৯ ॥

ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈর্হীনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণবিভবঃ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলীমণ্ডিততনু-
র্নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্ ॥ ৫০ ॥

যতিনৃপতিসংবাদবর্ণনম্

ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ
খ্যাতস্ত্বং বিভবৈর্যশাংসি কবয়ো দিক্ষু প্রতন্বন্তি নঃ।
ইত্থং মানধনাতিদূরমুভয়োরপ্যাবয়োরন্তরং
যদ্যস্মাসু পরাঙ্মুখোঽসি বয়মপ্যেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ ॥ ৫১ ॥

অর্থানামীশিষে ত্বং বয়মপি চ গিরামীশ্মহে যাবদর্থং
শূরস্ত্বং বাদিদর্পব্যুপশমনবিধাবক্ষয়ং পাটবং নঃ।

সেবন্তে ত্বাং ধনাঢ্যা মতিমলহতয়ে মামপি শ্রোতুকামা
ময্যপ্যাস্থা ন তে চেত্ত্বয়ি মম নিতরামেব রাজন্ননাস্থা ॥ ৫২ ॥

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ
সম ইব পরিতোষো নির্বিশেষো বিশেষঃ
স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ ॥ ৫৩ ॥

ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং
ক্ষিতিরপি শয়নার্থং বাসসে বল্কলং চ ।
নবধনমধুপানভ্রান্তসর্বেন্দ্রিয়াণা-
মবিনয়মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জনানাম্ ॥ ৫৪ ॥

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি ।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ ॥ ৫৫ ॥
ন নটা ন বিটা ন গায়কা ন চ সভ্যেতরবাদচুঞ্চবঃ ।
নৃপমীক্ষিতুমত্র কে বয়ং স্তনভারানমিতা ন যোষিতঃ ॥ ৫৬ ॥

বিপুলহৃদয়ৈরীশৈরেতজ্জগজ্জনিতং পুরা
বিধৃতমপরৈর্দত্তং চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা ।
ইহ হি ভুবনান্যন্যো ধীরাশ্চতুর্দশ ভুঞ্জতে
কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং ক এষ মদজ্বরঃ ॥ ৫৭ ॥

অভুক্তায়াং যস্যাং ক্ষণমপি ন জাতং নৃপশতৈ-
র্ভুবস্তস্যা লাভে ক ইব বহুমানঃ ক্ষিতিভৃতাম্ ।
তদংশস্যাপ্যংশে তদবয়বলেশেঽপি পতয়ো
বিষাদে কর্তব্যে বিদধতি জড়াঃ প্রত্যুত মুদম্ ॥ ৫৮ ॥

মৃৎপিণ্ডো জললেখয়া বলয়িতঃ সর্বোঽপ্যয়ং নন্বণুঃ
স্বাংশীকৃত্য স এব সঙ্গরশতৈ রাজ্ঞাং গণা ভুঞ্জতে ।
তে দদ্যুর্দদতোঽথবা কিমপরং ক্ষুদ্রা দরিদ্রা ভৃশং
ধিগ্‌ধিক্ তান্ পুরুষাধমান্ ধনকণান্ বাঞ্ছন্তি তেভ্যোঽপি যে ॥ ৫৯ ॥

স জাতঃ কোঽপ্যাসীন্মদনরিপুণা মূর্ধ্নি ধবলং
কপালং যস্যোচ্চৈর্বিনিহিতমলঙ্কারবিধয়ে ।
নৃভিঃ প্রাণত্রাণপ্রবণমতিভিঃ কৈশ্চিদধুনা
নমদ্ভিঃ কঃ পুংসাময়মতুলদর্পজ্বরভরঃ ॥ ৬০ ॥

মনঃসংবোধননিয়মনম্

পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবসমারাধ্য বহুধা
প্রসাদং কিং নেতুং বিশসি হৃদয়ক্লেশকলিতম্ ।
প্রসন্নে ত্বয্যন্তঃ স্বয়মুদিতচিন্তামণিগণো
বিবিক্তঃ সংকল্পঃ কিমভিলষিতং পুষ্যতি ন তে ॥ ৬১ ॥

পরিভ্রমসি কিং মুধা ক্বচন চিত্ত বিশ্রাম্যতাং
স্বয়ং ভবতি যদ্যথা ভবতি তত্তথা নান্যথা।
অতীতমননুস্মরন্নপি চ ভাব্যসংকল্পয়-
ন্নতর্কিতসমাগমাননুভবামি ভোগানহম্ ॥ ৬২ ॥

এতস্মাদ্বিরমেন্দ্রিয়ার্থগহনাদয়াসকাদাশ্রয়
শ্রেয়োমার্গমশেষদুঃখশমনব্যাপারদক্ষং ক্ষণাৎ।
স্বাত্মীভাবমুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাং গতিং
মা ভূয়ো ভঙ্গুরাং ভবরতিং চেতঃ প্রসীদাধুনা ॥ ৬৩।

মোহং মার্জয় তামুপার্জয় রতিং চন্দ্রার্ধচূড়ামণৌ
চেতঃ স্বর্গতরঙ্গিণীতটভুবামাসঙ্গমঙ্গীকুরু।
কো বা বীচিষু চ তড়িল্লেখাসু চ শ্রীষু চ
জ্বালাগ্রেষু চ পন্নগেষু চ সুহৃদ্বর্গেষু চ প্রত্যয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

চেতশ্চিন্তয় মা রমাং সকৃদিমামস্থায়িনীমাস্থয়া
ভূপালভ্রুকুটীকুটীবিহরণব্যাপারপণ্যাঙ্গনাম্।
কন্থাকঞ্চুকিনঃ প্রবিশ্য ভবনদ্বারাণি বারাণসী-
রথ্যাপংক্তিষু পাণিপাত্রপতিতাং ভিক্ষামপেক্ষামহে ॥ ৬৫ ॥

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বয়োর্দাক্ষিণাত্যাঃ
পশ্চাল্লীলাবলয়রণিতং চামরগ্রাহিণীনাম্।
যদ্যস্ত্যেবং কুরু ভবরসাস্বাদনে লম্পটত্বং
নোচেচ্চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্বিকল্পে সমাধৌ ॥ ৬৬ ॥

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পং স্থিতাঃ তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্ ॥ ৬৭ ॥

ভক্তির্ভবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্থং
স্নেহো ন বন্ধুষু ন মন্মথজা বিকারাঃ।
সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনান্তা
বৈরাগ্যমস্তি কিমিতঃ পরমর্থনীয়ম্ ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাসি
তদ্ব্রহ্ম চিন্তয় কিমেভিরসদ্বিকল্পৈঃ।
যস্যানুষঙ্গিণ ইমে ভুবনাধিপত্য-
ভোগাদয়ঃ কৃপণলোকমতা ভবন্তি ॥ ৬৯ ॥

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য
দিঙ্মণ্ডলং ভ্রমসি মানসচাপলেন।
ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মনীনং
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি যেন ॥ ৭০ ॥

নিত্যানিত্যবস্তুবিচারঃ

কিং বেদৈঃ স্মৃতিভিঃ পুরাণপঠনৈঃ শাস্ত্রৈর্মহাবিস্তরৈঃ
স্বর্গগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ কর্মক্রিয়াবিভ্রমৈঃ ।
মুক্ত্বৈকং ভবদুঃখভাররচনাবিধ্বংসকালানলং
স্বাত্মানন্দপদপ্রবেশকলনং শেষৈর্বণিগ্বৃত্তিভিঃ ॥ ৭১ ॥

যতো মেরুঃ শ্রীমান্নিপততি যুগান্তাগ্নিবলিতঃ
সমুদ্রাঃ শুষ্যন্তি প্রচুরমকরগ্রাহনিলয়াঃ ।
ধরা গচ্ছত্যন্তং ধরণিধরপাদৈরপি ধৃতা
শরীরে কা বার্তা করিকলভকর্ণাগ্রচপলে ॥ ৭২ ॥

গাত্রং সংকুচিতং গতির্বিগলিতা ভ্রষ্টা চ দন্তাবলি-
দৃষ্টির্নশ্যতি বর্ধতে বধিরতা বক্ত্রং চ লালায়তে ।
বাক্যং নাদ্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্যা ন শুশ্রূষতে
হা কষ্টং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোঽপ্যমিত্রায়তে ॥ ৭৩ ॥

বর্ণং সিতং শিরসি বীক্ষ্য শিরোরুহাণাং
স্থানং জরাপরিভবস্য তদা পুমাংসম্ ।
আরোপিতাস্থিশতকং পরিহৃত্য যান্তি
চণ্ডালকূপমিব দূরতরং তরুণ্যঃ ॥ ৭৪ ॥

যাবৎ স্বাস্থ্যমিদং শরীরমরুজং যাবচ্চ দূরে জরা
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্যঃ প্রযত্নো মহান্
সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥ ৭৫ ॥

তপস্যন্তঃ সন্তঃ কিমধিনিবসামঃ সুরনদীং
গুণোদারান্ দারানুত পরিচরামঃ সবিনয়ম্ ।
পিবামঃ শাস্ত্রৌঘানুত বিবিধকাব্যামৃতরসান্
ন বিদ্মঃ কিং কুর্মঃ কতিপয়নিমেষায়ুষি জনে ॥ ৭৬ ॥

দুরারাধ্যাশ্চামী তুরগচলচিত্তাঃ ক্ষিতিভুজো
বয়ং চ স্থূলেচ্ছাঃ সুমহতি ফলে বদ্ধমনসঃ ।
জরা দেহং মৃত্যুর্হরতি দয়িতং জীবিতমিদং
সখে নান্যচ্ছ্রেয়ো জগতি বিদুষোঽন্যত্র তপসঃ ॥ ৭৭ ॥

মানে ম্লায়িনি খণ্ডিতে চ বসুনি ব্যর্থে প্রয়াতেঽর্থিনি
ক্ষীণে বন্ধুজনে গতে পরিজনে নষ্টে শনৈর্যৌবনে ।
যুক্তং কেবলমেতদেব সুধিয়াং যজ্জহ্নুকন্যাপয়ঃ
পূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরতটীকুঞ্জে নিবাসঃ ক্বচিৎ ॥ ৭৮ ॥

রম্যাশ্চন্দ্রমরীচয়স্তৃণবতী রম্যা বনান্তস্থলী
রম্যং সাধুসমাগমাগতসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ ।

কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং
সর্বং রম্যমনিত্যতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্চিৎ পুনঃ ॥ ৭৯ ॥

রম্যং হর্ম্যতলং ন কিং বসতয়ে শ্রাব্যং ন গেয়াদিকং
কিং বা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে।
কিংতু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাংকুর-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তো বনান্তং গতাঃ ॥ ৮০ ॥

শিবার্চনম্

আসংসারং ত্রিভুবনমিদং চিন্বতাং তাত তাদৃঙ্-
নৈবাস্মাকং নয়নপদবীং শ্রোত্রমার্গং গতো বা।
যোঽয়ং ধত্তে বিষয়করিণী গাঢ়গূঢ়াভিমান-
ক্ষীবস্যান্তঃকরণকরিণঃ সংযমানয়নলীলাম্ ॥ ৮১ ॥

যদেতৎ স্বচ্ছন্দং বিহরণমকার্পণ্যমশনং
সহার্যৈঃ সংবাসঃ শ্রুতমুপশমৈকব্রতফলম্।
মনো মন্দস্পন্দং বহিরপি চিরস্যাপি বিমৃশন্
ন জানে কস্যৈষা পরিণতিরুদারস্য তপসঃ ॥ ৮২ ॥

জীর্ণা এব মনোরথাশ্চ হৃদয়ে যাতং চ তদ্ যৌবনং
হন্তাঙ্গেষু গুণাশ্চ বন্ধ্যফলতাং যাতা গুণজ্ঞৈর্বিনা।
কিং যুক্তং সহসাভ্যুপৈতি বলবান্ কালঃ কৃতান্তোঽক্ষমী
হা জ্ঞাতং মদনান্তকাঙ্ঘ্রিযুগলং মুক্ত্বাস্তি নান্যা গতিঃ ॥ ৮৩ ॥

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে তথাঽপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥ ৮৪ ॥

স্ফুরৎস্ফারজ্যোৎস্নাধবলিততলে ক্বাঽপি পুলিনে
সুখাসীনাঃ শান্তধ্বনিষু রজনীষু দ্যুসরিতঃ।
ভবাভোগোদ্বিগ্নাঃ শিব শিব শিবেত্যুচ্চবচসঃ
কদা যাস্যামোঽন্তর্গতবহুলবাষ্পাকুলদশাম্ ॥ ৮৫ ॥

বিতীর্ণে সর্বস্বে তরুণকরুণাপূর্ণহৃদয়াঃ
স্মরন্তঃ সংসারে বিগুণপরিণামাং বিধিগতিম্।
বয়ং পুণ্যারণ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রকিরণা-
স্ত্রিযামা নেষ্যামো হরচরণচিন্তৈকশরণাঃ ॥ ৮৬ ॥

কদা বারাণস্যামমরতটিনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ ॥ ৮৭ ॥

স্নাত্বা গাঙ্গৈঃ পয়োভিঃ শুচিকুসুমফলৈরর্চয়িত্বা বিভো ত্বাং
ধ্যেয়ে ধ্যানং নিবেশ্য ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবপর্যঙ্কমূলে।

আত্মারামঃ ফলাশী গুরুবচনরতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরারে
দুঃখং মোক্ষ্যে কদাহং সমকরচরণে পুংসি সেবাসমুত্থম্ ॥ ৮৮ ॥

একাকী নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ ।
কদা শম্ভো ভবিষ্যামি কর্মনির্মূলনক্ষমঃ ॥ ৮৯ ॥

পাণিং পাত্রয়তাং নিসর্গশুচিনা ভৈক্ষেণ সন্তুষ্যতাং
যত্র কোঽপি নিষীদতাং বহুতৃণং বিশ্বং মুহুঃ পশ্যতাম্ ।
অত্যাগেঽপি তনোরখণ্ডপরমানন্দাববোধস্পৃশা-
মধ্বা কোঽপি শিবপ্রসাদসুলভঃ সম্পৎস্যতে যোগিনাম্ ॥ ৯০ ॥

অবধূতচর্যা

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃশী
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষভৈক্ষ্যমশনং নিদ্রা শ্মশানে বনে ।
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশং বিহরণং স্বান্তং প্রশান্তং সদা
স্থৈর্যং যোগমহোৎসবেঽপি চ যদি ত্রৈলোক্যরাজ্যেন কিম্ ॥ ৯১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং মণ্ডলীমাত্রং কিং লোভায় মনস্বিনঃ
শফরীস্ফুরিতেনাব্ধিঃ ক্ষুব্ধো ন খলু জায়তে ॥ ৯২ ॥

মাতর্লক্ষ্মি ভজস্ব কঞ্চিদপরং মৎকাঙ্ক্ষিণী মাস্ম ভূ-
র্ভোগেষু স্পৃহয়ালুস্তব বশে কা নিঃস্পৃহানামসি ।
সদ্যঃ স্যূতপলাশপত্রপুটিকাপাত্রে পবিত্রীকৃতৈ-
র্ভিক্ষাবস্তুভিরেব সম্প্রতি বয়ং বৃত্তিং সমীহামহে ॥ ৯৩ ॥

মহাশয্যা পৃথ্বী বিপুলমুপাধানং ভুজলতা
বিতানং চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ ।
শরচ্চন্দ্রো দীপো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখী শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপ ইব ॥ ৯৪ ॥

ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্টঃ সদা
হানাদানবিরক্তমার্গনিরতঃ কশ্চিত্তপস্বী স্থিতঃ ।
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনঃ সম্প্রাপ্তকন্থাসনো
নির্মানো নিরহঙ্কৃতিঃ শমসুখাভোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ ॥ ৯৫ ॥

চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽথ কিং তাপসঃ
কিংবা তত্ত্ববিবেকপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্ ।
ইত্যুৎপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈরাভাষ্যমানা জনৈ-
র্ন ক্রুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ ॥ ৯৬ ॥

হিংসাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং ধাত্রা মরুৎকল্পিতং
ব্যালানাং পশবস্তৃণাঙ্কুরভুজস্তুষ্টাঃ স্থলীশায়িনঃ ।
সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নৃণাং
তামন্বেষয়তাং প্রযান্তি সততং সর্বে সমাপ্তিং গুণাঃ ॥ ৯৭ ॥

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্য
ব্রহ্মধ্যানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিং তৈর্ভাব্যং মম সুদিবসৈর্যত্র তে নির্বিশঙ্কাঃ
কণ্ডূয়ন্তে জরঠহরিণাঃ স্বাঙ্গমঙ্গে মদীয়ে ॥ ৯৮ ॥

পাণিঃ পাত্রং পবিত্রং ভ্রমণপরিগতং ভৈক্ষমক্ষয্যমন্নং
বিস্তীর্ণং বস্ত্রমাশাদশকমচপলং তল্পমস্বল্পমুর্বী।
যেষাং নিঃসঙ্গতাঙ্গীকরণপরিণতস্বান্তসন্তোষিণস্তে
ধন্যাঃ সন্ন্যস্তদৈন্যব্যতিকরনিকরাঃ কর্ম নির্মূলয়ন্তি ॥ ৯৯ ॥

মাতর্মেদিনি তাত মারুত সখে তেজঃ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতস্ফারস্ফুরন্নির্মল-
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরব্রহ্মণি ॥ ১০০ ॥

বৈরাগ্যশতকং সমাপ্তম্

হর্ষ

নাগানন্দ

ভূমিকা

'শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।'

ধরাধামে বোধিসত্ত্ব অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র জীমূতবাহন-রূপে। রাজসভার উপযোগী ললিত প্রেমের নাটিকা রচনায় নিপুণ কবি শ্রীহর্ষদেব তাঁকে নিয়ে এক ভিন্ন স্বাদের নাটক রচনা করেছেন। পাঁচ অংকের এই নাটক রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা এই নাটিকাদ্বয়-রচয়িতা কবি শ্রী-হর্ষের লেখনীতে সেই প্রেম ও করুণার আদর্শকে রসে নিষ্পন্ন করেছে, যা এক মহাপ্রাণ পুণ্যাত্মার আত্মদানে ত্রাণ করেছে ত্রিভুবনকে, এনেছে মর্তলোকে পরম অমৃতের বাণী।

কাহিনী

প্রথম অঙ্ক

ইন্দ্রধ্বজ উৎসব। বুদ্ধের স্তব সেরে সূত্রধার জানালেন যে, শ্রী-হর্ষের পাদপদ্মের অনুজীবী রাজবৃন্দ অনুরোধ করেছেন নাগানন্দ নাটকটিকে মঞ্চস্থ করতে। শ্রী-হর্ষ নিপুণ কবি, এই দর্শকপরিষদ গুণগ্রাহী, আর আমরা তো নাট্যকলায় দক্ষ, নাটকের সাফল্য হবেই হবে।' নটীকে ডাকতে তার মুখে সূত্রধার জানতে পারলেন যে তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন। জীমূতবাহন যা করেছেন, তেমনি করে তিনিও তাঁদের সঙ্গে যাবার কথা ভাবলেন। নাটক শুরু হল। এদিকে দেবী গৌরীর মন্দিরের কাছে জীমূতবাহনের পিতামাতার তপোবন। নায়ক জীমূতবাহন সঙ্গী আত্রেয়কে নিয়ে মলয়-পর্বতে একটি উপযুক্ত আবাস সন্ধান করছেন। তিনি স্থির করেছেন, রাজ্যসুখ ছেড়ে তপোবনে পিতামাতার সেবাশুশ্রূষায় জীবন কাটাবেন। প্রজাদের সুখশান্তির জন্যে তো তিনি সবই করেছেন। রাজ্যকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠাও দিয়েছেন।

মলয়পর্বতের সৌন্দর্যে দুজনেই মুগ্ধ। কানে এল মধুর সুরমূর্ছনা। তপোবনে মৃগকুল পর্যন্ত আকৃষ্ট। তাঁরা দেবী গৌরীর মন্দিরে প্রবেশ করে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কে এমন গাইছে। নায়িকা মলয়বতী বীণা বাজাচ্ছে। পরিচারিকার সঙ্গে তার আলাপ শুনে এঁরা বুঝলেন সে অনূঢ়া কন্যা, দেবী গৌরী তাকে স্বপ্নে বর দিয়েছেন- বিদ্যাধরেদের রাজা তার স্বামী হবেন। নায়ক তার রূপে মুগ্ধ হলেন। বিদূষক তাঁকে জোর করে নায়িকার সামনে নিয়ে গেল। মলয়বতী খুবই বিব্রত, পরিচারিকাটি তাঁদের আসন এগিয়ে দিল। এমন সময় একজন তাপস এসে জানালেন, তার পিতা রাজা বিশ্বাবসুর আদেশমতো মলয়বতীকে ঘরে ফিরতে হবে। তাপসটি আরো জানালেন যে মলয়বতীর অগ্রজ মিত্রাবসু কুমার জীমূতবাহনের কাছে ভগিনীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছেন। নায়িকা অনিচ্ছার সঙ্গে বিদায় নিল। পরস্পরের পরিচয় না জেনেই জীমূতবাহন ও মলয়বতী পুষ্পশরাহত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দুই চেটী আলাপচারী করছে- পুষ্পচয়নে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে মলয়বতী চন্দনলতাকুঞ্জে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। জীমূতবাহনের কাছ থেকে মিত্রাবসু কখন

ফিরবে সে তারই অপেক্ষা করছে।

চেটী চতুরিকা কিন্তু মলয়বতীর কষ্টের আসল কারণটা জানে, পুষ্পধনুর শরাঘাতে সে জর্জরিত। চতুরিকার কাছে সে কথাটা বলল। চেটী তার বক্ষোদেশে চন্দনের প্রলেপ দিল এবং মিষ্টি কথায় মন ভোলাতে বসল।

নায়ক এবং বিদূষকও সেই সময়েই সেখানে উপস্থিত হলেন। এক শিলাতলে উপবিষ্ট অবস্থায় নায়িকাকে স্বপ্নে দেখছেন নায়ক। তাই গিরিগাত্রের ধাতুরেণু সংগ্রহ করে তিনি উদ্যানের একটি শিলাতলে তাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছেন। নায়িকা ও চেটী আড়াল থেকে তাদের সংলাপ শুনে মর্মাহত হল রাজকুমারের মন তাহলে অন্য কন্যাতে আসক্ত।

এদিকে মিত্রাবসু মলয়বতীর সঙ্গে কুমারের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। নায়ক তো মলয়বতীকে নামে চেনেন না, তাই চোখের দেখা প্রেয়সীর কথা ভেবে তিনি এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মিত্রাবসু ক্ষুব্ধ। যাহোক বিদূষকের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা একটু গ্রহণযোগ্য হল-জীমূতবাহনের পিতামাতাকে জানানো হোক। নায়ক এতে সম্মত।

কিন্তু মলয়বতী এ আঘাত সইতে পারলেন না। লতাপাশের কণ্ঠবন্ধনে জীবন বিসর্জন দেবেন। চেটীর চীৎকারে নায়ক ছুটে গেলেন। জীমূতবাহনের চিত্রিতা নায়িকা যে মলয়বতী নিজেই, তা দেখে সে আশ্বস্ত হল। এক চেটী এসে জানালো, নায়কের পিতামাতা এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন সেই দিনেই বিয়ে হবে। মাঙ্গলিক স্নানের জন্যে যেতে হবে দুজনকেই, সময় হয়ে গিয়েছে!

তৃতীয় অঙ্ক

বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। কুসুমাকর উদ্যানে বিট-চেট-বিদূষক-চেটী সকলে আসবপানে প্রমত্ত প্রমুদিত। তারা সকলে বিদূষককে নিয়ে নানারকম হাসি-তামাসায় ব্যস্ত।

নববিবাহিত নায়ক জীমূতবাহন পত্নীর রূপে বিমোহিত। এমন সময় উত্তেজিত হয়ে মিত্রাবসু এসে জানালেন শত্রু-রাজা মতঙ্গ জীমূতবাহনের রাজ্য আক্রমণ করেছে। কুমার কিন্তু এ-সংবাদে এতটুকু বিচলিত হলেন না—তিনি তো পরহিতে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করবেন স্থির করেছেন -রাজ্য গেলে ক্ষতি কী?

চতুর্থ অঙ্ক

সেদিন দীপাবলি। কঞ্চুকী একজোড়া রক্তাংশুক নিয়ে চলেছেন বরকনেকে দেবার জন্যে। কোথায় তারা?

জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমিতে বেড়াতে গিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে মলয়পর্বতের একজায়গায় বরফের চাই দেখে তিনি বিস্মিত। মিত্রাবসুর কথায় তাঁর ভুল ভাঙল! ওগুলো বরফ নয়, সাপের হাড়ের স্তূপ। সর্পরাজ বাসুকির অনুমতি নিয়ে পক্ষিরাজ গরুড় প্রতিদিন একটি করে নাগ ভক্ষণ করে। ঐ যে বধ্য শিলাটি, তার উপরে স্তূপাকার হয়ে আছে অভাগা সাপগুলোর রাশি রাশি হাড়।

এমন সময় তাঁরা শুনতে পেলেন অতি করুণস্বরে কে যেন কাঁদছে। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, শঙ্খচূড়-নাগের যাবার দিন এসেছে আজ। তাকে গরুড়ের খাদ্য হয়ে বধ্যশিলায় উঠতে হবে। তাই তার মা বিলাপ করেছে। জীমূতবাহন আর থাকতে

পারলেন না ; বললেন, তিনি নিজের জীবন দিয়ে শঙ্খচূড়ের প্রাণ রক্ষা করবেন। কিন্তু শঙ্খচূড়ও তাঁর নিষ্কলঙ্ক বংশে এই কলঙ্ক হতে দেবে না। সে বধ্যচিহ্ন রক্তবস্ত্র জীমূতবাহনকে দিল না। কিন্তু মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো দক্ষিণ-গোকর্ণ-মন্দিরে দেবতাকে প্রণাম করতে হবে। শঙ্খচূড় চলে গেল।

ঠিক তখনই কঞ্চুকী জীমূতবাহনকে দেখে তার হাতে দীপাবলির সেই রক্তাংশুক তুলে দিলেন। জীমূতবাহনের চিন্তা দূর হল। এই রক্তবস্ত্র পরেই তিনি বধ্যশিলায় আরোহণ করলেন।

গরুড় এল ঝড়ের বেগে, তাঁকে তুলে নিল ঠোঁটের কামড়ে। কিন্তু এ কী, স্বর্গের দুন্দুভি বেজে উঠল যে। আর এ যে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

পঞ্চম অঙ্ক

বিশ্বাবসু একজন দ্বারপালকে পাঠিয়েছেন জীমূতবাহনের খোঁজ নিতে। তার সঙ্গে কুমারের বৃদ্ধ পিতামাতা আর মলয়বতীর দেখা হল। সকলেই চিন্তিত, কুমার সেই কখন গিয়েছেন সমুদ্রতীরে, এখনও ফিরলেন না। হঠাৎ একখণ্ড মাংস এসে পড়ল পিতা জীমূতকেতুর পায়ের কাছে, এ কী তাতে লেগে আছে জীমূতবাহনেরই মাথার চূড়ামণিটি! এ কী সর্বনাশ!

গোকর্ণ-মন্দিরে প্রণাম সেরে শঙ্খচূড়ও ফিরে আসছিল। এসব দেখে সে বুঝল প্রকৃত ঘটনা কী। তারপর মরমে মরে গিয়ে সে ওঁদের নিবেদন করল আদ্যোপান্ত সব কথা। নায়কের পিতামাতা এবং বধূ মলয়বতী স্থির করলেন, তাঁরা মলয়পর্বতে পবিত্র অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করবেন, সে পথেই তবে যাওয়া হোক।

শঙ্খচূড় আগে আগে চলেছে, গরুড়ের কাছে আত্মনিবেদন করে তার ভুল ভেঙে দিল। গরুড় অনুতপ্ত হল। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সে আগুনে ঝাঁপ দেবার কথা ভাবল। এদিকে পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে পিতামাতার শোক ঘনীভূত হয়ে উঠল। শঙ্খচূড়ও আত্মাহুতি দেবার জন্যে বদ্ধ পরিকর, এ কলঙ্ক যে অসহ্য! জীমূতবাহন কিন্তু শান্তভাবে সকলকে নিরস্ত করতে চাইলেন। আর গরুড়কে বললেন এই পাপকর্ম বন্ধ করতে, সেটাই এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বিদ্যুৎবেগে গরুড় চলল স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে, জীমূতবাহনের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে স্বর্গের অমৃত সিঞ্চন এবং পুষ্পবর্ষণ করার প্রার্থনা জানাবে সে। আর মলয়বতীর কাতর প্রার্থনায় দেবী গৌরী আবির্ভূতা হয়ে কুমারকে পুনর্জীবিত করলেন; তাঁকে বিদ্যাধরেদের রাজা বলে অভিষিক্তও করলেন। স্বর্গের অমৃতসিঞ্চনে গরুড়ের প্রার্থনা-মতো নিহত সমস্ত নাগকুল প্রাণ ফিরে পেল। সকলের প্রসন্নতার মধ্যে দিয়ে নাটকের সমাপ্তি।

নাগেদের আনন্দ জীমূতবাহন। তাই নিয়ে নাটকই নাগানন্দ-নাটক।

॥ **উৎস** ॥

এ-নাটকের মূল কাহিনীর উৎস বিদ্যাধর-জাতক। কিন্তু বর্তমানের জাতক-সংগ্রহের মধ্যে এ কাহিনী পাওয়া যায় না। একাদশ শতকে রচিত সোমদেবের কথাসরিৎসাগর এবং ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে জীমূতবাহনের আত্মত্যাগের কাহিনী আছে। তবে

শ্রী-হর্ষের রচনা এদের পূর্ববর্তী, তাই এরা সোজাসুজি নাগানন্দের উৎস নয়। মনে হয় ঐ দুটি গ্রন্থের এবং নাগানন্দের উৎস হয়তো গল্পকাহিনীর অফুরন্ত ভাণ্ডার সেই বড্ডকহ, অর্থাৎ গুণাঢ্যকৃত মূল বৃহৎকথা-ই।

যাই হোক কথাসরিৎসাগরের কাহিনীর সঙ্গে আলোচ্য নাটকের কাহিনীর সাদৃশ্য বা অতিরিক্ত কাব্যিক অলংকরণের বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

কথাসরিৎসাগরে আছে কল্পতরুর কাছেই পিতা জীমূতকেতু প্রলোভ করেছিলেন ; নাটকে এ প্রসঙ্গ নেই। কথাসরিৎসাগরে আছে জ্ঞাতিরা রাজ্য আক্রমণ করলে আত্মীয়বধ করে রাজ্যলাভ করতে অনিচ্ছুক হয়ে জীমূতবাহন বনবাস বরণ করেন। নাটকে তিনি শুধু পিতামাতার সেবা করার জন্যেই তাঁদের সঙ্গে যান। কথাসরিৎসাগরে দেবী গৌরীর মন্দিরে নায়ক নায়িকাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং সখীদের আলাপচারী থেকে তাঁর পরিচয়ও জানতে পারেন। নাটকে এই দৃশ্য অনেক বেশি কাব্যমাধুর্যে মণ্ডিত। পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার প্রথম সাক্ষাৎকারের মতোই, বীণার সুরে মুগ্ধ নায়ক এগিয়ে এসে দেখলেন উদ্ভিন্নযৌবনা অপরূপা নায়িকাকে। পরিচয় তখনও অজ্ঞাত, আর জানবার সুযোগও হল না, তরুণ তাপসের প্রবেশের ফলে। এর ফলেই তো বাঞ্ছিত নায়িকার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবকে জীমূতবাহন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কথাসরিৎসাগরে নায়িকার স্বপ্ন-দেখার কোনো উল্লেখ নেই। আত্মহত্যা করতে উদ্যত মলয়বতীকে এক দৈববাণী নিষেধ করে এবং এই বলে বরদান করে যে, বিদ্যাধরদের রাজার সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। নাট্যকার এই দৃশ্যকে নাট্যরসে সমৃদ্ধ করে দেখিয়েছেন, নায়ক স্বয়ং প্রেয়সীর জীবন রক্ষা করলেন। তৃতীয় অঙ্কের বিট-চেটদের হৈ-হুল্লোড় বা মতঙ্গের রাজ্য আক্রমণের কোনো উল্লেখ সোমদেবের কাহিনীতে নেই।

সোমদেবের কাহিনীতে শিলাতলে নায়িকার প্রতিকৃতি রচনা বা বধ্যভূমিতে আরোহণের বিশেষ বস্ত্রের কথা নেই। এই প্রসঙ্গগুলি নাটককে আরও মধুর ও বাস্তব করে তুলেছে। কথাসরিৎসাগরে বলা হয়েছে কুমারের চূড়ামণি ছিটকে পড়েছিল মলয়বতীর পায়ের কাছে ; নাটকে সেটি এসে পড়ল পিতা জীমূতকেতুর পায়ের কাছে। এ যেন তার পিতৃভক্তির ইঙ্গিতপূর্ণ ! আর কথাসরিৎসাগরের মতো কোনো দৈববাণী কুমারের পিতামাতাকে জীমূতবাহন-গরুড়-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে নি। অসহায় শঙ্খচূড় নিবেদন করেছে সত্য ঘটনা। নাটকের এই দৃশ্যটি এতে গভীর মর্মবেদনার করুণরসে বিধুর হয়েছে। এছাড়া সোমদেবের কাহিনীতে গরুড় জীমূতবাহনকে বর দিয়েছিল, কিন্তু নাটকে এমন কোনো সংলাপ নেই।

নাগানন্দের উৎস সম্পর্কে আধুনিক কালে কিছু জার্মান প্রাচ্যবিদ্যাবিদ নতুন তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন, অনেকাংশে তথ্য-প্রমাণসহ। সেই তত্ত্ব হল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি চন্দ্রগোমী রচিত লোকানন্দ-নাটক। অতি আধুনিক কালের প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ জার্মান অধ্যাপক ডঃ হান্ বলেছেন, কবি হর্ষদেব লোকানন্দ-নাটকের নান্দীর অবিকল অনুসরণে রচনা করেছেন নাগানন্দের নান্দী। তিনি এও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে নাগানন্দের তিব্বতী পাণ্ডুলিপিগুলি দেখে মনে হয় হর্ষদেবের নাটকে নান্দীর একটি শ্লোক হয়তো অনুপস্থিত। তাঁর এই যুক্তির মূলে রয়েছে পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য সম্পাদিত নাগানন্দের তিব্বতী অনুবাদ। শুধু তাই নয়, এই জার্মান গবেষকের প্রশ্ন ভারতবর্ষে অধুনাপ্রাপ্ত নাগানন্দের সংস্কৃত সংস্করণগুলির পঞ্চম অঙ্ক অর্থাৎ শেষ

অঙ্কটি কি প্রকৃত পক্ষে দুটি অঙ্কের—অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই দুই অঙ্কের যোগফল ? তিব্বতী পাণ্ডুলিপিতে কিন্তু অঙ্কবিভাগটি এই রকমই রয়েছে। সেখানে ষষ্ঠ অঙ্কটি শুরু হয়েছে পঞ্চমাঙ্কের ত্রয়োদশ শ্লোকটিতে আর পঞ্চম অঙ্কের অন্তিম শ্লোকটিও সংস্কৃত সংস্করণগুলিতে অনুপস্থিত।

তাহলে বিধুশেখর ভট্টাচার্য সম্পাদিত তিব্বতী অনুবাদের নিরিখে প্রশ্ন রাখা যায় - তবে কি নাগানন্দের সংস্কৃত সংস্করণে হর্ষদেবের মূল রচনার দুটি শ্লোক বর্তমানে লুপ্ত ? শ্লোকদুটির অর্থ পাঠকদের জিজ্ঞাসাকে হয়তো কিছুটা তৃপ্ত করবে।

১. বিজয়ী (বুদ্ধ)-র অবলোকনের জন্যে স্মিতমুখী (কামপত্নী) রতির সংগৃহীত এই পুষ্পাঞ্জলি,- যে রতির দেহ সেই ভ্রান্ত ভাবনায় রোমাঞ্চিত, যে (ঐ খানে যিনি ধ্যানস্থ) তিনি তারই প্রেমিক তোমাদের রক্ষা করুক। এই পুষ্পগুচ্ছ মধুলোভী ভ্রমরশ্রেণীতে আক্রান্ত, তাদের পক্ষসঞ্চালনে গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছে, ফুলগুলির উজ্জ্বল পরাগ ঐ (ভ্রমরশ্রেণীর) পদতলের কম্পনে (এ পর্যন্ত) আবদ্ধ (পুষ্পরেণু)-সমূহকে উন্মোচিত করেছে। (নান্দী)

২. এই পৃথিবীকে পিছনে ফেলে আসার অভিজ্ঞতায় যাঁর প্রাণটি শুদ্ধ, সেই জীমূতবাহনকে (এই বিভ্রান্ত পক্ষিরাজ (গরুড়) টেনে নিয়ে গিয়েছে; যতক্ষণে সে তাঁকে খেয়ে শেষ না করছে, তার মধ্যে (আমি, শঙ্খচূড়) তাঁকে রক্ষা করার জন্যে বাহুতঃ সবচেয়ে উঁচু ঐ ভূধরশিখরে আরোহণ করতে চাই। (৫ম অঙ্ক)

অধ্যাপক হান্ লোকানন্দনাটকের ছায়াতে নাগানন্দের রচনার সপক্ষে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন সেগুলি প্রণিধানযোগ্য।- লোকানন্দ নাটকের ঘটনাবিন্যাস অনেক স্বচ্ছন্দ এবং সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে ক্রমপরিণতি লাভ করেছে। নাগানন্দে সেখানে অনেক মিশ্র-বিষয় স্থান পেয়েছে। লোকানন্দের নায়ক আত্মত্যাগী মণিচূড়ের বাহ্য ব্যবহারের যে ক্রমসঙ্গতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চিত্তাকর্ষক, জীমূতবাহনের আত্মত্যাগের পাশে কবি তাঁর বিপরীতধর্মী সকাম চিত্তকেও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন নাটকের প্রথমাংশে। এই শৈথিল্য লোকানন্দে নেই। দ্বিতীয়তঃ, কবি হর্ষদেব রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা দুটি নাটিকা পূর্বসূরী কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের অনুসরণে রচনা করেছেন। তৃতীয় নাটকটিকেও পূর্ববর্তী নাটকের অনুকৃতিতেই করেছেন, এমন ভাবনার মধ্যে অসঙ্গতি কোথায় ? তৃতীয়তঃ পঞ্চম শতকের কবি চন্দ্রগোমীর পক্ষে সপ্তম শতকের কবি হর্ষদেবকে অনুসরণ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি। সুতরাং শ্রী-হর্ষের কালনিরূপণ বিষয়ে সন্দেহ না থাকায় পূর্ববর্তী রচনার ছায়াপাত পরবর্তীকালের কবির উপরেই সম্ভব।

চন্দ্রগোমী রচিত লোকানন্দনাটকের কাহিনী নাগানন্দ-পাঠকের কাছে আকর্ষক হতে পারে।

আত্মত্যাগী রাজকুমার মণিচূড় বিবাহে অনিচ্ছুক। তিনি তাঁর সমস্ত কিছু, এমনকি দেহটি পর্যন্ত পরহিতে উৎসর্গ করতে আগ্রহী। কিন্তু চিত্রদর্শনের পরে বিদ্যাধরীর সহায়তায় নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার ঘটে। বিবাহে একান্তই উদাসীন হওয়া সত্ত্বেও সখীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এবং গুরুজনেদের অনুরোধে মণিচূড় পদ্মাবতীকে বিবাহ করলেন। তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল, নাম হল পদ্মোত্তর। রাজার সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞে দানগৃহ থেকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে সর্ববিধ সামগ্রী দান করা হল। শেষে রাক্ষসরূপী ইন্দ্রকে রাজা অকাতরে নিজের শরীরের মাংস দিলেন। দেবী বসুমতী জগৎ

কম্পিত করে আবির্ভূতা হয়ে রাজার শরীরকে অবারও আগের মতো সুন্দর অক্ষত করে দিলেন। এর পরে একের পর এক কঠিন পরীক্ষা এল—রাজা পরহিতে সত্যি সত্যি সর্বস্ব, এমন-কি চূড়ামণিটি পর্যন্ত উৎসর্গ করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চেতনা হারালেন।—পরীক্ষা শেষ হল। সব দেবতার আশীর্বাদে রাজার মাথার মণি আগের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল; তিনি প্রাণ ফিরে পেলেন, মৃত পুত্র পদ্মোত্তরও নবজীবন লাভ করল। সকলের পরম আনন্দ ও শান্তিতে নাটক সমাপ্ত হল।

লোকানন্দ-নাটকে বোধিসত্ত্বের আত্মাহুতির আদর্শই একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু, অন্য সমস্ত ঘটনাবিন্যাস সেই সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে। প্রতিকৃতি-বৃত্তান্ত এবং বিবাহে অনুমতি পর্যন্ত সেই আবহেই অনুপ্রাণিত। গতানুগতিক মান-অভিমান বা প্রেমোচ্ছ্বাসের বর্ণনার অবকাশদানের জন্যে নয়, নাগানন্দ-নাটকে আমরা একটি ধীর-ললিত আবহকেই পেয়েছি প্রথম তিন অঙ্ক জুড়ে। তারপরে এসেছে জীমূতবাহনের আত্মত্যাগ, সেও একা শঙ্খচূড়ের জন্যে যেন বিচ্ছিন্ন একটি বৃত্তান্ত। নায়কের জন্মলব্ধ শিরোমণিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে লোকানন্দ নাটকে, নাগানন্দে তার প্রায় কোনোই তাৎপর্য নেই। সব মিলিয়ে লোকানন্দের কবিকে অনেক সংযত, মিতভাষী ও সুসংবদ্ধ ভাবনায় অনুপ্রাণিত মনে হয়, তুলনায় কবি শ্রী-হর্ষদেব নাগানন্দে যথারীতি অতি উচ্ছ্বাসপ্রিয় ও শিথিলবন্ধ ভাবনায় দুর্বল।

লেখনী-কলা

কবিলেখনীর পাটব-বিচার বড়ো কঠিন। কবি হর্ষদেবের তিনটি রচনাতেই পূর্বসূরীদের কাছে তাঁর ঋণ স্পষ্ট তবুও রাজসভার প্রমোদানুষ্ঠানের উপযোগী প্রণয়মধুর দৃশ্যকাব্য-রচনার কৃতিত্বে তাঁর নিপুণতা অনস্বীকার্য। সাহিত্যরসিক ডঃ দাশগুপ্ত হর্ষের সমসাময়িক কবি বাণভট্টের তুলনায় তাঁকে সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দরীতির কবি বলেছেন; তিনি আরো বলেছেন, বিজয়ী রাজা নায়ক এবং মুগ্ধা নায়িকার বৃত্তান্ত তেমন বিশেষ মনোহর না হলেও তারা কোমল রসমাধুর্যের রসবাহী। " considering his contemporary and portege Bana, his style is remarkably simple and his prose unadorned ...the types of conquering heroes and frail heroines he draws may not prossess great appeal but they have a tender and attractive quality of romance." (Hist. of Sans. Literature)

সেই কারণেই হয় তো অন্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত নাগানন্দ লিখতে বসেও কবি তার স্বভাবসিদ্ধ প্রণয়-আলেখ্য বর্জন করতে পারেন নি। এ ছাড়া সাধারণভাবে বলা যায়, কবি হর্ষদেব ভাষার ঐশ্বর্যে এবং শৈলীতে যত যত্ন নিয়েছেন, মানুষের মনের গভীরে অবগাহন করেছেন তার চেয়ে কম। হৃদয়াবেগের বাচনিক উচ্ছ্বাস যত ঘটেছে, তাঁর রচনায় হৃদয়বোধের অব্যক্ত তাৎপর্য তত স্ফুরিত হয় নি। তবু, সামগ্রিকভাবে নাগানন্দে কবির ভাষা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য-সর্বস্ব নয়।

কবির ভাবদর্শন ও ভাষার সার্থক অনুষঙ্গের উদাহরণরূপে—২. ১০, ৪. ৮, ৪. ২২-২৩, ৫. ৩১, ৪. ১৯, ৫. ২০ শ্লোকগুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

চরিত্র-চিত্রণ

নাগানন্দ-নাটকের প্রধান চরিত্র তথা নায়ক বিদ্যাধরকুমার সুদর্শন জীমূতবাহন। তিনি

শিক্ষিত, সাহসী, রুচিশীল বিনয়ী এবং সর্ববিধ নৃপগুণসম্পন্ন। মিত্রাবসু স্পষ্টতঃ বলেছেন তিনি যথার্থ বিদ্যাধররাজবংশতিলক (২. ১০)। তাঁর গুরুজনে ভক্তি ও আত্মত্যাগের মহান্ গৌরবই এ নাটকে প্রধানতঃ চিত্রিত। পিতামাতার সেবা করার জন্যে তিনি রাজসুখ ত্যাগ করে তাঁদেরই সঙ্গে বনবাসী হবার সংকল্প নিয়েছেন। গরুড়ের গ্রাসকবলিত হলে তাঁর চূড়ামণিটি যেন তাঁর সেই 'পশ্চিম প্রণাম' (৫ম অংক) জানাতেই ছিটকে এসে পড়েছিল পিতা জীমূতকেতুর পদপ্রান্তে। তাঁর ত্যাগ, শংখচূড়ের জীবন-রক্ষার্থে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা অহংকারে উদ্দীপ্ত নয়, বিনয়ে নম্র। মিত্রাবসুর ভাষায় তিনি করুণাবেশে অপরের জন্যে জীবন দিতেও প্রস্তুত—যচ্চাসূনপি সন্ত্যজেৎ করুণয়া সত্ত্বার্থমভ্যুদ্যতঃ (২. ১০)। নায়কের নিজের ভাষায়—বিপন্ন, পরিত্যক্ত, আর্তকে যদি না রক্ষা করি, তবে আর এ শরীরে কী বা প্রয়োজন ?—আর্তং কণ্ঠগতপ্রাণং পরিত্যক্তং স্ববান্ধবৈঃ ত্রায়ে নৈনং যদি ততঃ কঃ শরীরেণ মে গুণঃ (৪,১১)।

তাঁর প্রেমবিহ্বল ধীরললিত উৎফুল্ল অবস্থাও লক্ষ্য করার মতো ; বিশেষতঃ নাটকের প্রথম তিনটি অংকে। কিন্তু নায়কের স্বরূপ সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পিতা জীমূতকেতুর উক্তিতে তিনি নিরাধার ধৈর্য, বিনয়ের উৎস, ক্ষমার আকর, সদা দানশীল, সত্যের প্রতিমূর্তি, করুণার বিগ্রহ, তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত জগৎ-ই শূন্য হয়ে যাবে। (৫.৩০)

জীমূতবাহনের পাশেই উজ্জ্বল চরিত্র শংখচূড়, যে তার শংখধবল শংখপাল-কুলকে সত্যি সত্যি অমলিন করে রাখল তার বিনয়ে, সহনশীলতায় এবং গুণগ্রাহিতায়। তার জন্যে জীমূতবাহন প্রাণ দিয়েছেন বুঝে সে আত্মগ্লানিতে হাহাকার করেছে, (দত্ত্বাত্মানং রক্ষিতোহন্যেন শোচ্যো হা ধিক্ কষ্টং বঞ্চিতো বঞ্চিতোহস্মি—(৫,৭) দুঃখে সে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে চেয়েছে ; আর গভীর জীবনদর্শনে সে উদ্দীপিত—মৃত্যু তো জন্ম-লগ্নেই মানুষের ভবিতব্য ! 'ক্রোড়ীকরোতি প্রথমং যদা জাতমনিত্যতা'—(৪.৮)। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথার বিবরণ স্মরণীয়। বেতাল রাজাকে জিজ্ঞাসা করছে কে সত্ত্ববান্-শঙ্খচূড় না জীমূতবাহন ? রাজার উত্তর—শংখচূড়। জীমূতবাহন তো বোধিসত্ত্ব, তিনি পূর্বে বহুবার দেহবিসর্জন করেছেন, তাই তাঁর আত্মদান তত অদ্ভুত নয়, যতটা শংখচূড়ের পক্ষে।

এ নাটকে নায়িকা মলয়বতী মুগ্ধানায়িকা। প্রথম অংকেই নায়কের প্রেমোন্মেষের দৃশ্যাবলীতেই তাঁর অবতারণার তাৎপর্য আছে, পঞ্চম অংকে তাঁর উপস্থিতির কোনোই গুরুত্ব নেই। মনোহারিণী, বীণানিপুণা কোমলস্বভাবা অভিমানিনী মলয়বতীর স্বপ্ন-দর্শন এবং শেষ অংকে তাঁরই প্রার্থনায় দেবী গৌরীর আবির্ভাব ও তাঁর স্বপ্ন সফল করা নাটকে একটি মধুর আবহ সৃষ্টি করে।

নাগানন্দে আছেন বিদূষক আত্রেয়। অবশ্য তাঁর চূড়ান্ত ভাঁড়ামি ও সেই সঙ্গে বিট-চেট-চেটীদের চটুল পরিহাস নাটকে একমাত্র তৃতীয় অংকে সীমাবদ্ধ। আত্রেয় বানরতুল্য রূপবান, মদালসে বেদবচন ভুলেছেন এবং মধ্যাহ্ন শব্দটি শোনামাত্রই তাঁর জঠরাগ্নি দাপাদাপি শুরু করে।

মিত্রাবসু নায়ক-নায়িকার সম্পর্কস্থাপনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন, মাঝে তপস্বীর উপস্থিতি তাঁদের মধ্যে আবার কৃত্রিম দূরত্বের সৃষ্টি করেছে, জীমূতকেতু এবং দেবীর পুত্রবাৎসল্যই প্রকাশিত আর গরুড় সত্যি অ-বাক্ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নাগ-ধ্বংসে বিরত হল এবং দেবলোক থেকে অমৃত এনে মৃত নাগেদের পুনর্জীবিত

করল। দেবী গৌরী সকলকে প্রসন্ন করে তাঁর সুধাসিঞ্চন করেছেন নায়কের শরীরে : তাঁকে রাজপদে অভিষিক্তও করেছেন নরলোকে নেমে এসে তিনি যেন এখানেই দেবলোকের আবহ রচনা করেছেন।

এভাবে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সব চরিত্রেরা দল বেঁধে এসেছেন এ নাটকে, যার মধ্যে দিয়ে নাগলোকের সর্বোত্তম আনন্দ রূপ নিল।

প্রেক্ষাগৃহে

এ নাটকে নায়ক ধীরোদাত্ত, এবং মুখ্য রস দয়াবীর। বীররস তিন প্রকার—ধর্মবীর যেমন যুধিষ্ঠিরের ক্রিয়াকলাপে, যুদ্ধবীর, যেমন মহাবীরচরিতে রামের কর্মকাণ্ড, এবং দয়াবীর, যেমন নাগানন্দের জীমূতবাহনের আচরণে। তবে নাটকের প্রথমার্ধে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য। কিন্তু গৌণ রস হিসেবে তৃতীয় অঙ্কের সূচনায় রয়েছে হাস্যরস, চতুর্থ অঙ্কের বধ্যভূমির বর্ণনাতে রয়েছে বীভৎস ও ভয়ানক রস, গরুড়ের পদধ্বনিতে সুর তুলেছে রৌদ্ররস, শংখচূড়ের মা এবং জীমূতবাহনের পিতামাতার আর্তবিলাপে রয়েছে করুণরস। দেবী গৌরীর আবির্ভাবে এবং স্বর্গের পুষ্প ও অমৃতবর্ষণে অদ্ভুতরস উচ্ছ্বসিত

ধ্বন্যালোকের মতে এ-নাটকে মুখ্য রস শান্ত। সহকারীরূপে রয়েছে অন্য রসগুলি।

নাটকের নান্দী বুদ্ধের স্তবে উৎসর্গীকৃত, অথচ কাহিনীতে দেবী গৌরীর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ—এ সত্যি বৌদ্ধ ও সনাতন ধর্মবিশ্বাসের একসূত্রে গ্রন্থনা। বুদ্ধের প্রধান উপদেশ অহিংসা ও পরোপকারের আদর্শে নাটক উজ্জ্বল।

নাটকে আবর্তিত কালক্রমের বিচার করলে দেখা যায়, প্রথম অঙ্ক প্রভাতে শুরু, ঘটনা প্রবাহিত মধ্যাহ্ন পর্যন্ত—'অয়ে মধ্যমধ্যাহ্নে নভস্তলস্য ভগবান্ সহস্রদীধিতিঃ'। দ্বিতীয় অঙ্কে নায়িকার মুখে শরৎকালীন রৌদ্রসন্তাপের কথা শুনি—'শরদাতপজনিতোঽয়ং মে সন্তাপঃ'। এই অঙ্কের ঘটনাবলীও দিনের পূর্বভাগে অতিবাহিত। প্রথম অঙ্ক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের সময়ের ব্যবধান এক পক্ষকালের মতো। দ্বিতীয় অঙ্কের ঠিক পরের দিনই তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা। মনে হয় এর প্রায় দিন দশেক পরে চতুর্থ অঙ্কের ঘটনা ঘটে : কারণ বিয়ের দশদিন পরে বর-কনের ঐ রক্তবস্ত্র পরিধান করার কথা ছিল। চতুর্থ-অঙ্ক এবং পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা একটানা পরিণতি লাভ করেছে একই দিনে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

এইভাবে মাত্র সপ্তাহ-তিনেকের মধ্যে প্রবাহিত ঘটনাবলীর মধ্যে সময়ের সমন্বয়সূত্র অক্ষুণ্ন থাকলেও কার্যাবলীর সমন্বয় (Unity of Action)-সাধন দুরূহ। প্রথম তিনটি অঙ্কের ঘটনা এবং শেষ দুটি অঙ্কের ঘটনার মধ্যে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের শৈথিল্য অত্যন্ত স্পষ্ট ; অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে দুটি অংশ পরস্পর-যুক্ত রয়েছে মনে হয়।

অলংকারশাস্ত্রের নিয়ম-অনুসারে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে এ-নাটকে। পঞ্চম অঙ্কে নায়ককে আমরা শায়িত অবস্থায় দেখি। তারপরে পতন ও মূর্ছা। তৃতীয় অঙ্কে বিদূষকের স্নানদৃশ্যও আলঙ্কারিকের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ দৃশ্য। তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কের মুখবন্ধরূপে কোনো প্রবেশক ও বিষ্কম্ভক নেই—সেখানে দৃশ্য শুরু হয়েছে সোজাসুজি বিনা ভূমিকায়, যদিও অন্য প্রত্যেকটি অঙ্কেই প্রস্তাবনা (১ম) প্রবেশক (২য়) ও বিষ্কম্ভক (৪র্থ) রয়েছে।

সমগ্র নাটক শেষ হলেও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মেলে না-

প্রথম দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের পরিচয় পর্যন্ত না জেনে প্রস্থান করল কেন? এতে কি নায়ক-নায়িকার মান-অভিমান, আত্মঘাতী প্রচেষ্টা পর্যন্ত একটু কৃত্রিমভাবে উপস্থাপিত মনে হয় না? নাট্যকৌশলের অন্য পন্থাও তো গ্রহণ করা যেত!

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় অঙ্কের শেখরকের আচরণের কোনোই তাৎপর্য নেই পরবর্তী ঘটনার বিস্তারে--এমন দৃশ্যকে প্রবেশকে অন্তর্ভুক্ত করলেই কি সমীচীন হত না?

তৃতীয়তঃ মলয়পর্বত থেকে মালাবার উপকূলে অবস্থিত দক্ষিণ গোকর্ণ প্রায় তিরিশ মাইল দূরে অবস্থিত। শংখচূড় সেখানে দেবতাকে প্রণাম করে মলয়পর্বতের বধ্যশিলায় এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে কী করে?

তবে এ-জাতীয় সব বক্তব্যের জবাবেই ধ্বন্যালোকের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য স ঝটিত্যবভাসতে॥

কবিপ্রতিভার ভাস্বরতায় সব ত্রুটি মুছে যায়।

কুশীলব

সূত্রধার	
নটী	
জীমূতবাহন	নায়ক
মলয়বতী	নায়িকা
শঙ্খচূড়	নাগপুত্র
বৃদ্ধা	শঙ্খচূড়ের মা
মিত্রাবসু	মলয়বতীর অগ্রজ
সুনন্দ	প্রতীহার
জীমূতকেতু	জীমূতবাহনের পিতা
দেবী	জীমূতবাহনের মাতা
গরুড়	বিষ্ণুর বাহন
গৌরী	দেবী
কাঞ্চুকীয়	অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ
শেখরক	বিট
আত্রেয়	বিদূষক
শাণ্ডিল্য	তাপস
কিঙ্কর	বাসুকির ভৃত্য
চতুরিকা মনোহারিকা নবমালিকা	চেটী
চেট	বিটের ভৃত্য

নাগানন্দ

নান্দী

ধ্যানের ছল করে কার কথা ভাবছ তুমি? চোখ খুলে এক মুহূর্তে দেখো কামাতুর[১] এই সুন্দরীটিকে। ত্রাতা তুমি, তবু ত্রাণ করছ না। মিথ্যে তোমার দয়ালু নাম, তোমার চেয়ে বেশি নির্দয়[২] পুরুষ আর কোথায়? রেগে গিয়ে মার-বধূরা[৩] যাঁকে এমন তিরস্কার করেন, সর্ব-জয়ী[৪] সেই বুদ্ধ তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

এবং

তোমাদের রক্ষা করুন তাপস-শ্রেষ্ঠ সেই বুদ্ধ, ধ্যান মগ্ন যাঁকে যোগাসনে অবিচলিত দেখলেন—কামদেব তাঁর ধনুক তুলে কাম-অনুচরেরা তাদের বিশাল ঢাক বাজিয়ে,[৫] স্বর্গীয় নারী তার ভ্রূ-ভঙ্গী কম্প জৃম্ভ স্মিত ও মোহন দৃষ্টি[৬] ছুঁড়ে . . অবিচলিত দেখলেন নত-শির সিদ্ধেরা[৭] এবং বিস্ময়ে হৃষ্ট-তনু ইন্দ্র ॥ ২ ॥

নান্দী শেষে প্রবেশ করল সূত্রধার

প্রস্তাবনা

সূত্রধার বাহুল্যে প্রয়োজন নেই। নানা দিক এবং এবং দেশ থেকে আগত-মহারাজ হর্ষের পাদ-পদ্মোপজীবী রাজারা আজ এই ইন্দ্রোৎসবে সাদর আহ্বান জানিয়ে আমাকে বললেন:

আমাদের মহারাজ হর্ষদেব, অপূর্ব আখ্যানবস্তু-অলংকৃত ও বিদ্যাধর জাতকের সঙ্গে যুক্ত[৮] 'নাগানন্দ'-নামে নাটক রচনা করেছেন; তা শ্রুতি পরম্পরায় শুনেছি, কিন্তু তার অভিনয় দেখি নি। অতএব সব জন হৃদয়-রঞ্জন সেই রাজার সম্মানার্থ এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ-জ্ঞানে যথাযথ অভিনয় সহ তুমি অভিনয় করাও।

এখন তবে সাজ-সজ্জা করে এসে তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করা যাক। (ঘুরে এবং তাকিয়ে) আমার বিশ্বাস, সমস্ত দর্শকের মন (অভিনয়ের জন্যে) উৎসুক[৯] হয়েছে। কেননা,

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি। এই সমাবেশও গুণগ্রাহী। বোধিসত্ত্বচরিত[১০] সকলের প্রিয়, আমরাও অভিনয়-নিপুণ। অভিনয়ের বিষয়ে এক-একটি বস্তুই ঈপ্সিত-ফললাভের কারণ আর এখানে তো ভাগ্য-ক্রমে সব গুণগুলিই একসঙ্গে উপস্থিত ॥ ১ ॥

এখন তবে গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে ডেকে সঙ্গীত আরম্ভ করে দি। (ঘুরে এবং সাজঘরের দিকে তাকিয়ে) এই আমাদের গৃহ প্রবেশ করা যাক। (প্রবেশ করে) ঠাকরুন, এই দিকে।

প্রবেশ করে

নটী (অশ্রু সহ) ঠাকুর, হতভাগিনী এই আমি এসে গেছি। কী করতে হবে বলো?

সূত্রধার—(দেখে) ঠাকরুন, 'নাগানন্দ' অভিনয় করতে হবে—এতে অকারণে কাঁদার কী আছে?

নটী—ঠাকুর, কাঁদব না কেন? বৃদ্ধ বয়সে বৈরাগ্য লাভ করে, তোমাকে আত্মীয় কুটুম্বের ভার বহনের যোগ্য মনে করে, মা-বাবা চলে গেলেন তপোবনে।

সূত্রধার—(নৈরাশ্য সহকারে) কী ? আমাকে ত্যাগ করে তপোবনে চলে গেলেন তাঁরা ? এখন তবে কী কর্তব্য ? (চিন্তা করে) এখন আমি কেমন করে তাঁদের চরণ-সেবার সুখ ছেড়ে গৃহে থাকি ? দেখো,

বাবা-মায়ের সেবা করতে,—বংশানুক্রমে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে, বনে যাচ্ছি : যেমন যাচ্ছেন জীমূতবাহন। ২ ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ প্রস্তাবনা শেষ ॥

× × × × × × × × × × × × **প্রথম অংক** × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর প্রবেশ করল নায়ক ও বিদূষক।)

নায়ক—(বৈরাগ্যের ভাবে) বয়স্য আত্রেয়,

জানি (যৌবন) বাসনা-আধার। তা নশ্বর, এ বোধ আমার নেই, তা নয় কর্তব্য অকর্তব্যের বিচার করতেও তা (যৌবন) অক্ষম, কে-ই বা তা না জানে এ বিশ্বে ?—ইন্দ্রিয়পরবশ এই যৌবন এভাবে নিন্দনীয় কিন্তু আমার এ যৌবন আনন্দের হতে পারে, যদি পিতা-মাতার সশ্রদ্ধ সেবায় তা ব্যয়িত হয় ॥ ১ ॥

বিদূষক—(সরোষে) দেখ সখা, বৈরাগ্যগ্রস্ত ব্যক্তির মতো তুমি তো এতকাল তোমার জীবন্মৃত পিতামাতার জন্যে এই বনবাস-দুঃখ ভোগ করলে। কাজেই প্রসন্ন হও। আর এখন গুরুজনের সেবায় নিবিষ্ট না থেকে রাজ্যসুখ অনুভব করো।

নায়ক—সখা, কথাটা ঠিক বললে না তুমি। কেননা, পিতার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে (পুত্র) যতখানি শোভা পায়, সিংহাসনে (উপবিষ্ট হয়ে) কি ততখানি পেতে পারে ? পিতার চরণ সেবা করে (পুত্রের) যে সুখ, তা কি রাজ-ভোগে সম্ভব ? পিতার ভুক্তাবশেষ-ভোজনে যে তুষ্টি,[১] তা কি ত্রিভুবনভোগে সম্ভব ? গুরুজন-পরিহারী ব্যক্তির কাছে রাজ্যভোগ কষ্টের সামিল, (আসলে) সে রাজ্য ভোগে কি কোনো লাভ আছে ? ২ ॥

বিদূষক—(স্বগত) আহা, গুরুজনের সুশ্রূষায় এঁর কী অনুরাগ ! ভালো, আর কোনো রকম করে বলা যাক। (প্রকাশ্যে) দেখো সখা, এ কথা আমি কেবল রাজ্যসুখের উদ্দেশ্যে বলছি না, তোমার অন্য কর্তব্যও আছে।

নায়ক—(সস্মিত) না না সখা, যা করবার, আমি সমস্তই করেছি।

দেখো না,

স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে কাজগুলিতে নিয়োগ করা হয়েছে অমাত্যদের। সাধুদের প্রতিষ্ঠিত করেছি সুষ্ঠুরূপে। বন্ধু মানুষদের নিজের সমান করে নিয়ে এসেছি। রাজ্যে ব্যবস্থা করেছি রক্ষণাবেক্ষণের। অর্থীকে দিয়েছি কল্প-বৃক্ষটিও, মন্ত্রীরা নিযুক্ত হয়েছেন ন্যায্য পথে, যা ফল দেয় আশার অধিক। সখা বলো, এর পরে আর কী করার আছে, যা তোমার মনে ঘুরছে ? ॥ ৩ ॥

বিদূষক—দেখো সখা, তোমার প্রতিপক্ষ সেই মতঙ্গ হতভাগা অত্যন্ত দুঃসাহসিক। আমার মনে হয়, সে কাছে থাকতে, প্রধান মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিলেও, তোমা-বিনা রাজ্য সুস্থির হবে না।

নায়ক—ধিক্ মূর্খ ! মতঙ্গ রাজ্য হরণ করবে, এই তোমার আশঙ্কা হচ্ছে ?
বিদূষক- তাছাড়া কী ?
নায়ক- যদি এ রকম হয়, তাতে কী ? শরীর থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই আমার পরের
জন্যে সৃষ্ট। আপনা হতে যা না দিতে পারা যায়, পিতার জন্যে তা [দেওয়া যায়]।
তবে, এই ছার রাজ্যের কথা চিন্তা করে আর কী হবে। [রাজ্যভোগ অপেক্ষা
পিতার আজ্ঞা পালন অবশ্যই ভালো। পিতা আমাকে এমন আদেশ করেছেনও
'বৎস জীমূতবাহন, অনেক দিনের ভোগে এখানে শেষ হয়ে এসেছে সমিৎ কুশ ও
কুসুম, প্রায় শেষ করে ফেলেছি ফল মূল কন্দ এবং নীবার। কাজেই এখান থেকে
মলয়পর্বতে গিয়ে সেখানে কোনো একটি বাসযোগ্য আশ্রম স্থির করো'। অতএব
এসো, মলয়পর্বতেই যাই।
বিদূষক যা, বলো এসো তবে। (এই বলে উভয়ের পরিক্রমণ)
বিদূষক (সামনে তাকিয়ে দেখো দেখো,
পথশ্রম দূর করে প্রিয় বয়স্যের রোমাঞ্চ এনে দিয়েছে মলয় সমীরণ, যেমন, রোমাঞ্চ
আনে প্রথম মিলনে উৎসুক প্রিয়ার কণ্ঠ-আলিঙ্গন।
সরস ঘন স্নিগ্ধ চন্দনবন পরিক্রমা করে মলয় সমীরণ এখন সুগন্ধী এবং বন্ধুর
তীরে আঘাত খাওয়া তেজের নির্ঝরের উচ্ছল শীতল জলকণা বাহী।
নায়ক- (সবিস্ময়ে দেখে) এই আমরা পৌঁছে গেছি মলয় পর্বতে। কী আশ্চর্য সৌন্দর্য
এর। কেননা,
এখানে রয়েছে সরস ক্ষীর চন্দন তরু, নও হাতির ঘষা গালে ভাঙা বলে ; এখানে
রয়েছে সাগর তরঙ্গে আঘাত খেয়ে গর্জমান গুহা-গহ্বর। সিদ্ধ নারী চলতে ফিরতে
গিয়ে পায়ের আলতায় রাঙিয়ে দিয়েছে এখানকার মুক্তো পাথরগুলি। উপভোগ্য
এই পর্বত আমার মন কী উৎকণ্ঠিত-ই না করেছে ! ॥ ৪ ॥
তবে এসো, পর্বতে উঠে বাসযোগ্য একটি আশ্রমের স্থান নিরূপণ করা যাক্।
বিদূষক- হাঁ সখা। (আগে দাঁড়িয়ে) এসো।
(আরোহণের অভিনয়)
নায়ক (দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন দেখিয়ে এবং ভেবে) সখা,
ডান চোখ নাচছে, আমার কোথাও কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নাই ; অথচ মুনিবাক্য
মিথ্যা হয় না, তাহলে এটা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে ? ॥ ৫ ॥
বিদূষক- সখা, তোমার আসন্ন কোনো সুখের সূচনা করছে নিশ্চয়।
নায়ক- যা বল আর কি
বিদূষক- দেখো দেখো, সখা, স্থানটিকে তপোবন বলে মনে হচ্ছে। কেননা, স্থানটি বেশ
নিবিড় স্নিগ্ধ গাছে শ্রীময়, সুগন্ধী ঘৃতের গন্ধযুক্ত প্রচুর ধূম এখান থেকে নির্গত
হচ্ছে, নিরুদ্বেগ সুখে এখানে বসে আছে জীবজন্তুরা।
নায়ক তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ—তপোবনই বটে। কেননা
পরার জন্যে বল্কল কেটে নেওয়া হয়েছে বেশ যত্নে, তবে বেশি জায়গা জুড়ে নয় ;
নির্ঝরের জল আকাশের মতো এমনি স্বচ্ছ, যে ডুবে-থাকা জীর্ণ কমণ্ডলু স্পষ্ট
দেখা যায়। কোথাও দেখা যাচ্ছে মুঞ্জ-মেখলা, ব্রাহ্মণ-বালক যা ছিঁড়ে ফেলে
দিয়েছে। আর ঐ তো ; নিত্য শুনে শুনে অনেকগুলি সামের একটি

আবৃত্তি করছে শুকপাখিটি ॥ ৬ ॥

এসো তবে, ভিতরে প্রবেশ করে দেখা যাক্ ।

(প্রবেশ)

নায়ক—(বিস্ময় সহ দেখে) দেখো, হৃষ্ট মুনিরা কেমন সন্দিগ্ধ বেদবাক্যগুলিকে ব্যাখ্যা করছেন, বালকেরা (বেদে) আবৃত্তি করতে করতে কেটে ফেলছে সরস সমিধ্-গুলিকে, আর আশ্রম-কন্যারা চারা গাছগুলির আলবাল ভরে দিচ্ছে (জলে),

আহা এই তপোবনের কী প্রশান্ত রমণীয়তা ! দেখো এখানে,

ঐ গাছগুলি যেন মধুর স্বাগত জানায় ভ্রমরের গুঞ্জনে । প্রণতি জানায় নত শাখাগ্র দিয়ে৫ । পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে আমাকে বুঝি অর্ঘ্য দেয় । দেখো গাছেরাও কেমন শিখে ফেলেছে অতিথি-সৎকার ॥ ৭ ॥

নায়ক—(কান পেতে) সখা, তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ ।

দাঁতের মধ্যে আটক-পড়া ঘাস চিবোনোর শব্দ দমিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, এই হরিণগুলি গান শোনে—স্পষ্ট ও সুন্দর শব্দে গাঁথা গান, ভ্রমর-গুঞ্জনের মতো মোহন-শব্দী বীণার৬ তন্ত্রী-ধ্বনি মিশে-যাওয়া গান, স্বর যেখানে যোগ্য স্থান হতে উদ্ভূত হয়ে কখনও গম্ভীর কখনও উচ্চ, গমক যেখানে প্রকট ॥ ৮ ॥

বিদূষক—সখা, তপোবনে আবার কে ঐ গান গায় ?

মনে হচ্ছে—

নায়ক—কোমল আঙুলে আহত হয়ে তন্ত্রীগুলি যেমন অস্ফুট শব্দ করে, তেমনি মধুর গান গায় (কেউ) । (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এই স্থানে কোনো দিব্যাঙ্গনা দেবতার আরাধনা করতে করতে বীণার সঙ্গে গান করছেন ।

বিদূষক—এসো সখা, দেবালয়ের মধ্যে (প্রবেশ করে) দেখা যাক ।

নায়ক—বেশ বলেছ সখা । দেবতাদের বন্দনা করা আমাদেরও কর্তব্য । (নিকটে গিয়ে হঠাৎ থেমে) সখা, সহসা সামনে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দেখা আমাদের উচিত নয় । অতএব, তমালগুল্মের অন্তরালে থেকে দেখি এবং অপেক্ষা করি । (তাই করল)

(তারপর প্রবেশ করল দাসী সহ) মলয়বতী, ভূতলে উপবিষ্ট এবং বীণা-বাদনরত ।)

নায়িকা—(গান করতে করতে)

ফুল্ল পদ্ম-রেণু-সম গৌরবর্ণ হে গৌরী, ভগবতী, মনোবাঞ্ছা আমার পূর্ণ করো তোমার অনুগ্রহ দিয়ে ॥ ৯ ॥

নায়ক—(কানে পেতে) সখা, কী চমৎকার গান, কী চমৎকার বাজনা ! বীণা বাজানোর দশরকম ভেদ স্পষ্ট হয়েছে এঁর হাতে । স্পষ্ট হয়েছে দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিত নামে তিন রকম লয়, গোপুচ্ছ প্রমুখ তিন রকম যতি । তত্ত্ব ওঘ এবং অনুগত নামে তিন রকম বাদ্য-বিধিও প্রদর্শিত হয়েছে সঠিক ॥ ১০ ॥

দাসী—(প্রণয় সহ) দিদি ঠাকরুন, দেবীর সামনে বাজিয়ে বাজিয়ে তোমার আঙুল কি শ্রান্ত হয়ে পড়ে নি ?

নায়িকা—(তিরস্কার করে) ওলো, দেবীর কাছে বাজিয়ে আঙুল কি কখনও শ্রান্ত হয় ?

দাসী—নানা দিদিঠাকরুন, আমি বলি কি, এই নির্দয়া দেবীর কাছে বাজিয়ে কী ফল ?

দেখো, কুমারীজনের পক্ষে যা দুষ্কর- সেই সব নিয়ম উপাসনাদি করে, এতকাল ধরে তুমি দেবীর আরাধনা করলে, তবু তো তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হলেন না।

বিদূষক--ইনি কুমারী! তবে আমরা দেখি না কেন?

নায়ক—তাতে দোষ কী? কুমারীদের দেখায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু যদি আমাদের দেখে, কিশোরীসুলভ লজ্জা ও ভয়ে বেশিক্ষণ না থাকেন, তাই লতাকুঞ্জের অন্তরালে থেকে দেখা যাক্।

বিদূষক--তাই করি।

উভয়ে--(দর্শন)

বিদূষক--(বিস্ময় সহ দেখে) সখা, দেখো দেখো। আহা কী চমৎকার! শুধু যে ওঁর বীণা শুনে আমাদের শ্রুতি- সুখ হচ্ছে তা নয়, বীণা শোনার মতো ওঁর রূপেও আমাদের চোখ মুগ্ধ। না জানি ইনি কে? ইনি দেবী না নাগকন্যা, না বিদ্যাধর-দুহিতা, না সিদ্ধকুল-সম্ভবা?

নায়ক (সস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখে) সখা, ইনি কে জানি না বটে, তবে বেশ বলতে পারি ইনি যদি সুরনারী হয়ে থাকেন, তাহলে কৃতার্থ হয়েছে ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু। যদি নাগকন্যা হন, তবে এঁর মুখের অস্তিত্বে রসাতল শশি-শূন্য মনে হবে না। যদি হন বিদ্যাধরী, তবে আমাদের এই উপ-জাতি হবে অন্য সমস্ত জাতি-জয়ী। যদি হন সিদ্ধকুলসম্ভবা, ত্রিভুবনে তাহলে সিদ্ধেরা হয়ে উঠবেন বিখ্যাত ॥ ১১ ॥

বিদূষক (নায়ককে দেখে সানন্দে, স্বগত) কী সৌভাগ্য, অনেক দিনের পর ইনি আজ মন্মথের হাতে পড়েছেন অথবা আমার মতো এক ব্রাহ্মণের হাতে পড়েছেন বল্লেও হয়।

দাসী (প্রণয় সহ) দিদি ঠাকরুন, শোনো বলি এই নির্দয়ার কাছে বাজিয়ে কী হবে? (বীণা আকর্ষণ)

নায়িকা (রেগে গিয়ে) ওলো, ভগবতী গৌরীর নিন্দা করিস্ নে। আজ ভগবতী আমার পরে প্রসন্না হয়েছেন।

দাসী (সানন্দে) দিদিঠাকরুন, কী হয়েছে বল দিকি

নায়িকা ওলো! এই জেনেছি। আজ স্বপ্নে এই বীণা বাজাচ্ছি এমন সময়ে, ভগবতী গৌরী আমাকে বললেন বৎসে মলয়বতি, তোমার এই বীণাবাদ্যে দক্ষতা দেখে, আর আমার প্রতি তোমার এই বালিকা-জন-দুষ্কর অসাধারণ ভক্তি দেখে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। অতএব, বর দিচ্ছি, বিদ্যাধর-চক্রবর্তী অচিরাৎ তোমার পাণিগ্রহণ করবেন।

দাসী--(সানন্দে) তা যদি হয়, তাহলে স্বপ্ন কেন বলছ, তোমার হৃদয়ের বরকেই তো দেবী তোমাকে দান করেছেন।

বিদূষক (সানন্দে) দেখো সখা, দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার এই ঠিক অবসর। তা এসো, আমরা নিকটে যাই।

নায়ক—আমি তো যাচ্ছি না।

বিদূষক--(অনিচ্ছুক নায়ককে বলপূর্বক ধরে ও কাছে গিয়ে) কল্যাণ হোক্, চতুরিকা ঠিকই বলেছে, দেবী বরই দিয়েছেন বটে।

নায়িকা--(সভয়ে উঠে নায়ককে লক্ষ্য করে) ওলো, ইনি কে?

দাসী—(নায়ককে দেখে চুপি চুপি) এঁর যেমন অসাধারণ রূপ, তাতে মনে হয়, ইনিই সেই ভগবতী-দত্ত বর।

নায়িকা—(সস্পৃহ ও সলজ্জভাবে নায়ককে দেখল।)

নায়ক—ওগো, চঞ্চল এবং দীর্ঘ তোমার দুই চোখ, শ্বাস নিতে গিয়ে কেঁপে উঠছে নিবিড় তোমার দুই স্তন। এহেন তোমার এই তনুখানি তপস্যাতেই শ্রান্ত, তবে ভয় এনে আরও শ্রান্ত হচ্ছ কেন? ॥ ১২ ॥

নায়িকা—(চুপি চুপি) ওলো দারুণ ভয়ে এর মুখোমুখি থাকতে পারছি না।
(নায়ককে আড় চোখে দেখে একটু মুখ ফিরিয়ে থাকল।)

দাসী—ও কী করছ দিদিঠাকরুন?

নায়িকা—ওলো, আমি এঁর কাছাকাছি থাকতে পারছি না। আয়, আমরা অন্য দিকে যাই। (উঠতে চাইল)

বিদূষক—ওহে, উনি ভয় পেয়েছেন। আমার পঠিত বিদ্যার মতো মুহূর্তকাল এঁকে ধরে রাখি।

নায়ক—তাতে দোষ কী?

বিদূষক—এই তপোবনে আপনাদের এ কেমন আচার? কেননা, অতিথি এল অথচ বাক্য-সম্ভাষণও করলেন না।

দাসী—(নায়িকাকে দেখে স্বগত) ওঁর দৃষ্টিতে অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছে। আচ্ছা, তবে এইভাবে বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) দিদি ঠাকরুন, ব্রাহ্মণ ঠিকই বলছেন, অতিথি-সৎকার করা তোমার কর্তব্য। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আর তুমি কিনা বোকার মতো রয়ে গেছ! আর না হলে, তুমি থাকো, যা করবার আমিই সব করছি। (নায়কের প্রতি) আসুন মহাশয়, আসন গ্রহণ করে এ স্থানটিকে অলংকৃত করুন।

বিদূষক—দেখো সখা, ইনি বেশ কথা বলছেন। এইখানে বসে একটু বিশ্রাম করা যাক্।

নায়ক—তুমি ঠিক বলেছ।

(দুজনে বসল)

নায়িকা—(দাসীর প্রতি) ওলো রঙ্গিণি, ওরকম করিস্ না। যদি কোনো তাপস এসে দেখে, তা হলে আমাকে অশিষ্টা বলে মনে করবে।

(তাপসের প্রবেশ)

তাপস—কুলপতি বিশ্বামিত্র আমাকে আজ্ঞা করলেন, 'দেখো শাণ্ডিল্য! পিতৃ-আজ্ঞায় আজ সিদ্ধ-যুবরাজ মিত্রাবসু, নিজ ভগিনী মলয়বতীর বর স্থির করবার জন্যে ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্তী কুমার জীমূতবাহনকে এই মলয়পর্বতের কোনো স্থানে দেখতে এসেছেন। তাঁর প্রতীক্ষায় থেকে মলয়বতীরও বোধহয় মধ্যাহ্ন-স্নানের সময় অতীত হয়ে থাকবে, অতএব, তুমি তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো।' আমি এখন তবে তপোবনের গৌরী-মন্দিরে যাই। (ঘুরে, মাটির দিকে তাকিয়ে, বিস্ময় সহ) আরে! এই ধূলিময় ভূমিতে না জানি কার এই চক্র-চিহ্নযুক্ত পদপঙ্‌ক্তি দেখা যাচ্ছে? (সামনে জীমূতবাহনকে দেখে) এই পদচিহ্ন নিশ্চয় এই মহাপুরুষের হবে। কেননা,

মাথায় যেমন উজ্জ্বল উষ্ণীষ, দুই ভুরুর মাঝে রোম, চোখ রক্তপদ্মের মতো,

বক্ষঃস্থল সিংহসম আর দুই পা যেমন চক্র-অঙ্কিত মনে হচ্ছে : তাতে ইনি কোনো এক বিদ্যাধর-চক্রবর্তী না হয়ে যান না' ॥১৩॥

না, এতে কোনো সন্দেহই নেই, সব লক্ষণে মনে হয়, ইনিই সেই জীমূতবাহন। (মলয়বতীকে দেখে) আর, ইনিই সেই রাজপুত্রী। (দুজনকে দেখে) যদি বিধি এঁদের পরস্পরের সঙ্গে মিলন ঘটাতে পারেন, তা হলে এত দিনের পর যোগ্যার সঙ্গে যোগ্যেরই সংযোগ হয়। (নিকটে গিয়ে নায়কের প্রতি) কল্যাণ হোক।

নায়ক- মহর্ষি, আমি জীমূতবাহন, আপনাকে অভিবাদন করি। (উঠে দাঁড়াতে উদ্যত)

তাপস- না না, আর উঠতে হবে না। দেখুন অতিথি সকলেব গুরু, সেজন্যে আপনিই আমাদেয় পূজ্য। অতএব যথাসুখে অবস্থান করুন

নায়িকা- মহর্ষি, প্রণাম।

তাপস -(নায়িকার প্রতি) বৎসে, তোমার অনুরূপ পতি হোক। রাজকন্যে, কুলপতি বিশ্বামিত্র তোমাকে এই কথা বলেছেন- 'মধ্যাহ্ন-স্নানের সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে, অতএব তুমি শীঘ্র এসো'।

মলয়বতী- যে আজ্ঞে গুরুদেব! (স্বগত) একদিকে গুরুজনের আহ্বান, অন্যদিকে প্রিয়জনের দর্শনসুখ : যাই কি না যাই- এই দুয়ের মধ্যে কে যেন আমার হৃদয়কে দোলাচ্ছে ॥১৪॥

(উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লজ্জা এবং অনুরাগে নায়ককে দেখতে দেখতে তাপস সহ নিষ্ক্রান্ত)

নায়ক- (উৎকণ্ঠা সহ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নায়িকাকে দেখতে দেখতে) নিটোল নিতম্বভারে মন্থরগতি ইনি অন্যত্র গেলেন, কিন্তু হৃদয়ে আমার গেঁথে গেল ঐ পদক্ষেপ ॥১৫॥

বিদূষক- দেখো সখা, যা দ্রষ্টব্য, তা তো আজ দেখলে। এখন আবার জঠরাগ্নি এই মধ্যাহ্ন-সূর্যের তাপে যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। তা চলো এখন যাওয়া যাক : ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে মুনিজনের কাছ থেকে কন্দ ফলমূল কিছু নিয়ে, কোনোরকমে এখন শরীর ধারণ করা যাক।

নায়ক--(উপরে তাকিয়ে) সূর্যদেব নভস্তলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আর, গজপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে চন্দনরসে-ভেজা শাদা দুই গাল, যা চন্দনগাছে ঘষেছিল সূর্য তাপে তপ্ত মুহূর্তে। মুখটাকে হাওয়া করছে নিজের কান-পাখার অবিরাম হাওয়া দিয়ে। এখন আবার শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে বেশ করে ভেজাচ্ছে বুকটাকে, যেন গভীর উৎকণ্ঠায় দুঃসহ অবস্থায় পড়েছে গজপতি ॥১৬॥

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × × ×

প্রবেশক

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী— দিদিঠাকরুন মলয়বতী আমাকে আজ্ঞা করলেন,—'ওলো মনোহারিকে আমার ভাই আর্য মিত্রাবসু আজ দেরি করছেন। তুই তবে গিয়ে জেনে আয়—এলেন কি না'। কে ও এই দিকে তাড়াতাড়ি আসছে ? কী ?—চতুরিকা ?

(দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ)

প্রথমা—ওলো চতুরিকে, আমাকে না দেখা দিয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

দ্বিতীয়া—ওলো মরোহারিকে, আমাকে দিদিঠাকরুন মলয়বতী এই আজ্ঞা করলেন,—'দেখ্ চতুরিকে, ফুল তুলে আজ আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি ; তাতে আবার এই শরৎকালের উত্তাপে আরও আমার কষ্ট হচ্ছে। এখন তুই যা, চন্দনের লতাকুঞ্জে গিয়ে সেখানকার চন্দ্রমণি-শিলাতলটিতে নব কদলীপত্র বিছিয়ে রাখ্'। তা তাঁর আজ্ঞামতো তো সমস্তই করেছি, এখন [এই কথা] দিদিঠাকরুনকে জানিয়ে আসি।

প্রথমা—তা যদি হয়, তো এখনি গিয়ে তাঁকে জানিয়ে আয়। যাতে সেখানে গেলেই তাঁর শরীর ঠান্ডা হবে।

দ্বিতীয়া—(হেসে স্বগত) এ তো তাপ নয় লো, যে তাতে ঠান্ডা হবে। আমার মনে হয়, সেই নির্জন সুন্দর লতাকুঞ্জটি দেখলে তাঁর তাপ আরও বৃদ্ধি হবে। আচ্ছা, তুই তবে যা, আমিও দিদিঠাকরুনকে জানিয়ে আসি, মণি-শিলাতলটি প্রস্তুত হয়েছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(প্রবেশক শেষ)

(তারপর প্রবেশ করল উৎকণ্ঠিত মলয়বতী এবং দাসী)

মলয়বতী—(নিশ্বাস ফেলে স্বগত) হৃদয়, সে জন যখন দেখতে শুরু করল, লজ্জায় তখন নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে, এখন আবার তারই কাছে আপনা হতেই যে ফিরে এলি। আরে, তুই কী স্বার্থপর ! (প্রকাশ্যে) ওলো চতুরিকে, আমাকে ভগবতীর মন্দিরে নিয়ে চল।

দাসী—(স্বগত) চলেছেন চন্দনলতা-কুঞ্জের দিকে, অথচ মুখে বলছেন ভগবতীর মন্দির ! (প্রকাশ্যে) দিদিঠাকরুন ! তুমি যে চন্দন-লতা-কুঞ্জের দিকে যাচ্ছ।

নায়িকা—(সলজ্জভাবে) ওলো ! তুই ঠিক মনে করে দিয়েছিস। আচ্ছা, আয়, তবে সেইখানেই যাওয়া যাক।

দাসী—এসো দিদিঠাকরুন, এসো।

নায়িকা—(অন্যদিকে গমন)

দাসী—(পিছনে দেখে উদ্বেগ সহকারে স্বগত) ওমা, [কী হবে,] দিদিঠাকরুন যে বড়োই আনমনা হয়ে পড়েছেন।, এ কী ! সেই দেবী মন্দিরেই যাচ্ছেন দেখছি। (প্রকাশ্যে) না না দিদিঠাকরুন, চন্দন-লতা-কুঞ্জ এই দিকে দিয়ে এসো তবে।

নায়িকা—(অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হেসে তাই করল।)

দাসী—এই চন্দন-লতা-কুঞ্জ, এর ভিতরে গিয়ে চন্দ্রমণি-শিলাতলে বসলে তোমার শরীর এখনি জুড়িয়ে যাবে দিদিঠাকরুন।

উভয়ে—(উপবেশন)

নায়িকা—(নিশ্বাস ফেলে স্বগত) ভগবন্ কুসুমায়ুধ ! তুমি মুগ্ধ হয়ে সে জনের জন্যে কী না করলে ? আমি অপরাধী হলেও অবলা বলে আমাকে প্রহার করতে তোমার কি একটু লজ্জা হল না ? (প্রকাশ্যে,) ওলো, নিবিড় শাখা-পল্লবে আচ্ছন্ন থাকায়, এই চন্দন-লতা-কুঞ্জে সূর্যকিরণ আসতে পারবে না বটে, কিন্তু তবু আমার শরীরের তাপ তো এখনও গেল না।

দাসী—তোমার তাপের কারণ কী, আমি তা জানি। বুঝতে পারি নি ভেবে, দিদিঠাকরুন কিন্তু বলছেন না।

নায়িকা—(স্বগত) এ যে আমার ভাব বুঝতে পেরেছে দেখছি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ওলো, কী তা বুঝতে পারছি নে ? বল্ দেখি তাপের কারণটা কী ?

দাসী—এই তোমার সেই স্বপ্নে-পাওয়া বর।

নায়িকা—(সহর্ষে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে এবং দুই তিন পা এগিয়ে) কোথায় তিনি ? — কোথায় তিনি ?

দাসী—(উঠে মুচকি হেসে) তিনি আবার কে দিদি ঠাকরুন ?

নায়িকা—(সলজ্জভাবে বসে মুখ নীচু করে রইল।)

দাসী—দিদিঠাকরুন, আমি সেই স্বপ্নের দেবী-দত্ত বরের কথা বলছিলেম। তারপরেই দিদিঠাকরুন তো দেখলেন, কামদেব ফুলশর সন্ধান করছেন। সেই কামদেবই তোমার তাপের কারণ। তাই, চন্দন লতাকুঞ্জ স্বভাবতঃ এমন শীতল হয়েও তোমার তাপ দূর করতে পারছে না।

নায়িকা—ওলো, তুই সত্যই চতুরিকা। তোর কাছে আর গোপন করে কী হবে ; তবে শোন্ বলি।

দাসী—ঠাকরুন, এই তো বললে। বেশি বলে আর লাভ কী ? কোনো ভয় নেই। মিছে কষ্ট পেয়ো না। আমি যদি চতুরিকা হই, তাহলে, তুমি নিশ্চয় জেনো, তোমাকে না দেখে মুহূর্তেও তাঁর মনে সুখ নেই, এও আমি লক্ষ্য করেছি।

নায়িকা—(সাশ্রুলোচনে) ওলো, আমার অদৃষ্টে কেন এমন হল ?

দাসী—দিদিঠাকরুন, ও কথা বোলো না। মধুসূদন কখনও কি লক্ষ্মীকে বুকে না নিয়ে সুখী হতে পারেন ?

নায়িকা—দেখ্, সুজন যে হয়, সে প্রিয়বাক্য ছাড়া আর কিছু বলতে জানে না। সখি, তাঁকে যে তখন একটি মুখের কথা বলেও আমি সম্মানিত করি নি, এতেই আমার কষ্ট হচ্ছে। কেননা সম্মান না পেয়ে স্থির করবেন, আমার দয়াদাক্ষিণ্য কিছু নেই। (রোদন)

দাসী—দিদিঠাকরুন, কেঁদো না। (স্বগত) অথবা কেনই বা কাঁদবেন না। মনের কষ্ট ওঁর ক্রমেই বাড়ছে। এখন তবে কী করা যায়। আচ্ছা এই চন্দন-তরুর লতা-পল্লবের রস ওঁর বুকে দি। (প্রকাশে) বলি শোনো দিদিঠাকরুন, কেঁদো না।

অনবরত চোখের জল পড়ে পড়ে এই এত চন্দনরস এত গরম হয়ে উঠেছে, যে তোমার হৃদয়ের ঐ তাপ দূর করতে পারছে না।

(কলাপাতা নিয়ে হাওয়া করল)

নায়িকা—(হাত দিয়ে বারণ করল) সখি, আমাকে বাতাস কোরো না। এই কলাপাতার বাতাস আমার গরম বোধ হচ্ছে।

দাসী—দিদিঠাকরুন, কলাপাতার দোষ দিও না। চন্দন-পল্লবের স্পর্শে শীতল এমন যে কলাপাতা, তাও তোমার নিশ্বাসে গরম হয়ে উঠেছে ॥ ১ ॥

নায়িকা—(সাশ্রুলোচনে) সখি, এই তাপ-শান্তির কোনো উপায় আছে কি?

দাসী—দিদিঠাকরুন, যদি তিনি আসেন, তবেই উপায় হয়।

(নায়ক ও বিদূষকের প্রবেশ)

নায়ক—ফুলশর, মিছেই তুমি এই শর ছুঁড়ছ কেন? তাতেই তো আহত হয়েছি আমি, সেই যে মুখ ফিরিয়ে মুনির সামনেও আমার দিকে তাকাল সে: যার জন্যে আশ্রমের গাছগুলিকে মনে হচ্ছিল বুঝি ওদের শাখা থেকে ঝুলছে মৃগচর্ম ॥২॥

বিদূষক—দেখো সখা, এখন আর তোমার সেই ধৈর্য কোথায়?

নায়ক—না সখা, আমি ধীর-ই। কেননা,

জ্যোৎস্না-শুভ্র রাত্রি কি যাপন করি নি? ঘ্রাণ নিই নি নীলোৎপলের? ফুল্ল মালতীর গন্ধে ভরা সান্ধ্য সমীরণ সহ্য করি নি? কমলবনে শুনি নি আমি ভ্রমরের গুঞ্জন? তবে কেন বিনা কারণে তুমি বিরহ অধীর বলছ আমাকে? ॥ ৩ ॥

(একটু ভেবে) অথবা মিথ্যে বল নি তুমি। সখা আত্রেয়, আমি অধীরই হয়েছি বটে:

প্রিয়া-গত-প্রাণ হয়ে যে আমি সইতে পারি নি অনঙ্গ-নিক্ষিপ্ত ফুল শরগুলি, সেই আমি তোমার সামনে নিজেকে কী করে বলি 'ধীর' ॥ ৪ ॥

বিদূষক—(স্বগত) ইনি যেরূপ অধীরতা প্রকাশ করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে এঁর হৃদয়ে কী-একটা বিষম আবেগ উপস্থিত। এখন তবে অন্য কোন বিষয়ে এঁকে নিয়ে যাই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সখা, গুরুজনের শুশ্রূষা ছেড়ে তুমি লব্ধচিত্তের মতো কেন এখানে এলে বলো দিকি?

নায়ক—সখা, যোগ্য প্রশ্ন বটে। তুমি ছাড়া কার কাছেই বা উত্তর দেওয়া যায়। স্বপ্নে দেখলাম আজ—যেন ঐ প্রিয়তমা (আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) এই চন্দন-লতা-কুঞ্জে চন্দ্রকান্ত-মণি-শিলাতলে মান-ভরে বসে আছেন, আর কাঁদতে কাঁদতে আমাকে যেন তিরস্কার করছেন। তাই, এখন আমার ইচ্ছে—স্বপ্নে যেখানে প্রিয়তমার সমাগম অনুভব করেছিলাম, সেই রম্য চন্দন-লতা-কুঞ্জে এসে দিবসের শেষ ভাগ যাপন করি। চলো তবে, এখন সেইখানেই যাওয়া যাক্।

(দুজনে পরিক্রমা করল)

দাসী—(শুনে ভয়-ব্যস্ত হয়ে) দিদিঠাকরুন, যেন পদশব্দ শুনছি।

নায়িকা—(ভয়-ব্যস্ত হয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে) ওলো, আমার এই আকারপ্রকার দেখে কেউ কিছু মনে সন্দেহ করতে পারে। তবে চল্, উঠে ওই রক্তাশোক-তরুর আড়াল থেকে দেখা যাক, লোকটা কে। (তাই করল)

বিদূষক—এই তো চন্দনলতাগৃহ। এসো তবে প্রবেশ করা যাক।

[উভয়ের প্রবেশ]

নায়ক—চন্দনলতাকুঞ্জে চন্দ্রমুখী নেই, আছে চন্দ্রমণি শিলা—এ আমার ভালো লাগছে না—এ যেন জ্যোৎস্নাশূন্য রজনীমুখ ॥ ৫ ॥

দাসী—(দেখে) দিদিঠাকরুন ভাগ্যগুণে সংবাদ শুভ।—তোমার সেই হৃদয় বল্লভ!

নায়িকা—(দেখে হর্ষ ও ভয় সহকারে) ওলো, একে দেখে ভয়ে আমি এখানে বসে থাকতে পারছি না—হয়তো উনি আমাকে দেখছেন। আয়, তবে আমরা অন্যত্র যাই। (উৎকণ্ঠা সহ এক পা এগিয়ে) ওলো, আমার বুক কেমন ধড়াস ধড়াস করছে।

দাসী—(হেসে) অত কাতর হচ্ছ কেন ?—এখানে থাকলে তোমাকে কে দেখতে পাবে ? না না, তোমার ঐ রক্তাশোক তরুটিকে তুমি ভুলে গেছ দেখছি, এসো দিদিঠাকরুন, আমরা ঐখানে গিয়ে বসি। (তাই করল)

বিদূষক—(দেখে) দেখো সখা, এই সেই চন্দ্রমণি শিখা!

নায়ক—(অশ্রু সহ নিশ্বাস ত্যাগ)

দাসী—দিদিঠাকরুন, কী একটা স্বপ্ন দেখার কথা হচ্ছে—তা এসো, আমরা মন দিয়ে শুনি।

[উভয়ের শ্রবণ]

বিদূষক—(হাত দিয়ে ঠেলে) সখা, আমি বলছি কি, এই সেই চন্দ্রমণি শিলা!

নায়ক—(অশ্রুসহ নিশ্বাস ফেলে) তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এই সেই চন্দ্রমণি-শিলা, যেখানে মনের রাগ চেপে কাঁদতে দেখেছিলাম প্রিয়াকে। যে প্রিয়া কিশলয়সম বাম বাহুতে পাণ্ডুর মুখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, আর আমার বিলম্ব দেখে[৭] (আমার উদ্দেশ্যে) আকূতি জানাতে গিয়ে (অজান্তে) ঠোঁট খুলে ফেলেছিল একটুখানি। ৬ ॥

কাজেই এই চন্দ্রমণি-শিলাতলেই এসো আমরা বসি।

(বসল দুজনে)

নায়িকা—(ভেবে) ওলো, ইনি কে (বল্ দেখি) ?

দাসী—দিদিঠাকরুন, আমরা এখন আড়ালে আছি, এখান থেকে ওঁকে দেখো দেখা যাক—আর এখানে থাকলে তোমাকেও উনি দেখতে পাবেন না।

নায়িকা—এ বেশ কথা। কোনো প্রণয়কুপিত প্রিয়জনের উদ্দেশে উনি কী বলছেন ?

দাসী—দিদিঠাকরুন, ওরকম কোনো আশংকা কোরো না—আচ্ছা আবার শোনা যাক।

বিদূষক (স্বগত) এই কথাতেই ইনি খুশি হচ্ছেন, তবে এটাকেই বাড়িয়ে দিই। (প্রকাশ্যে) সখা, তারপর তাঁকে কাঁদতে দেখতে দেখে তুমি তাঁকে কী বললে ?

নায়ক—সখা, এই কথা বললাম :

অশ্রুসিক্ত এই চন্দ্রকান্তশিলা তোমার ঐ মুখ-চন্দ্রোদয়ে যেন হয়ে উঠছে জল-ক্ষরা[৮] ॥ ৭ ॥

নায়িকা—(সরোষে) চতুরিকে, এর পর আর কিছু কি শোনবার আছে ? এসো, অন্যদিকে যাই।

দাসী—(হাত ধরে) দিদিঠাকরুন, ও কথা বোলো না। তোমাকেই উনি স্বপ্ন দেখেছেন। ওঁর দৃষ্টি অন্য কারও ওপর পড়েনি।

নায়িকা—না লো, আমার ওতে প্রত্যয় হচ্ছে না—আচ্ছা কথার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

নায়ক—দেখো সখা, এই শিলার উপর তার চিত্র এঁকে কোনো রকমে আত্মবিনোদন করা যাক। দেখো, এই গিরিবর্ত হতে কতকগুলি মনঃশিলা[৭] ধাতুখণ্ড নিয়ে এসো দিকি।

বিদূষক—আচ্ছা, বেশ। (পরিক্রমা করে এবং মনঃশিলা নিয়ে নিকটে এসে) দেখো সখা, তুমি আমাকে একটা রং আনতে বলেছিলে, আমি দেখো পাঁচ রকম রং এনেছি—এই নাও, ছবি আঁকো। (অর্পণ করল।)

নায়ক—সখা, ভালো করেছ। (নিয়ে শিলায় ছবি এঁকে রোমাঞ্চ অনুভব করে) সখা, দেখো, পক্ক-বিম্বাধর, দৃষ্টিসুখের স্রষ্টা, চন্দ্র-তুল্য প্রিয়া-মুখের রেখাটিও প্রথম দর্শনে সুখ দেয় ॥ ৮ ॥

(আঁকতে থাকল)

বিদূষক—(কৌতুক সহ দেখে) তাঁকে না দেখেই এমন আঁকছ—ওঃ কী আশ্চর্য !

নায়ক—(মুচকি হেসে) সখা, এতে আর আশ্চর্য কী ?

কল্পনারূঢ় প্রিয়াকে মনে হয় এই তো কাছে, সামনে। কাজেই যদি তাকে দেখতে দেখতে আঁকি, তবে তাতে বিস্ময়ের কী আছে ? ॥ ৯ ॥

নায়িকা—(অশ্রু চোখে) চতুরিকে, কথার শেষটা তো জানা গেল, এখন চলো যাই মিত্রাবসুর সঙ্গে দেখা করি গে।

দাসী—(সবিষাদে স্বগত) এঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে, জীবনে আর মায়া নেই। (প্রকাশ্যে) মনোহরিকা তো সেইখানেই গেছে, প্রভু মিত্রাবসু হয় তো এইখানেই আসবেন।

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

মিত্রাবসু—পিতা আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন 'দেখো বৎস মিত্রাবসু, জীমূতবাহন আমাদের নিকটে থাকায়, আমরা তাকে ভালো করে পরীক্ষা করেছি ; তার চেয়ে যোগ্য বর আর কোথায় পাওয়া যাবে ? অতএব তাকেই বৎসা মলয়বতীকে সম্প্রদান করো।' আমিও এখন স্নেহ-পরবশ হয়ে কী-এক অভূতপূর্ব অবস্থান্তর অনুভব করছি। তা ছাড়া, সে তো বিদ্যাধর-রাজকুল-তিলক, প্রাজ্ঞ, সাধুজন-প্রিয়, রূপে অতুল, পরাক্রান্ত, বিদ্বান, বিনীত, যুবক ; আবার জীবন-রক্ষায় আগ্রহী বলে করুণায় জীবন ত্যাগও করতে পারে। তাই ভগিনীকে[৮] তার হাতে দিতে অসীম আমার হরষ-বিষাদ ॥ ১০ ॥

আর একথাও শুনেছি যে, জীমূতবাহন গৌরী-আশ্রম-সংলগ্ন চন্দন লতা-গৃহে এখন রয়েছেন। এই তো চন্দন-লতাগৃহ। এইবার তবে প্রবেশ করা যাক।

(প্রবেশ)

বিদূষক—(সভয়ে দেখে) দেখো সখা, এই কদলীপত্র দিয়ে চিত্রস্থ এই কন্যাটিকে ঢেকে রাখো ; সেই সিদ্ধ-যুবরাজ মিত্রাবসু এইখানে এসেছেন : কী জানি, যদি দেখে ফেলেন।

নায়ক—(কদলীপত্রে চিত্র আচ্ছাদন)

মিত্রাবসু—(প্রবেশ করে) কুমার, আমি মিত্রাবসু, প্রণাম জানাই।

নায়ক—(দেখে) মিত্রাবসু ?—এসো এসো এইখানে এসো।

দাসী—দিদিঠাকরুন, আমাদের প্রভু মিত্রাবসু এসেছেন !

নায়িকা—ওলো ! আমার কী সৌভাগ্য !

নায়ক—মিত্রাবসু, সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসু ভালো আছেন ?

মিত্রাবসু—ভালো আছেন বৈ কি. তাঁর বক্তব্য নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

নায়ক—তিনি কী কী বলে পাঠিয়েছেন ?

নায়িকা—শোনা যাক্ কী বলেন। পিতা কি তাঁর কুশল-সংবাদ বলে পাঠিয়েছেন ?

মিত্রাবসু—(অশ্রু চোখে) তিনি এই কথা তাঁর হয়ে আমাকে বলতে বলেছেন—'দেখো বৎস, মলয়বতী নামে আমার একটি কন্যা আছে, সে এই সিদ্ধরাজবংশের জীবন-স্বরূপ ; তাকেই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করছি, গ্রহণ করো।'

দাসী -(হেসে) দিদিঠাকরুন, এখন যে বড়ো রাগ কচ্চ না ?

নায়িকা—(সস্মিত ও সলজ্জভাবে অধোমুখে অবস্থান) ওলো, হাসিস নে ; তুই কি ভুলে গিয়েছিস্, ওঁর হৃদয় এখন অন্যজনে আসক্ত ?

নায়ক—(চুপি চুপি) সখা, বড়ো যে সংকটে পড়া গেল।

বিদূষক—(চুপি চুপি) এই কন্যা ছাড়া তোমার আর কোথাও মন নেই আমি জানি ; এখন তবে যা-কিছু বলে ওঁকে বিদায় করে দাও।

নায়িকা—(সরোষে স্বগত) হতভাগা, কেই-বা এ কথা না জানে।

নায়ক—এমন শ্লাঘ্য সম্বন্ধ আপনাদের সঙ্গে বন্ধন করতে কার না ইচ্ছা হয় ; কিন্তু, যে চিত্ত একদিকে গেছে, তাকে অন্যদিকে কী করে আবার নিয়ে যাই বলুন ?—তা তো আমি পারছি না ; তাই আমি তাঁকে গ্রহণ করতে সাহসী হচ্ছি না।

নায়িকা—(মূর্ছিতা)

দাসী—দিদিঠাকরুন, ওঠো ওঠো।

বিদূষক—দেখুন ইনি পরাধীন। এঁর কাছে প্রার্থনা করে কী হবে ? এর গুরুজনের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করুন।

মিত্রাবসু—(স্বগত) বেশ কথা বলেছে। ইনি গুরুজনের কথা লংঘন করেন না। তা এঁর পিতাও এই গৌরী আশ্রমে বাস করেন। সেইখানে গিয়ে এঁর পিতাকে দিয়ে মলয়বতীর পাণিগ্রহণ করাই গে।

নায়িকা—(সংজ্ঞা লাভ)।

মিত্রাবসু—আমাদের মতো প্রার্থনাকারীদের কেমন করে পরিহার করতে হয়, কুমার তা বিলক্ষণ জানেন, দেখছি।

নায়িকা—(সরোষে হেসে) কী ?—এমন প্রত্যাখ্যানেও লঘুচিত্ত মিত্রাবসু আবার কথা কইচে ?

নায়িকা—(নিজেকে দেখতে দেখতে স্বগত) এই দুর্ভাগ্য-মলিন দুঃখময় শরীর ধারণ করে আর কী হবে ? তা, এইখানেই অশোকতরুতে মাধবী-লতা-পাশে উদ্‌বন্ধনে আত্ম-হত্যা করি। হাঁ সেই ভালো। (অপ্রতিহতভাবে ঈষৎ হেসে) ওলো, দেখ দিকি মিত্রাবসু গেছে কি না, তা হ'লে আমিও এখান থেকে যাই।

দাসী (কয়েক পা এগিয়ে স্বগত) ওঁর মনের ভাব অন্যরকম দেখছি ; না আমি আর যাব না। এইখানে লুকিয়ে থেকে দেখি, উনি কী করেন।

নায়িকা -(চারিদিক দেখে, লতাপাশ নিয়ে, অশ্রুচোখে) ভগবতি গৌরি ! তুমি ইহজন্মে তো অনুগ্রহ করলে না। তবে জন্মান্তরে যাতে আমাকে এমন দুঃখভোগ না

করতে হয়, আমার পরে সেই অনুগ্রহ কোরো। (এই বলে কণ্ঠে পাশ অর্পণ)

দাসী—(দেখে ভয়-ব্যস্ত হয়ে কাছে এসে) মহাশয়, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমার দিদিঠাকরুন আত্মহত্যা করছেন।

নায়ক—(ত্রস্তব্যস্ত ভাবে কাছে এসে) কোথায় তিনি ? কোথায় তিনি ?

দাসী—এই অশোকতরুর তলায়।

নায়ক—(সানন্দে দেখে) ইনিই তো আমার সেই মানস-প্রতিমা।

(নায়িকার হাত ধরে লতাপাশ দূরে ছুঁড়ে দিল।)

না সুন্দরি না, দুঃসাহস কোরো না এমন। কচি পাতার মতো ওহাত লতা-পাশ থেকে দূরে রাখো। আমি ভাবি—যে-হাত ফুলই তুলতে পারে না, কেমন করে তা উদ্‌বন্ধনের পাশ ধরে ? ॥ ১১ ॥

নায়িকা—(সভয়ে) ওলো, এ আবার কে ? হাত ছাড়ো, হাত ছাড়ো আমার, তুমি আমাকে নিবারণ করবার কে ? মরণেও কি তুমি প্রার্থনীয় ?

নায়ক—ছাড়ব না আমি :

যে-হাত দিয়ে তুমি হার-লতার উপযোগী কণ্ঠে পাশ অর্পণ করেছিলে, অপরাধী[১০] সেই হাত ধরেছি আমি ; ছাড়ব কেন ? ॥ ১২ ॥

বিদূষক—ওগো, এঁর আত্মহত্যা করবার কারণটা কী ?

দাসী—তোমার প্রিয়সখাই এর কারণ।

নায়ক—কী ? আমিই এর কারণ ? আমি তো কিছুই জানি না।

বিদূষক—ওগো, সে কেমন বল দেখি ?

দাসী—তোমার প্রিয়সখা তাঁর কোনো প্রেয়সীকে ঐ শিলাতলে চিত্র করেন, আর সেই চিত্রিত কন্যার 'পরে তাঁর এতদূর টান দেখা গেল যে, যখন মিত্রাবসু এঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করলেন তখন উনি তাতে সম্মত হলেন না। তাই হতাশ হয়েই উনি এইভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন।

নায়ক—(সহর্ষে স্বগত) কী ? ইনিই কি সেই বিশ্বাবসুর দুহিতা মলয়বতী ?

(তাই সম্ভব) কেননা সমুদ্র ছাড়া চন্দ্রকলার উৎপত্তি আর কোথায় সম্ভব ? হায়, আমি কিনা শেষে এঁ-হতে বঞ্চিত হলাম ?

বিদূষক—ওগো, তা যদি হয়, তাহলে আমার প্রিয়সখা নিরপরাধ। আমার কথায় যদি প্রত্যয় না হয়, তুমি নিজে বরং শিলাতলে গিয়ে একবার দেখে এসো।

নায়িকা—(সহর্ষে সলজ্জভাবে নায়ককে দেখতে দেখতে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে নিজের হাতে টান দিল।)

নায়ক—(মুচকি হেসে) হাত ছাড়ছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না শিলাতলে চিত্রিত আমার প্রেয়সীকে তুমি দেখছ।

(সকলের পরিক্রমা)

বিদূষক—(কদলীপত্র সরিয়ে) ওগো, দেখো দেখো, এই এঁর প্রেয়সী।

নায়িকা—(দেখে মিষ্টি হেসে চুপিচুপি) চতুরিকা, এযে আমাকেই চিত্র করেছেন।

দাসী—(চিত্রাকৃতি এবং নায়িকাকে দেখে) দিদিঠাকরুন, কী বললে, তোমারই চিত্র ?—শুধু তা নয়, এমন সাদৃশ্য যে, দেখলে বোঝা যায় না যে, তোমার প্রতিবিম্ব শিলাতলে পড়েছে, না তোমাকে কেউ চিত্র করেছে।

নায়িকা—(হেসে) আমাকে চিত্রে দেখিয়ে উনি যে আমাকে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের সামিল করে তুলেছেন।

বিদূষক—এখন আপনার গান্ধর্ব-বিবাহ হয়ে গেল। এখন তবে এঁর হাত ছাড়ুন। কে-একজন স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি এই দিকে আসচে।

নায়ক—(হাত ছেড়ে দিল)।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী—(সহর্ষে) দিদিঠাকরুন, একটা সুসংবাদ বলি। প্রভু জীমূতবাহনের পিতা এই বিবাহে মত দিয়েছেন।

বিদূষক—(নাচতে নাচতে) হি হি হি, ওগো, তবে তো এখন প্রিয়সখার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। না না দেবী মলয়বতীরও নয়, এ দুজনের কারোরই নয়। (ভোজন অভিনয় করে) —এ কেবল এই ব্রাহ্মণেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

দাসী—(নায়িকার প্রতি) যুবরাজ মিত্রাবসু আমাকে আজ্ঞা করলেন, 'আজই মলয়বতীর বিবাহ হবে। অতএব শীঘ্র গিয়ে তাকে নিয়ে এসো'। তা, চলো এখন যাওয়া যাক।

বিদূষক—ঐ দাসীবেটী ওকে নিয়ে চলে গেল। এখন সখার কি এইখানেই থাকা হবে?

দাসী—বলি এত ব্যস্ত হোয়ো না, তোমাদেরও স্নানের সামগ্রী এল বলে।

নায়িকা—(সানুরাগে সলজ্জভাবে নায়ককে দেখতে দেখতে পরিজনের সঙ্গে প্রস্থান)

(নেপথ্যে বৈতালিকের পাঠ)

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে বিবাহের স্নানবেলা ঘোষণা করছে সিদ্ধলোক : সুন্দরীদের চপল চরণে বেজে ওঠা নূপুরের শব্দে মনোহর সঙ্গীতের মাধ্যমে। এই মলয়-পর্বতে আবীরে আবীরে [২] সিদ্ধলোকের আজ মেরুতুল্য[৩] দ্যুতি, সিদ্ধলোকে আজ সিঁদুর-বৃষ্টি মুছে দিয়েছে প্রভাত অথবা সান্ধ্য সূর্যকিরণের দ্যুতি ॥ ১৩ ॥

বিদূষক—(শুনে) দেখো সখা। ভাগ্যবশে স্নানের সামগ্রী সব এসেছে।

নায়ক—(সহর্ষে) তা যদি হয়, তা হলে এখানে থেকে আর কী হবে? চলো পিতাকে প্রণাম করে স্নান-ভূমিতেই যাওয়া যাক। পরস্পর সমান রূপ, অনুরাগ কুল ও বয়সের মানুষের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে বিবাহযোগ কয়েকজন পুণ্যবান ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে ॥ ১৪ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × তৃতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × ×

(তারপর পান-পাত্র[১] হাতে প্রবেশ করল মত্ত বিট, পরনে বিচিত্র এবং শিথিল বেশ। সঙ্গে দাস, কাঁধে মদের হাঁড়ি)

বিট—আমার দেবতা কেবল ঐ দুজন—ঐ বলরাম এবং কামদেব। একজন, যিনি নিত্য সুরা পান করেন ; অন্যজন, যিনি মানুষের মিলন ঘটিয়ে দেন প্রিয়জনের সঙ্গে ॥১॥

আমি 'শেখরক', জীবন সফল আমার ; যার বুকে প্রিয়তমা, মুখে পদ্ম-গন্ধী সুরা, আর মাথায় চূড়া[২] ॥২॥
(পদস্খলন) আরে, কে আমাকে ঠ্যালে ? নিশ্চয় নবমালিকা আমার সঙ্গে পরিহাস করছে।

দাস--কর্তা, সে তো এখনও এখানে আসচে না ?

বিট--(সরোষে) প্রথম প্রহরেই তো মলয়বতীর বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রভাত হল, তবু কেন সে আসছে না ? অথবা বিবাহ-মহোৎসবে প্রিয় প্রণয়িনীদের নিয়ে সিদ্ধ-বিদ্যাধরেরা কুসুমাকর উদ্যানে হয়তো সুরা-সুখ সম্ভোগ করছে। আমার বোধ হয়, সেইখানেই তবে যাই, নবমালিকা বিনা শেখরকই বা কেমন ?

(পদস্খলন সহকারে প্রস্থান)

এই দিক দিয়ে কর্তা, এই দিক দিয়ে। এই কুসুমাকর-উদ্যান। ভিতরে চলুন কর্তা। (উভয়ের প্রবেশ)

(তারপর প্রবেশ করল বিদূষক, কাঁধে চড়ানো যুগলবস্ত্র)

বিদূষক--প্রিয়সখার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হল। আর শুনলেম নাকি প্রিয়সখাও আজ কুসুমাকর উদ্যানে যাবেন। তবে আমিও সেইখানে যাই। (ঘুরে এবং দেখে) এই তো কুসুমাকর-উদ্যান--প্রবেশ করা যাক।
আরে দুষ্ট মধুকরেরা, তোরা আবার আমাকে কেন আক্রমণ করিস ? ও বুঝেছি। আমি জামাতার বয়স্য বলে, মলয়বতীর আত্মীয়েরা আদর করে আমাকে রং দিয়ে চিত্রিত করেছে ; আর কল্পতরুর ফুল দিয়ে গাঁথা শিরোমাল্য আমার মাথায় বেঁধে দিয়েছে ; তাই মধুকরেরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমার কাছে আসছে। এই অতি আদরই যতো অনর্থের মূল। এখানে এখন করি কী ? অথবা এই যে একজোড়া রক্তবস্ত্র মলয়বতীর কাছ থেকে পেয়েছি, এতে স্ত্রীবেশ করে, আর উত্তরীয়ের ঘোমটা পরে এখন যাওয়া যাক। দেখা যাক, মধুকর ব্যাটারা[৩] কী করে ! (তাই করল)

বিট--(দেখে সানন্দে) ওরে দাস ! (অঙ্গুলি-নির্দেশ করে হেসে) ঐ দেখো, নবমালিকা এসেছে। আমার আসতে দেরী হয়েছে বলে, আমাকে দেখে মান করে ঘোমটা দিয়ে অন্যদিকে কোথায় চলেছে দেখ্ না। তা ওর গলা জড়িয়ে ধরে একবার সাধি। (সহসা কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে মুখে তাম্বুল দিতে উদ্যত)

বিদূষক--(মদ্য-গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে নিজের নাক টিপে ধরে মুখ ফিরিয়ে) কী আপদ। সেই মধুকরদের হাত এড়িয়ে আবার এই দুষ্ট মধুকরদের মুখে এসে পড়লাম যে !

বিট--কী ?--মান করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল ? (প্রণাম করে বিদূষকের চরণে মাথা রেখে) প্রসন্ন হও নবমালিকে, প্রসন্ন হও।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী--দিদিঠাকরুন আমাকে এই আজ্ঞা করলেন--'দেখো নবমালিকে, কুসুমাকর-উদ্যানে গিয়ে মালিনী পল্লবিকাকে বল, যেন সে আজ তমাল-বীথিকাটি বিশেষ করে সজ্জিত করে রাখে। মলয়বতীর সঙ্গে জামাতার সেখানে যাবার কথা আছে'। আমিও পল্লবিকাকে সেই আজ্ঞা শুনিয়ে দিলেম। এখন তবে প্রিয়সখা শেখরককে অন্বেষণ করি--সে নিশ্চয় রাত্রে আমার বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। (দেখে) এই যে শেখরক। এ কী ! একজন অপর স্ত্রীলোককে সাধছে দেখছি। আচ্ছা,

তবে এইখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাক, স্ত্রীলোকটি কে।

বিট—(সহর্ষে) নবমালিকে, তোমার চরণে পড়ে সেই শেখরক, যে অহংকারী এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশকেও প্রণাম জানাতে জানে না ॥৩॥

বিদূষক—আরে বেটা মাতাল ছোঁড়া! এখানে নবমালিকা কোথায়?

দাসী—(দেখে মুচকি হেসে) শেখরক মদের ঘোরে আমাকে মনে করে আত্রেয় ঠাকুরকে সাধাসাধি করছে দেখছি। আচ্ছা, আমি মিথ্যে রাগ দেখিয়ে দুজনের সঙ্গেই তবে একটু মজা করি।

দাস—(দাসীকে দেখে শেখরককে ঠেলতে ঠেলতে) ও কর্তা, ওকে ছেড়ে দাও। ও নবমালিকা নয়। দেখুন, একজন স্ত্রীলোক চক্ষু রক্তবর্ণ করে এখানে এসে উপস্থিত।

দাসী—(কাছে গিয়ে) শেখরক, কাকে তুমি সাধাসাধি করছ?

বিদূষক—(ঘোমটা খুলে) ওগো আমি একজন হতভাগ্য ব্রাহ্মণ।

বিট (বিদূষককে দেখে) আরে কপিল মর্কট! তুই শেখরককে প্রতারণা করছিস? ওরে দাস, একে ধরে রাখ। আমি ততক্ষণ নবমালিকাকে প্রসন্ন করি।

দাস—যে আজ্ঞে, কর্তা

বিট—(বিদূষককে ছেড়ে দাসীর পদতলে পতন) প্রসন্ন হও নবমালিকে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

বিদূষক (স্বগত) এই আমার পালানোর সময়। (পলায়নে উদ্যত)

দাস (যজ্ঞোপবীত ধরে বিদূষককে ধরল যজ্ঞোপবীত ছিঁড়ে গেল) আরে মর্কট, পালাচ্ছ কোথায়? (গলায় চাদর বেঁধে টান দিল)

বিদূষক—ওগো নবমালিকে, আমাকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও।

দাসী—(হেসে) যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পায়ে মাথা নোয়াও, তাহলে……।

বিদূষক—(সরোষে কাঁপতে কাঁপতে) আশ্চর্য, গন্ধর্ব-রাজের মিত্র আমি ব্রাহ্মণ—আমি কিনা দাসী চেটীর পায়ে পড়ব?

দাসী—(অঙ্গুলি-নির্দেশে শাসিয়ে মুচকি হেসে) এখন পায়ে পড়িয়ে তবে ছাড়ব। শেখরক, ওঠো। (গলায় জড়িয়ে ধরল)। তোমার উপরে আমার আর রাগ নেই। দেখ তুমি জামাইয়ের প্রিয়সখাকে নাকাল করেছ, একথা শুনলে প্রভু মিত্রাবসু রাগ করতে পারেন। তাই বলছি, এঁকে একটু আদর-সম্মান করো।

বিট—নবমালিকার আজ্ঞা শিরোধার্য। (বিদূষকের গলা জড়িয়ে) ঠাকুর, তোমাকে সম্বন্ধী ঠাউরে পরিহাস করেছি। (চাদরটি গোল করে পেতে আসন করল) সম্বন্ধী এইখানে বোসো।

বিদূষক—(স্বগত) ভাগ্যিস্ এখন এর নেশাটা ছুটে গেছে। (দুজনে বসল)

বিট—নবমালিকে, এঁর পাশে তুমিও বোসো। এসো, আমরা দুজনে মিলে এঁর আদর-সম্মান করি।

দাসী—(হেসে বসল)

বিট—(পানপাত্র এনে) ওরে দাস, এই পাত্রটি ভরপুর করে সুরা ঢাল দিকি।

দাস—(তাই করল)।

বিট—(আপন শিরোমাল্য থেকে কতকগুলি ফুল নিয়ে পাত্রে দিয়ে হাঁটু পেতে

নবমালিকার গা ঘেঁষে বসল) নবমালিকে, এটি তুমি আস্বাদ করে ওঁকে দাও।

দাসী—(সস্মিত) আচ্ছা শেখরক। (তাই করে বিটকে দিল)

বিট—(পাত্রটি বিদূষককে দিল) দেখো, এই চষকের সুরা নবমালিকার মুখ-সংসর্গে বিশেষরূপে সুবাসিত হয়েছে—দেখো, শেখরক ছাড়া ইতিপূর্বে আর কেউই এমন সুরা আস্বাদ করে নি। অতএব পান করো। এর পর তোমার আর কী সম্মান করবো বলো ?

বিদূষক—(অপ্রতিভ হাসি হেসে) দেখো শেখরক, আমি ব্রাহ্মণ।

বিট—যদি তুমি ব্রাহ্মণ হও, তা হলে তোমার পৈতে কোথায় ?

বিদূষক—ঐ দাস পৈতেটা টেনে ছিঁড়ে দিয়েচে।

দাসী—(জোরে হেসে) তাই যদি হয়, আচ্ছা, দু-চারটে বেদ-মন্ত্র বল দিকি।

বিদূষক—এই সুরা-গন্ধে বেদ-মন্ত্র ঢাকা পড়ে যায় নি ? না না, তোমার সঙ্গে বিবাদ করে আর কী হবে—এই ব্রাহ্মণ তোমার পায়ে পড়ছে। (পায়ে পড়তে উদ্যত)

চেটী—(হাত দিয়ে ঠেকিয়ে) নানা ঠাকুর, ও কাজ করো না। (শেখরক, সরে যাও, সরে যাও, ইনি সত্যিই ব্রাহ্মণ, (বিদূষকের পায়ে পড়ল) ঠাকুর, রাগ কোরো না সম্বন্ধী বলেই অমন পরিহাস করেছিলেম !

বিট—আমিও ওঁকে একটু প্রসন্ন করি। (পায়ে পড়ে) ঠাকুর, মাপ করো। দেখো, আমি মদের ঝোঁকে অপরাধ করেছি। এখন আমি নবমালিকার সঙ্গে মদের আড্ডায় চল্লেম।

বিদূষক—আচ্ছা, আমি মাপ করলেম। তোমরা দুজনে যাও। আমিও প্রিয়সখার সঙ্গে দেখা করি গে। (দাসীর সঙ্গে বিট ও দাসের প্রস্থান)

বিদূষক—ব্রাহ্মণের অকাল-মৃত্যু ফাঁড়াটা তো কেটে গেল। কিন্তু আমি মাতাল ছোঁড়াটার সংসর্গ ও স্পর্শ-দোষে দূষিত—আমি এখন তবে এই দীঘিতে স্নান করে শুদ্ধ হই। এই যে, হরি-রুক্মিণীর মতো আমার প্রিয়সখাও দেখছি মলয়বতীর হাত ধরে এই দিকেই আসছেন। তবে এখন ওঁর কাছেই যাই।

(তারপর প্রবেশ করল বর-বেশে সজ্জিত নায়ক এবং মলয়বতী, সঙ্গে পরিজন)

চোখে চোখ পড়লে নীচু দিকে রাখে ওর চোখ। কথা বললেও কথা বলে না। শয্যায় পিছন ফিরে থাকে। জোর করে জড়িয়ে ধরলে কাঁপতে থাকে। সখীরা বেরিয়ে যেতে শুরু করলে কক্ষ থেকে সেও চেষ্টা করে বের হতে। এইভাবে নব-বধূ আজ আমার প্রতিকূল, তাই তো এত আনন্দের ॥ ৪ ॥

(মলয়বতীকে দেখতে দেখতে) প্রিয়ে মলয়বতি !

এই যে তোমার মুখ—যা এখন দেখছি আর দেখছি—যেন সেই তপস্যার ফল ; সেই যে 'হুঁ'-উত্তর দিয়ে মৌন পালন করেছিলাম, দাব-দীপ্ত চন্দ্র-কিরণে তপ্ত করেছিলাম তনু, বহুরাত্রি ধ্যান করেছিলাম অনন্য মনে ॥ ৫ ॥

নায়িকা—(চুপি চুপি) দেখ্ চতুরিকে, শুধু যে ভালো দেখতে, তা নয়, বেশ প্রিয় কথাও বলতে জানেন।

দাসী—(হেসে) দিদিঠাকরুন, উনি সত্য কথাই বলছেন—এতে প্রিয় কথা কী দেখতে পেলে ?

নায়ক—চতুরিকে, কুসুমাকর-উদ্যানের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

দাসী—আসুন আসুন প্রভু।

নায়ক—(ঘুরে নায়িকার প্রতি) প্রিয়ে, নিজের ইচ্ছে-মতো ধীরে-সুস্থে চলো।

স্তন-ভারেই ক্লান্ত তোমার বক্ষ, আবার হার কেন? নিতম্ব-ভারেই ক্লান্ত দুই উরু, মেখলা দিয়ে আবার কী হবে? পা-দুটোর শক্তি নেই উরু দুটো বয়ে নিয়ে যাওয়ার, তা সত্ত্বেও নূপুর এল কোত্থেকে? তুমি তো নিজ অঙ্গেই অলংকৃত, কষ্ট করে তাহলে অলংকার বয়ে বেড়াচ্ছ কেন? ॥ ৬ ॥

দাসী—এই সেই কুসুমাকর-উদ্যান, প্রবেশ করুন।

(সকলের প্রবেশ)

নায়ক—আহা, এই কুসুমাকর-উদ্যানের কী চমৎকার শোভা!

এখানে,

চন্দন-গাছের রস-ধারা[৮] ঠাণ্ডা রাখছে লতা-কুঞ্জের বাঁধানো ঠাঁই[৯]। কাছেই ফোয়ারার[১০] শব্দ শুনে নাচ শুরু করেছে ময়ূর। আর ফোয়ারা[৭]-ছিটানো সোনালী[৮] জল বেগে ছুটছে গাছের বাঁধগুলি[৯] ভরে দিতে দিতে। জল সোনালী—ধারা-পাতের বেগে দিয়ে অনায়াসে সংগ্রহ করা কুসুম-পরাগের স্পর্শে ॥ ৭ ॥

আর,

মধুকরেরা ঐ গানে গানে[১০] মুখর করে তুলেছে লতা-কুঞ্জ। কুসুম-পরাগে মনে হচ্ছে পরনে[১১] ওদের পট্টবাস। ওরা সহচরী সহ পর্যাপ্ত মধু পান করছে চারদিকে। বুঝি মেতে উঠেছে পানের উৎসবে ॥ ৮ ॥

বিদূষক—(কাছে গিয়ে) জয় হোক্। জয় হোক্। কল্যাণ হোক্।

নায়ক—সখা, অনেকক্ষণ পরে তোমাকে আবার দেখতে পেলেম।

বিদূষক—দেখো সখা, খুব তাড়াতাড়ি এসেছি। বিবাহ মহোৎসব উপলক্ষে সিদ্ধ-বিদ্যাধরেরা মিলে সুরাপান করছে। তাই দেখবার জন্যে কৌতূহলের বশে এতক্ষণ ছিলাম। তা তুমিও একবার দেখো।

নায়ক—এই যা বলেছ। (চারিদিক দেখে) সখা, দেখো দেখো, চন্দনের ছায়ায়, সিদ্ধদের সঙ্গে মিলে মিশে প্রিয়ার পানের অবশেষ পীতাবশেষ মদিরাটুকু পান করছে ঐ বিদ্যাধরেরা। ওরা হরিচন্দন লেপেছে সর্বাঙ্গে, পরেছে সন্তান-ফুলের মালা, ওদের উজ্জ্বল বেশ বিচিত্রবর্ণ হয়ে উঠেছে মাণিক্য-অলংকারের দীপ্তি-স্পর্শে ॥৯॥

আচ্ছা এসো, আমরাও ঐ তমালবীথির দিকে যাই।

(সকলের পরিক্রমা)

বিদূষক—এই তো তমালবীথি। ইনি শরৎকালের রোদে শ্রান্ত হয়েছেন দেখছি। তা এসো, আমরা স্ফটিকমণি[১২]-শিলাতলে বসে একটু বিশ্রাম করি।

নায়ক—সখা, তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ। প্রিয়ার এই কপোলকান্তিতে চন্দ্রনিন্দিত আনন সন্তাপে আরক্ত হয়ে এখন নিশ্চয় পদ্মকে হার মানাতে চাইছে ॥ ১০ ॥

(নায়িকার হাত ধরে) প্রিয়ে, এসো এইখানে আমরা বসি।

(সবাই বসল)

নায়ক—(নায়িকার মুখ তুলে ধরে দেখতে দেখতে) প্রিয়ে, কুসুমাকর-উদ্যানদর্শনের কৌতূহলে অনর্থক তোমাকে আমরা কষ্ট দিলেম। কেন না,

তোমার এই মুখই ত নন্দন কানন, যেখানে রয়েছে দুই ভ্রু-লতা আর রাঙা অধরের

পল্লব ; অন্য সব তো বন মাত্র ॥ ১১ ॥

দাসী—(মুচকি হেসে বিদূষককে) উনি দিদিঠাকরুনের বর্ণনা কেমন করলেন শুনলে তো ?—এখন একবার আমি তোমার বর্ণনাটা করি।

বিদূষক—(সানন্দে) ওগো, তোমার কথা শুনে আমি বাঁচলেম। তা আমার প্রতি তুমি একটু অনুগ্রহ করো দিকি। এই বিট-ছোঁড়া আবার না আমাকে বলতে পারে, 'তুমি হেন, তুমি তেন, তুমি কপিল মর্কট ইত্যাদি।'

দাসী—বাসর জাগাবার সময়, আমি তোমাকে দেখেছিলুম—ঘুমের ঘোরে তোমার চোখ বুজে গেছে—তাতে তোমাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল- সেই রকম করে আর একবার থাকো দিকি—আমি তোমার বর্ণমেটা করি।

বিদূষক—(তাই করল)

দাসী—(স্বগত) যতক্ষণ ও চোখ বুজে থাকবে, ততক্ষণ আমি তমাল-পাতার নীল-রসে ওর মুখটা কালো করে দি। (উঠে তমাল-পল্লবে চাপ দিয়ে বিদূষকের মুখ কালো করে দিল)

(নায়ক ও নায়িকা বিদূষককে দেখল)

নায়ক- সখা, তুমিই ধন্য, আমরা থাকতে কিনা তোমাকেই বর্ণনা করছে।

নায়িকা—(মুচকি হেসে বিদূষকের দিকে তাকিয়ে নায়কের দিকে তাকাল)

নায়ক—(নায়িকার মুখ দেখে)

ঐ তো হাসির ফুল দেখা যায় তোমার অধর-পল্লবে। সুনয়নে, ফল কিন্তু রয়েছে অন্যত্র, সে আমার দুই চোখে, যা তাকিয়ে আছে তোমার দিকে ॥ ১২ ॥

বিদূষক—ও গো, তুমি কী করলে ?

দাসী—কেন, তোমাকে বর্ণ দিয়ে বর্ণনা করলেম।

বিদূষক—(হাতে মুখ ঘষে দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে) আরে দাসীর বেটী, জানিস—এ রাজবাটী —এই দেখ, তোর আমি কী করি। (নায়ককে দেখে) তোমাদের সামনে কিনা আমাকে এমন নাকাল করলে ? এখানে আর থাকছি নে—আমি চল্লেম। [প্রস্থান]

দাসী—আমার 'আত্রেয়' ঠাকুর রাগ করেছেন ; আমি যাই—একটু সান্ত্বনা দিই গে।

নায়িকা—ওলো চতুরিকে, আমাকে একলা ফেলে কোথায় যাচ্চিস্ ?

দাসী—(নায়ককে লক্ষ্য করে মুচকি হেসে) এই রকম একলা যেন চিরকাল থাকেন !

নায়ক—(নায়িকার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে)

রোদে রাঙা হওয়া[৪] আর বিকীর্ণ দন্তরুচিতে কেশর-শ্রী-যুক্ত হয়ে ওঠা—তোমার মুখ—ওগো সুন্দরি—সত্যি পদ্মের মতো। তবে কেন এখানে মধুপায়ী মধুকরকে দেখা যাচ্ছে না ? ॥ ১৩ ॥

নায়িকা—(হেসে অন্যদিকে মুখ ফেরালো।)

নায়ক—আবার বলল—'সূর্যকিরণের স্পর্শে……'

দাসী—(প্রবেশ করে কাছে গিয়ে) আর্য মিত্রাবসু এসেছেন—বিশেষ কাজে কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

নায়ক—প্রিয়ে, এখন তোমার নিজ গৃহে যাও, আমি মিত্রাবসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এখনি আসছি।

[দাসীর সঙ্গে নায়িকার প্রস্থান।]

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

মিত্রাবসু—(স্বগত)

জীমূতবাহনের সেই শত্রুকে নিহত না করে, নির্লজ্জের মতো কেমন করে বলি ?—
'শত্রু হরণ করেছে তোমার রাজ্য' ॥ ১৪ ॥

কথাটা না জানিয়ে যাওয়াটাও উচিত নয়—জানিয়েই যাই। (প্রকাশ্যে) কুমার, আমি মিত্রাবসু, প্রণাম করি।

নায়ক—(মিত্রাবসুকে দেখে) মিত্রাবসু, এখানে বসুন।

মিত্রাবসু—(দেখে বসল)

নায়ক—(দেখে) মিত্রাবসু, ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছে ?

মিত্রাবসু—হতভাগা মতঙ্গকে বধ করতে ক্রোধের কী প্রয়োজন ?

নায়ক—মতঙ্গ কী করেছে ?

মিত্রাবসু—নিজের মৃত্যু আসন্ন কি না, তাই সে আপনার রাজ্য আক্রমণ করেছে।

নায়ক—(সহর্ষে স্বগত) এ কথাটা কি সত্য ?

মিত্রাবসু—কুমার, তাকে বিনাশ করতে আজ্ঞা দিন। বেশি কী বলব দেখবেন ,

এখানে আপনার আদেশ পাওয়া মাত্র যুদ্ধ-যাত্রা করেছে এই সিদ্ধেরা : সমস্ত আকাশপথ ব্যাপ্ত করে চারিদিকে ছুটে চলা বিমান নিয়ে, সূর্য-ছটা ঢেকে দিয়ে বর্ষার দিনের মতো[১৪] অন্ধকার করে। আর [দেখবে] বশীভূত হয়েছে নিজ রাজ্য, যেখানে জড়ো হয়েছেন অনেক নম্র রাজা[১৫]—বিদ্রোহী শত্রুর বিনাশে ভয় পেয়ে যাঁরা নম্র ॥ ১৫ ॥

অথবা সৈন্যসমূহেই বা কী প্রয়োজন ?

দেখবেন, আমি একাই দীপ্ত হয়ে উঠেছি সিংহ-জটার মতো দ্রুত মুক্ত অসিচ্ছটায় ; আর পাহাড়-থেকে-নেমে-আসা সিংহ যেমন হত্যা করে দলপতি হাতী, তেমনি যুদ্ধে আমি নিহত করেছি মতঙ্গ হতভাগাকে ॥ ১৬ ॥

(কান ঢেকে স্বগত) ও কী দারুণ কথা। আচ্ছা, এইভাবে বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) মিত্রাবসু, এতো অল্প বিষয়—তোমার যেমন বলবীর্য, তাতে কী না তোমাতে সম্ভব ? কিন্তু, অযাচিত হয়ে শুধু করুণাবশে যিনি পরের জন্যে নিজ শরীর উৎসর্গ করেন, [বলো] তিনি কেমন করে রাজ্য লাভের জন্যে জীব-হত্যা-রূপ নিষ্ঠুরতার অনুমতি দিতে পারেন ? ॥ ১৭ ॥

আরও দেখো,

ক্লেশ[১৬] ছাড়া আমার আর কারও সঙ্গে শত্রুতা নাই। তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য করতে ইচ্ছা কর, তা হলে রাজ্যলাভের জন্যে যে এত ক্লেশ করবে, সেই কৃপা-পাত্র ক্লেশ-পরবশ ব্যক্তির প্রতি তুমি করুণা করো।

মিত্রাবসু—(ক্রোধ সহ) বলেন কী, যিনি আমাদের এমন উপকারী বন্ধু ও কৃপাপাত্র, তাঁর উপর করুণা করব না ?

নায়ক—(স্বগত) ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ দুর্নিবার, তাকে এভাবে নিরস্ত করা যাবে না। আচ্ছা, তবে এরকম বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) মিত্রাবসু, ওঠো, ভিতরে যাওয়া যাক্। সেখানেই তোমাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলব। এখন দিন শেষ। দেখো,

এ বিশ্বে সূর্যই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য, যাঁর সমস্ত শ্রম কেবল পর-হিতের জন্যে।

প্রতিদিন মধুকরদের মুক্ত করেন নিদ্রারূপ মুদ্রা-বন্ধনে বন্ধ পদ্ম-কোশ থেকে, আশাপূরণরূপ একমাত্র কর্মের উদ্দেশ্যে নিজ কিরণজালের সাহায্যে নিখিল বিশ্বকে প্রাণ দেন যিনি। এহেন সূর্যকে অস্ত যেতে দেখেও তাঁর স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠেছেন সিদ্ধগণ ॥ ১৮ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অঙ্ক × × × × × × × × × × × ×

(তারপর রক্তবস্ত্রযুগল সহ প্রবেশ করল কঞ্চুকী এবং প্রতীহার)

কঞ্চুকী—বৃদ্ধ আমি সম্প্রতি প্রতি পদক্ষেপে স্খলন এড়িয়ে চলেছি দণ্ড দিয়ে, অন্তঃপুরেরও যাবতীয় ব্যবস্থা করছি আমি : ফলে রাজার সমস্ত কার্যের অনুকরণ করছি ॥ ১ ॥

প্রতীহার—আর্য বসুভদ্র, আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলুন দিকি ?

কঞ্চুকী—মিত্রাবসুর মা আমাকে আদেশ করলেন, 'কঞ্চুকী, দশরাত্রির জন্যে মলয়বতী এবং জামাতার রক্তবস্ত্র নিও। রাজকন্যা মলয়বতী রয়েছেন শ্বশুরালয়ে।' শুনলেম, জীমূতবাহনও নাকি যুবরাজ মিত্রাবসুর সঙ্গে সমুদ্রতীর দেখতে গেছেন। বুঝতে পারছি না, আমি এখন কোথায় যাই ? রাজকন্যার কাছে, না জামাতার কাছে ?

প্রতীহার—মশায়, আপনি রাজকন্যার কাছেই যান। এতক্ষণে হয় তো সেখানে জামাতাও এসে গিয়েছেন।

কঞ্চুকী—ঠিক্ বলেছ, সুনন্দ। আচ্ছা, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

প্রতীহার—মহারাজ বিশ্ববসু আমাকে আদেশ করলেন—'সুনন্দ, মিত্রাবসুকে গিয়ে বলো, এই 'দীপ-প্রতিপদ' উৎসবে মলয়বতী ও জামাতাকে উৎসব-উপযোগী কিছু দিতে হবে। তাই তুমি এসে স্থির করো।'

(প্রস্থান করল দুজনে)

বিষ্কম্ভক

(তারপর প্রবেশ করল জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু)

নায়ক—না চাইলেও সব ঐশ্বর্য রয়েছে এ বনে। তৃণভূমি[১] [এখানে] শয্যা, শুভ্র পাষাণ আসন, তরুতলে গৃহ, শীতল ঝরনার জল পানীয় শিকড়[২] আহার, আর সহচর হল হরিণগুলি। তবে এই এক দোষ যে প্রার্থী এখানে দুর্লভ, অতএব পরোপকার-বিষয়ে নিষ্ফল আমরা এখানে বৃথাই জীবনযাপন করেছি ॥ ২ ॥

মিত্রাবসু—(উপরে তাকিয়ে) কুমার, শীঘ্র চলো, শীঘ্র চলো। সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের এই সময়।

নায়ক—(শুনে) ঠিক বলেছ !

ভেসে-ওঠা বিশাল জলহস্তীগুলির অবিরাম ও বেগবান্ আঘাতে সোচ্চার শব্দ, যখন সমস্ত গিরিগুহার অভ্যন্তরগুলিকে প্রতিধ্বনিত করে প্রবল হয়ে উঠছে, আহত করছে কর্ণকুহর, তখন [বোঝা যাচ্ছে] অসংখ্য চলমান শঙ্খে শুভ্র জলোচ্ছ্বাস[৩] প্রায় এসে গিয়েছে ॥ ৩ ॥

মিত্রাবসু—এসে পড়েছে কি ? দেখো না—

লবঙ্গপল্লব-ভোজী হাতি এবং কুমির উদ্‌গিরণে সুরভিত জলরাশির এই সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসকে রত্নপ্রভাদীপ্ত করে তুলেছে ॥ ৪ ॥

এসো এখন, জলোচ্ছ্বাসযুক্ত পথ থেকে সরে এসে এই পর্বত পাদদেশের পথ ধরে চলি।

নায়ক—(ঘুরে এবং দেখে) মিত্রাবসু, দেখো দেখো ; মলয়পর্বতের এই পাদদেশগুলি, শরতের শুভ্রমেঘে আবৃত হিমালয় শৃঙ্গের সৌন্দর্য পেয়েছে।

মিত্রাবসু—এ মলয়পর্বতের পাদদেশ নয়, এ হচ্ছে মৃত নাগদের অস্থিরাশি।

নায়ক—(উদ্বেগ সহ) আহা, একসঙ্গে এতগুলির মৃত্যু হল কেন ?

মিত্রাবসু—কুমার, এরা একসঙ্গে মরে নি : আসল ব্যাপারটি তবে শোনো—পূর্বে বিনতানন্দন গরুড় নিজের ডানার বাতাসে সমস্ত সাগরজল তোলপাড় করে সবেগে[১] রসাতল থেকে উঠিয়ে প্রতিদিন বেশ কিছু নাগ খেয়ে ফেলতেন।

নায়ক—কী কষ্ট ! কী নিষ্ঠুর কাজ করে চলেছেন ইনি ! তারপর, তারপর ?

মিত্রাবসু—তারপর, সমস্ত নাগ-বংশের বিনাশ আশংকায়, নাগরাজ বাসুকি গরুড়কে বল্লেন—

নায়ক—(সাদরে) বল্লেন 'আমাকেই প্রথমে ভক্ষণ কর' না ?

মিত্রাবসু—না না, তা নয়।

নায়ক—এ ছাড়া আর কী বলতে পারেন ?

মিত্রাবসু—এই কথা বল্লেন, 'তোমার আক্রমণের ভয়ে শত সহস্র ভুজঙ্গীর গর্ভস্রাব হয়, শিশুরা পঞ্চত্ব পায়। আমরাও এভাবে সন্ততি-বিচ্ছেদ ভোগ করি। তোমারও স্বার্থের হানি হয়। অতএব তুমি যে অভিপ্রায়ে নাগ-লোক আক্রমণ কর, তোমার সেই অভিপ্রায় অনুসারেই প্রতিদিন এক-একটি নাগ সমুদ্রতীরে উপস্থিত তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

নায়ক—হায়, নাগরাজ তাহলে এভাবে রক্ষা করলেন নাগদের ?

তাঁর দ্বিসহস্র জিহ্বার মধ্যে একটিও কি সেরকম রসজ্ঞ[৬] ছিল না, যা দিয়ে তিনি বলতে পারতেন সর্পরক্ষার জন্যে সর্পশত্রুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম আমার এই প্রাণ ? ॥ ৫ ॥

তার পর তার পর ?

মিত্রাবসু—পক্ষিরাজ তাতেই স্বীকৃত হলেন।

আর এভাবে ব্যবস্থা স্থির হওয়ায় পক্ষিরাজ প্রতিদিন একটি একটি করে যে-নাগগুলি ভক্ষণ করলেন তাদেরই হাড়গুলি ঐ দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে হিমালয়ের আকার নিয়ে : এবং এখনও বেড়ে উঠছে, ভবিষ্যতেও বাড়বে।

নায়ক—আশ্চর্য,

সর্ব অশুচির আধার, অকৃতজ্ঞ এবং ক্ষণ-ধ্বংসী সামান্য শরীরের জন্যেও পাপ করে কেবল মূঢ়েরা ॥ ৭ ॥

অন্তহীন এ কেমন বিপদ্ এল নাগেদের ? (স্বগত) আমি কি নিজের শরীর দিয়ে একটি নাগেরও প্রাণরক্ষা করতে পারি নে ?

(তারপর প্রবেশ করল প্রতীহার)

প্রতীহার—এই গিরিশিখরে তো উঠেছি ; এখন মিত্রাবসুকে অন্বেষণ করা যাক্।

(ঘুরে) এই যে, মিত্রাবসু জামাতার কাছেই আছেন। (কাছে গিয়ে) কুমারদের জয় হোক্ !

মিত্রাবসু—সুনন্দ, এখানে কী জন্যে আসা হয়েছে ?

প্রতীহার—(কানে কানে বলল)

মিত্রাবসু—কুমার, পিতা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

নায়ক—তুমি যাও।

মিত্রাবসু—এই প্রদেশটি বহু অনিষ্টের স্থান ; কুমারেরও এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।
(প্রতীহারসহ নিষ্ক্রান্ত।)

নায়ক—আমি তবে এখন গিরি-শিখর হতে নেমে সমুদ্রতীর দেখতে যাই। (ঘুরল।)
(নেপথ্যে) হা বৎস শংখচূড় ! তোমাকে আজ বধ করবে, আমি কেমন করে চোখে দেখব ?

নায়ক—(শুন্যে) এ কী, যেন কোনো স্ত্রীলোকের বিলাপ—
স্ত্রীলোকটি কে ?—এর ভয়ের কারণই বা কী ?—জিজ্ঞাসা করে জানা যাক্। (ঘুরল।)
(তারপর প্রবেশ করল শংখচূড় এবং একজন দাস। শংখচূড়ের পিছনে ক্রন্দনরত বৃদ্ধা, কিংকরের সঙ্গে দুই খণ্ড বস্ত্র।)

বৃদ্ধা—ওরে বাছা শংখচূড় ! তোকে আজ বধ করবে, আমি কেমন করে চোখে দেখব ? (চিবুক ধরে) এই মুখচন্দ্রের অভাবে পাতালপুরী যে এখনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

শংখচূড়—এত কাতর হয়ে তুমি আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ মা ?

বৃদ্ধা—(অনেকক্ষণ দেখে, পুত্রের অঙ্গাদি স্পর্শ করতে করতে) বাছারে আমার ! তোর এই সুকুমার শরীর, যে কখন সূর্যকিরণ দেখে নি, সেই তোকে কী করে এই নিষ্ঠুর গরুড় ভক্ষণ করবে ? (গলা জড়িয়ে জোরে কান্না শুরু।)

শংখচূড়—মা, আর দুঃখ নয়। দেখো,
নবজাতককে যখন প্রথম ক্রোড়ে গ্রহণ করে অনিত্যতা, পরে ধাত্রীর মতো গ্রহণ করেন জননী, তখন শোকের অবকাশ কোথায় ? ॥ ৮ ॥

বৃদ্ধা—বাছা, একটু দাঁড়া। একবার তোর মুখখানি দেখে নি।

দাস—(আক্ষেপ সহ) এসো কুমার শংখচূড় ! মা [যতই] বলুন, তোমার [তাতে] কী হবে ? উনি পুত্র-স্নেহে জ্ঞান-হারা, রাজকার্যের কিছুই জানেন না।

শংখচূড়—এই আমি যাচ্ছি।

দাস—(স্বগত) আমি তো এঁকে বধ্যশিলার কাছে নিয়ে এসেছি ; এখন বধ্যচিহ্ন দু-টুকরো লাল কাপড় এঁকে দিয়ে এঁকে বধ্যশিলা দেখাই।

নায়ক—এই তো সেই স্ত্রীলোক। (শংখচূড়কে দেখে) ইনি নিশ্চয় এঁরই পুত্র, যার জন্যে ইনি কাঁদছেন। (চারদিকে তাকিয়ে) এঁর ভয়ের তো কোনো কারণ দেখছি না, ভয়ের কারণটা কী ? কাছে গিয়ে জানা যাক। অথবা, এদের দুজনের মধ্যে কী যেন কথাবার্তা চলছে—যার থেকে কারণটা প্রকাশ হতেও পারে। আচ্ছা, আমি তবে এই বৃক্ষ-শাখার আড়াল থেকে শুনি।

দাস—(অশ্রুভরা চোখে জোড় হাতে) কুমার শংখচূড়, প্রভুর আদেশ, তাই এই নিষ্ঠুর কথা আমাকে বলতে হচ্ছে।

শংখ—বলো বাপু, বলো।
দাস—নাগরাজ বাসুকি আজ্ঞা করেছেন
শংখচূড়—(মাথায় জোড় হাত রেখে সাদরে) মহারাজ কী আজ্ঞা করেছেন ?
দাস—এই রক্ত-বস্ত্র পরিধান করে বধ্যশিলায় আরোহণ করতে হবে। এই রক্ত-বস্ত্র লক্ষ্য করে গরুড় এখানে এসে আহার করবেন।
নায়ক—হায়, এই হতভাগ্য বাসুকির পরিত্যক্ত, গরুড়ের আহারের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত !
দাস—শংখচূড়, বস্ত্রযুগল গ্রহণ করো। (বস্ত্র যুগল অর্পণ)
শংখচূড়—(সাদরে) দাও। (নিয়ে) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য।
বৃদ্ধা—(পুত্রের বস্ত্র-যুগল দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে) ওরে বাছা রে, এ যে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল রে। (মূর্ছিত)
কিংকর—গরুড়ের আসবার সময় হল। আমি শীঘ্র যাই। (প্রস্থান)
শংখচূড়—ওঠো মা, ওঠো।
বৃদ্ধা—(জ্ঞান ফিরে পেয়ে অশ্রুসহ) ওরে আমার বাছা রে ! তোকে পেয়ে যে আমার শত আশা পূর্ণ হয়েছিল ! কত অনুগত, কত বিনয়ী তুই, আর কি তোর পূর্ণচন্দ্র-মুখ দেখতে পাব ?
নায়ক—হায়, গরুড়ের কী নিষ্ঠুরতা !—
আমার মনে হয়, পক্ষিরাজের কেবল চঞ্চু নয়, হৃদয়ও বজ্র-নির্মিত। (কেননা,) নির্দয়-ভাবে [১০] ভক্ষণ করে চলেছেন মাতৃক্রোড়ের এই শিশুটিকে ; যে মাতা মুহুর্মুহু মূর্ছ্যমান। অশ্রুপাতী, 'বাছা, কেউ কি তোমাকে রক্ষা করতে পারেন না ?' স্বরে বহু-বিলাপী এবং চতুর্দিকে দীন দৃষ্টি-ক্ষেপী।
শংখচূড়—(দারুণ দুঃখে মায়ের মানসিক ব্যথা অনুমান করে মায়ের উদ্দেশ্যে)
মা কার সামনে কাঁদছ তুমি ? চোখের জল থামাও। নিয়ত যাঁরা পর-দুঃখে দুঃখ অনুভব করতেন, দারুণ দয়ালু বলে প্রার্থীর প্রার্থনাকে যাঁরা নিষ্ফল হতে দিতেন না, যাঁরা করুণাবশে পরের জন্যে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতেন না, সেই সাধুরা এখন (অস্তমিত ॥
(স্বহস্তে মায়ের অশ্রু-মোচন) মা, এত কাতর হচ্ছ কেন ? একটু ধৈর্য ধরো।
বৃদ্ধা—বাছা, কী করে ধৈর্য ধরব ? তুই একমাত্র পুত্র আমার—এও ভেবে, একটু দয়া দেখিয়ে নাগরাজ তোকে মুক্তি দিতে পারলেন না ? হায় যমরাজ, জীবলোকে (প্রাণের প্রবাহ) যখন অবিচ্ছিন্ন, তখন নিষ্ঠুরমনা তুমি আমার বাছাটিকে ভুলে যেতে পারলে না ? সব দিক থেকেই হতভাগ্য আমি মারা পড়েছি।
নায়ক—(করুণভাবে)
আর্ত কণ্ঠাগত-প্রাণ বন্ধু-পরিত্যক্ত একে যদি রক্ষা করতে না পারি, তাহলে আমার এই শরীরে কী লাভ ? ॥ ১১ ॥
শংখচূড়—নিজেকে স্থির রাখো মা।
বৃদ্ধা—বাছা রে আমার, যখন নাগলোকের রক্ষক বাসুকিই তোকে ত্যাগ করলেন, তখন আর কে তোর পরিত্রাণ করবে বল্—যাতে আমি আশ্বস্ত হতে পারি ?
নায়ক—(গিয়ে) কেন, আমি, আমি।
বৃদ্ধা—(নায়ককে দেখে গরুড় ভেবে সভয়ে নিজ উত্তরীয় দিয়ে পুত্রকে ঢেকে) বিনতা-

নন্দন, আমাকে খাও। তোমার আহারের জন্যে নাগরাজ আজ আমাকেই স্থির করেছেন।

নায়ক—(অশ্রুসহ) আহা কী পুত্র-বাৎসল্য !

মনে হয়, পুত্রস্নেহ-জাত এ'র এই কাতরতা দেখে নিষ্ঠুর সেই নাগ-শত্রুও করুণা করবেন।

শংখচূড়—ভয় নেই মা, ইনি নাগদের শত্রু নন।

দেখো মা,

সৌম্য-দর্শন সাত্ত্বিক-স্বভাব এই সাধু কোথায়, আর কোথায় সেই গরুড়, প্রচণ্ড চঞ্চু যার নাগনেতাদের মস্তিষ্কভেদী প্রবহমাণ রক্ত-ধারা-লিপ্ত ॥ ১৩ ॥

বৃদ্ধা—বাছা, পুত্রহত্যার ভয়ে সমস্ত লোকই এখন গরুড়ময় দেখছি।

নায়ক—মা, ভয় পেয়ো না। আমি বিদ্যাধর, তোমার পুত্রকে রক্ষা করতেই এসেছি। কাজেই ধৈর্য ধরো।

বৃদ্ধা—(সানন্দে) বাছা, কথাগুলি আবার বলো।

নায়ক—বার বার বলে কী লাভ ? কাজেই তা প্রমাণ করা যাবে।

বৃদ্ধা—(মাথায় অঞ্জলি রেখে) বৎস, চিরজীবী হও।

নায়ক—মা, এ বধ্য-চিহ্ন আমার, দাও, যা আবৃত করে পক্ষিরাজের আহারার্থে নিজ-দেহ অর্পণ করি, তোমার পুত্রের জীবন-রক্ষায় ॥ ১৪ ॥

বৃদ্ধ—(কান দুটি ঢেকে) অকল্যাণ নিবৃত্ত হোক। বাছা, শংখচূড়ের তুল্য তুমিও আমার পুত্র, অথবা পুত্র হতেও অধিক, বন্ধুজনেরা যাকে পরিত্যাগ করেছে, আমার সেই পুত্রটিকে নিজ শরীর দিয়ে তুমি রক্ষা করবে।

শংখচূড়—(বিষাদে) মহাপ্রাণ এই ব্যক্তিটির প্রকৃতি জগতের বিপরীত। কেননা, যে প্রাণের রক্ষার জন্যে বিশ্বামিত্র চণ্ডালের মত কুকুর-মাংস ভক্ষণ করেছেন, যে প্রাণের জন্য গোতমের উপকার করেও নাড়ী-জঙ্ঘ নিহত হল তার-ই দ্বারা, যে প্রাণের জন্যে কশ্যপের পুত্র এই গরুড়ও প্রতিদিন ভক্ষণ করে চলল সর্পদের, সেই প্রাণই তৃণ-জ্ঞানে সকরুণে তিনি ত্যাগ করছেন অন্যের জন্যে ॥ ১৫ ॥

(নায়ককে লক্ষ্য করে) মহাত্মন্, অকপট আত্মদানস্বরূপ করুণা আপনিই দেখালেন। তা এ বিষয়ে দৃঢ়-সংকল্পে প্রয়োজন নেই। দেখুন,

আমাদের মতো ক্ষুদ্র জীব জন্মায় এবং মরে, কিন্তু পরহিতে-নিবেদিতপ্রাণ আপনাদের মতো মানুষের জন্ম কেমন করে হতে পারে? ॥ ১৬ ॥

অতএব এ বিষয়ে কেন এই দৃঢ় সংকল্প ? শান্ত হোন, এ চেষ্টা ত্যাগ করুন।

নায়ক—(শংখচূড়ের হাতে ধরে) কুমার শংখচূড়, বহুদিন পরে প্রাপ্ত আমার এই পরোপকার-ইচ্ছার বিরোধিতা করতে পার না তুমি। অতএব ইতস্ততঃ করার প্রয়োজন নেই। তোমার বধ্য চিহ্নগুলি আমাকে দাও।

শংখচূড়—হে মহাত্মন্, হে সাহসিকতম, কেন বৃথা চেষ্টা করেন ? শংখচূড় কখনই শংখ-শুভ্র শংখপাল-বংশকে মলিন করবে না। যদি আমরা সত্যি করুণা-লাভের যোগ্য হই, তাহলে আমার বিপত্তিতে কাতর আমার মা যাতে না প্রাণত্যাগ করছেন সে বিষয়ে কোনো উপায় চিন্তা করুন।

নায়ক—এ বিষয়ে চিন্তা করবার কী আছে? উপায় চিন্তা করা হয়ে গেছে। সে উপায় তোমার অধীন।

শঙ্খচূড়—কী সেটা[11]?

নায়ক—[তোমার] মৃত্যুতে যাঁর মৃত্যু, তোমার জীবনে যাঁর জীবন, সেই তাঁকে যদি বাঁচাতে চাও, নিজেকে [তাহলে] রক্ষা করো আমার প্রাণের বিনিময়ে ॥ ১৭ ॥

এই একমাত্র উপায়, কাজেই বধ্য-চিহ্ন দাও। আমিও তা দিয়ে নিজেকে মুড়ে বধ্য-শিলায় আরোহণ করি। তুমিও জননীকে সামনে রেখে এ প্রদেশ থেকে ফিরে যাও। কী জানি, যদি এই নিকটস্থ হত্যা-স্থান দেখে, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ কাতরতা বশে উনি প্রাণ-ত্যাগ করেন। মৃতনাগ-কঙ্কালে পূর্ণ এই মহাশ্মশান কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?

আর,

এখানে সারি সারি শিয়াল ডাকছে অবিরাম, মেদ-বহুল ও দুর্গন্ধ রক্ত-স্রোতের মধ্য দিয়ে অবাধে ঘুরতে ঘুরতে ওরা নিভিয়ে ফেলেছে ওদের মুখের উল্কা। শকুনদের বিস্তীর্ণ পক্ষ বিস্তারে শ্মশানে এখন ঘোর অন্ধকার। শকুনদের লোভ ঐ মাংস-খণ্ডগুলিতে, যেগুলির [কিছু অংশ] থাকে গরুড়ের চঞ্চল চঞ্চুতে, আর কিছু হতে থাকে [ভূমিতে] পতিত ॥ ১৮ ॥

শঙ্খচূড়—দেখব না কেন?

প্রতিদিন সর্প আহারে পূর্ণ, গরুড়ের আনন্দ-জনক চন্দ্রশুভ্র অস্থি এবং কপাল-যুক্ত এই শ্মশান যেন রুদ্র-দেহের সমতুল: যে দেহ সর্পাহারে পূর্ণ, পূর্ণ—চন্দ্র এবং শুভ্র অস্থি কপালেও, যা তাঁর আনন্দেরই কারণ ॥ ১৯ ॥

কাজেই চলো। এই ভীতিপ্রদ [শব্দ-সম্ভার] উপস্থাপনার কী প্রয়োজন? গরুড়ের আসার সময় হয়ে এল। (মায়ের সামনে হাঁটুর উপর ভর করে মাথায় অঞ্জলি-বন্ধ হাত রেখে) মা, তুমি এবার ফিরে যাও!

পুত্র-প্রিয় মা আমার, যতবার[12] আমি জন্ম নেব, ততবার তুমি-ই যেন আমার মা হও ॥ ২০ ॥

(পায়ে পড়ল)

বৃদ্ধা—(অশ্রু চোখে) বাছা, অন্তিমকালের কথা[13] কেন মুখে আনছ? বাছা, তোমাকে ছেড়ে আমার পা যে কোথাও নড়তে চায় না। কাজেই আমিও তোমার সঙ্গেই মরব।

শঙ্খচূড়—(উঠে) আমিও শীঘ্র ঐ ভগবান দক্ষিণ গোকর্ণকে[14] প্রদক্ষিণ করে প্রভু নাগরাজের আদেশ পালন করি।

(মায়ের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত)

নায়ক—হায়, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হল না। তাহলে এখন উপায় কী?

(তারপর বস্ত্রসহ প্রবেশ করল কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী—মিত্রাবসুর জননী, [আমাদের] মহারানী এই রক্ত বস্ত্র-যুগল কুমারকে পাঠিয়েছেন; তা এ বস্ত্র কুমার পরিধান করুন।

নায়ক—(দেখে খুশি হয়ে স্বগত) হঠাৎ-পাওয়া এই রক্ত-বস্ত্র-যুগল ভাগ্যক্রমে সফল করল

আমার সংকল্প। (প্রকাশ্যে) কণ্ডুকী, দাও।

(কণ্ডুকী রক্তবস্ত্র অর্পণ করল)

নায়ক—(নিয়ে স্বগত) মলয়বতীর পাণি গ্রহণ সফল হল। (প্রকাশ্যে) কণ্ডুকী, যাও ; বলো, প্রণাম জানিয়েছি।

কণ্ডুকী-যে আজ্ঞা কুমার। [প্রস্থান]

নায়ক—উপযুক্ত মুহূর্তে উপস্থিত এই বস্ত্রযুগলের ফলে দারুণ আনন্দ হচ্ছে আমার, আমি অন্যের জন্যে আত্মোৎসর্গ করতে চলেছি ॥ ২১ ॥

(চারিদিক দেখে) মলয়পর্বতের পাথরগুলি নাড়িয়ে দিয়ে যখন বায়ু বইছে প্রচণ্ড, তখন মনে হয়, পক্ষিরাজ নিশ্চয় নিকটবর্তী। আর,

'সংবর্তক'-মেঘ-তুল্য রাশি রাশি পাখনা ছেয়ে ফেলছে আকাশ। বেগবান বায়ু তীরে উৎক্ষেপণ করছে সমুদ্রের জল, বুঝি বিশ্বে প্রলয় আসন্ন। (এ ভাবে) সহসা কল্পান্তের আশংকা নিয়ে এল পক্ষিরাজ, (যার ফলে) সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে দিগ্-গজেরা আর তিনি দেহ-দীপ্তিতে দ্বাদশ-আদিত্য-সম হয়ে দশ দিক দীপ্ত করে ফেললেন ॥ ২২ ॥

কাজেই, শঙ্খচূড় না-আসতে আসতেই, তাড়াতাড়ি এই বধ্যশিলায় উঠে পড়ি। (সেরকম করে বসে শিলা-স্পর্শ অভিনয় করল) আহা, এই শিলা কী। সুখ-স্পর্শ !

মনে হচ্ছে, মলয়-চন্দন-লিপ্ত মলয়বতীর আলিঙ্গন ও ততখানি সুখ দেয় নি, যে সুখ দিয়েছে এই বধ্যশিলার আলিঙ্গন, সংকল্প-সিদ্ধ যার উদ্দেশ্য ॥ ২৩ ॥

অথবা মলয়বতীর কথা বলি কেন !

শৈশবে মাতৃ-ক্রোড়ের নিশ্চিন্ত শয্যায় যে-সুখ পাই নি, তা পেলাম এই বধ্য-শিলা-ক্রোড়ে ॥ ২৪ ॥

এই যে, গরুড় এসেছেন, আমি এবার রক্ত-বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করি। (তাই করল)

(তারপর প্রবেশ করল গরুড়।)

গরুড়—নাগ-ভক্ষণের লোভে এই তো আমি এসে গেছি তীর-ভূমির মলয়-পর্বতে, মুহূর্তের মধ্যে ; কেননা প্রান্তে ভেসে-বেড়ানো-মেঘ লেগে আমার পাখা হয়ে গেল বিস্তীর্ণ। (আকাশপথে) চাঁদের আকার দেখে মনে হল ভয়ে-গুটিয়ে-আসা বাসুকি[১৮] ; অগ্রজ অরুণ (আমার দিকে) তাকালেন সানন্দে, সূর্য[১৭] যখন বিচলিত হয়ে পড়েছেন রথের ঘোড়াগুলিকে ভীত হতে দেখে ॥ ২৫ ॥

নায়ক—(খুশি হয়ে)

সর্পকে আজ বাঁচাতে গিয়ে স্ব-দেহ উৎসর্গ করে যে পুণ্য-ফল অর্জন করলাম, আমার সেই পুণ্য-ফলে জন্ম জন্ম যেন পরোপকারের জন্যেই শরীর লাভ করতে পারি ॥ ২৬ ॥

গরুড়—(নায়ককে দেখে)

আমি এখন বজ্রের চেয়েও প্রচণ্ড আমার চঞ্চু দিয়ে বক্ষ-ভেদ করে শীঘ্র তুলে নিয়ে যাই নাগটিকে ; যে-নাগটি এই বধ্য-শিলায় হাজির হয়েছে অবশিষ্ট নাগগুলিকে বাঁচানোর জন্যে, রক্ত-বস্ত্রে যে আবৃত ; ওকে মনে হচ্ছে আমার ভয়ে বিদীর্ণ বক্ষ-রক্তে বুঝি লিপ্ত ॥ ২৭ ॥

(নেমে নায়ককে ধরে ফেলল।)

(নেপথ্যে দুন্দুভি-নাদ ও পুষ্প-বৃষ্টি)

গরুড়—(বিস্ময়ে) এ কী! (উপরে তাকিয়ে এবং শুনে)

স্বর্গ থেকে একি পুষ্প-বৃষ্টি, গন্ধে-খুশি ভ্রমর যার সঙ্গী? দিক্-চক্র মুখর করে তুলছে একি স্বর্গের দুন্দুভিনাদ? ও বুঝেছি, আমার গতি-বেগে কেঁপে উঠেছে সেই 'পারিজাত'-বৃক্ষ। আর প্রলয় অনুমান করে 'সংবর্তক'-মেঘেরা এমন আওয়াজ করছে ॥ ২৮ ॥

নায়ক—(স্বগত) আ, কী সৌভাগ্য! আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

গরুড়—(নায়ককে আক্রমণ করে) নাগরক্ষক ব্যক্তিটি যেরকম স্থূলকায়, তাতে মনে হচ্ছে আজ আমার নাগ-ভক্ষণের ইচ্ছা সুষ্ঠুরূপে তৃপ্ত হবে ॥ ২৯ ॥

আচ্ছা, তবে একে নিয়ে, মলয়-পর্বতে উঠে মনের সাধে আহার করি গে।

(জীমূতবাহনকে নিয়ে প্রস্থান)

× × × × × × × × × পঞ্চম অঙ্ক × × × × × × × × × × × ×

(তারপর প্রবেশ করল প্রতীহার।)

স্নেহ-ভাজন ব্যক্তিটি স্বগৃহ-লগ্ন উদ্যানে গেলেই স্নেহ-বশে [মনে] বিপদের আশঙ্কা জাগে। বহু বিপদ ও ভয়ের [কারণ] দেখা যায় যে অরণ্যে[১] সেখানে গেলে আর কী কথা! ১ ॥

এখন কথা হল জীমূতবাহন সাগরতীরের [জলোচ্ছ্বাস] দেখার জন্যে কুতূহলী হয়ে যাত্রা করেছেন, [ফিরতে] দেরি করছেন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মহারাজ বিশ্বাবসু। আর তিনি আমাকে আজ্ঞা করলেন, 'দেখো সুনন্দ, শুনেছি, গরুড়ের ভয় যেখানে [সব সময়], এরকম কোনো স্থানে নাকি গেছে জামাতা জীমূতবাহন। এ সংবাদে আমি শঙ্কিত। তুমি শীঘ্র জেনে এসো, তিনি নিজ গৃহে ফিরে এসেছেন কিনা।' আমি তাই এখন সেখানে যাচ্ছি। (ঘুরে সামনে তাকিয়ে) এই তো রাজর্ষি জীমূতবাহনের পিতা জীমূতকেতু কুটির-প্রাঙ্গণে বসে আছেন, আর তাঁর সহধর্মিণী ও রাজপুত্রী তাঁর সেবা করছেন।

আর,

ঐ জীমূতকেতু এখন সাগর-সমান সৌন্দর্যের অধিকারী। পরনে [তাঁর] পাটের জোড়[২], ঢেউ-খেলানো,[৩] ঢেউ-এর মতো চঞ্চল এবং সফেন জলের মতো। সুস্তনী পুণ্যময়ী মহারানীর সঙ্গে তাঁকে মনে হচ্ছে সজল এবং পরম-পবিত্র ভাগীরথী। যাঁর (জীমূতকেতুর) কাছে রয়েছেন মলয়বতী, মনে হচ্ছে সাগর-লগ্ন বেলা-ভূমি ॥ ২ ॥

এখন তবে কাছে যাওয়া যাক্।

(তারপর আসনে বসে প্রবেশ করল জীমূতকেতু, সঙ্গে স্ত্রী এবং পুত্রবধূ।)

জীমূতকেতু—যৌবন-সুখ ভোগ করেছি, ছড়িয়ে দিতে পেরেছি যশ, শাসন করেছি রাজ্য, প্রশান্ত-চিত্তে আচরণ করছি বাণপ্রস্থও; পুত্র [আমার] প্রশংসার যোগ্য, এই

পুত্রবধূও সুসম-কুলে জাত। কৃতার্থ আমি. আমি তো এখন মৃত্যুর কথাই চিন্তা করতেই পারি! ৩ ॥

প্রতীহারী—(সহসা কাছে এসে) জীমূতবাহনের—

জীমূতকেতু—(কান ঢেকে) কোনো অ-কল্যাণ-কথা শুনতে না হয়।

বৃদ্ধা—সব অকল্যাণ দূর হোক্।

মলয়বতী—এই দুর্নিমিত্তে আমার হৃদয় কাঁপছে।

জীমূতকেতু—(বাম চক্ষুর কম্পন প্রকাশ করে) বাসু, জীমূতবাহনের কি— ?

সুনন্দ—জীমূতবাহনের সংবাদ জানবার জন্যে মহারাজ বিশ্ববসু আপনাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।

জীমূতকেতু—কী ? সেখানে কি আমার পুত্র নাই ?

বৃদ্ধা—(বিষণ্ণ হয়ে) মহারাজ, সেখানে যদি না থাকে, তাহলে বাছা আর কোথায় যেতে পারে ?

জীমূতকেতু—বোধ হয়, আমাদের জীবিকা আহরণের জন্যে আর-কোথাও গিয়ে থাকবে।

মলয়—(বিষণ্ণ হয়ে স্বগত) আর্যপুত্রকে না দেখতে পেয়ে আমার কিন্তু অন্যরকম আশংকা হচ্ছে।

সুনন্দ—আজ্ঞা করুন. মহারাজকে আমি কী নিবেদন করব।

জীমূতকেতু—(বাম চক্ষুর কম্পন প্রকাশ করে) জীমূতবাহনের আসতে বিলম্ব দেখে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে ;

পোড়া বামচক্ষু, আমার অনিষ্ট-সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে বারবার তুই কাঁপিস্ কেন ? কম্পন তোর বৃথা, বাছা আমার ভালোই আছে ॥ ৪ ॥

(উপরে তাকিয়ে) ত্রিভুবনের যিনি একমাত্র চক্ষু, সেই এই ভগবান সহস্রকিরণ জীমূতবাহনের নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন। (দেখে বিস্ময়ে)

আরে. প্রলয়ের-ঝড়ে-খসে-পড়া-তারকার-মতো হঠাৎ আকাশ থেকেই এ কী পড়তে দেখছি সামনে ? যার দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়, যা নিজের রশ্মির মতো রক্তের ছিটে ছড়াচ্ছে ॥ ৫ ॥

এ কী. পা-দুটোতেই পড়ল ?

(সকলে দেখল)

জীমূতকেতু—এ কী. রক্তাক্ত মাংস-লগ্ন কার না জানি এ মাথার মণি ?

বৃদ্ধা—(বিষণ্ণ হয়ে) মহারাজ. এ চূড়ামণিটি আমার পুত্রের।

মলয়বতী—মা. ও-কথা বোলো না।

সুনন্দ—মহারাজ. না জেনে শুনে এমন বিহ্বল হবেন না। নাগরাজদের ভক্ষণ করবার সময় গরুড়ের নখাগ্রে যে-সব শিরোরত্ন উৎপাটিত হয়েছে সেগুলি এখন আকাশ থেকে পড়ছে ॥ ৬ ॥

জীমূতকেতু—দেবি, সুনন্দ ঠিক বলেছে। এমন হওয়াই সম্ভব।

বৃদ্ধা—সুনন্দ, বোধ হয়, এতক্ষণে বাছা তার শ্বশুর-বাড়িতে এসে থাকবে। তা. তুমি যাও, শিগ্গির জেনে এসো।

সুনন্দ—যে আজ্ঞা দেবি !

(প্রস্থান)

জীমূতকেতু—দেবি, এটি নাগ-চূড়ামণিই হবে।

(রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত শংখচূড়ের প্রবেশ)

শংখচূড়—(অশ্রুসিক্ত হয়ে)

সাগর-তীরে গোকর্ণকে প্রণাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি যেই পৌঁছলাম সেই বধ্যভূমিতে, অমনি নখ-মুখ দিয়ে বুক চিড়ে সেই বিদ্যাধরকে নিয়ে আকাশে উঠে গেল গরুড় ॥ ৭ ॥

(কাঁদতে কাঁদতে) হায় মহাত্মা, পরম কারুণিক, পরদুঃখকাতর নিঃস্বার্থ বান্ধব, কোথায় গেলে তুমি ? আমার কথার উত্তর দাও। হতভাগ্য শংখচূড়, তুই করলি কী ?

না পেলাম সর্পগণের যশ না করলাম ঈপ্সিত প্রভু-আজ্ঞা পালন। অথচ অন্য-একজন নিজের জীবন দিয়ে বাঁচাল আমাকে অবস্থা আমার শোচনীয়- ধিক্ আমাকে, হায়। (ইহলোকে) আমি বঞ্চিত হলাম ॥ ৮ ॥

তা, আমি ক্ষণকালের জন্যেও বেঁচে থেকে আমার জীবনকে হাস্যাস্পদ করব না। যাতে আমি তাঁর অনুগামী হতে পারি, এখন তারই চেষ্টা দেখি। (ঘুরে মাটির দিকে তাকিয়ে)

গরুড়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সাগ্রহে অনুসরণ করে চলি এই রক্তধারা। প্রথমে এই রক্তধারাকে দেখা যাচ্ছে স্থূলাকার, পরে মাঝে মাঝে স্থূলবিন্দু, পাথরের উপরে প্রবাহ শীর্ণ হওয়ায় ক্ষুদ্রবিন্দু, মাটিতে কীট-ব্যাপ্ত, পর্বতভূমিতে দুর্লক্ষ্য আর ঘন গাছের মাথায় ঢাকা গহ্বরে একেবারে জমাটবাঁধা ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধা—(সভয়ে) মহারাজ, ইনি শোকাকুল হয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে দ্রুত এদিকে আসায় মন আবার ব্যাকুল হয়ে পড়ছে ! জানুন না, ইনি কে।

জীমূতকেতু—আচ্ছা।

শংখচূড়—(কান্না সহ) ওগো তিন ভুবনের শিরোমণি, কোথায় তোমার দেখা মিলবে ? হায়, আমি প্রতারিত হয়েছি, প্রতারিত হয়েছি।

জীমূতকেতু—(শুনে সানন্দে হেসে) রানী, শোকমুক্ত হও। এর এই চূড়ামণি নিশ্চয় মাংসের লোভে কোনো এক পাখি মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

বৃদ্ধা—(সানন্দে মলয়বতীকে জড়িয়ে ধরে) অবিধবে, স্থির হও। এরকম আশংকিত বৈধব্য-দুঃখ অনুভব করো না।

মলয়বতী—(সানন্দে মা তোমাদের আশীর্বাদবলেই। (পায়ে পড়ল।)

জীমূতকেতু—(শংখচূড়ের কাছে গিয়ে) বাছা, তোমার চূড়ামণি কি অপহৃত হয়েছে ?

শংখচূড়—আমার একার নয়, ত্রিভুবনের।

জীমূতকেতু—(শংখচূড়কে দেখে) বাছা, কী রকম ?

শংখচূড়—দুঃখের গুরুভারে কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হওয়ায় কথা বলতে পারছি না।

জীমূতকেতু—(স্বগত) হায়, হতভাগ্য আমি। (প্রকাশ্যে)

পুত্র, বলো আমাকে তোমার দুঃসহ দুঃখ, যার ফলে কিছু পরিমাণে তা আমাতে সংক্রমিত হয়ে সহনযোগ্য হয় ॥ ১০ ॥

শংখচূড়—শুনুন বলি। জাতিতে আমি নাগ, নাম শংখচূড়। গরুড়ের আহারের জন্যে

বাসুকি গরুড়ের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। বেশি আর কী বলব, ধূলিজালে এই রক্তধারার চিহ্ন ক্রমে দুর্লক্ষ্য হয়ে যেতে পারে ; অতএব আমি সংক্ষেপে বলি-- করুণা-বিগলিতচিত্ত এক বিদ্যাধর আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, গরুড়কে নিজের প্রাণ দিয়ে ॥ ১১ ॥

জীমূতকেতু-এমন পরহিত-রত আর কে হতে পারে ? বৎস, স্পষ্ট করে বলো, সে জীমূতবাহন কিনা। হা, আমি হতভাগ্য--আমারি দেখছি সর্বনাশ হয়েছে।

বৃদ্ধা-বাছা রে আমার, কেন তুই এমন করলি ?

মলয়বতী-আমার দুর্ভাবনাটাই কি তবে সত্যি হল ?

(সকলে মূর্ছিত)

শংখচূড়-(অশ্রুসহ) এঁরা নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার পিতামাতা ! আমিই অপ্রিয় কথা বলে এঁদের এমন দশা ঘটিয়েছি। অথবা, বিষধরের মুখ থেকে বিষ ছাড়া আর কী বেরোতে পারে ? অহো, যিনি শংখচূড়ের প্রাণদাতা--শংখচূড় তার বেশ প্রত্যুপকার করলে যা হোক ! এখন তবে কি আত্মহত্যা করব, না এঁদের সান্ত্বনা দেব ? শান্ত হোন্ জননি, আশ্বস্ত হোন্।

(উভয়ের সংজ্ঞালাভ)

বৃদ্ধা-বাছা, ওঠো ; কেঁদো না-জীমূতবাহন বিনা আমরা কী করে বাঁচব ? (প্রকাশ্যে) তুমি সংজ্ঞা লাভ করো।

মলয়বতী-(সংজ্ঞা লাভ করে) নাথ, কোথায় তোমাকে দেখতে পাব ?

জীমূতকেতু-হা বৎস, গুরুজনের চরণসেবা কী করে করতে হয়, তা তুমিই জানতে। তোমার মাথার মণি নিক্ষেপ করেছ আমার পা-দুটিতে। এভাবে লোকান্তরিত হয়েও শিষ্টাচার ত্যাগ কর নি ॥ ১২ ॥

(চূড়ামণি গ্রহণ করে) হা বৎস, তোমার শুধু এইটুকু মাত্র দেখতে পেলেম ? (বুকে রেখে) ওহো হো, কোন্ এক দূর-লোকে নত-মুখে নম্র-শিরে ভক্তিভরে আমার দুই পায়ে অবিরাম প্রণাম জানিয়ে চলেছ তুমি, চূড়ামণি ! তোমার ঘর্ষণে মসৃণ, কিন্তু তবু কেন দারুণভাবে বিদীর্ণ করছে না আমার বক্ষ ? ॥ ১৩ ॥

বৃদ্ধা-হা পুত্র জীমূতবাহন, গুরুজন-শুশ্রূষা ছাড়া যার অন্য কোনো সুখে রুচি হত না, সেই তুই এখন স্বর্গ-সুখ উপভোগ করবার জন্যে কেমন করে তোর পিতা-মাতাদের ছেড়ে চলে গেলি, বল্ ত ?

জীমূতকেতু-(সাশ্রুলোচনে) দেবি, কেন এ প্রলাপ-বাক্য বলছ ?--আমরাও কি জীমূতবাহন ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারব ?

মলয়বতী-(পদতলে পড়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে) আমাকে তবে আর্যপুত্রের চূড়ামণিটি দিন আমি এটিকে বুকে রেখে, জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াই।

জীমূতকেতু-পতিব্রতে, কেন তুমি এত আকুল হচ্ছ ? আমরা সকলেই তো এই সংকল্প করেছি।

বৃদ্ধা-মহারাজ, আমরা এখনও তবে কিসের অপেক্ষায় আছি ?

জীমূতকেতু-আর কিছুরই অপেক্ষা নাই। তবে কিনা, রক্ষিতাগ্নি অগ্নিহোত্রীদের অন্য অগ্নির দ্বারা সংস্কার বিধেয় নয়। অতএব অগ্নিহোত্র-আধার থেকে অগ্নি এনে, এসো আমাদের দেহ প্রজ্বলিত করি।

শঙ্খচূড়—(স্বগত) হায় হায়, আমারই জন্যে সমস্ত বিদ্যাধরবংশ উচ্ছিন্ন হল। আচ্ছা, এই তবে বলা যাক। (প্রকাশ্যে) তাত, নিশ্চয় না জেনে, এমন দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না। দৈবলীলার কথা কিছুই বলা যায় না। 'এ নাগ নয়'—জানতে পেরে সেই নাগ-শত্রু তাঁকে ছেড়ে দিলেও দিতে পারেন। অতএব আসুন, আমরা ঐ দিকে গরুড়ের অনুসরণ করি গে।

বৃদ্ধা—দেবতাদের প্রসাদে আমরা যেন পুত্রমুখ আবার দেখতে পাই।

মলয়বতী—(স্বগত) এ হতভাগিনীর পক্ষে তা নিতান্তই দুর্লভ।

জীমূতকেতু—বৎস, তোমার কথাই যেন সত্য হয়। তুমি বামে গরুড়ের অনুসরণ করো গে। দেখো, আমরা অগ্নিহোত্রী, অগ্নি-আধার থেকে অগ্নি নিয়ে এখনি যাচ্ছি।

(পত্নী এবং বধূসহ প্রস্থান)

শঙ্খচূড়—আচ্ছা, আমি তবে এখন গরুড়ের অনুসরণ করি। (সামনে তাকিয়ে) দূরে থেকেই মলয়গিরি-শিখরে ঐ দেখা যায় নাগ-শত্রুকে ; যিনি রুধির-সিক্ত চঞ্চুর ঘর্ষণে পর্বত-শিলাকে পরিণত করেছেন দ্রোণীতে, স্বীয় নেত্রতেজে যিনি দগ্ধ করেছেন সমীপস্থ বন, বজ্রকঠোর ভয়ংকর ও নগ্ন নখের আঘাতে পৃথিবীকে যিনি পাঠিয়েছেন রসাতলে ॥১৪॥

(তারপর আসনস্থ গরুড়ের প্রবেশ, সামনে পতিত নায়ক)

গরুড়—আমি আজন্ম নাগ-অধিপতিদের আহার করছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য ব্যাপার তো আগে কখনও দেখি নি! এই মহাত্মা ব্যথিত হওয়া দূরে থাক, বরং এঁকে যেন আরও প্রহৃষ্ট দেখছি। প্রচুর রক্ত পান করেছি, তবু এঁর কোনো দুঃখ নেই, ইনি ধৈর্যের সাগর। মাংস-ছেদনের বেদনা সহ্য করেও আনন্দে প্রসন্ন এঁর মুখ। দেহ যতটুকু এখনও বিলুপ্ত হয় নি, সেটুকুতেও দেখা যাচ্ছে রোমাঞ্চ। আমি অপকারী, তবুও উপকারি-সুলভ দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে আমার প্রতি ॥১৫॥

এঁর ধৈর্য-বৃত্তি দেখে আমার কৌতূহল হচ্ছে—আচ্ছা, এঁকে আর ভক্ষণ করব না। জিজ্ঞাসা করে দেখি, লোকটা কে। (দূরে গেল)

নায়ক—(মাংস-গ্রহণে বিমুখ দেখে)

শিরাগুলির মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। দেহে আমার মাংস রয়েছে এখনও। তবু তোমার তৃপ্তি দেখছি না। গরুড়, তুমি তাহলে আহার থেকে নিবৃত্ত হচ্ছ কেন? ॥ ১৬ ॥

গরুড়—(স্বগত) আশ্চর্য এই অবস্থাতেও এঁর কী তেজস্বিতা!

(প্রকাশ্যে) হে মহাপ্রাণ আমি চঞ্চু দিয়ে রক্ত নিয়েছি তোমার হৃদয় থেকে। আর তুমি তোমার ধৈর্য দিয়ে হৃদয় নিয়েছ আমার ॥১৭॥

অতএব তুমি কে, আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

নায়ক—তুমি এখন ক্ষুধায় কাতর, এখন তোমার এ শোনবার অবস্থা নয়। আমার রক্ত-মাংস আহার করে তুমি এখন তৃপ্ত হও।

শঙ্খচূড়—(সহসা কাছে এসে) গরুড়, এ দুঃসাহসের কাজ কোরো না, কোরো না। ইনি নাগ নন। এঁকে ছেড়ে দাও। আমাকে ভক্ষণ করো। বাসুকি আমাকে তোমার আহারের জন্যে পাঠিয়েছেন। (বুক পেতে দিল)

নায়ক—(শঙ্খচূড়কে দেখে বিষণ্ণ হয়ে স্বগত) কী কষ্ট! শঙ্খচূড় এসে আমার মনোবাঞ্ছা ব্যর্থ করে দিলে।

গরুড়—(উভয়কে দেখে) তোমাদের দুজনেরই বধ্য-চিহ্ন রয়েছে। কে নাগ বুঝতে পারছি না।

শঙ্খচূড়—অনুপযুক্ত স্থলে' ভ্রম হচ্ছে আপনার ;

বুকের স্বস্তিকচিহ্ন দূরে থাক," গায়ে কঞ্চুক দেখতে পাচ্ছেন না? কথা বলার সময় আপনি দুটো জিভ্ দেখেন নি? তিনটি ফণা দেখেন নি আপনি, যেগুলি দুঃসহ শোকের শীৎকার বায়ুতে স্ফীত এবং তীব্র বিষাগ্নির ধূমে যেগুলির রত্ন-দ্যুতি ম্লান? ॥১৮॥

গরুড়—(দুজনের দিকে তাকিয়ে শঙ্খচূড়ের ফণা দেখে) আচ্ছা, তবে আমি কাকে বধ করছি, বলো দেখি?

শঙ্খচূড়—বিদ্যাধর-বংশ-তিলক জীমূতবাহনকে। নিষ্ঠুর হয়ে আপনি কেন এ কাজ করলেন?

গরুড়—আরে ইনিই কি সেই বিদ্যাধর-কুমার জীমূতবাহন ;

বিশ্বচারী" চারণদের গানে বহুবার যাঁর খ্যাতি গীত হতে শুনেছি—মেরুপর্বতে" কিংবা মন্দর-গুহায়, হিমালয়-শিখরে কিংবা মহেন্দ্র-পর্বতে, কৈলাস পর্বতে কিংবা মলয় পর্বতের চূড়ায় কিংবা অন্য কোন স্থানে॥ ১৯ ॥

সব দিক্ থেকে মহাপাপ-পঙ্কে ডুবে রয়েছি।

নায়ক—ওগো ফণি-পতি, তুমি এত উদ্বিগ্ন কেন?

শঙ্খচূড়—আমি কি অকারণে উদ্বিগ্ন হয়েছি?

নিজের শরীর দিয়ে গরুড়ের হাত থেকে আমার এ শরীর যখন রক্ষা করলেন, তখন পাতালের চেয়েও আরও কোনো নিম্নলোকে আমাকে নিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত ॥২০॥

গরুড়—এ কী, করুণার্দ্রচিত্ত হয়ে এই মহাত্মা আমার কবলে পতিত এই নাগের প্রাণরক্ষার জন্যে আমার সাহায্যার্থে নিজ শরীর অর্পণ করতে এখানে উপস্থিত! আমি তা হলে তো অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছি। অধিক কী, একজন বোধিসত্ত্ব মহাত্মাকে আমি বধ করছি। এই মহাপাপের জন্যে অগ্নিপ্রবেশ ভিন্ন আর তো কোনো প্রায়শ্চিত্ত দেখি নে। কিন্তু এখন অগ্নি পাই কোথায়? (চারদিক্ দেখে) আরে, কারা যেন আগুন নিয়ে এদিকেই আসছে। যাক্, ওদের জন্যে অপেক্ষা করি।

শঙ্খচূড়—কুমার, তোমার পিতামাতা এসেছেন।

নায়ক—(শশব্যস্ত হয়ে) শঙ্খচূড়, তুমি এখানে বসে উত্তরীয় দিয়ে আমার শরীর আচ্ছাদন করে আমাকে ধরে থাকো। নচেৎ সহসা আমার এই অবস্থা দেখলে বাব-মা প্রাণত্যাগ করতে পারেন।

শঙ্খচূড়—(পাশে পড়ে-থাকা উত্তরীয় নিয়ে সেরকম করল।)

(তারপর পত্নী ও বধূসহ প্রবেশ করল জীমূতকেতু।)

জীমূতকেতু—(অশ্রুসহ) হা পুত্র জীমূতবাহন,

এ কথা সত্য যে, দয়া-প্রদর্শনে 'এ আত্মীয়, ও পর'—এরকম বিচারের অবকাশ

কোথায়? কিন্তু বহুকে বাঁচাই, না একে, এরকম ভাবনা এল না কেন? কারণ গরুড়ের হাত থেকে নাগটিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে তুমি আর বধ করলে নিজেকে, পিতামাতা এবং বধুকে; শেষ হল আমার বংশ ॥২১॥

বৃদ্ধা—বাছা, একটুখানি অপেক্ষা করো। অবিরল অশ্রুপাতে আগুনটা নিভু-নিভু হয়েছে।

(সকলে ঘুরে দাঁড়াল।)

জীমূতকেতু—হা পুত্র জীমূতবাহন!

গরুড়—(শুনে) 'হা জীমূতবাহন'—এই কথা বলছে না?—তবে তো ইনিই ওঁর পিতা। তবে কি এই অগ্নিতে প্রবেশ করে আমি আত্মহত্যা করব? আমিই তো ওঁর পুত্রঘাতী-লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না। কিন্তু অগ্নিপ্রবেশের কথা ভাবছি কেন, আমি যে এখন সমুদ্র তীরে রয়েছি।

আমি এখন,

যুগান্ত অগ্নির মতো ভয়ংকর এই বাড়বানলে প্রবেশ করি। ত্রিভুবন-গ্রাসেচ্ছু কাল-জিহ্বার মতো অগ্নিতরঙ্গের সাহায্যে সাত সমুদ্র গ্রাস করতে সমর্থ হল এই অগ্নি, যেমন সমর্থ ঘৃতবিন্দু গ্রাস করতে। এই অগ্নি বেড়ে উঠতে পারে আমার পক্ষ-পবনে, প্রলয়-ঝড়ের চেয়েও যা ক্ষিপ্র ॥ ২২ ॥

(এই বলে উঠতে উদ্যত হল।)

নায়ক—ওগো পক্ষিরাজ, ও চেষ্টা কোরো না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ নয়।

গরুড়—(জানু পেতে জোড়-হাতে) মহাত্মা, বলো তবে তুমি কে?

নায়ক—একটু অপেক্ষা করো। আমার পিতামাতা এসেছেন। আগে তাঁদের আমি প্রণাম করে আসি।

গরুড়—আচ্ছা।

জীমূতকেতু—(দেখে সানন্দে) দেবী, আমাদের কী সৌভাগ্য! বৎস জীমূতবাহন বেঁচে আছে; শুধু তা নয়, দেখো, গরুড় শিষ্যের মতো কৃতাঞ্জলি হয়ে ওর উপাসনা করছে।

বৃদ্ধা—মহারাজ, কৃতার্থ হলাম। এখনও বাছা অক্ষত-শরীর। বাছার মুখখানি একবার দেখি গে।

মলয়বতী—আমার নাথকে আবার আমি দেখতে পাব?—এ যে অতি সুখের কথা, আমার তাই প্রত্যয় হচ্ছে না।

জীমূতকেতু—(কাছে এসে) এসো বৎস, এসো। আমাকে আলিঙ্গন করো।

নায়ক—(উঠতে গিয়ে উত্তরীয় পড়ে গিয়ে মূর্ছিত)

শংখচূড়—কুমার, ওঠো ওঠো।

জীমূতকেতু—হা বৎস, আমাকে দেখেও আলিঙ্গন না করে চলে যাচ্ছ?

বৃদ্ধা—ওরে বাছা, একটি মুখের কথা বলেও তুই আমাকে আদর করলি নে?

মলয়বতী—হা নাথ, গুরুজনদের কি দেখবে না? (সকলে মূর্ছিত)

শংখচূড়—হা হতভাগ্য শংখচূড়, জন্মাবামাত্রই কেন তোর মরণ হয় নি? তুই যে প্রতিক্ষণে মরণেরও অধিক কষ্ট পাচ্ছিস্।

গরুড়—আমি অতি নিষ্ঠুর, এ সমস্তই আমার অবিবেচনার ফল। আচ্ছা, এমন তবে

এই করা যাক্। (পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে) উঠুন, মহাত্মা উঠুন।

নায়ক—(সংজ্ঞা লাভ করে) শঙ্খচূড়, তুমি পিতামাতাদের সান্ত্বনা দাও।

শঙ্খ—তাত, উঠুন, উঠুন। জননি, উঠুন। (দুজনে সংজ্ঞা ফিরে পেল)

বৃদ্ধা—আমাদের চোখের সামনে থেকে দুষ্ট যম কেন তোকে হরণ করল?

জীমূতকেতু—দেবি, ও অমঙ্গলের কথা বোলো না। বৎস বেঁচে আছে। এখন বধূকে সান্ত্বনা দাও।

বৃদ্ধা—(বস্ত্রে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে) অমঙ্গল দূর হোক্—আমি আর কাঁদব না। মলয়বতী, ওঠো, ওঠো—এই বেলা স্বামীর মুখ দর্শন করো।

মলয়বতী—(সংজ্ঞা লাভ করে) হা নাথ!

বৃদ্ধা—বাছা, অমন কোরো না। অমঙ্গল দূর হয়েছে।

জীমূতকেতু—(অশ্রুসহ স্বগত)

অবশিষ্ট অঙ্গগুলি লুপ্ত। আশ্রয়ের অভাবে প্রাণ এখন কণ্ঠাগত; কণ্ঠাগত ঐ প্রাণ ত্যাগ করতে দেখছি পুত্রকে, তবু [আমার] পাপ-শরীর কেন শত খণ্ড হয়ে যাচ্ছে না? ॥ ২৩ ॥

মলয়বতী—হা নাথ, আমি কী কঠোর! তোমার এই দশা দেখেও কিনা আমি প্রাণ ত্যাগ করছি না!

বৃদ্ধা—(নায়কের অঙ্গগুলি স্পর্শ করতে করতে গরুড়কে লক্ষ্য করে) নিষ্ঠুর, আমার পুত্রটির এখন নবযৌবন, এরই মধ্যে তুই কিনা তার শরীরের এই অবস্থা করলি?

নায়ক—না না, তা নয়, মা! ও আর বিশেষ কি করেছে? প্রকৃতপক্ষে আমার শরীরের অবস্থা আগে থেকেই এমন। দেখো,

যে শরীর মেদ, অস্থি, মাংস রক্তের সমষ্টিমাত্র এবং চর্মাবৃত, তা সব সময়েই বীভৎস-দর্শন; সেখানে আবার সৌন্দর্য কোথায়? ॥ ২৪ ॥

গরুড়—ওগো মহাত্মা আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন ঘোর নরকানলে দগ্ধ হচ্ছি। এখন উপদেশ করুন, কী করে আমি এই পাপ থেকে মুক্ত হই।

নায়ক—পিতার আজ্ঞা হলে আমি এঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দি।

জীমূতকেতু—আচ্ছা দাও বৎস।

নায়ক—বিনতা-নন্দন, শোনো তবে।

গরুড়—(হাঁটু মুড়ে জোড় হাতে) আজ্ঞা করুন।

নায়ক—জীব-হিংসা থেকে বিরত হও। পূর্ব-কৃত হিংসার জন্যে অনুতাপ করো। সমস্ত প্রাণীদের অভয় দিয়ে পুণ্য-প্রবাহ সঞ্চয় করো। পরিমিত-সংখ্যক প্রাণি-হত্যা-জনিত এই পাপ এই পুণ্য-প্রবাহে ডুবে গিয়ে আর সক্রিয় হতে পারে না; যেমন সক্রিয় থাকতে পারে না অগাধ-অপার হ্রদ-জলে নিক্ষিপ্ত লবণ-বিন্দু ॥ ২৫ ॥

গরুড়—যে আজ্ঞা।

অজ্ঞান-নিদ্রায় মগ্ন আমাকে জাগিয়েছেন আপনি, তাই আজ থেকেই প্রাণি-হত্যায় বিরত হলাম আমি ॥ ২৬ ॥

নাগ-সমাজ এখন মহাসাগরে সুখে বিচরণ করুক। সৈকতের মতো বিশাল ফণাগুলি দিয়ে কখনও শরীরকে কুণ্ডলী পাকানোর ফলে ঘূর্ণি বলে ভুল

হোক. তীর থেকে তীরে ভ্রমণ করতে গিয়ে সেতু-তুল্য হয়ে উঠুক ॥ ২৭ ॥

আর,

এই চন্দন-বনে সানন্দে তোমার যশোগান করুক সর্প-যুবতীরা ; সূর্য কিরণের প্রথম পরশে কপোলগুলি এদের সিঁদুর-রঙা। আর শিথিল আপাদ-লম্বিত ঘন-অন্ধকার-তুল্য কেশ-পাশ বহন করে ক্লান্তিতে অঙ্গ ওদের অবশ হলেও ক্লান্তির কথা ওদের মনে হবে না ॥ ২৮ ॥

নায়ক -সাধু মহাত্মা সাধু। আমি একে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। তুমি সর্বপ্রকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। (শংখচূড়ের প্রতি) দেখো শংখচূড়, তুমিও নিজগৃহে ফিরে যাও।

শংখচূড়—(নিশ্বাস ফেলে অধোমুখে অবস্থান করল।)

নায়ক—(নিশ্বাস ফেলে মাকে দেখতে দেখতে) গরুড়ের তীক্ষ্ম চঞ্চুতে তুমি বিদীর্ণ হচ্ছ, তা ভেবে তোমার জননী তোমার দুঃখে দুঃখী হয়ে দুঃখে রয়েছেন ॥ ২৯ ॥

বৃদ্ধা—(অশ্রুসহ) ধন্য সেই জননী, যাঁর পুত্র গরুড়ের মুখে পড়েও অক্ষতশরীর, আর সেই পুত্রের মুখ তিনি দেখতে পাবেন।

শংখচূড়—মা, সে কথা সবই সত্য, প্রকৃতিস্থ হোন।

নায়ক—(দুঃখপ্রকাশ করে) ওহো হো, পরোপকার-সাধন-সুখের সম্ভোগে আমি এতক্ষণ বেদনা কিছুমাত্র অনুভব করি নি, কিন্তু এখন আমার যন্ত্রণা দিতে শুরু হয়েছে মর্মচ্ছেদী বেদনা। (মরণাবস্থা অভিনয় করল)

জীমূতকেতু—(শশব্যস্ত হয়ে) হা বৎস, কেন এমন করছ ?

বৃদ্ধা—হা, কেন বাছা এমন বলছ ; রক্ষা করো, রক্ষা করো—এবার নিশ্চয় দেখছি, বাছার মৃত্যুদশা উপস্থিত।

মলয়বতী—হা, নাথ, মনে হচ্ছে যেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ !

নায়ক (হাত জোড় করতে চেয়ে) শংখচূড় আমার দুই হাত একত্র করে দাও।

শংখচূড়—(সেরকম করে দিয়ে) হায় হায়, জগৎ আজ অনাথ হল।

নায়ক—(অর্ধোন্মীলিত নেত্রে পিতাকে দেখতে দেখতে) পিতা, মাতা, এই আমার শেষ প্রণাম !

আমার এই অঙ্গগুলিতে আর চেতনা নেই। স্পষ্টাক্ষর-পদযুক্ত সংলাপগুলি শ্রবণে এখন অসমর্থ আমার কর্ণেন্দ্রিয়। হায়, হঠাৎ বন্ধ হয়ে এল আমার চোখ। হায় পিতা, আমার এই অচেতন দেহ ছেড়ে প্রাণও বেরিয়ে যাচ্ছে ॥ ৩০ ॥

অথবা নাগের প্রাণ রক্ষা— (এরকম বলতে বলতে পতন)

বৃদ্ধা—হা পুত্র, হা বৎস,—গুরুজন-বৎসল ! তুই কোথায় গেলি ? উত্তর দে।

জীমূতকেতু—হা বৎস জীমূতবাহন, হা প্রণয়িজন-বল্লভ, সর্বগুণনিধি, কোথায় তুমি ? উত্তর দাও। (হাত দুটি উপরে তুলে) হায়, হায়, কী কষ্ট !

পুত্র, তুমি লোকান্তরিত হলে ; জগৎ শূন্য হল। ধৈর্য [এখন] নিরাশ্রয়, নম্রতাই বা তোমার মতো অন্য আর কার আশ্রয় পাবে ? ক্ষমা-গুণের অধিকারী হতে ইহলোকে আর কেই বা সমর্থ ? দানশীলতা [এখন থেকে] হারিয়ে গেল ; সত্যই নিহত হল সত্য ; করুণার যোগ্য[১১] করুণা আর কোথায় যাবে ? ॥ ৩১ ॥

মলয়বতী—হা নাথ, আমাকে পরিত্যাগ করে তুমি কোথায় গেলে ? মলয়বতি, তুই অতি কঠোর-হৃদয়, কার দর্শনের আশায় তুই এখনও বেঁচে আছিস্ ?

শঙ্খচূড়—হা কুমার, প্রাণের চেয়েও প্রিয় এই মানুষটিকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ? শঙ্খচূড় নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হবে।

গরুড়—(উদ্বেগে) হায় হায়, এই মহাত্মা গত হলেন। তাহলে আমি এখন কী করি ?

বৃদ্ধা—(অশ্রু সহ উপরে তাকিয়ে) ভগবান্ লোকপালগণ ! অমৃত সিঞ্চন করে কোনো রকমে আমার পুত্রকে তোমরা বাঁচাও !

গরুড়—(সানন্দে স্বগত) অমৃতের কথায় বেশ একটা কথা মনে পড়ে গেল, এইবার মনে হয়, আমার অপযশ নষ্ট হবে। এখন তবে আমি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে আমার প্রার্থনা জানাই গে। তিনি যে অমৃতবর্ষণ করবেন, তাতে শুধু জীমূতবাহন কেন—পূর্বভক্ষিত অশেষ সমস্ত নাগদেরই আমি বাঁচাতে পারব। আর যদি তিনি অমৃত না দেন, তা হলে আমি,

বায়ু-সদৃশ পক্ষগুলির উপর ভর করে বায়ুর চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে পৌঁছে অগ্নি-সহ দ্বাদশ আদিত্যকে স্থান-চ্যুত করে, আমার নেত্রাগ্নির অবিরাম দাহে ; পরে ইন্দ্রের বজ্র কুবেরের গদা অথবা বরুণের পাশ চূর্ণ করে ফেলব আমার চঞ্চু দিয়ে, মুহূর্তের জন্যে অমৃতভাণ্ডে পাখা ডুবিয়ে অমৃতবর্ষণ করব ॥ ৩২ ॥

অতএব যাই আমি।

(সগর্বে পরিক্রমা করে প্রস্থান)

জীমূতকেতু—বৎস শঙ্খচূড়, এখনও কেন দাঁড়িয়ে আছ ? কাষ্ঠ আহরণ করে আমার পুত্রের চিতা রচনা করো। ঐ সঙ্গে আমরাও যাব।

বৃদ্ধা—বাছা শঙ্খচূড়, শীঘ্র প্রস্তুত করো। দেখো, তোমার ভ্রাতা আমাদের ছেড়ে একাকী রয়েছেন।

শঙ্খচূড়—যে আজ্ঞে। আপনাদের আগে আমিই যাব। (উঠে চিতা রচনা করে) জননি, এই চিতা সজ্জিত হয়েছে।

জীমূতকেতু—উঃ কী কষ্ট, কী কষ্ট !

মাথায় উষ্ণীষ স্পষ্ট দীপ্তি পাচ্ছে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে এই রোমরাজি শোভিত, সোনার পদ্মের মতো তোমার চোখ, বক্ষঃস্থল যেন হরিবক্ষের প্রতিস্পর্ধী, চরণে শোভিত চক্রচিহ্ন ; তবুও হায় বৎস ! আমারই পাপের ফলে তুমি বিদ্যাধর-রাজ-চক্রবর্তীর পদ গ্রহণ না করেই স্তব্ধ হয়ে গেলে ॥ ৩৩ ॥

রানী, আর কাঁদছ কেন ? এখন ওঠো, চিতায় আরোহণ করা যাক্।

(সকলে দাঁড়াল)

মলয়বতী—(অঞ্জলি-বদ্ধ হয়ে উপরে তাকিয়ে) ভগবতি গৌরি, তুমিই আজ্ঞা করেছিলে, বিদ্যাধর-চক্রবর্তী আমার পতি হবেন। তবে এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি কেন অলীকবাদিনী হলে বলো তো ?

(ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী—মহারাজ জীমূতকেতু, এরূপ দুঃসাহসের কাজ কোরো না।

জীমূতকেতু—এ কী, অমোঘ-দর্শনা গৌরী যে !

গৌরী—(মলয়বতীর প্রতি) বৎসে, বলো তো কিসে আমি অলীকবাদিনী হলেম ?
(নায়কের কাছে গিয়ে কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে) নিজের জীবন দিয়ে জগতের উপকার করেছ তুমি। তোমার উপর তুষ্ট আমি, অতএব বৎস জীমূতবাহন, তুমি বেঁচে ওঠো ॥ ৩৪ ॥

নায়ক- (উত্থান)

জীমূতকেতু—(সানন্দে) দেবি, কী সৌভাগ্য, ঐ দেখো, বৎস আবার বেঁচে উঠেছে।

বৃদ্ধা—সে ভগবতীরই প্রসাদে।

নায়ক-(গৌরীকে দেখে জোড়-হাতে) ভগবতি, গৌরি, চাওয়ার বেশি বর দিয়ে থাক তুমি, দুঃখ হরণ কর প্রণত জনের ; শরণ-লাভের যোগ্য তুমি বিদ্যাধর-দেবী, তোমার দুই চরণে প্রণাম করি ॥ ৩৫ ॥

(গৌরীর পদতলে পতন)

(সকলে উপরে তাকাল)

গৌরী—রাজা জীমূতকেতু, জীমূতবাহনকে আর এই অস্থিশেষ নাগদের বাঁচাবার জন্যে অনুতাপগ্রস্ত পক্ষিরাজই দেবলোক হতে এই অমৃত বৃষ্টি করাচ্ছেন। (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) তুমি কি দেখছ না,

এখন ঐ সমুদ্র-অভিমুখে সবেগে চলেছে সর্পরাজের দল—মলয়পর্বতে উৎপন্ন নদীর স্রোতের মতো—উজ্জ্বল শিরোমণিতে উজ্জ্বল শির-সহ ওরা এখন পূর্ণাবয়ব হয়ে দুই জিহ্বা-প্রান্ত দিয়ে অমৃত-লোভে লেহন করে চলেছে ভূমি ॥ ৩৬ ॥

(নায়ককে লক্ষ্য করে) বৎস জীমূতবাহন, কেবলমাত্র জীবনদানই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার নয় ; তোমার আর একটি পুরস্কার—

পরম পবিত্র জলে নিজে আমি স্নান করিয়ে তোমাকে অভিষিক্ত করছি বিদ্যাধর-চক্রবর্তীর পদে—সানন্দে, মুহূর্ত মধ্যে ; এ জল আমার মন হতে লব্ধ, মনেই উদ্ভূত—নিষ্পঙ্ক হয়ে, কেননা তাতে স্পর্শ লেগেছে হংস-স্পৃষ্ট স্বর্ণ-পদ্মের পরাগের , রয়েছে এখন আমার ইচ্ছা-নির্মিত রত্নকুম্ভে ॥ ৩৭ ॥

আর,

হে রাজন্, এই রত্নগুলির দিকে তাকাও ; এই প্রথমে রইল স্বর্ণচক্র, এই রইল চতুর্দন্ত শ্বেতহস্তী, কৃষ্ণ অশ্ব এবং মলয়বতী ॥ ৩৮ ॥

আরো এখন দেখতে পাচ্ছি শারদশশীর মতো অভিনব ব্যজন হস্তে মণি-প্রভা-বিরচিত ইন্দ্রধনু-তুল্য বিবিধ ভূষণ অঙ্গে ধারণ করে, হতভাগ্য মতঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যাধর-পতিগণ পূর্বার্ধ-কায়া ভক্তি ভরে আনমিত করে প্রণাম জানাচ্ছে আমাকে। তা এখন বলো, তোমার কী আকাঙ্ক্ষা আছে ?

নায়ক- (হাঁটু পেতে) এর পরেও কি আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে ?

কারণ, গরুড়ের ভয় থেকে রক্ষা পেল এই শঙ্খচূড় ; গরুড় শিক্ষা পেলেন। পূর্বে তিনি যে সর্পগুলি ভক্ষণ করেছেন, তারাও সবাই জীবন ফিরে পেল। আমি বেঁচে উঠলাম বলে পিতামাতা প্রাণত্যাগ করেন নি ; পেলাম চক্রবর্তি-পদ। আর দেবী তুমি সাক্ষাৎ দেখা দিলে ; এর পরেও প্রিয় কোনো প্রার্থনা থাকে কি ? ॥৩৯॥

তবে এরকম হোক,

হৃষ্ট ময়ূরদের তাণ্ডব-নির্বাহের জন্যে সময়ে বর্ষণ করুক মেঘেরা। পৃথিবীকে নিরবচ্ছিন্ন রূপে ব্যাপ্ত শস্যের উত্তরীয়ে আবৃত করুক তারা। নিবিড় বন্ধু ও সুহৃদ্‌বর্গ পেয়ে আনন্দিত জনগণ বিদ্বেষবিহীন মনে খুশি হয়ে উঠুক্, পুণ্যকর্ম সঞ্চয় করতে থাকুক, বিপন্মুক্ত হোক ॥ ৪০ ॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক শেষ

॥ নাটক সমাপ্ত ॥

নান্দী ও প্রস্তাবনা

১. অনঙ্গ-শরাতুর = কামদেবের বাণে পীড়িত কামাতুর।

২. নির্ঘৃণতর—বেশি নির্দয়। ঘৃণা দয়া।

৩. মার—যে দেবতা নির্বাণ-লাভে বিঘ্ন ঘটায়। তৃষ্ণা, আরতি ও রাগ-নাম্নী তিন কন্যার সাহায্যে মার বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই তিনজনই সম্ভবতঃ মার-বধূ। ললিতবিস্তরে বুদ্ধ ও মারের সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অথবা মার কামদেব। মার বধূ রতি ও অপ্সরাগণ।

৪ জিন জয়ী বিজয়ী।

৫. হত—বাদিত হতে থাকা। পটহ ঢাক। পটু বিশাল। বিল্গ্ উদ্ধতভাবে আগানো।

৬. জৃম্ভ—হাই।

৭. প্রহ্ব—নত।

৮. প্রতিবন্ধ—যুক্ত। বুদ্ধের পূর্ণ জন্মগুলিকে বলা হয় জাতক। বুদ্ধ যখন বিদ্যাধর হয়ে জন্মেছিলেন, সেই জন্মের গল্পের নাম বিদ্যাধর-জাতক। কিন্তু বিদ্যাধর-জাতক নামে কোনো গল্প এপর্যন্ত পাওরা যায় নি।

৯ আবর্জিত—উৎসুক, আকৃষ্ট।

১০. বোধিসত্ত্ব—বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষ-বিশেষ। যিনি বুদ্ধত্বের পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌঁছেছেন।

বোধিসত্ত্ব-চরিত—জাতক। এখানে বোধিসত্ত্ব-চরিত = জীমূতবাহন-চরিত। বুদ্ধ একবার জীমূতবাহনরূপে জন্মগ্রহণ করেন! জীমূতবাহন হলেন বোধিসত্ত্বদের অন্যতম।

> 'জীমূতবাহনস্যৈতদ্ আত্মদানং কিম্ভুতম্।
> বোধিসত্ত্বঃ স হি পুরা দত্তবান্ বহুশস্তনুম্ ॥' বৃহৎকথা ॥

প্রথম অঙ্ক

১ ধৃতি—তুষ্টি, সন্তোষ।

২. প্রকৃতি—অমাত্য অথবা প্রজা। ন্যায্য—যোগ্য। বর্ত্ম—আচার, কাজ।

৩. ত্রুটিত ভগ্ন ছিন্ন। উজ্ঝিত—ত্যক্ত। বাসোঽর্থং—পরার জন্যে। মুঞ্জমেখলা ব্রহ্মচর্যের জন্যে ব্যবহৃত হত। মুঞ্জ একধরনের ঘাস। পরে দেওয়া হত যজ্ঞোপবীত।

৪, সাম—সাম-গান। একটি = সদ্য-শোনা একটি।

৫. শিরোভিঃ—শাখাগ্র দিয়ে।

৬. বিপঞ্চী = বীণা। নিহ্লাদিনী—শব্দকারী। হ্লাদ-শব্দ।

৭. ব্যক্তি—স্পষ্টতা। ব্যঞ্জন-ধাতু—বীণা বাজানোর প্রকার বা ভেদ।

ধাতু—বাজানোর নিয়ম।

বীণা দশরকমভাবে বাজানো যায়। বাজানোর লয় তিন রকম—দ্রুত মধ্য এবং

বিলম্বিত। তালের নির্দিষ্ট কাল-পরিমাণ লয়।
যতি ও তিন রকম—সম, স্রোতোবহ এবং গোপুচ্ছ। তালের বিরতির অন্য নাম যতি। 'তালচ্ছন্দো-বিরতিবিষয়ে বাদ্যতে যো বিরামঃ'।

৮. তামরস—রক্তপদ্ম। অপ্রাপ্য নো বিশ্রাম্যতি—না পেয়ে বিরত হন না—না হয়ে যান না।

৯. গভীর উৎকণ্ঠা—গাঢ় আয়ল্লক

দ্বিতীয় অংক

১. শ্লোকটির অর্থ কষ্ট-কল্পিত। 'সিতোসিতেক্ষণ'—সাদা-কালো চাহনিতে গাছগুলো চিত্র-বিচিত্র মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বুঝি ঝুলছে কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া।
২ স্ত্রীংহৃদয়েন—প্রিয়াগত প্রাণ
৩. যোগ্য<স্থানে
৪ রজনী-মুখ-সন্ধ্যা।
৫. চিরয়তি ময়ি—আমি দেরী করতে থাকলে
৬. চাঁদের প্রভাবে চন্দ্রকান্তমণি থেকে জল ঝরতে থাকে।
৭. খনিজ দ্রব্য, সেঁকো-গন্ধকযুক্ত দ্রব্যবিশেষ।
৮ ভগিনীকে<স্বাসারম্
৯ সুন্দরী<মুগ্ধা
১০. হত্যা-প্রবণতার অপরাধে অপরাধী
১১ 'দিষ্ট্যা বর্ধসে' দ্রষ্টব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল।
১২. পিষ্টাতক=পটবাস-চূর্ণ, হলুদ রঙের সুগন্ধি-চূর্ণ, একধরণের আবীর।
১৩. মলয়পর্বতকে দেখে মনে হচ্ছে মেরুপর্বত। মেরুপর্বত স্বর্ণবর্ণ, এখন হলুদ পিষ্টাতক-চূর্ণে মলয়ও স্বর্ণবর্ণ।
আলোচ্য শ্লোকটিতে বোঝা যাচ্ছে, বিবাহের প্রস্তুতি সক্রিয়ভাবে চলছে।

তৃতীয় অংক

১ চষক—পান-পাত্র।
২. চূড়া—শেখরক। বিটের নামও শেখরক। শব্দটিতে শ্লেষ।
৩. মধুকর—বাটারা<দাস্যাঃ পুত্রাঃ মধুকরাঃ।
দাস্যাঃ পুত্রাঃ—একটি গালি।
৪. নিষ্যন্দ-প্রবাহ—রস-ধারা। বাতাসের ঘর্ষণে অনবরত শাখা-প্রশাখা ভাঙছে। ফিনকি দিয়ে আঠা পড়ছে গাছ থেকে।
৫. কুট্টিম—বাঁধানো জায়গা।
৬. ধারা-গৃহ—ফোয়ারার ঘর—ফোয়ারা।
৭ যন্ত্র—ধারা-যন্ত্র ফোয়ারা।
৮ পিঞ্জর—হলুদ সোনালী।
৯ আলবাল—গাছের গুঁড়িতে গোল করে দেওয়া জল-ধরা বাঁধ।
১০ গীতারম্ভ—গীত-ক্রিয়া। আরম্ভ-ক্রিয়া, কাজ। এতএব গীতারম্ভ=গান, গানের শুরু নয়।

'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু' তে 'আরম্ভ' শব্দের অর্থ 'শুরু' নয়। কিন্তু 'শুরু' অর্থেই প্রচলিত।

১১ ব্যতিকর—সংসর্গ, স্পর্শ ; পরাগমাখা ভ্রমরদের দেখে মনে হচ্ছে বুঝি পরনে পাটের জোড়।
দিব্যতরু পাঁচটি—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্প এবং হরি-চন্দন। যে চন্দন ভাঙলে লাল এবং ঘর্ষণে হলুদ, তা হল হরি বা হলুদ চন্দন।

১২. স্ফটিক-মণি—স্ফটিক। প্রাচীন ভারতে পাথর লোহা, কাঠ-অনেককিছুকেই বলা হত মণি। লোহা—অয়স্কান্তমণি।
অতসীকাচ—সূর্যকান্ত-মণি।

১৩. বর্ণনা শব্দটি এখানে শ্লিষ্ট। এখানে অর্থ 'রাঙানো'।

১৪. দিনকর—সূর্য। কর—কিরণ। আমৃষ্ট—পৃষ্ট।
দিনকর-করামৃষ্টং বিভ্রদ্ দ্যুতিং পরিপাটলাম্ রোদে রাঙা হয়ে ওঠা।

১৫ প্রাবৃষি—বর্ষায়। বাসর—দিন।

১৬. রাজক—অনেক রাজা।

১৭. বৌদ্ধ অর্থ ব্যবহৃত। শিথিলভাবে অর্থ হল পাপ। ক্লেশ পাঁচ রকম, অবিদ্যা (অজ্ঞতা), অস্মিতা (অহংকার), রাগ (আকাঙ্ক্ষা), দ্বেষ (ঘৃণা), অভিনিবেশ (আত্মরতি)।
যোগসূত্রেও (২ ৩) উল্লেখ রয়েছে পাঁচরকম ক্লেশের—অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।

১৮. শব্দটি শ্লিষ্ট। আশা—(১) আকাঙ্ক্ষা (২) দিক্।

চতুর্থ অংক

১. শাদ্বল—সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি।
২. কন্দ—শিকড়।
৩. জলোচ্ছ্বাস বেলা।
৫. আক্রমণ পতন অভিসম্পাত।
৬ রসজ্ঞ—জিহ্বা অথবা সহানুভূতিশীল।
৭. দারোয়ান্।
৮. বৈক্লব্য—কাতরকা।
৯. ক্রম—অবসর, অবকাশ।
১০. ত্যক্ত্বা ঘৃণাম্ > দয়া ত্যাগ করে - নির্দয়ভাবে।
শ্লোক ১৫ ঃ
শ্বপচ—চণ্ডাল। শ্লোকের প্রথম দুই পাদে মহাভারতের শান্তিপর্বের দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনা-দুটি এরকম ঃ
ক. ঋষি বিশ্বামিত্র একবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করেন মধ্যরাতে। গৃহে কুকুরের মাংস দেখে খেতে উদ্যত হন। চণ্ডাল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, তা মুনিভক্ষ্য নয়, এই যুক্তিতে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বামিত্র তা মানেন নি এবং কুক্কুর-মাংস খেয়ে ফেলেন।

খ. গৌতম নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘুরতে ঘুরতে নাড়ীজঙ্ঘ নামে বক-রাজের সাক্ষাৎ পান। নাড়ীজঙ্ঘ তাঁকে বিরূপাক্ষ নামে এক রাক্ষস-যুবরাজের কাছে পাঠান। গৌতম তাঁর কাছে প্রচুর ধনলাভ করে রাত্রি কাটাতে আসেন নাড়ীজঙ্ঘের কাছে। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে নাড়ীজঙ্ঘকেই খেয়ে ফেলেন।

১১. ইব—অনিশ্চয়ার্থ-দ্যোতক

শ্লোক ১৮ ঃ

চণ্ডচ্চঞ্চু-ধৃতার্ধচ্যুত-পিশিতলবগ্রাস-সংবন্ধ-গর্ধৈঃ গৃধ্রৈঃ আবন্ধ-পক্ষদ্বিতয়-বিধৃতিভিঃ বন্ধ-সান্দ্রান্ধকারেঽত্র; স্রুত-বহুল-বসা-বাস-বিস্রে অস্মিন্ অস্র-স্রোতসি উদ্দামং ভ্রমন্ত্যঃ, [অতএব] শমিত-শিখিশিখাঃ শিবানাং শ্রেণয়ঃ অজস্রং স্বনন্তি।

চণ্ডৎ—চঞ্চল, পিশিত-লব—মাংস-খণ্ড, গর্ধ—লোভ, গৃধ্র—শকুনি, বিধৃতি—কম্পন, সঞ্চালন, বিস্তার; বসা-বাস—মেদ-গন্ধ, বিস্র—আম-গন্ধী, দুর্গন্ধ; অস্র—রক্ত, শিখী—অগ্নি, এখানে উল্কা; অজস্র—অজস্রবার, অবিরাম; স্বনন্তি—শব্দ করছে, ডাকছে।

গরুড় প্রতিদিন সর্প ভক্ষণ করেন এখানে। মাংসের লোভে ইতিমধ্যে এসে গেছে অসংখ্য শকুন। বিস্তীর্ণ পক্ষ-বিস্তারে সূর্যকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ওরা। দিনের বেলায়-ই শ্মশানে ঘোর অন্ধকার। রাত্রির মতোই কাতারে কাতারে তাই শিয়ালগুলি ডাকতে শুরু করেছে। শিয়ালগুলির জন্যে কিছু আলোর সম্ভাবনা ছিল, কারণ ওরা 'উল্কা-মুখ'। 'উল্কা' একধরণের আগুন। কিন্তু তাও নিভে গেছে; কেননা শিয়ালগুলি উদ্দাম হয়ে ঘুরছে রক্তের অবিরাম স্রোতে।

অতএব শ্মশানে এখন ঘোর অন্ধকার। ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে শিয়ালের ডাক। রক্তের স্রোত বইছে অবিরাম। রক্ত-স্রোতে মিশেছে আবার মৃত প্রাণীর চর্বি; চতুর্দিকে এজন্যে উৎকট গন্ধ। দিনের বেলায়-ই জায়গাটি অত্যন্ত ভয়াবহ।

১২. গতি—অবস্থা। যস্যাং যস্যাং গতৌ সমুৎপৎস্যামহে—যে যে অবস্থাতেই উৎপন্ন হই= যতবার জন্মগ্রহণ করি। এখানে 'বয়ম্ (বহুবচন)' ব্যবহারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়।

১৩. অপশ্চিম—নাই পশ্চিম (পর) যার শেষ। শেষ অর্থে 'অপশ্চিম' এবং 'পশ্চিম' সমার্থক। 'শ্রূয়তাং জনার্দনস্য পশ্চিমঃ সন্দেশঃ'—ভাস,-সম্ভার, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫

১৪ গোকর্ণের অন্য নাম গোকর্ণ-মহাবলেশ্বর। মালাবার উপকূলে 'কারওয়ার'-এর কাছে এঁর মন্দির। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে ইনি অন্যতম। নেপালে অবস্থিত গোকর্ণের থেকে (উত্তর-গোকর্ণ থেকে) ভিন্ন করার জন্যে এঁকে বলা হয় দক্ষিণ-গোকর্ণ।

শ্লোক ২২ ঃ কল্প=ব্রহ্মার একদিন, একরাত্রি।

মানুষের কাছে কল্প হল ৪৩২০ লক্ষ বছর। কল্প-শেষে সংবর্তক পুষ্কর আবর্তক প্রভৃতি মেঘেরা বর্ষণ করতে আরম্ভ করে। ৪৯ পবন ভীষণভাবে বইতে থাকে। সৃষ্টি ধ্বংস হয়, নতুন করে গড়ে ওঠার জন্যে। দেহোদ্যোত—দেহ-দীপ্তি।

দিগ্গজ ৮টি—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম এবং সুপ্রতীক।

১৫. বেলা-মহীধ্র মলয়—সমুদ্রতীরস্থ মলয়-পর্বত।

১৬. শেষমূর্তি > বাসুকির শরীর।

১৭. সূর্য < পূষন্

পৃষ্ঠা ১৭৩ : আর এভাবে···বেড়ে উঠেছে—এ অংশটির শ্লোকসংখ্যা ৬
পৃষ্ঠা ১৭৫ : নির্দয়ভাবে···দৃষ্টিক্ষেপী। „ „ „ ৯
পৃষ্ঠা ১৭৫ : নিয়ত যাঁরা···অস্তমিত।— „ „ „ ১০
পৃষ্ঠা ১৭৬ : মনে হয়···করুণা করবেন।— „ „ „ ১২

পঞ্চম অংক

১. < কান্তার

২. ক্ষৌমে—পাটের জোড়।

৩. ভঙ্গবতী > ঢেউ খেলানো। ‘ভঙ্গবতী’ ‘ক্ষৌমে’র বিণ। রূপকী ‘মহৎ’ শব্দের মতো।

শ্লোক ২ এর মূল অংশ—অয়ম্ জীমূতকেতুঃ তোয়নিধেঃ সুসদৃশীং শ্রিয়ং ধত্তে।

৪. আকাশ থেকে নভস্তঃ।

শ্লোক ৮ : তার্ক্ষ্য-গরুড়। উৎপীড়—সমূহ। পৃষ্ঠী-স্থূল, মোটা। স্ত্যান—ঘন।
শ্লোক ১৩ : কষণ—মুহুর্মুহু ঘর্ষণ। প্লুষ্ট—দগ্ধ। দ্রোণী—কাষ্ঠাম্বুবাহিনী, বাংলায় ‘দুনি’ ; সেচের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ।

৫. বুক।

৬. মন।

৭. < অস্থানে

৮. < (দূরে) আস্তাম্

৯. < লোকালোক-বিচারি—

পুরাণে ‘লোকালোক’ একটি পর্বতের নাম। পর্বতটি ঘিরে আছে পৃথিবীকে।

১০ মেরু এবং হিমবৎ—৭ টি বর্ষ পর্বতের অন্তর্গত। অন্য ৪ টি হল হেমকূট, নিষেধ, চৈত্র, কর্ণী ও শৃঙ্গী।

মহেন্দ্র এবং মলয় হল কুলপর্বত। অন্য কুলপর্বতগুলি হল, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিযাত্র। দ্রষ্টব্য : বিষ্ণু পুরাণ ২ ১-৩

১১. নিরাশ্রয় করুণা-গুণেই এখন হতভাগ্য, করুণার যোগ্য।

১২ বিবস্বান্ অর্যমা পূষা প্রভৃতি।

১৩. < স্থীয়তে।

১৪. হেম পংকজ-রজঃ

নাগানন্দম্

॥ নান্দী ॥

'ধ্যান-ব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কাম্ ? উন্মীল্য চক্ষুঃ ক্ষণং
পশ্যানঙ্গশরাতুরং জনমিমং, ত্রাতাপি নো রক্ষসি।
মিথ্যা-কারুণিকোঽসি, নির্ঘৃণতরস্ত্বত্তঃ কুতোঽন্যঃ পুমান্ ?'
—সের্ষ্যং মার-বধূভিরিত্যভিহিতো বুদ্ধো জিনঃ পাতু বঃ ॥ ১ ॥

অপি চ—

কামেনাকৃষ্য চাপং, হত-পটু-পটহাবল্গিভি-র্মারবীরৈ,—
র্ভ্রূভঙ্গোৎকম্প-জৃম্ভা-স্মিত-ললিতদৃশা দিব্যনারীজনেন।
সিদ্ধৈঃ প্রহ্বোত্তমাঙ্গৈঃ, পুলকিত-বপুষা বিস্ময়াদ্ বাসবেন,
ধ্যায়ন্ যো যোগপীঠাদচলিত ইতি বঃ পাতু দৃষ্টো মুনীন্দ্রঃ ॥ ২ ॥

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

॥ প্রস্তাবনা ॥

সূত্রধারঃ—অলমতিবিস্তরেণ। অদ্যাহমিন্দ্রোৎসবে সবহুমানমাহূয় নানা-দিগ্‌দেশাগতেন রাজ্ঞঃ শ্রীহর্ষদেবস্য পাদপদ্মোপজীবিনা রাজসমূহেনোক্তঃ যথা—'অস্মৎস্বামিনা শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ববস্তুরচনালংকৃতং বিদ্যাধর-জাতক প্রতিবদ্ধং নাগানন্দং নাম নাটকং কৃতমিত্যস্মাভিঃ শ্রোত্র-পরম্পরয়া শ্রুতং ন তু প্রয়োগতো দৃষ্টম্। তৎ তস্যৈব রাজ্ঞঃ সকলজন-হৃদয়াহ্লাদিনো বহুমানাদ্ অস্মাসু চানুগ্রহবুদ্ধ্যা যথাবৎ প্রয়োগেণ ত্বয়া নাটয়িতব্যম্—ইতি। তদ্ যাবদিদানীং নেপথ্যরচনাং কৃত্বা যথাভিলষিতং সম্পাদয়ামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) আবর্জিতানি চ সকল-সামাজিকানাং মনাংসীতি মে নিশ্চয়ঃ। যতঃ,

শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ, পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী
লোকে হারি চ বোধিসত্ত্ব-চরিতং, নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্।
বস্ত্বেকৈকমপীহ বাঞ্ছিত ফল-প্রাপ্তেঃ পদং, কিং পুন—
র্মদ্ভাগ্যোপচয়াদয়ং সমুদিতঃ সর্বো গুণানাং গণঃ ॥ ১ ॥

তদ্ যাবদহং গৃহং গত্বা গৃহিণীমাহূয় সংগীতকমনুতিষ্ঠামি। (পরিক্রম্য নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য চ) ইদমস্মদ্ গৃহম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) আর্যে ইতস্তাবৎ। (প্রবিশ্য)

নটী—(সাস্রম্) অজ্জ ইয়ম্হি মন্দভগ্গা, আণবেদু অজ্জউত্তো কো ণিওও অণুচিট্ঠীঅদু ত্তি। [আর্য ইয়মস্মি মন্দভাগ্যা, আজ্ঞাপয়তু আর্যপুত্রঃ কো নিয়োগোঽনুষ্ঠীয়তামিতি।]

সূত্রধারঃ—(বিলোক্য) আর্যে নাগানন্দে নাটয়িতব্যে কিমিদমকারণমেব রুদ্যতে ?

নটী—অজ্জ কহং ণ রোদিস্সং ? জদো দাব তাদো অজ্জাএ সহ থবির-ভাব-জাদ-ণিব্বেদো কুডুম্ব-ভারুব্বহণজোগ্গো ত্তাণিং তুমং ত্তি আরোবিঅ হিঅএ তবোবণং গদো। [আর্য, কথং ন রোদিষ্যামি ? যতস্তাবৎ তাত আর্যয়া সহ স্থবির-ভাবজাত-নির্বেদঃ

কুটুম্ব-ভারোদ্বহন-যোগ্য ইদানীং ত্বমিত্যারোপ্য হৃদয়ে তপোবনং গতঃ।]

সূত্রধারঃ—(সনির্বেদম্) অয়ে, কথং মাং পরিত্যজ্য তপোবনং যাতৌ পিতরৌ? তৎ কিমিদানীং যুজ্যতে কর্তুম্? (বিচিন্ত্য) অথবা কথমহং গুরুচরণ-পরিচর্যা-সুখং পরিত্যজ্য গৃহে তিষ্ঠামি?

বিধাতুং পিতৃ-শুশ্রূষাং, ত্যক্তৈশ্বর্যং ক্রমাগতম্।
বনং যাম্যহমদ্যৈব যথা জীমূতবাহনঃ ॥ ২ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি প্রস্তাবনা ॥

× × × × × × × × × × × × × **প্রথমোঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি নায়কো বিদূষকশ্চ)

নায়কঃ—(সনির্বেদম্) সখে আত্রেয়,

রাগস্যাস্পদমিত্যবৈমি, ন হি মে ধ্বংসীতি ন প্রত্যয়ঃ
কৃত্যাকৃত্য-বিচারণাসু বিমুখং, কো বা ন বেত্তি ক্ষিতৌ?
—এবং নিন্দ্যমপীদমিন্দ্রিয়বশং প্রীত্যৈ ভবেদ্ যৌবনং
ভক্ত্যা যাতি যদীত্থমেব পিতরৌ শুশ্রূষমাণস্য মে ॥ ১ ॥

বিদূষকঃ—(সরোষম্) ভো বঅস্স, ণং ণিব্বিণ্ণো এব্ব তুমং এত্তিঅং কালং এদাণং জীবন্ত মুআণং কদে ইমং ঈদিসং বণবাস-দুক্খং অণুহবন্তো। তা পসীদ, দাণং পি দাব গুরু-চলণ-সুস্সুসা-ণিব্বন্ধাদো ণিঅত্তিঅ ইচ্ছা-ভোঅ-রমণীঅং রজ্জসুহং অণুহবীঅদু। (ভো বয়স্য, ননু নির্বিণ্ণ এব ত্বমেতাবন্তং কালমেতয়োর্জীবন্মৃতয়োঃ কৃতে ইদমীদৃশং বনবাস-দুঃখমনুভবন্। তৎপ্রসীদ। ইদানীমপি তাবদ্ গুরুচরণ-শুশ্রূষা-নির্বন্ধান্নিবৃত্য ইচ্ছা-ভোগ-রমণীয়ং রাজ্যসুখমনুভূয়তাম্।)

নায়কঃ—বয়স্য, ন সম্যগভিহিতং ত্বয়া। কুতঃ,

তিষ্ঠন্ ভাতি পিতুঃ পুরো ভুবি যথা, সিংহাসনে কিং তথা?
যৎ সংবাহয়তঃ সুখং তু চরণৌ তাতস্য, কিং রাজকে?
কিং ভুক্তে ভুবনত্রয়ে ধৃতিরসৌ, ভুক্তোজ্ঝিতে যা গুরোঃ?
আয়াসঃ খলু রাজ্যমুজ্ঝিত-গুরো, স্তত্রাস্তি কশ্চিদ্ গুণঃ ॥ ২ ॥

নায়কঃ—(সস্মিতম্) বয়স্য, ননু কৃতমেব যৎ করণীয়ম্। পশ্য তাবৎ,

ন্যায্যে বর্ত্মনি যোজিতাঃ প্রকৃতয়ঃ, সন্তঃ সুসংস্থাপিতা
নীতো বন্ধুজনস্তথাত্মসমতাং, রাজ্যে চ রক্ষা কৃতা।
দত্তো দত্ত-মনোরথাধিকফলঃ কল্পদ্রুমোঽপ্যর্থিনে,
কিং কর্তব্যমতঃপরং বদ সখে, যত্তে স্থিতং চেতসি ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, অচ্চন্ত-সাহসিও মদঙ্গ-হদত্ত দে পডিবক্খো, তস্সিং অ সমাসন্ন-ট্ঠিদে দে পহাণামচ্চ-সমধিট্ঠিদং পি ণ তু এ বিণা রজ্জং সুথিরং ত্তি পডিভাদি। (ভো বয়স্য, অত্যন্ত-সাহসিকো মতঙ্গ-হতকস্তে প্রতিপক্ষঃ। তস্মিংশ্চ সমাসন্ন-স্থিতে তে প্রধানামাত্য-সমধিষ্ঠিতমপি ন ত্বয়া বিনা রাজ্যং সুস্থিরমিতি প্রতিভাতি।)

নায়কঃ—ধিঙ্ মূর্খ ! কিং মতঙ্গো রাজ্যং হরিষ্যতীতি শঙ্কসে ?
বিদূষকঃ—অধ ইং ? (অথ কিম্ ?)
নায়কঃ—যদ্যেবং, ততঃ কিম্ ? ননু স্বশরীরাৎ প্রভৃতি সর্বং পরার্থমেব ময়া পরিকল্প্যতে। যচ্চ স্বয়ং ন দীয়তে, তৎ তাতানুরোধাৎ। তৎ কিমনেন রাজ্যাবস্তুনা চিন্তিতেন ? বরং তাতাজ্ঞৈবানুষ্ঠিতা। আজ্ঞাপিতাশ্চাস্মি তাতেন যথা—'বৎস জীমূতবাহন, বহুদিবস পরিভোগ-দূরীকৃত-সমিৎকুশকুসুমমুপভুক্ত-মূল-ফল-কন্দ-নীবার-প্রায়মিদং স্থানং বর্ততে। তদিতো মলয়পর্বতং গত্বা তস্মিন্ নিবাসযোগ্যং কিঞ্চিদাশ্রমপদং নিরূপয়ে' ইতি। তদেহি মলয়পর্বতমেব গচ্ছাবঃ।
বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। এদু ভবং (যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তি। এতু ভবান্।)
(ইত্যুভৌ পরিক্রামতঃ)
বিদূষকঃ—(অগ্রতোঽবলোক্য) ভো বঅস্স ! পেক্খ পেক্খ, এসো ক্খু সরস-ঘণ-সিণিদ্ধচংদণ-বণুস্সংগ-পরিমিলণ-লগ্গ-বহুল-পরিমলো বিসম-তড়োপহদ-জজ্জরিদ-নিজ্ঝরুচ্ছলিত-সিসির-সীঅতা-সার-বাহী পঢ়ম-সংগমোক্কণ্ঠিদ-পিআ-কণ্ঠ-গ্গাহো বিঅমগ্গ-পরিস্সমং অবণঅং তো রোমঞ্চেদি পিঅবঅস্সং মলঅঃ-মারুদো।
[ভো বয়স্য, প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব, এষ খলু সরস-ঘন-স্নিগ্ধ-চন্দনবনোৎসঙ্গ-পরিমলন-লগ্ন বহুল-পরিমলো বিষম-তটোপহত-জর্জরায়মাণ নির্ঝরোচ্ছলিত-শিশিরসীকরা-সার-বাহী প্রথম-সঙ্গমোৎকণ্ঠিত-প্রিয়াকণ্ঠগ্রহ ইব মার্গ-পরিশ্রমমপনয়ন্ রোমাঞ্চয়তি প্রিয়বয়স্যং মলয়মারুতঃ।]
নায়কঃ—(নিরূপ্য সবিস্ময়ম্) অয়ে, প্রাপ্তা এব বয়ং মলয়পর্বতম্ (সমন্তাদ্ অবলোক্য) অহো রামনীয়কমস্য। তথা হি—

মাদ্যৎ-কুঞ্জর-গণ্ডভিত্তি-কষণৈ-র্ভগ্ন-স্রবচ্চন্দনঃ
ক্রন্দৎ-কন্দর-গহ্বরো জলনিধেরাস্ফালিতো বীচিভিঃ।
পাদালক্তক-রক্ত-মৌক্তিকশিলঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং গতৈ-
র্সেব্যোঽয়ং মলয়াচলঃ কিমপি মে চেতঃ করোত্যুৎসুকম্ ? ॥ ৪ ॥

তদেহ্যত্রারুহ্য নিবাসযোগ্যং কিঞ্চিদাশ্রমপদং নিরূপয়াবঃ।
বিদূষকঃ—এবং করোহ্ম। (অগ্রতঃ স্থিত্বা) এদু ভবং। (এবং কুর্বঃ। এতু ভবান্।)
(আরোহণং নাটয়তঃ)
নায়কঃ—(দক্ষিণাক্ষি-স্পন্দনং সূচয়িত্বা বিমৃশ্য) সখে !

দক্ষিণং স্পন্দতে চক্ষুঃ, ফলাকাঙ্ক্ষা ন মে ক্বচিৎ।
ন চ মিথ্যা মুনিবচঃ, কথয়িষ্যতি কিং ন্বিদম্ ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, অবস্সমাসণ্ণং দে পিতং ণিবেদেদি।
[ভো বয়স্য, অবশ্যমাসন্নং তে প্রিয়ং নিবেদয়তি।]
নায়কঃ—এবং নাম যথা আহ ভবান্।
বিদূষকঃ—(বিলোক্য) ভো বয়স্স, পেক্খ পেক্খ। এদং ক্খু সবিসেস-ঘণ-সিণিদ্ধ-পাঅববিসোহিঅং সুরহি-হবিগন্ধ-গব্ভিণু-দ্দাম-ধুমণিগ্গমং অণুব্বিগ্গ-সুহ নিসন্ন-সাবঅগণং অবোবণং বিঅ লক্খীঅদি। [এতৎ খলু সবিশেষ-ঘন-স্নিগ্ধ-পাদপবিশোভিতং সুরভি-হবির্গন্ধ-গর্ভিতোদ্দাম-ধূম-নির্গমম্ অনুদ্বিগ্ন-সুখ-নিষণ্ণশ্বাপদগণং তপোবনমিব লক্ষ্যতে।]

নায়কঃ—সম্যগুপলক্ষিতং তপোবনমেবৈতং। তথা হি—

বাসোঽর্থং দয়য়ৈব নাতিপৃথবঃ কৃত্তাস্তরূণাং ত্বচে
মগ্নালক্ষ্য-জরৎকমণ্ডলু নভঃ-স্বচ্ছং পয়ো নৈর্ঝরম্।
দৃশ্যন্তে ত্রুটিতোজ্‌ঝিতাশ্চ বটুভির্মৌঞ্জ্যঃ ক্বচিন্মেখলা
নিত্যাকর্ণনতয়া শুকেন চ সাম্নামিদং পঠ্যতে ॥ ৬ ॥

তদেহি, প্রবিশ্য বিলোকয়াবঃ।

(প্রবেশং নাটয়তঃ)

নায়কঃ—(সবিস্ময়ং বিলোক্য) অহো নু খলু মুদিতমুনিজন-প্রবিচার্যমাণ-সন্দিগ্ধবেদবাক্য-বিস্তরস্য পঠদ্-বটু-চ্ছিদ্যমানার্দ্রার্দ্র-সমিধঃ তাপসকুমারিকাপূর্যমাণ-বালবৃক্ষকাল-বালস্য প্রশান্ত-রমণীয়তা তপোবনস্য। ইহ হি—

মধুরমিব বদন্তি স্বাগতং ভৃঙ্গশব্দৈঃ
নতিমিব ফলনম্রৈঃ কুর্বতেঽমী শিরোভিঃ।
মম দদত ইবার্ঘ্যং পুষ্পবৃষ্টীঃ কিরন্তঃ
কথমতিথিসপর্যাং শিক্ষিতাঃ শাখিনোঽপি ॥ ৭ ॥

তন্নিবাসযোগ্যমিদং তপোবনম্। মন্যে ভবিষ্যতীহ বসতামস্মাকং নির্বৃতিঃ।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, কিং ক্খু এদে ঈসি-বলিঅ-কন্ধরা নিচ্চল-মুহাবসরংত-দরদলিঅ-দব্ভকবলা। সমুণ্ণমিদ-দিণ্ণেক-কণ্ণা সুহ-ণিমীলিদ-লোঅণা আঅণংতা বিঅ হরিণা লক্খীঅন্তি।

[ভো বয়স্য, কিং খল্বেতে ঈষদ্বলিত-কন্ধরা নিশ্চলমুখাপসর-দ্দর-দলিত-দর্ভকবলাঃ। সমুন্নমিত-দত্তৈক-কর্ণাঃ সুখ-নিমীলিত-লোচনা আকর্ণয়ন্ত ইব হরিণা লক্ষ্যন্তে।]

নায়কঃ—(কর্ণং দত্ত্বা) সখে সম্যগুপলক্ষিতম্। তথা হি—

স্থানপ্রাপ্ত্যা দধানং প্রকটিত-গমকাং মন্দ্রতার-ব্যবস্থাং
নির্হ্রাদিন্যা বিপঞ্চ্যা মিলিতমলিরুতেনেব তন্ত্রীস্বনেন।
এতে দন্তান্তরাল-স্থিত-তৃণকবল-চ্ছেদ-শব্দং নিয়ম্য
ব্যাজিহ্মাঙ্গাঃ কুরঙ্গাঃ স্ফুট-ললিতপদং গীতমাকর্ণয়ন্তি ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, কো উণ এসো তবোবণে গাঅদি? [ভো বয়স্য, কঃ পুনরেষ তপোবনে গায়তি?]

নায়কঃ—যথৈতাঃ কোমলাঙ্গুলি-তলাভিহন্যমানাঃ নাতিস্ফুটং ক্বণন্তি, তন্ত্রস্তথা কাকলী-প্রধানং গীয়ত ইতি তর্কয়ামি। (অঙ্গুল্যগ্রেণ-অগ্রতো নির্দিশন্) অস্মিন্নায়তনে দেবতামারাধয়ন্তী কাচিদ্ দিব্যা যোষিদ্ উপবীণয়তি।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, এহি অসহেবি দেবদাঅদণং প্রেক্খম্হ।

[ভো বয়স্য, এহি, আবামপি দেবতায়তনং প্রেক্ষাবহে।]

নায়কঃ—বয়স্য, সাধূক্তং খলু ভবতা। বন্দ্যাঃ খলু দেবতাঃ। (উপসর্পন্ সহসা স্থিত্বা) বয়স্য, কদাচিদ্ দ্রষ্টুমনর্হোঽয়ং জনো ভবতি। তদ্ আবাং তমালগুল্মান্তরিতৌ পশ্যন্তাবসরং প্রতিপালয়াবঃ। (তথা কুরুতঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি ভূমাবুপবিষ্টা বীণাং বাদয়ন্তী মলয়বতী চেটী চ।)

নায়িকা—(গায়তি)

উৎফুল্লেকমল-কেসর-কেসর-পরাগ-দ্যুতে, মম হি গৌরি !
অভিবাঞ্ছিতং প্রসিধ্যতু ভগবতি, যুষ্মৎপ্রসাদেন ॥ ৯ ॥

নায়কঃ—(কর্ণং দত্ত্বা) বয়স্য, অহো গীতম্ ! অহো বাদ্যম্ !

ব্যক্তির্ব্যঞ্জনধাতুনা দশবিধেনাপ্যত্র লব্ধামুনা
বিস্পষ্টো দ্রুত-মধ্য-লম্বিত-পরিচ্ছিন্ন-স্ত্রিধায়ং লয়ঃ ।
গোপুচ্ছ-প্রমুখাঃ ক্রমেণ যতয়স্তিস্রোঽপি সম্পাদিতা-
স্তত্ত্বৌঘানুগতাশ্চ বাদ্যবিধয়ঃ সম্যক্ ত্রয়ো দর্শিতাঃ ॥ ১০ ॥

চেটী—(সপ্রণয়ম্) ভট্টিদারিএ, চিরং ক্খু বাদঅংতীএ কুদ ণ পরিস্সমো অগ্গহত্থাণং ? [ভর্তৃদারিকে, চিরং খলু বাদয়ন্ত্যাঃ কুতো না পরিশ্রমোঽগ্রহস্তয়োঃ ?]

নায়িকা—(সাধিক্ষেপম্) হঞ্জে, কুদো মে দেঈএ গুরুদো বীণং বাদঅংতীএ অগ্গহত্থাণং পরিস্সমো ? [হঞ্জে, কুতো মে দেব্যাঃ পুরতো বীণাং বাদয়ন্ত্যা অগ্রহস্তয়োঃ পরিশ্রমঃ ?]

চেটী—ভট্টিদারিএ, ণং ভণামি কিং এদাএ নিক্করুণাএ পুরদো বাইদেণ ? জা এত্তিঅং কালং কন্নআ-জন-দুক্করেহিং নিঅমোবাসণেহিং আরাধঅংতীএ অজ্জবি ণ দে পসাদং দংসেদি । [ভর্তৃদারিকে, ননু ভণামি কিমেতস্যা নিষ্করুণায়াঃ পুরতো বাদিতেন ? যা এতাবন্তং কালং কন্যকা জন-দুষ্করৈ-র্নিয়মোপাসনৈ-রাধায়ন্ত্যা অদ্যাপি ন তে প্রসাদং দর্শয়তি ।]

বিদূষকঃ—কন্নআ ক্খু এসা, কিং ণ পেক্খমহ ? (কন্যকা খল্বেষা, কিং ন প্রেক্ষাবহে ?)

নায়কঃ—কো দোষঃ ? নির্দোষ-দর্শনাঃ কন্যকাঃ ভবন্তি । কিন্তু কদাচিদ্ দৃষ্টৌ বালভাবসুলভ-লজ্জা-সাধ্বসান্ন চিরমিহ তিষ্ঠেৎ । তদনেনৈব লতাজালান্তরেণ পশ্যাবঃ ।

বিদূষক—এবং করেমুব । (এবং কুর্বঃ ।)

(উভৌ পশ্যতঃ ।)

বিদূষকঃ—(দৃষ্টবা সবিস্ময়ম্) ভো বঅস্স, পেক্খ পেক্খ । অহহ অচ্ছরিঅং, ন কেবলং বীণা-বিন্মাণে-ণেব্ব সুখং করেদি, জাব ইমিণা বীণা-বিন্মাণু-রুবেণ অচ্ছীণং সুহং উপ্পাদেদি । কা উন এসা ? কি দাব দেঈ ? আহো ণাঅ-কন্মআ ? আহো বিজ্জাহর-দারিআ ? আহো সিদ্ধ-কুল-সম্ভবেত্তি ? [ভো বয়স্য, প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব । অহহ আশ্চর্যম্, ন কেবলং বীণা-বিজ্ঞানেনৈব সুখং করোতি, যাবদ্ অনেন বীণা-বিজ্ঞানানুরূপেণ রূপেণাপি অক্ষ্ণোঃ সুখমুৎপাদয়তি । কা পুনরেষা ? কিং তাবদ্দেবী ? আহোস্বিৎ নাগকন্যকা ? আহোস্বিৎ বিদ্যাধর-দারিকা ? আহোস্বিৎ সিদ্ধ-কুল-সম্ভবেতি ?]

নায়কঃ—(সস্পৃহমবলোক্য) বয়স্য, কেয়মিতি নাবগচ্ছামি । এতৎ পুনরহং জানামি—

স্বর্গ-স্ত্রী যদি, তৎ কৃতার্থমভবচ্চক্ষুঃসহস্রং হরের্
নাগী চেন্ ন রসাতলং শশভৃতা শূন্যং, মুখেঽস্যাঃ স্থিতে ।
জাতির্নঃ সকলান্য-জাতি-জয়িনী, বিদ্যাধরী চেদিয়ং
স্যাৎ সিদ্ধান্বয়জা যদি, ত্রিভুবনে সিদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাস্ততঃ ॥ ১১ ॥

বিদূষকঃ—(নায়কমবলোক্য সহর্ষমাত্মগতম্) দিট্ঠিআ চিরস্স দাব কালস্স পডিদো ক্খু এসো গোঅরে মম্মহস্স । (আত্মানং নির্দিশ্য ভোজনমভিনীয়) অহবা ণহি

ণহি, মম এব্ব একস্স বহ্মণস্স। [দিষ্ট্যা চিরস্য তাবৎ কালস্য পতিতঃ খল্বেষ গোচরে মন্মথস্য। অথবা নহি নহি, মমৈব একস্য ব্রাহ্মণস্য।]

চেটী—(সপ্রণয়ম্‌) ভট্টিদারিএ, ণং ভণামি, কিং এদাএ নিক্করুণাএ পুরতো বাইদেণ? [ভর্তৃদারিকে, ননু ভণামি, কিমেতস্যা নিষ্করুণায়াঃ পুরতো বাদিতেন?] (ইতি বীণামাক্ষিপতি)

নায়িকা—(সরোষম্‌) হঞ্জে, মা ভঅবদিং গোরিং অধিক্খিব। ণং অজ্জ কিদো মে ভঅবদীএ পসাদো। [হঞ্জে, মা ভগবতীং গৌরীমধিক্ষিপ। নন্বদ্য কৃতো মে ভগবত্যা প্রসাদঃ।]

চেটী—(সহর্ষম্‌) ভট্টিদারিয়ে কহেহি দাব কীরিসো সো পসাদো।
(ভর্তৃদারিকে কথয় তাবৎ কীদৃশঃ সঃ।

নায়িকা—হঞ্জে অজ্জ জাণামি সিবিণএ এব্বং এব্ব বীণং বাদঅন্তী ভঅবদীয়ে গোরীএ ভণিদম্হি—বচ্ছে পরিতুট্ঠম্হি তুহ এদিণা বীণাবিণ্ণাণাদি-সএণ ইমাএ বালজণদুল্লহাএ অসাহারণাএ মমোবরি ভত্তীএ অ। তা বিজাহরচক্কবট্টী অইরেণ দে পাণিগ্গহণং ণিব্বট্টইস্সদিত্তি।

(হঞ্জে অদ্য স্বপ্নে জানামি এতামেব বীণাং বাদয়ন্তী ভগবত্যা গৌর্যা ভণিতাস্মি—বৎসে মলয়বতী পরিতুষ্টাস্মি তে এতেন বীণাবিজ্ঞানাতিশয়েনানয়া চ অবলাজন-দুষ্করয়া অসাধারণয়া মমোপরি ভক্ত্যা। তস্মাদ্বিদ্যাধরচক্রবর্তী তেঽচিরেণ স্বয়মেব পাণিগ্রহণং নিবর্তয়িষ্যতীতি।)

চেটী (সহর্ষম্‌) ভট্টিদারিএ জই এব্বং কিস্স সিবিণএত্তি ভণাসি। ণং হিঅএচ্ছিদো এব্ব দেবীএ বরো দিণ্ণো।

(ভর্তৃদারিকে যদ্যেবং তৎকস্মাৎ স্বপ্ন ইতি ভণসি। ননু হৃদয়স্থিতো বর এব ভবত্যা দেব্যা দত্তঃ।)

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স অবসরো খু অম্মাণং দেবীদংসণস্স। তা এহি পবিসম্হ।
(ভো বয়স্য অবসরঃ খল্বাবয়োর্দেবীদর্শনস্য। তদেহ্যুপসর্পাবঃ।)

নায়কঃ—ন তাবৎ প্রবিশামি।

বিদূষকঃ—(অনিচ্ছন্তমপি নায়কং বলাদাকর্ষতি)
(উভৌ দেবালয়ং প্রবিশতঃ)

বিদূষকঃ—(উপসৃত্য) হোদি সচ্চং এব্ব এসা ভণাদি বরো এব্ব এসো দেবীএ দিণ্ণো।
(স্বস্তি ভবত্যৈ ভবতি সত্যমেব চতুরিকা ভণতি। বর এব ত এষ দেব্যা দত্তঃ)।

নায়িকা—(সসাধ্বসমুত্তিষ্ঠন্তী নায়কমুদ্দিশ্যাপবার্য)
হঞ্জে কো নু খু এসো।
(হঞ্জে কো নু খল্বেষঃ।)

চেটী—(নায়কং নিরূপ্যাপবার্য।) ইমা এ অণ্ণোণ্ণসরিসীএ আকিদীএ এসো সো ভঅবদীএ পসাদোত্তি তক্কেমি।
(এতয়াননন্যসদৃশয়াকৃত্যা এষ স ভগবত্যা গৌর্যাঃ প্রসাদ ইতি তর্কয়ামি।)

নায়িকা—(সলজ্জং সস্পৃহং চ নায়কবমবলোকয়ন্তী তিষ্ঠতি)

নায়কঃ— তন্বিয়ং তরলায়তলোচনে শ্বসিতকম্পিতপীনঘনস্তনি।
শ্রমমলং তপসৈব গতা পুনঃ কিমিতি সম্ভ্রমধারিণি খিদ্যতে ॥ ১২ ॥

নায়িকা—(অপবার্য ।) হঞ্জে অদিসদ্ধসেন ণ সক্কুণোমি এদস্স সংমুহে ঠাদুং ।
(হঞ্জে অতি সাধ্বসেন ন শক্নোমোতস্য সম্মুখং স্থাতুম্ (নায়কং সলজ্জং তির্যক্-পশ্যন্তী কিঞ্চিৎপরাবৃত্তমুখী তিষ্ঠতি ।)

চেটী—ভট্টিদারিএ কিং এদং ? (ভর্তৃদারিকে কিমেতৎ)

নায়িকা—হঞ্জে ণ সক্কুণোমি এদস্স আসন্নে ঠাদুং । তা এহি অণ্ণদো গচ্ছামো ।
(হঞ্জেন ন শক্নোম্যেতস্যাসন্নে স্থাতুম্ । তদেহ্যন্যতো গচ্ছাবঃ । (ইত্যুত্থাতুমিচ্ছতি)

বিদূষকঃ—ভো বিভেদি খু এসা । মে পঠিদবিন্দাং বিঅ এনং মুহুত্তং ধরেমি । (ভো বিভেতি খলু এষা । মম পঠিতবিদ্যামিবৈনাং মুহূর্তং ধারয়ামি ।)

নায়কঃ—কো দোষঃ ।

বিদূষকঃ—ভোদি কিং এথ তুম্হাণং তবোবণে ঈরিসো আআরো জেণ আঅদো অদিহী বাঙ্মত্তেণ বি ন সংভাব্বেতি ।
(ভবতি কিমত্র যুষ্মাকং তপোবন ঈদৃশ আচারো যদাগতঃ অতিথির্বাঙ্মাত্রেণাপি ন সম্ভাব্যতে ।)

চেটী—(নায়িকামবলোক্য স্বগতম্) অনুরজ্জদি বিঅ এথ এদাএ দিঠ্ঠী । তা এব্বং দাব ভণিস্সং । (প্রকাশম্) ভট্টিদারিএ জুত্তং ভণাদি বহ্মণো । উইদো খু দে অদিথিজণসক্কারো । তা কীস এদস্সিং মহাণুভাবে পডিপত্তিমূঢা বিঅ চিঠ্ঠসি । অহবা চিঠ্ঠ তুবং । অহং এব্ব জহাণুরূবং করিস্সং । (নায়কমুদ্দিশ্য) সা অদং অজ্জস্স । আসণ পরিগ্গহেণ অলংকরোদু পদেসং অজ্জো ।
(অনুরজ্যত ইবাত্রৈতস্যা দৃষ্টিঃ । ভবত্বেবং তাবদ্ভণিষ্যামি । (প্রকাশম্) ভর্তৃদারিকে যুক্তং ভণতি ব্রাহ্মণঃ । উচিতঃ খলু তেঽতিথিজনসংকারঃ । তৎ কিমেতস্মিন্ মহানুভাব এবং প্রতিপত্তিমূঢ়া তিষ্ঠসি । অথবা তিষ্ঠ ত্বম্ । অহমেব যথানুরূপং করিষ্যামি ।- (নায়কমুদ্দিশ্য) স্বাগতং মহাভাগস্য । আসনপরিগ্রহেণালং করোত্বিমং প্রদেশমার্যঃ ।)

বিদূষকঃ—ভো বয়স্স । সোহণং এসা ভণাদি । উপবিস এথ মুহুত্তং বিস্সমামো ।
(ভো বয়স্য শোভনমেষা ভণতি । উপবিশাত্র মুহূর্তং বিশ্রাম্যাবঃ ।)

নায়কঃ—যুক্তমাহ ভবান্ ।

(ইত্যুপবিশতঃ)

নায়িকা—(চেটিকামুদ্দিশ্য) হলা পরিহাসসীলে মেব্বং করেহি । জই কদা বি কো বি তাপসো পেক্খদি তদো মং অবিনীদেত্তি সংভাবেত্তি । (অয়ি পরিহাসশীলে মৈবং কুরু । যদি কদাপি কোঽপি তাপসঃ প্রেক্ষতে ততো মামবিনীতেতি সম্ভাবয়তি ।)

(ততঃ প্রবিশতি তাপসঃ ।)

তাপসঃ—আজ্ঞাপিতোঽস্মি কুলপতিনা কৌশিকেন যথা বৎস শাণ্ডিল্য পিতুরাজ্ঞায়াঃ সিদ্ধযুবরাজমিত্রাবসুর্ভবিষ্যদ্বিদ্যাধরচক্রবর্তিনং কুমারজীমূতবাহনমিহৈব মলয়পর্বতে ক্বাপি বর্তমানং ভগিন্যা মলয়বত্যা বরহেতোর্দ্রষ্টুমদ্য গতঃ । তং চ প্রতীক্ষমাণায়া মলয়বত্যাঃ কদাচিন্মধ্যান্দিনসবনবেলাতিক্রামেৎ । তদেনামাহূয়াগচ্ছেতি । ততো যাবদ্গৌরীগৃহমেব গত্বা মলয়বতীমাকার্য গচ্ছামি । (পরিক্রম্য ভূমিং নিরূপ্য সবিস্ময়ম্) অয়ে কস্য পুনরিয়ং পাংসুলপ্রদেশে প্রকাশচক্রচিহ্না পদপংক্তিঃ ।

(পুরতো জীমূতবাহনং নির্দিশ্য) ননেমস্যৈবেয়ং মহানুভাবস্য পদবী। তথাহি—

উষ্ণীষঃ স্ফুট এষ মূর্ধনি বিভাত্যূর্ণেয়মন্তর্ভ্রুবো
শ্চক্ষুস্তামরসানুকারি হরিণা বক্ষস্থলং স্পর্ধতে।
চক্রাঙ্কং চ যথা পদদ্বয়মিদং মন্যে তথা কোঽপ্যয়ং
নো বিদ্যাধরচক্রবর্তিপদবীমপ্রাপ্য বিশ্রাম্যতি ॥ ১৩ ॥

অথবা কৃতং সন্দেহেন। ব্যক্তমনেনৈব জীমূতবাহনেন ভবিতব্যম্। (মলয়বতীং নিরূপ্য।) অয়ে ইয়মপি রাজপুত্রী মলয়বতী। (উভৌ বিলোক্য) চিরাৎ খলু যুক্তকারী বিধিঃ স্যাৎ যদি যুগলমেতদন্যোন্যানুরূপং ঘটয়েৎ। (উপসৃত্য নায়কং নির্দিশ্য) স্বস্তি ভবতে।

নায়কঃ—ভগবন্ জীমূতবাহনোঽভিবাদয়তে। (উৎথাতুমিচ্ছতি।)

তাপসঃ—অলমলমভ্যুত্থানেন। ননু সর্বস্যাভ্যাগতো গুরুরিতি ভবানেবাস্মাকং পূজ্যঃ। তদ্ যথাসুখং স্থীয়তাম্।

নায়িকা—অজ্জ পণমামি। (আর্য প্রণমামি)

তাপসঃ—(নায়িকাং নির্দিশ্য) বৎসে অনুরূপ ভর্তৃগামিনী ভূয়াঃ। রাজপুত্রী ত্বামাহ কুলপতিঃ কৌশিকঃ—যথাক্রামতি মধ্যান্দিনসবনবেলা তত্ত্বরিতমাগম্যতামিতি।

নায়িকা—

(যদ্ গুরুজন আজ্ঞাপয়তি ইত্যুত্থায় নিঃশ্বস্য চ স্বগতম্)

একতো গুরুবচনমন্যতো দয়িতাদর্শনসুখমিতি
গমনাগমনবিমূঢ়মদ্যাপি দোলায়তে মে হৃদয়ম্ ॥ ১৪ ॥

(সলজ্জং সানুরাগং চ নায়কং তির্যক্পশ্যন্তী তাপসসহিতা নিষ্ক্রান্তা।)

নায়কঃ—(সোৎকণ্ঠং নিঃশ্বস্য নায়িকাং পশ্যন্।)

অনয়া জঘনাভোগভরমন্থরয়ানয়া।
অন্যতোঽপি ব্রজন্ত্যা মে হৃদয়ে নিহিতং পদম্ ॥ ১৫ ॥

বিদূষকঃ—ভো দিট্ঠং তুএ পেক্খিদব্বং, তা দাণিং মজ্ঝণ সূরকিরণ সংতাবদিউণিদী বিঅ মে উদরগ্গী ধমধমাঅদি ; পা এহি ণিক্কমম্হ। জেণ বহ্মনো অদিহী ভবিঅ মুণিজণ-সআসাদো লদ্ধেহিং কংদ-মূল-ফলেহিং পি দাব পাণধারণং করেমি। [ভো, দৃষ্টং ত্বয়া প্রেক্ষিতব্যম্। তদিদানীং মধ্যাহ্ন-সূর্যকিরণ-সন্তাপ-দ্বিগুণিত ইব মে উদরাগ্নি ধর্মধমায়তে। তদেহি নিষ্ক্রামাবঃ। যেন ব্রাহ্মণোঽতিথির্ভূত্বা মুনিজন-সকাশাৎ লব্ধৈঃ কন্দ-মূল-ফলৈরপি যাবৎ প্রাণধারণং করোমি।]

নায়ক—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) মধ্যমধ্যাস্তে নভস্তলস্য ভগবান্ সহস্র-দীধিতিঃ।

তথা হি—

তাপাৎ তৎক্ষণ-ঘৃষ্ট চন্দন-রসা পাণ্ডু কপোলে বহন্
সংসক্তৈ-র্নিজ-কর্ণতাল-পবনৈঃ সংবীজ্যমানাননঃ।
সম্প্রত্যেষ বিশেষ-সিক্তহৃদয়ো হস্তোজ্ঝিতৈঃ শীকরৈঃ
গাঢ়ায়ল্লক দুঃসহামিব দশাং ধত্তে গজানাং পতিঃ ॥ ১৬ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ।

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী—আণত্তম্হি ভট্টিদারিআএ মলঅবদীএ জহা—'হঞ্জে মণোহরিএ, অজ্জ চিরঅদি মে ভাদুপ অজ্জো মিত্তাবসু। তা গদুঅ জাণেহি কিং আঅদো ণ বেত্তি। (পরিক্রম্য নেপথ্যাভিমুখং দৃষ্ট্বা) কা উণ এসা তুরিদ-তুরিদং ইদো এব্ব আঅচ্ছদি? (নিরূপ্য) কহং চদুরিআ! [আজ্ঞপ্তাস্মি ভর্তৃদারিকয়া মলয়বত্যা যথা—'হঞ্জে মনোহরিকে, অদ্য চিরয়তি মে ভ্রাতা আর্যঃ মিত্রাবসুঃ। তদ্ গত্বা জানীহি কিমাগতো ন বেতি।...কা পুনরেষা ত্বরিত-ত্বরিতম্ ইত এব আগচ্ছতি?...কথং চতুরিকা?]

(ততঃ প্রবিশতি দ্বিতীয়া চেটী)

প্রথমা—(উপসৃত্য) হলা চদুরিএ, কিং ণিমিত্তং উণ মং পরিহরিঅ এব্বং তুবরিদাএ গচ্ছীঅদি? [হলা চতুরিকে, কিং নিমিত্তং পুনঃ মাং পরিহৃত্য এবং ত্বরিতয়া গম্যতে?]

দ্বিতীয়া—হলা মনোহরিএ, আণত্তম্হি ভট্টিদারিআএ মলঅবদীএ—'হঞ্জে চতুরিএ, কুসুমাবচঅ-পরিস্সম-ণিস্সহং মে সরীরং; সরদা-দব-জণিজো বিঅ মে সংদাবো অধিঅদরং বাধেদি। তা গচ্ছ তুমং। বাল-কদলী-পত্ত-পরিক্খিত্তে চন্দন-লদাহরএ চন্দমণি-সিলা-অলং সজ্জীকরেহি'ত্তি। অনুচিট্ঠিদং অ মএ জহা আণত্তং। জাব গদুঅ ভট্টিদারিএ নিবেদেমি। [হলা মনোহরিকে, আজ্ঞপ্তাস্মি ভর্তৃদারিকয়া মলয়বত্যা 'হঞ্জে চতুরিকে, কুসুমাবচয়-পরিশ্রম-নিঃসহং মে শরীরং শরদাতপ-জনিত ইব মে সন্তাপোঽধিকতরং বাধতে। তদ্ গচ্ছ ত্বম্। বাল-কদলী-পত্র-পরিক্ষিপ্তে চন্দন-লতাগৃহে চন্দ্রমণিশিলাতলং সজ্জীকুরু' ইতি। অনুষ্ঠিতঞ্চ ময়া, যথা আজ্ঞপ্তম্। যাবদ্ গত্বা ভর্তৃদারিকায়ৈ নিবেদয়ামি।]

প্রথমা—জই এব্বং, তা লহুং গদুঅ ণিবেদেহি। জেণ সে তহিং গদাএ উবসমদি সংদাবো। [যদ্যেবং, তল্লঘু গত্বা নিবেদয় : যেনাস্যাস্তত্র গতায়া উপশাম্যতি সন্তাপঃ।]

দ্বিতীয়া—(বিহস্যাত্মগতম্) ণ ঈরিসো সে সংদাবো, জো এব্বং উপসমিস্সদি। বিবিত্ত-রমণীঅং চন্দন-লদাঘরঅং পেক্খন্তীএ অহিঅ-দরো সংদাবো হুবিস্সদি ত্তি তক্কেমি। (প্রকাশম্) তা গচ্ছ তুমং। অহম্পি 'সজ্জীকিদং মণিসিলাঅলং' ত্তি গদুঅ ভট্টিদারিআএ নিবেদেমি। [নেদৃশোঽস্যাঃ সন্তাপো য এবমুপশমিষ্যতি। বিবিক্ত-রমণীয়ং চন্দন-লতাগৃহং প্রেক্ষমাণায়া অধিকতরং সন্তাপো ভবিষ্যতীতি তর্কয়ামি। তদ্ গচ্ছ ত্বম্। অহমপি 'সজ্জীকৃতং মনিশিলাতলম্' ইতি গত্বা ভর্তৃদারিকায়ৈ নিবেদয়ামি।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

ইতি প্রবেশকঃ

॥ অথ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সোৎকণ্ঠা মলয়বতী, চেটী চ)

মলয়বতী—(নিঃশ্বস্যাত্মগতম্) হিঅঅ, তধা ণাম তস্সিং জণে লজ্জাএ পরংমুহী কদুঅ

দাণিং তহিং অত্তণা গদং সি ত্তি। অহো, দে অত্তং ভরিত্তণং। (প্রকাশম্) হঞ্জে চদুরিএ, আদেসেহি মে ভঅবদীএ আঅদণং। [হৃদয়, তথা নাম তস্মিন্ জনে লজ্জয়া পরাঙ্মুখীকৃত্য ইদানীং তত্রাত্মনা গতমসীতি। অহো, তে আত্মম্ভরিত্বম্। হঞ্জে চতুরিকে, আদিশ মে ভগবত্যা আয়তনম্।]

চেটী—(আত্মগতম্) চন্দণ-লদাঘরঅং পত্থিদা ভণাদি ভঅবদীএ আঅদণং। (প্রকাশম্) চন্দণ-লদাঘরঅং ভট্টিদারিআ পত্থিদা। [চন্দন-লতাগৃহং প্রস্থিতা ভণিতা ভগবত্যা আয়তনম্। চন্দন-লতাগৃহং ভর্তৃদারিকা প্রস্থিতা।]

নায়িকা—(সলজ্জম্) হঞ্জে, সুট্‌ঠু সুমরাবিদং। তা এহি তহিং এব্বং গচ্ছম্‌হ। [হঞ্জে, সুষ্ঠু স্মারিতম্। তদেহি, তত্রৈব গচ্ছাবঃ।]

চেটী—এদু এদু ভট্টিদারিআ। [এতু এতু ভর্তৃদারিকা।]

নায়িকা—(অন্যতো গচ্ছতি)

চেটী—(পৃষ্ঠতো দৃষ্ট্বা সোদ্বেগমাত্মগতম্) অহো, সে সুণ্ণহিঅঅত্তণং! কহং তং এব্ব দেবী-ভুবণং পত্থিদা। (প্রকাশম্) ভট্টিদারিএ, ণং ইদো চন্দণ-লদাঘরঅং। তা ইদো ইদো এহি। [অহো, অস্যাঃ শূন্য-হৃদয়ত্বম্! কথং তদেব দেবীভবনং প্রস্থিতা। ভর্তৃদারিকে, নন্বিতশ্চন্দনলতাগৃহম্। তদিত এব এহি।]

নায়িকা—(স বিলক্ষ-স্মিতং তথা করোতি)

চেটী—ইদং চন্দণ-লদাঘরঅং। তা পবিসিঅ চন্দমণি-সিলাদলে উপবিসিঅ সমস্সসদু ভট্টিদারিআ। [ইদং চন্দনলতাগৃহম্। তৎ প্রবিশ্য চন্দ্রমণি-শিলাতলে উপবিশ্য সমাশ্বসিতু ভর্তৃদারিকা।]

(উভে উপবিশতঃ)

নায়িকা—(নিঃশ্বস্য আত্মগতম্) ভঅবং কুসুমাউহ! জেণ তুমং রূপ-সোহাএ ণিজ্জিদোসি, তস্স তুএ ণ কিম্পি কিদং। মম উণ অণবরন্ধাএ বি অবলেত্তি করিঅ পহরংতো ণ লজ্জেসি? (আত্মানং নির্বর্ণ্য মদনাবস্থাং নাটয়ন্তী প্রকাশম্) হঞ্জে, কীস ঘণপল্লবে-ণিরুদ্ধ-সুরকিরণং তং এব্ব চন্দণলদা ঘরঅং ণ মে অজ্জবি সংদাব-দুক্‌খং অবণেদি! [ভগবন্ কুসুমায়ুধ! যেন ত্বং রূপশোভয়া নির্জিতোঽসি, তস্য ত্বয়া ন কিমপি কৃতম্। মম পুনরনপরাদ্ধায়া অপি অবলেতি কৃত্বা প্রহরন্ ন লজ্জসে?…হঞ্জে, কিং পুনর্ঘনপল্লব-নিরুদ্ধ-সূর্যকিরণং তদেব চন্দনলতাগৃহং ন মে অদ্যাপি সন্তাপদুঃখমপনয়তি।]

চেটী—জাণামি অহং এত্থ সংদাবস্স কারণং। কিং উণ অসম্ভাবনীঅং তি ভট্টিদারিয়া ণ তং পড়ি-বজ্জিস্সদি ত্তি। [জানাম্যহমত্র সন্তাপস্য কারণম্। কিং পুনরসম্ভাবনীয়মিতি ভর্তৃদারিকা ন প্রতিপৎস্যতে!]

নায়িকা—(আত্মগতম্) লক্‌খিদা বিঅ অহং এদাএ, তহ বি পুচ্ছিস্সং (প্রকাশম্) হঞ্জে, কিং তং ণ পড়ি-বজ্জিঅদি। তা কহেহি দাব কিং তং কারণং? […লক্ষিতেবাহমেতয়া, তথাঽপি পৃচ্ছামি।…হঞ্জে কিং তৎ ন প্রতিপদ্যতে। তৎ কথয় তাবৎ কিং তৎ কারণম্?]

চেটী—এসো দে হিঅঅ-ট্‌ঠিদো বরো। [এষ তে হৃদয়-স্থিতো বরঃ।]

নায়িকা—(সহর্ষং সসম্ভ্রমমুত্থায়, স্বিত্রাণি পদানি গত্বা) কহিং কহিং সো? [কুত্র কুত্র সঃ?]

চেটী—(উত্থায় সস্মিতম্) ভট্টিদারিএ, সো কো ? [ভর্তৃদারিকে, সঃ কঃ ?]

নায়িকা—(সলজ্জম্‌পবিশ্য অধোমুখী তিষ্ঠতি)

চেটী—ভট্টিদারিএ, এদমু হি বক্তুকামা—এসো দে হিঅঅ-ট্‌ঠিদো বরো এব্ব দেঈএ দিণ্ণো সিবিণকে। পচ্ছ বি ক্‌খণং এব্ব পবিমুক্ক-কুসুমবাণো বিঅ মঅর-দ্ধও ভট্টিদারিআএ দিট্‌ঠো ! সো দে ইমস্স সংদাবস্স কারণং, জেণ এদং সহাব-সীদলং-পি চন্দন-লদাঘরঅং ণ দে সংদাব-দুক্‌খং অবণেদি। [ভর্তৃদারিকে, এতদস্মি বক্তুকামা—এষ তে হৃদয়-স্থিতো বর এব দেব্যা দত্তঃ স্বপ্নে। পশ্চাদপি ক্ষণমেব প্রবিমুক্ত-কুসুমবাণ ইব মকর-ধ্বজো ভর্তৃদারিকয়া দৃষ্টঃ। স তে অস্য সন্তাপস্য কারণং, যেনৈতৎ স্বভাব-শীতলমপি চন্দন-লতাগৃহং ন তে সন্তাপ-দুঃখমপনয়তি।]

নায়িকা—হঞ্জে, চদুরিআ ক্‌খু তুমং। কিং দে অবরং পচ্ছাঈতাদি ? তা কহিস্সং। [হঞ্জে, চতুরিকা খলু ত্বম্। কিং তে অপরং প্রচ্ছাদ্যতে ? তৎ কথয়িষ্যামি।]

চেটী—ভট্টিদারিএ, দাণিং এব্ব কহিদং। কিং বহুণা পথানিদেশ ? অলং সংভমেণ। তা মা সংতপ্প। জই অহং চদুরিআ, তদা সোবি ভট্টিদারিঅং অবেক্‌খন্তো ণা মুহুত্তঅং পি অহি-রমিস্সদি। তা এদমু পি মত্র লক্‌খিদং। [ভর্তৃদারিকে, ইদানীমেব কথিতম্। কিং বহুনা প্রলপিতেন ? অলং সম্ভ্রমেণ। তস্মা সন্তপ্যস্ব। যদ্যহং চতুরিকা, তদা সোঽপি ভর্তৃদারিকামপ্রেক্ষমাণো ন মুহূর্তমপ্যভিরংস্যতে। তদেতদপি ময়া লক্ষিতম্।]

নায়িকা—(সাস্রম্) হঞ্জে, কুদো সম্‌হাণং এত্তিআণি ভাস-ধেসাই ? [হঞ্জে কুতোঽস্মাকম্ এতাদৃক্ ভাগধেয়ানি ?]

চেটী—ভট্টিদারিএ, মা এব্বং ভণ। কিং মহুসুঅমো বচ্ছস্মলেণ লচ্ছিং অনুব্বহন্তো নিব্বুদো হোদি ? [ভর্তৃদারিকে, মৈবং ভণ। কিং মধুসূদনো বক্ষঃস্থলেন লক্ষ্মীমনুদ্বহন্ নিবৃত্তো ভবতি ?]

নায়িকা—কিং সুঅনো পিঅং বজ্জিঅ ভণিদুং জাণাদি ? সহি, অদো বি মে সংদাবো অধিঅ-দরং বাধেদি, জং সো মহানুভাও বাসাজমত্তএণ বি মএ ণ সম্ভাবিদো। সো অকিদ-পড়িবত্তী অদক্‌খিনেত্তি মং সম্ভাবইস্সদি। [কিং সুজনঃ প্রিয়ং বর্জয়িত্বা অন্যং ভণিতুং জানাতি ? সখি, অতোঽপি সন্তাপোঽধিকতরং বাধতে যৎ স মহানুভাবো বাঙ্‌মাত্রেণাপি ময়া ন সম্ভাবিতঃ। সোঽপ্যকৃত-প্রতিপত্তি-রদাক্ষিণ্যেতি মাং সম্ভাবয়িষ্যতীতি।] (ইতি রোদিতি।)

চেটী—ভট্টিদারিএ, মা রোদ। অহবা কহং ন রোইস্সদি ? অহিও সে হিঅঅস্স সংদাবো অধিঅ-দরং বড্‌ঢ়তি। তা কিং দাণীং এত্থ করইস্সং ? তা দাব চন্দণ-লদা পল্লব রসং সে হিঅএ দাইস্সং। [উত্থায় চন্দন-পল্লবং গৃহীত্বা নিষ্পীড্য হৃদয়ে দদাতি।] ভট্টিদারিএ, নং ভণামি, মা রোদ। অঅং ক্‌খু ঈরিসো চন্দন-রসো ইমেহিং অণবরদ-পড়ংতেহিং বাহ-বিংদুহিং উণ্‌হী-কিদো ণ দে হিঅঅস্স এদং সংদাবং অবনেদি ! [ভর্তৃদারিকে, মা রুদিহি। অথবা কথং ন রোদিষ্যতি ? অধিকোঽস্যা হৃদয়স্য সন্তাপোঽধিকতরং বর্ধতে। তৎ কিমিদানীমত্র করিষ্যে ! তদ্ যাবৎ চন্দন-লতা-পল্লব-রসমস্যা হৃদয়ে দাস্যে। ভর্তৃদারিকে, ননু ভণামি, মা রুদিহি। অয়ং খল্বীদৃশশ্চন্দনরস এভি-রনবরত-পতদ্ভি-র্বাষ্পবিন্দুভিরুষ্ণীকৃতো

ন তে হৃদয়স্য এতং সন্তাপমপনয়তি !)

(কদলীপত্রমাদায় বীজয়তি)

নায়িকা—(হস্তেন নিবারয়তি) সহি, মা বীজেহি। উণ্হো ক্খু এসো কঅলী-দল-মারুদো। [সখি, মা বীজয়। উষ্ণঃ খল্বেষ কদলী-দল-মারুতঃ।]

চেটী—ভট্টিদারিএ, মাং ইমস্স দোসং কহেহি কর্ণসি ঘণচন্দণলতাপল্লবসংসংগসীদলংপি ইমং। ণীসাসেহি তুমং বিঅ কদলীদল মারুতাং উণ্হ্য ॥ ১ ॥ [ভর্তৃদারিকে, মাঽস্য দোষং কথয় করোষি ঘনচন্দনলতাপল্লবসংসর্গশীতলমপীমম্। নিঃশ্বাসৈস্তমেব কদলীদলমারুতমুষ্ণম্ ॥ ১ ॥]

নায়িকা—(সাস্রম্) সহি, অত্থি কোবি ইমস্স সংদাবস্স উবসমোবাও ? [সখি, অস্তি কোঽপি অস্য সন্তাপস্য উপশমোপায়ঃ ?]

চেটী—ভট্টিদারিএ, অত্থি। জদি সো এত্থ আঅচ্ছদি। [ভর্তৃদারিকে, অস্তি। যদি সোঽত্রাগচ্ছতি।]

(ততঃ প্রবিশতি নায়কো বিদূষকশ্চ)

নায়কঃ—

ব্যাবৃত্ত্যা সিতাসিতেক্ষণ-রুচা তানাশ্রমে শাখিনঃ
কুর্বত্যা বিটপাবসক্ত-বিলসৎ-কৃষ্ণাজিনৌঘানিব।
যদ্ দৃষ্টোঽস্মি তয়া মুনেরপি পুরস্তেনৈব মধ্যাহতে
পুষ্পেষো ! ভবতা মুধৈব কিমিতি ক্ষিপ্যন্ত এতে শরাঃ ? ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ- ভো বঅস্স, কহিং ক্খু দে গদং তং ধীরত্তণং ? [ভো বয়স্য, কুত্র খলু তে গতং তৎ ধীরত্বম্ ?]

নায়কঃ—বয়স্য, ননু ধীর এবাস্মি, কুতঃ,

নীতাঃ কিং ন নিশাঃ শশাঙ্ক-ধবলাঃ ? নাঘ্রাতমিন্দীবরং ?
কিং নোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ সোঢ়াঃ প্রদোষানিলাঃ ?
ঝঙ্কারাঃ কমলাকরে মধুলিহাং কিং বা ময়া ন শ্রুতাঃ ?
নির্ব্যাজং বিধুরেষ্বধীর ইতি মাং যেনাভিধত্তে ভবান্ ? ॥ ৩ ॥

(বিচিন্ত্য) অথবা মৃষা নাভিহিতং, বয়স্য আত্রেয়, নন্বধীর এবাস্মি।

স্ত্রী-হৃদয়েন ন সোঢ়াঃ
ক্ষিপ্তাঃ কুসুমে ষোঽপ্যনঙ্গেন।
যেনাদ্যৈব পুরস্তব বদামি
ধীর ইতি স কথমহম্ ? ॥ ৪ ॥

বিদূষক—(আত্মগতম্) এব্বং অধীরত্তণং পড়ি-বজ্জন্দেণ আবি-ক্কিদো অণেণ মহন্দো হিঅঅস্য আবেগো ! তা জাব কহং এব্ব এদং অব-কিখ্বামি। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স, কীণ উণ অজ্জ তুমং লহু বিঅ গুরুঅণং ণ সুস্সুসিঅ ইহ আগদো ? [এবমধীরত্বং প্রতিপদ্যমানেনাবিষ্কৃতোঽনেন মহান্ হৃদয়স্যাবেগঃ। তদ্ যাবৎ কুত্রৈব এনম্ অপাক্ষিপামি। ভো বয়স্য, কথং পুনরদ্য ত্বং লঘুরিব গুরুজনং ন শুশ্রূষিত্বা ইহাগতঃ ?]

নায়কঃ—বয়স্য, স্থানে খল্বেষ প্রশ্নঃ, কস্য বান্যস্যৈতৎ কথনীয়ম্ ? অদ্য খলু স্বপ্নে জানামি—সৈব প্রিয়তমা (অঙ্গুল্যা নির্দিশন্) অত্র চন্দনলতা-গৃহে চন্দ্রকান্ত-মণি-

শিলায়ামুপবিষ্টা প্রণয়কুপিতা, কিমপি মামুপলভমানেব রুদতী ময়া দৃষ্টা। তদিচ্ছামি স্বপ্নানুভূত-দয়িতা-সমাগম-রম্যে অস্মিংশ্চন্দনলতাগৃহে দিবসশেষং সমতিবাহয়িতুম্। তদেহি, গচ্ছাবঃ। (পরিক্রামতঃ।)

চেটী–(কর্ণং দত্ত্বা সসম্ভ্রমম্) ভট্টিদারিএ, পদ-সদ্দো বিঅ। [ভর্তৃদারিকে, পদশব্দ ইব]

নায়িকা–(সসম্ভ্রমমাত্মানং পশ্যন্তী) হঞ্জে, মা ঈরিসং আআরং পেক্খিঅ কোবি মে হিঅঅং কলইস্সদি। তা উট্ঠেহি, ইমিণা রত্তাসোঅ-পাদবেণ অন্তরিদা পেক্খম্হ দাব কো এসো ত্তি। [হঞ্জে, মা ঈদৃশমাকারং প্রেক্ষ্য কোঽপি মে হৃদয়ং কলয়িষ্যতি। তদুত্তিষ্ঠ, অনেন রক্তাশোক-পাদপেন অন্তরিতে প্রেক্ষাবহে তাবৎ ক এষ ইতি।]

[তথা কুরুতঃ]

বিদূষক–এদং তং চন্দণ-লদা-ঘরং, তা এহি পবিসম্হ। [ইদং চন্দন-লতা-গৃহম্। তদেহি প্রবিশাবঃ।] (নাট্যেন প্রবিশতঃ)

নায়ক–

চন্দন-লতাগৃহমিদং সচন্দ্রমণিশিলমপি প্রিয়ং ন মম।
চন্দ্রাননয়া রহিতং চন্দ্রিকয়া মুখমিব নিশায়াঃ ॥ ৫ ॥

চেটী–(দৃষ্ট্বা) ভট্টিদারিএ, দিট্ঠিআ বড্ঢসি! এসো এব্ব ণং দে হিঅঅ-বল্লহো জণো। [ভর্তৃদারিকে, দিষ্ট্যা বর্ধসে। এষ এব ননু তে হৃদয়বল্লভো জনঃ।]

নায়িকা–(দৃষ্ট্বা সহর্ষম্ সসাধ্বসঞ্চ) হঞ্জে, ইদং পেক্খিঅ অদি-সদ্ধসেণ ণ সক্কুণোমি ইহ এব্ব অসণ্ণে চিট্ঠিদুং, কদাবি এসো মং পেক্খদি, তা এহি অণ্ণদো গচ্ছম্হ। (সোৎকণ্ঠং পদং দত্ত্বা) হঞ্জে, বেবংত্তি মে উরঅ। [হঞ্জে, এনং প্রেক্ষ্য অতি-সাধ্বসেন ন শক্নোমি ইহ এব আসনে স্থাতুং, কদাপি এষ প্রেক্ষতে। তদেহি অন্যতো গচ্ছাবঃ। বেপতে মে উরঃ।]

চেটী–(বিহস্য) অই কাদরে, ইহ ট্ঠিদং তুমং কো পেক্খদি? ণং বিসুমরিদো দে অঅং রত্তাসোঅ-পাদবো? তা ইহ এব্ব উববিসিঅ চিট্ঠেম্হ। [অয়ি কাতরে, ইহ স্থিতাং ত্বাং কঃ প্রেক্ষতে? ননু বিস্মৃতস্তে অয়ং রক্তাশোক-পাদপঃ তদিহৈব উপবিশ্য তিষ্ঠাবঃ।]

(তথা কুরুতঃ।)

বিদূষকঃ–(নিরূপ্য) ভো বঅস্স, এসা সা চন্দমণি-সিলা। [ভো বয়স্য, এষা সা চন্দ্রমণি-শিলা।]

নায়কঃ–(সবাষ্পং নিঃশ্বসিতি।)

চেটী–ভট্টিদারিএ, সিবিণ-আলাবো বি সুনীঅদি! তা অবহিদা দাব সুণম্হ। স্বপ্নালাপোঽপি শ্রূয়তে, তদবহিতে তাবৎ শৃণুবঃ।] (উভে আকর্ণয়তঃ।)

বিদূষকঃ–(হস্তেন চালয়ন্) ভো বঅস্স, ণং ভণামি, এ সা সা চন্দমণিসিলেত্তি। [ভো বয়স্য, ননু ভণামি, এষা সা চন্দ্রমণি-শিলেতি।]

নায়কঃ–(সবাষ্পং নিঃশ্বস্য) সম্যগুপলক্ষিতম্। (হস্তেন নির্দিশ্য)

শশিমণি-শিলা সেয়ং, যস্যাং বিপাণ্ডুরমাননং
করকিসলয়ে কৃত্বা বামে ঘনশ্বাসিতোদ্গমা।

চিরয়তি ময়ি ব্যক্তাকূতা মনাক্ স্ফুরিতাধরা
নিয়মিত মনো-মন্যু-দৃষ্টা যয়া রুদতী প্রিয়া ॥ ৬ ॥

ততস্তস্যামেব চন্দ্রমণি-শিলায়ামুপাবিশাবঃ।

নায়িকা—(বিচিন্ত্য) হঞ্জে, কা উণ এসা হুবিস্সদি ?

[হঞ্জে, কা পুনরেষা ভবিষ্যতি ?]

চেটী—ভট্টিদারিএ, জধা অম্হে ওবারিদা দাব এদং পেক্খম্হ, মা ণাম তুমংপি এব্বং দিট্ঠা। [ভর্তৃদারিকে, যথা আবাম্ অপবারিতে তাবৎ এতৎ প্রেক্ষাবহে, মা নাম ত্বমপি এবং দৃষ্টা।]

নায়িকা—জুজ্জদি এদং। কিং উণ পণঅ-কুবিদং পিঅ-এণং হিঅএ করিঅ মংতেদি ? [যুজ্যতে এতৎ। কিং পুনঃ প্রণয়-কুপিতং প্রিয়জনং হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়তি ?]

চেটী—ভট্টিদারিএ, মা ঈরিসিং সংকং করেহি। পুণোবি দাব সুণম্হ। [ভর্তৃদারিকে, মা ঈদৃশীং শঙ্কাং কুরুষ্ব। পুনরপি তাবৎ শৃণুবঃ।]

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) অহিরমদি এসো এদাএ কহাএ। ভোদু এদং এব্ব বড্ঢাইস্সং। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স, তদা সা তুএ রুদন্তী কিং ভণিদা ? [অভিরমতে এষ এতয়া কথয়া। ভবতু এ তামেব বর্ধয়িষ্যামি। ভো বয়স্য, তদা সা ত্বয়া রুদিতা কিং ভণিতা ?]

নায়কঃ—বয়স্য, ইদমুক্তা,

নিষ্যন্দত ইবানেন মুখচন্দ্রোদয়েন তে।
এতদ্ বাষ্পাম্বুনা সিক্তং চন্দ্রকান্ত-শিলাতলম্ ॥ ৭ ॥

নায়িকা—(সরোষম্) চদুরিএ, অত্থি কিং অদো বি অববং সোদধ্বং ? তা এহি। গচ্ছম্হ অম্নদো। [চতুরিকে, অস্তি কিম্ অতোঽপি অপরং শ্রোতব্যম্ ? তদেহি। গচ্ছাবোঽন্যতঃ।]

চেটী—(হস্তে গৃহীত্বা) ভট্টিদারিএ, এব্বং মা ভণ, তুমং এব্ব সিবিণিএ দিট্ঠা। ণ এদাস্স অণস্সিং দিট্ঠী অহি-রমদি। [ভর্তৃদারিকে, এবং মা ভণ। ত্বমেব স্বপ্নে দৃষ্টা। ন এতস্য অন্যস্যাং দৃষ্টিরভিরমতে।]

নায়িকা—ণ মে হিঅঅং পতিআঅদি। তা কহাবসাণং দাব পড়িবালেম্হ। [ন মে হৃদয়ং প্রত্যেতি। তৎ কথাবসানং যাবৎ প্রতিপালয়াবঃ।]

নায়কঃ—বয়স্য, জানে তামেবাস্যাং শিলায়ামালিখ্য, তয়া চিত্রগতয়া আত্মানং বিনোদয়ামীতি। তদিত গিরিতটান্মনঃশিলাশকলান্যাদায় আগচ্ছ।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। (পরিক্রম্য। গৃহীত্বোপসৃত্য) ভো বঅস্স, তুএ এক্কো বণ্ণও আণত্তো। মত্র উণ পঞ্চ-জাঈআ বণ্ণআ আণীদা। তা আলিহদু ভবং। (উপনয়তি)

[যৎ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি। ভো বয়স্য, ত্বয়া একো বর্ণক আজ্ঞপ্তঃ। ময়া পুনঃ পঞ্চ-জাতীয়া বর্ণকা আনীতাঃ। তদালিখতু ভবান্।]

নায়কঃ—বয়স্য, সাধু কৃতম্। (গৃহীত্বা শিলায়াম্ আলিখন্ সরোমাঞ্চম্) সখে পশ্য,

অক্লিষ্ট-বিম্ব-শোভাধরস্য নয়নোৎসবস্য শশিন ইব।
দয়িতা-মুখস্য সুখয়তি রেখাঽপি প্রথমদৃষ্টেয়ম্ ॥ ৮ ॥

(লিখতি)

বিদূষকঃ—(সকৌতুকং নির্বর্ণ্য) অপচ্চক্খেবি এব্বং ণাম রূঅং লিহীঅদি, অহো অচ্ছরিঅং ? [অপ্রত্যক্ষেঽপি এবং নাম রূপং লিখ্যতে, অহো আশ্চর্যম্ ।]

নায়কঃ—(সস্মিতম্) বয়স্য, কিমত্রাশ্চর্যম্ ?

প্রিয়া সন্নিহিতৈবেয়ং, সংকল্পৈঃ স্থাপিতা পুরঃ ।
দৃষ্টা দৃষ্টা লিখাম্যেনাং যদি, তৎ কোঽত্র বিস্ময়ঃ ? ॥ ৯ ॥

নায়িকা—(সাস্রম্) চদুরিএ, জাণিদং ক্খু কহাবসাণং ! তা এহি মিতাবসুং পেক্খম্হ । [চতুরিকে, জ্ঞাতং খলু কথাবসানম্ । তদেহি, মিত্রাবসুং প্রেক্ষাবহে ।]

চেটী—(সবিষাদমাত্মগতম্) হং, জীবিদ-ণিরবেক্খো বিঅ সে আলাবো । (প্রকাশম্) ভট্টিদারিএ, ণং গদা এব্ব তহিং মণোহারিআ । তা কদাবি ভট্টা মিত্তাবসূ ইহ এব্ব আঅচ্ছদি । [হং, জীবিত-নিরপেক্ষ ইবাস্যা আলাপঃ । ভর্তৃদারিকে, ননু গতা এব তত্র মনোহারিকা । তৎ কদাপি ভর্তা মিত্রাবসুরিহৈবাগচ্ছতি ।]

(ততঃ প্রবিশতি মিত্রাবসুঃ)

মিত্রাবসুঃ—আজ্ঞাপিতোঽস্মি তাতেন যথা,—'বৎস মিত্রাবসো, জীমূতবাহনোঽস্মাভিরিহাসন্নভাবাৎ সুপরীক্ষিতোঽয়ম্ । কুতোঽস্মাদ্ যোগ্যো বরঃ ? তদস্মৈ বৎসা মলয়বতী প্রতিপাদ্যতাম্' ইতি । অহং তু স্নেহপরাধীনতয়া অন্যদেব কিমপ্যবস্থান্তরমনুভবামি । অন্যচ্চ—

যদ্ বিদ্যাধর-রাজবংশ-তিলকঃ, প্রাজ্ঞঃ, সতাং সম্মতো
রূপেণাপ্রতিমঃ, পরাক্রমধনো, বিদ্বান্ বিনীতো যুবা ।
যচ্চাসূনপি সন্ত্যজেৎ করুণয়া সত্ত্বার্থ মভ্যুদ্যত—
স্তেনাস্মৈ দদতঃ স্বসারমতুলা তুষ্টি র্বিষাদশ্চ মে ॥ ১০ ॥

শ্রুতঞ্চ যথা, জীমূতবাহনো গৌরীশ্রম-সম্বন্ধে চন্দন-লতাগৃহে বর্তত ইতি, তদেতৎ চন্দন-লতাগৃহম্ । যাবৎ প্রবিশামি । (প্রবিশতি)

বিদূষকঃ—(সসম্ভ্রমমবলোক্য) ভো বঅস্স, পচ্ছাদেহি ইমিণা কঅলী-বত্তেণ ইমং চিত্তগদং কণ্ণঅং, এসো ক্খু সিদ্ধ-জুবরাও মিত্তাবসূ ইহ আঅদো কদাবি পেক্খিস্সদি । [ভো বয়স্য, প্রচ্ছাদয়ানেন কদলী পত্রেণ ইমাং চিত্রগতাং কন্যকাম্ । এষ খলু সিদ্ধ-যুবরাজো মিত্রাবসুরিহাগতঃ কদাপি প্রেক্ষিষ্যতে ।]

নায়কঃ—(কদলী-পত্রেণ প্রচ্ছাদয়তি ।)

মিত্রাবসুঃ—(প্রবিশ্য) কুমার, মিত্রাবসুঃ প্রণমতি ।

নায়কঃ—(দৃষ্ট্বা) মিত্রাবসো, স্বাগতম্ । ইতঃ স্থীয়তাম্ ।

চেটী—ভট্টিদারিএ, আঅদো ভট্টা মিত্তাবসূ । [ভর্তৃদারিকে, আগতো ভর্তা মিত্রাবসুঃ [

নায়িকা—হঞ্জে, পিঅং মে । [হঞ্জে, প্রিয়ং মে]

নায়কঃ—মিত্রাবসো, অপি কুশলী সিদ্ধরাজো বিশ্বাবসুঃ ?

মিত্রাবসুঃ—কুশলী তাতঃ । তাত-সন্দেশেনাস্মি ত্বৎসকাশমাগতঃ ।

নায়কঃ—কিমাহ তত্রভবান্ ?

নায়িকা—সুণিস্সং দাব, কিং তাদেণ কুসলং সংদিট্‌ঠং ত্তি । (শ্রোষ্যামি তাবৎ, কিং তাতেন কুশলং সন্দিষ্টমিতি ।)

মিত্রাবসুঃ—(সাস্রম্) ইদমাহ—'তাত, অস্তি মে মলয়বতী নাম কন্যা জীবিতমিবাস্য, সর্বস্যৈব চ সিদ্ধরাজান্বয়স্য । সা ময়া তুভ্যং প্রতিপাদ্যতে । প্রতিগৃহ্যতাম' ইতি ।

চেটী—(বিহস্য) ভট্টিদারিএ, কিং ণ কুপ্পসি দাণীং। [ভর্তৃদারিকে, কিং ন কুপ্যসীদানীম্ ?]

নায়িকা—(সস্মিতং সলজ্জং চ অধোমুখী স্থিতা)
হঞ্জে, মা হস, কিং বিসুমরিদং দে এদস্স অণ্ণ হিঅঅত্তণং ? [হঞ্জে, মা হস, কিং বিস্মৃতং তে এতস্যান্যহৃদয়ত্বম্ ?]

নায়কঃ—(অপবার্য) বয়স্য, সংকটে পতিতাঃ স্মঃ।

বিদূষকঃ—(অপবার্য) ভো, জাণামি, ণ তং বজ্জিঅ তে অণ্ণস্মিং চিত্তং অহিরমদি ; তা জং কিংপি ভণিঅ বিসজ্জীঅদু এসো। [ভো জানামি, ন তং বর্জয়িত্বা তে অনস্মিন্ চিত্তমভিরমতে ; তৎ যৎ কিঞ্চিদপি ভণিত্বা বিসৃজ্যতামেষঃ।]

নায়িকা—(সরোষমাত্মগতম্) হদাস, কো বা এদং ণ জাণাদি ? [হতাশ, কো বা এতন্ন জানাতি ?]

নায়কঃ—ক ইহ নেচ্ছতি ভবদ্ভিঃ সহ শ্লাঘ্যমীদৃশং সম্বন্ধম্ ? কিন্তু ন শক্যতে চিত্তমন্যতঃ প্রবৃত্তমন্যতঃ প্রবর্তয়িতুম্। ততো নাহমেনাং প্রতিগ্রহীতুমুৎসহে।

নায়িকা—(মূর্ছাং নাটয়তি)

চেটী—সমস্সসদু সমস্সসদু ভট্টিদারিআ ! (সমাশ্বসিতু, সমাশ্বসিতু, ভর্তৃদারিকা !)

বিদূষকঃ—ভো পরাধীণো কখু এসো, কিং এদিণা অব্ভত্থিদেন ? তা গুরুঅণং সে গদুঅ অব্ভেট্ঠেহি। [ভোঃ, পরাধীনঃ খলু এষঃ কিমনেনাভ্যর্থিতেন ? তদ্ গুরুজনমস্য গত্বা অভ্যর্থয়।]

মিত্রাবসুঃ—(আত্মগতম্) সাধূক্তম্ ; নায়ং গুরুজনমতিক্রামতি। এষ গুরুরপ্যস্মিন্নেব গৌর্যাশ্রমে প্রতিবসতি। তদ্ যাবদ্ গত্বা অস্য পিত্রা মলয়বতীং গ্রাহয়ামি।

নায়িকা—(সমাশ্বসিতি।)

মিত্রাবসুঃ—(প্রকাশম্) এবং নিবেদিতাত্মানোঽস্মান্ প্রত্যাচক্ষাণঃ কুমার এব বহুতরং জানাতি।

নায়িকা—(সরোষং বিহস্য) কহং পচ্চাকখান—লহু মিত্রাবসু পুণো বি মন্তেদি ? (কথং প্রত্যাখ্যান-লঘু মিত্রাবসুঃ পুনরপি মন্ত্রয়তি ?)

মিত্রাবসুঃ—(নিষ্ক্রান্তঃ।)

নায়িকা—(সাস্রমাত্মানং পশ্যন্তী, আত্মগতম্) কিং মম এদিণা দোহগ্গ-মইলেণ দুক্খ-ভাইণা অজ্জবি সরীরেণ ধারিদেণ ? তা ইহ এব্ব অসোঅ-পাঅবে ইমাএ অদিমুত্ত-লদাএ উব্বংধিঅ অত্তাণং বাবাদইস্সং, তা এ দং এব্বং দাব। (প্রকাশং বিলক্ষ-স্মিতেন) হঞ্জে পেকখ দাব মিত্তাবসু গদো ণ বেত্তি, জেণ অহম্পি ইদো গমিস্সং। [কিং মম এতেন দৌর্ভাগ্য-মলিনেন দুঃখ-ভাগিনা অদ্যাপি শরীরেণ ধারিতেন ? তদিহৈব অশোক-পাদপে অনয়া অতিমুক্ত-লতয়া উদ্বধ্য আত্মানং ব্যাপাদয়িষ্যামি। তদিদমেবং তাবৎ। হঞ্জে, প্রেক্ষস্ব তাবৎ মিত্রাবসুর্গতো ন বেতি, যেন অহমপি ইতো গমিষ্যামি।]

চেটী—(কতিচিৎ পদানি গত্বা অবলোক্য, আত্মগতম্) অণ্ণারিসং সে হিঅঅং পেকখামি। তা ণ গমিস্সং। ইহ এব্ব ওবারিদা পেকখামি, কিং এসা পরিবজ্জদি ত্তি। [অন্যা-দৃশমস্যা হৃদয়ং প্রেক্ষে। তন্ন প্রতিপদ্যাতে ইতি।]

নায়িকা—(দিশোঽবলোক্য, পাশং গৃহীত্বা সাস্রম্) ভঅবদি গোরি ! তু এ ইহ ণ কিদো

পসাদো, তা জম্মন্তরে জধা ণ ঈরিসী দুক্খ-ভাইণী হোমি, তথা করেসি। [ভগবতি গৌরি, ত্বয়া ইহ ন কৃতঃ প্রসাদঃ। তৎ জন্মান্তরে যথা না ঈদৃশী দুঃখ-ভাগিনী ভবামি, তথা করিষ্যসি।] (ইত্যভিধায় কণ্ঠে পাশমর্পয়তি।)

চেটী—(দৃষ্ট্বা সসম্ভ্রমমুপসৃত্য) পলিত্তাঅদু, পলিত্তাঅদু অজ্জো। এসা ভট্টিদারিআ উব্বন্ধিঅ অত্তাণঅং বাবাদেদি। [পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তামার্য:, এষা ভর্তৃদারিকা উদ্‌বধ্যাত্মানং ব্যাপাদয়তি।]

নায়কঃ—(সসম্ভ্রমমুপসৃত্য) ক্কাসৌ? ক্কাসৌ?

চেটী—ইঅং অশোঅ-পাদবে। (ইয়মশোকপাদপে।)

নায়কঃ—(সহর্ষমবলোক্য) সৈবেয়মস্মন্মনোরথ-ভূমিঃ! (নায়িকাং পাণৌ গৃহীত্বা লতা-পাশমাক্ষিপতি।)

ন খলু ন খলু মুগ্ধে! সাহসং কার্যমীদৃক্‌
ব্যপনয় করমেতং পল্লবাভং লতায়াঃ।
কুসুমমপি বিচেতুং যো ন মন্যে. সমর্থঃ
কলয়তি স কথং তে পাশমুদ্‌বন্ধনায়? ॥ ১১ ॥

নায়িকা—(সসাধ্বসম্‌) হঞ্জে. কো উণ এসো? (নিরূপ্য সরোষং হস্তমাক্ষেপ্তুমিচ্ছতি) মুঞ্চ মুঞ্চ অগ্গহত্থম্‌, কো তুমং ণিবারেদুং? মরণে বি কিং তুমং অব্ভত্থণীও? [হঞ্জে. কঃ পুনরেষঃ? মুঞ্চ মুঞ্চাগ্রহস্তং, কস্ত্বম্‌ নিবারয়িতুং? মরণেঽপি কিং ত্বমভ্যর্থনীয়ঃ?]

নায়কঃ—নাহং মুঞ্চামি,

কণ্ঠে হার-লতা-যোগ্যে যেন পাশস্ত্বয়ার্পিতঃ।
গৃহীতঃ সাপরাধোঽয়ং কথং তে মুচ্যতে করঃ? ॥ ১২ ॥

বিদূষকঃ—হোদু, কিং উণ সে ইমস্স মরণ-বচসায়স্স কারণং? [ভবতু. কিং পুনরস্যা অস্য মরণ-ব্যবসায়স্য কারণম্‌?]

চেটী—ণং এসো এব্ব দে পিঅ-বঅস্সো। [নন্বেষ এষ এব তে প্রিয়বয়স্যঃ।]

নায়কঃ—কথমহমেবাস্যা মরণকারণম্‌? ন খল্ববগচ্ছামি।

বিদূষকঃ—ভোদি, কহং বিঅ? [ভবতি, কথমিব?]

চেটী—(সাকূতম্‌) পিঅ-বঅস্সেণ দে কাবি হিঅঅ-বল্লহা সিলাঅলে আলিহিদা। তাএ পক্‌খবাদিণা এদেণ পডিবাদঅন্তস্স বি মিত্তাবসুণোণাহং পত্তিচ্ছিদে ত্তি জাদ-ণিব্বেদাএ ইমাএ এব্বং ব্ববসিদং। [প্রিয়-বয়স্যেন তে কাপি হৃদয়-বল্লভা শিলাতলে আলিখিতা। তস্যাঃ পক্ষপাতিনা এতেন প্রতিপাদয়তোঽপি মিত্রাবসোর্নাহং প্রতীষ্টেতি জাত-নির্বেদয়া অনয়া এবং ব্যবসিতম্‌।]

নায়কঃ—(সহর্ষমাত্মগতম্‌) কথম্‌! ইয়মেবাসৌ বিশ্বাসসোদুহিতা মলয়বতী! অথবা রত্নাকরাদ্‌ ঋতে কুতশ্চন্দ্রলেখায়াঃ প্রসূতিঃ? হা, কথং বঞ্চিতোঽস্মি অনয়া?

বিদূষকঃ—ভোদি, জই এব্বং তা অণবরাদ্ধো দাণীং পি পিঅ-বঅস্সো। অহবা জই মম ণ পত্তিআঅদি, তদা সঅং এব্ব সিলাঅলং গদুঅ পেক্‌খদু ভোদী। [ভবতি, যদ্যেবং, তদনপরাদ্ধ ইদানীং প্রিয়-বয়স্যঃ। অথবা যদি মম ন প্রত্যেতি, তদা স্বয়মেব শিলাতলং গত্বা প্রেক্ষতাং ভবতী।]

নায়িকা—(সহর্ষং কলঙ্কজন্তু নায়কং পশ্যন্তী হস্তমাকর্ষতি।)

নায়কঃ—(সস্মিতং) ন তাবন্মুঞ্চামি যাবন্মম হৃদয়-বল্লভাং শিলায়ামালেখ্যগতাং ন পশ্যসি।

(সর্বে পরিক্রামন্তি।)

বিদূষকঃ—(কদলীপত্রমপনীয়) ভোদি, পেক্খ এদং সে হিঅঅ-বল্লহং জণং। [ভবতি, পেক্ষস্ব এতমস্য হৃদয়-বল্লভং জনম্।]

নায়িকা—(নিরূপ্যাপবার্য সস্মিতম্) চদুরিএ, অহং বিঅ আলিহিদা।

[চতুরিকে, অহমিবালিখিতা।]

চেটী—(চিত্রাকৃতিং নায়িকাং চ নির্বর্ণ্য) ভট্টিদারিএ, কিং ভণসি ? অহং বিঅ আলিহিদেত্তি ? ঈরিসং সোসারিচ্ছং, জেণ ণ জানীআদি, কিং দাব হুই এব্ব সিলাঅলে ভট্টিদারিআ এ পড়িবিম্বং সংকন্তং, উদ তুমং আলিহিদে ত্তি। [ভর্তৃদারিকে, কিং ভণসি ? অহমিব আলিখিতেতি ? ঈদৃশং সৌসাদৃশ্যং, যেন ন জ্ঞায়তে, কিং তাবদিহৈব শিলাতলে ভর্তৃদারিকায়াঃ প্রতিবিম্বং সংক্রান্তম্, উত ত্বমালিখিতেতি।]

নায়িকা—(বিহস্য) হঞ্জে, দুজ্জনী-কিদম্হি ইমিণা মং চিত্তগদং দংসঅন্তেণ। [হঞ্জে, দুর্জনীকৃতাস্মি অনেন মাং চিত্রগতাং দর্শয়তা।]

বিদূষকঃ নিব্বুত্ত দানীং দে গন্ধব্বো বিআহো। তা মুঞ্চ দাব সে অগ্গ-হত্থং। এষা ক্খু কাপি তুরিদ-তুরিদা ইহ এব্ব আঅচ্ছদি। [নিবৃত্ত ইদানীং তে গান্ধর্বো বিবাহঃ। তন্মুঞ্চ তাবদস্যা অগ্রহস্তম্। এষা খলু কাপি ত্বরিত-ত্বরিতা ইহৈবাগচ্ছতি।]

নায়কঃ—(মুঞ্চতি।)

(ততঃ প্রবিশতি চেটী।)

চেটী (সহর্ষম্) ভট্টিদারিএ, দিট্ঠিআ বড্ঢসি। পড়িচ্ছিদা ক্খু তুমং ভট্টিও জীমূদবাহণস্স গুরূহিং। [ভর্তৃদারিকে, দিষ্ট্যা বর্ধসে। প্রতীষ্টা খলু ত্বং ভর্তৃজীমূতবাহনস্য গুরুভিঃ।]

বিদূষকঃ—(নৃত্যন্) হী হী ভো। সম্পুণ্ণো মনোরহো পিঅ-বঅস্সস্স। অহবা ণহি ণহি, ভোদীএ মলঅবদীএ। অহবা ণ এদাণং। (ভোজনমভিনয়ন্) মম এব্ব এক্কস্স বম্হণস্স।

[হী হী ভোঃ। সম্পূর্ণো মনোরথঃ প্রিয়বয়স্যস্য। অথবা ন হি, ন হি, ভবত্যাঃ মলয়বত্যাঃ। অথবা নৈতয়োঃ, মমৈক একস্য ব্রাহ্মণস্য।]

চেটী—(নায়িকামুদ্দিশ্য) আণত্তম্হি জুবরাঅ-মিত্তাবসুণা। জহ 'অজ্জ এব্ব মলঅবদীএ বিআহো। তা লহুং তং গেণ্হিঅ আঅচ্ছত্তি। তা এহিং গচ্ছম্হ। [আজ্ঞপ্তাস্মি যুবরাজ-মিত্রাবসুনা। যথা—'অদ্যৈব মলয়বত্যাঃ বিবাহঃ। তল্লঘু তাং গৃহীত্বা আগচ্ছ' ইতি। তদেহি গচ্ছাবঃ।]

বিদূষকঃ—গদা ক্খু তুমং দাসীএ ধীএ ! এদং গেণ্হিঅ। বঅস্সেণ কিং ইহ এব্ব অবত্থিদব্বং ? [গতা খলু দাস্যাঃ পুত্রি ! বয়স্যেন কিমিহৈব অবস্থাতব্যম্ ?]

চেটী—হদাস, মা তুবর তুবর। তুম্হাণং পি ণ্হবণঅং আঅদং এব্ব। [হতাশ, মা ত্বরস্ব। যুষ্মাকমপি স্নপনকম্ আগতমেব।

নায়িকা—(সানুরাগং সলজ্জঞ্চ নায়কং পশ্যন্তী সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা।)

বৈতালিকঃ—(নেপথ্যে পঠতি।)

পিষ্টাতকস্য দ্যুতিমিহ মলয়ে মেরুতুল্যাং দধানঃ
সদ্যঃ সিন্দূর-দূরীকৃত-দিবসসমারম্ভ-সন্ধ্যাহহতপশ্রীঃ।
উদ্‌গীতৈরঙ্গনানাং চল-চরণ-রণন্‌-নূপুর-হ্রাদ-হৃদ্যো-
রুম্বাহ-স্নানবেলাং কথয়তি. ভবতঃ সিদ্ধয়ে সিদ্ধলোকঃ ॥ ১৩ ॥

বিদূষকঃ—(অকর্ণ্য) ভো বঅস্স. দিট্‌ঠিআ আগদং ণ্হবণঅং। [ভো বয়স্য, দিষ্ট্যা আগতং স্নপনকম্‌।]

নায়কঃ—(সহর্ষম্‌) যদ্যেবং, কিমিদানীমিহ স্থিতেন? আগচ্ছ। তাতং নমস্কৃত্য স্নান-ভূমিমেব গচ্ছাবঃ!

অন্যোন্যপ্রীতিকৃতঃ সমানরূপানুরাগকুলবয়সাম্‌।
কেষাঞ্চিদেব মন্যে সমাগমো ভবতি পুণ্যবতাম্‌ ॥ ১৪ ॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(এতঃ প্রবিশতি মত্তো বিচিত্র-বিহ্বল-বেশশ্চষক-হস্তো বিটঃ, স্কন্ধারোপিত-সুরাভাণ্ডশ্চেটশ্চ।)

বিটঃ— ণিচ্চং জো পিবই সুরং
জণস্স পিঅ সংগমঞ্চ যো কুণই।
মহ দে দো অবি দেবা
বলদেঅ কামদেও অ ॥ ১ ॥

(ঘূর্ণন্‌) সফলং ক্‌খু মে সেহরঅস্স জীবিদং।
বচ্ছ থলম্মি দইআ, দিণ্ণু-প্পল-বাসিআ মুহে মইরা।
সীসম্মি অ সেহরও, ণিচ্চং বিঅ সংঠিতা জস্স ॥ ২ ॥

(প্রস্খলন্‌) অরে, কো মং চালেদি? (সহর্ষম্‌) অবস্সং ণোমালিআ মং পরিহসেদি।

নিত্যং যঃ পিবতি সুরাং
জনস্য প্রিয়সঙ্গমঞ্চ যঃ করোতি।
মম তৌ দ্বাবপি দেবৌ
বলদেবঃ কামদেবশ্চ ॥ ১ ॥

…সফলং খলু মে শেখরকস্য জীবিতং—
বক্ষঃস্থলে দয়িতা, দৃষ্টোৎপল-বাসিতা মুখে মদিরা।
শীর্ষে চ শেখরকো নিত্যমিব সংস্থিতা যস্য ॥ ২ ॥

…অরে, কো মাং চালয়তি? অবশ্যং নবমালিকা মাং পরিহসতি।]

চেটঃ—ভট্টক, ণ অ দাব সা অজ্জবি ইহাগচ্ছদি। [ভর্তঃ, ন চ তাবৎ সা অদ্যাপি ইহাগচ্ছতি।]

বিটঃ—(সরোষম্‌) পঢ়ম-পহরে এব্ব মলয়বদীএ বিআহ-মঙ্গলং ণিবুত্তং। তা কীস সা

দাণীং পহাদেবি ণ আঅচ্ছদি ? (বিচিন্ত্য সহর্ষম্) অহবা বিআহ মহোৎসবে সব্বো এব্ব পিঅ পণইনী জণ সণাহো সিন্ধ বিজ্জাহর লোও কুসুমা-অরুজ্জাণ আবাণঅ সোক্খমণুভবিস্সদি ত্তি তক্কেমি। তহিং এব্ব ণোমালিআ মং অবেক্খমাণা চিট্ঠদি ; তা তহিং এব্ব গমিস্সং। কীদিসো ণোমালিআএ বিণা সেহরও ? [প্রথম প্রহরে এব মলয়বত্যা বিবাহমঙ্গলং নির্বৃত্তম্। তৎ কথং সা ইদানীং প্রভাতেঽপি নাগচ্ছতি ? অথবা বিবাহ-মহোৎসবে সর্ব এব প্রিয়-প্রণয়িনি-জন-সনাথঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধর লোকঃ কুসুমাকরোদ্যানে আপান-সৌখ্যমনু-ভবিষ্যতীতি তর্কয়ামি। তত্রৈব নবমালিকা মামপেক্ষমাণা তিষ্ঠতি। তৎ তত্রৈব গমিষ্যামি। কীদৃশো নবমালিকয়া বিনা শেখরকঃ ?]

[প্রস্খলন্ নিষ্ক্রমিতুমীহতে]

চেটঃ—এদু এদু ভট্টকে। এদং কুসুমাঅ বুজ্জাণং। বিসদু ভট্টকে। [এতু এতু ভর্তা এতৎ কুসুমাকরোদ্যানম্। তৎ প্রবিশতু ভর্তা।]

[উভৌ প্রবেশং নাটয়তঃ।

(ততঃ প্রবিশতি স্কন্ধন্যস্ত-বস্ত্রযুগলো বিদূষকঃ।)

বিদূষকঃ- সংপুণ্ণা মণোরহা পিঅ-বঅস্সস্স। সুদং ক্খু মএ বি পিঅ বুজ্জাণং গমিস্সদি ত্তি। তা জাব তহিং এব্ব গমিস্সং। (পরিক্রম্য বিলোক্য চ) ইদং কুসুমাঅ-রুজ্জাণং, জাব পবিশামি ইদং। (প্রবিশ্য ভ্রমরবাধাং নাটয়ন্) অরে, কীস উণ দুট্ঠ-মহুঅরা মং এব্ব অভিভাস্তি ! (আত্মানমাঘ্রায়) ভোদু জাণিদং, জং তং মলঅবদী বংধুজণেণ জামাতুঅস্স পিঅ বঅস্সো ত্তি কদুঅ সবহুমাণং বণ্ণকেহিং বিলত্তীম্হি। সন্তাণ-কুসুম সেহরঅং চ মম সীসে পিণদ্ধং। সো ক্খু এসো অচ্চাআরো অণত্থীভূদো। কিং দাণিং এত্থ করিস্সং ? অহবা এদেণ এব্ব মলঅবদী সআসাদো লদ্ধেণ বুত্তংসুঅ-জুঅলেণ ইত্থিআ বেসং বিহিঅ উত্তরীঅ কিদাবগুণ্ঠণো গমিস্সং। পেক্খামি দাব কিং দাসীএ পুত্তা মহুঅরা করিস্সংতি। [সম্পূর্ণা মনোরথাঃ প্রিয় বয়স্যস্য। শ্রুতং খলু ময়াপি প্রিয়বয়স্যঃ কুসুমাকরোদ্যানং গমিষ্যতীতি। তদ্ যাবৎ তত্রৈব গমিষ্যামি। ইদং কুসুমাকরোদ্যানং, যাবৎ প্রবিশামীদম্। অরে, কথং পুনর্দুষ্টমধুকরা মামেব অভিভবন্তি। ভবতু জ্ঞাতং, যৎ তৎ মলয়বতী বন্ধুজনেন জামাতুঃ প্রিয়বয়স্য সতি কৃত্বা সবহুমানং বর্ণকৈর্বিলিপ্তোঽস্মি। সন্তানকুসুম শেখরকশ্চ মম শীর্ষে পিনদ্ধঃ। স খলু এষোঽত্যাদরোঽনর্থীভূতঃ। কিমিদানীমত্র করিষ্যামি ? অথবা এতেনৈব মলয়লতী-সকাশাল্লব্ধেন রক্তাংশুক-যুগলেন স্ত্রীবেশং বিধায় উত্তরীয়কৃতাবগুণ্ঠনো গমিষ্যামি। প্রেক্ষে তাবৎ কিং দাস্যাঃ পুত্রা মধুকরাঃ করিষ্যন্তি।]

[তথা করোতি।

বিটঃ—(নিরূপ্য সহর্ষম্) আর চেড়া ! (অঙ্গুল্যা নির্দিশ্য সহাসম্) এসা ক্খু ণোমালিআ আঅদা। মং পেক্খিঅ চিরস্স আঅদো ত্তি কুবিদা অবগুণ্ঠণং কদুঅ অন্নদো গচ্ছদি। তা কণ্ঠে গেণ্হিঅ পসাদেমি ণং। (অরে চেট, এযা খলু নবমালিকা আগতা। মাং প্রেক্ষ্য চিরস্যাগত ইতি কুপিতা অবগুণ্ঠনং কৃত্বাঽন্যতো গচ্ছতি। তৎ কণ্ঠে গৃহীত্বা প্রসাদয়াম্যেনাম্।) (সহসোপসৃত্য

কণ্ঠে গৃহীত্বা মুখে তাম্বূলং দাতুমিচ্ছতি।)

বিদূষকঃ—(মদ্যগন্ধং সূচয়ন্ নাসিকাং গৃহীত্বা পরাঙ্মুখঃ স্থিত্বা) কহং এক্কাণং মহুঅরাণং সআসাদো পরিব্ভট্ঠো দাণিং অণ্ণস্স দুট্ঠ মহুঅরস্স মুহে পডিদোম্হি। [কথমেকেষাং মধুকরাণাং সকাশাৎ পরিভ্রষ্ট ইদানীমন্যস্য দুষ্ট-মধুকরস্য মুখে পতিতোঽস্মি।

বিটঃ—কহং কোবেণ পরম্মুহী ভূদা ? (প্রণামং কুর্বন্ বিদূষকস্য চরণমাত্মনঃ শিরসি কৃত্বা) পসীদ ণোমালিএ, পসীদ। [কথং কোপেন পরাঙ্মুখীভূতা ? প্রসীদ নবমালিকে, প্রসীদ।]

দাসীএ দাস্যা মহুঅরা মধুকরা গেন্হিঅ গৃহীত্বা নং এনাম্

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী—আণত্তম্হি ভট্টিদারিআএ—'হঞ্জে ণোমালিএ, কুসুমাঅরুজ্জাণং গদুঅ উজ্জাণ-বালিঅং পল্লবিঅং ভণাহি, 'অজ্জ সবিসেসং তমাল-বীহিঅং সজ্জীকরেহি। মলঅবদী-সহিদেণ জামাদুণা তহ গন্তবং ত্তি'।' আণত্তা মএ পল্লবিআ। তা জাব রঅসী বিরহ জণিদুক্কণ্ঠং পিঅ বঅস্সং সেহরঅং অণ্ণেস্সামি। (দৃষ্ট্বা) এসো সেহরও। (সরোষম্) কহং অণ্ণং কম্পি ইত্থিঅং পসাদেদি ! তা ইহ ট্ঠিদা এব্ব জাণামি কা এসেত্তি ; [আজ্ঞপ্তাস্মি ভর্তৃদারিকয়া—'হঞ্জে নবমালিকে কুসুমাকরোদ্যানং গত্বা উদ্যানপালিকাং পল্লবিকাং ভণ, 'অদ্য সবিশেষং তমাল বীথিকাং সজ্জীকুরু। মলয়বতীসহিতেন জামাত্রা তত্র গন্তব্যম্' ইতি।' আজ্ঞপ্তা ময়া পল্লবিকা। তদ্ যাবৎ রজনীবিরহজনিতোৎকণ্ঠং প্রিয়বয়স্যং শেখরকম ন্বিষ্যামি। এষ শেখরকঃ। কথমন্যাং কামপি স্ত্রিয়ং প্রসাদয়তি ! তদিহ স্থিতৈব জানামি কৈষেতি।]

বিটঃ—(সহর্ষম্)

হরি হর-পিদামহণং পি গব্বিদো জো ণ জাণই ণমিদুং।
সো সেহরও চলণেসু তুজ্জ ণোমালিএ, পড়ই ॥৩॥
[হরি হর-পিতামহানামপি গর্বিতো যো ন জানাতি নন্তুম্।
স শেখরকশ্চরণেষু তব নবমালিকে, পততি ॥]

বিদূষকঃ—দাসিএ পুত্তা ! মচ্চ-বালআ ! কুদো এত্থ ণোমালিআ ? [দাস্যাঃপুত্র ! মত্ত পালক ! কুতোঽত্র নবমালিকা ?]

চেটী—(নিরূপ্য সস্মিতম্) কহং অহংত্তি করিঅ মদ পরবেসেণ সেহরএণ অজ্জ অত্তেও পসাদিঅদি ? তা জাব অলীঅং কোবং করিঅ দুবেবি এদে পরিহস্সিং। [কথম্ অহমিতি কৃত্বা মদ-পরবশেন শেখরকেণ আর্য আত্রেয়ঃ প্রসাদ্যতে ? তদ্ যাব অলীকং কোপং কৃত্বা দ্বাবপেতৌ পরিহসিষ্যামি।]

চেটঃ—(চেটীং দৃষ্ট্বা শেখরকং হস্তেন চালয়ন্) ভট্টক মুঞ্চ এদং, ণ ভোদি এসা ণোমালিআ। এসা উণ রোসারত্তেহিং লোঅণেহিং পেক্খংতো আঅদা। [ভর্তঃ, মুঞ্চৈতং, ন ভবতি এষা নবমালিকা ; এষা পুনঃ রোষারক্তাভ্যাং লোচনাভ্যাং প্রেক্ষমাণা আগতা।]

চেটী—(উপসৃত্য) সেহরঅ, কা উণ এসা পসাদিঅদি ? (শেখরক, কা পুনরেষা প্রসাদ্যতে ?)

বিদূষকঃ—(অবগুণ্ঠনমবতার্য) ভোদি, কোবি বম্হণো অহং মন্দ-ভাঅধেঅ-তউত্তো। [ভবতি, কোঽপি ব্রাহ্মণোঽহং মন্দ-ভাগধেয়-প্রযুক্তঃ।]

বিটঃ-(বিদূষকং নিরূপ্য) অরে কবিল-মক্কডঅ, তুমং পি মেহব্বঅং পদারেসি ? অরে চেডা, গেণ্হ এদং, জাব ণোমালিঅং পসাদেমি। [অরে কপিল মর্কটক, ত্বমপি শেখরকং প্রতারয়সি ? অরে চেট, গৃহাণৈনং, যাবন্নবমালিকান্ প্রসাদয়ামি।]

চেটঃ—জং ভট্টকে আণবেদি। [যৎ ভর্তা আজ্ঞাপয়তি।]

বিটঃ—(বিদূষকং মুক্ত্বা চেট্যাঃ পাদয়োঃ পততি) পসীদ, ণোমালিএ ! পসীদ। [প্রসীদ নবমালিকে, প্রসীদ।]

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) এসো মে অবক্কমিদুং অবসরো। [এষ মে অপক্রমিতুমবসরঃ।]
(পলায়িতুমীহতে)

চেটঃ—(বিদূষকং যজ্ঞোপবীতং গৃহ্ণাতি। যজ্ঞোপবীতং ত্রুট্যতি) কহিং কহিং কবিল-মক্কডা, বলাঅসি ? [ক্ব কপিল-মর্কট ! পলায়সে ?]
(তদুত্তরীয়েণৈব গলকে বন্ধনং কর্ষতি)

বিদূষকঃ—ভোদি ণোমালিএ, পসীদ মোচেহি মং। [ভবতি নবমালিকে, প্রসীদ মোচয় মাম্।]

চেটী—(বিহস্য) জই ভূমীএ সীসং ণিবেসিঅ পাদেসু মে পডসি,···। [যদি ভূমৌ শীর্ষং নিবেশ্য, পাদয়োর্মে পতসি,······।]

বিদূষকঃ—(সরোষং সপ্রকম্পঞ্চ) ভো, গন্ধব-রাঅ-মিত্তো বম্হণো ভবিঅ দাসীএ ধীআএ পাদেসু পডইস্সং [ভো, গন্ধর্বরাজমিত্রং ব্রাহ্মণো ভূত্বা দাস্যাঃ পুত্র্যাঃ পাদয়োঃ পতিষ্যামি ?

চেটী—(অঙ্গুল্যা তর্জয়ন্তী সস্মিতম্) দাণিং পাড়ইস্সং। সেহরঅ, উট্ঠেহি, পসণ্ণা দে অহং। (কণ্ঠে গৃহ্ণাতি) এসো উণ জামাদুঅস্স পিঅবঅস্সো বম্হণো তুএ খলীকিদো। এব্বং চ সুণিঅ কদাবি ভট্টা মিত্তাবসু তব কুপ্পই। তা আদরেণ সম্মাণেহি ণং। [ইদানীং পাতয়িষ্যামি। শেখরক, উত্তিষ্ঠ। প্রসন্না তেঽহম্। এষ পুনর্জামাতুঃ প্রিয়বয়স্যস্ত্বয়া খলীকৃতঃ। এবঞ্চ শ্রুত্বা কদাপি ভর্তা মিত্রাবসু স্তুভ্যং কুপ্যতি। তদাদরেণ সম্মানয়ৈনম্।]

বিটঃ-জং ণোমালিআ আণবেদি। (বিদূষকং কণ্ঠে গৃহীত্বা) অজ্জ, তুমং মএ সম্বন্ধিও ত্তি কদুঅ পরিহসিদো। (উত্তরীয়ং বর্তুলীকৃত্য আসনং দদাতি। ইহ উববসিদু সংবন্ধিও। [যন্নবমালিকা আজ্ঞাপয়তি।···আর্য, ত্বং ময়া সম্বন্ধীতি কৃত্বা পরিহসিতঃ।···ইহোপবিশতু সম্বন্ধী।]

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) দিট্ঠা অবগদো বিঅ সে মদাবেগো। [দিষ্ট্যাপগত ইবাস্য মদাবেগঃ।] (উপবিশতঃ।)

বিটঃ—ণোমালিএ, উববিস তুমং পি এদস্স পাসে, জেণ দুবেবি তুম্হে সমং এব্ব সম্মাণইস্সং। [নবমালিকে, উপবিশ ত্বমপি এতস্য পার্শ্বে, যেন দ্বাবপি যুবাং সমমেব সম্মানয়িষ্যামি।]

চেটী—(বিহস্যোপবিশতি।)

বিটঃ—(চষকমাদায়) অরে চেড়া, সুভরিদং কখু এদং চসঅং করেহি অচ্ছসুরয়া।

চেটঃ—(চষকভরণং করোতি।)

বিটঃ—(স্বশিরঃ শেখরাৎ পুষ্পাণি গৃহীত্বা চষকে বিন্যস্য জানুভ্যাং স্থিত্বা নবমালিকায়া উপনয়তি।) নোমালিএ, চক্‌খিঅ দেহি এদং এদস্স। [নবমালিকে, আস্বাদ্য দেহি এতমেতস্মৈ।]

চেটী—(সস্মিতম্) জং সেহরও ভণাদি। [যৎ শেখরকো ভণতি।] (তথা কৃত্বা বিটস্যার্পয়তি।)

বিটঃ—(বিদূষকস্য চষকমর্পয়তি) এদং ণোমালিআ মুহ সংসগ্গ-সবিসেস বাসিঅ-রসং সেহরআদো অন্নেব কেণবি অণাসাদিদপুরুৎবং, তা পিবেহি এদং। কিং দে অবরং সম্মানং করিস্সং ? [...এতৎ নবমালিকা-মুখসংসর্গ সবিশেষ-বাসিতরসং শেখরকাদনেন কেনাপি অনাস্বাদিতপূর্বম্। তৎ পিবৈতৎ। কিং তে অতোঽপ্যপরং সম্মানং করিষ্যামি ?]

বিদূষকঃ—(সবৈলক্ষ্য-স্মিতং কৃত্বা) সেহরঅ বম্‌হণো ক্‌খু অহং। [শেখরক, ব্রাহ্মণঃ খল্বহম্।]

বিটঃ—জদি তুমং বম্‌হণো, তা কহিং দে বম্‌হ-সুত্তং ? [যদি ত্বং ব্রাহ্মণঃ, তৎ ক্ব তে ব্রহ্ম-সূত্রম্ ?]

বিদূষকঃ—তং ক্‌খু মে ইমিণা চেডেণ কট্টীয়মাণং ছিন্নং। [তৎ খলু মেঽনেন চেটেন কৃষ্যমাণং ছিন্নম্।]

চেটী—(বিহস্য) জই এব্বং, তা বেদক্‌খরাইং পি দাব কতি বি উদাহর। [যদ্যেবং, তদ্ বেদাক্ষরাণ্যপি তাবৎ কত্যপি উদাহর।]

বিদূষকঃ—ভোদি, ইমিণা সীহু-গন্ধেণ বিণদ্ধাইং বেদক্‌খরাইং ? অহবা কিং মম ভোদীএ সমং বিবাদেণ ? এসো দে বম্‌হণো পাদেসু পডদি। [ভবতি অনেন শীধু-গন্ধেন পিনদ্ধানি বেদাক্ষরাণি ? অথবা কিং মম ভবত্যা সমং বিবাদেন ? এষ তে ব্রাহ্মণঃ পাদয়োঃ পততি।]

[ইতি পাদয়োঃ পতিতুমিচ্ছতি।]

চেটী—(হস্তাভ্যাং নিবার্য) মা ক্‌খু এব্বং করেদু অজ্জ। সেহরঅ, ওসর, ওসর। বম্‌হণো ক্‌খু এসো। (বিদূষকস্য পাদয়োঃ পততি।) অজ্জ, ণ তুএ কুবিদব্বং। সম্বন্ধিআ-নুরূবো কখু এসো মএ পরিহাসো কিদো। [মা খল্বেবং করোত্বার্যঃ। শেখরক, অপসর, অপসর, ব্রাহ্মণঃ খল্বেষঃ। আর্য, ন ত্বয়া কোপিতব্যং সম্বন্ধা-নুরূপঃ খল্বেষ ময়া পরিহাসঃ কৃতঃ।]

বিটঃ—অহংপি ণং পসাদেমি। (পাদয়োর্নিপত্য) মরিসেদু মরিসেদু অজ্জো, জং মএ মদবরসেণ অবরদ্ধং, জেণ অহং ণোলিআএ সহ আবাণঅং গমিস্সং। [অহমপ্যেনং প্রাসাদয়ামি। মর্ষয়তু মর্ষয়ত্বার্যঃ, যৎ ময়া মদ-পরবশেনাপরাদ্ধম্ ; যেনাদং নবমালিকয়া সহ আপানকং গমিষ্যামি।]

বিদূষকঃ—মরিসিদং মএ। গচ্ছ তুম্‌হে। অহংপি পিঅবঅস্সং পেক্‌খামি। [মর্ষিতং ময়া। গচ্ছতং যুবাম্। অহমপি প্রিয়বয়স্যং প্রেক্ষে।]

[নিষ্ক্রান্তো বিটশ্চেট্যা সহ চেটশ্চ।]

বিদূষকঃ—দিট্‌ঠিআ অদিকন্তো বম্‌হণস্স অকাল-মিচ্চু ! তা জীব অহং বি মত্তবালঅ-সঙ্গ-দূসিদো ইহ দিগ্ঘিকাএ ণ্হাইস্সং। (তথা করোতি। নেপথ্যাভিমুখ-মবলোক্য এসো পিঅ-বঅস্সো বি রুক্কিণীং বিঅ মলঅবদীং অবলম্বিঅ ইদো

এব্ব আচ্ছীদি ! তা জাব গদুঅ পাস্সপরিবত্তী হোমি । [দিষ্ট্যা অতিক্রান্তো ব্রাহ্মণস্য অকাল-মৃত্যুঃ । তৎ যাবদহমপি মত্তপালক-সঙ্গ-দূষিত ইহ দীর্ঘিকায়াং স্নাস্যামি । ...এষ প্রিয়বয়স্যোঽপি রুক্মিণীমিব হরির্মলয়বতীমবলম্ব্য ইত এবাগচ্ছতি । তদ্ যাবৎ পাশ্বর্ পরিবর্তী ভবামি ।]

(ততঃ প্রবিশতি গৃহীতবরনেপথ্যো নায়কো মলয়বতী, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

নায়কঃ–(মলয়বতীমবলোক্য সহর্ষম্)

দৃষ্টা দৃষ্টিমধো দদাতি, কুরুতে নালাপমাভাষিতা,
শয্যায়াং পরিবৃত্য তিষ্ঠতি, বলাদালিঙ্গিতা বেপতে ।
নির্যান্তীষু সখীষু বাসভবনান্নির্গন্তুমেবেহতে,
যতো বামতয়ৈব মেঽদ্য সুতরাং প্রীত্যৈ নবোঢ়া প্রিয়া ॥ ৪ ॥

(মলয়বতীং পশ্যন্) প্রিয়ে মলয়বতী !

হুং-কারং দদতা ময়া প্রতিবচো যন্মৌনমাসেবিতং
যদ্ দাবানল-দীপ্তিভিস্তনুরিয়ং চন্দ্রাতপৈস্তাপিতা ।
ধ্যাতং যৎ সুবহূন্য-নন্য-মনসা নক্তন্দিনানি প্রিয়ে,
তস্যৈতৎ তপসঃ ফলং মুখমিদং, পশ্যামি যত্তেঽধুনা ॥ ৫ ॥

নায়িকা–(অপবার্য) হঞ্জে চদুরিএ, ণ কেবলং দংসণীও, পিঅং পি ভণিদুং জাণাদি এব্ব । [হঞ্জে চতুরিকে, ন কেবলং দর্শনীয়ঃ, প্রিয়মপি ভণিতুং জানাত্যেব ।]

চেটী–(বিহস্য) সচ্চঅং এব্ব এদং । কিং এথ পিঅ-বঅণং ? [...সত্যকমেবৈতৎ । কিমত্র প্রিয়-বচনম্ ?]

নায়কঃ–চতুরিকে, আদেশয় মার্গং কুসুমাকরোদ্যানস্য ।

চেটী–এদু এদু ভট্টা । [এতু এতু ভর্তা ।]

নায়কঃ–(পরিক্রম্য নায়িকাং নির্দিশ্য) স্বৈরং স্বৈরমাগচ্ছতু ভবতী–

খেদায় স্তনভার এব, কিমু তে মধ্যস্য হারোঽপরঃ ?
শ্রাম্যত্যূরুযুগং নিতম্ব-ভরতঃ, কাঞ্চ্যানয়া কিং পুনঃ ?
শক্তিঃ পাদযুগস্য নোরু-যুগলং বোঢুং, কুতো নূপুরৌ ?
স্বাঙ্গৈরেব বিভূষিতাঽসি, বহসি ক্লেশায় কিং মণ্ডনম্ ? ॥ ৬ ॥

চেটী–এদং কখু তং কুসুমাঅরুজ্জাণং, তা পবিসদু ভট্টা । [এতৎ খলু তৎ কুসুমাকরোদ্যানং, তৎ প্রবিশতু ভর্তা ।]

[সর্বে প্রবিশন্তি]

নায়কঃ–(বিলোক্য) অহো নু কুসুমাকরোদ্যানস্য পরা শ্রীঃ ! ইহ হি–

নিষ্যন্দশ্চন্দনানাং শিশিরয়তি লতামণ্ডপে কুট্টিমান্তান্
আরাদ্ ধারাগৃহাণাং ধ্বনিমনু তনুতে তাণ্ডবং নীলকণ্ঠঃ ।
যন্ত্রোন্মুক্তশ্চ বেগাচ্ চলতি বিটপিনাং পূরয়ন্নালবালান্
আপাতোৎপীড়-হেলা হৃত-কুসুমরজঃ-পিঞ্জরোঽয়ং জলৌঘঃ ॥ ৭ ॥

অপি চ–

অমী গীতারম্ভে-মুখরিত-লতামণ্ডপ-ভুবঃ
পরাগৈঃ পুষ্পাণাং প্রকট পটবাস-ব্যতিকরাঃ ।

পিবন্তঃ পর্যাপ্তং সহ সহচরীভি-র্মধুরসং
সমন্তাদ্ আপানোৎসবমনুভবন্তীব মধুপাঃ ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ—(উপসৃত্য) জেদু জেদু ভবং । সোত্থি ভোদীএ । [জয়তি জয়তি ভবান্ । স্বস্তি ভবত্যৈ ।]

নায়কঃ—বয়স্য, চিরাদ্ দৃষ্টোঽসি ।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, লহু এব্ব আঅদোম্হি । কিং উণ বিআহ-মহুৎসব-মিলিদ-সিদ্ধ বিজ্জাহরাণং আবাণ-দংসণ-কোদূহলেণ পরিব্ভমন্তো এত্তিঅং বেলং চিট্‌ঠিদোম্হি । তা তুমং পি দাব পেক্‌খ ।
[ভো বয়স্য, লঘু এব আগতোঽস্মি । কিং পুনঃ বিবাহমহোৎসব-মিলিত-সিদ্ধ বিদ্যাধরাণাম্ আপান-দর্শন কৌতূহলেন পরিভ্রমন্নেতাবতীং বেলাং স্থিতোঽস্মি । তৎ ত্বমপি তাবৎ প্রেক্ষস্ব ।]

নায়কঃ—এবং যথা আহ ভবান্ । (সমন্তাদবলোকয়ন্) বয়স্য, পশ্য পশ্য—

স্নিগ্ধাঙ্গা হরিচন্দনেন দধতঃ সন্তানকানাং স্রজো
মাণিক্যাভরণ-প্রভাব্যতিকরৈ-শ্চিত্রীকৃতাচ্ছাংশুকাঃ ।
সার্ধং সিদ্ধজনৈ র্মধূনি দয়িতা পীতাবশিষ্টান্যমী
মিশ্রীভূয় পিবন্তি চন্দনতরুচ্ছায়াসু বিদ্যাধরাঃ ॥ ৯ ॥

তদেহি, বয়মপি তাং তমালবীথিং গচ্ছামঃ । (পরিক্রামতি)

বিদূষকঃ—এ সা ক্‌খু তমাল-বীহিআ । এদং চ সব্বাদবণিরিস্মেদিঅং বিঅ পরিখেদিদা বিঅ ভোদী দীসঈ । তা ইধ জ্জেব ফটিঅ মণি-সিলাঅলে উববিসিঅ বীসমম্হ ।
[এষা খলু তমালবীথিকা । এতাং সঞ্চরন্তী তাবৎ পরিখেদিতেব ভবতী দৃশ্যতে । তদিহৈব স্ফটিকমণি-শিলাতল উপবিশ্য বিশ্রাম্যামঃ ।]

নায়কঃ—বয়স্য, সম্যগুপলক্ষিতম্ ।

এতন্মুখং প্রিয়ায়াঃ শশিনং জিত্বা কপলয়োঃ কান্ত্যা ।
তাপাভিতাম্রমধুনা কমলং ধ্রুবমীহতে জেতুম্ ॥ ১০ ॥

(নায়িকাং হস্তে গৃহীত্বা)

প্রিয়ে, ইহোপবিশামঃ ।

(সর্বে উপবিশন্তি)

নায়কঃ—(নায়িকায়া মুখমুন্নময্য পশ্যন্) প্রিয়ে, বৃথৈব অস্মাভিঃ কুসুমাকরোদ্যান-কুতূহলিভিঃ খেদিতা । কুতঃ ?—

এতৎ তে ভ্রূলতোদ্ভাসি পাটলাধরপল্লবম্ ।
মুখং নন্দনমুদ্যানমতোঽন্যৎ কেবলং বনম্ ॥ ১১ ॥

চেটী—(সস্মিতং বিদূষকং নির্দিশ্য) সুদং তুএ, ভট্টিদারিঅ বহং বণ্ণেদি ? অজ্জ উণ অহং তুমং বণ্ণেমি । [শ্রুতং ত্বয়া, ভর্তৃদারিকাং কথং বর্ণয়তি ? আর্য, পুনরহং ত্বাং বর্ণয়ামি ।]

বিদূষকঃ—(সহর্ষম্) ভোদি, জীবিদোম্হি । তা করেদু ভোদী পসাদং, জেণ এসো মং পুণোবি ণ ভণাদি, জহা তুমং ঈরিসো তারিসো কবিল মংকডা-আরোত্তি ।
[ভবতি, জীবিতোঽস্মি । তৎ করোতু ভবতী প্রসাদং, যেনৈব মাং পুনরপি ন ভণতি যথা ত্বমীদৃশঃ কপিলমর্কটাকার ইতি ।]

চেটী--অজ্জ, তুমং মত্র বিঅাহ-জাঅরণে ণিদ্দাঅমাণ-ণিমীলিঅ অচ্ছো সোহণো দিট্ঠো। তা তহ এব্ব চিট্ঠ, জেণ বণ্ণেমি। [আর্য, ত্বং ময়া বিবাহ-জাগরণে নিদ্রায়মাণ নিমীলিতাক্ষঃ শোভনো দৃষ্টঃ। তৎ তথৈব তিষ্ঠ, যেন বর্ণয়ামি।]

(বিদূষকঃ তথা করোতি)

চেটী--(স্বগতম্) জাব এসো ণিমীলিঅ-অচ্ছো চিট্ঠদি, দাব নীলরসাণুআরিণা তমাল-পল্লব-রসেণ মুহং কালীকরিস্সং। [যাবদেষ নিমীলিতাক্ষস্তিষ্ঠতি, তাবন্নীলরসানুকারিণা তমালপল্লবরসেন মুখং কালীকরিষ্যামি।]

(উত্থায় তমালপল্লবং নিষ্পীড্য বিদূষকস্য মুখং কালীকরোতি। নায়কো নায়িকা চ বিদূষকং পশ্যতঃ।)

নায়কঃ বয়স্য, ধন্যঃ খল্বসি, যে ইস্মাসু তিষ্ঠৎসু ভবানেবং বর্ণ্যতে।

নায়িকা--(সস্মিতং বিদূষকং দৃষ্ট্বা নায়কং পশ্যতি।)

নায়কঃ--(নায়িকামুখং দৃষ্ট্বা)

স্মিতপুষ্পোদ্গমোঽয়ং তে দৃশ্যতেঽধরপল্লবে।
ফলং ত্বন্যত্র মুগ্ধাক্ষি! চক্ষুষোর্মম পশ্যতঃ ॥ ১২ ॥

বিদূষকঃ ভোদি, কিং তুএ কিদং? [ভবতি, কিং ত্বয়া কৃতম্?]

চেটী ণং বণ্ণিদোসি। [ননু বর্ণিতোঽসি।]

বিদূষকঃ (হস্তেন মুখং প্রমৃজ্য সক্রোধং দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য) আঃ দাসীএ ধীএ! রাঅউলং ক্খু এদং কিং তব করিস্সং? (নায়কং নির্দিশ্য) ভো, তুম্হাণং পুরদো অহং দাসীএ ধীআএ খলীকিদো! তা কিং মম ইধ ট্ঠিদেণ? অণ্ণদো গমিস্সং। [আঃ দাস্যাঃ পুত্রি, রাজকুলং খল্বেতৎ কিং তব করিষ্যামি? ভোঃ, যুবয়োঃ পুরতোঽহং দাস্যাঃ পুত্র্যা খলীকৃতঃ। তৎ কিং মমেহ স্থিতেন! অন্যতো গমিষ্যামি।] (নিষ্ক্রামতি)

চেটী--কুবিদো মে অজ্জ অত্তেও, জাব ণং গদুঅ পসাদইস্সং। [কুপিতো মে আর্য আত্রেয়ঃ; যাবদেনং গত্বা প্রসাদয়িষ্যামি।]

নায়িকা- হঞ্জে চদুরিএ, কিং মং একাইনীং উজ্ঝিঅ গচ্ছসি? [হঞ্জে চতুরিকে, কিং মামেকাকিনীমুৎসৃজ্য গচ্ছসি?]

চেটী--(নায়কং নির্দিশ্য সস্মিতম্) এব্বং একাইনী চিরং হোহি। [এবমেকাকিনী চিরং ভব।] (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

নায়কঃ--(নায়িকায়া মুখং পশ্যন্)

দিনকর করামৃষ্টং বিভ্রৎ দ্যুতিং পরিপাটলাং
দশন-কিরণৈ-রুৎসর্পদ্ভিঃ স্ফুটীকৃত-কেশরম্।
অয়ি মুখমিদং মুগ্ধে, সত্যং সমং কমলেন তে
মধু মধুকরঃ কিং স্বেতস্মিন্ পিবন্ ন বিভাব্যতে? ॥ ১৩ ॥

নায়িকা--(বিহস্য মুখমন্যতো নয়তি)

নায়কঃ--(তদেব পঠতি)

(প্রবিশ্য পটাক্ষেপেণ)

চেটী--(সহসোপসৃত্য) এষ খলু আর্য মিত্রাবসুঃ কেনাপি কার্যেণ কুমারং প্রেক্ষিতুমাগতঃ।

নায়কঃ--প্রিয়ে গচ্ছ ত্বমাত্মনো গৃহম্। অহমপি মিত্রাবসুং দৃষ্ট্বা ত্বরিতমাগত এব।

নায়িকা—(চেট্যা সহ নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি মিত্রাবসুঃ)

মিত্রাবসুঃ—অনিহত্য তং সপত্নং কথমিব জীমূতবাহনস্যাহম্।
কথয়িষ্যামি হৃতং তব রাজ্যং রিপুণেতি নির্লজ্জঃ ॥ ১৪ ॥
অনিবেদ্য চ ন যুক্তং গন্তুমিতি নিবেদ্য গচ্ছামি (ইত্যুপসর্পতি।)

নায়কঃ—(মিত্রাবসুং দৃষ্ট্বা) মিত্রাবসো ইত আস্যতাম্।

মিত্রাবসুঃ—(উপবিশতি)

নায়কঃ—(নিরূপ্য) মিত্রাবসো সংরব্ধো ইব লক্ষ্যসে।

মিত্রাবসুঃ—কঃ খলু মতঙ্গহতকে সংরম্ভঃ।

নায়কঃ—কিং কৃতং মতঙ্গেন।

মিত্রাবসুঃ—স্বনাশায় কিল যুষ্মদীয়ং রাজ্যমাক্রান্তম্।

নায়কঃ—(সহর্ষমাত্মগতম্) অপি নাম সত্যমেতং স্যাৎ।

মিত্রাবসুঃ—অতস্তদুচ্ছিত্তয়ে আজ্ঞাং দাতুমর্হতি কুমারঃ।
কিং বহুনা।
সংসর্পদ্ভিঃ সমন্তাৎ কৃত-সকলবিয়ন্মার্গ-যানৈর্বিমানৈঃ
কুর্বাণাঃ প্রাবৃষীব স্থগিত-রবি-রুচঃ শ্যামতাং বাসরস্য।
এতে যাতাশ্চ সদ্যস্তব বচনমিতঃ প্রাপ্য যুদ্ধায় সিদ্ধাঃ,
সিদ্ধং চোদ্বৃত্ত শত্রু-ক্ষয়-ভয়-বিনমদ্রাজকং তে স্বরাজ্যম্ ॥ ১৫ ॥
অথবা কিং বলৌঘৈঃ ?
একাকিনাপি হি ময়া রভসাবকৃষ্ট-নিস্ত্রিংশ-দীধিতি-সটা ভর-ভাসুরেণ।
অদ্রে-র্নিপত্য হরিণেব মতঙ্গজেন্দ্র-মাজৌ মতঙ্গহতকং হতমেব বিদ্ধি ॥ ১৬ ॥

নায়কঃ—(কর্ণৌ পিধায় আত্মগতম্) অহহ, দারুণমভিহিতম্! অথবা এবং তাবৎ। (প্রকাশম্) মিত্রাবসো, কিয়দেতৎ ? বহুতরমতোঽপি বাহুশালিনি ত্বয়ি সম্ভাব্যতে। কিন্তু,
স্বশরীরমপি পরার্থং যঃ খলু দদ্যাদযাচিতঃ কৃপয়া।
রাজ্যস্য কৃতে স কথং প্রাণিবধ-ক্রৌর্য মনুমনুতে ॥ ১৭ ॥
অপি চ, ক্লেশান্ বিহায় মম শত্রু-বুদ্ধিরেব নাস্তি। তদ্ যদি তেঽস্মৎ-প্রিয়ং কর্তুমীপ্সতং, তদনুকম্প্যতামকৌ রাজ্যস্য কৃতে ক্লেশবশীকৃতস্তপস্বী।

মিত্রাবসুঃ—(সামর্ষং) কথং নানুকম্পনীয় ঈদৃশোঽস্মাকমপকারী কৃপণশ্চ !!

নায়কঃ—(স্বগতম্) প্রত্যগ্র-কোপাক্ষিপ্ত চেতা ন তাবদয়ং শক্যতে নিবর্তয়িতুম্ ; তদেবং তাবৎ। (প্রকাশং) মিত্রাবসো, উত্তিষ্ঠ, অভ্যন্তরমেব প্রবিশাবঃ। তত্রৈব তাবৎ ত্বাং বোধয়িষ্যামি। সম্প্রতি পরিণতমহঃ। তথাহি—
নিদ্রামুদ্রাববন্ধব্যতিকরমনিশং পদ্মকোশাদপাস্য-
ন্নাপাপুরৈককর্মপ্রবণনিজকরপ্রীণিতাশেষবিশ্বঃ।
দৃষ্টঃ সিদ্ধৈঃ প্রসক্তস্তুতিমুখমুখৈরস্তমপ্যেষ গচ্ছ-
ন্নেকঃ শ্লাঘ্যো বিবস্বান্ পরহিত-করণায়ৈব যস্য প্রয়াসঃ ॥ ১৮ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি গৃহীত-রক্তবস্ত্রযুগলঃ কঞ্চুকী প্রতীহারশ্চ ।)

কঞ্চুকী—

> অন্তঃপুরাণাং বিহিত-ব্যবস্থঃ
> পদে পদেঽহং স্খলিতানি রক্ষন্ ।
> জরাতুরঃ সম্প্রতি দণ্ড-নীত্যা
> সর্বং নৃপস্যানুকরোমি বৃত্তম্ ॥ ১ ॥

প্রতীহারঃ—আর্য বসুভদ্র, কুত্র ভবান্ প্রস্থিতঃ ?

কঞ্চুকী—আদিষ্টোঽস্মি দেব্যা মহারাজ-মিত্রাবসু-জনন্যা যথা—কঞ্চুকিংস্ত্বয়া দশরাত্রং যাবন্ মলয়বত্যা জামাতুশ্চ রক্তবাসাংসি নেতব্যানি ইতি। রাজদুহিতা মলয়বতী চ শ্বশুরকুলে বর্ততে। জীমূতবাহনোঽপি যুবরাজ-মিত্রাবসুনা সহ সমুদ্র-বেলাং দ্রষ্টুমদ্য গত ইতি ময়া শ্রুতম্। তন্ন জানে, কিং রাজপুত্র্যাঃ সকাশং ইতি ময়া শ্রুতম্। তন্ন জানে, কিং রাজপুত্র্যাঃ সকাশং গচ্ছাম্যুতাহো জামাতুরিতি।

প্রতীহারঃ- আর্য, ন রাজপুত্র্যাঃ সকাশং গন্তব্যম্। তত্র কদাচিদ্ ইয়ত্যাং বেলায়াং জামাতাপি প্রত্যাগত এব ভবিষ্যতি।

কঞ্চুকী সুনন্দ, সাধূপদিষ্টম্। ভবতা পুনঃ কুত্র গম্যতে ?

প্রতীহারঃ অহমপি মহারাজ-বিশ্বাবসুনা সমাদিষ্টঃ যথা- সুনন্দ, গচ্ছ, মিত্রাবসুং ব্রূহি। অস্মিন্ দীপ-প্রতিপদুৎসবে মলয়বত্যা জামাতুশ্চৈতদ্ উৎসবানুরূপং যৎকিঞ্চিৎ প্রদীয়তে। তদাগত্য নিরূপ্যতামিতি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ ।)

বিষ্কম্ভকঃ ।

(ততঃ প্রবিশতি জীমূতবাহনো মিত্রাবসুশ্চ ।)

নায়কঃ— শয্যা শাদ্বলমাসনং শুচিশিলা, সদ্ম দ্রুমাণামধঃ
> শীতং নির্ঝর-বারি পানমশনং কন্দাঃ, সহায়া মৃগাঃ ।
> ইত্য-প্রার্থিত লভ্য-সর্ব বিভবে দোষোঽয়মেকো বনে
> দুষ্প্রাপার্থিনি যৎ, পরার্থ-ঘটনা-বন্ধ্যৈর্বৃথা স্থীয়তে ॥ ২ ॥

মিত্রাবসুঃ—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) কুমার, ত্বর তাং ত্বর্যতাম্। সময়োঽয়ং চলিতুমম্বুরাশেঃ।

নায়কঃ—(আকর্ণ্য) সম্যগুপলক্ষিতম্ ।

> উন্মজ্জজ্জলকুঞ্জরেন্দ্র-রভসাস্ফালানুবন্ধোদ্ধতঃ
> সর্বাঃ পর্বতকন্দরোদরভুবঃ কুর্বন্ প্রতিধ্বানিনীঃ ।
> উচ্চৈরুচ্চরতি ধ্বনিঃ শ্রুতিপথোন্মাথী যথায়ং তথা
> প্রায়ঃ প্রেঙ্খদসংখ্য-শঙ্খধবলা বেলেয়মাগচ্ছতি ॥ ৩ ॥

মিত্রাবসুঃ—নন্বিয়মাগতৈব ? পশ্য—

> কবলিত-লবঙ্গপল্লব-করি-মকরোদ্গার-সুরভিণা পয়সা ।
> এষা সমুদ্রবেলা রত্নদ্যুতিরঞ্জিতা ভাতি ॥ ৪ ॥

তদেহাস্মাজ্জলপ্রসরণমার্গাদ্ অপক্রম্যানেনৈব গিরি-সানু সমীপ মার্গেণ পরিক্রামাবঃ

নায়কঃ—(পরিক্রম্য অবলোক্য চ) মিত্রাবসো, পশ্য পশ্য শরৎসময়-পাণ্ডুভিঃ পয়োদপটলৈঃ

প্রাবৃতাঃ প্রালেয়াচল-শিখর-শ্রিয়মনুবহন্ত্যেতে মলয়াচল-সানবঃ।

মিত্রাবসুঃ—কুমার, নৈবামী মলয়াচল-সানবঃ, নাগানামস্থি-সংঘাতাঃ খল্বেতে।

নায়কঃ—(সোদ্বেগম্) কষ্টম্! কিং নিমিত্তং পুনরিমে সংঘাত-মৃত্যবো জাতাঃ।

মিত্রাবসুঃ—কুমার, নৈবালী সংঘাত-মৃত্যবঃ। শ্রূয়তাং যথৈতৎ—পুরা কিম স্বপক্ষ-পবনাপাস্ত-সমস্তসাগরজল-স্তরসা রসাতলাদ্ উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য ভুজঙ্গাননুদিনং সমাহারয়তি স্ম বৈনতেয়ঃ।

নায়কঃ—(সোদ্বেগম্) কষ্টমতিদুষ্করং কর্ম করোত্যসৌ। ততস্ততঃ?

মিত্রাবসুঃ—ততঃ সকল-নাগলোক-বিনাশশংকিনা নাগরাজেন বাসুকিনা গরুত্মানভিহিতঃ—

নায়কঃ—(সাদরম্) কিং মাং প্রথমং ভক্ষয়েতি?

মিত্রাবসুঃ—নহি নহি।

নায়কঃ—কিমন্যৎ?

মিত্রাবসুঃ—ইদমভিহিতম্, 'গরুত্মন্, ত্বদভিপাত-সন্ত্রাসাৎ সহস্রশঃ স্রবন্তি ভুজঙ্গনানাং গর্ভাঃ। শিশবশ্চ পঞ্চত্বমুপযান্তি। এবং সন্ততিচ্ছেদোঽস্মাকম্। ভবতশ্চ স্বার্থহানিঃ। তদ্‌যর্থমভিপততি ভবান্ নাগলোকং, তমেকৈকমনুদিনমহং সমুদ্রতট-শিলাতলে তে প্রেষয়ামি।'

নায়কঃ—কষ্টং কিলৈবং রক্ষিতা নাগরাজেন পন্নগাঃ?

জিহ্বা-সহস্রদ্বিতয়স্য মধ্যে নৈকাপি কিং তাদৃগভূদ্ রসজ্ঞা!
এষোঽহিরক্ষার্থমহিদ্বিষেঽদ্য দত্তো ময়াত্মেতি যয়া ব্রবীতি? ৫ ॥

ততস্ততঃ?

মিত্রাবসুঃ—প্রতিপন্নং তৎপক্ষিরাজেন।

ইত্যেকশঃ প্রতিদিনং বিহিতব্যবস্থো
যান্ ভক্ষয়ত্যহিপতীনিহ পক্ষিরাজঃ।
যাস্যন্তি, যান্তি চ, গতাশ্চ দিনৈর্বিবৃদ্ধিং
তেষামমী তুহিনশৈলরুচোঽস্থিকূটাঃ ॥ ৬ ॥

নায়কঃ—(সাশ্চর্যম্)

সর্বাশুচিনিধানস্য কৃতঘ্নস্য বিনাশিনঃ।
শরীরকস্যাপি কৃতে মূঢ়াঃ পাপানি কুর্বতে! ॥ ৭ ॥

কষ্টমপর্যবসানেয়ং বিপত্তির্নাগানামাপতিতা! (আত্মগতম্) অপি নাম শক্নোম্যহং স্বশরীর-দানাদ্ একস্যাপি ফণভৃতঃ প্রাণরক্ষাং কর্তুম্?

(ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারঃ।)

প্রতীহারঃ—আরূঢ়োঽস্মি গিরিশিখরম্। যাবন্মিত্রাবসুমন্বিষ্যামি। (পরিক্রম্য) অয়ং মিত্রাবসুর্জামাতুঃ সমীপে তিষ্ঠতি। (উপসৃত্য প্রণম্য চ) বিজয়েতাং কুমারৌ।

মিত্রাবসুঃ—সুনন্দ, কিংনিমিত্তমিহাগমনং তে?

(প্রতি-কর্ণে কথয়তি।)

মিত্রাবসুঃ—কুমার, তাতো মামাহ্বয়তি।

নায়কঃ—গম্যতাম্।

মিত্রাবসুঃ—কুমারেণাপি বহু-প্রত্যবায়েঽস্মিন্ প্রদেশে ন চিরং স্থাতব্যম্। (ইতি প্রতীহারেণ সহ নিষ্ক্রান্তঃ।)

নায়কঃ—যাবদহমপ্যস্মাদ্ গিরিশিখরাদ্ অবতীর্য সমুদ্রতটমবলোকয়ামি। (পরিক্রামতি।)

(নেপথ্যে)—হা পুত্তঅ শঙ্খচূড়, কহং বাবাদিঅমাণো কিল মএ অজ্জ তুমং পেক্খিদব্বো। [হা পুত্র শঙ্খচূড়, কথং ব্যাপাদ্যমানঃ কিল ময়াদ্য ত্বং প্রেক্ষিতব্যঃ ?]

নায়কঃ—(আকর্ণ্য) অয়ে যোষিত ইবার্তপ্রলাপঃ। তদ্ যাবদুপসৃত্য কেয়ং, কুতো বাস্যা ভয়মিতি স্ফুটীকরোমি। (পরিক্রামতি।)

(ততঃ প্রবিশতি রুদত্যা বৃদ্ধয়া জনন্যানুগম্যমানঃ শঙ্খচূড়ো গোপায়িত-বস্ত্রযুগলশ্চ কিঙ্করঃ।)

বৃদ্ধা—হা পুত্তঅ সংখচূড়, কহং……পেক্খিদব্বো ? (চিবুকে গৃহীত্বা) ইমিণা মুহচন্দেণ বিরহিদং মজ্ঝ হিঅঅং অন্ধআরী-ভবিস্সদি পাআলং বি। [……অনেন মুখচন্দ্রেণ বিরহিতং মম হৃদয়মন্ধকারীভবিষ্যতি পাতালমপি।]

শঙ্খচূড়ঃ—অম্ব, কিমেবমতিবিক্লবতয়া সুতরাং নঃ পীড়য়সি ?

বৃদ্ধা—(চিরং নির্বর্ণ্য, পুত্রস্যাঙ্গানি স্পৃশন্তী) হা পুত্তঅ, কহং এদ দে অদিট্ঠ-সূর-কিরণং সুউমারং সরীরং নিগ্ঘিণ-হিঅও গরুড়ো আহারইস্সদি। (কণ্ঠে গৃহীত্বা তারং রোদিতি।) […, কথমেতৎ তেঽদৃষ্ট-সূর্যকিরণং সুকুমারং শরীরং নির্ঘৃণহৃদয়ো গরুড় আহারয়িষ্যতি ?]

শঙ্খচূড়ঃ—অম্ব, অলং পরিদেবিতেন। পশ্য—

> ক্রোড়ীকরোতি প্রথমং যদা জাতমনিত্যতা।
> ধাত্রীব জননী পশ্চাৎ তদা শোকস্য কঃ ক্রমঃ ? ৮ ॥

(গন্তুমিচ্ছতি।)

বৃদ্ধা—পুত্তঅ, মুহুত্তঅং পি চিট্ঠ। জাব দে বঅণং পেক্খামি। [পুত্রক, মুহূর্তকমপি তিষ্ঠ, যাবৎ তে বদনং প্রেক্ষে।]

কিঙ্করঃ—(সাক্ষেপম্) এহি কুমার শঙ্খচূড় এহি। কিং তুজ্ঝ মাদাএ ভণন্তীএ ? পুত্ত-সিণেহ মোহিদা ক্খু এসা ণ জাণেদি লাঅ কজ্জং। [এহি কুমার, শঙ্খচূড় এহি। কিং তে মাত্রা ভণন্ত্যা ? পুত্রস্নেহমোহিতা খল্বেষা ন জানাতি রাজকার্যম্।]

শঙ্খচূড়ঃ—অয়মাগচ্ছামি।

কিঙ্করঃ—(আত্মগতম্) আণীদো ক্খু এসো মএ বজ্ঝসিলা-সমীবং। জাব এদং বজ্ঝ-চিহ্নং লত্তংসুঅ-জুঅলং দেইঅ বজ্ঝ-সিলং দংসেমি। [আনীতঃ খল্বেষ ময়া বধ্যশিলা-সমীপম্। যাবদেনং বধ্যচিহ্নং রক্তাংশুক-যুগলং দত্ত্বা বধ্যশিলাং দর্শয়ামি।]

নায়কঃ—(দৃষ্ট্বা) অয়ে ইয়মসৌ যোষিৎ। (শঙ্খচূড়ং দৃষ্ট্বা) নূনমনেনাস্যাঃ সুতেন ভবিতব্যং, যদথ মাক্রন্দতি। (সমন্তাদবলোক্য) ন খল্বস্যাঃ কিঞ্চিদ্ ভয়কারণং পশ্যামি, কুতোঽস্যা ভয়ং ভবিষ্যতি ? কিমুপসৃত্য পৃচ্ছামি। অথবা প্রসক্ত এবায়মালাপঃ। কদাচিদত এবাস্যাভিব্যক্তির্ভবিষ্যতি। তদ্ বিটপান্তরিত-স্তাবচ্ছৃণোমি। (তথা করোতি)

কিঙ্করঃ—(সাস্রং কৃতাঞ্জলিঃ) কুমার সংখচূড়, এসো সামিণো আদেসো ত্তি করিঅ ঈদিসং ণিঠ্ঠুরং মন্তীঅদি। [কুমার শঙ্খচূড়, এষ স্বামিন আদেশ ইতি কৃত্বেদৃশং নিষ্ঠুরং মন্ত্র্যতে।]

শঙ্খচূড়ঃ—ভদ্র, কথয়।
কিঙ্করঃ—ণাঅ-লোঅ-সামী বাসুঈ দে আণবেদি।
[নাগ-লোক-স্বামী বাসুকিস্ত আজ্ঞাপয়তি।]
শঙ্খচূড়ঃ—(শিরস্যঞ্জলিং কৃত্বা সাদরম্) কিমাজ্ঞাপয়তি স্বামী?
কিঙ্করঃ—এদং লত্তংসুঅ-জুঅলং পলিহায় আলুহ বজ্ঝ-সিলং। জেণ তুমং রত্তংসুঅ-চিহ্নোবলক্‌খিদং গরুড়ো গেণ্হিঅ আহালং করেদি ত্তি। [এতদ্ রক্তাংশুক-যুগলং পরিধায় আরুহ বধ্য-শিলাম্। যেন ত্বাং রক্তাংশুকোচিহ্নোপলক্ষিতং গরুড়ো গৃহীত্বাহারং করোতীতি।]
নায়কঃ—কষ্টময়মসৌ তপস্বী বাসুকিনা পরিত্যক্তো গরুত্মত আহারায় দত্তঃ।
কিঙ্করঃ—শঙ্খচূড়, গেণ্হ এদং। (ইতি বস্ত্রযুগলমর্পয়তি)
[শঙ্খচূড়, গৃহাণেদম্]
শঙ্খচূড়ঃ—(সাদরম্) উপনয়! (ইতি গৃহীত্বা) গৃহীতঃ শিরসি স্বাম্যাদেশঃ।
বৃদ্ধা—(পুত্রস্য হস্তে বাসসী দৃষ্ট্বা, সোরস্তাড়ম্) হা বচ্ছ, এদং ক্‌খু বজ্ঝা-পাড়-সন্নিভং সংভাবীঅদি! (ইতি মূর্ছিতা পততি) [হা বৎস, এতৎ খলু বজ্রপাতসন্নিভং সম্ভাব্যতে!]
কিঙ্করঃ—আসন্না ক্‌খু গরুড়স্স আগমণ-বেলা। তা লঘু অবক্কমেমি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) [আসন্না খলু গরুড়স্য আগমন-বেলা। তল্লঘবপক্রামামি।]
শঙ্খচূড়ঃ—অম্ব, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।
বৃদ্ধা—(সমাশ্বস্য সাস্রম্) হা জাদ, হা পুত্ত, হা মণোরহসত-লম্ধ! হা ভত্ত! হা বিণঅ-সাঅর! কহিং দে উণ ঈদিসং পুণ্ণিমা-চন্দ-সরিচ্ছং মুহং প্পেক্‌খিস্সং!
(কণ্ঠে গৃহীত্বা রোদিতি)
[হা জাত, হা পুত্র, হা মনোরথ শত-লব্ধ, হা ভক্ত, হা বিনয়সাগর; ক্ব তে পুনরীদৃশং পূর্ণিমা-চন্দ্র সদৃশং মুখং প্রেক্ষিষ্যে?]
নায়কঃ—অহো নৈর্ঘৃণ্যং গরুত্মতঃ। অপি চ—

মূঢ়ায়া মুহুরশ্রু-সন্ততি-মুচঃ, কৃত্বা প্রলাপান্ বহূন্
'কস্ত্রাতা তব পুত্রকে'-তি—কৃপণাং দিক্ষু ক্ষিপন্ত্যা দৃশম্।
অঙ্কে মাতুরবস্থিতং শিশুমিমং, ত্যক্ত্বা ঘৃণামশ্নত—
শ্চণ্ডুর্নৈব খগাধিপস্য, হৃদয়ং বজ্রেণ, মন্যে, কৃতম্ ॥ ৯ ॥

শঙ্খচূড়ঃ—(দুঃখাতিশয়াৎ মাতুর্হৃদয় স্ফোটং শঙ্কমানো মাতরং প্রতি)

যৈরত্যন্ত-দয়াপরৈর্ন বিহিতা বন্ধ্যাঽর্থিনাং প্রার্থনা
যৈঃ কারুণ্য-পরিগ্রহান্ন গণিতঃ স্বার্থঃ পরার্থং প্রতি।
যে নিত্যং পরদুঃখ-দুঃখিতধিয়স্তে সাধবোঽস্তংগতা
মাতঃ সংহর বাষ্পবেগমধুনা কস্যাগ্রতো রুদ্যতে? ॥ ১০ ॥

(স্বহস্তেন মাতুরশ্রূণি মার্জয়ন্) অম্ব, কিমিতি বৈক্লব্যং তে? মাতঃ, সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি।
বৃদ্ধা—(সাস্রম্) পুত্তঅ, কহং সমাস্সসিদব্বং? কিং এক্কো এব পুত্তও ত্তি কদুঅ জাদাণুকংবেণ ণ ণিবারিদো ণাঅ-রাত্রণ বাসুইণা? হা কিদন্দ-হৃদঅ, কহং দাণিং তুএ নিগ্‌ঘিণ্ণ-হিঅত্রণ এব্বং অবিচ্ছিণ্ণে জীঅলোত্র মহ পুত্তো ণ বিসুমরিদো?

সব্বধা হদম্‌হি মন্দভাইণী। [পুত্রক, কথং সমাশ্বাসিতব্যম্ ? কিম্ এক এব পুত্রক ইতি কৃত্বা জাতানুকম্পেন ন নিবারিতো নাগরাজেন বাসুকিনা ? হা কৃতান্ত-হতক, কথমিদানীং ত্বয়া নির্ঘৃণহৃদয়েনৈবম্ অবিচ্ছিন্নে জীবলোকে মম পুত্রো ন বিস্মৃতঃ ? সর্বথা হতাস্মি মন্দভাগিনী।]

নায়কঃ-(সকরুণম্)

আর্তং কণ্ঠগত-প্রাণং পরিত্যক্তং স্ববান্ধবৈঃ।
ত্রায়ে নৈনং যদি, ততঃ কঃ শরীরেণ মে গুণঃ ? ॥ ১১ ॥

শঙ্খচূড়ঃ—অম্ব, সংস্তম্ভয়াত্মানম্।

বৃদ্ধা-হা পুত্তঅ সংখচূড়, জদা ণাঅ-লোঅ-পরিরক্‌খএণ বাসুইণা পরিচ্চত্তোসি, তদা কো দে অবরো পরিত্তাণং করিস্সদি ; জেণাহং সমস্সসিমি ? [হা পুত্রক শঙ্খচূড়, যদা নাগলোক-পরিরক্ষকেণ বাসুকিনা পরিত্যক্তোঽসি, তদা কস্তেঽপরঃ পরিত্রাণং করিষ্যতি-যেনাহং সমাশ্বসিমি ?]

নায়কঃ— সত্বরমুপসৃত্য) নম্বহমহম্।

বৃদ্ধা—(সসম্ভ্রমং গরুড়-ভ্রান্ত্যা স্বোত্তরীয়েণ পুত্রমাচ্ছাদয়ন্তী) বিণআ-ণন্দণ খাদেহি মং। অজ্জ অহং দে ণাঅ-রাত্রণ আহার-ণিমিত্তং পরিকপ্পিদা।

[বিনতা-নন্দন খাদয় মাম্। অদ্যাহং তে নাগরাজেনহার-নিমিত্তং পরিকল্পিতা।]

নায়কঃ—(সবাষ্পম্) অহো পুত্রবাৎসল্যম্।

অস্যা বিলোক্য মন্যে পুত্রস্নেহেন বিক্লবত্বমিদম্।
অকরুণ-হৃদয়ঃ করুণাং করিষ্যতি ভুজঙ্গ-শত্রুরপি ॥ ১২ ॥

শঙ্খচূড়—অম্ব, অলমলং ত্রাসেন। ন খল্বয়ং নাগশত্রুঃ।

পশ্য,

মহাহি-মস্তিষ্ক-বিভেদ-মুক্ত—
রক্তচ্ছটা-চর্চিত-চণ্ডচঞ্চুঃ
ক্বাসৌ গরুত্মান্, ক চ নাম সৌম্যঃ
সত্ত্ব-স্বভাবাকৃতি-রেষ সাধুঃ ॥ ১৩ ॥

বৃদ্ধা—পুত্ত, অহং ক্‌খু তুজ্‌ঝ মরণ ভীদা সব্বং পি জীঅ-লোঅং গরুড়মঅং পেক্‌খামি। [পুত্র, অহং খলু তব মরণভীতা সর্বমপি জীবলোকং গরুড়ময়ং প্রেক্ষে।]

নায়কঃ—অম্ব, মা ভৈষীঃ। নম্বহং বিদ্যাধরস্তব পুত্ররক্ষণার্থমেবাগতঃ। অতস্ত্বং ধীরা ভব।

বৃদ্ধা—(সহর্ষম্) পুত্তঅ, পুণো এতাইং অক্‌খরাইং বণ। [পুত্র, পুনরপি এতানি অক্ষরাণি ভণ।]

নায়কঃ—কিমনেন পুনঃ পুনরভিহিতেন ? ননু কর্মণৈব সম্পাদয়ামি।

বৃদ্ধা—(শিরস্যঞ্জলিং বদ্ধা) পুত্তঅ চিরং জীব। [পুত্রক, চিরং জীব]

নায়কঃ— মমৈতদম্বার্পয়, বধ্যচিহ্নং প্রাবৃত্য যদ্‌বৈ বিনতাসুতায়।
পুত্রস্য তে জীবিতরক্ষণার্থং স্বদেহমাহারয়িতুং দদামি ॥ ১৪ ॥

বৃদ্ধা—(কর্ণৌ পিধায়) পড়িহদং অমঙ্গলং। জাদ, তুমং সংখচূড় ণিব্বিসেসো এব্ব পুত্তআ, অহবা সম্খচূড়াও বি অহিঅঅরো জো এব্ব বন্ধুজণ-পরিচ্চত্তং পি মে পুত্তঅং ণিঅ সরীর-দাণেণ পরিরক্‌খিদুমিচ্ছসি। [প্রতিহতম-মঙ্গলম্। জাত,

ত্বং শংখচূড় নির্বিশেষ এব পুত্রকঃ। অথবা শংখচূড়াদপ্যধিকতরো য এবং বন্ধুজনপরিত্যক্তমপি মে পুত্রকং নিজশরীরদানেন পরিরক্ষিতুমিচ্ছসি।]

শংখচূড়ঃ—(সবিষাদম্) অহো জগদ্বিপরীতমস্য মহাসত্ত্বস্য চেতঃ। কুতঃ,

বিশ্বামিত্রঃ শ্ব-মাংসং শ্ব-পচ ইব পুরাঽভক্ষয়দ্ যন্নিমিত্তং
নাড়ীজংঘো নিজঘ্নে কৃত-তদুপকৃতি-র্যৎকৃতে গৌতমেন।
পুত্রেঽয়ং কশ্যপস্য প্রতিদিনমুরগানত্তি তার্ক্ষ্যো যদর্থং
প্রাণাংস্তানেষ সাধুস্তৃণমিব, কৃপয়া সঃ পরার্থং জহাতি ॥ ১৫ ॥

(নায়কমুদ্দিশ্য) ভো মহাত্মন্, দর্শিতা ত্বয়েয়মাত্মপ্রাণ-প্রদান-ব্যবসায়-নির্ব্যাজা ময়ি দয়ালুতা। তদলমনেন নির্বন্ধেন। পশ্য,

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মাদৃশাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
পরার্থং বদ্ধ-কক্ষাণাং ত্বাদৃশামুদ্ভবঃ কুতঃ ? ॥ ১৬ ॥

তৎ কিমনেন নির্বন্ধেন ? প্রসীদ মুচ্যতাময়মধ্যবসায়ঃ।

নায়কঃ—(শংখচূড়ং করে গৃহীত্বা) কুমার শংখচূড়, ন মে চিরাল্লব্ধাবসরস্যাস্য পরার্থ-সম্পাদনা মনোরথস্যান্তরায়ং কর্তুমর্হসি। তদলং বিকল্পেন। দীয়তাং মে বধ্যচিহ্নম্।

শংখচূড়ঃ—ভো মহাত্মন্, হে সাহসিকাগ্রণীঃ, কিং বৃথা প্রয়াসেন ? ন খলু শংখচূড়ঃ শংখধবলং শংখপালকুলং মলিনীকরিষ্যতি। অথানুকম্পনীয়া বয়ং তদিয়মস্মদ্-বিপত্তিবিক্লবাঽম্বা যথা ন পরিত্যজতি জীবিতং তথাঽভ্যুপায়শ্চিন্ত্যতাম্।

নায়কঃ—কিমত্র চিন্ত্যতে ? ননু চিন্তিত এবোপায়ঃ। স চ ত্বদায়ত্তঃ।

শংখচূড়ঃ—ক ইব ?

নায়কঃ— ম্রিয়তে ম্রিয়মাণে যা, ত্বয়ি জীবতি জীবতি।
তাং যদীচ্ছসি জীবন্তীং, রক্ষাত্মানং মমাসুভিঃ ॥ ১৭ ॥

অয়মেবাভ্যুপায়ঃ। তদর্পয় বধ্য-চিহ্নম্, যাবদনেনাত্মানমাচ্ছাদ্য বধ্যশিলামারোহামি। ত্বমপি জননীং পুরস্কৃত্যাস্মাৎ প্রদেশান্নিবর্তস্ব ; কদাচিদ্ ইয়মালোক্য সন্নিকৃষ্ট-মাঘাতস্থানং স্ত্রীস্বভাব-কাতরতয়া প্রাণান্ জহ্যাৎ। কিং ন পশ্যতি ভবানিদং বিপন্ন-পন্নগানেক-কংকাল-সংকুলং মহাশ্মশানম্। তথা হি,

চঞ্চচ্চঞ্চূধৃতার্ধচ্যুত-পিশিতলবগ্রাস-সংবৃদ্ধ-গর্ধৈ-
গৃধ্রৈ-রাবদ্ধপক্ষদ্বিতয়বিধৃতিভি-র্বদ্ধসান্দ্রান্ধকারে।
বক্ত্রোদ্দামং ভ্রমন্ত্যঃ শমিত-শিখিশিখাঃ শ্রেণয়োঽস্মিন্ শিবানা-
মস্র-স্রোতস্যজস্রং স্রুতবহুলবসা-বাস-বিস্রে স্বনন্তি ॥ ১৮ ॥

শংখচূড়ঃ—কথং ন পশ্যামি ?

প্রতিদিনমশূন্যমহিনা হারেণ বিনায়কাহিত-প্রীতি।
শশিধবলাস্থিকপালং বপুরিব রৌদ্রং শ্মশানমিদম্ ॥ ১৯ ॥

তদ্ গচ্ছ। কিমেভিস্ত্রাসোপন্যাসৈঃ ? আসন্নঃ খলু গরুড়াগমন-সময়ঃ। (মাতুরগ্রতো জানুভ্যাং স্থিত্বা শিরোনিহিতাঞ্জলিঃ) অম্ব, ত্বমপি নিবর্তস্বেদানীম্ !

সমুৎপৎস্যামহে নাতর্যস্যাং যস্যাং গতৌ বয়ম্।
তস্যাং তস্যাং প্রিয়সুতে মাতা ভূয়াস্ত্বমেব নঃ ॥ ২০ ॥

(পাদয়োঃ পততি)

বৃদ্ধা—(সাস্রম্) হা কহং অবচ্ছিন্নং সে বঅণং ? পুত্তঅ. ণ ক্খু তুমং উজ্ঝিঅ অপ্পণো মে পাআ বহন্তি ! তা অহংপি তুএ এব্ব সহ মরিস্সং ? [হা কথমপশ্চিমমস্য বচনম্ ! পুত্রক, ন খলু ত্বামুজ্ঝিত্বাত্মনো মে পাদৌ বহতঃ। তদহমপি ত্বয়ৈব সহ মরিষ্যামি ।]

শংখচূড়ঃ—(উত্থায়) যাবদহমপ্যস্মাদনুত্তরেণাদূরে ভগবন্তং দক্ষিণ-গোকর্ণং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাম্যাদেশমনুতিষ্ঠামি । (মাত্রা সহ নিষ্ক্রান্তঃ)

নায়কঃ—কষ্টং, ন সম্পন্নং মেঽভিলষিতম্ ! তৎ কো নামাভ্যুপায়ঃ ?

(ততঃ প্রবিশতি সহ বাসসা কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী—(প্রবিশ্য) ইদং রক্তাংশুক যুগলং দেব্যা মিত্রাবসু-জনন্যা কুমারায় প্রেষিতম্ । তদেতৎ পরিধত্তাং কুমারঃ ।

নায়কঃ—(দৃষ্ট্বা সহর্ষমাত্মগতম্) দিষ্ট্যা সিদ্ধমভিবাঞ্ছিতমনেনাতর্কিতোপনতেন রক্তাংশুক-যুগলেন । (প্রকাশম্) কঞ্চুকিন্ উপনয় ।

(কঞ্চুকী উপনয়তি । গৃহীত্বাত্মগতম্) সফলীভূতো মে মলয়বত্যাঃ পাণিগ্রহঃ । (প্রকাশম্) কঞ্চুকিন্, গম্যতাম্ । মদ্‌বচনাদ্ অভিবাদনীয়া দেবী ।

কঞ্চুকী যদাজ্ঞাপয়তি কুমারঃ । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ।)

নায়কঃ—

বাসোযুগমিদং রক্তং প্রাপ্তে কালে সমাগতম্ ।
মহতীং প্রীতিমাধত্তে পরার্থে দেহমুজ্ঝতঃ ॥ ২১ ॥

(দিশোঽবলোক্য) যথায়ং চলিত-মলয়াচল-শিলাচয়ঃ প্রচণ্ডো নভস্বাংস্তথা তর্কয়াম্যাসন্নীভূতঃ খলু পক্ষিরাজঃ । তথা হি,

তন্বানঃ সংবর্তকাভ্রৈঃ পিদধতি গগনং পঙ্‌ক্তয়ঃ পক্ষতীনাং
তীরে বেগানিলোঽস্তঃ ক্ষিপতি ভুব ইব প্লাবনায়াম্বুরাশেঃ ।
কুর্বন্ কল্পান্ত-শঙ্কাং সপদি চ সভয়ং বীক্ষিতো দিগ্‌-দ্বিপেন্দ্রৈ-
র্দেহোদ্দ্যোতৈর্দশাশাঃ কপিশয়তি মুহুঃ-দ্বাদশাদিত্য-দীপ্তঃ ॥ ২২ ॥

তদ্‌যাবদসৌ নাগচ্ছতি শঙ্খচূড়স্তাবৎ ত্বরিততরমিমাং বধ্য-শিলামারোহামি । (তথা কৃত্বোপবিশ্য শিলা-স্পর্শং নাটয়তি ।) অহো স্পর্শোঽস্যাঃ ।

ন তথা সুখয়তি, মন্যে, মলয়বতী মলয়-চন্দন-রসার্দ্রা ।
অভিবাঞ্ছিতার্থ-সিদ্ধ্যৈ বধ্যশিলেয়ং যথাশ্লিষ্টা ॥ ২৩ ॥

অথবা কিং মলয়বত্যা,

শয়িতেন মাতুরঙ্কে বিশ্রব্ধং শৈশবে ন যৎ প্রাপ্তম্ ।
লব্ধং সুখং ময়াঽস্যা বধ্য-শিলায়াস্তদুৎসঙ্গে ॥ ২৪ ॥

তদয়মাগতো গরুত্মান্ । যাবদাত্মানমাচ্ছাদয়ামি । (তথা করোতি ।

(ততঃ প্রবিশতি গরুড়ঃ ।)

গরুড়ঃ—

দৃষ্টা বিম্বং হিমাংশো—র্ভয়-কৃত-বলয়াং সংস্মরন্ শেষমূর্তিং
সানন্দং স্যন্দনাশ্ব-ত্রসন-বিচলিতে পূষ্ণি, দৃষ্টোঽগ্রজেন ।
এষ প্রান্তাপসর্পজ্জলধরপটলৈ-রায়তীভূতপক্ষঃ
প্রাপ্তো বেলা মহীধ্রং মলয়মহমহিগ্রাস গৃধ্নুঃ ক্ষণেন ॥ ২৫ ॥

নায়কঃ—(সপরিতোষম্)

সংরক্ষতা পন্নগমদ্য পুণ্যং
ময়ার্জিতং যৎ, স্ব-শরীর-দানাৎ।
ভবে ভবে তেন মমৈব ভূয়াৎ
পরোপকারায় শরীর-লাভঃ ॥ ২৬ ॥

গরুড়ঃ—(নায়কং নির্বর্ণ্য)

অস্মিন্ বধ্যশিলাতলে নিপতিতং, শেষানহীন্ রক্ষিতুং
নির্ভিদ্যাহশনিদণ্ড-চণ্ডতরয়া চঞ্চাহধুনা বক্ষসি।
ভোক্তুং ভোগিনমুদ্ধরামি তরসা রক্তাম্বর-প্রাবৃতং
দিগ্ধং মদ্‌ভয়-দীর্যমাণ-হৃদয়-প্রস্যন্দিনেবাসৃজা ॥ ২৭ ॥

(ইত্যভিপত্য নায়কং গৃহ্লাতি।)

(নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনিঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ)

গরুড়ঃ—(সবিস্ময়ম্) অয়ে দুন্দুভি-ধ্বনিঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ। (উধ্বর্মবলোক্যাকর্ণ্য চ)

আমোদানন্দিতালি-র্নিপততি কিমিয়ং পুষ্পবৃষ্টির্নভস্তঃ?
স্বর্গে কিং বৈষ চক্রং মুখরয়তি দিশাং দুন্দুভীনাং নিনাদঃ?

(বিহস্য)

আং জ্ঞাতং, সোহপি মন্যে মম জব মরুতা কম্পিতঃ পারিজাতো
মন্দ্রং সংবর্তকাভ্রৈরিদমপি রণিতং জাত সংহারশঙ্কৈঃ ॥ ২৮ ॥

নায়কঃ—(আত্মগতম্) দিষ্ট্যা কৃতার্থোহস্মি।

গরুড়ঃ—(নায়কং কবলয়ন্)

নাগানাং রক্ষিতা ভাতি গুরুরেষ যথা মম।
তথা সর্পাশনাকাঙ্ক্ষাং ব্যক্তমদ্যাপনেষ্যতি ॥ ২৯ ॥

তদ্ যাবদেনং গৃহীত্বা মলয়-পর্বতমারুহ্য যথেষ্টমাহারয়মি।

(ইতি জীমূতবাহনং গৃহীত্বা নিষ্ক্রান্তঃ)

ইতি চতুর্থোহঙ্কঃ।

× × × × × × × × × × × × × **পঞ্চমোহঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারঃ।)

প্রতীহারঃ—স্ব-গৃহোদ্যান-গতেহপি স্নিগ্ধে পাপং বিশঙ্ক্যতে স্নেহাৎ।
কিমু দৃষ্ট বহ্বপায়-প্রতিভয় কান্তার-মধ্যস্থে? ১ ॥

তথা হি—জীমূতবাহনো জলনিধি-বেলাহবলোকন-কুতূহলী নিষ্ক্রান্ত-শ্চিরয়তীতি দুঃখমাস্তে মহারাজ-বিশ্বাবসুঃ। সমাদিষ্টশ্চাস্মি তেন, যথা—'সুনন্দ, শ্রুতং ময়া সন্নিহিত-গরুড় প্রতিভয়মুদ্দেশং জামাতা জীমূতবাহনো গত ইতি শঙ্কিত এবাস্মি অনেন বৃত্তান্তেন। তৎ ত্বরিতং বিজ্ঞায় আগচ্ছ কিমসৌ স্বগৃহমাগতো ন বা' ইতি। যাবৎ তত্র গচ্ছামি। (পরিক্রাম্যাগ্রে দৃষ্টা) অয়মসৌ রাজর্ষি-জীমূতবাহনস্য পিতা জীমূতকেতু-রুটজাঙ্গনে সহ সহধর্মচারিণ্যা রাজপুত্র্যা বধ্বা

চ পর্যুপাস্যমানস্তিষ্ঠতি। তথা হি,

ক্ষৌমে ভংগবতী তরঙ্গিত-দশে ফেনাম্বতুল্যে বহন্
জাহ্নব্যেব বিরাজিতঃ সুপয়সা দেব্যা মহাপুণ্যয়া।
ধত্তে তোয়নিধেরয়ং সুসদৃশীং জীমূতকেতুঃ শ্রিয়ং
যস্যৈষান্তিক-বর্তিনী মলয়বত্যাভাতি বেলা যথা ॥ ২ ॥

তদ্ যাবদুপসর্পামি।

(ততঃ প্রবিশতি পত্নী-বধূ-সমেতো জীমূতকেতুঃ)

জীমূতকেতুঃ-- ভুক্তানি যৌবন-সুখানি, যশোঽবকীর্ণং
রাজ্যে স্থিতং, স্থিরধিয়া চরিতং তপোঽপি।
শ্লাঘ্যঃ সুতঃ, সু-সদৃশান্বয়-জা স্নুষেয়ং
চিন্ত্যো ময়া ননু কৃতার্থতয়াঽদ্য মৃত্যুঃ ॥ ৩ ॥

সুনন্দঃ--(সহসোপসৃত্য) জীমূতবাহনস্য--

জীমূতকেতুঃ--(কর্ণৌ পিধায়) শান্তং পাপম্।

বৃদ্ধা (দেবী)- পড়িহদং ক্খু এদং অমঙ্গলং। [প্রতিহতং খল্বেতং অমঙ্গলম্]

মলয়বতী--বেবদি মে হিঅঅং ইমিণা দুন্নিমিত্তেণ। [বেপতে মে হৃদয়মনেন দুর্নিমিত্তেন।]

জীমূতকেতুঃ--(বামাক্ষি স্পন্দনং সূচয়িত্বা) ভদ্র, কিং জীমূতবাহনস্য ?

সুনন্দঃ--জীমূতবাহনস্য বার্তামন্বেষ্টুং মহারাজ-বিশ্বাবসুনা যুষ্মদন্তিকং প্রেষিতোঽস্মি।

জীমূতকেতুঃ -কিমসন্নিহিতস্তত্র মে বৎসঃ ?

বৃদ্ধা--(সবিষদম্) মহারাঅ, জই তহিং ণ সণ্ণিহিদো, তা কহিং গদো মে পুত্তও ভবিস্সদি ? [মহারাজ, যদি তত্র ন সন্নিহিতঃ, তৎ ক্ব গতো মে পুত্রকো ভবিষ্যতি ?

জীমূতকেতুঃ--নূনমস্মৎ প্রাণযাত্রার্থং নিতান্তং দূরং গতো ভবিষ্যতি।

মলয়বতী--(সবিষদমাত্মগতম্) অহং উণ অজ্জউত্তং অপেক্খংতী জেব্ব কিংপি আসংকামি। [অহং পুনরার্যপুত্রম্ অপ্রেক্ষমাণা অন্যদেব কিমপি আশঙ্কে।]

সুনন্দঃ--আজ্ঞাপয়, কিং ময়া স্বামিনে নিবেদনীয়ম্ ?

জীমূতকেতুঃ--(বামাক্ষিস্পন্দনং সূচয়িত্বা) জীমূতবাহনশ্চিরয়তীতি পর্যাকুলোঽস্মি হৃদয়েন,

স্ফুরসি কিম্ দক্ষিণেতর, মুহুর্মুহুঃ সূচয়ন্ মমানিষ্টম্।
হতচক্ষুরপহতং তে স্ফুরিতং মম পুত্রকঃ কুশলী ॥ ৪ ॥

(ঊর্ধ্বমবলোক্য) অয়মেব ত্রিভুবনৈকচক্ষু-র্ভগবান্ সহস্র-দীধিতিঃ স্ফুরন্ জীমূতবাহনস্য শ্রেয়ঃ করিষ্যতি। (বিলোক্য সবিস্ময়ম্)

আলোক্যমানম্ অতি-লোচন-দুঃখদায়ি
রক্তচ্ছটা নিজ-মরীচি-রুচো বিমুঞ্চৎ।
উৎপাত-বাত-তরলীকৃত-তারকাভম্
এতৎ পুরঃ পততি কিং সহসা নভস্তঃ ? ॥ ৫ ॥

কথং চরণয়োরেব পতিতম্ ?

(সর্বে নিরূপয়ন্তি।)

জীমূতকেতুঃ- অয়ে, কথং লূন-সরস-মাংস-কেশশ্চূড়ামণিঃ ? কস্য পুনরয়ং স্যাৎ ?

বৃদ্ধা—(সবিষাদম্) মহারাঅ, পুত্তঅস্স বিঅ মে এদং চূড়া-রঅণং ? [মহারাজ, পুত্রকস্যেব মে এতচ্চূড়া-রত্নম্ ?]

মলয়বতী—অম্ব, মা এব্বং ভণ। [অম্ব, মৈবং ভণ।]

সুনন্দঃ—মহারাজ, মৈবমবিজ্ঞায় বিক্লবীভূঃ। অত্র হি,

তার্ক্ষ্যেণ ভক্ষ্যমাণানাং পন্নগানামনেকশঃ।
উল্কারূপাঃ পতন্ত্যেতে শিরোমণয় ঈদৃশাঃ ॥ ৬ ॥

জীমূতকেতুঃ—দেবি, সোপপত্তিকমভিহিতম্। কদাচিদেবমপি স্যাৎ।

বৃদ্ধা—সুণংদঅ, জাব ইমাত্র বেলাএ সসুর-সদণং জেব্ব আঅদো মে পুত্তও ভবিস্সদি। তা গচ্ছ, জানিঅ লহুং সংপাদেহি। [সুনন্দক, যাবদনয়া বেলয়া শ্বশুর-সদনমেবাগতো মে পুত্রকো ভবিষ্যতি। তদ্গচ্ছ, জ্ঞাত্বা লঘু সম্পাদয়।]

সুনন্দঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবী। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

জীমূতকেতুঃ—দেবি, অপি নাগ-চূড়ামণিঃ স্যাৎ।

(ততঃ প্রবিশতি রক্তবস্ত্র-সংবীতঃ শংখচূড়ঃ)

শংখচূড়ঃ—(সাস্রম্)

গোকর্ণম্ অর্ণব-তটে ত্বরিতং প্রণম্য
প্রাপ্তোঽস্মি তাং খলু ভুজঙ্গম-বধভূমিম্।
আদায় তং নখমুখ-ক্ষতবক্ষসঞ্চ
বিদ্যাধরং গগনমুৎপতিতো গরুত্মান্ ॥ ৭ ॥

(রুদন্) হা মহাসত্ত্ব, হা পরম-কারুণিক, হা নিষ্কারণৈক-বান্ধব, হা পরদুঃখ-দুঃখিত, ক্ব গতোঽসি ? প্রযচ্ছ মে প্রতিবচনম্। হা শংখচূড়-হতক, কিং কৃতং ত্বয়া ?

নাহিত্রাণাৎ কীর্তিরেকা ময়াপ্তা
নাপি শ্লাঘ্যা স্বামিনোঽনুষ্ঠিতাঽঽজ্ঞা।
দত্ত্বাঽঽত্মানং রক্ষিতোঽন্যেন শোচ্যো
হা ধিক্, কষ্টং, বঞ্চিতো বঞ্চিতোঽস্মি ॥ ৮ ॥

তস্মাহমেবংবিধঃ ক্ষণমপি জীবন্নুপহাস্যম্ আত্মানং করোমি। যাবদেতনুগমনং প্রতি যতিষ্যে। (পরিক্রামন্ ভূমৌ দত্তদৃষ্টিঃ)

আদাবুৎপীড়-পৃথ্বীং, প্রবিরল-পতিতাং স্থূলবিন্দুং ততোঽগ্রে,
গ্রাবস্বাপাত-শীর্ণ-প্রসৃততনুকণাং কীট-কীর্ণাং স্থলীষু।
দুর্লক্ষ্যাং ধাতুভিত্তৌ, ঘনতরুশিখরে গহ্বরে স্ত্যান-রূপাম্,
এনাং তার্ক্ষ্যং দিদৃক্ষুর্নিপুণমনুসরন্ রক্তধারাং ব্রজামি ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধা—(সসাধ্বসম্) মহারাঅ, এসো সসোও বিঅ রুদিদ-বঅণো ইদো জেব্ব তুরিদং আঅচ্ছন্তো হিঅঅং মে আকুলীকরেদি। তা জানীঅদু দাব কো এসো ত্তি। [মহারাজ, এষ সশোক ইব রুদিত-বদন ইত এব ত্বরিতমাগচ্ছন্ হৃদয়ং মে আকুলী-করোতি। তৎ জ্ঞায়তাং তাবৎ ক এষ ইতি।]

জীমূতকেতুঃ—যথাঽঽহ দেবী।

শংখচূড়ঃ—(সাক্রন্দম্) হা ত্রিভুবনৈকচূড়ামণে ক্ব ময়া দ্রষ্টব্যোঽসি ? মুষিতোঽস্মি ভো, মুষিতোঽস্মি।

জীমূতকেতুঃ—(আকর্ণ্য সহর্ষং বিহস্য) দেবী মুঞ্চ শোকম্। অস্যায়ং চূড়ামণিনূনং মাংসলোভাৎ কেনাপি পক্ষিণা মস্তকাদুৎখায়ানীয়মানোঽস্যাং ভূমৌ পপাত।

বৃদ্ধা—(সহর্ষং মলয়বতীমালিঙ্গ্য) অবিহবে ধীরা হোহি। ণ কখু ঈরিসী আকিদী বেহব্য-দুক্খং অণুহোদি। [অবিধবে, ধীরা ভব। ন খল্বীদৃশী আকৃতির্বৈধব্য-দুঃখমনুভবতি।]

মলয়বতী—(সহর্ষম্) অম্ব, তুম্হাণং আসিসাং পভাএণ। [অম্ব, যুষ্মাকমাশিষাং প্রভাবেণ। (পাদয়োঃ পততি।)

জীমূতকেতুঃ—(শংখচূড়মুপসৃত্য) বৎস, কিং তব চূড়ামণিরপহৃতঃ ?

শংখচূড়ঃ—আর্য, ন মমৈকস্য ত্রিভুবনস্যাপি।

জীমূতকেতুঃ—(শংখচূড়মবলোক্য) বৎস, কথমিব ?

শংখচূড়ঃ—দুঃখাতিভারাদ্ বাষ্পোপরুধ্যমানকণ্ঠো ন শক্নোমি কথয়িতুম্।

জীমূতকেতুঃ—(আত্মগতম্) হন্ত হতোঽস্মি। (প্রকাশম্)

আবেদয় মমাত্মীয়ং পুত্র, দুঃখং সুদুঃসহম্।
ময়ি সংক্রান্তমেতৎ তে যেন সহ্যং ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

শংখচূড়ঃ—শ্রূয়তাম্, শংখচূড়ো নাম নাগঃ খল্বহম্। আহারার্থং বাসুকিনা বৈনতেয়ায় প্রেষিতঃ। কিং বহুনা বিস্তরেণ ? কদাচিদ্ ইয়ং রুধিরধারা-পদ্ধতিঃ পাংসুভিরকীর্যমাণা দুর্লক্ষ্যতামুপযাতি, তৎ সংক্ষেপতঃ কথয়ামি।

বিদ্যাধরেণ কেনাপি করুণাহবিষ্টচেতসা।
মম সংরক্ষিতাঃ প্রাণা দত্ত্বাত্মানং গরুত্মতে ॥ ১১ ॥

জীমূতকেতুঃ—কোঽন্য এবং পরহিতব্যসনী ? বৎস, ননু স্পষ্টমেবোচ্যতাং জীমূতবাহনেনেতি। হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ।

বৃদ্ধা—হা পুত্তঅ, কহং তুএ এদং কিদং ? [হা পুত্রক, কথং ত্বয়ৈতৎ কৃতম্ ?]

মলয়বতী- কহং সচ্চীভূদং জেব্ব মে দুচ্চিন্তিদং ? [কথং সত্যীভূতমেব দুশ্চিন্তিতম্ ?]

(সর্বে মোহং গচ্ছন্তি।)

শংখচূড়ঃ—(সসম্ভ্রম্) নূনমেতৌ পিতরৌ তস্য মহাসত্ত্বস্য। কথমপ্রিয়বাদিনা ময়া ইমামবস্থাং নীতৌ ? অথবা বিষাদ্ ঋতে বিষধরস্য মুখাৎ কিমন্যান্নিঃসরতি ? অহো প্রাণপ্রদস্য সুসদৃশং প্রত্যুপকৃতং জীমূতবাহনস্য শংখচূড়েন। তৎ কিমধুনৈবাত্মানং ব্যাপাদয়ামি ? অথবা সমাশ্বাসয়ামি তাবদেতৌ ! তাত, সমাশ্বসিহি। অম্বা সমাশ্বসিতু।

(উভৌ সমাশ্বসিতঃ।)

বৃদ্ধা—বচ্ছে, উট্ঠেহি, মা রোঅ। অম্হে কিং জীমূদবাহণেন বিণা জিবম্হ ? তা সমস্সস দাব। [বৎসে, উত্তিষ্ঠ মা রুদিহি। বয়ং কিং জীমূতবাহনেন বিনা জীবামঃ ! তৎ সমাশ্বসিহি তাবৎ।]

মলয়বতী—(সমাশ্বস্য) অজ্জউত্ত, কহিং মএ তুমং পেক্খিদব্বো ? [আর্যপুত্র, কস্মিন্ ময়া ত্বং প্রেক্ষিতব্যঃ ?]

জীমূতকেতুঃ—

হা বৎস, গুরুচরণ শুশ্রূষা-বিধিজ্ঞ,

চূড়ামণিং চরণয়োর্মম পাতয়তা ত্বয়া।
লোকান্তরগতেনাপি নোজ্‌ঝিতো বিনয়ক্রমঃ ॥ ১২ ॥

(চূড়ামণিং গৃহীত্বা) হা বৎস, কথমেতাবন্মাত্রদর্শনঃ সংবৃত্তোঽসি ? (হৃদয়ে দত্ত্বা) অহহ !!!

ভক্ত্যা বিদূর-বিনতাননম্রমৌলেঃ
শশ্বৎ তব প্রণমতশ্চরণৌ মদীয়ৌ।
চূড়ামণি নিকষণৈ-র্মসৃণোঽপ্যয়ং হি
গাঢ়ং বিদারয়তি মে হৃদয়ং কথং নু ? ॥ ১৩ ॥

বৃদ্ধা—হা পুত্র জীমূতবাহণ, জস্স দে গুরুঅণ-সুস্সূসং বজ্জিঅ অন্নং সুহং ণ রোঅদি, সো কহিং দাণিং পিদরং উজ্‌ঝিঅ সগ্গ-সুহম্ অণুহোদুং গদোসি ? [হা পুত্র জীমূতবাহন, যস্য তে গুরুজন-শুশ্রূষাং বর্জয়িত্বা অন্যৎ সুখং ন রোচতে, স কুত্রেদানীং পিতরমুজ্‌ঝিত্বা স্বর্গসুখমনুভবিতুং গতোঽসি ?]

জীমূতকেতুঃ—(সাস্রম্) দেবি, কিং জীমূতবাহনেন বিনা জীবামো বয়ং, যেনৈবং প্রলপসি ?

মলয়বতী—(পাদয়োর্নিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ) তা দেহি মে অজ্জউত্ত-চিণহং চূড়ামণিং, জেণ এদং হিঅএ কদুঅ জলণ-পবেসেন হিঅঅস্স সংদাব-দুক্খং। [তদ্ দেহি মে আর্যপুত্র-চিহ্নং চূড়ামণিং যেনৈনং হৃদয়ে কৃত্বা জ্বলন-প্রবেশেন অপনয়ামি হৃদয়স্য সন্তাপদুঃখম্।]

জীমূতকেতুঃ—পতিব্রতে, কিমেবমাকুলয়সি ? ননু সর্বেষামেবাস্মাকময়ং নিশ্চয়ঃ।

বৃদ্ধা—মহারাঅ, তা কিং অম্‌হেহিং পড়িপালীআদি ? [মহারাজ, তৎ কিমস্মাভিঃ প্রতিপাল্যতে ?]

জীমূতকেতুঃ—ন খলু দেবি ! কিঞ্চিৎ। কিন্ত্বাহিতাগ্নে-র্ন্যায়েনাগ্নিনা সংস্কারো বিহিতঃ। অতোঽগ্নিহোত্রশরণাদ্ অগ্নীন্ আদায় আত্মানমুদ্দীপয়ামঃ।

শঙ্খচূড়ঃ—(আত্মগতম্) কষ্টং, মমৈকস্য কৃতে সকলমেবেদং বিদ্যাধরকুলম্ উচ্ছিন্নম্। তদেবং তাবৎ। (প্রকাশম্) তাত, খল্বনিশ্চিত্যৈব যুক্তমিদমীদৃশং সাহসমনুষ্ঠাতুম্। বিচিত্রাণি হি দৈববিলসিতানি। কদাচিন্ময়ং নাগ ইতি জ্ঞাত্বা পরিত্যজেন্নাগশত্রুঃ। তদনয়ৈব দিশা বৈনতেয়মনুসরামস্তাবৎ।

বৃদ্ধা—সব্বহা দেবদাণং পসাদেণ জীবংতস্স পুত্তঅস্স মুহং দংসেম। [সর্বথা দেবতানাং প্রসাদেন জীবতঃ পুত্রস্য মুখং পশ্যেম।]

মলয়বতী—(আত্মগতম্) দুল্লহং ক্খু এদং মম মন্দভগ্গাএ। [দুর্লভং খল্বেতৎ মম মন্দভাগ্যায়াঃ।]

জীমূতকেতুঃ—বৎস, অবিতথৈষা তব ভারতী ভবতু। তথাপি সাগ্নীনামেবাস্মাকং যুক্তমনুসর্তুম্। তদনুসরতু ভবান্। বয়মপ্যগ্নিশরণাদ্ অগ্নিমাদায় ত্বরিতমেবানুগচ্ছামঃ।

(পত্নীবধূসমেতো নিষ্ক্রান্তঃ।)

শঙ্খচূড়ঃ—তদ্ যাবৎ গরুড়মনুসরামি। (অগ্রতো নির্বর্ণ্য)

কুর্বাণো রুধিরার্দ্র-চঞ্চুকষণৈ-র্দ্রোণীরিবাদেস্তটীঃ
প্লুষ্টোপান্ত-বনান্তরঃ স্বনয়ন-জ্যোতিঃশিখা-সঞ্চয়ৈঃ।

মজ্জদ্ বজ্রকঠোর-ঘোরনখরপ্রান্তাবগাঢ়াবনিঃ
শৃঙ্গাগ্রে মলয়স্য পন্নগরিপু-দূরাদসৌ দৃশ্যতে ॥ ১৪ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থো পুরঃপতিতনায়কো গরুড়ঃ ।)

গরুড়ঃ—জন্মনঃ প্রভৃতি ভুজঙ্গপতীনশনতা নেদমাশ্চর্যং ময়া দৃষ্টপূর্বং, যদয়ং মহাসত্ত্বো ন কেবলং ন ব্যথতে, প্রত্যুত প্রহৃষ্ট ইব কিমপি দৃশ্যতে । তথা হি—

গ্লানির্নাধিক-পীয়মান-রুধিরস্যাপ্যস্তি ধৈর্যোদধে-
র্মাংসোৎকর্তনজা রুজোঽপি বহতঃ প্রীত্যা প্রসন্নং মুখম্ ।
গাত্রং যন্ন বিলুপ্তমেষ পুলকস্তত্র স্ফুটো লক্ষ্যতে
দৃষ্টির্ময্যুপকারিণীব নিপতত্যস্যাপকারিণ্যপি ॥ ১৫ ॥

ততঃ কুতূহলমেব জনিতমস্যানয়া ধৈর্যবৃত্ত্যা । ভবতু, ন ভক্ষয়াম্যেবৈনম্ । পৃচ্ছামি তাবৎ কোঽয়মিতি । (অপসর্পতি)

নায়কঃ—(মাংসোৎকর্তনবিমুখমুপলক্ষ্য)

শিরামুখৈঃ স্যন্দত এব রক্তম্
অদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি ।
তৃপ্তিং ন পশ্যামি তবাপি তাবৎ
কিং ভক্ষণাৎ ত্বং বিরতো গরুত্মন্ ? ॥ ১৬ ॥

গরুড়ঃ (আত্মগতম্) আশ্চর্যমাশ্চর্যম্ !! কথমপ্যস্যামপ্যবস্থায়ামূর্জিতমভিধত্তে ? (প্রকাশম্) অহো মহাসত্ত্ব—

আবর্জিতং ময়া চঞ্চ্বা হৃদয়াৎ তব শোণিতম্ ।
ধৈর্যেণানেন চ হৃতং ত্বয়া হৃদয়মেব মে ॥ ১৭ ॥

শংখচূড়ঃ- অস্থান এব ভ্রান্তিঃ ;

আস্তাং স্বস্তিক-লক্ষ্ম বক্ষসি, তনৌ নালোক্যতে কঞ্চুকঃ ?
জিহ্বে জল্পত এব মে ন গণিতে নাম ত্বয়া দ্বে অপি ?
তিস্রস্তীব্র বিষাগ্নি-ধূমপটল-ব্যাজিহ্ম-রত্নত্বিষো
নৈতা দুঃসহশোক শূৎকৃতমরুৎ-স্ফীতাঃ ফণাঃ পশ্যসি ? ॥ ১৮ ॥

গরুড়ঃ—(উভৌ নিরূপ্য শংখচূড়স্য ফণাং দৃষ্টবা) তৎ কঃ খলু ময়া ব্যাপাদিতঃ ?

শংখচূড়ঃ--বিদ্যাধরবংশ তিলকো জীমূতবাহনঃ । কথমকারুনিকেন ত্বয়া ইদমনুষ্ঠিতম্ ?

গরুড়ঃ– অয়ে অয়মসৌ বিদ্যাধরকুমারো জীমূতবাহনঃ,

মেরৌ মন্দর-কন্দরাসু হিমবৎসানৌ মহেন্দ্রাচলে
কৈলাসস্য শিলাতলেষু মলয় প্রাগ্ভার দেশেষ্বপি ।
উদ্দেশেষ্বপি তেষু তেষু বহুশো যস্য শ্রুতং তন্ময়া
লোকালোক-বিচারি-চারণগণৈরুদ্গীয়মানং যশঃ ॥ ১৯ ॥

সর্বথা মহত্যংহ পঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ।

নায়কঃ--ভোঃ ফণিপতে, কিমেবমুদ্বিগ্নোঽসি ?

শংখচূড়ঃ—কিমস্থানমিদমাবেগস্য ?

স্বশরীরেণ শরীরং তার্ক্ষ্যাৎ পরিরক্ষতা মদীয়মিদম্ ।
যুক্তং নেতুং ভবতা পাতালতলাদপি তলং মাম্ ॥ ২০ ॥

গরুড়ঃ—অয়ে, করুণার্দ্রচেতসা অনেন মহাত্মনা অস্মদ্গ্রাসগোচর-পতিতস্যাস্য ফণিনঃ

প্রাণান্ রক্ষিতুং স্বদেহ আহারার্থমুপনীতঃ। তন্মহদকৃত্যম্ এতন্ময়া কৃতম্। কিং বহুনা—বোধিসত্ত্ব এবায়ং ব্যাপাদিতঃ। তস্য মহতঃ পাপস্যাগ্নিপ্রবেশাদ্ ঋতে নান্যৎ প্রায়শ্চিত্তং পশ্যামি। তৎ ক নু খলু বহ্নিং সমাসাদয়ামি? (দিশঃ পশ্যন্) অয়ে, অমী কেঽপি গৃহীতাগ্নয় ইত এবাগচ্ছন্তি! তদ্ যাবদেতান্ প্রতিপালয়ামি।

শঙ্খচূড়ঃ—কুমার, পিতরৌ তে প্রাপ্তৌ।

নায়কঃ—(সসম্ভ্রমম্) শঙ্খচূড়, সমুপবিশ্য অনেনোত্তরীয়েণাচ্ছাদিত-শরীরং কৃত্বা ধারয় মাম্। অন্যথা কদাচিদ্ ঈদৃশং সহসৈব মাং দৃষ্ট্বা পিতরৌ জীবিতং জহ্যাতাম্!

শঙ্খচূড়ঃ—(পার্শ্বপতিতম্ উত্তরীয়ং গৃহীত্বা তথা করোতি।)

(ততঃ প্রবিশতি পত্নী-বধূ-সমেতো জীমূতকেতুঃ।)

জীমূতকেতুঃ—(সাস্রম্) হা পুত্র জীমূতবাহন,

আত্মীয়ঃ পর ইত্যয়ং খলু কুতঃ সত্যং কৃপায়াঃ ক্রমঃ ?
কিং রক্ষামি বহূন্ কিমেকমিতি তে জাতা ন চিন্তা কথম্ ?
তার্ক্ষ্যাৎ ত্রাতুমহিং স্বজীবিত-পরিত্যাগং ত্বয়া কুর্বতা
যেনাত্মা পিতরৌ বধূরিতি হতং নিঃশেষমেতৎকুলম্ ॥ ২১ ॥

বৃদ্ধা—(মলয়বতীমুদ্দিশ্য) জাদে, বিরম মুহুত্তঅং। অবিরত নিবডংত বাপ্ফ বিন্দুহিং অহিহবীঅদি অঅং অগ্গী। [জাতে, বিরম মুহূর্তকম্। অবিরত-নিপতদ্-বাষ্পবিন্দুভি-রভিভূয়তেঽয়মগ্নিঃ।]

[সর্বে পরিক্রামন্তি।]

জীমূতকেতুঃ—হা পুত্র জীমূতবাহন!

গরুড়ঃ—(শ্রুত্বা) হা পুত্র জীমূতবাহন ইতি ব্রবীতি। তদ্ ব্যক্তমস্যায়মস্য পিতা। তৎ কিমেতদীয়েনাগ্নিনা আত্মানমুদ্দীপয়ামি? ন শক্নোম্যস্য পুত্রঘাতাল্লজ্জয়া মুখং দর্শয়িতুম্। অথবা কিমগ্নিহেতোঃ পর্যাকুলোঽস্মি? সমীপস্থ এবাস্মি জলনিধেঃ। তদ্ যাবদিদানীম্।—

জ্বালাভঙ্গৈ—স্ত্রিলোকীগ্রসনরস-চলৎকালজিহ্বাগ্রকল্পৈঃ
সপ্তার্চিঃ সপ্ত সর্পিষ্বনামিব কবলীকর্তুমীশে সমুদ্রান্।
দেবরেবোৎপাত-বাত-প্রসর পটুতরৈ ধুক্ষিতে পক্ষবাতৈ-
রস্মিন্ কল্পাবসান জ্বলন-ভয়ংকরে বাড়বাগ্নৌ পতামি ॥ ২২ ॥

(ইত্যুত্থাতুমিচ্ছতি।)

নায়কঃ—ভোঃ পক্ষিরাজ, অলমনেনাধ্যবসায়েন. নায়ং প্রতীকারোঽস্য পাপ্মনঃ।

গরুড়ঃ—(জানুভ্যাং স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ) ভো মহাত্মন্ কস্তর্হি কথ্যতাম্।

নায়কঃ—প্রতিপালয় ক্ষণমেকম্। পিতরৌ মে প্রাপ্তৌ। যাবদেতৌ প্রণমামি।

গরুড়ঃ—এবং ক্রিয়তাম্।

জীমূতকেতুঃ—(দৃষ্ট্বা সহর্ষম্) দেবি, দিষ্ট্যা বর্ধসে। অয়মসৌ বৎসো জীমূতবাহনো ন কেবলং ধ্রিয়তে, প্রত্যুত পুরঃ কৃতাঞ্জলিনা গরুড়েন শিষ্যেণেব পর্যুপাস্যমানস্তিষ্ঠতি।

বৃদ্ধা—মহারাঅ, কিদত্থম্হি। অক্খদ সরীরস্স এব্ব পুত্তঅস্স মুহং দিট্ঠং। [মহারাজ, কৃতার্থাস্মি। অক্ষতশরীরস্যৈব পুত্রকস্য মুখং দৃষ্টম্।]

মলয়বতী—অহং অজ্জউত্তং পেক্খন্তী বি অসংভাবণীঅং তি করিঅ ণ পত্তিআমি।

[অহমার্যপুত্রং প্রেক্ষমাণাপ্যসম্ভাবনীয়মিতি কৃত্বা ন প্রত্যেমি ।]

জীমূতকেতুঃ—(উপসৃত্য) বৎস, এহ্যেহি, পরিষ্বজস্ব মাম্ ।

নায়কঃ—(উত্থাতুমিচ্ছন্ পতিতোত্তরীয়ো মূর্ছতি ।)

শঙ্খচূড়ঃ—কুমার সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ।

জীমূতকেতুঃ—হা বৎস, কথং মাং দৃষ্ট্বাপি পরিত্যজ্য গতোঽসি ?

বৃদ্ধা—হা পুত্তঅ, কহং বাআমেত্তএণ বি তুএ ণ সংভাবিদম্হি ? [হা পুত্রক, কথং বাঙ্মাত্রেণাপি ত্বয়া ন সম্ভাবিতাস্মি ?]

মলয়বতী—হা অজ্জউত্ত, কহং গুরুঅণো বি দে ণ পেক্খিদব্বো ? [হা আর্যপুত্র, কথং গুরুজনোঽপি তে ন প্রেক্ষিতব্যঃ ?]

(সর্বে মোহং গচ্ছন্তি ।)

শঙ্খচূড়ঃ—হা শঙ্খচূড়-হতক ! কথং গত এব ন বিপন্নোঽসি, যেনৈবং ক্ষণে মরণাতিগং দুঃখমনুভবসি ?

গরুড়ঃ—সর্বমিদং মম নৃশংসস্যাসমীক্ষ্যকারিতায়া বিজৃম্ভিতম্ । তদেবং তাবৎ করোমি । (পক্ষাভ্যাং বীজয়ন্) ভো মহাত্মন্, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ।

নায়কঃ—(সমাশ্বস্য) শঙ্খচূড়, সমাশ্বাসয় গুরূন্ ।

শঙ্খচূড়ঃ—তাত সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি । অম্ব, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ।

(উভৌ সমাশ্বসিতঃ ।)

বৃদ্ধা—পুত্ত, কহং পেক্খন্তাণং জেব্ব অম্হাণং কিদংতহদএণ অবহারী অসি ? [পুত্র, কথং প্রেক্ষমাণানামেবাস্মাকং কৃতান্তহতকেনাপহ্রিয়সে ?]

জীমূতকেতুঃ—দেবি, মৈবম্ অমঙ্গলবাদিনী ভব । ধ্রিয়তে এবায়ুষ্মান্ । তদ্ বধূঃ সমাশ্বাস্যতাম্ ।

বৃদ্ধা—(মুখং বস্ত্রেণাবৃত্য রুদতী) পড়িহদম্ অমংগলম্ । ণ রোইস্সং । মলঅবদি, সমস্সস । বচ্ছে, উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি । বরং এদিস্সিং বেলং তুমং ভত্তুণো মুখং পেক্খ । [প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্ । ন রোদিষ্যামি । মলয়বতি, সমাশ্বসিহি । বৎসে, উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ । বরম্ এতস্যাং বেলায়াং ত্বং ভর্তুর্মুখং প্রেক্ষস্ব ।]

মলয়বতী—(সমাশ্বস্য) হা অজ্জউত্ত ! [হা আর্যপুত্র !]

বৃদ্ধা—(মলয়বত্যা মুখং পিধায়) বচ্ছে মা এবং করেহি । পড়িহদং কখু এদং । [বৎসে, মৈবং কুরু । প্রতিহতং খল্বেতৎ ।]

জীমূতকেতুঃ—(সাস্রমাত্মগতম্)

বিলুপ্ত-শেষাঙ্গতয়া প্রযাতান্ নিরাশ্রয়ত্বাদিব কণ্ঠদেশম্ ।
প্রাণাংস্তজন্তং তনয়ং নিরীক্ষ্য কথং ন পাপঃ শতধা ব্রজামি ? ॥ ২৩ ॥

মলয়বতী—হা অজ্জউত্ত, অদি দুক্খর কারিণী কখু অহং, জা ঈরিসং অজ্জউত্তং পেক্খংতী অজ্জ বি জীবিঅং ণ পরিচ্চআমি । [হা আর্যপুত্র, অতিদুষ্করকারিণী খল্বহং, যা ঈদৃশমার্যপুত্রং প্রেক্ষমাণা অদ্যাপি জীবিতং ন পরিত্যজামি ।]

বৃদ্ধা—(নায়কস্যাঙ্গানি স্পৃশন্তী গরুড়মুদ্দিশ্য) ণিসংস, কহং দাণিং তুএ এদং আপূরিঅমাণ-ণব রূব-জোব্বণ-সোহং তং জেব্বং এদাবদবত্থং পুত্তঅস্স মে সরীরং কিদম্ ? [নৃশংস, কথমিদানীং ত্বয়া এতদাপূর্যমাণ-নবরূপযৌবন-শোভং তদেবৈতাবদবস্থং পুত্রকস্য মে শরীরং কৃতম্ ।]

নায়কঃ—অম্ব, মা মৈবম্। কিমনেন কৃতম্? ননু পূর্বমপ্যেতদ্ ঈদৃশমেব পরমার্থতঃ। পশ্য,

মেদোঽস্থি-মাংস-মজ্জাঽসৃক্-সংঘাতেঽস্মিংস্ত্বচাঽঽবৃতে
শরীরনাম্নি কা শোভা সদা বীভৎস-দর্শনে? ২৪ ॥

গরুড়ঃ—ভো মহাত্মন্, নরকানলজ্বালাবলীঢ়ম্ ইবাত্মানং মন্যমানো দুঃখং তিষ্ঠামি। তদুপদিশ্যতাং, যেন মুচ্যেঽহম্ অস্মাদেনসঃ।

নায়কঃ—অনুজানাতু মাং তাতঃ, যাবদস্য পাপস্য প্রতিপক্ষমুপদিশামি।

জীমূতকেতুঃ—বৎস, এবং ক্রিয়তাম্।

নায়কঃ—বৈনতেয়, শ্রূয়তাম্।

গরুড়ঃ—(জানুভ্যাং স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ) আজ্ঞাপয়।

নায়কঃ— নিত্যং প্রাণাভিঘাতাৎ প্রতিবিরম, কুরু প্রাক্কৃতে চানুতাপং
যত্নাৎ পুণ্যপ্রবাহং সমুপচিনু দিশন্ সর্বসত্ত্বেষ্বভীতিম্।
মগ্নং যেনাত্র নৈনঃ ফলতি পরিমিত-প্রাণিহিংসাত্তমেতদ্
দুর্গাধাপারবারে-র্লবণপলমিব ক্ষিপ্তমন্তর্হ্রদস্য ॥ ২৫ ॥

গরুড়ঃ—যদাজ্ঞাপয়সি।

অজ্ঞাননিদ্রা-শয়িতো ভবতা প্রতিবোধিতঃ।
সর্ব প্রাণিবধাদ্ এষ বিরতোঽদ্য প্রভৃত্যহম্ ॥ ২৬ ॥

সম্প্রতি হি—

ক্বচিদ্ দ্বীপাকারঃ পুলিন-বিপুলৈ র্ভোগিনিবহৈঃ
কৃতাবর্ত-ভ্রান্তি র্বলয়িতশরীরঃ ক্বচিদপি।
ব্রজন্ কূলাৎ কূলং ক্বচিদপি চ সেতু প্রতিসমঃ
সমাজো নাগানাং বিহরতু মহোদন্বতি সুখম্ ॥ ২৭ ॥

অপি চ

স্রস্তান্ আপাদলম্বান্ তিমিরচয়-নিভান্ কেশহস্তান্ বহন্ত্যঃ
সিন্দূরেণেব দিগ্ধৈঃ প্রথম-রবিকর-স্পর্শতাম্রৈঃ কপোলৈঃ।
আয়াসেনালসাঙ্গোঽক্যবগণিতরুজঃ কাননে চন্দনানাম্
অস্মিন্ গায়ন্তু রাগাদ্ উরগ-যুবতয়ঃ কীর্তিমেতাং তবৈব ॥ ২৮ ॥

নায়কঃ—সাধু মহাসত্ত্ব সাধু অনুমোদামহে। সর্বথা দৃঢ়সমাধানো ভব। (শঙ্খচূড়ং নির্দিশ্য) শঙ্খচূড়, ত্বয়াঽপি স্বগৃহমিদানীং গম্যতাম্।

শঙ্খচূড়ঃ—(নিঃশ্বস্য অধোমুখস্তিষ্ঠতি।)

নায়কঃ—(নিঃশ্বস্য মাতরং পশ্যন্)

উৎপ্রেক্ষমাণ, ত্বাং তার্ক্ষ্যচঞ্চু-কোটি-বিপাটিতম্।
ত্বদ্-দুঃখ-দুঃখিতা দুঃখমাস্তে সা জননী তব ॥ ২৯ ॥

বৃদ্ধা—(সাস্রম্) ধন্না কখু সা জণনী, জা গরুড় মুহ পড়িদস্স অক্খ সরীরস্স জ্জেব্ব পুত্তঅস্স মুহং পেক্খিস্সদি।

[ধন্যা খলু সা জননী, যা গরুড় মুখ পতিতস্য অক্ষত-শরীরস্যৈব পুত্রকস্য মুখং প্রেক্ষিষ্যতে।]

শঙ্খচূড়ঃ—অম্ব, সত্যমেবৈতৎ, যদি কুমারঃ স্বস্থো ভবিষ্যতি।

নায়কঃ—(বেদনাং নাটয়ন্) হহহ, পরার্থসম্পাদনামৃত-রসাস্বাদাক্ষিপ্তত্বাদ্ এতাবতীং বেলাং ময়া ন লক্ষিতাঃ ; সম্প্রতি তু মাং বাধিতুমারব্ধা মর্মচ্ছেদিন্যো বেদনাঃ।

(মরণাবস্থাং নাটয়তি।)

জীমূতকেতুঃ—(সসম্ভ্রমম্) হা বৎস, কিমেবং করোষি ?

বৃদ্ধা হা, কিং ণ, ক্খু এব্বং বত্তদি ? পরিত্তাঅহ পরিত্তাঅহ। এসো ক্খু মে পুত্তও বিবজ্জই। [হা কিং নু খল্বেবং বর্ততে ? পরিত্রায়ধ্বম্ পরিত্রায়ধ্বম্। এষ খলু মে পুত্রকো বিপদ্যতে।]

মলয়বতী—হা অজ্জউত্ত, পরিচ্চইদুকামো বিঅ লক্খীঅসি। [হা আর্যপুত্র, পরিত্যক্তুকাম ইব লক্ষ্যসে।]

নায়কঃ—(অঞ্জলিং কর্তুমিচ্ছন্) শংখচূড়, সমানয় মে হস্তৌ।

শংখচূড়ঃ—(কুর্বন্) কষ্টম্, অনাথীকৃতং জগৎ।

নায়কঃ—(অর্ধোন্মীলিত-চক্ষুঃ পিতরং পশ্যন্) তাত, অম্ব, অয়ং মে পশ্চিমঃ প্রণামঃ ;

> গাত্রাণ্যমূনি ন বহন্তি বিচেতনানি
> শ্রোত্রং স্ফুটাক্ষর-পদা ন গিরঃ শৃণোতি।
> কষ্টং নিমীলিতমিদং সহসৈব চক্ষু—
> র্হা তাত, যান্তি বিবশস্য মমাসবোঽমী ॥ ৩০ ॥

অথবা কিমনেন প্রলপিতেন ? ('সংরক্ষতা পন্নগমেব পুণ্যম্'—ইত্যাদি পঠিত্বা পততি।)

বৃদ্ধা—হা পুত্ত, হা বচ্ছ, হা গুরুঅণ বচ্ছল, কহিং সি ? দেহি মে পড়িবঅণং। [হা পুত্র, হা বৎস, হা গুরুজনবৎসল, ক্বাসি ? দেহি মে প্রতিবচনম্।]

জীমূতকেতুঃ—হা বৎস জীমূতবাহন, হা প্রণয়িজনবল্লভ, হা সর্বগুণনিধে, ক্বাসি ? দেহি মে প্রতিবচনম্। (হস্তাবুৎক্ষিপ্য কষ্টং ভোঃ কষ্টম্ !!

> নিরাধারং ধৈর্যং, কমিব শরণং যাতু বিনয়ঃ ?
> ক্ষমঃ ক্ষান্তিং বোঢ়ুং ক ইহ ? বিরতা দানপরতা।
> হতং সত্যং সত্যং, ব্রজতু কৃপণা ক্বাহদ্য করুণা ?
> জগজ্জাতং শূন্যং ত্বয়ি তনয়, লোকান্তরগতে ॥ ৩১ ॥

মলয়বতী—হা অজ্জউত্ত, কহং মং পরিচ্চইঅ গদোসি ? অদি-ণিগ্ঘিণে মলঅবদি, কিং তুএ পেক্খিদব্বং ? জা এত্তিঅং বেলং জীবিদাসি ? [হা আর্যপুত্র, কথং মাং পরিত্যজ্য গতোঽসি ? অতিনির্ঘৃণে মলয়বতি, কিং ত্বয়া প্রেক্ষিতব্যং-যা এতাবদ্‌বেলাং জীবিতাঽসি।]

শংখচূড়ঃ—হা কুমার, ক্কেমং প্রাণেভ্যোঽপি বল্লভং জনং পরিত্যজ্য গম্যতে ? তদবশ্যমন্বেতি ত্বাং শংখচূড়ঃ।

গরুড়ঃ—(সোদ্বেগম্) কষ্টম্, উপরতোঽয়ং মহাত্মা। তৎ কিমিদানীং করোমি ?

বৃদ্ধা—(সাস্রম্ ঊর্ধ্বমবলোক্য) ভঅবংতো লোঅপালা ! কহং বি অমিদেণ সিংচিঅ পুত্তঅং মে জীআবেহ। [ভগবন্তো লোকপালাঃ, কথমপ্যমৃতেন সিক্ত্বা পুত্রকং মে জীবয়ত।]

গরুড়ঃ—(সহর্ষমাত্মগতম্) অয়ে, অমৃত-সংকীর্তনাৎ সাধু স্মৃতম্। মন্যে, প্রমৃষ্টমযশঃ।

তদ্ যাবৎ ত্রিদশপতিম্ অভ্যর্থ্য তদ্‌বিসৃষ্টেনামৃতবর্ষণং ন কেবলং জীমূতবাহনম্, এতানপি পূর্ব-ভক্ষিতান্ অস্থি-শেষান্ আশী-বিষান্ প্রত্যুজ্জীবয়ামি। যদি ন দদাত্যসৌ তদাহম্—

পক্ষৈঃ পীত্বাহম্বুনাথং পটু-জব-পবনঃ প্রের্যমাণঃ সমীরৈঃ
নৈর্ঋ্রাচিঃ-প্লোষমূর্ছা-বিধুরবিনিপতৎ-সানল-দ্বাদশার্কঃ।
চণ্ডা সঞ্চূর্ণ্য শক্রাশনি-ধনদগদা-বারিলোকেশ-পাশান্
অন্তঃ-সংমগ্ন-পক্ষঃ ক্ষণম্ অমৃতময়ীং বৃষ্টিম্ অভ্যুৎসৃজামি ॥ ৩২ ॥

তদয়ং গতোঽস্মি।

(ইতি সাটোপং পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তঃ)

জীমূতকেতুঃ—বৎস শঙ্খচূড়, কিমদ্যাপি স্থীয়তে? সমাহৃত্য দারূণি পুত্রস্য মে বিরচয় চিতাম্, যেন বয়মপ্যনেন সহৈব গচ্ছামঃ।

বৃদ্ধা—পুত্ত সংখচূড় লহু সজ্জেহি। দুক্খং অম্হেহি বিণা ভাদুআ দে চিট্ঠদি। [পুত্র শঙ্খচূড়, লঘু সজ্জয়। দুঃখমস্মাভির্বিনা ভ্রাতা তে তিষ্ঠতি।]

শঙ্খচূড়—(সাস্রম্) যদাজ্ঞাপয়তি গুরবঃ নন্বগ্রত এবাহং যুষ্মাকম্। (উত্থায় চিতা-রচনাং কৃত্বা) তাত, অম্ব সজ্জীকৃতেয়ং চিতা।

জীমূতকেতুঃ—দেবি, কষ্টং ভোঃ কষ্টম্।

উষ্ণীষঃ স্ফুট এব মূর্ধনি বিভাত্যূর্ণেয়মন্তর্ভ্রুবো
শ্চক্ষুস্তামরসানুকারি হরিণা বক্ষঃস্থলং স্পর্ধতে।
চক্রাঙ্কৌ চ করৌ তথাপি হি কথং হা বৎস মে দুষ্কৃতৈ
স্ত্বং বিদ্যাধরচক্রবর্তিপদবীমপ্রাপ্য বিশ্রাম্যসি ॥ ৩৩ ॥

কিমপরং রুদ্যতে? তদুত্তিষ্ঠ, চিতামারোহামঃ।

(সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

মলয়বতী—(বদ্ধাঞ্জলিরূর্ধ্বং পশ্যন্তী) ভঅবদি গোরি, তুএ আণত্তং, জহা—'বিজ্জাহর-চক্কবট্টী ভট্টা দে ভবিস্সদি' ত্তি, তা কহং মম মন্দভগ্গাএ কিদে তুমং পি অলীঅবাদিণী সংবুত্তা? [ভগবতি গৌরি, ত্বয়া আজ্ঞপ্তং, যথা—'বিদ্যাধরচক্রবর্তী ভর্তা যে ভবিষ্যতি' ইতি; তৎ কথং মম মন্দভাগ্যায়াঃ কৃতে ত্বমপ্যলীকবাদিনী সংবৃত্তা?]

(ততঃ প্রবিশতি সসম্ভ্রমা গৌরী)

গৌরী—মহারাজ জীমূতকেতো, ন খলু ন খলু সাহসমনুষ্ঠাতব্যম্।

জীমূতকেতুঃ—অয়ে কথমমোঘদর্শনা গৌরী?

গৌরী—(মলয়বতীমুদ্দিশ্য) বৎসে, কথমহমলীকবাদিনী ভবেয়ম্?

(নায়কমুপসৃত্য কমণ্ডলু-জলেনাভ্যুক্ষন্তী)

নিজেন জীবিতেনাপি জগতামুপকারিণঃ।
পরিতুষ্টাস্মি তে বৎস, জীব জীমূতবাহন ॥ ৩৪ ॥

নায়কঃ—(উত্তিষ্ঠতি)

জীমূতকেতুঃ—(সহর্ষম্) দেবি, দিষ্ট্যা বর্ধসে। প্রত্যুজ্জীবিতো বৎসঃ।

বৃদ্ধা—ভঅবদীএ পসাদেণ। [ভগবত্যাঃ প্রসাদেন।]

(উভৌ গৌর্যাঃ পাদয়োঃ পতিত্বা নায়কমালিঙ্গতঃ)

মলয়বতী—(সহর্ষম্) দিট্‌ঠিআ পচ্চুজ্জীবিদো অজ্জউত্তো [দিষ্ট্যা প্রত্যুজ্জীবিত আর্যপুত্র।] (গৌর্যাঃ পাদয়োঃ পততি)

নায়কঃ-(গৌরীং দৃষ্ট্বা বদ্ধাঞ্জলিঃ) ভগবতি,

অভিলষিতাধিক-বরদে, প্রণিপতিত-জনার্তিহারিণি, শরণ্যে।
চরণৌ নমাম্যহং তে বিদ্যাধর-দেবতে, গৌরি ॥ ৩৫ ॥

(ইতি গৌর্যাঃ পাদয়োঃ পততি)

(সর্বে ঊর্ধ্বং পশ্যন্তি)

জীমূতকেতুঃ--অয়ে, কথমনভ্রা বৃষ্টিঃ !! ভগবতি, কিমেতৎ ?

গৌরী--রাজন্ জীমূতকেতো, জীমূতবাহনং প্রত্যুজ্জীবয়িতুম্ এতাংশ্চাস্থিশেষানুরগপতীন্ সমুপজাত পশ্চাত্তাপেন পক্ষিপতিনা দেবলোকাদ্ ইয়মমৃতবৃষ্টিঃ পাতিতা। (অঙ্গুল্যা নির্দিশ্য) কিং ন পশ্যতি ভবান্ ?

সম্প্রাপ্তাখণ্ডদেহাঃ স্ফুটফণমণিভির্ভাসুরৈ-রুত্তমাঙ্গৈ
র্জিহ্বাকোটিদ্বয়েন ক্ষিতিমমৃতরসাস্বাদ-লোভাল্লিহন্তঃ।
সম্প্রত্যাবদ্ধবেগা মলয়গিরি-সরিদ্-বারিপূরা ইবামী
বক্রৈঃ প্রস্থানমার্গৈ র্বিষধরপতয়স্তোয়রাশিং বিশন্তি ॥ ৩৬ ॥

(নায়কমুদ্দিশ্য) বৎস জীমূতবাহন, ন ত্বং জীবিতদানমাত্রস্যৈব যোগ্যঃ, তদয়মপরস্তে প্রসাদঃ।

হংসাংসাহত-হেমপংকজ-রজঃসম্পর্ক-পঙ্কোজ্ঝিতৈ
রুৎপন্নৈ র্মম মানসাদুপনতৈস্তোয়ৈ র্মহাপাবনৈঃ।
স্বেচ্ছ নির্মিত-রত্নকুম্ভ-নিহিতৈ রেষাহহমভিষিচ্য স্বয়ং
ত্বাং বিদ্যাধরচক্রবর্তিনম্ অহং প্রীত্যা করোমি ক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥

অপি চ,

অগ্রেসরীভবতু কাঞ্চনচক্রমেতদ্
এষ দ্বিপশ্চ ধবলো দশনৈশ্চতুর্ভিঃ।
শ্যামো হরিঃ মলয়বত্যপি চেত্যমূনি
রত্নানি তে সমবলোকয় চক্রবর্তিন্ ॥ ৩৮ ॥

অপি চ,

আলোক্যন্তামমী শারদ-শশাঙ্কনির্মল-বাল-ব্যজনহস্তা মরীচিরচিতেন্দ্রচাপপঙ্ক্তয়ো ভক্ত্যাবনতপূর্বকায়াঃ প্রণমন্তি মতঙ্গদেবাদয়ো বিদ্যাধরপতয়ঃ। তদুচ্যতাং, কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি ?

নায়কঃ—(জানুভ্যাং স্থিত্বা) অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি ?

ত্রতোহয়ং শঙ্খচূড়ঃ পতগপতি-ভয়াদ্, বৈনতেয়ো বিনীত-
স্তেন প্রাগ্‌ভক্ষিতা যে বিষধর-পতয়ো জীবিতাস্তেহপি সর্বে।
মৎপ্রাণাপ্ত্যা বিমুক্তা ন গুরুভিরসবশ্চ প্রবতি ত্বমাপ্তং,
সাক্ষাৎ ত্বং দেবি দৃষ্টা, প্রিয়মপরমতঃ কিং পুনঃ প্রার্থ্যতে যৎ ॥ ৩৯ ॥

তথাপীদমস্তু। (ভরতবাক্যম্)

বৃষ্টিং হৃষ্টশিখণ্ডি-তাণ্ডবভৃতো মুঞ্চন্তু কালে ঘনাঃ
কুর্বন্তু প্রতিরূঢ়-সন্তত-হরিৎ-সস্যোত্তরীয়াং ক্ষিতিম্।
চিন্বানাঃ সুকৃতানি বীতবিপদো নির্মৎসরৈর্মানসৈ
র্মোদন্তাং ঘনবন্ধ-বান্ধব-সুহৃদ্-গোষ্ঠী-প্রমোদাঃ প্রজাঃ ॥ ৪০ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ

॥ ইতি সমাপ্তং নাটকম্ ॥

চতুর্ভাণী

ভূমিকা

দশ রূপকের অন্যতম হল ভাণ—একাঙ্ক নাটক, পাত্রও একজনই, একজন বিট। বিট হল বারাঙ্গনাযুবতির সঙ্গে নায়কের মিলনে সহায়ক, তাদের মিলনসম্ভোগের সাধক। এই বিট একমাত্র বক্তা এই-জাতীয় নাটকে, শুধু বলে না, সে বলেই চলে। তাই বলা-র ধাতু সংস্কৃতে অনেকগুলো থাকলেও বিশেষ করে ভণ্-ধাতুনিষ্পন্ন এই শব্দটিকেই বেছে নেওয়া হল এই রূপকটির অর্থকে লক্ষণানুসারী করতে।

সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক শৃঙ্গাররসের জন্যে প্রসিদ্ধ, কিন্তু জনজীবন প্রদর্শনের সামগ্রী সেখানে অত্যন্ত সীমিত। রাজাদের প্রেমকাহিনী নিয়েই অধিকাংশ নাটক রচিত হয়। বিট, বিদূষক, চেট ইত্যাদির চরিত্রচিত্রণের মধ্যে তৎকালীন লোকজীবনের আলোকপাত ঘটে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকে ঐ চরিত্রের প্রকাশও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক এর ব্যতিক্রম—সেখানে বিট-চেট-জুয়াড়ী-চোর-বারবনিতা-তৎকালীন আদালত ইত্যাদির জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ভাণ বা প্রহসনের জগতে এই চিত্র বিচিত্রতায় রমণীয়।

চতুর্ভাণীর চারটি ভাণ হল পদ্মপ্রাভৃতক, পাদতাড়িতক, উভয়াভিসারিকা ও ধূর্ত-বিট-সংবাদ। (আলোচনায় সংক্ষেপে প., পা ইত্যাদি সংকেতে উল্লিখিত হবে)

ভাণের লক্ষণ (১) নায়কের নিজের অথবা অন্যের সাহসিক প্রেমোদ্ধত কাজের বর্ণনা। (২) এক অংক ও দুই সন্ধি থাকবে। (৩) নায়ক বিট (৪) আকাশভাষিত সংকেত (৫) মুখজবানী সংকেত (৬) লাস্য, কিন্তু শৃঙ্গারদ্যোতক কৈশিকীবৃত্তি থাকবে না।

খৃঃ দশম শতকের ধনঞ্জয় দশরূপকে বলেছেন ভারতীবৃত্তি—বীর অথবা শৃঙ্গাররস থাকবে ভাণে, কিন্তু প্রশ্ন ভাণে বীররসের সুযোগ কই ?

আশ্চর্য—ভরত বা ধনঞ্জয় কেউই ভাণে হাস্যরসের কথা উল্লেখ করেন নি !

অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের টীকায় বলেছেন ভাণে করুণ, হাস্য ও অদ্ভুত রস উদ্রিক্ত হবে। শৃঙ্গারের উল্লেখ তিনি করেন নি।

দশরূপকার বলেন—পুরুষের উক্তিতে মাত্র ভারতীবৃত্তি ও সংস্কৃত ভাষা থাকবে। বিশ্বনাথ বলেন ভারতীবৃত্তির পাশাপাশি কৈশিকী বৃত্তিও থাকতে পারে।

চতুর্ভাণী ছাড়া অন্য ভাণ—(১) বামনভট্টের শৃঙ্গারভূষণ (২) রামচন্দ্র দীক্ষিতের শৃঙ্গারতিলক (৩) কাশীপতি কবিরাজের মুকুন্দানন্দ (৪) কাঞ্চীর বরদাচার্যের বসন্ততিলক (৫) নল্লাকবির শৃঙ্গারসর্বস্ব (৬) কেরলের যুবরাজের রসসদন (৭) মহিষমঙ্গলকবির মহিষমঙ্গল (৮) রঙ্গাচারীর পঞ্চভাণবিজয় (৯) শ্রীনিবাসাচার্যের রসিকরঞ্জন (১০) রামবর্মণের শৃঙ্গারসুধা (১১) কালিঙ্গরের বৎসরাজের কর্পূরচরিত।

চতুর্ভাণীতে আছে সমাজ-চিত্র ব্যঙ্গ-কৌতুক-কামুকতা-অশ্লীলতা। আকাশ-ভাষিতের মনোজ্ঞ চাতুরীর তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। —বিট নিজে নায়ক নয়, তার বন্ধু। ধূর্তবিটসংবাদ এর ব্যতিক্রম।

পদ্মপ্রাভৃতকে বিটের নাম শশ, মূলদেবের বন্ধু ধূর্তবিটসংবাদ—দেবিলক, উভয়াভিসারিকা—বৈশিলক

সর্বত্রই পরে শুধু বিট নামটিই ব্যবহৃত। সর্বত্র স্থাপনা খুব ছোটো। পদ্মপ্রাভৃতক

ও উভয়াভিসারিকা—বসন্তকালের বর্ণনা দিয়ে শুরু—প্রাতঃকালের নয়। ধূর্ত-বিটসংবাদে বর্ষাবর্ণনা। পাদতাড়িতকে কোনো ঋতুবর্ণনা নেই। পদ্মপ্রাভৃতকের স্থান উজ্জয়িনী, ধূর্ত-বিটসংবাদ এবং উভয়াভিসারিকার স্থান পাটলিপুত্র, পাদতাড়িতকের স্থান—সার্ব-ভৌমনগর-উজ্জয়িনী থেকেই যাকে চেনা যায়।

রচনাকাল

চতুর্ভাণী কি কালিদাসের সমকালীন রচনা? এস. কে রামনাথ শাস্ত্রী রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত পদ্মপ্রাভৃতকের শেষ শ্লোক—

> বররুচীশ্বরদত্তঃ শ্যামিলকঃ শূদ্রকশ্চত্বারঃ।
> এতে ভাণান্ বভণুঃ কা শক্তিঃ কালিদাসস্য॥

চারটি ভাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল—পরে সংকলিত হয়েছে এমন হতে পারে অথবা চারটিকে এক সময়ের রচনা বলে মানতেও কোনো আপত্তি হতে পারে না। অভিনবগুপ্ত (১০০০ খৃঃ) শ্যামিলকের উল্লেখ করেছেন। সম্পাদকদের মত-অনুসারে শ্যামিলকের সময় আনুমানিক ৮০০-৯০ খৃঃ। ডঃ টমাস চতুর্ভাণীর সময় খৃঃ সপ্তম শতক ধরেছেন। ডঃ কীথ চতুর্ভাণীর সময়সীমা আনুমানিক ১০০০ খৃঃ ধরেছেন।

আদরার্থে 'দেবানাং প্রিয়' শব্দ (পদ্মপ্রাভৃতকে) শক, হূণদের বিষয়ে জ্ঞান (পাদতাড়িতক), নাটকের অংকশেষে মৃদঙ্গ (পদ্মপ্রাভৃতক) ইত্যাদি বাহ্য এবং আন্তর প্রমাণ দেখিয়ে একালের সম্পাদক শ্রী মোতীচন্দ্র চতুর্ভাণীকে কালিদাসের সমসাময়িক অর্থাৎ গুপ্তকালীন রচনা বলতে চেয়েছেন।

চতুর্ভাণীর চারজন রচয়িতা হলেন

(১) শূদ্রক—মৃচ্ছকটিক, বৎসরাজচরিত বালচরিত, অবিমারক, চারুদত্ত কামদত্তা-প্রকরণের লেখক একই।

(২) বররুচি—পাণিনির সমকালীন। কণ্ঠাভরণও চারুমতীর লেখক। অবন্তি-সুন্দরী-কথাসার অনুসারে তাঁর জন্মভূমি গোদাবরী নদীর তীর,

(৩) ঈশ্বরদত্ত সম্ভবত মগধনিবাসী ছিলেন। ভোজদেব শৃঙ্গারপ্রকাশে এবং হেমচন্দ্র কাব্যানুশাসনে এর উল্লেখ করেছেন।

(৪) শ্যামিলক সম্ভবতঃ কাশ্মীরের লোক ছিলেন। অভিনবগুপ্ত এবং ক্ষেমেন্দ্র তাঁর উল্লেখ করেছেন।

চতুর্ভাণীর ভাষা প্রাচীন—হাস্যকৌতুক-চাতুরী-কূটকচালী-অশ্লীলতা-ব্যঙ্গের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ভরতের পারিভাষিক সম্বোধনগুলো অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়ে হাসির খোরাক হয়।

ধূর্তবিট সংবাদে কামসূত্রের অনেক কথা পাওয়া যায়।

Thomas—It will I think, be admitted that these compositions, in spite of the unedifying character of their general subject and even in spite of occasional vulgarities. have a real literary quality—They display a natural humour & a polite intensely Indian irony which need not fear comparison with that of Ben Jonson or Moliere. The Language is the veritable ambrosia of sans speech (centenary supplement of J R A S 1924, P, 135

চতুর্ভাণীর বিষয়বস্তু

এই রচনানিচয়ের কাহিনীগত বিষয়বস্তুর চেয়ে তাকে স্বচ্ছন্দ প্রবাহে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাওয়ার নিপুণতা লক্ষ্য করার মতো। বিট-জগৎ বারে বারে তার নর্মকৌতুকের মেলা সাজিয়েছে বিচিত্র সম্ভারে। চতুর্ভাণীর মধ্যে তৎকালীন ভূগোল, নগরব্যবস্থা, বেশভূষা ধর্ম, সংগীত আর সবচেয়ে বেশিকরে দেশীয়জীবনধারার পরিচয় মেলে। জীবনসম্বন্ধে এমন অনেক উল্লেখ আছে যা গুপ্তযুগের সংস্কৃতির জীবন্ত পরিচয়বাহী। বেশ্যা-সংস্কৃতির বাস্তবিকতার সপক্ষে আমরা বাৎস্যায়নের কামসূত্র, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, বুধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ সংঘদাস মহত্তরের বসুদেবহিণ্ডী, বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরী এবং দণ্ডীর দশকুমারচরিতের বর্ণনার মিল দেখতে পাই। এই গ্রন্থে ভারতীয় জীবনের এবসুত্তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৎকালীন মূর্তি ও চিত্রকলা এই ভাবনাকে স্পষ্টতর করে। সংস্কৃত নাটকসমূহের প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক জীবনচিত্রের দেখা মেলে কিন্তু ভাণে আমরা বৃহত্তর গণজীবনের সাধারণ, দোষেগুণে মেশানো প্রাণরসে ভরপুর মনোজ্ঞ চিত্র দেখি।

সমাজ সংস্কৃতি-বসন-ভূষণ

পাদতাড়িতকম্—এতে পশ্চিম ভারত ও তদ্দেশীয়দের হাসি ঠাট্টার পরিচয় পাওয়া যায়। আর আছে পানশালার বর্ণনা।

সমাজে বেশ্যাগমন, মদ্যপান ও জুয়া চালু ছিল. চতুর্ভাণীতে কোথাও কোথাও উপবনযাত্রার বিবরণ আছে।

ভাব গন্ধর্বদত্ত নামে নাটকাচার্যের উল্লেখ আছে। নাটকাচার্যের শিষ্যও ছিল।

ধর্মবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বেশ্যাগমন গুপ্তযুগে কোনো অন্যায় কাজ হিসেবে নিন্দিত ছিল না।

বীণার সঙ্গে গানের প্রচলন পদ্মপ্রাভৃতকে—শোণদাসী কাকলী মন্দমধুর স্বরে বল্লকীর ছড় টেনে কৈশিক রাগ গান করছে। বল্লভা নামক-চতুষ্পদী গান উভয়াভিসারিকাতে বক্র ছন্দে গানের উল্লেখ আছে। গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ, ঝাঁঝ, বাঁশরী বাজানোর রেওয়াজ ছিল। পাদতাড়িতকে সপ্ততন্ত্রী বীণায় কাকলী-পঞ্চমস্বরে গানের কথা আছে। বিপঞ্চী ও তন্ত্রী যন্ত্রের উল্লেখ আছে। বীণাচার্য গান্ধর্বসেনক উল্লিখিত হয়েছেন। বল্লকী সম্ভবতঃ আধুনিক বেহালা।

মলু মলু (পেলবাংশুক—ধূ বি.)

পাতলা অংশুকের ঘোমটার মধ্যে দিয়ে নারীমুখ দেখা যায়, (পা. তা) রক্তাংশুক (পা. তা.)

স্ত্রী-পুরুষের উত্তরীয় পরিধানের রেওয়াজ। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে উত্তরীয় খসে পড়ে, (প. প্রা)।

কটিবস্ত্র নীবী (প. প্রা.) অথবা দশান্তনীবী (পা. তা.) শাটিকা = শাড়ী (ধূ বি.)

স্ত্রীলোকেরা চাদর (প্রাবার) ও দুকূলপট্টিকা পরত) ধূ. বি-তে পুরুষের অধোরুক/ অ. কো. তে ও অধোরুক স্ত্রী. পুং. উভয়ের পোশাক বর্ণনা করা হয়েছে। ফুলের

গয়না—কর্ণপুর (প. প্রা / পা. তা) পুষ্পাপীড় (প প্রা.) কর্ণোৎপল (ধূ. বি. / পা তা.)

ফুলবাজার—পুষ্পবীথী—কমল, কলি, উৎপল, রক্তাশোক, ফুলের গাঁথা মালা, আপীড়। রসরাজিকার কেশে বাসন্তী, কুমুদ আর কুরুবক। বেণীতে অশোক, স্তনে সিন্দুবার, আমের মঞ্জরীর কর্ণপুর। (প. প্রা.)

হাতের গয়না বলয় (প. প্রা.) কানে কর্ণপাশ (ধূ. বি, সাদা কাঠের কর্ণিকা (পা. তা) সিতকলস (পা. তা) কুণ্ডল (পা তা.) সোনার তালপত্র (পা. তা.)। গলার হার (পা. তা. সোনার বেকক্ষ (পা. তা.)। স্ত্রীলোকেরা মণিমুক্ত ও সোনার সুতোয় বাঁধা তার বেণীতে ঝোলাত। (পা. তা.) মেখলা, (প. প্রা, উভ / পা তা) কাঞ্চী (ধূ. বি.) রশনা (পা. তা.)।

এছাড়া পত্রলেখা, বিশেষক, তিলক, অঙ্গরাগ, পায়ে আলতা, গন্ধদ্রব্য, কেশরচনা।

নায়ক বিট। বিট বেশ্যাপ্রেমী, বাক্‌পটু এবং বন্ধুর উপকারে আত্মনিয়োজিত; ভাণসমূহের বিট এক জীবন্ত চরিত্র এবং নাটকসমূহের বিট-চরিত্রের গতানুগতিক তামুক্ত। ধূ. বি.-তে বিটের দরিদ্রতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিট বিবাহিত কিন্তু তার ঘরে মন টেকে না। বুড়ো-বিট যৌবনশক্তি ফিরে পাবার জন্যে রসায়নে আসক্ত হয়। উভয়াভিসারিকাতে সম্ভ্রান্ত বিটের উল্লেখ পাওয়া যায়। পা. তা.-তে বিটের জীবন-যাত্রার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিটমণ্ডপ ও ধূর্তগোষ্ঠীতে বিটের খুব খাতির। ভট্টির ঘরে দরজায় বহুলোকের পায়ের ধুলো, পাঁচরঙা ফুল উড়ছে, দীপ-ধূপধুনোর ছড়াছড়ি, নানা রঙের চূর্ণ-বিলেপন উড়ছে এবং মাখা হচ্ছে। দলবেঁধে লোকে আলাপ করছে, বিট ঠাট্টা তামাসা করছে, প্রেয়সীর সঙ্গে অর্ধাসনে বসে মজা লুটছে।

পাদতাড়িতকের বিট সারাটা দিন ব্যবহারজীবীদের সঙ্গে ঝগড়া করে সন্ধ্যায় কোনো বন্ধুর বাড়ি খানাপিনা সেরে রাতে কোনো বেশ্যার ঘরে যায় বা ছোরাছুরি নিয়ে মারা-মারি করে। প্রাণ দিয়েও বন্ধুকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।

সংস্কৃত নাটকে বহুরকম বিটের দেখা পাওয়া যায়, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তার ঠিক ঠিক লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয় নি। (৩৫।৫৫) নাট্য শাস্ত্রতে বলা হয়েছে বিট বেশ্যোপচার-কুশল—মধুর, দক্ষিণ, কবি ঊহাপোহ তে পটু, বাগ্মী এবং চতুর। শৃঙ্গারতিলক এবং দশরূপকে তাকে একবিদ্য বলা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণে (৩।৪১) বলা হয়েছে বিট নির্ধনতাবশতঃ ফূর্তি করতে পারে না, সে ধূর্ত বেশ্যোপচারে কুশল, বাগ্মী এবং গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠাযুক্ত। এই বর্ণনায় বিট সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায় ঠিকই। কাম-সূত্রে বিটের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়—(১-৪-৪৫) ভুক্তবিভবস্তু গুণবান্ সকলত্রো বেশে গোষ্ঠ্যাং চ বহুমতস্তদুপজীবী চ বিটঃ; পীঠমর্দ এবং বিদূষকের সঙ্গে সে বেশ্যা এবং নাগরকের সন্ধিবিগ্রহ স্থাপনের কাজ করত (১-৪-৪৭), নায়কের দূতের কাজ কখনও বা (১-৫-৩৭); নায়ক বিটকে পাঠিকে নায়িকার মান ভাঙিয়ে তাকে ঘরে আনত (২-৩০-৪৮)।

প. প্রা -তে পীঠমর্দের উল্লেখ (১১)—কামসূত্রে (১-৪-৪৪) পীঠমর্দের লক্ষণ - অবিভবস্তু শরীরমাত্রঃ মল্লিকাফেনককষায়মাত্রপরিচ্ছদঃ পূজ্যাদ্দেশাদাগতঃ কলাসু বিচক্ষণঃ তদুপদেশেন গোষ্ঠ্যাং বেশোচিতে চ বৃত্তে সাধয়েদাত্মানমিতি। চতুর্ভাণীতে

একবার মাত্র (পা তা) চেটের উল্লেখ আছে নাট্যশাস্ত্রে (৩৪-৫৮) চেট কলহপ্রিয়, বক্তবাদী, বিরূপ, গন্ধসেবী, মান্য ও অমান্য বিষয়ে বিজ্ঞ। নাটকসমূহে চেট নিম্নস্তরের পরিচারক। মৃচ্ছকটিকে (অংক ৩) চেটের হীন বৃত্তির পরিচয় আছে।

বিট ছাড়াও ডিংডিক-এর উল্লেখ আছে (পা. তা)। ধূর্তগোষ্ঠীর নর্মকলাবিদ্‌দের সঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়েছে। বিট লাটদেশের ডিণ্ডিককে পিশাচের সঙ্গে তুলনা করেছে। মনে হয় ডিণ্ডিক চিত্রকলায় পটু ছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে বসুদেব হিণ্ডী ছাড়া অন্য কোথাও ডিণ্ডিকের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বিট-জগতের পাত্রপাত্রী

চতুর্ভাণীর চারটি ভাণেই বেশ্যা এবং তাদের কামুকদের বিষয়ে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। বেশ্যার স্বভাব মান, মানভঙ্গ, শৃঙ্গার, লীলা, খেলাধুলো, সঙ্গীত ও নৃত্যে কুশলতা, মদ্যপান, গোষ্ঠীপ্রেম, প্রেমিকের বিরহে কাতরতা, কামশাস্ত্রে কুশলতা, অপটু প্রেমিককে কুট্টনীর কলাবিষক উপদেশ, দূত বা দূতী সংপ্রেষণ ইত্যাদির সুন্দরচিত্র চারজন কবিই চমৎকারভাবে এঁকেছেন।

বেশ্যালয়ে যারা যায় তাদের মধ্যে আছে—শারস্বতীপুত্র সাম্বতভদ্র (প প্রা.), শৈব্য আর্যরক্ষিত (পা. তা.), দাক্ষিণাত্য আর্যরক্ষিত (পা. তা.), গুপ্ত ও মহেশ্বরদত্ত (পা. তা) দাশেরক রুদ্রকর্মা (পা. তা), কবি দত্তকলশি বৈয়াকরণ (প প্রা.), ধর্মাসনিক-পুত্র পবিত্রক (প প্রা.), ন্যায়াধীশ বিষ্ণুশর্ম >বৈষ্ণব (পা তা), সন্ধিলক >পতিত বৌদ্ধ ভিক্ষু (প প্রা.), বিলাসকৌণ্ডিনী >পরিব্রাজিকা (উভ.), কৃষ্ণিলক (ধূ. বি.), কুবেরদত্ত (উভ.), সমুদ্রদত্ত (উভ), ধনমিত্র (উভ) সেঠ, মৌর্য চন্দ্রোদয় (প প্রা) কুমার ময়ূরদত্ত (পা. তা) প্রথম অপরান্তাধিপতি ইন্দ্রবর্মা (পা তা), আনন্দপুরের কুমার মঘবর্মা (পা তা.) রাজার শ্যালক রামসেন (উভ) ও মরুরেকুমার (পা. তা.), মহামাত্রপুত্র নাগদত্ত (উভ) মহামাত্রপুত্র শাসনাধিকৃত বিষ্ণুনাগ (পা তা.), অমাত্য বিষ্ণুদাস (পা. তা.), মহাতলবর হরিশচন্দ্র (পা. তা), ইভ্যপুত্র বিটপ্রবাল (পা তা), ভিষক্ হরিশ্চন্দ্র (পা তা.), চিত্রকার নিরপেক্ষ (পা তা.) এবং ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধ পুস্তক বাচক (পা. তা), বিট, পীঠমর্দ, চেট, নৃত্যশিক্ষক।

বেশ্যার বিভিন্ন নাম ছিল-পুংশ্চলী, কামিনী, বন্ধকী, বেশযুবতি, গণিকা, বেশ্যা, বারমুখ্যা, বেশবধূ, গণিকাপরিচারিকা, গণিকাদারিকা, বেশ্যাঙ্গনা-পরিচারিকা, বিলাসিনী, বেশযুবতী, বরযুবতী, বেশ্যাজন, বেশ্যাবধূ, মদনদূতী, শণ্ডলী, প্রেষ্যযুবতী, বেশলক্ষ্মী, বেশস্ত্রী, চেটিকা, বেশদেবতা, অঙ্গনা, বৃষলী, পাত্রী, নটী, চামরগ্রাহিণী, বেশকন্যকা, পতাকাবেশ্যা, রূপদাসী, রূপাজীবা, বেশসুন্দরী, দাসী, বারস্ত্রী, কুট্টিনী।

এই নামগুলির মধ্যে পার্থক্য চতুর্ভাণী থেকে স্পষ্ট হয় না, কিন্তু সাহিত্যে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত হয়েছে। চতুর্ভাণীতে বেশ্যাজীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাকে ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করতে হলে কামসূত্র, নাট্যশাস্ত্র, মৃচ্ছকটিক, বসুদেবহিণ্ডী ইত্যাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন আবশ্যক।

ভরতের দৃষ্টিতে গণিকার সামাজিক পদমর্যাদা যথেষ্ট উঁচুতে ছিল। তার মধ্যে লীলা, হাব-ভাব, সত্ত্ব, বিস্ময় এবং মাধুর্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। ৬৪-কলায়

তার প্রবৃত্তি ছিল। রাজোপচাবে কুশলতা এবং স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক দোষও তার ছিল। সে মৃদুভাষিণী, চতুর এবং পরিশ্রমী হত (২৫।৬০-৬২)।

কামসূত্রকে বৈশিকবৃত্তির ভাণ্ডার বলা অনুচিত হবে না। কামসূত্র এবং চতুর্ভাণী থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে কোনো কোনো বেশ্যার প্রেম ব্যবসায়িক না হয়ে সত্যিই নিকষিত হেম ছিল।

কামসূত্রে (১।৩।২০-২১) বেশ্যার জীবনে কলাগুণের মহত্ত্ব বর্ণিত। বৌদ্ধসাহিত্যে এর নমুনা মহাবস্তু (৩।৩৫-৩৬)-তে পাওয়া যায়, অম্বাপালীর কাহিনী বহু বিখ্যাত।

বেশ্যাদের সঙ্গে নাগরকদের সম্বন্ধ থাকত ; তারা একসঙ্গে আপানকে যেত, উদ্যান-ক্রীড়া এবং গোষ্ঠীতে সম্মিলিত হত।

বেশ্যার জীবন বসন্তসেনার মতো উদার ও গুণবতী নটী, তাদের দাসী—পণবন্ধ, টাকা দিয়ে দাসীর মুক্তিলাভ,—মৃচ্ছকটিকে বেশ পাওয়া গেছে। দশকুমারচরিতের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসও এ বিষয়ে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত। পাদতাড়িতকে অনেক দেশের বেশ্যার বর্ণনা আছে ; সিংহলের ময়ূরসেনা, বর্বরী এবং দেশী দাসীর প্রচুর উল্লেখ আছে।

গুপ্তযুগে রাজমহল এবং রাজদরবারের সঙ্গে বেশ্যাদের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। সমুদ্রগুপ্তের অভিলেখে পাওয়া যায় যে (G. I. I. P. 8) কন্যোপায়নদান—ভেট হিসেবে কন্যাপ্রাপ্তি। তারা রাজসেবার সব কাজ করত। হর্ষচরিতে পুত্রজন্মের সময় বেশ্যাদের সঙ্গে কুলবধূদের একসাথে নাচার উল্লেখ আছে।

বেশ্যাদের দেবালয়ের সঙ্গে প্রাচীনসম্বন্ধ আছে। চতুর্ভাণীতে একজায়গায় মন্দিরে বেশ্যাদের গানবাজনা করার উল্লেখ আছে।

প. প্রা.-তে বনরাজিকা ফুলের গয়না এবং উপহার নিয়ে কামদেবের মন্দিরে গিয়েছিল। উভ.-তে মদনসেনা কুবেরদত্তর কথায় নারায়ণের মন্দিরে জলসা করেছিল। পা. তা -তে পুস্তকবাচিকা এবং গঙ্গা যমুনার চামরগ্রাহিণী মদয়ন্তী বেশ্যা ছিল। অর্থশাস্ত্রে দেবদাসীর উল্লেখ আছে। মেঘদূতে উজ্জয়িনীর মহাকালের চামরধারিণী বেশ্যাদের নৃত্যের বর্ণনা আছে। কুট্টনীমতের এক জায়গায় বেনারসের গম্ভীরেশ্বরের মন্দিরে দেবদাসীর উল্লেখ আছে।

ধর্মীয় ভাবনা

চতুর্ভাণীর বিষয় বৈশিক-জীবন হলেও প্রসঙ্গত সেখানে গুপ্তযুগের ধার্মিক বিশ্বাসের উপরে কিছু আলোকপাত ঘটে। গুপ্তযুগে ভাগবত ধর্মের প্রভাব ছিল। চতুর্ভাণীও ভাগবত ধর্মের প্রভাবকে সপ্রমাণ করে।

এ বিষয়ে প্রথমেই চৌক্ষ শব্দটি বিচার্য। প্র. প্রা তে ধর্মাসনিকপুত্র পবিত্রককে বিট চৌক্ষ বলছে। প. তা.-তে অমাত্য বিষ্ণুদাসকে চৌক্ষ বলা হয়েছে। পাণিনি (৪-৪-৬২) অনুসারে চৌক্ষ শব্দের সাধারণ অর্থ পবিত্রতা—কিন্তু চতুর্ভাণীতে চৌক্ষ শব্দ লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত। চৌক্ষ—একায়ন ভাগবত। না. শা. ১৭।৩৮ বা ১৮।৩৪ শ্লোক বলেছে চৌক্ষ বা চোক্ষ (অপপাঠ চৈক্ষ), পরিব্রাজক, মুনি শাক্য, শ্রোত্রিয় শিষ্ট এবং ধার্মিক ব্যক্তি অবশ্যই সংস্কৃত বলবে। চৌক্ষ শব্দের টীকা করতে গিয়ে অভিনব গুপ্ত বলেছেন—"চৌক্ষা ভাগবতবিশেষা যে একায়না প্রসিদ্ধাঃ।" মনে হয়, স্বস্তিবাচন, বন্দনা, যোগশাস্ত্র একায়ন ভাগবত ধর্মের লক্ষণ ছিল। এ ছাড়া

ভাগবত ধর্মের প্রমাণ—উভ. তে পাটলিপুত্রে ভগবান নারায়ণ মন্দির, যেখানে মদনসেনা মদনারাধন সংগীতক দেখিয়েছিল। প. প্রা. তে কামাদেবায়তন -অন্যত্র প্রদ্যুম্নদেবায়তন, কামদেব এবং প্রদ্যুম্নের পূজা পাঞ্চরাত্র ভাগবত ধর্মের ইঙ্গিতবাহী।

চতুর্ভাণীতে বৌদ্ধ ধর্মের কিছু চর্চা আছে। ভাণরচয়িতৃগণ বৌদ্ধদের প্রতি ব্যঙ্গহাসি হেসেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি কোনো অনাস্থা প্রকাশ করা হয় নি। বৌদ্ধ পরিভাষিক শব্দ প প্রা. তে—পিণ্ডপাত বুদ্ধ বচন, সর্বসত্ত্বে দয়া, তৃষ্ণাচ্ছেদ, পরিনির্বাণ, অকালভোজন, পঞ্চশিক্ষা। বিট অবশ্য সব কটা শব্দকেই ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প প্রা তে শাক্য ভিক্ষুকীর শৈথিলকের সাথে ঘর বাঁধার কথা আছে। পা. তা তে বিট বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন তাতে বজ্রযান-পথের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের পরিভাষিক শব্দ সংসার ধর্ম, তথাগত, শাসন ইত্যাদি শব্দকে বিট অন্য শ্লেষাত্মক অর্থে প্রয়োগ করেছে।

জৈন ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ ধূ. বি -তে আছে যার তুলনা একমাত্র দশকুমারচরিতে মেলে।

বৈশেষিক দর্শনের ষড়্‌পদার্থের প্রতিও পরিব্রাজিকা বিলাস কৌণ্ডিনী এবং বিট ইঙ্গিত করেছে।

শাসনাধিকারিক

প্রাড্‌বিবাক- চতুর্ভাণীতে কিছু রাজকর্মসেবীর উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান পদের উল্লেখ করছি--পা তা বিচারপতি, এই অর্থে প্রখ্যাতি (পা. তা.) শব্দ নতুন মহামাত্রমুখ্য (উভ.)—প্রধান সরকারী অফিসার। এই শব্দ অশোকে শিলালিপি থেকে আরম্ভ করে বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় অভিলেখে এসেছে।

মন্ত্রী (উভ), শাসনাধিকৃত (পা. তা)—রাজার শাসনপত্র নির্দেশ করার অধিকারী মনে হয়।

বলাধিকৃত (পা. তা)—সেনাধ্যক্ষ।

মহাপ্রতিহার (পা. তা.)- রাজার বড়ো আধিকারিক। সারঙ্গসিংহের তাম্রপত্রে এবং গুপ্ত অভিলেখে এর উল্লেখ আছে।

সেনাপতি (পা তা.) মহাতলবর—এর কী কাজ তা ঠিক বোঝা যায় না। জৈনশাস্ত্র অনুসারে তলবর ব. মহাতলবর- মহাসামন্ত।

পা তা -তে এক জায়গায় তৎকালীন কুমারামাত্য অধিকরণের কৌতুকপ্রদ চিত্র অংকিত হয়েছে। শ্লোক ৭৯, ৮০-র আগে)

আদালতে না গিয়েও পাপকাজের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে মানুষে ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে যেত (পা. তা)। কাশীর রাজঘাটে খোদাইকরা মূর্তিতে ত্রৈবিদ্য—অঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।

চতুর্ভাণীতে দেখা যায় গুপ্তযুগে বিলাসিতার প্রধান উপকরণ এবং তার ব্যবহার খুব উন্নত ছিল। প. প্রা -তে চার সমুদ্র থেকে আনা পণ্যে ভরা উজ্জয়িনীর বর্ণনা আছে। ধূ. বি তেও আছে পাটলিপুত্রের বাজারে হরেক রকম জিনিসের কেনাবেচার বর্ণনা। শ্রেষ্ঠিপুত্র কৃষ্ণিলক (ধূ. বি) শ্রেষ্ঠি কুবেরদত্ত (উভ) সার্থবাহ সমুদ্রদত্ত (উভ.) সার্থবাহ ধনমিত্র (উভ) সকলে বেশ্যাপ্রেমী ছিল। পা তা -তে গুপ্তযুগের মুদ্রা হিসেবে মাষক, মাষকার্ধ ও কাকিনী-র উল্লেখ আছে।

বিটশব্দাবলী

প=পদ্মপ্রাভৃতক
পা=পাদতাড়িতক
উ=উভয়াভিসারিকা
ধূ=ধূর্ত-বিট-সংবাদ

অকরুণ রাগ—পা. করুণারহিত প্রেম, নিষ্ঠুর রতি।
অকল্যরূপা—পা শারীরিকভাবে অসুস্থ, পূর্বপ্রণয়িনী।
অগ্রসস্য—প. প্রথম ফসল, রতিক্রিয়ার পূর্বে চুম্বনাদি।
অগ্রহার—ধূ. ক্ষমার অবকাশ, কামদেবের ক্ষমা (মদনাগ্রহারা)।
অচৌক্ষ—প. যে চৌক্ষ ভাগবত নয়, যে বেশ্যা রতিক্রীড়ার ফলে আচারশুদ্ধ নয়।
অতিদিবাবিহার—পা দিনে মেলামেশা করার জন্যে বেশি বাইরে থাকা, দিনেই বেশ-প্রসঙ্গ বা রতিকর্মে লীন হওয়া।
অপ্রত্যাভিজ্ঞান—পা. জানা-চেনা নেই, বর্তমানে বেশ্যার প্রত্যক্ষ অনুভব না করে।
অতিলংঘয়তে—প. ব্রত-উপবাসের পরে পারণের সময়েও উপোসী থাকা, প্রিয়তমার সঙ্গে কামী মিলিত হবার পরেও সময়ের সদ্ব্যবহার না করা।
অতিব্যায়াম—প. অত্যন্ত ব্যায়াম, অত্যধিক রতিশ্রম।
অতিসেবন—পা অতিশয় রতি।
অন্তেবাসী—পা. শিষ্য, নর্মসচিব।
অমৃদঙ্গ—প মৃদঙ্গ ধ্বনি ছাড়া, কামোপভোগের সহায়ক চুম্বনাদি ক্রিয়া ছাড়া।
অলেপক—উ সাংখ্যে নির্লেপ পুরুষ, বেশ্যার কামুক পতি, যার স্ত্রীকে অন্যে ভোগ করে।
অসমাপ্তরাগ—পা. যার পায়ে আলতাপরা শেষ হয়নি, যার কামরাগ শেষ হয়নি।
আর্যঘোটক—পা, সাজ-গোজ ছাড়াই যে ঘোড়া সওয়ারী নিয়ে যায়, বেশ্যাগৃহে আসা জৌলুসহীন ধনীর দুলাল।
আলভস্ব শরীরম্—পা আলভন যজ্ঞ বলি আমার শরীরকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করো।
আলেখ্যযক্ষ—প চিত্রলিখিত যক্ষমূর্তি, বেশ্যাগৃহে আসা জাঁকজমকওয়ালা ধনী লোক, যার পুংস্ত্ব-শক্তি নেই।
ঈষমাণনেত্র—পা. প্রাণবায়ুর উচাটনে স্থিরচক্ষু (চোখ উল্টে পড়া), রতিঘূর্ণিত-নেত্র।
উঞ্ছিতহস্ত—পা নিজের হাতে অন্নের ডেলা পাকায় যে-এদিক-সেদিক ঘুরে 'টাইপ' খুঁজে বেড়ায় যে। তুলনীয়—প. সুরতোঞ্ছবৃত্তি।
উন্মুখ—পা. উপরমুখো, বেশগৃহে এসে জমে যাওয়া, সেখানের স্ত্রীলোকদের হাসি ও ঠাট্টায় তাক-লেগে-যাওয়া।
উপচার—প. শিষ্টাচার, ছলছুতো।
উপাসকত্ব—পা. বুদ্ধের ভক্তি, বেশ্যার চাকরি অথবা স্ত্রীসঙ্গ করার প্রবৃত্তি।
উপেক্ষাবিহারিত্ব—পা. উপেক্ষাগুণ, ভিক্ষুর প্রেমিকা বেশ্যার প্রতি উদাসীনতা।
উপেক্ষাবিহারী—পা মৈত্রী-করুণা-উপেক্ষা-মুদিতা-এই চারটির মধ্যে উপেক্ষাধর্মকে পালনকারী ভিক্ষু কামকর্মে নিষ্কর্মা।

উরুস্থলী—প   উরুস্থান, রতিস্থান।

ঔপয়িক—পা.   উপায়, কাজ করার কায়দা, চিকিৎসা, ঔষধ।

করভ—প   উট, বেশ্যালয়ে গোঁয়ার লোক।

করুণাত্মক—পা   দয়াদ্র চিত্ত, করুণ অর্থাৎ পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করে, বেশ্যাপ্রসঙ্গে উদাসীন।

কর্ম—উ.   বৈশেষিক দর্শনের কর্ম তৃতীয় পদার্থ, বেশ্যার ললিত ভঙ্গি।

কূর্মলীলা—প.   কচ্ছপের আপন অঙ্গকে একবার কুঁকড়ে একবার ফুলিয়ে চলা, রতি-কামসুখের জন্যে আকুলতা।

কল্যরূপা—পা.   যে মোটামুটি সুস্থ, সেই বেশ্যা যার সৌন্দর্য প্রভাতকমলের মতো তরতাজা।

কুব্জা—পা.   কুঁজো স্ত্রীলোক, স্বল্প আয়ুর আটবছরের কন্যা।

কৃতব্যায়ামা—প.   যে নারী শারীরিক পরিশ্রম করে, যে রতিশ্রমে ক্লান্ত।

ক্ষেত্রজ্ঞ—উ.   সাংখ্যদর্শনে শরীরী পুরুষ, কামতন্ত্রে ক্ষেত্র অর্থাৎ স্ত্রী-শরীরের স্বাদ বোঝে এমন কামী পুরুষ।

গুণ—উ.   বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় পদার্থ, বেশ্যার রূপ প্রভৃতি গুণ।

গুণাভিমুখ—পা   বৈশেষিক দর্শনে গুণ নামক পদার্থে যার রুচি, রূপ নামক গুণকে ভোগ করার জন্যে উৎসুক পুরুষ।

চুম্বিতচান্দ্রায়ণ- প.   চান্দ্রায়ণ ব্রতে ভোজনের নিয়ম, প্রেমের খেলায় চুম্বন চান্দ্রায়ণ ব্রতে আহারের মতো মনে হয়।

জঙ্গমতীর্থ—পা.   চলনশীল তীর্থ, যেখানে-সেখানে দেখামাত্র বেশ্যাসঙ্গ করবার জন্যে ব্যগ্র অতিকামুক ব্যক্তি।

তত্রভবতী—পা.   দেবী বা রাজ্ঞীর জন্যে সম্মানিত পদ, তত্র গুহ্যসাধনা—তাতে আপন হয়ে সঙ্গে থাকে যে নারী।

তথা—পা.   বুদ্ধত্ব, সত্যাত্মক স্থিতি, জীবনের সার সত্য > বেশ্যা।

তথাগত—পা   বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত, বেশ্যার সঙ্গে তন্ময়তা প্রাপ্ত কামুক ব্যক্তি, বেশ্যাভোগে নির্বীর্য ব্যক্তি, কামাভাবে যার উদাসীনতা।

তথাগত—পা.   বেশ্যালয়ে এসেও যে আনকোরাভাবেই ফিরে যায়, বেশ্যালয়ে এসে কামদশায় সন্তপ্ত ব্যক্তি।

তথাগত মৃগ—পা   বেশ্যার বাণে ছিন্নহৃদয় চপল যুবক, যে বেশ্যালয়ের আমোদ-সৌরভে বিভোর হয় অথচ যার বেশ্যাসঙ্গ ঘটে না।

তথাগত শাসন—পা.   বুদ্ধের আজ্ঞা বা উপদিষ্ট ধর্ম, তথা=বেশ্যা—তার থেকে পাওয়া শাসনপত্র বা আদেশ।

তথাভূতা—পা.   ঐ দশাপ্রাপ্ত বিরহে সন্তপ্ত, তথা=সাধনার পরমোচ্চ দশা=মুদ্রিতাযোষিৎ= পরমপ্রজ্ঞার প্রতিনিধি।

তপস্বিনী—প   তপঃশীলা, নিয়মস্থা বিরহিণী।

তপোবৃদ্ধি—প   তপশ্চর্যার বৃদ্ধি, নিষিদ্ধ চুম্বনাদি কর্মের বৃদ্ধি—স্থগিত।

তীর্থ—ধূ.   নদী পারাপারের স্থলবিশেষ > ঘাট, স্ত্রীকে রতির অনুকূলে আনার উপায়।

তীর্থমবতারয়িতুম্—পা.   নদী পার করা, ঘাটে নামানো > কামক্রীড়া করানো।

তৃতীয়া প্রকৃতি— পরা-অপরা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন তৃতীয় প্রকৃতি, না-স্ত্রী, না-পুরুষ, নপুংসক।

তৃষ্ণাচ্ছেদ—প. তৃষ্ণার অন্ত ঘটানো, সুরা এবং রতির তৃষ্ণা বোঝানো।

ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধ—পা. ত্রয়ীবিদ্যায় পারদর্শী ধর্মপরিষদের তিন সদস্য, বিট্-পরিষদে বৈশিক-শাস্ত্র ও কামতন্ত্রজ্ঞ।

দিবাদীপপ্রজ্বালন—প. দিনে প্রদীপ জ্বালানো, দিবারতি।

দেশান্তরবিহার-পা বিদেশে পরিভ্রমণ, বিদেশের বেশ্যাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা।

দ্রব্য—উ. বৈশেষিক দর্শনের পৃথিব্যাদি নয় দ্রব্য, বেশ্যার শরীররূপ পদার্থ।

ধর্মজ্ঞ—পা ধর্মশাস্ত্র যে জানে, রতি-ধর্মে অভিজ্ঞ, প্রবীণ।

ন তথাগত শাসনং শংকিতব্যম্—পা (১) বুদ্ধের ধর্ম শঙ্কার ঊর্ধ্বে। (২) বেশ্যালয়ে প্রবেশ করার জন্যে বেশ্যার কাছ থেকে অনুমতি-পত্র পেয়ে গেলে আর ভয় কী? (৩) মৃদু স্বভাবের পুরুষ, যে আনকোরাভাবে বেশ্যালয় থেকে ফিরে গিয়েছিল তাকে আর না আসার জন্যে যদি বেশ্যা হুকুম দেয়, তার সত্যতায় শঙ্কা কিসের?

নাটকাঙ্ক—প. নাটকের অঙ্কাবতার, প্রেমের-খেলারূপ-নাটকের অভিনয়।

নিত্যপ্রসন্ন—প সদা প্রসন্নতা, মুদিতা, যে পেয়েছে, হামেশা প্রসন্না-নামক সুরায় আসক্ত হওয়া।

নিরপেক্ষ—পা. উপেক্ষাবিহারী—সাংসারিক বস্তুর প্রতি যার কোনো আসক্তি নেই, না বুঝে শুনে সর্বত্র প্রেমের খেলায় মেতে ওঠে যে অথবা অনুরক্তা বেশ্যার প্রতি যে উদাসীন থাকে।

নির্গুণ—উ. সাংখ্য দর্শনের গুণাতীত পুরুষ, স্ত্রীলোকে রজোধর্ম থেকে মুক্ত পুরুষ।

নিঃসঙ্গ—পা. অসঙ্গবৃত্তি, বৈরাগ্যভাবনা, বেশ্যাসঙ্গ না পাওয়া।

নিঃসঙ্গ নিখাত সায়ক-পা. (প্রাণিপক্ষে) যার হৃদয়ে নিষ্ঠুর বাণ বিদ্ধ হয়েছে। (বুদ্ধপক্ষে) যে নিজের হৃদয়ের বাসনা-সমূহকে অসঙ্গরূপ বাণ দিয়ে সমাপ্ত করেছে (বেশপক্ষে) বেশ্যাসঙ্গ না পাওয়াতে যার হৃদয় কামবাণে ছিন্নভিন্ন। (মৃদু-পুরুষপক্ষে) যে স্ত্রী-সঙ্গ না ক'রে ক'রে নিজের কামবাণ অর্থাৎ পুরুষশক্তিকে বন্ধ্যা ক'রে দিয়েছে।

পঞ্চশিক্ষাপদ—প বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্যে বিহিত আচার-নিয়ম, রতিক্রীড়ার পাঁচটি কর্ম—আলিঙ্গন, চুম্বন, নখবিন্যাস, দর্শনবিন্যাস, সুরতবন্ধ,

পদ্ম—প. পদ্মফুল, সেই নায়ক যার সঙ্গে পদ্মিনী নায়িকা রতিক্রীড়ার সব লীলার রস উপভোগ করেছে।

পরভৃত—প. কোকিল, বেশ্যা-পণ্যস্ত্রী।

পরাপরজ্ঞ—ধূ. পরা এবং অপরা বিদ্যা যে জানে সেই বিট যে পূর্বের বৃদ্ধদের এবং পরের (যুবকদের) সবরকম কামকলার ভেদ জানে।

পরিনির্বাণ—প. মোক্ষ, রতিজনিত পরম সুখ, অত্যন্ত আনন্দ।

পিণ্ডপাত—প. ভৈক্ষাচরণ, রতিকর্মে শরীর নিয়োগ করা অর্থাৎ রতিভিক্ষা করা।

পুরাণ মধু—প. পুরনো মদ, প্রৌঢ়া স্ত্রী।

পুরুষপ্রকৃতি—পা (১) দর্শনশাস্ত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ,
(২) পুরুষের স্বভাব,
(৩) পুরুষের স্ত্রীর-চমক বা তার প্রয়োজন অনুভব করা,
(৪) পুরুষের সৃষ্টিতে প্রযুক্ত কামনার উপকরণ অর্থাৎ পুরুষের মন এবং তার মধ্যে মনসিজ কাম।

পুরুষার্থ—প. ধর্ম, অর্থ, কাম ত্রিবর্গ-পুরুষের পুংস্ত্ব অর্থাৎ যৌবনোদ্রেক।

পুষ্পবধ—পা. লতা থেকে অসময়ে ফুল ছিঁড়ে নেওয়া, ঋতুমতীর সঙ্গেও রতিকর্ম।

প্রকৃতিজন—উ. সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি-পুরুষ, নপুংসক পুরুষ।

প্রত্যভিজ্ঞান—পা. জানা চেনা, দর্শনশাস্ত্রে বর্তমানের কোনো চিহ্নের দ্বারা পূর্বে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর অনুভব / জ্ঞান ঃ বেশ্যাসংগের প্রত্যক্ষ অনুভব।

প্রস্তাব—পা. কাজ-আরম্ভ, বেশ্যার সঙ্গে প্রথম দেখা।

বিল্বপাদপ—প. বেলগাছ, স্বভাব-কর্কশ নায়ক।

ভক্তং কল্পয়তি—প. ভোজন-পানের সম্বন্ধ রাখা, রতি-সম্পর্ক রাখা।

ভগবৎ-পা. দেবতা বা বুদ্ধের সম্মানসূচক আস্পদ অতি কামুক, যে স্ত্রীলোকের গুহ্য অঙ্গে সর্বদা রমণ করে।

ভগবতঃ—পা. ভগবান্ বুদ্ধের, স্ত্রীলোকে ভগ অর্থাৎ গুহ্য অঙ্গে নিরত ব্যক্তির।

ভদ্রমুখ—পা. সুন্দর আকৃতিযুক্ত, মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু।

ভাগবত—পা ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ভগবতী-বেশ্যাতে আসক্ত, তাকেই যে দেবতাজ্ঞান করে তেমন ব্যক্তি।

ভাগবত—নিরপেক্ষ-পা. (১) ভাগবতদের কাছথেকে-দূরে-থাকা বৌদ্ধ ভিক্ষু।
(২) ভগবান্ বুদ্ধের শীলপালন করে না যে ভিক্ষু।
(৩) ভগবতী (=বেশ্যা) কে দেবতা জ্ঞান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও যে তার প্রতি উদাসীন হয়ে থাকে।

মণ্ডল-পা.— দেবতার আরাধনা / সাধনা করার জন্যে তৈরি বেড়া, মদ্যপ-দের জমায়েত বা গোষ্ঠী।

মদনাগ্নিহোত্রস্য পুনরাধানং—প. ছেড়ে দেওয়া অগ্নিহোত্রের পুনরাধান, বিরহে পরিত্যক্ত প্রেমের পুনরারম্ভ।

মুখরমণীয়-পা. সুন্দরমুখযুক্তা নারী, কেবলমাত্র মুখে রতিক্রীড়ার যোগ্য।

মুদ্রিতা যোষিৎ—প. (১) বৌদ্ধ সাধকের জন্যে সাধনার সহায়ক কিন্তু অনুপভোগ্য স্ত্রী,
(২) কমবয়সী (বেশ্যা) স্ত্রীলোক,
(৩) বিবাহ-সম্বন্ধে-বাঁধা স্ত্রীর মতো দেখায় যে বেশ্যা,
(৪) কামশাস্ত্রের মুদ্রা বা রতিবন্ধ জানে এমন নারী।

মৃগ—পা. হরিণ, চঞ্চলস্বভাবের পুরুষ।

পুরুষের চার ভেদ—অতিভীরুঃ চপলমতিঃ সুদেহঃ শীঘ্র-বেগো মৃগোহয়ম্।

মৈত্রী—পা. আচরণের একটি গুণ। —করুণা, মৈত্রী, মুদিতা, উপেক্ষা-র মধ্যে একটি বেশ্যার সঙ্গে মেলা-মেশা।

মোক্ষ—উ. দর্শনে অবিদ্যার নিবৃত্তি, মুক্তি, অপছন্দসই প্রেমিকের কাছথেকে ছাড়া পাওয়া।

যোগ—উ. শক্তিবিশেষ—দর্শনের ধ্যানসাধনালব্ধ। পছন্দমতো যুবক-প্রেমিকের সঙ্গে বেশ্যার মিলন।

যোগশাস্ত্র—পা. যোগবিদ্যার উপদেশ, রতিক্রীড়ায় সংলগ্ন হওয়া।

রত্যর্থ বৈশেষিক—উ 'বিশেষ'-নামক পদার্থকে স্বীকার করে যে দর্শন। রতিকেই সবার সেরা নিত্য পদার্থ বলে মানার দৃষ্টিভঙ্গী।

রসায়ন (আয়ুর্বয়োঽবস্থাপনম্)—ধূ অমৃতকল্প রসায়ন, রতিসুখ।

রাজযৌতক—প রাজার যোগ্য উপহার বেশ্যালয়ে সেরা গণিকা /, তাকলাগানো জিনিস।

রাধিকা—পা রাধিকা নামের প্রণয়িনী, সেই মুদ্রিতা যোষিৎ যার সঙ্গে রতিবন্ধ-লীলা সাঙ্গ হয়েছে, বিহার-লীলায় যে সঙ্গী হয়েছে, যেমন রাধা কৃষ্ণের সঙ্গিনী হতেন। গুপ্তযুগে মুদ্রিতা যোষিতের জন্যে 'রাধিকা' শব্দ ব্যবহার করা হ'ত।

লাবণিকাপণ—পা. নুনের দোকান, লাবণ্য—রূপ বিক্রয়ের দোকান—বেশ্যালয়।

বৎসতরী—পা অত্যন্ত ছোটো গোবৎস, যুবতী বেশ্যা যে পুরুষসঙ্গ পাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে।

বিদেশরাগ—পা. বিদেশে ভ্রমণের সখ। বিদেশের গণিকার সঙ্গে আসঙ্গের সখ।

বিশেষ—উ. বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম পদার্থ, ভেদকধর্ম, বেশ্যার শরীর, রূপ যৌবন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য।

বিহারশীলতা—প. বিহারে থাকার আচরণ মানা, রতিক্রীড়ার বৃত্তি।

বিহারিত্ব—পা ভিক্ষুর বিহারে মন বসানো বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী করুণা ইত্যাদি চার অপ্রমাণ অনন্ত ধর্মে অনুরাগ। বেশগৃহে বিহার এবং আসঙ্গ পাবার সখ।

বীতরাগ—পা বৈরাগ্যযুক্ত, যার রাগ অর্থাৎ কামেচ্ছা সমাপ্ত হয়েছে।

বৃষ—পা. ষাঁড়, বেশগৃহে যে যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ে।

বেপবীথী যক্ষ—পা বেশগৃহের বীথীতে পূজার জন্যে চিত্রাঙ্কিত যক্ষ যে ওখানে আসা লোকেদের নিজের কৃপা বণ্টন করে। পুংস্ত্ব-শক্তিহীন পুরুষ যে বেশগৃহে নিয়মিত এসেও নিজে তার সবটা ভোগ করতে পারে না।

শব্দকাম—পা. কথা বলতে ইচ্ছুক, কামশক্তিতে রিক্ত ; সুতরাং শুধু কথার চর্চা করেই যে সেই তৃপ্তি লাভ করতে চাইছে।

শাস্ত্র—পা. ধর্মোপদেশের গ্রন্থ, কামশাস্ত্র বা বৈশিক শাস্ত্র।

শ্রম—পা. পরিশ্রম, কঠোর তপস্যা, রতিব্যায়াম,

সন্ধিচ্ছেদ—প সিঁধ কাটা, বেশকন্যার প্রথম কুমারীত্বহরণ।

সন্নিপাত—পা. সম্মিলন, সংযোগ, মৈথুন।

সমবায়—উ বৈশেষিকদর্শনের অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ, বেশ্যার সান্নিধ্য।

সর্পিঃপান (সর্পিঃ পিবেৎ)—উ বায়ুরোগের চিকিৎসা—ঘৃতপান, (অশ্লীল অর্থে) রতিকর্ম।

সাংখ্য—উ সাংখ্যশাস্ত্র, জেনেবুঝে করা রতিক্রিয়া।

সাধু মুচ্যেয়ম্—পা যদি ছাড়া পাই তো ভালো হয়, তোমার পিণ্ড চটকাই তো ভালো।

সামান্য- উ জাতি-পদার্থ, অনুগত ধর্ম, বেশ্যার সর্বসামান্য যৌবন।
সায়ংপ্রাতর্হোম—প দুবেলার অগ্নিহোত্র, দুবার ক'রে রতিকর্ম।
সুভিক্ষম্—প. সুকাল ভিক্ষা, রতিভিক্ষার সহজ প্রাপ্তি।
সুরতোঞ্ছবৃত্তি—প. উঞ্ছ অর্থাৎ খুঁটে খুঁটে যে আহার জোগাড় করে, যেখানে সেখানে যে কোনো স্ত্রীশরীরে কামসুখ ভোগ করে যে।
স্বামিনী—পা. পার্বতী, মুখ্য বেশ্যা (কর্তা মা ?)
হৈমকূর্ম—ধূ. সোনার কচ্ছপ, ছোটো হাত-পা এবং মোটা ঘাড়েগর্দানে ধনী লোক।

সুভাষিত

১. অনপহাস-ক্ষমমেতদ্ রাজযৌতকম্। প.
রাজার যৌতুক নিয়ে হাসি-ঠাট্টা চলবে না।

২. অনাগতসুখাশয়া প্রত্যুপস্থিতসুখত্যাগো ন পুরুষার্থঃ। প.
অনাগত সুখের আশায় উপস্থিত সুখ ত্যাগ করা পুরুষকার নয়।

৩ অনুবৃত্তির্হি কামে মূলম্। ধূ
অভ্যাসই কামনার উৎস।

৪. অন্যথি শাস্ত্রমন্যথা পুরুষপ্রকৃতিঃ। পা.
শাস্ত্র একদিকে আর পুরুষের স্বভাব অন্যদিকে।

৫ অমৃদঙ্গো নাটকারম্ভঃ সংবৃত্তঃ—মৃদঙ্গধ্বনি ছাড়াই নাটক শুরু হল দেখছি। প

৬ অর্থস্য ত্রয় এব বিধয়ঃ দানমুপভোগো নিধানমিতি। ধূ
অর্থের তিনটিই বিধি দান, উপভোগ ও রক্ষণ।

৭. অবিশ্বসনীয়ানি খলু গণিকাজনস্য হৃদয়ানি। উ
গণিকার মনকে বিশ্বাস করা যায় না।

৮. ইহ কৃতঘ্নতা সর্বপাপীয়সী। ধূ.
সংসারে কৃতঘ্নতার চেয়ে পাপী আর কিছু নেই।

৯. উদকতৈলবিন্দুবৎ বিকসিতং যশঃ। পা.
জলে তেলের বিন্দুর মতো যশ বিকশিত।

১০ একাক্ষপাতমাত্রেণ ধনদস্যাপি বিভবহরণসমর্থো দ্যূতঃ। উ.
জুয়া একটি দানেই কুবেরের ধন নাশেও সমর্থ।

১১. এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতৈরপি। পা.
জীবিত মানুষের কাছে শতবর্ষ আনন্দ আসুক।

১২. কষ্টং ভো কোকিলা খলু কৌশিকমনুবর্ততে। পা.
হায় কোকিলা কিনা পেঁচার অনুগমন করছে!

১৩ কিং বসন্তমাসো ন পুষ্পোপহারমর্হতি। প.
বসন্ত মাস কি পুষ্পোপহারের যোগ্য নয়?

১৪. কিতবেষ্বপি নাম কৈতবমারভ্যতে। প
চোরের ওপর বাটপাড়ি হচ্ছে।

১৫. কিমিদং গোপালকুলে তক্রবিক্রয়ঃ ক্রিয়তে। প
গয়লাপাড়ায় দই বিক্রি হচ্ছে?

১৬. কিমিদমাকাশরোমন্থনং ক্রিয়তে। প.
কী আকাশপাতাল ভাবছ?

১৭. কুট্টন্যশ্চতুরকথা ভবন্ত্বরোগাঃ।
চতুর কথায় নিপুণ কুট্টনীরা নীরোগ হোক।

১৮. গণিকামাতরো নাম কামুকজনস্য নিষ্প্রতীকারা ঈতয়ঃ। উ.
গণিকাদের মায়েরা কামীদের দুরারোগ্য রোগ।

১৯. চক্ষুষি হি সর্বে ভাবা নিয়তাঃ। ধূ.
চোখেই সমস্ত ভাব বিবৃত।

২০. ছত্রেণ চন্দ্রাতপ ইব প্রতিষিধ্যতে। প.
যেন ছাতা দিয়ে জ্যোৎস্না রোধ করা হচ্ছে।

২১ ত্বরানুষ্ঠেয়ং মিত্রকার্যম্। উ.
বন্ধুর কাজে দেরি করতে নেই।

২২. দাক্ষিণ্যং বিরূপামপি স্ত্রিয়ং ভূষয়তি। ধূ.
দাক্ষিণ্য রূপহীনাকেও অলংকৃত করে।

৩৩ ন প্রাপ্নুবন্তি যতয়ো রুদিতেন মোক্ষম্। পা.
ঋষিরা তো ক্রন্দনে মুক্তিলাভ করেন না।

২৪. ন রোহতি পরিক্ষতং হৃদয়ম্। ধূ.
ক্ষত হৃদয়ের আরোগ্য নেই।

২৫ মন্ত্রাবরুদ্ধো ভুজঙ্গমোঽজঙ্গমঃ। ধূ.
মন্ত্রে বাঁধা পড়লে সাপ নড়তে পারে না।

২৬. মদনীয়ং খলু পুরাণমধু। প
পুরনো মদ বেশি নেশা জোগায়।

২৭ মহান্তঃ খলু মহতামারম্ভাঃ। পা.
মহান ব্যক্তিরা বড়ো কাজে হাত দেন।

২৮ মৃতমপি পুরুষং সঞ্জীবয়েদ্ বেশ্যামুখরসঃ। ধূ.
মৃত পুরুষকেও বেশ্যার মুখরস সঞ্জীবিত করে।

২৯ মেঘাবগূঢ়মপি চন্দ্রমসং কুমুদ্বতীপ্রবোধঃ সূচয়তি। প
মেঘে ঢাকা চাঁদও কুকুদ ফুটলে উঁকি দেয়।

৩০ রাগো হি রঞ্জয়তি বিত্তবতাং ন শক্তিঃ। পা.
রাগই রঞ্জিত করে, ধনীর শক্তি নয়।

৩১ বিরম সহ সংগ্রহীতুং বিল্বদ্বয়মেকহস্তেন। পা.
এক হাতে দুটো বেল ধরতে যেয়ো না।

•৩২ শাঠ্যং নামার্থনিবর্তকো বুদ্ধিবিশেষঃ। ধূ.
শাঠ্য হল কার্যসাধক বিশেষ বুদ্ধি।

৩৩. ন দীপেনাগ্নিমার্গণং ক্রিয়তে। 'প
প্রদীপ নিয়ে কেউ আগুন খোঁজে না।

৩৪ নির্মক্ষিকং মধু পিপাসতি ধূর্তগোষ্ঠী। পা.
ধূর্তেরা নির্জনে মধু পান করে।

৩৫ পিতা নাম খলু সযৌবনস্য পুরুষস্য মূর্তিমান্ শিরোরোগঃ।
বাপ হল যৌবনমত্ত পুরুষের শিরোরোগ।

৩৬. প্রত্যক্ষে হেতুবচনং নিরর্থকম্। ধূ.
যা প্রত্যক্ষ তা নিয়ে তর্কাতর্কি নিরর্থক।

৩৭ সদৃশসংযোগী হি ভগবান্ মদনঃ। ধূ.
কামদেব জুটি মেলাতে নিপুণ।

৩৮. সুমনসো মুসলেন মা ক্ষোৎসীঃ। পা.
ফুলকে মুষলে পেষণ কোরো না।

৩৯. স্তব্ধতা চ কামস্য মহান্ শত্রুঃ। ধূ.
স্তব্ধতা কামের মহাশত্রু।

৪০. সন্তুষ্টস্যাপি জনস্য ন হ্যমৃতে পর্যাপ্তিরস্তি। প.
সন্তুষ্ট লোকেরও অমৃতে তৃপ্তি হয় না।

রত্নাবসু

শূদ্রক

পদ্মপ্রাভৃতক

সূত্রধার-সেই ভগবান রুদ্রের জয় যিনি ক্রোধে অথবা অনুগ্রহবশে নারীদের বিলাসমূর্তি কামদেবকে রমণীয়তর শরীর দিয়েছেন ॥১॥

আরও—

কুরবক ফুলে ফুলে সাদা, কোকিল গুঞ্জন করছে, অশোকপল্লব ফুলে ভরে মৃদু দোলায়িত, বাতাসে রসালের সুগন্ধ এবং ভ্রমরের কলগুঞ্জন, এখন কাননে (পুষ্প)-ধনু নিয়ে মদন বিচরণ করছে ॥২॥

কী বলব ?

পাখিদের বলকাকলি বাদ্য, তরুসে উল্লসিত কোকিলারা গান করছে, কাননান্ত পুরনারী লতা পবনাচার্যের কাছে অভিনয় শিক্ষা করছে (অর্থাৎ বাতাসে দুলছে) : তাকে নিজ পুষ্পবিকাশে হৃষ্ট তরুদল পল্লব-অঙ্গুলি দিয়ে সাধাসাধি করছে, শ্রীমণ্ডিত বসন্ত উপস্থিত, কণ্ঠহারে উজ্জ্বল তুষার দ্রুত অন্তর্হিত ॥৩॥

মূল থেকে, মাঝখান থেকে, অঙ্কুর-পল্লব থেকে, চারিদিক থেকে অশোকতরুর পুষ্প বিকসিত, যেন খলের-কাছে-বলা গুপ্তকথা প্রকাশ পাচ্ছে ॥৪॥

আহা এই যে—

মত্ত কোকিলের কূজনে মুখর, সিন্ধুবার, কুন্দ ও সহকারে শোভিত, গর্বিত কাম আর (মলয়)-পবনে (মনোরম) যুব জনেদের প্রিয় ঋতু উপস্থিত ॥৫॥

(নিষ্ক্রান্ত)

॥ স্থাপনা সমাপ্ত ॥

(তারপর বিটের প্রবেশ)

বাঃ বেশ বেশ !

তাহলে শীতে জরায় জর্জর সংবৎসর-রূপী বিট হিমেল-রসায়ন (টনিক) খেয়ে এই রমণীয় বাসন্তী যৌবন-শ্রী ফিরে পেয়েছে ! এখন তো—

চঞ্চল পল্লবের ভারে তরুদল নৃত্য করছে, বিকশিত লতাগুচ্ছে শোভিত বন যেন যৌবনে উপনীত ; তিলকতরুতে কোকিল আসীন, যেন তার কেশবন্ধন, কুন্দকুসুমে উপবিষ্ট ভ্রমর যেন নারীকটাক্ষ ; কোথাও অপরিণতস্তনী কন্যাকার মতো ঈষদুদ্ভিন্ন শ্যামল কোরকে শোভিত পদ্মদীঘি ; বরাঙ্গনাদের রতিশ্রমে ঘর্মাক্ত পীনস্তন স্পর্শ করে চতুর বসন্তবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে ॥৬॥

এভাবে কামসন্তাপ জাগাচ্ছে বলে এই ঋতু সত্যি খুব শক্তিশালী ; কারণ, দেবদত্তার সঙ্গে প্রেমলীলায় নিজের যৌবনোৎসবের ব্যবস্থা করে কর্ণীপুত্রের কামভ্রমর এখন বালিকাভাব ত্যাগ করে যৌবনের আবির্ভাবে কোমলা কামমঞ্জরীতে উৎফুল্ল দেবসেনাকে ঘিরে ধরেছে, যেন ভ্রমর রসালমঞ্জরীর শাখাতে আকৃষ্ট। অথবা কর্ণীপুত্রের আর কী বেশি হয়েছে ? ঘি-চিনি-দিয়ে-তৈরি মেঠাই তো আচারের সঙ্গেই খেতে ভালো লাগে। তাই মনে হচ্ছে, দেবদত্তার সঙ্গে প্রেমের মধু পান করার পক্ষে সেইরকমই আচার হল এই ষোড়শী কন্যার (চণ্ডালিকা দেবসেনার) সঙ্গে সম্পর্ক,—

বালিকাভাব ত্যাগ করার ফলে স্মিতহাসির ললিতরমণীয় সুন্দরী কন্যার প্রেমলীলার নতুন কোনো স্বাদ চাইছে ও।

আহা, কামরোগ অল্প হলেও খুব গুরুতর, যার ফলে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে স্থিরবুদ্ধি, সর্ববিধ কলাবিদ্যায় প্রবীণ, যুবতীর, কামশাস্ত্রের সূত্রধাররূপে অভিজ্ঞ হলেও কর্ণীপুত্রও কিনা এই অবস্থায় এসে পৌঁছল! তার তো—

রাত্রিজাগরণের ফলে অলস ও রক্তিম নয়ন, মুখটি যেন ভোরের (ম্লান) চাঁদ, চিন্তায় শরীর ক্ষীণ, বারে বারে হাই উঠছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় তাপিত। চন্দ্র, বসন্ত, মাল্যবন্ধন, সঙ্গীত, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর যা কিছু সামনে এলে যে খুশি হত সেই-সব কিছুতেই এখন তার সন্তাপ বেড়ে যাচ্ছে ॥৭॥

অথবা দেবসেনার কথা ভেবে দেখলে এ আর আশ্চর্য নয়, কারণ, সে মেয়েটি সত্যি মনোরমের গর্বের বিষয়। তার রূপযৌবনের লাবণ্য কর্ণীপুত্রের উন্মাদনা জাগাতেই পারে। তার তো—

চঞ্চল কটাক্ষ, অক্ষত দীপ্ত ওষ্ঠ, ফুল্লগণ্ডযুক্ত মুখ, বক্ষোদেশে নবোদ্গত স্তনাঙ্কুর, কোমল বাহুলতা, উদার ঈষদ্ভিন্ন রোমরাজি, উড়ে-এসে-জুড়ে বসা নিতম্ব এবং মুক্তভাবের চতুর প্রেমভাব কার না উন্মাদনা জাগায়? ॥৮॥

(পরিক্রমা করে)

সে এখন দেবসেনার জন্যে কামরোগের বাড়াবাড়ির ফলে যে জ্বর হয়েছে, তার প্রতিকার করতে (মৃণাল)-হার, তালপাতার পাখা, চন্দনে এবং দাহ প্রতীকারে সচেষ্ট হয়ে, তার সঙ্গে মিলিত হবার আশায়, বিছানা আঁকড়ে কোনোমতে প্রাণে বেঁচে আছে। আজ সকালবেলাতেই পুষ্পাঞ্জলি নামে দেবদত্তার পরিচারক সবিনয়ে কাছে এসে কর্ণীপুত্রকে বলে দিয়েছে—

আর্যপুত্র, ঠাকরুন দেবদত্তা বলছেন—'গতকাল আমি আসতে পারি নি বলে আমার প্রতি সমাদরে উপেক্ষা করা আর্যপুত্রের উচিত নয়। আমার বোন চণ্ডালিকার শরীরটা একটু অসুস্থ, তার প্রতি সহানুভূতির ফলেই আমি যেতে পারি নি। আমি এখন আসছি।' তারপর তার কথার উত্তর দিয়ে পুষ্পাঞ্জলিকে ফেরৎ পাঠিয়ে অতি সমাদর করে কর্ণীপুত্র আমাকে বলল—বন্ধু শশ তুমিও শুনলে তো, 'আমি এখন আসছি' এই কথাটা। তাহলে এই তো সুযোগ পাওয়া গেল—মিষ্টি কথায় কুশল-প্রশ্ন করে ওখানে গিয়ে আড়ালে দেবসেনাকে আশ্বস্ত করে তার দুঃখের কারণ জানব। এই যে অর্ঘ্য। দেবসেনার জন্যে আমার হৃদয়ে আমূল বিঁধে-থাকা মদনশরকে উৎপাটিত করতে তোমার মতো মূর্খই সর্বথা সমর্থ। তারপর আমিও বিদায় নেবার ছলে হেসে বললাম—'বেশ ঠগ বাবাজী! তুমি বাপু দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বালছ কেন? আমি কি তোমাদের পরস্পরের মনোভাবের ইঙ্গিতবহ নয়ন-কটাক্ষ বিনিময়ের কথা জানি না? তা ছাড়া—আমি সেই মূলদেবের সখা শশই বটে! তা, রাজপথে এভাবে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করি কেন? সেখানেই তো যাব, যেখানে দেবদত্তাকে ছাড়া চণ্ডালিকাকে একা পাব!

(পরিক্রমা করে)

আহা! বসুন্ধরা-বধূর জম্বুদ্বীপরূপী মুখকপোলে পত্রলেখারচনারূপিণী নানা পণ্যসমৃদ্ধা অবন্তিদেশের সেরা সুন্দরী উজ্জয়িনী নগরীর কী অপূর্ব শোভা!

এখানে যে—

পুণ্যে বেদাভ্যাস চলেছে, হস্তী, রথ এবং অশ্বের ধ্বনি, ধনুর্গুণের টঙ্কার, নাটক, কাব্য, বিদ্বজ্জনের শাস্ত্রচর্চা, চতুঃসমুদ্রের পার থেকে আনা সম্ভারে বিপণন, গীত, বাদ্য, পাশাখেলা, হাস্যরোল, কোথাও বিটজনেদের আলাপচারি, কোথাও সমস্ত কলাবিদ্যার চর্চা, সারি সারি সৌধ ক্রীড়াকৌতুকে-পালিত পক্ষিকুলের বল-কাকলিতে এবং প্রচুর বলয় ও মেখলার ঝঙ্কারে মুখরিত। ৯ ॥

(পরিক্রমা করে)

এ তো দেখছি অভীষ্টসিদ্ধির কিছু একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

(দেখে)

এই যে কাব্যরসিক কাত্যায়নগোত্রীয় শারদ্বতীপুত্র সারস্বতভদ্র নিজের বাড়ির দরজার গায়ে সাদা খড়ি-রঙ আঙুলে গুলতে গুলতে মনে মনে কী ভেবে মজা পেয়ে মুখ-চোখ-ভ্রু বাঁকিয়ে, যেন অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে চক্রপীড়খেলার আমোদ উপভোগ করছে। তাই, এই সময়ে প্রবাহিত প্রতিভাস্রোতের মুখে যে বাধাস্বরূপ হয়, বন্ধু হলেও তার প্রতি কবিরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সরস্বতীর লতায় উৎপন্ন বাক্-পুষ্পদের নিয়ে কর্ণাভরণ না করে (অর্থাৎ এই বিদ্বানের চমৎকার কথা কানে না শুনে গিয়ে) চলে যেতে হলে নিজেকে বঞ্চিত মনে হবে। যা হোক, এর কাছে যাই। (কাছে গিয়ে)

বন্ধু কাত্যায়ন! এত আকাশপাতাল কী ভাবছ? কী বলছ? - সেই কাব্যপিশাচই আমাকে ডাক দিচ্ছে! দেখো, ওহে ছেঁড়া-টুকরো-জোড়া মুচির মতো পুরাণ-কাব্য-পদের জোড়াতালি-দেওয়া লোক! তুমি কি এখন গোরু-হারানো গোয়ালার গোরু-খোঁজার মতো নতুন পদরচনার খোঁজ করছ? বন্ধু, কী-বিষয়ে শ্লোক লিখেছ? তা শুনতে পারি? কী বলছ?—'দেওয়াল-লেখা এটা পড়ো!'

কোথায়? (দেখে নিয়ে) ও এই তো—

ফুলের অট্টহাসি, মত্ত ভ্রমর, কোকিলের কূজন, সুন্দরীর স্বেদবাহী, মৃদু বাতাস, কঠিন উদ্দাম কামবেগ,—এই সব নিয়ে এই ঋতু অপ্রগল্ভা, সুন্দরী, বিবশা, বালিকা নায়িকাকে কামি-জনের কাছে সম্প্রদান করার জন্যে যা পারে, অনুনয়নিপুণ সহস্র দূতীও তা পারে না ॥১০॥

বাঃ বেশ! এ তো মাঙ্গলিক লক্ষণ! সখা, সৎপুত্রলাভের মতোই এই শ্লোক যশস্কর হোক। তার্কিকদের মাঝখানে যেন তোমাকে পড়তে না হয়। আরে কে হাসল এখানে? (দেখে) আঃ পীঠমর্দ (=নায়ক নায়িকা প্রেমসাধক) দর্দুরকও এখানে হাজির! এই! দর্দরক, এখানে হাসার কী হল? কী বলছিস?—'এ দেখছি তুমি সমুদ্রে জল সিঞ্চন করছ, যে বাগীশ্বরকে বাক্য দিয়েই অর্চনা করছ?' অনভিজ্ঞের মতো একথা বলিস না! বসন্তকাল কি পুষ্পার্ঘ্যে পূজিত হয় না? আর, এ-কথাও কি আগে শোন নি?—

সূর্যকে প্রদীপ দিয়ে পুজো করতে হয়, সমুদ্রকে জলে, বসন্তকেও ফুল দিয়ে—আমরা বাগীশ্বর-বৃহস্পতিকেও বাক্য দিয়েই অর্চনা করি ॥ ১১ ॥

যাক্ গে। তোর পীঠমর্দের স্বভাব দেখা গেছে। তোর সঙ্গে আলাপও হল। আর, এই বসন্তকাল কোকিলের মত্তকূজনে পরিপূর্ণ। তুইও সেই রকমই হ। এখন আমি চললাম। (দূরে দেখে)

ওঃ এই যে বিপুলার পরামর্শদাতা কামদত্তার প্রাকৃতকাব্যের সুপণ্ডিত বৈশিক ব্যাপারে

হেরে গিয়ে মাথা হেঁট করে চলে যাচ্ছে। ওহো বুঝেছি—এই যে দেবদত্তার সৌভাগ্যের সঙ্গে মূলদেব জড়িত হলে (অর্থাৎ মূলদেব দেবদত্তার প্রেমে পড়লে) বিপুলার তো অপমান হল! তাই নিজেকে অপমানিত ভেবে এ ভালোমানুষটা অভিমানে ফুলে উঠেছে। আচ্ছা, হাসির ঢেউয়ে ওকে চুবিয়ে ছাড়ব। (ইশারা করে) ওহে বন্ধু, কুমুদফুলগুলোকে না ফুটিয়ে, দিবাচন্দ্রের মতো চলে যাচ্ছ যে! একটু কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল যে।

তোমার কলাবিজ্ঞানে নিপুণ, সদা গর্বিতস্বভাবযুক্ত এবং অত্যন্ত ধীর প্রভৃত বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে পড়েনি তো? ॥ ১২ ॥

(অন্য অর্থ—তুমি কি জান, কলাবিদ্যার প্রয়োগজ্ঞানে নিপুণ, গর্বশীলা ঐ বিপুলা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে না থাকায় কষ্ট পেয়েছে?)

কী বলছ? 'তোমার ঠাট্টার মানে বুঝেছি! তোমার গুরুদেব মূলদেবকে কি চিনি না?' না না সেকথা বোলো না। দেবদত্তার প্রেমে মজলেও তার মনটা বিপুলার জন্যেই পড়ে আছে। কী বলছ? 'তাও মূলদেবের চালাকি।' হুঁ! তুমি তো বাপু সাদাসিধে মানুষ, এখন কেন তুমি নিজের শিষ্যা বিপুলার মান ভাঙাচ্ছ না? যার প্রণয়কোপ বশে আনতে কর্ণীপুত্র এসেছিল—আর—

বর্ষার কলুষিত নদীকে প্রসন্ন করতে আগত শরৎকালকে হেমন্তের তালবৃন্ত যেমন দূর করে দেয় তেমনি করেই অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ॥ ১৩ ॥

কী বলছ? 'কবে কখন?' বন্ধু শোনো তবে। কিছুদিন আগে আজকের মতোই আমাকে সঙ্গে করে বিপুলার মান ভাঙাতে গিয়েছিল। তা, দরজার বাইরে অলিন্দে দাঁড়িয়ে তার ক্রোধের পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্যে আগে আমাকে প্রীতিপূর্বক পাঠালো। আমিও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তার কাছে গেলাম। সেও আমাকে দেখেই ঈর্ষায় জ্বলে উঠে শ্রীহীন ভাবে 'এ সমস্ত চেষ্টা কিসের' বলে মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন আমি ঠাট্টা করে বললাম—

তোমাকে কে কী বলেছে? এ উত্তর কার কথার? তা, সুন্দরী ঘুরে দাঁড়িয়ে চাঁদমুখ দিয়ে সেকথা বলো। তোমাকে প্রসন্ন দেখলে আমার অতুলনীয় আনন্দ হয়। ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মতো তোমার এই ভ্রূকুটি আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে ॥ ১৪ ॥

তারপর অবন্তিসুন্দরীর সখী তাকে বলল—

রুষ্ট মুখটিকে ভ্রূকুটিতরঙ্গে আরো ভয়ংকর করে তুলছ আর নিঃশ্বাসে অধর তপ্ত করে প্রাণের সখা সামনে এলেও কথা বলছ না কেন? নারীগর্বে মত্ত হয়ে সৌভাগ্যকে বিমুখ করে তুলছ; মানিনী, মান রাখো, বেশি টানাটানি করলে সবকিছুই ছিঁড়ে যায় ॥ ১৫ ॥

তারপর সভা গুণগ্রাহিণী, এই ভেবে কর্ণীপুত্র সেখানে গেল। তাকে আনত হয়ে প্রণিপাত করতে দেখেও যে (বিপুলা) সরোষে অপমান করে বলেছে—

সেখানে ঝগড়া করে এসেছ, কিংবা তোমাকে নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দিয়েছে। নারীসঙ্গ বিনোদনে আমরা হলাম তোমার ক্লান্তি দূর করার জায়গা না! হতাশায় উদাসীন আমার মনটাকে আবার নাড়িয়ে দেবার মানেটা কী? এ তেতো ওষুধ গিলে কী হবে? যেমন ভালোমুখে এসেছ, অমনি বিদেয় হও ॥ ১৬ ॥

কী বলছ? 'তাই যদি হয়, তাহলে সেই অবিনীতাকে প্রসন্ন করতেই যাই!' হ্যাঁ হ্যাঁ,

স্বচ্ছন্দে গিয়ে তার সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা বলো গে। আমি তাহলে চলি।

(পরিক্রমা করে)

ছি ছি ! আর এক মূর্তিমান অযাত্রা এসে হাজির হল। এই যে দন্দশূকের ছেলে পাণিনি দত্তকলশি-নামে বৈয়াকরণ একেবারে আমার মুখোমুখি এসে পড়ল। এর কথার ফাঁদ থেকে কি আর সহজে ছাড়া পাব ? একে একটু আনমনা দেখছি যেন ! হুঁ ! কোথাও তর্কাতর্কিতে হার হয়েছে এর। কারণ, এর ঝগড়ার-জন্যে-উসখুস-করা কড়া কড়া কথায় একটু ঘা পড়লেই তা মন্দিরের ঘণ্টার মতো বেজেই চলে। ভালো মানুষের পো-র আবার গণিকা-প্রীতিও আছে। সে হল গিয়ে নূপুরসেনার মেয়ে রশনাবতিকা। আহা কী কষ্ট ! উটের গলায় বাঁধা বীণার মতো সেই রশনাবতিকার জন্যে দুঃখ হয়। এ তো হাত তুলে আমাকেই নমস্কার করছে।

কী বলছ ?—'রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল কিনা' ? কী আর করব ? ঠিক আছে, এর আপ্যায়ন করি। শব্দভাণ্ডারকে নমস্কার ! বন্ধু দত্তকলশি, তোমাকে একটু আনমনা দেখছি যে ! খবরটবর সব ভালো তো ! কী বললে তুমি ?- 'মাংস-খেকো কাক-শকুনের মতো দলবেঁধে কাতন্ত্র-বৈয়াকরণেরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ?' হায় হায় ! শেষে কিনা 'কাকে-পেঁচায়' হয়ে গেল ! বন্ধু কপালগুণে তোমার পাখা কাটা যায় নি দেখছি। কী বলছ ? ঐ পিশাচ কাতন্ত্র বৈয়াকরণগুলোর সম্পর্কে বোঝার কী আছে ? তোমার যা হবার তা হোক। আমি বাপু চলি।

কী বলছ ?—'কোথায় যাবে, একটু দাঁড়াও, এত তাড়াহুড়োর কী আছে ?' হায় হায়, মাপ করো ভাই ! এই রকম চেলাকাঠের বাড়ির (আঘাতের) মতো নিষ্ঠুর বাগ্‌বজ্রে আমাকে আঘাত করা ঠিক নয় ! সাধারণ ভাষার কথায় ভালো ভাবে বলো। উটের ঢেকুর-তোলার মতো কানের বিষের মতো বৈয়াকরণদের এই বাণীবিলাসের আমরা যোগ্য পাত্র নই !

কী বলছ ? 'অনেক আড়ম্বরপূর্ণ তার্কিকশ্রেষ্ঠদের বাদ-বিতণ্ডায় অর্জিত অনেক ধাতুর বজ্রে নির্মিত শতঘ্নী-র তুল্য সেই বাগ্‌বিধিকে ত্যাগ করে আমি এখন কী করে তার মধুর কোমল স্ত্রী-শরীরটির মতো রচনা করব ?' আহা-হা, সত্যি অসহায় হয়ে গেলি ! কারণ,—

আড্ডাতে, নারী ও সঙ্গীসাথীদের আপ্যায়নে, মামলা-মোকদ্দমাতে এবং সাধারণ কথাবার্তায়, দুর্বোধ্য শব্দাবলির কী সম্বন্ধ আছে, ফুলের তোড়ার মধ্যে কাঁটার জায়গা কোথায় ? ॥ ১৭ ॥

কী বলছ ?—সে ছিনাল না হয়ে যায় না, তাই আমার অমন মিঠে বুলি শুনেও চটে গেল !' তা, কে আবার ছিনাল ? কী বলছ ?—'কী করে তাকে প্রিয়া বলা যায় ?' (ভেবে) হুঁ বুঝেছি। রশনাবতীর জন্যে এ-কথা। এর চেয়ে কষ্টের আর কিছু হতে পারে না, যে সে ঘনবনের আড়ালে-থাকা কোকিলবধূর মতো কর্কশ বেলগাছে গিয়ে বসেছে। হায়, এ তো ভারি মজার ব্যাপার, একটু চোখেই দেখি তাহলে।

বন্ধু দত্তকলশি, এরকম উদারস্বভাব তোমার প্রতি কামিনী বিরক্ত হল কী করে, তা জানবার জন্যে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। সেকথা বেশ গুছিয়ে বলো তো ! কী বলছ ?—'সে তো ছিনাল ; আগের দিন বারব্রতের সময়ে বেশ্যাগৃহের অলিন্দে এসে আহুতি দেবার মধ্যেই কামাবেগে আমাকে নেবার জন্যে একেবারে কাছে এসে ঘেঁষে

বসল। তাইতে আমি তাকে বললাম—চাঁড়ালনী, হোম-আহুতির সময়ে আমাকে ছুঁবি না বলছি!' পোড়াকপাল, এই হল গিয়ে ব্যর্থ প্রেম! কামিনীকে বশ করা এক সুকুমার কলা। এই কলহ ছুঁৎমার্গের ফল। ওরে অনভিজ্ঞ, প্রণয়াবিষ্টা কামিনীকে বিমুখ করা তোমার ঠিক হয় নি। আচ্ছা, রমণীদেরও কি তোমার কঠিন শব্দাবলির নিষ্ঠুর ব্যাকরণ-স্ফুলিঙ্গতুল্য কথায় আতঙ্কিত হতে হবে? তুমি কি একথা আগে শোন নি?—

কোমলপ্রাণা রতিবিহ্বলা অতি কোমল মধুর বচনে আপ্যায়িত হবার যোগ্য প্রেয়সী কান্তাকে যে গোপনে কানে জ্বালা-ধরানো বাক্যস্ফুলিঙ্গে স্পর্শ করে, সে চেলা কাঠ দিয়ে বীণা বাজায় ॥ ১৮ ॥

রশনাবতিকা সব রকমে দুঃসাধ্য সাধন করেছে, যে এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। অথবা এ তার অভিশাপের মতোই। বন্ধু দত্তকলশি, তুমি তো কানে অমৃত ঢেলে দিলে, আমার শোনা হয়ে গেছে। তোমার কল্যাণ হোক। আমি চলি। (পরিক্রমা করে)

এতো আর-এক জনারণ্য দেখছি। এই যে ধর্মাসনিকের পুত্র পবিত্রক—লুকিয়ে লুকিয়ে ছিনালের ঘরে যায়, অপবিত্র, নিজেকে বৈষ্ণব বলে বেড়ায়, অজানা লোকের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ভিজে কাপড় পরে সারা শরীর কুঁকড়ে, দু-আঙুলে নাক দুটো চেপে ধরে চত্বরের শিরের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। এ বেচারাকে দেখলেই হাসি পায়। শুনেছি নাকি এটা আবার মস্তকাশিনীর মেয়ে পোড়ারমুখী বারুণিকার প্রেমে পড়েছে। তা, এখন এ চিন্তিত কেন? আচ্ছা একে বাগে আনার বইটা খুলি।

আরে পবিত্রক, ব্যাপার কী? উকস্থানের (রতিপ্রসঙ্গে) কচ্ছপের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছ যে? কী বলছ? 'রাজপথে গায়ে-এসে-পড়া অজানা লোকের ছোঁয়া বাঁচিয়ে যাচ্ছি!' হুঃ! অচেনা লোকের ছোঁয়া তো তুই ঠেকালি! আর বারুণীর জঘনদেশ একেবারে গঙ্গার ঘাটের মতো পরম পবিত্র নাকি? কী বলছিস্? 'এরকমটা নয়।' বলি গয়লাপাড়ায় দই বেচে কী হবে? এঁ্যা, চোরের ওপর বাটপাড়ি শুরু হল? কী বললি? —বাঃ বাঃ! ক্ষমা করো ভাই! তোমার গোয়েন্দাগিরি সত্যি নিপুণ!' কার আবার গোয়েন্দাগিরি? কোথাকার গোয়েন্দাগিরি? প্রদীপ জ্বলা মানে সূর্য অন্ধকারে ডুবে যায়, তা নয়। আমার কোনো গোয়েন্দাবিভাগ নেই। এসমস্ত ব্যাপারে আমরা একেবারে সহাস্রাক্ষ। তাই বলি, চালাকির আড়াল ছাড়ো। তুমি তো শুধু চেহারাতেই ভদ্র, আর মিথ্যাচারে নিপুণ। ওরে সজ্জনের সহপাঠী আর বিটের গোলাম, শুচিবায়ুর ভূত আর বেশ্যাপ্রিয়, তোমার এ ব্যবহার পরস্পরবিরুদ্ধ আহারের মতোই আচরণ-বিধিবিরুদ্ধ মনে হচ্ছে আমার। আর, ছুঁৎমার্গ মেনে চলা এবং তাকে (সেই গণিকাকে) আবার কাছে গ্রহণ করা—যেন সাঁড়াশি দিয়ে নবমল্লিকা ফুল তুলছ। কী বলছ? —আমরা সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত!' এ তো পায়েস খেয়ে উপোস করা, এ কথা কে মানবে? কপালগুণে তুমি সৎ পথে এসেছ। যদি সত্যি সত্যি বিট হতে চাস, তবে শীগ্‌গির বেশ্যারমণীর সঙ্গে প্রণয়ের পক্ষে মিথ্যের এই আড়াল ঘোচা। বিটশব্দ বল্। কী বললি? —'প্রণাম নাও!' যাঃ! এবারে আর স্বচ্ছন্দে আবার রক্ষাকরায় পুরস্কার দিচ্ছি। এই যে আশীর্বাদ করছি।

বস্ত্র বিক্ষিপ্ত এবং বিস্রস্ত মেখলা শিথিল, ছিন্ন নীবীবন্ধ হস্তলগ্ন, হাত বাড়িয়ে স্তন, ত্রিবলী এবং নাভিপ্রদেশ গোপন করতে উদ্যত, লজ্জায় মিশে গিয়ে উপবিষ্ট, 'না না আমাকে ছাড়ো' এই বলে উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদ করছে—এই রকম কান্তাকে শয্যায় নিয়ে গিয়ে

রতি-মিলনের সমস্ত সুখের প্রথম ফসল তোলো ॥ ১৯ ॥

কী বলছ ? 'তুমি তো কল্যাণবুদ্ধি করলে, আমার চিকিৎসা ভালোই হল (আমার এখন ভালো লাগছে) !' যদি তাই হয়, তবে তো এখন আচার্যের দক্ষিণা লাগবে ! কী বলছ ? —'এই যে অর্ঘ্য ! আহা এ শুধু শুধু অপচয় ! আচ্ছা বেশ ! এখন আমার তো শিষ্য পাওয়া গেল। এখন তুমিই আচার্য, শিষ্য নয়। মাথা তুলে স্বচ্ছন্দে যা খুশি করো। আমি চললাম।

(পরিক্রমা করে)

বাঃ বাঃ বেশ ! ফুলে ফুলে ভরে-ওঠা বসন্তকালের মধ্যাহ্নে স্বেদবিন্দুর স্পর্শে শীতল, মালার দোকান এবং সৌধশ্রেণীর মধ্যে থেকে নির্গত বিপণিবায়ুর পথেই আমি নিশ্চয়ই এখানে চলে এলাম। (পুষ্পবীথী লক্ষ্য করে) আহা এ তো নানা কুসুমসম্ভারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজ্জিত করে মূর্তিমতী বসন্তবধূ। এ যে—

প্রফুল্ল পদ্মের মুখশ্রীযুক্ত, শ্বেতপুষ্পের অঙ্কুর যেন দন্তপংক্তি, সদ্যোবিকসিত উৎপল তার নয়ন, স্ফুরিত রক্তাশোক তার ওষ্ঠ, ভ্রমরগুঞ্জন তার মধুর বচন, সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ তার স্তন, পুষ্পস্তবকের অলংকার সে সুসজ্জিতা, মঙ্গলপুষ্পে গাঁথা তার বসন, উজ্জ্বল মালা তার মেখলা—বসন্তবধূ পুষ্পবীথী (ফুলের দোকান) পুষ্পসজ্জা করে নারীরূপের শোভা বহন করছে ॥ ২০ ॥

ওহে ! সত্যি সত্যি নানা ফুলের সমষ্টির সুগন্ধে আমার মন মাতোয়ারা হয়ে আছে। একটা কঠিন কাজ করি। একে পেরিয়ে যাই। (পরিক্রমা করে) এই আর একটা হাসি-ঠাট্টার হাট এসে পড়ল।

এই যে মৃদঙ্গ বাসুলক-নামে পুরনো নাটকের বিট, গণিকামহলে এর ডাক-নাম হল 'ভাব জরদ্‌গব।' এ সুগায়ক আর্য নাগদত্তের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। তাহলে ভালোয় ভালোয় দালালি, স্নান, ও অনুলেপনের আড়ম্বরে যেন কৌপীন দিয়ে জরা ঢাকা দেবার চেষ্টা হয়েছে। এ লোকটা সবারই বন্ধু, এর সঙ্গে একটু মজা করব। (ইশারা করে)

ওহে ভাবজরদ্‌গব, বুড়োবয়সেও দিব্যি চলছে তো ? কী বলছ ? —'তোমার উদাসীনতার জন্যেই বুড়ো সাপের মতো বুড়ো খোলস ছেড়েছি !' সে তো ভালোই দেখতে পাচ্ছি। তোমার ভাবভঙ্গি তো বেশ জোয়ানের মতোই দেখছি। ছলচাতুরি করে যৌবনের কাজ করছ বেশ ! তোমার হল গিয়ে—

প্রেমে পড়ে যৌবনের প্রতিনিধি হয়ে যেন মাথা কৃত্রিমভাবে চুলে ঢাকা পড়েছে ; যেন সাঁড়াশি দিয়ে গোঁফের পাকা চুলগুলো উপড়ে দিয়ে শুধু দাড়িভরা মুখ; যত্ন করে লেপে মুছে এইভাবে তোমার শরীরের বাহার দেখে মনে হচ্ছে পুরনো ঝরঝরে বাড়ি রঙচঙ করে নতুন করে তোলা হচ্ছে ॥২১॥

কী বলছ ? —'পুরনো মদই বেশি নেশা জোগায় !' তোমার ভবগতিকের সেইরকমই ইচ্ছে। ত্রিফলা, গোরুর খুর আর লোহাচুরে তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমি চলি। (ঘুরে)

আরে আমাকে হঠাৎ হাজির দেখে দ্যূতসভার অলিন্দ থেকে বেরিয়ে পাথরের থামে নিজেকে আড়াল করে এ লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ! (দেখে নিয়ে) বেশ ! বোঝা গেল ! এ তো শৈথিলক। আমার থেকে নিজেকে লুকোবার কারণটা কী ? তাহলে কি মালতিকার দূতীকে আটকে রেখেছে বলে ভয় পাচ্ছে ! হাসির তোড়ে একে ডুবিয়ে দেব।

ওহে বামুনের পো, বন্ধুর দেখা পেয়ে নিজেকে লুকিয়ে তুমি ছাতা দিয়ে চাঁদের আলো আটকাবার মতো করছ কেন? এই তো বেরিয়ে এসে হাসছে। কী বলছ?—'বন্ধুর কর্ণধারকে স্বাগত!' ভদ্র, আমি আর বন্ধুর কর্ণধার হলাম কই? শ্বেত-দ্বন্দ্বের পীরিতের লড়াই-এ তো আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে! 'কী বলছ?'—'এরকম হয় নি!' ওরে পীরিতের ধান্দাবাজ! এরকম বলবি না! একথা এখন জানাজানি হয়ে গেছে যে শৈষিলকের বাড়িতে এখন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বাস করছে। তোর প্রেমে মজে মালাকারের মেয়ে মালতিকা ওকে দূতী করে তোর কাছে পাঠিয়েছিল। তুই ও তো তার প্রসাধনশূন্য রূপ যৌবন এবং লাবণ্য দেখে রক্তমাংসের লোভে তখনকার কথাই ভেবেছিস, আখেরের কথা ভাবিস নি। কী বলছিস?—'বন্ধু সত্যি ভবিষ্যতের সুখের আশায় হাতে-পাওয়া সুখ হারানো পুরুষার্থ নয়। প্রদীপ নিয়ে কেউ আগুন খোঁজে না!' আরে, ঠিক করেছিস। তবে খোলাখুলি না বললে আর মজা হল কী? এখন তাহলে ভালো করে শুনতে হয়! কী বলছিস?—'কেই বা এখন নিজের অবিনয়ের কথা ঢাক পিটিয়ে বলে? তবু সংক্ষেপে শোনো। সে সজোরে আক্রান্ত হয়ে আমাকে বলল—

প্রতারক, এত আশ্বাস দিয়ে আমার ওপরে এখন চড়াও হচ্ছ যে, আমার একটা মান আছে; দুষ্টু দৌত্য নিয়ে যে এসেছে সে মেয়ের সঙ্গে তোমার এই ব্যবহার ঠিক নয়, অন্যের ঘরে গিয়েছি আমি, নির্জনতা দেখে আমাকে জোর করে আটকালে! না না এমন কোরো না, লক্ষীটি ছাড়ো—সামনে কে যেন আসছে॥ ২২॥

বাঃ বাঃ বেশ! মৃদঙ্গ ছাড়াই নাটকের এক অঙ্ক ঘটে গেল। এভাবে পীরিতের নিয়মভঙ্গ করে বশিষ্ঠপুত্র হয়ে তুই বিট শব্দকে একেবারে জমিয়ে দিলি! (খাঁটি বিট হলি!) বন্ধু, তোর কপাল খুলে যাক। আমি যাই। (ঘুরে) হায় হায় এই! পীরিতের সব অতিথিরা যেখানে জোটে সেই গণিকালয়ে এসে পৌঁছেছি। এই যে—

কামাবেগ, ছলনার উপদেশ, মায়াভাণ্ডার, ঠগ-জোচ্চোরের আড্ডা, গরিবদের প্রবেশ নিষিদ্ধ যেখানে, দুঃখও যেখানে সহনীয়,—সেই গণিকালয় সকলের কাছে অবারিতদ্বার হোক। ২৩॥

(পরিক্রমা করে) এ আবার কে? একটা ময়লা চাদরে সারা গা ঢেকে, সারা শরীর কুঁকড়ে বেশ্যার উঠোন থেকে ভীষণ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছে? আহা, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ওর গেরুয়ার আঁচলটা খসে পড়ল। ও এই সেই বিহারবাসী সন্ধিলক-নামে দুষ্ট বৌদ্ধভিক্ষু। আহা! বুদ্ধির উপদেশের কী সারগর্ভতা যে, এইরকম শুধুশুধু-নেড়া-মাথা দুষ্ট ভিক্ষুদের হাতে আঘাত সয়ে তিনি প্রত্যহ পূজিত হন। অথবা কাকের এঁটোয় তীর্থের জল অশুদ্ধ হয় না। এ যেন আমাকে দেখেই গা-ঢাকা দিয়ে পালাচ্ছে যেন! বেশ, আমার বাক্যবাণের নাগালে এসে আর অক্ষতশরীরে ফিরতে হচ্ছে না। একটু কথা বলি তা হলে।

(ইশারা করে)—

ওরে বিহারের ভূত, বলি পেঁচার মতো দিনে-ভীতু হয়ে কোথায় যাচ্ছিস? কী বলছিস?—এখন বিহার থেকেই আসছি!' আমি তো আচার্যের বিহারে যাওয়া-আসার আসল ব্যাপারটা জানি। বেটা, এখন বেশবীথীর দীঘির ধারে বকের মতো ভয়ে ভয়ে কোথায় ঘুরছিস? কী পীরিতু ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিস বুঝি? কী বলছিস?—মা

মারা গিয়েছেন বলে সংঘদাসী কে বুদ্ধোপদেশ শুনিয়ে একটু সান্ত্বনা দিতে এসেছিলাম!' তোর মুখের বুদ্ধবচন শুনে মদের ছলে আচমন করার কথা ভাবছি। ইস্‌ কী কষ্ট—

ভুল করে বা এমনি ঘুরতে ঘুরতে এক ভিক্ষু বেশ্যাঙ্গনে যদি ঢুকে পড়ে তো তাকে দত্তকসূত্রে ওংকারের মতো বেমানান লাগে ॥ ২৪ ॥

কী বলছিস? —'মাপ করে দাও ভাই, দেখো সবার প্রতিই তো একটু অনুগ্রহ দেখাতে হবে!' ঠিকই তো, তৃষ্ণানিবৃত্তি হলেই (কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত হলেই) সদাপ্রসন্ন আচার্য নির্বাণ লাভ করবেন। এই যে হাতজোড় করছে। কী বলছিস? —বেশ তো এবারে ছেড়ে দাও!' তাই হোক। মিছিমিছি কষ্ট করতে হবে না। তোর মোক্ষ হওয়া খুব কঠিন (আমার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া কঠিন)।

কী বলছিস?—'এখন যাই, অসময়ে খাওয়া উচিত নয়! হুঁঃ সবই করে এসেছিস আর কি! এই অবশিষ্ট শিক্ষাপঞ্চক যে অস্খলিতভাবে পালন করে সেই ভিক্ষুর খাওয়ার সময় পেরিয়ে যায়। মরগে যা! খামোকা মাথা মুড়িয়ে এখন বিচিত্র দাদের (চর্মরোগের) জন্যে লজ্জা হচ্ছে! যা যা, তুই বুদ্ধই হয়ে গিয়েছিস! যাঃ বদমাসটা পালিয়েছে। পাজি বৌদ্ধ ভিক্ষুটাকে দেখে চোখ ঝাপ্‌সা, তা কোথায় ধুই এখন? (ঘুরে)

আঃ বেশ হয়েছে। এই তো বিটজনেদের দৃষ্টির পুণ্য উপস্থিত। এই যে বসন্তবতীর মেয়ে বনলেখার মতো সুন্দরী বনরাজিকা; শরীরের পুষ্পসম্ভার সাজিয়ে যথাযথ পুজো-অর্চনা সেরে কামদেবায়তন থেকে নেমে আসছে। সযত্নে সমস্ত অলংকার পরে আছে তাইতে মনে হচ্ছে, মনের মানুষের কাছে চলেছে। যা হোক মিষ্টি কথায় এর কাছে এগোই। (ইশারা করে) আহা বনরাজিকা, বসন্তের প্রথম পুষ্পোপহার নিয়ে তুমি অতিথিকে ভুলে যাও নি তো! কী বলছ তুমি?—আর্যকে স্বাগত! এই অর্ঘ্য তোমার!' তোমার এই দাক্ষিণ্যের পল্লব গ্রহণ করলাম। তাছাড়াও হঠাৎ আবির্ভূত বসন্ত তোমার শরীরেও ঠাঁই নিয়েছে তো? কী বলছ তুমি?—'সে কী!' তবে শোনো—

বাসন্তী, কুন্দ এবং কুরবক ফুলে তোমার কবরীবন্ধন পূরিত, বেণীপ্রান্তে ঝুলছে অশোক, স্তনতটে সিন্দুবারের উপহার। রসালের নবমঞ্জরী এবং চঞ্চল পল্লবে কর্ণাভরণ রচিত, অঞ্জলিতে পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে তুমি নিজে যেন মূর্তিমান বসন্তকে বহন করছ ॥২৫॥

কী বলছ?—'এটা তোমার পুরস্কার!' তাই হোক। এটা তোমার কাছে গচ্ছিত থাক। সময় হলে নেবখন। সুখী হও। এখন আসি। (পরিক্রমা করে)

আরে এই তো ইরিমের কামিনী তাম্বুলসেনার বাড়ি। ভালোমানুষটির তো এখানে নিত্যি আসা। তবে কি ভেতরে ঢুকব? (একটু ভেবে) এর সঙ্গে কথা না বলে তো এগোনো যাবে না! থাক্‌ ঢুকেই পড়ি। (ঢুকে) বন্ধুর বাড়িতে কেউ শশ-কে সেবা করছে না কি? আচ্ছা, এই তো তাম্বুলসেনা আমাদের খুব আদর তাড়াতাড়ি বড়ো বড়ো পা ফেলে—তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খসে-পড়া আঁচলটাকে টানতে টানতে সদর দরজায় এগিয়ে এল। এ আবার একটু বাড়াবাড়ি হল। ভাবছি, আমি ভেতরে ঢুকি—সেটা ও চাইছে না। তা এ তো দেখছি আমাকে বাইরে থেকেই বিদায় দেবার জন্যে বেরিয়ে এল। এর কামলীলার স্পষ্ট চিহ্নগুলো যেমন দেখছি, মনে হচ্ছে এ রতিসম্ভোগ থেকে সদ্য সদ্য ছাড়া পেয়েছে। ইরিম নিশ্চয়ই দিনেই রতিভোগ অনুভব করছে। আহা এ বেটা সবসময়েই পীরিতের লোভে রয়েছে। বেশ! একে নিয়ে একটু মজা করি।

তাম্বুলসেনা, আদরের এত ঘটা কেন ? তুমি রতিশ্রমে শ্রান্ত শ্বাস ফেলে এক নিঃশ্বাসে 'প্রিয় বয়স্যাকে স্বাগত' একথা বললে কেন ? অয়ি চির-উৎসুকা, তালপাতার পাখাটা আনো তো দেখি। তাম্বুলসেনা বড্ড পরিশ্রম করেছে। চোর মেয়ে, তোমার গায়ে জোর বাড়ছে তো ! কী বলছ ?—'বুঝতে পারছি না !' (এই তো দেখছি--) মনের মানুষের আলিঙ্গনে স্তনতটের চন্দন মুছে গেছে। তাই জিজ্ঞেস করছি। ওরে অসন্তুষ্টা নিত্য নিশা-বিহার করে ঈরিম ওকে কি দিনের বেলাতেও একটু বিশ্রাম দেবে না ? বলি, রাত আর দিনের হোম দুই-ই চলছে ? কী বলছ ?—'ভাব দেখছি সব সময়েই অন্যকে নিয়ে মজা করে !' মোটেই না ! আচ্ছা—মুখ্য মেয়ে, ইশারা গোপন করাটাও ইশারা করাই ! কী বলছ ?—'কী করে জানলে ?' চোর মেয়ে ! কেনই বা জানব না ? যেমন—

চন্দন-আঁকা মুছে গেছে, কুঙ্কুমের টিপ নষ্ট হয়ে গেছে, গালে লেগে আছে এক-গোছা চুল, কর্ণোৎপল খসে পড়েছে, ক্ষতবিক্ষত রক্ত-ওষ্ঠ-যুক্ত মুখ, অলস দৃষ্টি,—তোমার দিবারতির কামুকের কথা এরাই বলে দিচ্ছে ॥২৬॥

কী বলছ ?—'আমি সবে ঘুম থেকে উঠলম, আর তুমি কী ভাবছ ? বেশ, এবারে জানলাম। তোমার ছোটোখাটো কিছুও না-দেখার মতো মনে হচ্ছে না। কিন্তু--

নিদ্রাশেষে তোমার শরীর নখদন্তের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মনে হচ্ছে, পিতৃগণ প্রীতিলাভ করুন তাঁদের স্বধা হোক, কল্যাণী, তোমার আঁচল ডানদিকে দেখছি, অন্য কিসের তাড়াতাড়িতে তুমি খেয়াল কর নি, যে সেই মুখ্য কারিগর ভুল করে তোমার দু-পায়েই বাঁ-পায়ের জুতো করেছে ॥ ২৭ ॥

চোর মেয়ে বা-মাল ধরা পড়েছ, এখন কোথায় যাবে ? এই তো অন্দঃমহলে প্রবেশ করে ও নাগরের সঙ্গে মুক্তকণ্ঠে হাসছে। (কান পেতে) এই যে ঈরিম বলছে—'আচ্ছা ঠগবাবাজী, ভেতরে এসো।' বন্ধু রতিরথের দুই বলদকে কে ছাড়াছাড়ি করাবে ? এই রকমই অবিচ্ছিন্ন রতি-উৎসব হোক। গার্গীপুত্র, আমি চলি। (পরিক্রমা করে) আরে এখন আবার কে সদর-দরজার চৌকাটে দাঁড়িয়ে দেবতাদের বলি-উপহার দিচ্ছে ?

মুখ শান্ত, শোকে ম্লান, নয়ন কাজলশূন্য, বসন মলিন, দীর্ঘ কেশে তেল নেই—রুক্ষ, হাতের বালা ঢিলে, পুষ্পাঞ্জলি দিতে গিয়ে আঙুলগুলি ক্ষিপ্ত—এই তরুণী রমণীটি এমনিতেই তন্বী, এখন আরো শীর্ণ দেখাচ্ছে ॥ ২৮ ॥

ও, এ তো ভাণ্ডীরসেনার মেয়ে কুমুদ্বতী। আহা কী কষ্ট। এ বেচারীকে দেখে চেনাই যাচ্ছে না। তা এ কার জন্যে বেশ্যালয়ের বিরোধী বিরহের উপযোগী এই ব্রত পালন করছে ? ওহো বুঝেছি। এ শুনেছি মৌর্য কুমার চন্দ্রোদয়ের প্রেমে মজেছে। সে ভাগ্যবান্ তো সামন্তদের ঠাণ্ডা করার জন্যে সৈন্য নিয়ে গেছে। আঃ বুঝেছি। কথাটা সত্যি যে চন্দ্রোদয়ের অভাবে কুমুদ্বতী শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। আঃ এ কুলবধূদেরও হার মানালো। এও কি নিজের বাড়ির কার্নিশে বসা ছড়ানো বলির আশায় উপস্থিত কাকটাকে স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দন করে বলছে—

তোমার কল্যাণ হোক, কার্নিশ আর জানলার অলংকার, শ্রাদ্ধ অন্ন নিতে আগত অতিথি, আমি বেঁচে থাকতে থাকতে আমার নিত্যপ্রবাসী প্রিয়জন ফিরে আসবে তো ? যদি আসে• তাহলে অন্য দরজার তোরণে বোসো, শোকমুক্ত হয়ে ফিরে এসে আমি প্রিয়তমের সঙ্গে তোমাদের দই-ভাত খাওয়াব ॥ ২৯ ॥

আহা, এ একেবারে নির্ভেজাল অনুরাগ। এই রাজ-উপহারকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা যায় না। রাজমহিষীর সঙ্গে অবগুণ্ঠনের অধিকারিণী হোক এই মেয়ে। আমি এদিক দিয়ে চুপি চুপি পালাই। (পরিক্রমা করে)–

আরে এ যে বাগানবাড়ির দক্ষিণ দিকে অলঙ্কারের ঝঙ্কার শুনে মনে হচ্ছে পাখিরা ভয়ে কোলাহল করছে। বেশ। এই তো বাগানবাড়ির দরজা খোলা রয়েছে। যাই হোক দেখি তো। (দেখে) আহা-হা এখানে একেবারে নেত্রোৎসব প্রস্তুত। আর ঐ যে–

পাঞ্চাল দাসীর মেয়ে প্রিয়ঙ্গু-যষ্টিকা। জঘন বিস্তারের ফলে গর্বে যৌবনবনরাজ্যে প্রলুব্ধ করে নানান্ বিলাস-ভাবভঙ্গি-দাক্ষিণ্যে সে রমণীয়, সখীদের নিয়ে সে কন্দুক ক্রীড়া করছে। এই তো সে–

প্রবালের মতো রক্তিম অঙ্গুলি-যুক্ত করে মনঃশিলা-র রঙে রাঙানো কন্দুক নিয়ে একবার ওপরে একবার নিচে নিক্ষেপ করছে,–ও যেন পল্লবাগ্রে পুষ্পভারে সজ্জিতা কদম্বলতার মতোই শোভা পাচ্ছে ॥ ৩০ ॥

এর দেখা পাওয়াই তো এক অমূল্য লাভ। ঠিক আছে। যতই সন্তুষ্ট হোক অমৃতে কারো তৃপ্তি হয় না। তাই, এর সঙ্গে একটু আলাপ করি। (কাছে গিয়ে) হ্যাঁগো বাছা প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকা, এভাবে কন্দুকক্রীড়াচ্ছলে সখীদের নৃত্য শিক্ষা দিচ্ছ বুঝি। এ কী! মৃদু হাসিতেই উত্তর দিয়ে ও আবার খেলেই চলেছে যে! হুঁ, এর দাসীগুলো কন্দুকের উত্থান-পতন গুণছে বসে! ভাবছি ও সখীদের সঙ্গে বাজি ধরেছে। বাজির নেশা কেমন এ্যাঁ! বারে বারে উঠছে, পড়ছে, ঘুরে ঘুরে পড়ছে, গড়িয়ে যাচ্ছে, ছুটছে, অদ্ভুতভাবে গড়াচ্ছে। আপনা থেকেই দেখার মতো জিনিস পেয়ে গেলাম আমরা। কী আর বলব? ঘুরে, পড়ে, উঁচুতে উঠে, চারিদিকে ফুলে ওঠা বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে উৎসুক বাতাসও একে কামনা করেই ঘুর ঘুর করছে মনে হয়। সত্যি বলছি, এমনিতেই দুর্বল বলে আমার ভয় করে যৌবনোচ্ছ্বসিত আর স্তনভারে আনত এই মেয়ের এক হাতে-ধরা-যায়-এমন কটিদেশ বুঝি এই ভেঙে পড়ল। একে তো উপেক্ষা করতে পারি না আমি। একটু আলাপ করি তাহলে। অয়ি, যৌবনমদে মত্তা, তোমার এ পরিশ্রম নিজের সুকুমারতা নষ্ট করবে। থামো থামো বলছি। আরে হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। কী হল? এর উল্লাস বেড়ে যাচ্ছে কেন? যাঃ! এখন আমি বোঝাই তবে--

তোমার কর্ণকুণ্ডল ঢিলে হয়ে খুলে গেছে, তুমি ভীষণ অশান্ত, তুমি কন্দুকের জন্যে উন্মাদ হয়ে গেছ, তোমার দুই বাহু টান্ টান্ হয়ে গেছে, কেশপাশ বিস্রস্ত পুষ্পসজ্জা খসে পড়ছে, ঘূর্ণাবর্তের বেগে লীলায়িত মেখলাদাম বিক্ষুব্ধ, কটিদেশ অবনত, স্তনভারে শরীর আনত এ খেলা বন্ধ করো ॥ ৩১ ॥

পুরো একশ হয়েছে বলে এ থামল। হ্যাঁগো প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকা সখীদের সঙ্গে বাজি জিতে তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। কী বলছ?–'আর্যকে স্বাগত, হুঁ, জেতার অর্ধেকটা নাও।' বালিকা, তোমার দেখা পাওয়াই তো অমূল্য লাভ। আমাকে মনে রেখো। এখন চলি। (পরিক্রমা করে)

আর এ তো আরেক আড্ডার জায়গা দেখছি। এই তো চন্দ্রধরের প্রেয়সী নাগরিকার মেয়ে শোণদাসীর বাড়ি। ঢুকে পড়ি। কথা না বলে তো যাওয়া যাবে না। (প্রবেশ করে তাকিয়ে দেখে) আরে এই শোণদাসী কী ভাবতে ভাবতে যেন দরজার চৌকাঠে বসে আছে! তা এখন সমস্ত গয়না খুলে রেখে শরীরের লাবণ্য ফুটিয়ে মলিন চাদরে

শরীর আবৃত করে কপালে রক্তচন্দন লেপে সাদা রেশমী কাপড়ে মাথার পাগড়ি বেঁধে মুখচন্দ্র আনত করে কোলের বীণাটাকে আঙুল দিয়ে একটু বাজিয়ে কাকলীর মতো মৃদু-মধুর স্বরে কৈশিক-রাগে গান করছে বসে। এ নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন। কৈশিক রাগে গান কান্নারই নামান্তর। এ আবার কী হল? চন্দ্রোদয়ের আগেই প্রণয়-কলহের এমন ব্যাপার আমি আগে কখনও শুনি নি। প্রেমিকের সঙ্গে ঝগড়া করে এখন নিশ্চয়ই ওর অনুশোচনা হচ্ছে। হোক। একে নিয়ে একটু মজা করি।

বাছা শোণদাসী, এ কী পোশাক পরেছ? বাছা, চন্দ্রধর কোনো অন্যায় করে নি তো? তুমি চোখের জলে উত্তর দিচ্ছ কেন? চোখ মোছো। বলো। কী বলছ?—'অভিমানসর্বস্ব সখীরা আমাকে শেষ করেছে।' দেখ শোণদাসী, সবার চেয়ে বেশি আপনসখীর সঙ্গেও তোমার ঝগড়া? কী বলছ?—তার কুমন্ত্রণাতেই তো আমার এই জ্বালা!' তুমি সত্যি সত্যি মূর্খ। তোমার তাকে এমনি করে বলা উচিত—

অনেকক্ষণ উদাসীন ছিলাম তার প্রতি, সেই অপরাধ আমার, কিন্তু দূতী আমি এক মুহূর্তও অভিমান করতে পারি না; দুষ্টু মেয়ে, এখন খুশি হও, আমাকে কামদেবের ভয়ংকর ওজনদাঁড়িতে তোলো, একমাত্র অভিমান-ভরা কথায়, আর তোমার অনুনয়ভরা কথায় আমি এমন করেছি,—যে আমি এখন অত্যন্ত শিথিল মেখলাকে হাতে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ॥ ৩২ ॥

কী বলছ?—'কামদেব আমার সব অভিমান বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তোমার সেই বন্ধুটি সৌভাগ্যের জোয়ারে হাবুডুবু খাচ্ছি।' তা এখন অভিসারে যাচ্ছ না কেন? সুন্দরী, না না না লজ্জা কোরো না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতমুখে ঘুরছ কেন মনে মনে চোখের ফেলে? সুভগে, অলংকারগুলোর শৈথিল্য তুমি নিজেই লক্ষ্য করো শুধু। তটস্থ (সখীদের) কথা কানে না তুলে প্রেমিককে অনুনয় করো, বৃথা জেদ করে লাভ কী? মুখ্য মেয়ে প্রেমের যখন বাড়াবাড়ি তখন অতিরিক্ত অভিমান অপমান হয়ে দাঁড়ায় ॥ ৩৩ ॥

কী বলছ?—'স্ত্রীলোক পুরুষকে অনুনয় করবে-এত ঔদ্ধত্য!' আরে না না। বুদ্ধিমতী, গঙ্গা কি সাগরে গিয়ে পড়ে না? লজ্জা কোরো না। অথবা তুমি সকামা হয়ে থাকো। আমি চন্দ্রধরকে অনুরোধ করছি। কী আর বলব? দীর্ঘবিরহে স্তব্ধ তোমার কামাগ্নিহোত্রের আমি আজই পুনরাধান করব (অগ্নি-আধান করার মতো তোমার কামাগ্নিকে জ্বালিয়ে তুলব)। কী হল, চোখের জল না মুছেই ও হাসল? এ তো বর্ষাকালের জ্যোৎস্না! সুন্দরী কেঁদো না। কল্যাণ সম্মুখে উপস্থিত।' কী বলছ?—'এখন সত্য প্রতিজ্ঞার কথা রাখতে হবে।' সকালে জানতে পাবে। কী, চোখের জল শুকিয়েছে? তাহলে চলি। (পরিক্রমা করে)

আহা এ আর-এক প্রেমের নাটক দেখছি। এই তো নাগরিকার মেয়ে গণিকা মগধসুন্দরী শরৎকালের নির্মল চন্দ্রের মতো মুখশোভা নিয়ে ঈষৎ কুঞ্চিত স্নিগ্ধ সুগন্ধযুক্ত কৃষ্ণ কেশরাশি, বিকশিত কমলদলের মতো চঞ্চল নেত্রযুগল, প্রবালের মতো রুচির তাম্র অধরের শোভায় দন্তশোভা পাটল, কুন্দকুসুম মুকুলের মতো শুভ্র সমাকৃত দন্তশোভা, পুষ্ট কপোল স্তন উরু ও নিতম্বচক্র, সদর দরজার কপাটে শরীরের অর্ধেকটা ঢেকে রেখে ডান হাতের দুটি আঙুলে পর্দার একটা প্রান্ত ধরে বাম চরণ-কলের এক অংশ দিয়ে মাটিতে তাল দিচ্ছে, সুরেলা মধুর স্বরে উচ্চ কণ্ঠে বল্লভা-নামে চতুষ্পদী গান

গাইছে—ঐ গীতি শুদ্ধ বর্ণযুক্ত, অলঙ্কারযুক্ত, শ্রুতিসুখকর ষড়জ গ্রামে বাঁধা,—নেত্র এবং ভ্রু-ভঙ্গে মনোগত ভাবগুলোকে অভিনয় করে কোন্ এক ভাগ্যবানের আশায় পথের দিকে চেয়ে আছে। ওহে, এখানে এই কামযজ্ঞে মহেন্দ্রের মতো কাকে আবাহন করা হচ্ছে? বেশ! একে জিজ্ঞেস করি। দেবী, বেশ্যামেঘের বিদ্যুল্লতারূপিণী, জিজ্ঞেস করছি—

চন্দ্রমুখী, শুক্ল, কৃষ্ণ, প্রান্তভাগে রক্তিম, অপাঙ্গে কটাক্ষে যুক্ত এই বিকশিত বহির্মুখী দৃষ্টি কোন্ ভাগ্যবানের জন্যে? ॥ ৩৪ ॥

হায় ছি ছি! সন্ত্রস্ত মৃগশাবকের মতো এ শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমাকে চেয়ে দেখছে। এর নিশ্চয়ই মনে রঙ্ লেগেছে আবার। কী বলছ?—'না না তা নয়। আমি ব্রহ্মচারিণী বসন্তকালে উপবাস করছি!' হতে পারে। এই তো সরস দন্তক্ষতযুক্ত অধরোষ্ঠ কী বলছে? কী বলছ?—'শীতের শেষের রুক্ষ বসন্ত বায়ুর চিহ্ন এগুলো। তবে তাই হোক। বুঝলাম।

দংশনে তোমার ওষ্ঠ জর্জরিত, নিজের ব্রতের কথাও তুমি বলছ, খুবই স্পষ্ট যে তুমি ব্রতভঙ্গ কর নি, চুম্বিত-চান্দ্রায়ণ-ব্রত ভালোই পালন করছ ॥ ৩৫ ॥

এ তো কপাটে মুখ লুকিয়ে হাসছে। তোমার তপোবৃদ্ধি হোক। আমি চলি।

(পরিক্রমা করে)

ওঃ! এই যে বেশযুবতির প্রলাপের শৃঙ্খল কিছুটা ছিঁড়ে দেবদত্তার বাড়িতে পেঁৗছে গেলাম। এক্ষণে দেবদত্তা চলে গেল না তো? কী বা জিজ্ঞেস করি? (দেখে) ওমা এই যে নাটকাচার্য ভাবগন্ধর্বদত্তের শিষ্য দর্দুরক নামে নটী-পুত্র বাগান-বাড়ির খিড়কি-দোর দিয়ে বেরোচ্ছে। যাক্ একেই জিজ্ঞেস করি। (ইশারা করে)

ওরে দর্দুরক, কোথা থেকে আসছ তুমি? তুমি কি জান দেবদত্তা কী করছে?

কী বলছ তুমি?—'আর্য মূলদেবকে কুশল প্রশ্ন করতে গিয়েছে দেবদত্তা! আচার্য আমাকে দেবসেনার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছেন!' আচ্ছা তা কেন? কী বলছ?—নাটকে (এখানে প্রকরণে) কুমুদ্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করো—এ কথা বলতে! তা তাঁর দেওয়া পত্র সে গ্রহণ করেছে তো? কী বলছ?—'আচার্যের প্রতি সম্মানবশত সেই পত্র গ্রহণ করেছে; আর পাশেই যে সখী ছিল, তার হাতে সেটা রেখেছে। এমন-কি কুমুদ্বতীকে নমস্কার করে সে বলল—আমার শরীরটা ভালো নেই!' হাঃ, অনুমানে আমার খ্যাতি আছে। এ তো তার একনিষ্ঠ প্রেমের ইঙ্গিতপূর্ণ। আর দর্দুরক, এই চিঠিতে কী লেখা আছে? কী বলছ? 'পড়ো'! (নিয়ে পড়ছে)

অনুরাগবতী কঠোর রমণীরা তাদের নিতম্বে নিপতিত নখক্ষতযুক্ত এই রকম গোপন সম্ভোগচিহ্ন বহন করুক, যা কামের মনোহর পুষ্প, স্তনতটের চন্দ্রলেখা (-হার) অনুরাগ-বৃক্ষের রক্ত-প্রবাল (ওষ্ঠ); শয্যাযুদ্ধের চিহ্ন, রতিলীলার রথযুদ্ধে পরিশ্রান্ত বৃষভকে ডেকে নেবার অঙ্কুশ, বিলাসের উন্মেষ ॥ ৩৬ ॥

বাঃ বাঃ বেশ। কঠিন কিশোরীদের ভোলাবার জন্যে যে আমি এসেছিলাম, তা আমার মহৎ কল্যাণসিদ্ধি সূচিত হচ্ছে। আরে দর্দুরক, তুমি কি জান দেবসেনা কোথায় আছে? কী বলছ?—'বাগানবাড়িতে গেছে?' তবে তো কামদেবের কারখানাতেই আছে! বেশ, তুমি যাও, আমি ভেতরে ঢুকি। (ঢুকে) আরে এই তো এই তো দেবসেনা

শীর্ণ, বিবর্ণ, অত্যন্ত পাণ্ডুর, নিষ্প্রভ, ভোরের চন্দ্রিকার মতো ক্ষীণ হয়ে কাম-

রোগের অসাধারণ গুপ্ত বেদনা সহ্য করছে, যা শুধু মধুর উপাচারেই দূর হবে ॥ ৩৭ ॥

ওঃ এই রকম অবস্থায় সে সর্বগুপ্ত বিদ্যায় নিপুণা অত্যন্ত স্নেহময়ী প্রিয়বাদিনিকা নামে সখীর সঙ্গে বসে—অন্য সকলকে বের করে দিয়ে বাতাসে জিরোচ্ছে। এও তার একাগ্রতারই পরিচয় দিচ্ছে। সমস্ত কামুকই নির্জনতা চায়। এটা তো আমাদেরই ব্যাপার। যা হোক, এর কাছে যাই। (কাছে গিয়ে)

হ্যাঁগা দেবসেনা, তোমার বিশ্রম্ভালাপে বিঘ্ন ঘটালাম বলে আমার ওপরে রাগ কোরো না যেন। কী বলছ ?—

সবাইকে স্বাগত ! অভিবাদন করছি !' তাই হোক। তোমার আপ্যায়ন গ্রহণ করলাম। না না কষ্ট করে উঠতে হবে না। কী বলছ তুমি ? —'বোসো এই যে আসন !' হ্যাঁ, বসছি। এভাবে বন্ধুজনকে কষ্ট দিচ্ছ কেন মেয়ে ? এ কোন্ অদৃশ্য অনুভূতিবেদ্য গোপন বেদনাময় আরম্ভে-একাকী একান্ত রোগ ? কী বলছ ? —'কিছুই নয় !' অয়ি পণ্ডিতমানিনী, আমাদের ভুল বুঝিও না। তুমি সব সময়ে আমার ছেলেখেলার জিনিস জুগিয়ে প্রেম নিবেদন কর। আর, সে তো মূলদেবের বন্ধু এই শশ। তা, মনের কথা খুলে বলো। এ দুঃখ কিসের ? তোমার তো—

বিনা রোগেই শরীর ক্লিষ্ট, করতলে কপোলপার্শ্ব ধরে আছ, দৃষ্টি একমনে ধ্যানরত, হৃদয় যেন জড় হয়ে যাচ্ছে, হাই উঠছে, মুখের রঙ পাল্টাচ্ছে, কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছ, কিছুতেই শান্তি হচ্ছে না, ইন্দ্রিয়গুলো সন্তপ্ত, তোমার শুধু ঐ একটিই ইচ্ছে হচ্ছে ; —চোর মেয়ে, বলো এ কিসের বিকার ? ॥ ৩৮ ॥

কীরকম ? ও শ্বাস নিল ? হায় ! কামাগ্নি চিতিয়ে উঠল। বেশ ! এখন ওর নিজের মনোভাব জানতে হবে। যদি আমরা আলাপ করার পক্ষে অযোগ্য হই, তবে তুমি রোগমুক্ত হও। আমি চলি। কী বলছ ? —'মশাই বড়ো ধাউড় ! আর প্রতিজ্ঞা করেছে ! এও মনের কথা বলবে ! ওগো মেয়ে, তোমার শরীরের এই খবর হলে আমি ধৈর্য ধরি কী করে ? এমন কি দেরি করলে অন্য কাজ এসে পড়ে। তা, মনের দুঃখের কথা খুলে বলো। কী বলছ ? মশাইকে আমার না বলার মতো কিছু নেই ! এ তো বসন্তের স্বভাব- গুরুজনের শাসনে শান্ত আমার মনকেও অকারণে উদ্বিগ্ন করে তোলে। বাঃ বেশ—এ আর রোগের ছল নয়। চোর মেয়ে, এও তো জান, যে দেবসেনা বেশ যুবতী হয়ে উঠেছে। যদি এমন হয়ে থাকে তবে আর বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয় বাপু। ঋতু-পরিবর্তন হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ লজ্জা করছে কেন ? প্রিয়বাদিনিকা এই তালপত্রে কী লেখা আছে ? কী বলছ ? —'নাটকে অভিনয় !' আচ্ছা দেখছি। (নিয়ে পড়ছে)—

কুমুদ্বতী-প্রকরণে শূদ্রকের প্রতি অনুরক্ত রাজপুত্রীকে ধাত্রী গোপনে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

পাগল মেয়ে, বক্ষোদেশ এখনো স্তনে বন্ধুর হয় নি, রোমরাজি এখনও উদ্গত হয় নি, তুমি অনভিজ্ঞ, তুমি যুবতী স্ত্রীলোকের মতো করে পতিমিলনের আশা ছাড়ো ; পরিণত সখীগুলো সমানে আজেবাজে বই পড়াচ্ছে তোমাকে ; ওহে অকালপক্ব মেয়ে তুমি কি কামযুদ্ধের জন্যে উদ্যত হচ্ছ ? ॥ ৩৯ ॥

দেবসেনা কী বলছে ? —'আমি তো একথা শুনি নি !' এই তো ! স্বভাব বেরিয়ে পড়েছে। এভাবেই 'আমিও সকামা' একথা 'বলা হয়ে যায়। দেবসেনা কী বলছে ?

মশাই বেশ ছল করতে পারেন।' লক্ষ্মীটি আমার ওপরে রাগ কোরো না। মেঘাবৃত চন্দ্রমাও কুমুদ্বতীর বিকাশ সূচিত করে। পুরুষবিদ্বেষিণী, তুমি যাও। তোমার এখন বিপন্ন অবস্থা।

মনের কথা গোপন রেখে, 'আমি তো সকামা নই'–একথা বার বার বলেছ, বেশ তো, চোর মেয়ে, তুমি বলো, তুমি তো একেই তন্বী, আরো রোগা হয়ে গেলে কী করে? হাতের তেলোয় মুখ রেখেছ, বলয় অতিশিথিল, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মুখে ভাঁজ পড়েছে। ওগো অতিচালাক মেয়ে, যদি রোগ হয়ে থাকে, তবে এ মানুষটা এত ধীরস্থির হয়ে আছে কেন? ॥ ৪০ ॥

প্রিয়বাদিনিকা কী বলছে? –'কামতন্ত্র-প্রকরণ শুরু হলে কপালগুণে এখন আমাদের ঠাকরুন একজন বিশেষ পুরুষে অনুরক্ত, অন্যের প্রতি নয়!' তা এই অবন্তি-নগরীতে কার সম্পর্কে 'পুরুষবিশেষ' বলা হয়? কী বলছ তুমি? –'তোমার কাকে মনে হচ্ছে?' অন্য কার? নিশ্চয়ই কর্ণীপুত্রের। সে তো–

সৎকুলে জন্মেছে, বিদ্বান্, কোনো কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে না, মৃদু হেসে কথা বলে, বুদ্ধিমান, ঈর্ষ্যাশূন্য, প্রিয়ভাষী, রূপযৌবনসম্পন্ন, গুণবান,-যেন ধনুর্বিহীন সাক্ষাৎ সশরীর কামদেব ॥ ৪১ ॥

দেবসেনা নতমুখী হল কেন? ওরে চপলা, রেশমী কাপড়ের আঁচলে গিঁঠ-বাঁধা বন্ধ করো। তাহলে বলো। যদি অবশ্য আমরা তার যোগ্য হই। চুপ করেই আছে দেখছি। অথবা রমণীর, বিশেষ করে যুবতী কামিনীদের পক্ষে লজ্জা বিলাসেরই সহকারী। তাই এ কী করেই বা নিজে মুখে বলবে? তাই 'পুরুষ বিশেষ' এই অসাধারণ শব্দটা কর্ণীপুত্রকেই বোঝাচ্ছে। তবুও যতক্ষণ না এর গভীরতা পরিমাপ করতে পারছি, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে এর সঙ্গে কথা বলি।

হ্যাঁগা দেবসেনা, অন্যের গোপন কথা শুনে আমাদের কী হবে? আমরা তো নিরপেক্ষ। তাই তোমাকে ডাকছি। করণীপুত্রও পাটলিপুত্র ছেড়ে এসে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বড়ো ব্যস্ত হয়ে এখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আজকালের মধ্যেই সে চলে যাবে। তবে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। কিন্তু তোমার তো সুস্থ থাকা উচিত। আমাকে মনে রেখো। (উঠে প্রস্থান করল। হঠাৎ ফিরে এসে) আরে কে এ কথা বলল? –ইস্, এবারে আমি মরেছি!' ওমা দেবসেনা কাঁদছে! লক্ষ্মী মেয়ে, কী হয়েছে? আহা কেঁদো না। বেশ, বুঝলাম। কপালগুণে মনোরথ যোগ্য পাত্রে পৌঁছেছে। কর্ণী পুত্রের রোগও তোমাকে নিয়েই। তাই পরস্পর পরস্পরের ওষুধ হতে পারে। কী বলছ? –এত বড়োগলা করে বলছ যে? মশাই শুধু দুঃখ দেখে বেড়ায়। না না কষ্ট পেও না!–

সুন্দরী দক্ষের কন্যা তারারা মিলিত হয়ে কি এক চন্দ্রকে ভজনা করে না? আর সহকারতরুকেও কি একই মূলের দুটি লতা বেষ্টন করে না? ॥ ৪২ ॥

কী বলছ? –'এখন তাই করো, যাতে দুজনেই বাঁচি!' আচ্ছা। এ বেশ বুঝে নিয়েছি। আগামী কাল তোমার ভগিনী রোজকার মতো নৃত্যশিক্ষার পাঠ নিতে আচার্যের বাড়ি যাবে। তা, সুভগে, মাঝখানে পরস্পর কুশলপ্রশ্নের ছলে আলাপের সুযোগ পাবে–হয় তুমি সেখানে যাবে, কিংবা সেও এখানে আসতে পাবে। এত ভাবনা-চিন্তা করছ কী? প্রিয়বাদিনিকা কী বলছে? –'আর্যপুত্র এখানে আসুক তা আমি

চাই না, যতটা আমি সেখানে যেতে পারি এই ভালো। গণিকাজাতটাই হল গিয়ে কান-ভাঙাতে ওস্তাদ।

তাই আমিই এর ঠিক ব্যবস্থা করব। যেমন নৃত্যপাঠ থেকে চলে গিয়ে দেবদত্তা নিজেই আজ এভাবে আমার ঠাকরুনকে কুশল-প্রশ্ন করার ছলে আর্য মূলদেবের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে!' সাধু সাধু প্রিয়বাদিনিকা! এখন তোমার নাম সার্থক। এই মেয়ের ওখানে যাওয়াই ভালো। কিন্তু এর শরীরটা তো সুস্থ রাখা প্রয়োজন। দেবসেনা কী বলছে? —'মশাই-এর দেখা পাওয়া মাত্রই আমি সুস্থ হয়েছি!' সুখী হলাম। কামকর্ম সারা হয়েছে। কর্ণীপুত্রের প্রাণ বাঁচানোর মতো কিছু স্মরণীয় বস্তু নিতে পার। কী বলছ? —'কী দেব?' এত ভাবার কী আছে? এই তো—

ওহে রক্তকমলের মতো উজ্জ্বল সুন্দরী, তুমি তাকে রতি-উদ্দীপনার উপহার একটি রক্তকমল পাঠিয়ে দাও—সে পদ্মটি লীলাভরে তুমি একটু দংশন করেছ, স্তনতটে ঘষার ফলে তোমার পত্রলেখা তার গায়ে লেগে আছে, নিঃশ্বসবায়ুতে ম্লান, মলয়তরুর রসের অনুলেপনে সেটি কিছুটা বিবর্ণ, সারারাত ওরই সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলেছ, দু-হাতে তার মৃণালটি ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, আজ প্রভাতে সেটিই তোমার নির্মাল্য হয়ে উঠেছে ॥ ৪৩ ॥

কী হল? কটাক্ষপাতে এ প্রস্তাব অনুমোদন করল ও? আঃ, রতিমিলনের প্রতিজ্ঞার উপহারটি পেয়েছি। যাহোক, এই ওষুধেই কর্ণীপুত্রের প্রাণ বাঁচাই। (নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) এবার আমি আসি। সুখী হও। সুভগে, আশীর্বাদ নাও—

ভয়ে দৌড়ে চললেও চঞ্চল মেখলা আর নূপুরের ধ্বনি শোনা যায় না, পথেই নীবীবন্ধ ছিঁড়ে খসে পড়েছে, আর সভয়ে আলিঙ্গন দ্রুত শিথিল হয়ে গেছে—প্রবৃদ্ধ অনুরাগকেই আয়ুধরূপে গ্রহণ করে মন্মথ স্বয়ং গোপন রতি-অভিসারে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ॥ ৪৪ ॥

(বিট নিষ্ক্রান্ত)

॥ শূদ্রকবিরচিত 'পদ্মপ্রাভৃতক'—সমাপ্ত ॥

ধূর্তবিটসংবাদ

[নান্দী অনুষ্ঠান শেষে সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার—বিদ্যা মানুষের কীর্তি খ্যাপন করে, ধন-সম্পদ হল সজ্জন সৎকারের জন্যে; সজ্জনের সন্তোষ ঘটলেই ধর্ম হয়। তাই আমরা এই (নাট্যাভিনয়-) কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি। সুতরাং বিদ্বজ্জনের প্রীতি সম্পাদনের জন্যে নাট্যাভিনয় আরম্ভ করব ॥ ১ ॥

ওগো, এই বর্ষায় একখানা গান শোনাও তো, যেন হৃদয় প্রসন্ন হয়ে যায়। যাদের ধনজন আছে, এই বর্ষা তাদের কাছে প্রীতিকর ; যারা ধনসম্পদহীন যৌবনের জ্বালায় উৎপীড়িত, সেই ভাগ্যহীনদের কাছে বর্ষা পীড়াদায়ক। কুবলয়, কল্হার, কমল, নিচুল, কেতকী এবং ককুভকন্দলীর বনখণ্ডে রমণীয় এই বর্ষাঋতু।

(আকাশ ছেয়ে) ঘন মেঘের কৃষ্ণ আবরণ, বিদ্যুৎচমকে গা ছমছম করে, ফুটন্ত কুটজের অঙ্গাবরণে সেজেছে বর্ষা—যেন বিহ্বলগাত্র, কৃষ্ণবেশ ও কুটজকুসুমের সজ্জিত বিট ॥ ২ ॥

(সূত্রধারের প্রস্থান। স্থাপনা সমাপ্ত)

[বিটের প্রবেশ]

বিট—ঠিকই বলেছেন।

মেঘ বাদলধারা ঝরাচ্ছে—যেন ধনিকের গৃহে মৃদঙ্গবাদ্য বাজাচ্ছে ; কুপিতা স্ত্রীর ভ্রূকুটিতরঙ্গের মতো কুটিল বিদ্যুল্লতা আকাশে ঝলসে উঠছে, গাঢ় আলিঙ্গনের যোগ্য শীতল বায়ু বইছে। কামদেব কামিজনের হৃদয়ে আকর্ণপূর্ণিত বাণ নিক্ষেপ করছেন ॥৩॥

যারা প্রবাসী হয়ে প্রণয়ের জন্যে হা-হুতাশ করে, অথবা যারা প্রবাসী হয়ে ঘরে ফিরতে পারে না—তাদের জীবন বৃথাই। যারা কুপিতা প্রণয়িনীদের অনুনয় করে না, কিংবা যারা প্রণয়িনীদের উপর দীর্ঘকাল কুপিত হয়ে থাকে—তারা মূঢ়। যারা প্রিয়তমাদের অধীন, অথবা প্রিয়তমারা যাদের বশে থাকে—তারা ধন্য। কৃষ্ণ মেঘের ভেরীবাদ্য বিশ্বময় এই ঘোষণাই করছে ॥ ৪ ॥

বাঃ রসিকজনের হৃদয়হরণের জন্যে বর্ষার কত না আয়োজন! এখন সজল মেঘে ঢেকেছে সূর্য ; মাটিতে তার স্নেহের মোলায়েম স্পর্শ লেগেছে ; বহু দিনের অতীত বার্তার মতো দিনগুলো কেমন রমণীয়। কুটজফুলের গন্ধে ভ্রমরের দল ঘুরে ফিরে আসে, ময়ূরেরা নৃত্য শুরু করেছে, বৃষ্টিশীতল বনভূমি বিহারযোগ্য ; ইন্দ্রগোপক কীটগুলো ঘুরঘুর করছে ; তৃণগুল্মে হরিৎবর্ণ অঙ্কুর ; বনের মাটি যুবতীদের আলতারাঙানো পায়ে বিচরণের যোগ্য ; ঘোলাজলে পরিপূর্ণ নদীর ঘাটগুলো নারীর নিকট শঠ ব্যক্তির মতো দুরবগাহ।

অধিকন্তু বৃষ্টিধারায় শীতল বায়ু বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, কদম্বফুলের গন্ধ বহন করে বয়ে চলেছে ॥ ৫ ॥

বর্ষাকাল যথার্থই রমণীয়। এ সময় মানুষের হৃদয় আকুল না হয়ে পারে না। কারণ এই বর্ষায় হাওয়ার লুটোপুটি, বনে বনে ছড়িয়ে পড়ছে কদম্বের গন্ধ, মেঘে মেঘে দিনগুলো মলিন—(এ সময়) সুখী মানুষের মনও উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে ॥ ৬ ॥

প্রেমের উৎকণ্ঠা দু-রকম—কারণে আর অকারণে। যে উৎকণ্ঠার পশ্চাতে কারণ আছে—তার প্রতিবিধান করা যায়; কিন্তু কারণহীন উৎকণ্ঠা কুম্ভদাসীর কৃত্রিম কান্নার মতো দুশ্চিকিৎস্য।

কদিন যাবৎ ঘোর বর্ষা চলেছে; এমন দুর্দিনে বাড়ির বাইরে যাতায়াতের অভাবে বড়োই উন্মনা হয়ে পড়েছি। গৃহিণীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে আপ্যায়িত হচ্ছি, যাহোক সেটুকুই যথেষ্ট মনে করি। (সম্মুখে দেখে)

সংগীত শেষ হলে যেমন মৃদঙ্গের ধ্বনিও থামে, তেমনি বাদলধারা থামতেই মেঘের গর্জন থেমে গেছে; পোষা ময়ূরটি ছাদের ঘরে আশ্রয় নিয়ে পেখম মেলে ডাকছে ॥ ৭ ॥

শীতল বায়ুতে কম্পমানা নারী যেমন নরম রোদ্দুর সেবন করে, খিল আলগা হওয়ায় শিথিল-তার বীণাটিও তেমনি কেউ আগুনে সেক নিচ্ছে। প্রাসাদগুলোর ছাদ থেকে অবশিষ্ট জল নালিকামুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঝকঝকে মুক্তামালার মতো। দুর্দিন দোষে (বাদলা হাওয়ায়) নিষ্প্রভ দর্পণগুলো ঝাড়পোঁছ হচ্ছে।

আবার কিনা—অন্দরমহলে অবরুদ্ধ ক্লান্তক্লিষ্ট স্ত্রীলোকেরা (বৃষ্টি থামতেই) বাতায়নে চলেছে। বর্ষার দোষে (আর্দ্র আবহাওয়ায়) তাদের সোনার কটিবন্ধের গ্রন্থিগুলো দৃঢ় হওয়ায় সেগুলো শিথিল করে নিচ্ছে; উপবন-বিহারের ব্যবস্থা পাকা করতে কামিজনেরা গণিকাসকাশে বারমুখ্যদের পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। কাঁচ ঘাসের উপর পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্যে কামিনীরা কামোদ্দীপক আলতা পরছে ॥ ৮ ॥

তাহলে কোথায় ঔৎসুক্য-বিনোদনের আয়োজন করি? জুয়ার আড্ডায়? নাকি গণিকাপল্লীতে যাই? (চিন্তা করে)

জুয়াকে নমস্কার! পরনের কাপড়খানা মাত্র সম্বল! নীচবংশের কুলাঙ্গারদের মতো পাশার ঘুটি সর্বদা সুমুখে থাকে না। অতএব বারবধূদের আখড়ায় যাই। সেখানে—

বাঁকা চোখের মিষ্টি চাওয়া, হাসিমুখে মিষ্টিমধুর আলাপ নিতম্ববতী বারবধূর সঙ্গে একাসনে বসার সুখস্পর্শ আর স্নেহভরা মোলায়েম হাতের আদর আছে। গণিকালয়ের শিষ্টাচার যে পুরুষ জানে, সে বেশ্যাদের প্রেম না পাক, এ সব রমণীয় গুণের আদর লাভ করে ॥ ৯ ॥

(সম্মুখে দেখে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে)

দ্বার বন্ধ করো।

কী বলছ?

উইঢিবির মতো তোমার বাড়িরও তো হাজার দরজা! তোমার ঘরে ঢোকার জন্যে শুল্কশালার লোকেদের অন্য দরজা আছে, তথাপি তারা অন্যের বাড়ির পরিচয় থেকেই তোমার সদর দরজার অনুসন্ধান পাবে। যাক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই!

হায়! কী দুর্ভাগ্য!

(অগ্রসর হয়ে)

কুসুমপুরের নগরের কীর্তি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নগর বলতে এই কুসুমপুরকেই বোঝায়। অন্য কোনো নগরের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। উঁচু উঁচু বাড়ি। অসংখ্য পণ্যের আমদানী আর ক্রেতা-বিক্রেতার ভীড়। এত সমৃদ্ধি দেখে লোকে বিস্মিত হয়। আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? সমৃদ্ধ নগর আরো তো আছে।

তাহলে কুসুমপুরের অসাধারণ গুণ কী কী বলছি—

এখানে দাতা সুলভ, কলাবিদ্যার কদর আছে, স্ত্রীরা দাক্ষিণ্যভোগ্যা, ধনীরা উন্মত্ত নয়, বিদ্যাহীনেরা ঈর্ষালু নয়, সকলেই শিষ্টভাষী· পরস্পরের গুণগ্রাহী ও কৃতজ্ঞ। দেবতারাও স্বর্গ ছেড়ে এমন নগরীতে (অধিক) সুখভোগ করতে সমর্থ। ১০ ॥

(অগ্রসর হয়ে)

আরে! এই তো শ্রেষ্ঠিপুত্র কৃষ্ণিলক! লোকটা বেশ্যাসঙ্গ করে নিজের যৌবন সফল করেছে বলে আমার মতো মানুষের প্রিয়। আত্মীয়-স্বজনের কাছে সত্যনাশের ভয়ে ওর পিতা অনেক যত্নে রক্ষা করলেও কোনো উপায়ে পালিয়ে গণিকাসঙ্গ ভোগ করে দ্রুত গতিতে এদিকেই আসছে। ছোকরা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বটে! আচ্ছা, ওর কাছেই যাই।

(অগ্রসর হয়ে)

ওহে কৃষ্ণিলক, ধন্য হোক তোমার যৌবন! মাধবসেনার ঘাঁটি থেকে ফিরছ বুঝি?

কী বললে?

কী করে বুঝলেন?

না বোঝার কী আছে? ভগবান কামদেব সমানে সমানে মিলিয়ে দেন। আমি তোমার ব্যাপারে কৌতূহলী নই, এমন নয় কিন্তু! অতৃপ্তকামা নারীকে ত্যাগ করে কোথায় পালাচ্ছ?

কী বলছ?

সেটা এখন কেমন করে বুঝলেন?

এ আর এমন কি জটিল ব্যাপার?

তুমি হাত দিয়ে সেই গণিকার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছ, তাই হাতে কাজল লেগেছে দেখা যাচ্ছে; তার পায়ে পড়ে সেধেছ, তাই মাথার চুল এখনও এলোমেলো; স্পষ্টই দেখছি তার দেহটি ছেড়ে দিলেও মনটি সেখানেই ফেলে রেখেছ প্রতিকূল বায়ুতে প্রতিহত নৌকার মতো অনেক কষ্টে রাস্তায় এগিয়ে চলেছে। ১১ ॥

কী বললে?

এখন বাবাকে খুঁজছি?

এই পোশাকেই বাবার সঙ্গে দেখা করবে? উনি তোমাকে গালাগাল দেবেন।

কী বলছ?

এমন অবস্থায় দেখলে বাবা আত্মহত্যা করবেন।

অনবরত সুরততৃষ্ণায় কাতর কামিনীকে ফেলে এসে কী অন্যায়টাই না করেছ। ছেলে-ছোকরাদের কাছে হারামজাদা বাপগুলো হল মূর্তিমান শিরঃপীড়া। বাপগুলো বেঁচে থাকলে ছেলেরা জুয়োর মতো এমন জিনিস একবার চোখের দেখাও দেখতে পায় না। মানুষের তেজ পরীক্ষার কষ্টিপাথর হল জুয়ো—যাতে জুয়াড়িদের মেজাজ যত চড়তে থাকে, বাড়ির দামও চড়চড় করে বাড়তে থাকে। বাপগুলোর জ্বালায় ছেলেছোকরার দল মদের পেয়ালার গন্ধমাত্র নিতে পারে না—নাচন্ত ময়ূরের মতো চটকদার সেসব পেয়ালায় পদ্মের পাপড়ি ছড়ানো, আমের তেল মাখিয়ে কেমন বাহারী আর বারনারীদের নিঃশ্বাসে মদে ঢেউ খেলছে।

যখন মুরগিলড়াইকে কেন্দ্র করে গণিকালয়ের সব লোক দুদলে ভাগ হলে বেশ্যা-

রসিকেরা নিজ নিজ গণিকার সঙ্গে একাসনে বসে বেশ্যাসান্নিধ্যের জন্যে পণের মীমাংসা করতে অসমর্থ হয়ে দলাদলি করে, তখন যে মস্তানি করে গুরু বনে যাবে, তারও উপায় নেই—যদি বাপগুলো না মরে।

যখন পুরবধূরা বাতায়নের ফাঁকে বুক রেখে সুন্দর সুন্দর হাত নাড়িয়ে সসম্ভ্রমে রাস্তায় ছুটন্ত মদমত্ত হাতিকে দেখতে থাকে, তখন সেই অবস্থায় (বীরত্ব দেখাতে) হাতির পিছনে ছুটবে—বাপ থাকলে তার উপায় নেই।

কটিবস্ত্র পরে হাতে খাপখোলা তলোয়ার নিয়ে ভয়ানক কঠিন কাজের ইচ্ছায় (রাজার কারাগার ভেঙে) বন্ধুর শৃঙ্খল কাটতে উদ্যত হয়ে উল্কার মতো মশালের আলোয় ভয়ংকর রাত্রিকে পিঙ্গল করে রাজপথে বেরিয়ে পড়বে, বাপের জন্যে তাও সম্ভব নয়।

আবার কিনা আত্মশ্লাঘার জন্যে নয়, (শুধুমাত্র) বন্ধুর প্রত্যুপকারসাধনের চিন্তায় মশগুল হয়ে অথবা পরোপকারপীড়িত হয়ে বন্ধুর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করবে—বাপগুলো বাঁচলে তাও হবে না।

এ সব না-হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু হারামজাদা বুড়ো বাপগুলো অর্থের কৃপণতা করে নিজেরাও নিজেদের যৌবনটা ভোগ করতে পারে না, আর জোয়ান ছেলেরা যে বেশ্যা নিয়ে ফুর্তি করবে তাতেও বাধা দিতে আসে। জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম যেমন কুঠার হাতে নিয়ে ক্ষত্রিয়কূলকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, আমারও তেমনি ইচ্ছা করে যে, এই পৃথিবী থেকে সব বাপগুলোকে খতম করে দিই। এই শালা বুড়োগুলো নিজেদের যৌবন তো উপোস করে কাটিয়ে দিল। হতভাগারা এও জানে না যে বেশ্যার মুখরস হল পদ্মফুলের সুগন্ধি মধু, একেবারে অমৃতের স্বাদ, সে-রসে মড়াও বেঁচে ওঠে!

এখানেই শেষ নয়। পৃথিবীতে কে এমন আছে যে মদমত্তা গণিকাদের আজ্ঞাসম্মত সুরত ভুলতে পারে? যে সুরতের উপকরণ হল তাদের কটিতটে কাঞ্চীর ঝঙ্কার, নিরাবরণ গুরু জঘন (আবেগভরা) নিঃশঙ্ক চুম্বন, দীর্ঘশ্বাসে-কম্পিত স্তনতট, ভ্রু-ভঙ্গিময় কটাক্ষ এবং অল্পকাল মধ্যেই রতিকূজন ও তদনুগত রোমাঞ্চ ॥ ১২ ॥

কী বলছ?

আর একটা দুঃখের ব্যাপার আছে, মশায়কে জানাই।

সেটা আবার কী?

কী বললে?—

বাবা আমাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে চান। আমায় ধিক্!

তোমার এমন দুর্দশা যেন না হয়। এত বড় দুঃখের কথাও শুনতে হল। বেশ্যা-সঙ্গের তুল্য প্রশস্ত জীবনযাত্রাপথ ছেড়ে কুলবধূ নিয়ে কালকাটানোর মতো কুৎসিত জীবনযাপনের কথা শুনে আমার দুহাত তুলে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। তাছাড়া দেখো—

রতিসম্ভোগে কুলবধূরা হল জন্মান্ধ—মলিন বদন, মুখের কথা মুখেই আটক থাকে; লজ্জার আবরণে নিজেকে আড়াল করে রাখে, ছলছুতো করেও জঘন অনাবৃত করে না, এমনকি ফুর্তিবাজ পুরুষকেও মনমরা করে তোলে। বিয়ে-করা বউ হল রতিভোগের খুঁটিতে বাঁধা বলির পশু। তাকে নিয়ে সংসার করা মানে কারাগারে ঢোকা; এমন কাজ কেউ যেন না করে ॥ ১৩ ॥

কী বললে?—

আমিও তাই ঠিক করেছি।

তাহলে আমি খুশি। আমার সঙ্গে মিশে তোমার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এবার এসো। বাড়িতে এলে আবার তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব।

(অগ্রসর হয়ে)

ঐ তো কুসুমপুরের রাজপথ দেখা যায়-যেন তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ ভীষণদর্শন সমুদ্র। এ পথে ঢোকাই কষ্টকর।

এ শহরের লোকজন আমার মুখোমুখি হলে কর্মব্যস্ত থাকলেও দু'চার কথা না বলে যাচ্ছে না, লোকজনের ভীড়ে ধাক্কাধাক্কি হলেও সকলে আমার যাবার পথ করে দিচ্ছে; কাজে বাধা পড়তে পারে এই ভেবে কেউই বেশিক্ষণ আমার দেরি করে দিচ্ছে না। সমঝদার লোকজন দেখে বোঝা যায় এ শহর সবার সেরা বলে খ্যাতি অর্জন করেছে ॥ ১৪ ॥

(অগ্রসর হয়ে)

এ'পথ বিটের বুদ্ধির মতো বেশ্যাপল্লীর দিকে গেছে। সুতরাং এ পথেই যাই।

এই গণিকাপল্লীতেই একসময় যৌবনবয়সে কত বাদ-বিবাদ করেছিলাম, কখনো কোনো বেশ্যাকে নিয়ে উধাও হয়েছিলাম। (কখনো বা) ভয়ে চোখ বন্ধ করে দ্রুতগতিতে এখান থেকে পালিয়েছিলাম। যা যা উপভোগ করেছিলাম, (এতদিন পরে) আবার সেখান দিয়ে চলেছি ॥ ১৫ ॥

(অগ্রসর হয়ে)

ওফ্! প্রাণটা যেন ফিরে পেলাম। এই তো গণিকাপল্লীতে এসে গেছি!

(স্পর্শের অভিনয় করে) অবিন্যস্তকেশ অর্ধনিমীলিতনয়ন গণিকাদের মুখ সেবন করে এই বায়ু বয়ে চলেছে—তাই ফুলের সুবাস আর মদের গন্ধ ভুরভুর করছে, যেন গণিকাপল্লীর প্রাণবায়ু বইছে ॥ ১৬ ॥

বাঃ! বেশপল্লীর কী বাহার!

কৈলাসপর্বতের চূড়ার মতো উচ্চ অট্টালিকা, তার গবাক্ষে বেশবধূদের স্তন উপমর্দিত হয়, অগুরু ও ধূপের ধোঁয়ার ঘটা, ফুলের সাজে সজ্জিত ভবনদ্বার যেন হাস্যমুখে দণ্ডায়মান, (গণিকাদের) কাঞ্চীঝংকারে কামিজনের উৎকণ্ঠা, নূপুরনিক্বণের মতো অব্যক্ত আলাপ—সব মিলে যেন কামদেবের কর্মশালা।

গণিকাদের পরিচারিকারা কামদেবের বিজয়পতাকার মতো ইতস্ততঃ যাতায়াত করছে—তাদের চোখে ছুরির মতো উদ্যত কটাক্ষ, স্ফুট হাসিতে উন্মীলিত দন্তপংক্তি, ভ্রূলতা নাচিয়ে নিভৃত আলাপ, পীন স্তন থেকে সূক্ষ্ম আঁচল খসে পড়ছে, বিভ্রমে অঙ্গবাস স্খলিত হচ্ছে, তারা বিভ্রমবিলাসে ললিত গমনে চলেছে। যৌবনবিলাসের নিধি কিশোরী গণিকা বনিতাদের রূপের কী বাহার! —যেন সুরততৃষ্ণা নিবারণের পানপাত্র,—অলংকৃত মুখে মিষ্টি হাসি, বিস্ময়ের কারণ ছাড়াই বিস্মিত চোখ, সুকুমার কুঞ্চিত দীর্ঘ ও ঘনকৃষ্ণ চুল, বিশাল চক্রের মতো নিতম্বযুগল বহন করে মন্দগমন, মত্তগজের মতো ধীর পদসঞ্চার আর নিভৃত মধুর আলাপ।

আরও আছে—গণিকাপল্লীর প্রাসাদমালায় অনবরত মৃদঙ্গের ধ্বনি, সম্ভ্রান্ত পারাবত-মিথুনের কূজন শোনা যায়—প্রাসাদগুলি যেন গর্জন করছে। শিল্পীদের নানারকম ফরমায়েস করা হচ্ছে, ব্যস্ত পরিচারকের দল ফুলের সাজ টাঙিয়ে দিচ্ছে, সুগন্ধি তেল পাত্রে রাখা হচ্ছে, গণিকাদের পীন স্তনে প্রলেপযোগ্য সুগন্ধি প্রসাধন বাটা হচ্ছে, মনস্বি-

হৃদয়ের মতো সুকুমার মালার আদান-প্রদান হচ্ছে ; প্রিয়তমা নারীর কণ্ঠধ্বনির মতো শ্রুতিসুখদ বল্লকীবীণার বাদ্য শোনা যাচ্ছে এবং প্রিয়জনের অধর-উপদংশ পানের অভিলাষী মদ্যের আয়োজন চলেছে (অর্থাৎ মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে অধর-পানরূপ উপদংশ বা 'চাট' আসবে)।

অধিকন্তু—

অর্ধনিমীলিত নয়নে, ছলনায় স্তনতট প্রদর্শনে, লজ্জামণ্ডিত হাস্যে, শ্রুতিসুখকর অব্যক্ত ভাষণে, মন্দনিঃশ্বাসে এবং স্বভাবসুন্দর তাললয়যুক্ত গীতে বেশবধূরা কামদেবকে সর্বদা শরাসনযুক্ত করে ॥ ১৭ ॥

আরে ! এই তো মদনসেনার পরিচারিকা বারুণিকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছে -যৌবনমদের আবেশে স্খলিত বক্ষোবাসের প্রতি লক্ষ্য নেই, পরনে সূক্ষ্ম বসন, নীবীতে নানা আভরণ, বিভ্রমবশে একটি কানপাশা খুলে পড়ছে, ভয়চকিতা হরিণীর মতো চঞ্চল দৃষ্টি, অত্যধিক চুম্বনে ঠোঁট ফোলা, সরল হাসিতে ভরা মুখটি মুনিদের মনকেও টলিয়ে দেয়, সাঁড়াশির মুদ্রায় বাঁ হাতের আঙুলে টোকা দিয়ে কর্ণোৎপলের আওয়াজ করতে করতে একটি ভ্রূলতা ঈষৎ উন্নত করে সে চলেছে।

এই গুরুনিতম্বার কপোলে রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে, কর্ণোৎপল যেন নিঃশব্দ চুম্বনের ইঙ্গিত করছে ॥ ১৮ ॥

ওর সঙ্গে কথা না বলে পার পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, ওর সঙ্গে কথা বলা যাক—

ওগো বাছা বারুণিকা, নিজেকে একটু সামলাও।

কী ! আমার কথা অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছে ?

ওগো সুন্দরী, আমায় গ্রাহ্য করলে না তো ? তাতে বরং খুশিই হয়েছি।

হুঁ ! হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে পড়েছ ?

(সামনে গিয়ে)

হাত জোড় করার প্রয়োজন নেই। দুচার কথা জিজ্ঞেস করতে চাই--

শরৎপদ্মের রেণুপুঞ্জে পিঞ্জরিত আকাশতলে গমনোন্মুখ চক্রবাকমিথুনের মতো তোমার যুগলস্তনের প্রথম উন্মেষ। তার সুখ পেয়েছ কি ?

হুঁ !--এই একটিমাত্র অক্ষর উচ্চারণ করে অর্ধোচ্চারিত অবস্থায় লজ্জাভরে আমাকে দেখতে দেখতে সবেগে চলে যাচ্ছে !

এ সবই কামের লীলা !

(অগ্রসর হয়ে)

আরে ! এতো সেই বন্ধুমতিকা। গৃহদ্বারে আসীনা বন্ধুমতিকা একপাশে উপবিষ্টা চতুরিকার সঙ্গে গল্প করছে। সাঁঝবেলার কমলিনীর মতো অলস দৃষ্টি মেলে ভ্রূলতা থেকে চুল সরিয়ে নিজেই মেখলা বাঁধছে।

আহা ! যৌবনের মতোই কাজ !

বাঃ ! কী সুকুমার ব্যাপার !

অহো ! কী ললিত অভিনিবেশ !

এত যত্নে চুল বাঁধছে যেন কত কঠিন কাজ। সদর্পে (কটিতে) রশনা পরছে, (তাতে) ওর কোন্ কথাটা না-বলা রইল ?

ওর যৌবনবিহারের সময়োচিত চাতুর্যের প্রশংসা করতে হয় বটে। ওর কাছেই যাই।

(সম্মুখে গিয়ে)

ওগো মেয়ে, তোমার কাজ সফল হোক। (আমার) বসার আসনের দরকার। দু'চার কথা জিজ্ঞেস করতে চাই—

ওগো মানিনী, রতিসুখ-অভ্যাসে অক্ষমালার মতো তোমার এই মেখলা খুলে গেল কেমন করে? এই মেখলা যে কামুকদের করাঙ্গুলির প্রিয়সখী, নাভিহ্রদের শুভ্র স্বেদধারা, কৃত্রিম পুরুষের সঙ্গে ব্যায়ামজনিত কর্কশতার ফলে মেঘের মতো নীল ক্ষৌমবাসের মধ্য থেকে যেন বিদ্যুৎঝলক কামদেবের শরাসনের তীর, নিতম্ববিম্বের ললিত বাণী। ১৯ ॥

অথবা এ ব্যাপারে জানার কীই বা আছে?—

যখন শয়নে প্রিয় বিশ্বস্তভাবে তোমার ক্ষৌমবাস হরণ করে প্রীতিভরে তোমাকে দেখতে লাগল, উন্মত্ত গজেন্দ্রের মতো শরীর ও মাথা নাড়িয়ে খেলাচ্ছলে তোমাকে অবলম্বন করতে থাকল আর প্লুতগতিময় তোমার জঘন তার স্পর্শের জন্যে ব্যাকুল হল—ওগো তাম্রাক্ষী, তখন সে তোমার জঘনের কাঞ্চী তন্ত্রীছিন্ন বীণার মতো বিরস করে দিল ॥ ২০ ॥

অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছে? আমার কথার কোন উত্তর দিচ্ছে না? তাহলে এই আমি চললাম।

কী বলছ?—

যাবেন না।

এ কী! আমি যে মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো নিশ্চল হয়ে গেলাম!

আমি কি যেতে পারি? তাহলে চললাম।

(এগিয়ে যেতে যেতে কান দিয়ে)

অ'রে! রামদাসীর ঘরে স্ত্রীলোকের কান্না শুনতে পাচ্ছি। আর অনেক কারণ হতে পারে।

আচ্ছা, এর কান্নার কারণ কী?

কান্নার স্বর ক্রোধে উচ্চ, দৈন্যে কোমল, প্রণয়ে বিচ্ছিন্ন, ভয়ে বিরস এবং আনন্দে গদগদ হয়। মনে হচ্ছে এই প্রণয়িনী ক্রোধ ও দৈন্যের বশে শুরুতে গলা ছেড়ে থেমে থেমে কেঁদেছিল, তারপর এখন ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদছে ॥ ২১ ॥

আমার আশঙ্কা হচ্ছে রামদাসী স্বয়ং কাঁদছে। আচ্ছা, ঘরের ভিতরে যাই।

(প্রবেশের অভিনয় করে)

সে-ই তো। আমাকে দেখে আরও জোরে কান্না জুড়ল?

ভয়ানক ক্রোধে রামদাসীর চোখের কোণে জলের বিন্দু জমা হয়ে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে-যেন তার প্রেমিকের অপরাধ গুণছে' ॥ ২২ ॥

(সম্মুখে এগিয়ে)

ওগো মানিনী, এ কী?

নব কমলের শোভাহারী দুই চোখ পরিপূর্ণ করে অশ্রুধারা অধরে পড়ছে, (তারপর) সেখান থেকে স্খলিত হয়ে কঠিন স্তনতটে পড়ছে, সেখানেও ঠাঁই না পেয়ে তোমার শোকাবেগের অগ্রগামী সেই অশ্রু তনুর রোমরাজির মধ্য দিয়ে ঝরে পড়ে নাভিদেশকে ভরিয়ে তুলছে—যে নাভি তোমার প্রিয়তমের আঙুলের অগ্রভাগের স্পর্শলীলার যোগ্য ॥ ২৩ ॥

এ কাজ কুঞ্জরকের যোগ্য হয় নি।

কী বলছ ?—

'তার ঠোঁটে অন্য যুবতীকে চুম্বনের দাগ ছিল, সেই অবস্থায় আমার কাছে এসেছিল ? আমি তিরস্কার করলে সে রাগ করে চলে গেল। বহুদিন পার হল, এখন ফিরে এল না।'

আরে আরে আরে ! সাঙ্ঘাতিক অপরাধ তো ! ছোটোখাটো অপরাধ করলেই ঘর থেকে বিতাড়নের যোগ্য দণ্ড পাওয়া উচিত, আর কিনা একসঙ্গে এতগুলো অপরাধ !

আচ্ছা, তাহলে এমন লোককে, এখানে নিয়ে আসার কী দরকার ? এমন সঙ্গীন অবস্থাতে বর্ষার ঘনঘটা দেখে দুর্জনের দাপট না হয় সহ্য করা গেল। এমনকি এমন বর্ষায় শত্রু-রাজারাও পারস্পরিক যুদ্ধ বন্ধ করে থাকেন। শিরীষকুসুমের মতো কোমলহৃদয়া নারীদের কথা আর কী বলব। যদি আমার কথা শোন, তাহলে বলি কি সময়সুযোগ দেখে আজই প্রেমিকের কাছে অভিসারে যাও।

ওগো ভীরু, রাত্রিতে যখন অট্টালিকার উপরতলা পর্যন্ত মেঘে আবৃত, তখন সেই মহলের উপর থেকে নীচে নেমে এসে সেই পথে যাত্রা করবে—যেপথ অট্টালিকার পয়ঃপ্রণালী থেকে জলনির্গমের শব্দে মুখর ; তারপর প্রিয়কে কাছে পেয়ে বর্ষার শীতল বায়ুতে কাম্পতাঙ্গী তুমি তার মুখের উষ্ণ চুম্বনে তোমার ঠোঁটের কাঁপুনি দূর করে রতিমিলনের মাঝেই নিজের (কষ্টের) কথা তাকে জানাবে ॥ ২৪ ॥

তোমার রোমাঞ্চিত কপোল কি জানিয়ে দিচ্ছে যে তুমি আমার কথা মেনে নিয়েছ ?

এখন আমি যাই।

(অগ্রসর হয়ে)

আর এই তো সেই রতিসেনা ! সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে—অন্দরের ঘরে (ঘুমিয়ে) থাকায় স্বেদবিন্দুতে দুচোখ ভেজা, সেই অবস্থায় অর্ধোন্মীলিত সুন্দর চোখে তাকাচ্ছে, গালে একগাছি চুল। নিশ্চয় মদের আমেজ কেটে গেছে, তাই জেগে উঠেছে। জানালার কাছে (দাঁড়িয়ে) তার হাওয়ায় আমেজ করছে। আহা-হা !

খুব রমণীয় অবস্থায় এসে পৌঁচেছে ! তাহলে ওর সঙ্গে দুচার কথা বলি।'

(সম্মুখে গিয়ে)

সুন্দরী, সৌভাগ্যবতী হও। মদের ঈষৎ আবেশে অনুরক্তা তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যারাগের অবসানের পূর্বে রক্তিম পূর্বাশা। ধনুঃশর পরিত্যাগকারী কামদেবও তোমাকে দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়বে, অন্যের কথা কী বলব !

মদ তোমার কাছে সব দোষ ত্যাগ করে গুণ হয়ে পরিপূর্ণরূপে ধরা দিয়েছে—তোমার কণ্ঠস্বরের কোমলতা ঠিক তেমনই আছে, পদ্মের মতো সুন্দর চোখের রক্তিমা লুপ্ত হয় নি, লজ্জা বিদূরিত হয় নি, পুরণো কথা (স্মৃতি) মনে পড়লে মুখ খুশিতে ভরে ওঠে ॥ ২৫ ॥

রতিসেনা, এরই মধ্যে আমাকে বিদায় দেওয়া ঠিক হবে না। 'সবে কথা বলতে শুরু করেছি, এরই মধ্যে ছাড়ি কেমন করে ? সে কী ? হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করে দিল। হায়-হায় ! আমায় বিদায় করে দিল !'

(অগ্রসর হয়ে)

ইস্। অন্যমনস্ক হয়ে (না দেখে) অতিক্রম করে যাচ্ছি। ঐ হল প্রদ্যুম্নদাসী—কপোলে রতিখেদের আমেজ, চোখের দৃষ্টি ডাগর, বিমর্দিত তিলকে মাখামাখি ললাটদেশ,

কেশ অবিন্যস্ত, মুখ যেন রতিশ্রমের ভার বইছে ; সূক্ষ্ম বস্ত্রের মধ্য দিয়ে জঘনদেশে টাটকা নখক্ষতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—যেন নির্মল জলে প্রস্ফুটিত অশোক কুসুমের ছায়া পড়েছে, রতিক্রীড়ায় সাজসজ্জা বিধ্বস্ত হয়েছে, যেমন যুদ্ধের শেষে হস্তিনীর দেহের সাজ শিথিল হয়ে পড়ে ; প্রচ্ছাদনে আবৃত দীপের মতো ওর ওষ্ঠাধর হাত দিয়ে ঢাকা, দুরন্ত বকনা গোরুর মতো যেন পায়ে পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গণিকা-পল্লীকে অলংকৃত করতে করতে চলেছে।

ওকে আমার খুব পছন্দ। ওর সঙ্গে একটু মজা করি।

(সম্মুখে গিয়ে)

ওগো মেয়ে, ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত সৈনিকের মতো তোমার ওষ্ঠ প্রেমিকের দন্তাঘাতে বিক্ষত। এমন শ্লাঘ্য শরীর আচ্ছাদিত করছ কেন ?

হায় হায় ! আমি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করতে গিয়ে কি ওর অপরাধের কথা উল্লেখ করে দোষ করলাম নাকি ! কষ্টের হাসি হাসলেও তাতে দন্তক্ষতের শোভাই বেড়েছে। কারণ—

সীৎকারের ফলে ওর স্তন ঊর্ধ্বে প্রসারিত, স্তনতট উন্নয়নের ফলে উদরটি আকুঞ্চিত, ভ্রুভঙ্গের কারণে নয়ন বিস্তারিত, দন্তক্ষতের পীড়ায় পদ্মের মতো হাতের আঙুলগুলো অস্থির। যদি এমন কামিনী তার হাসি দিয়ে (প্রিয়তম ছাড়াও) অন্য-সকলের হৃদয় চঞ্চল করতে পারে, তাহলে অধরে দংশিতা নারী অবশ্যই তার মুখে এমন হাসি ফোটাবে' ॥ ২৬ ॥

কী বলছ ?—

'অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা।'

এমন লক্ষ্মীছাড়া বর্ষায় গৃহবন্দী হয়ে আটক ছিলাম। এখন কে তোমার অনুগ্রহভাজন ?

কী বললে ?—

'রামিলকের নিবাস থেকে ফিরছি।'

রতনে-রতনে এমন মিলন চিরস্থায়ী হোক। আহা-হা ! রামিলক একাই কামদেবের মজা লুটে নিচ্ছে ! কারণ—

ওগো কৃশোদরী, অর্ধচন্দ্রাকৃতি মদ্যপাত্রের মতো অর্ধচন্দ্রাকার দন্তক্ষতে অলংকৃত তোমার অধর যে পান করে, তার যৌবন আর অফুরন্ত হাসি ধন্য হল ॥ ২৭ ॥

ওগো সুন্দরী, দুষ্ট পাখিদের আক্রমণ থেকে এমন অধর রক্ষা করে চলবে।

এবার এসো। আমিও চলি।

(অগ্রসর হয়ে)

আরে। এ তো দেখছি সেই জোড়া-বদমাস বিশ্বলক আর সুনন্দার বাড়ি। এরা সদাসর্বদা পথিকদের ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে, বাড়িখানা যেন কুম্ভকর্ণের মুখের মতো চোখ বুজেই আছে। বিশ্বলক লোকটা সর্বস্ব খুইয়ে নগ্ন শ্রমণকের মতো শরীরটুকু সম্বল করে সুনন্দাকে নিজের রক্ষিতা করে রেখেছে, কাক যেমন (খাদ্যের লোভে) গ্রামের সীমা ছাড়তে চায় না, তেমনি সুনন্দাকে নিঃসম্বল জেনেও এ লোকটা তাকে ছাড়তে চায় না। তাছাড়া সুনন্দাও নিজের যৌবন খুইয়ে এখন শুকনো বুনো নদীর মতো কারো মনে ধরে না, তাই বিশ্বলকের পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করছে। তাহলে তো এমন জোড়মানিকের সঙ্গে কথা না বলে ঠিক হবে না।

একটু জোরগলায় ডাক দিই—'এখানে কে আছে ?'

(কান দিয়ে শুনে)

তাই তো ! ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতো কারো পায়ের খড়মের আওয়াজ পাচ্ছি। বিশ্বলক নিশ্চয় এখানে আছে। হ্যাঁ, সে-ই তো চেঁচাচ্ছে।

ওহে, কী বলছ ?—

'আরে—কে এখানে গাধার মতো ধন্না দিয়েছ ?'

আমি হলেম যমদূত, সুনন্দার কাছে এসেছি।

সে কী ! আমার গলার আওয়াজ শুনে চুপ করে গেল।

আরে, দরজা খুলছ না কেন ? তাহলে এই আমি শাপাগ্নি দিচ্ছি—

রতিকলহে উদ্যত এবং নূপুরঝঙ্কারে মুখর বিলাসিনী বেশ্যার বাঁ পা তার মাথায় কোনো দিন যেন স্পর্শ না করে ॥ ২৮ ॥

এই তো দরজা খুলেছে। ভেতরে যাওয়া যাক।

(প্রবেশের অভিনয় করে)

কী বলছ ?

'আচ্ছা, আমি কি আপনার আপনজন নই ? তাহলে এমন অভিশাপ দেওয়া কি উচিত ?'

ঠিকই বলেছ। এমন অভিশাপে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত কেঁপে উঠবে, তুমি তো কোন্ ছার ! তাহলে এখন এমন অভিশাপের প্রতিকার করতে প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। কেননা—

যে নারী তোমার মনের মানুষ,—যার কপালে ফুটন্ত পদ্মের মতো তিলক আর চঞ্চল তরঙ্গের মতো যার ঠমক চাল, তার উদ্দেশ্যে সুরা নিবেদন করতে হবে ॥ ২৯ ॥

এই আমি বসলাম।

(উপবেশন করে)

পা ধোওয়ার জলের দরকার। কুসুমপুরের রাজপথ এমন পরিচ্ছন্ন (দেখছি) যে অট্টালিকার মেঝেকেও হার মানায়। তাহলে নিজের পা-দুটোকে এমন মহামূল্য করা ঠিক হবে না।

কী বলছ ?—

'বিষ্ণুদাস প্রমুখ বিট গোষ্ঠীর সদস্যেরা রামিলকের সঙ্গে হাজির হয়েছিল। তাদের পরস্পরের বিতর্কের সময় কামতন্ত্রের ব্যাপারে কিছু সংশয় দেখা দেয়। তাঁরা নিজেরা যখন সেগুলোর সমাধান করতে সক্ষম হলেন না, তখন আমার মত জানতে চাইলেন। আমিও (তাঁদের) নিজের মত জানালাম। বিট দেবিলককেও আমি (আমার) সেই মতটা শোনাতে চাই। আপনি যা মতামত দেবেন, তাই হবে প্রমাণ। তাই ব্যাপারটা আপনাকে শোনানোর জন্যে আপনার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আপনি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তাই যদি ফুরসৎ থাকে, তাহলে বলি।'

আচ্ছা বলো, আমি শুনছি। (তারপর) যথাশক্তি উত্তর দেব। আদুরে বাচ্চার মতো বাতাস এখানে আটকে রয়েছে, সুতরাং বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হবে না। অথবা যদি তোমার পছন্দ হয়, তাহলে চলতে চলতে কথাবার্তা বলা যেতে পারে। বিটদের এই গোষ্ঠী বেশ বড়ো আকারের। কী বললে ?

'এতে দোষ নেই।'

(উঠে দাঁড়িয়ে)

আচ্ছা, বলো।–

কী বললে?'

'বেশ্যারা যদি শুধু অর্থের জন্যেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম আর অধম ভেদ কীভাবে জানা যাবে?'

ওহে, অর্থ দিয়ে সব লোককে বশ করা যায়, বিশেষত গণিকাদের। তাহলেও তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ ভেদ আছে। কেননা বিশেষজ্ঞরা বলেন–অধম বেশ্যা বিনা কারণে শুধুমাত্র টাকার লোভে ভালোবাসা জানায়; মধ্যম বেশ্যা রূপ ও যৌবন দেখে অর্থের জন্যে অনুরাগ দেখায়; কিন্তু উত্তম বেশ্যা দাতা, নিস্পৃহ, রূপবান দাক্ষিণ্যগুণমণ্ডিত যুবা পুরুষকেই সেবা করে। ৩০॥

কী জিজ্ঞেস করছ?

'গণিকার অনুরাগ কীভাবে বোঝা যায়?'

আচ্ছা, বলছি। শোনো–

কামপীড়িতা অনুরক্তা বেশ্যা হবে কমনীয়া, চোখে আধো দৃষ্টি, মুখে সুন্দর হাসির ছটায় কটাক্ষ, আধো আধো কথার সঙ্গে (নানান্) ইঙ্গিত, (ফূর্তিতে) তালি বাজিয়ে আনন্দের কলধ্বনি, উচ্চ হাসি দেখতে না দেখতেই মিলিয়ে যায়, নাভি বাহুমূল ও স্তন উন্মোচন, বারবার কটির মেখলা স্পর্শ, আয়াস সহকারে দীর্ঘশ্বাস।–এগুলিই মদনাকুলা বেশ্যাকে সূচিত করে। ৩১॥

কী বলছ?–

'বেশ্যার কামভাবের প্রকাশক লক্ষণ তো অনেক বললেন। কিন্তু এসব তাদের শঠতা। তাই এসবের উপর কি বিশ্বাস রাখা উচিত হবে? কে এমন আছে যে বেশ্যাদের এই ছলনাকে বিশ্বাস করবে? তাহলে কামানুরক্তা বেশ্যাকে কী উপায়ে জানা যাবে?'

এই কথা! আচ্ছা, শোনো–

অশ্রুভরা দীর্ঘশ্বাস, স্নেহভরা দৃষ্টি, দেহে কৃশতা ও মলিনতা, বিন্দু বিন্দু ঘাম, নায়ক ক্ষীণবিত্ত হলেও তাকে পরিত্যাগ না করা–এগুলির দ্বারাই অনুরক্তা বেশ্যাদের ভাবশুদ্ধি জানা যায়। ৩২॥

(অগ্রসর হয়ে)

কী বলছ?–

'(গণিকার সঙ্গে) প্রথম মিলন কী কারণে বিভ্রান্তিকর হয়?'

শোনো–গণিকাদের কাছে প্রথম পুরুষ সমাগম যথার্থই রোমাঞ্চকর হয়। তখন মহা মহা পুরুষরাও মোহে পড়ে যায়। কারণ–

তখন প্রথমে গণিকার সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যাওয়াই দুরূহ, তারপর তার মুখ থেকে কথার উত্তর পাওয়া আরও কষ্টকর, তারপর প্রচুর কথাবার্তা বিনিময় ঘটলেও (গণিকা ও তদনুরক্ত পুরুষ) পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারে না; হয়তো বিশ্বাস জাগলেও নিজের পছন্দমতো রতিতৃপ্তি লাভ দুষ্কর হয়; আবার ঈপ্সিত রতিতৃপ্তি ঘটলেও বেশ্যা প্রকৃত অনুরাগী হতেও পারে, অথবা নাও পারে। ৩৩॥

অধিকন্তু রাজার সম্মুখে বিদ্বান-পণ্ডিতদের সভায় এবং তরুণীর সঙ্গে প্রথম মিলনে

(মানুষের) হৃদয় ভয় ও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, চতুর ব্যক্তিও তখন বাক্যহীন হয়ে পড়ে। ৩৪ ॥

কী জিজ্ঞেস করছ ?—

'কী কারণে নির্গুণ বারবধূর দর্শনমাত্রেই পুরুষ অনুরক্ত হয় ? যে-গণিকারা পুরুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা উচিত ?'

প্রত্যক্ষ বিষয়ে হেতুপ্রমাণ নিরর্থক। এক্ষেত্রে কামের বিশাল অধিকার রয়েছে যে, যারা নির্গুণ গণিকাদের প্রতি অনুরক্ত হয়, তারা শীঘ্রই তাদের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়ে তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কারণ—প্রিয়বিরহের যে দুঃখ, সত্ত্বযুক্ত পুরুষদের কাছে তা সহনীয় হয়, কিন্তু প্রিয়জনের দ্বারা অপমানিত পুরুষের হৃদয়ের ক্ষত কখনো নিরাময় হয় না। ৩৫ ॥

কী জিজ্ঞেস করছ ?—

'যে পুরুষ (গণিকা-) নারীর প্রিয়, অথচ সেই নারী তার প্রিয়পাত্র হয় না—সেই নারী কি পরিত্যাজ্যা ?'

না—না—না। অন্য নারীর প্রতি নিজ অনুরাগ রক্ষা করে পূর্ব অনুরক্তা নারীর প্রতি নিজের দাক্ষিণ্য হ্রাস না করে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে প্রেমের ভাব দেখাতে হবে।

কারণ—যে পুরুষেরা গুণবতী প্রেমানুরক্তা সকামা যুবতীকে (রতিপূরণের ক্ষেত্রে) অবহেলা করে, কৃষকের দ্বারা ভর্ৎসিত বলদের সঙ্গে থেবড়ামুখো ফলাযুক্ত হালে তাদের জুড়ে দেওয়া উচিত। ৩৬ ॥

(অগ্রসর হয়ে)

কী বলছ ?—

'অপরাধী পুরুষ কীভাবে কামিনী (অর্থাৎ প্রিয় গণিকাকে) অনুনয়-বিনয় করবে ?'

এটা সন্দেহেরই বিষয়। অনুরক্তা গণিকার কোপ, বিষম জ্বরের ন্যায় দুশ্চিকিৎস্য। তাহলেও পুরুষকে অবশ্যই তার কোপ উপশম করতে হবে। এখনকার ছোকরারা সেই অবস্থায় গণিকার পদপতিত হওয়াই (কোপ দূরীকরণের) ওষুধ মনে করে। তবে তেমন কাজের জন্যে আমি খুব বাহবা না দিয়ে পারি না। যেখানে কিনা বুড়ো বামুন পণ্ডিতগুলোর পা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, অথচ তাদের পাগুলো এমন যে শক্ত-শক্ত শিরওঠা বুড়ো কাঁকড়াবিছার মতো বদখদ, খড়মের ঘসা লেগে কড়া পড়ে গেছে, (তার উপর) পুরনো ঘি মালিশের ফলে ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত ; (তার তুলনায় যুবতী গণিকাদের) কচি পাতার মতো মোলায়েম পায়ে পড়তে অভিমান করার কী আছে ! বরং তাদের পায়ে পড়াটাই দোষ।

কারণ—(অনুরাগী পুরুষ বারবধূর) পায়ে পড়লে দু-এক ফোঁটা চোখের জল পড়বে, কান্নাকাটির ফলে মনে দীনতা আসবে। চিত্ত মলিন হলে রতিসুখ ভোগ করা যায় কি ? ৩৭ ॥

অন্যেরা বলেন—(তখন নানারকম) শপথ করে বেশ্যাদের কাছে অনুনয়-বিনয় করতে হয়। এ-মতও আমি মানি না, কারণ কুলবধূরাও প্রেমিক পুরুষের প্রতিজ্ঞার কথা গ্রাহ্য করে না, গণিকাদের কথা আর কী বলব ! তবে কোনো গণিকা যদি বিশ্বাস করে, তাহলেই কি তার পায়ে ধরে সাধতে হবে ?

পণ্ডিতেরা বলেছেন—গ্রামে বাস, ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবাক্য, পরাধীনতা, কৃপণতা আর

অতিশয় সরলা নারী–এই সবই পুরুষের রতিসম্ভোগের অন্তরায়। ৩৮ ॥

আবার কেউ কেউ বলেন–(সেই অবস্থার) গণিকাকে হাসি-ঠাট্টায় খুশি করতে হবে। হাসি-তামশায় তার ধৈর্যের সীমা যখন সম্পূর্ণ জানা যায়, তখন সেই গণিকা তার প্রিয় পুরুষের কাছে সুখাবগাহা নদীর মতো সুলভ হয়। এ বিষয়ে আমার মত–এমন উপায় সম্ভব হলেও প্রিয়তমাকে রুষ্ট করে যে মজা পাওয়া যায়, এতে তা সম্ভব নয়।

তার কারণ–প্রিয়তমা বারবধূ যখন স্খলিত বসন ঈষৎ আকর্ষণ করে, ওষ্ঠাধর নাচিয়ে, রতিকালের উপযোগী মধুর ভাষায় শ্রবণসুখকর ভর্ৎসনা শুনিয়ে কোপের বশে নব নলিনের তুল্য সরস বাম পদ প্রিয়ের মাথায় নিক্ষেপ করে, তখন রতিকলহের ফল-স্বরূপ (গণিকার) সেই পদাঘাত কামুক পুরুষের কাছে অত্যন্ত শ্লাঘ্য, তার যৌবনের অর্ঘ্যস্বরূপ। ৩৯ ॥

'তাই হাসি তামশার দ্বারাও (প্রথমে) তার (অর্থাৎ প্রিয়তমা গণিকার) মান ভাঙাতে হবে। ঠিক তাই। নারীর ক্রোধ উপশমের উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার অভিমত হচ্ছে যে হঠকারিতাপূর্বক চুম্বন অত্যন্ত উপযোগী, কারণ তার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।

যেহেতু–ধূপের উগ্র গন্ধে সুরভিত কেশ বাম হাতের দ্বারা আকর্ষণ করে, নিজের ডান হাতের উপর তার দুখানি হাত কিছুক্ষণ যাবৎ রেখে প্রিয়তমার চন্দ্রমুখ বলপূর্বক চুম্বন করলে যে আনন্দ তার ফলে রতিতৃপ্ত পুরুষ জীর্ণ হয়েও ক্ষয় পায় না। ॥ ৪০ ॥

কী জিজ্ঞেস করছ ?–

'পুরুষ যখন অনুরক্তা বারবধূর সমক্ষে ভুলবশতঃ অন্য নারীর নাম উচ্চারণ করে ফেলে, তখন তার প্রতীকার সম্পর্কে আপনার কী মত ?'

ওহে (নিজ প্রিয়ার সমক্ষে) অন্য রমণীর নাম উচ্চারণ পুরুষদের পক্ষে খুবই বিপত্তিকর। সর্পদষ্ট ব্যক্তির মতো তেমন পুরুষের দুর্দশা ঘোচানো বড়োই কষ্টকর।

আচ্ছা একটু চিন্তা করে নিই।

(চিন্তা করে) ও। ঠিক বুঝেছি।

পুরুষ যখন প্রমাদবশে অন্য নারীর নাম উচ্চারণ করার ফলে (প্রিয়তমার কাছে) অপরাধী হয়, তখন তার মুক্তির উপায় হচ্ছে–ধৃষ্টতায় সব কথা অস্বীকার করা, শঠতায় ভয় পাওয়ার ভান করে নিষ্ক্রিয় থাকা সত্বর নারীর কথাবার্তার প্রশংসা, হাসি-তামাশায় অন্য বিষয়ের অবতারণা করা, অথবা কথাবার্তায় অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা, অথবা অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে আগের বিষয়কে যুক্ত করা অথবা এক নারীর নামের সঙ্গে অন্যান্য নারীর নাম উচ্চারণ করা' ॥ ৪১ ॥

কী জিজ্ঞেস করছ ?–

'(রতিমিলনে) নখদন্ত প্রহার পীড়াদায়ক হলেও কেন সুখদায়ক হয় ?'

বাঃ–বাঃ–বাঃ ! বেশ মজার প্রশ্ন করেছ।

দেখো, নখদন্তাঘাত বেদনাদায়ক হলেও সুখের ব্যাপার হয়।

কারণ–সারথি রথের ঘোড়াকে চাবুক মারলে যেমন ঘোড়ার তেজ বেড়ে যায়, তেমনি রতিমিলনে দন্তাঘাত আর নখাঘাত নর-নারীর হৃদয়কে একতান করে তোলে ॥ ৪২ ॥

(অগ্রসর হয়ে)

'কী জিজ্ঞেস করছ ?'–

'বেশ্যা পুরুষের প্রতি বিরক্ত না অনুরক্ত—তা কীভাবে বোঝা যাবে ?'

আরে, এতে জিজ্ঞেস করার কী আছে ! এর উত্তর হল—অনুরক্ত হলে তার প্রেম-অনুরাগ প্রকাশ পাবে। সে ব্যাপারে তো (আগেই) বলা হয়েছে।

তাছাড়া দেখো মহাত্মা ব্যক্তিরাও নিজেদের আকার গোপন রাখতে পারে না, আর কোমল-হৃদয়া অল্পবুদ্ধি নারীদের (বেশ্যাদের) কথা আর কী? তখন তার ভাবটি লক্ষ্য করতে হবে।'

কী বলছ ?—

'কী রকম ভাব ?'

(অনুরক্তা গণিকা) নিজের পরাজয়েও হাসতে থাকে, উত্তর না পেলেও নিজেই কথা বলে যায়, আবেগের সঙ্গে উঠে পড়ে, কোনো বিষয় বোঝালেও বুঝতে চায় না, স্ত্রীসুলভ লজ্জা প্রকাশ করে না, গাঢ় আলিঙ্গিতা হয়েও হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করে, রতিমিলনে উদ্যোগী হয়েও হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে এবং রতিমিলনের পরেও নৈপুণ্য দেখায়। এমন গণিকা বন্ধ্যা লতার মতো অর্থাৎ তার ফুল ধরে কিন্তু ফল দেখা যায় না। ৪৩ ॥

কী জিজ্ঞেস করছ ?—

'বিরক্তা গণিকার ক্রোধের প্রতীকার করা যায়, নাকি যায় না ?'

শোনো—গণিকার অনুরাগ দুভাবে হয়—কারণে অথবা অকারণে ? যেখানে অনুরাগের কোনো কারণ থাকে, সেখানে কারণবশতই বিরাগ জন্মায়। যেখানে অকারণে অনুরাগ, সেখানে অকারণেই বিরাগ দেখা যায়। এখন এমন অনুরাগ-বিরাগের ফলে যে বিপত্তি জন্মায়, কী উপায়ে তার প্রতিকার করা যায় ? অনুরাগ হ্রাস পেতে থাকলে তার প্রতিকার কী বলছি—

অন্য নারী সেবন, নূতন নূতন রতিকৌশল অবলম্বন, বিরাগ প্রদর্শন, রতিযুদ্ধ, রতিক্রীড়ার সময় হঠাৎ নিবৃত্তি, হাসিঠাট্টা, নিপুণ বাক্য বিন্যাস, গণিকার বান্ধবীর প্রশংসা বা তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, ছল করে সেই গণিকাকে ত্যাগ করে প্রবাসগমন, কোনো শহরে গমন, কোনোরকম দুঃসাহসের কাজ করা, অথবা অর্থাদি দান। অতিশয় সান্নিধ্যবশত পুরুষের প্রতি গণিকার অনুরাগ শিথিল হলে এই সব উপায়ে তা বর্ধিত করা যায় ॥ ৪৪ ॥

আরও শোনো—

অল্পবয়স্কা গণিকা সরলতার দ্বারা, লুব্ধা অর্থ-দানের দ্বারা, চতুরা চাতুরীর দ্বারা, কোপনা প্রিয়বাক্যের দ্বারা, বিদগ্ধা সেবার দ্বারা, অনুকূলা প্রীতির দ্বারা সেব্যা হয়। যে যেমন, তার সঙ্গে তেমন ব্যবহারই যোগ্য ॥ ৪৫ ॥

(অন্যদিকে ঘুরে)

কী বলছ ?—

'যে বেশ্যা কামভাব দেখায়, নির্বাক থাকে, 'অনেক হয়েছে, খুব করেছ' এমন কথা বলতে বলতে দূরে সরে থাকে, মিলনের উপযুক্ত সময়ে অন্যত্র গমন করে—তাকে কী উপায়ে বশ করা যায় ?' ॥ ৪৬ ॥

বেশ ভালো প্রশ্ন করেছ। কামীর প্রথম কাজ হচ্ছে স্ত্রীস্বভাব অনুধাবন করা, তাকে বুঝতে হবে গণিকাদের স্বভাব এমন এমন হতে পারে। কিন্তু যে গণিকা খুব উদ্ধত, সারা জীবন চেষ্টা করেও তাকে কোনো উপায়ে বশ করা যায় না। নারীর আসল রহস্য কী, তা উদ্‌ঘাটন করছি।

হাতি যেমন নিরাশ্রয় লতাকে মথিত করে, তেমনি যে-পুরুষ নারীকে অসহায় অবস্থা থেকে হরণ করে, যে মত্ত নারীকে ক্রমশঃ কথার ছলে ভুলিয়ে তার উপর উপক্রম করে, যে কৌশলে নারীকে প্রতারণা করে, অথবা তার কাছে নিজ মনোভাব গোপন রাখে, তাদের এমন কর্ম বিফল হয় না, কেন না নারী স্বভাবতই দুঃশীলা' ॥ ৪৭ ॥

(অন্যদিকে ঘুরে)

কী বলছ ?–

'শৃঙ্গারতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে সুরত চার প্রকারের–ক্রোধ প্রশমনের পর, প্রথম মিলনে, প্রবাসগমনের পূর্বে এবং প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। এর মধ্যে আপনি কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ মনে করেন ?' ৪৮ ॥

আমার মতে- প্রথম মিলনে যে সুরত, তাতে পুরুষের প্রতি কামিনীর গাঢ় বিশ্বাস না থাকায় সেই রতিমিলন অগাধ জলের সরোবরে সশঙ্ক অবগাহনের তুল্য।

প্রবাসগমনের প্রাক্কালে যে সুরত তাও আমার মতে খুব আনন্দজনক নয়, কারণ তখন শোকাভিভূতা নারীর রতির ইচ্ছা হ্রাস পায়, দুই চোখ কান্নায় অবরুদ্ধ হয় আর উদ্‌বেগে ব্যাকুল হয়, ফলে রতিমিলন গ্রহাভিভূত চন্দ্রমণ্ডলের মতো অরমণীয় ও অসুখকর হয়।

প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যে সুরত, তা রতিসম্ভোগের অনভ্যাস এবং লজ্জাবশতঃ ঈষৎ অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে বর্ষাদিনের নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানের মতো উৎসাহহীন হয়।

কিন্তু ক্রোধ উপশমের পর যে সুরত তা সর্বশ্রেষ্ঠ, দেবতা ও অসুরগণ কর্তৃক মন্দার-পর্বত সঞ্চালনের দ্বারা ভগবান সমুদ্র মথিত হওয়ায় যে অমৃত উদ্ভূত হয়েছিল বলে শোনা যায় এবং সমস্ত ঔষধির রস সংযুক্ত হওয়ার ফলে যা আয়ুবর্ধক ও শক্তিবর্ধক–সেইরকম রসায়নের চেয়েও এমন রতিসম্ভোগ উৎকৃষ্ট।

ক্রোধ দূর হওয়ার পরও নারী যখন ক্রোধের ভাবটি হৃদয় থেকে দূর করতে পারে না, তখন সেই নারীর সঙ্গে অতিশয় তৎপরতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত সেই সুরত নখাঘাত ও দন্তাঘাতের দ্বারা ভয়ানক প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে ॥ ৪৯ ॥

(অন্যদিকে ঘুরে)

কী বলছ ?–

'বেশ্যাদের দ্বারা বঞ্চিত পুরুষ ধূর্তদের নিকট উপহাসের পাত্র হয়। কামুক যাতে বারবধূর দ্বারা প্রতারিত না হয়, তার উপায় কী ?'

ওহে, গণিকা আর লিপিকার (কেরানী) উভয়েই সুযোগ বুঝে দুর্বল স্থানে আঘাত করে, তাই এরা দুইই সমান। তার মধ্যে লিপিকার মাল হাতের-মুঠোর মধ্যে ঢোকালে, কিছুক্ষণ (নিশ্চিন্তে) অবস্থান করা যায়, কিন্তু বেশ্যা বাতরোগের মতো কামুকের টাকা খসায়। যদি আমার কথায় আমল দাও, তবেই বেশ্যালয়ে প্রবেশ করতে পার।

তার কারণ আমি বিগতযৌবনা গণিকাদের একেবারেই বিশ্বাস করি নি ; অল্প-বয়স্কাদের ভালোমতো পরীক্ষা করে তাদের সঙ্গে কাল কাটিয়েছি ; যারা কুটনীদের অধীন, (ভয়ঙ্কর) জলজন্তুতে-ভরা-নদীর মতো তাদের দূর থেকেই পরিহার করেছি ; কোনো গণিকার দ্বারা অপমানিত হলেও তার উপর ক্রোধ প্রকাশ করি নি, অথবা কারো অভিলষিত হয়েও (তার প্রতি) আদর দেখাই নি ; গণিকাপল্লীতে (ঘুরে ঘুরে) বুড়ো হলাম, কিন্তু এখানে কখনো মিথ্যা ব্যয় করি নি ॥ ৫০ ॥

(অন্যদিকে ঘুরে)

কী জিজ্ঞেস করছ ?–

'(কোন্ পুরুষের ভাগ্যে) একসঙ্গে দুজন অনুরক্তা গণিকা জুটলে কাকে রাখতে হবে আর কাকে ছাড়তে হবে ? পুরনো প্রেমিকা না নতুন প্রেমিকা ? মশায়, এ প্রশ্নের উত্তর দিন।'

এ তো বড়ো মুশকিলে প্রশ্ন ! এর উত্তর দেওয়া মহা ঝামেলা।

তোমার কী মনে হয় ?

আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এ তো বড়োই বিপদ ! মশাই, এর উত্তরটা আপনাকেই দিতে হবে।

তাহলে শোনো--

নবীনা যুবতী বেশ্যার গভীর অনুরাগের জন্যে নিজ প্রেমিকা বেশ্যাকে পরিহার করা অনুচিত, আবার পুরনো প্রেমিকার জন্যে স্বেচ্ছায় আগতা সকামা নবীনাকে হেয় করা অনুচিত। পরিচিতা গণিকা যখন কোপবশে দূরে সরে যায়, তখন তাকে উপেক্ষা করা বিধেয়, (তারপর) নির্জনে নবীনাকে বশ করে তার মত অনুসারে পূর্বপরিচিতাকে সেবা করা বিধেয় ॥ ৫১ ॥

(অন্যদিকে ঘুরে)

কী বলছ ?-

'গণিকামহল্লায় ঘুরতে ঘুরতে বারবধূকে দেখেই তার রতিনৈপুণ্যের কথা কেমন করে জানা যায় ?'

বিচক্ষণ লোক সবই বোঝে। গণিকাকে দেখে পুরুষ সর্বপ্রথম তার চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করবে, কারণ চোখের মধ্যেই সব ভাব ফুটে ওঠে। দেখো–

নারীর চোখে যখন কামনৈপুণ্য প্রকাশ পায়, তখন তার দৃষ্টি হয় তির্যক, মন্দনিমেষ, বক্র, সানুরাগ, পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল অথবা চঞ্চল ॥ ৫২ ॥

অধিকন্তু যার গণ্ডদেশ আনত ও ঈষৎ শীর্ণ এবং ভ্রূভঙ্গিমায় চঞ্চল কটাক্ষ—এমন মুখমণ্ডল তার রতিকার্কশ্য সূচনা করে ; যার অধরকোণে বলিরেখা দেহে (রতিক্রীড়া-জনিত) নখদন্তাঘাতের চিহ্ন, এবং মাঝে মাঝে মুখে হাসি (দেখা যায়), নিঃসন্দেহে জানবে রতিবিষয়ে সেই নারী চণ্ডবেগা ; আর দেখবে যার বাম হাত কটিদেশে ন্যস্ত, ডান হাত লম্বালম্বি (লতার মতো) ঘুরিয়ে জড়ানো, জঘনের এক পাশ (অপেক্ষাকৃত) উন্নত এমন নারীর উপর (রতিবিষয়ে) আস্থা রাখতে পার। কিন্তু এমন গণিকার একটু দেমাক থাকবেই। আর যে-বেশ্যাকে দেখবে শাড়ির আঁচলে একটি স্তন আবৃত, নিজের ঘরের চৌকাঠে আলতো করে একটি পা রেখে দরজায় শরীর আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে, সে হল সাক্ষাৎ ফাঁদ ; ঐ বাহারী ঢং তার স্বরূপ প্রকাশ করছে। যে-গণিকা কপাটের গোস্তন-ফলক অবলম্বন করে ভুজপাশ প্রকটিত করে এবং কটির নীবীবন্ধন শিথিল ক'রে হ্রদতুল্য গভীর নাভি প্রদর্শন করে- তার এমন চেষ্টা যে রতির পূর্বরঙ্গ, সেটা আর অনুমান করার দরকার হয় না। এ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে। যাহোক, সংক্ষেপে বলছি–

যার হাতের চেটো আর আঙুলগুলো তাম্রাটে, নখ পরিষ্কার, একটি হাত গালের উপর, কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিতপূর্ণ, গতি ললিত, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি, চঞ্চল চাহনি,

নিঃশঙ্ক মুখ, নীবীবন্ধন নাভির নীচে (নেমে গেছে)—জানবে তেমন গণিকা হল পুরুষ-ধরার ফাঁদ, রতিযুদ্ধে তার দাপট আগ বাড়িয়ে (প্রকাশ পায়) ॥ ৫৩ ॥

(অন্যত্র গিয়ে)

কী জিজ্ঞেস করছ ?—

'নারীর কামভাব দু'রকম—প্রকাশ্য আর প্রচ্ছন্ন। এর মধ্যে কোনটি ভালো ?'

ওহে, বারবধূর প্রকাশ্য কামভাবই যুক্তিযুক্ত। সেটা কৃত্রিমও হতে পারে। প্রচ্ছন্ন কামভাব কুলবধূ এবং গণিকা উভয়েরই হতে পারে। এমন ভাব অনুরাগের কারণেই জন্মায়, এবং তা অল্পদোষ বলে বেশ্যাদের ক্ষেত্রে খুবই রমণীয়। পরপুরুষের সংযোগ দুর্লভ হলেও কুলবধূ যে-কোনো পুরুষকেই কামনা করতে পারে; কিন্তু বেশ্যারা পুরুষের উপর (নির্বিচারে) অনুরাগ দেখায় না। কারো কারো প্রশ্ন হল—(পুরুষের প্রতি) রতিসম্পর্কের ব্যাপারে গণিকারা যদি নির্দোষ হয়, তাহলে কৃত্রিম কামানুরাগ প্রদর্শনের কী প্রয়োজন থাকতে পারে ?

আমার বক্তব্য হল—পূর্ব-প্রশংসিত (অর্থাৎ গণিকাদের নিকট পূর্বে পরিচিত ও আদৃত), রাজার প্রিয়পাত্র, (অর্থাদি দানের দ্বারা) উপকারী, অনুরক্ত এবং নৃশংস ব্যক্তিরা কুট্টনীর খোশামোদ করে। গণিকা এদের পছন্দ করুক বা নাই করুক অনুগতা থাকে। কেন এদের খোশামোদ করে ? বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে। তাই প্রচ্ছন্ন-কামুকা বারনারী যাকে কামনা করে, তার জন্ম ও জীবন সার্থক হয়।

অধিকন্তু পুংশ্চলী যখন কোনো পুরুষের বিরহে স্বয়ং দূতী হয়ে জোড়হাতে তার কাছে হাজির হয় এবং কান্নাজড়ানো গলায় কথা বলে (তাকে তুষ্ট করে), তেমন পুরুষ তার কথা শুনে সেটুকুই পর্যাপ্ত বলে মানবে।

অথবা গণিকা তার অনুরাগী পুরুষের চিন্তায় মগ্ন থাকে, যেন রোগ-অসুখে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সন্ধ্যার সময় (সেই পুরুষের কথা চিন্তা করে) কান্নাকাটি করে, রাত্রি জাগরণে চোখদুটি তামাটে অলংকারগুলি শিথিল; সে তখন নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে বলে—'আমার এমন ভাগ্য যে তোমার জন্যে হতভাগ্য এই দেহের এমন অবস্থা, তোমার মঙ্গল হোক। ওগো প্রিয়ে, আমি তোমাকেই চাই, আমার এই শরীরের উপর একটু দয়া করো।' প্রেমিক তখন বেশ্যার সীৎকার ধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত সেই কথাগুলো শুনতে থাকে।

অথবা (তেমন অবস্থার কথা ভাবো)—গণিকা প্রিয় পুরুষকে 'তাড়াতাড়ি করো, না, না, এমন নয়' ইত্যাদি বলতে বলতে তার দাঁত ও নখ দিয়ে (নিজ দেহে) আঁচড় কাটিয়ে বলে, 'তোমার জন্যে আমার এই অবস্থা, আমার কথায় বিশ্বাস করো, নইলে আমি তোমার নামে দিব্যি করব।' গণিকার মুখনিঃসৃত ঐ কথাবার্তা পুরুষের কাছে রসায়ন সেবনের তুল্য। সেই সব কথা শুনে অনুরক্ত পুরুষ চিন্তা করে—আমার জন্যেই এর এমন অবস্থা ঘটেছে। দূতীর মুখে এসব সংবাদ লাভ করে অনুরক্ত পুরুষের অন্তরে (গণিকার প্রতি) দয়াবশতঃ প্রীতি জন্মায়। সেই গণিকার প্রেমিক পুরুষ তখন নিজ প্রিয়ার অনুরূপ গণিকার কাছে একথাও বলতে পারে—'এই বিটভাব পরিত্যাগ করে এখন আমি ব্রাহ্মণের তুল্য নিষ্ঠাবান হতে চাই।'

অধিকন্তু—মেখলায় ন্যস্তহস্তা, মৃদুগমনা, ক্ষীণমধ্যা সকামা ভয়ভীতা চঞ্চলনয়না সংকেত অনুসারে রাত্রিকালে ক্ষণিকের জন্য উপস্থিতা গণিকাকে একাকিনী লাভ করে

যে পুরুষ দণ্ডায়মান অবস্থায় চুম্বন করে—আমি স্বহস্তে তার মাথার উপর পদ্মের ছাতা ধারণ করব ॥ ৫৪ ॥

আবার কিনা—অনুরক্ত পুরুষের সঙ্গে রতিকালে গণিকা যার উদ্দেশ্যে সভয়ে বলতে থাকে—ওগো প্রিয়, তাড়াতাড়ি করো—সেই পুরুষ তার কাছে প্রাণের মূল্য তুচ্ছ করে তার ক্রীতদাস বনে যায় ॥ ৫৫ ॥

(অন্যদিকে ঘুরে)

কী বলছ ?—

'রূপবতী ও অনুকূলা—এই দ্বিবিধ গণিকার মধ্যে আপনি কার মর্যাদা বেশি মনে করেন ?'

এই দুই-ই (অর্থাৎ রূপ ও দাক্ষিণ্য) গণিকার পক্ষে অলংকারের তুল্য। তার কুরূপার প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন অন্ধকারে নৃত্য প্রদর্শনের তুল্য ব্যর্থ হয়। দাক্ষিণ্যহীন রূপ বনমধ্যে চন্দ্রোদয়ের মতো কী আনন্দই বা দেয় ? আমার কাছে (গণিকার) রূপ অপেক্ষা দাক্ষিণ্য প্রধান।

কারণ—দাক্ষিণ্য কুরূপা নারীর পক্ষেও অলংকারতুল্য, আবার দাক্ষিণ্যের অভাব ঘটলে তা সুরূপার পক্ষেও দোষাবহ হয়। (সংসারে) দেখা যায় পুরুষেরা সুরূপা স্ত্রীদেরও পরিত্যাগ করে কুরূপা অথচ অনুকূলা (অর্থাৎ দাক্ষিণ্যযুক্তা) গণিকার প্রতি আসক্ত হয়। রূপবতীর অবশ্যই খুব দেমাক থাকে এবং এই দেমাক কামের প্রধান শত্রু। কামের মূল আসক্তি, দাক্ষিণ্যের কারণেই আসক্তি জন্মায়। নারীর রূপই যদি (কামের) একমাত্র কারণ হয়, তাহলে ছবিতে-আঁকা (রূপবতী) নারীর দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য নিষ্পন্ন হত। রূপ-গুণ ছাড়াই (কেবলমাত্র) দাক্ষিণ্যের মধ্যেই সব গুণ অন্তর্ভুক্ত হয়।

তার কারণ হল প্রিয়ংবদা, সুবেশা, সংযতস্বভাবা, কৃতজ্ঞা, অসুলভ-কোপা, অলোলুপা ও আজ্ঞানুবর্তিনী নারীই দাক্ষিণ্যযুক্তা।' ৫৬ ॥

কী জিজ্ঞেস করছ ?

'(পুরুষের প্রতি) গণিকারা কৃত্রিম শিষ্টাচার প্রদর্শন করে, সুতরাং সৎ লোকের পক্ষে গণিকাসঙ্গ যুক্তিযুক্ত নয়—এমন বলা হয়। এর তাৎপর্য কী ?'

(গণিকাসঙ্গের সময় পুরুষের স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল) কাম্য পরিচর্যা প্রাপ্তিই হল শিষ্টাচার। নারীর কাছে সাধারণত দু-রকম শিষ্টাচার পাওয়া যায়। বারবধূরা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে উপচার প্রয়োগ করে।

কারো কারো মত হল—নারী শঠতার সঙ্গে যে কৃত্রিম উপচার দেখায়, তা দোষাবহ নয়। কারণ গণিকা শঠতাপূর্বক পরিচর্যা করলে তা পুরুষের প্রীতিদায়ক হয়। কিন্তু সহজ-সরলভাবে যে খাতির দেখানো হয়, সে তো খলভাবে ভরা, তাতে কোন্ পুরুষ খুশি হয় ? আসলে (বেশ্যার) শঠতা হল টাকা কামানোর অনুকূল বুদ্ধি। গণিকা নিজের মতলব হাসিল করার জন্যে পছন্দমাফিক পুরুষকে অবশ্যই কামনা করবে। যে বেশ্যা পুরুষের ব্যাপারে অভিজ্ঞা, (গণিকারসিক) পুরুষেরা তার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়।

অধিকন্তু—বিনয়, প্রিয়বচন, ক্ষমা এবং নিত্য অপ্রমাদ—শাঠ্য থেকেই এগুলো উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ পৃথিবীতে শঠতার দোষ ধরবে কে ? ॥ ৫৭ ॥

কী বলছ ?—

'শঠতার সার হল (গণিকা ও কামুকের পারস্পরিক) মনোমালিন্য। গণিকার ওপর

বিরক্ত হলে পুরুষ তার জন্যেই দুঃখ ভোগ করে। তা থেকে কোনো প্রতিকার নেই।'

কারণ থাকলেই তবে লোকে বিবাদ-বিসংবাদ করে। বিবাদের কারণ যদি কেউ দূর করতে না পারে, তাহলে সেটা তারই অপরাধ। পারস্পরিক প্রতিকূলতার ভাব থেকে দুই পক্ষেরই দোষ ঘটে থাকতে পারে। এমনও দেখা গেছে যে পরস্পর মনোমালিন্য ঘটেছে, কিন্তু তাতে বরং অনুরাগও আরও বেশি গাঢ় হয়েছে।

অশ্রুজলে সিক্ত উন্মুক্ত স্তনতট, মনের ভাবব্যঞ্জনায় দক্ষ কটাক্ষপাত, অব্যক্ত ধ্বনিতে মনোহারী বাক্য—এমন আচরণের মধ্যে শঠতা থাকলেও তা গুণ বলে বিবেচিত হয়। ৫৮ ॥

কী জিজ্ঞেস করছ ?—

'অনেকে বলেন যে, বেশ্যাকে যা দেওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ বৃথা নষ্ট হয়। দত্তকও বলেছেন যে, কামসেবা পুরুষের অর্থনাশ ঘটায়। সে-বিষয়ে আপনার মত কী ?'

দেখো, অর্থের তিনটি উদ্দেশ্য—দান, উপভোগ ও সংরক্ষণ। তারমধ্যে দান ও উপভোগ প্রধান, অর্থসংরক্ষণ নিন্দনীয়।

তার কারণ—অর্থ সঞ্চয় করলে তা নিষ্ফলে যায় ; অধিকন্তু নিষ্ফল অর্থ সঞ্চয়ের জন্যে মনঃকষ্ট ঘটে। ধন-সম্পদ চঞ্চল তুরঙ্গের বেগের মতো, সুতরাং ধন-সঞ্চয় যুক্তিযুক্ত কাজ নয় ॥ ৫৯ ॥

অর্থ এবং ধর্ম দৈহিক সুখ বিধান করে। অভিলষিত শব্দাদি (অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ)-বিষয়ক অনুকূল প্রাপ্তিকেই সুখ বলে। গণিকাসেবী পুরুষ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সুখ যথাযথ ভোগ করে। সবরকম কথার মধ্যে প্রিয়বচন বিশেষ আনন্দদায়ক। বেশ্যারাই তেমন মিষ্টি কথা বলতে জানে। অন্য কেউ তেমন কথা বলতে জানে না।

কীভাবে বলে ?

বারবধূরা মিষ্টি কথা কিংবা কটু কথা মনোহারী ঢঙে সময় বুঝে সংক্ষেপে বলে। (পুরুষের প্রতি) দাক্ষিণ্যই তাদের সম্পদ, তাই তারা কখনো কটু কথা উচ্চারণও করে না, অথবা প্রিয় কথা অপ্রিয়ভাবে বলে না ॥ ৬০ ॥

গণিকার উন্মুক্ত সুগোল উরুতে শোভিত নিতম্ব এবং কাঞ্চীবন্ধনে আবদ্ধ নিরাবরণ জঘন উপভোগের সুখ স্পর্শ লাভ করা যাদের সম্ভব, তারা প্রাণ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত, (তার তুলনায়) ধনসম্পদ তো তুচ্ছ ! সব পানীয় রসের মধ্যে সুরাপানকে গর্হিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু বেশ্যা-সান্নিধ্যে সুরাপানও কত মজাদার হয়। ভেবে দেখো—

পানপাত্রে সবেগে ঢালার সময় যে মদ ফুলে উঠেছে, অথবা গণিকার পানের পর পেয়ালায় অবশিষ্ট যে মদ, কিংবা বারবধূর মুখ থেকে কুলি করে ফেলে দেওয়া মদ, অথবা গণিকাকে চুম্বনকালে তার মুখ থেকে পান করা মদ—যে পুরুষ এমন সুরা পান করে, সেই জানে রস কাকে বলে ॥ ৬১ ॥

অর্ধনিমীলিতনয়না স্পন্দিতাধরা আয়ত ভ্রু-লতা খিন্নকপোলা পাণ্ডুরাননা বারবধূকে যে-পুরুষ আশ মিটিয়ে দেখতে পারে, নয়নানন্দের ফল সেই পায়।

আবার কিনা—

স্নান সমাপনের পর গণিকার চুলের প্রান্তভাগ রুক্ষ, দেহে ফুলের ভারী ভারী সাজ, পরনে টাটকা শাড়ি, মিষ্টি গন্ধে আমোদিত পদ্মরাভা অধর, মুখে সুরার আমেজ, তাই রক্তিম নয়ন, চন্দনবিলেপিত তনু—এমন গণিকা শরীরের আঘ্রাণ যে পায়, স্বয়ং কাম

নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে হাজির হয় ॥ ৬২ ॥

ধর্মের ব্যাপার বিশেষ কিছু জানি না। তবুও যে উপায়ে ধর্মলাভ হয়, তা বলছি। এই সংসারে কৃতঘ্নতা হল সবচেয়ে বড়ো পাপ। যে-পুরুষ বেশ্যাসঙ্গে ঈপ্সিত অনুপম সুখ উপভোগ করে (অর্থের বিনিময়ে) তাদের প্রত্যুপকার করে না, সে হল কৃতঘ্নতর। সে যদি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় তাহলে স্বর্গ তার হাতের মুঠোয়। সুতরাং স্বর্গসুখ লাভ করার জন্যে নির্ভয়ে (বেশ্যাসঙ্গের পর) তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি পয়সাকড়ি দেওয়া উচিত।

কী জিজ্ঞেস করছ?

'অনুরক্তা পত্নীর চেয়ে অনুরক্তা বারবধূর উপর অনুরাগ বেশি হয় কেন?

শোনো—কুলবধূর অনুরাগ আর বারবধূর অনুরাগ ভিন্ন প্রকারের। কুলবধূ যদি সরলা হয়, তাহলে সে সুসময়ে যেমন প্রিয়ভাষিণী হয়, দুঃসময়ে তার চেয়ে বেশি প্রিয়ভাষিণী হয়। সর্বদা তার ব্যবহার অপরিবর্তনীয় থাকে। কাম হল ইচ্ছাবিশেষ; প্রার্থনাও ইচ্ছাবিশেষ। বাসনা অপূর্ণ থাকলেই ইচ্ছা বলবতী হয়। বারবধূ পুরুষের স্বেচ্ছালভ্য হলেও গণিকাসঙ্গের বাসনার মধ্যে ঈর্ষ্যা মিশে থাকে, কেননা বারবধূ সর্বভোগ্যা। মাৎসর্য থেকে লোভ জন্মায়। তাই পুরুষ গণিকাসম্ভোগে সফল হলেও, গণিকার প্রতি আসক্তি দূর করতে পারে না। বারবধূর প্রতি আসক্তির মূল কারণ হল কাম।

অধিকন্তু—

বেশ্যাজঘনরথে সমাসীন সচেতন কোন্ পুরুষ কুলনারীতে উপগত হতে চায়? রথ পরিত্যাগ করে গোযানে কে ভ্রমণ করতে চায়?' ॥ ৬৩ ॥

কী বলছ?—

'বেশ্যাসক্ত পুরুষ সংসারে সম্মান পায় না। লোকে তার কথাবার্তারও মর্যাদা দেয় না। গণিকাগমন যদি গুণকারক, তাহলে লোকে তা পরিহার করে কেন?'

ঝানু বিটের মতো প্রশ্ন করেছ। তাহলে (আমার কথায়) একটু মনোযোগ দাও।

(চিন্তাপূর্বক)

সম্মান দুরকম—সার্থক আর নিরর্থক। তন্মধ্যে একটি সফল, অন্যটি নিষ্ফল। সম্মান উলঙ্গের কর্মপ্রচেষ্টার মতো উপহাস্য। গণিকাব্যাপারে নিরাসক্ত পুরুষ কী লাভ করে?

কারো কারো মত হল—বেশ্যাগমন সম্মানহানিকারক। এ মত অমান্য। সুখী লোককে সবাই হিংসা করে। সকলেই বলে যে পরদারগমন অনুচিত, কিন্তু বারবধূগমন তেমন নয়।

আবার অন্যদের মত হল—স্ত্রীসঙ্গ ভালো নয়, গণিকারাও স্ত্রীলোক। এ ব্যাপারে আমার মত হচ্ছে—বেশ্যাসেবী পুরুষকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। অধিকন্তু—

প্রগলভতা, স্বস্থানে বীরত্ব, কথাবার্তায় নৈপুণ্য, লোকব্যবহারে পটুতা, সত্ত্বগুণের দীপ্তি, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা, ফুর্তি, কামকলায় বৈদগ্ধ্য, অনুরক্তা নারীর সান্নিধ্যসুখ, শিল্পকলার জ্ঞান, বিলাসিতা—গণিকাপল্লী আশ্রয় করে কামুক ব্যক্তি এসব লাভ করে; তাহলে লোকে বারবধূসেবার নিন্দা করে কেন? ॥ ৬৪ ॥

(অন্যদিকে ঘুরে)

কী জিজ্ঞেস করছ?

'বৃহস্পতি, পিশুন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়েছেন যে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাজ্য। এ বিষয়ে আপনার মত কী?'

ওহে এটা কেবল উপদেশমাত্র। এমন লোক দেখি না যে নারীসঙ্গ করে না। কিংবদন্তী আছে, ইন্দ্র প্রভৃতি (দেবতা ও ঋষিরা) অহল্যা প্রভৃতি (পরস্ত্রীতে) কামাসক্ত হয়েছিলেন। ধর্ম এবং অর্থ অপেক্ষা কাম শ্রেষ্ঠ, কারণ কামের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ভোগসুখের প্রাপ্তি হয়।

কামসুখের প্রধান বিষয় হলো নারী। যে ব্যক্তি বারনারীকে পরিত্যাগ করে দিব্য কামোপভোগ প্রার্থনা করে, আমার মতে সে হল বঞ্চিত পুরুষ।

বর্তমান জন্ম আর আগামী জন্মের মধ্যে বর্তমানই গরীয়ান্, কেননা বর্তমান জন্মের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। পরজন্মের ব্যাপারটাই সন্দেহজনক, (তাছাড়া) তপস্যা করে বহু কষ্টে পরজন্মে ভোগসুখ মিলতে পারে। সুতরাং পরজন্মে রমণীয় কী ভেবে দেখো—ঘনঘোর বর্ষার কৃষ্ণরাত্রি ঘনমেঘে চাঁদের আলো ঢাকা পড়েছে, দ্বিগুণ অন্ধকারে ঘোরদর্শন, শীতল বায়ু বইছে, বাতাস ও জলের বেগে যাতায়াত অত্যন্ত দুষ্কর—এমন সময়ে একাকিনী মদনাকুলা গণিকা কোনো পুরুষের অভিসারে চলেছে। তার নূপুরের শব্দে প্রতিবোধিত পুরুষের জন্ম ও জীবন তো ধন্য হয়ে যাবে।'

কী বললে?—

'অভিসারিকারা যে পায়ে নূপুর পরে, তাতে কী উপকার?'

(উপকার আছে), কেন না—প্রথম মিলনে আত্মতৃপ্ত পুরুষ তখন কেমন করে (রমণীর কাছে) আত্ম নিবেদন করতে পারে, যদি না তার পদসঞ্চালনের ফলে নূপুরের আওয়াজ বেজে ওঠে! ॥ ৬৫ ॥

এভাবে কামিনীর নূপুরনিক্বণে প্রতিবোধিত পুরুষ যখন তার মুখ চুম্বন করে—তখন বাদলের ধারায় সেই কামিনীর ওষ্ঠাধর ধৌত, চোখের কাজল আপ্লুত, মুখে সুরার সৌরভ। যুবতী বারবধূর প্রণয়ের প্রতিদানভোগী সেই পুরুষ তদ্রূপ ওষ্ঠাধর চুম্বন করে অবনতমুখে হাজার হাজার বছর নরকভোগের দুঃখ বেছে নেবে।

বর্ষার ঘনঘোর ভাব দূর হয়ে শরতে নির্মল আকাশ চাঁদের আলোয় সাজানো, বায়ুর মৃদুমন্দ গতি, অসন ফুলের গন্ধে দিক্-দিগন্তর ভরে উঠেছে, তখন পুরুষেরা যদি তাদের প্রিয়তমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফুটন্ত-পদ্মে-শোভিত দীঘিজলে অবগাহন করে, তাদের প্রিয়তমাদের মেখলাগুলি সারসের কণ্ঠধ্বনির অনুকরণে শব্দ করতে থাকে এবং বন্ধুক ফুলের মত উজ্জ্বলভাবে শোভা পেতে থাকে, তাহলে তেমন পুরুষদের কাছে স্বর্গের কী প্রয়োজন?

অথবা হেমন্তসমাগমে যখন কুন্দ ও প্রফুল্ল লোধ্রকুসুমের গন্ধে ভরে উঠছে বায়ু, কামিনীরা কেশপাশ প্রিয়ঙ্গুলতায় সজ্জিত করছে, হিমপীড়নে কাতর ওষ্ঠাধর বাঁচাতে চুম্বনের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে, তখন পুরুষেরা প্রণয়াবেগে প্রিয়তমাদের অধর পান করে যে-আনন্দ লাভ করে, তার তুলনা মেলা ভার।

অথবা যখন শীতের আগমনে নিরানন্দকর দিনগুলিতে গৃহাভ্যন্তরে কালাগুরু ধূপ জ্বলতে থাকে, মুক্তার চেয়েও সুন্দর ফুলশয্যায় বিছিয়ে দেওয়া হয়, তুষারবিন্দুবর্ষী হিমেল হাওয়া বইতে বইতে থাকে, তখন মহার্ঘ শয্যায় উপগত যে-পুরুষের বক্ষ অনুরক্তা প্রিয়তমা বারবধূর পীনস্তনে নিপীড়িত হয় আর গাঢ় আলিঙ্গনের ফলে উৎপন্ন

স্বেদবিন্দুতে দেহ সুরভিত হয়—তার কাছে কোন্ কামনা অপূর্ণ রইল ?

অধিকন্তু—কামিনী যখন (রতিকালে) (চুম্বনাঘাত থেকে) অধরোষ্ঠ রক্ষা করতে চেষ্টা করে, এবং কেশপাশ হাত দিয়ে উৎক্ষেপকালে তাদের দু'চোখ চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন পুরুষের উচিত সীৎকারধ্বনিতে-মুখর তার মুখ চুম্বন করা ॥ ৬৬ ॥

স্বর্গে তো নিদ্রার সুযোগ নেই, তাহলে স্বর্গবাসে কী লাভ ! অথবা বসন্তের দিনে যখন স্বেদবিন্দুতে দেহের প্রসাধন মুছে যায়, মদনের দূত কোকিলেরা (বনে-উপবনে) হাজির হয়, কামিনীরা মণিমেখলা গাঁথা আরম্ভ করে, আমের ডালে বোল দেখা দেয়, সুরভিত বায়ু বইতে থাকে, তখন যদি অনুরাগিণী প্রিয়তমারা অভিমান ত্যাগ করে প্রিয়জনের অজ্ঞাতে স্বয়ং হাজির হয়ে প্রিয়তমদের অনুনয় করে তাহলে আর কী কামনা থাকতে পারে ?

অথবা নিদাঘে যখন শিরীষফুলের পরাগে কামিনীদের কপোল শ্যামল শোভা ধারণ করে, শীতল পানীয়, মণিমুক্তার হার, চন্দন এবং বেণার শিকড়ে তৈরি পাখার বাতাসে ভোগের রমনীয় উপকরণ প্রস্তুত হয়, তখন যদি হাওয়ামহলে কুসুমশয্যায় শায়িতা নব-মল্লিকার সাজসজ্জায় হাত রেখে চন্দনে আর্দ্রপয়োধরা প্রিয়তমা তালবৃন্তের বায়ু সেবন করতে করতে প্রিয় পুরুষের সঙ্গে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করতে থাকে, কিম্বা সেই হাওয়া-মহলে সুগন্ধ জল-ছিটানো মেঝেতে এবং বকুল-মল্লিকা পদ্মের পাপড়ি ছিটানো ঘরের অভ্যন্তরে প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে আবদ্ধ থাকে- তারা সবাই যৌবনকে চুটিয়ে ভোগ করে।

অধিকন্তু—(প্রিয়তমের) দন্তাঘাতে প্রিয়ার স্ফুরিতাধর মুখপদ্মে যে রস, কাঞ্চীর দীপ্তিতে শোভিত নিরাবরণ জঘনে যে আনন্দ, তুলতুলে অধরে নখক্ষতের দ্বারা যে-সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়- এমন সুখের আবেশে হৃদয় ভরপুর হলে বারংবার জন্ম নিতে হলেও তাতে বিরক্তি বোধ হয় না ॥ ৬৭ ॥

কিন্তু হতভাগ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো কেবল একে অন্যকে অনুকরণ করে, তারা নিজেরা বিচার করে না দেখেই 'স্বর্গ স্বর্গ' বলে মৃগতৃষ্ণিকার মতো মিথ্যা তত্ত্বকথায় আকৃষ্ট হয় ; বায়ুভক্ষণ, ভৃগুপাত, অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতি এবং কঠোর জপ, হোম, ব্রত, নিয়ম, বেশভূষা প্রভৃতির দ্বারা স্বর্গলাভ কামনা করে। তারা কিন্তু যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখতে চায় না। শোনা যায় স্বর্গে নাকি (দেবতারা ইচ্ছা করলেই নিজেদের মনোমত) নারী জুটে যায়। অথচ (মানুষ যখন নারীসঙ্গ কামনা করে তখন) ব্যাপারটা যেহেতু মানবীয় এবং যেহেতু দেবতাদের সঙ্গে মানুষের ব্যাপার আলাদা, তখন (বলা হয় যে) সুখ নেই। এই পৃথিবীতে নর-নারী একসঙ্গে বাস করল, অথচ পরস্পর মিলন হল না—সে অবস্থায় নারী পুরুষকে কী আনন্দ দিতে পারে ? নর ও নারী (পরস্পর পরস্পরের মিলনের অভাবে) রতিসুখের আনন্দ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকলে একে অন্যের গুণ অনুভব করতে পারে না।

শোনা যায় (যে স্বর্গে দেবতাদের) সোনার ঘরবাড়ি সোনার গাছ আছে, আসলে দেবতারা অতি কঞ্জুষ বলেই তা সম্ভব হয়েছে। সত্যিই যদি সোনাদানা দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হয়, সোনার গাছ থাকে, তাহলে স্বর্গের রমণীরা কিসের অলংকার দিয়ে সাজবে ? এতে বাহবার কী আছে ! সেসব ঘরবাড়ি থেকে অল্প সোনাদানা সরিয়ে নিলে তার দ্বারা (স্বর্গবাসিনী) নারীদের সৌন্দর্য বাড়বে কি ? যেখানে গৃহোদ্যানে পুত্রস্নেহে সংবর্ধিত বালবৃক্ষগুলি তরুণীদের অলংকরণের ফুল ফোটায় এবং কামিনীদের সান্নিধ্যে রম্য ভোগ

সুখ সম্ভব হয়. (তার তুলনায়) কঠোরভাবে লালিত সোনার গাছ থেকে কি সেই আনন্দ মিলবে ? কামিজন যৌবনের আবেগে কামকলায় বশীভূত হয়ে পরস্পরের দর্শনের জন্যে উৎসুক থাকে, কোকিলের কুহুরব শোনার জন্যে উৎকণ্ঠিত থাকে, পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করে এবং প্রেমপ্রীতির ফললাভে উৎসুক থাকে। এমন (রতিসুখাভিলাষী) মানুষের যে আনন্দ. (স্বর্গে) অভিশাপের ভয়ে উদ্বিগ্ন দেবতারা তেমন আনন্দ কোথায় পাবে ? পুরুষ সবান্ধবে প্রণয়কুপিতা কামিনীদের তৎকালোচিত উৎকণ্ঠার অনুরূপ রমণীয় উপায়ের কথা চিন্তা করতে করতে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করে—স্বর্গে তেমন ঈর্ষ্যামিশ্রিত সুখ কোথায় ?

মর্ত্য নারীরা প্রণয়াবিষ্ট দেহে পুরুষদের বক্ষঃস্থলশায়িনী হয়ে বকুলকুসুমবাসিত বায়ুর সুগন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে (প্রিয়তমদের) যে-নিদ্রাসুখ উৎপন্ন করে. নিদ্রারহিত স্বর্গে তেমন সুখ কোথায় ? সুরার নেশায় মত্ত কামিনীদের লজ্জাবিজড়িত মদস্খলিত অর্ধস্ফুট মিষ্ট-মধুর যে বাণী, সুরাহীন স্বর্গে তা কোথায় মিলবে ?

আমি বরং বুড়ো বামুনপণ্ডিতদের সঙ্গে থাকতে রাজী আছি, কিন্তু অপ্সরাদের সঙ্গে কদাচিৎ নয়। (আমরা তো) শুনেছি সে-সব অপ্সরা বহুদিন বাঁচে, সংস্কৃতভাষায় কথা বলে, তাদের অসাধারণ প্রভাব। বসিষ্ঠ, অগস্ত্য প্রভৃতি মহা মহা ঋষিরা তাদের সন্তান, তাহলে তাদের উপর কোন্ ভরসা ?

ভেবে দেখো—

শঠতা, মিথ্যা, অহংকার, ঈর্ষ্যা, অপমান ও প্রণয়কোপ—এগুলি হল প্রেমের উৎপত্তি-স্থান। স্বর্গে এসব মেলে না ॥ ৬৮ ॥

সুতরাং যদি নিরবচ্ছিন্ন কামসুখ ভোগ করতে চাও, তাহলে এই মর্তেই থাকতে হবে, বিশেষত বারনারীদের সান্নিধ্যে।

এই মর্তে—

(বেশ্যাপল্লীতে) বারবধূর অনুরক্ত ক্রন্দনরত কামীর পশ্চাতে কুট্টনী দ্বার পর্যন্ত অনুসরণ করতে করতে তার প্রতি লক্ষ্য রাখে, গণিকা কৃত্রিম কোপের বশবর্তী পলায়মান পুরুষের বস্ত্রান্ত অবলম্বন করে, অনুরক্তা বারবধূ তার ক্রোধ কঠিন নাগরকে অনুনয় করে এবং অনুরক্ত পুরুষও ক্রোধ প্রকাশ করে—এমন পুরুষই কামের রথের উড়ন্ত পতাকা দলিত-মথিত করতে পারে ॥ ৬৯ ॥

আরে সুনন্দা যে ! কী বলছ ?

'(তোমার) সব কথাই আমি শুনে ফেলেছি।'

যাক ! (তাহলে) সব মালই ঠিক ঠিক বিক্রি হয়েছে। ওগো, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করি নি। কী বলছ ?—

'চাঁদ থেকে কি অন্ধকার ঝরে পড়ে ?

সুনন্দা, এমন কথা তোমার মুখেই মানায়। খুব খাঁটি কথা বলেছ। এখন অন্দরে যাই।

(অন্দরে প্রবেশ করে)

. এবার আমি বিদায় নিতে চাই। এখন—

ওগো মানিনী, কামিনীরা যেমন শিথিল মেখলা বন্ধনের পর একবার সুরা পান করে নিজ নিজ প্রিয়তমের হাতে কুসুম সজ্জিত কেশ ধারনের জন্য উৎসুক হয়ে (নাচের মুদ্রায়)

বারবার কটির মেখলা ধারণ করতে করতে কটাক্ষ হানতে থাকে এবং পুরুষেরা যেমন সেই কটাক্ষে আহত হয়, তেমনি সোনার কচ্ছপের মতো সূর্যও আপন রশ্মি সংযত করে ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে' ॥ ৭০ ॥

কী বলছ ?—

'তুমি এখান থেকে আধ পা-ও নড়তে পারবে না।'

আরে, আমায় যে যেতেই হবে। নইলে আমার গৃহিণীর ভয়ংকর অভ্যর্থনা সহ্য করতে হবে।

কী বললে ?—

'আমি গৃহিণীকে অনুনয়-বিনয় করব !'

রাজার গুহ্য সংবাদ-জানা শয়তান লোক যেমন কারো অনুনয় গ্রাহ্য করে না, আমার গৃহিণীও তেমনি। সুতরাং আমি চললাম।

এ কী ! বিশ্বলকের সঙ্গে তুমি আমার পায়ে পড়েছ। হায় হায় ! আমায় একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে !

সুনন্দা, সাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তেমনি আমি তোমায় পরিত্যাগ করে যাব না !

সমুদ্রমেখলা ধরণীকে রাজা রক্ষা করুন।

। বিটের প্রস্থান ।

॥ ঈশ্বরদত্ত বিরচিত 'ধূর্তবিটসংবাদ' সমাপ্ত ॥

বররুচি

উভয়াভিসারিকা

(নান্দীর পরে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—তুমি আমার কে? আমি তোমার কে? ছাড়ো আমাকে। ধূর্ত! আমার অনাবরণ মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন? নাগর! তোমার জন্যে আমি হাপিত্যেশ করে নেই। হুঁহুঁ, প্রিয়ার দাঁতের আঘাতে অঙ্কিত তোমার ঠোঁট দুটো আমার হাড়ে হাড়ে চেনা! তোমাকে না দেখে যে মান করে আছে সে-ই তোমার, আমি নই। হে চঞ্চল, তোমার মনে যার ঠাঁই সেই মানিনীর মান ভাঙাও গে যাও—কামার্ত ও প্রণয়কলহে কুপিত বরনারীরা একথা বলুক ॥ ১ ॥

আমি আপনাদের একথা নিবেদন করছি, কিন্তু কথার শুরুতেই এ কী? অন্য কারো কণ্ঠ শুনছি যেন! ভদ্র, আমি দেখছি।

(নেপথ্যে)

বন্ধুর কাজে বিভ্রান্ত দীন বিট যে-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বসন্তসমাগমে নিষ্প্রভ লোধ্রতরুরও যেন সেই মূর্তি ॥ ২ ॥ (নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা

(তারপর বিটের প্রবেশ)

বিট—আহা! বসন্তের কী বাহার! কোকিল, আম, অশোক, দোলনা, ভালো মদ, চাঁদ,—বসন্তের গুণে সবকিছুর শোভাই অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছে, কামদেবের মনকেও তা চঞ্চল করে তুলতে পারে ॥ ৩ ॥

আহা! এ সময়ে প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অন্যের ত্রুটি সহ্য করে! দূতীরা নিরংকুশ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বসন্তের কী প্রভাব! প্রবাল, মুক্তা, মণিতে-গাঁথা মেখলা, দুকূল, হালকা শাড়ি, হার, হরিচন্দন—এ সবের বাড়বাড়ন্ত। এইভাবে বসন্ত যখন সকলের মনে কামভাব জাগিয়ে দিচ্ছে এবং নিজেকে মেলে ধরেছে সেই সময়ে সাগরদত্ত শেঠের পুত্র কুবেরদত্তের সঙ্গে নারায়ণদত্তার মনকষাকষি হল। এই জন্যে কুবেরদত্ত সহকারককে পাঠিয়ে জানিয়েছে—ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরে মদনসেনার পরিচালনায় মদনারাধন নামে সঙ্গীতরসানুগ সঙ্গীতানুষ্ঠান অভিনীত হচ্ছিল তখন তাকে বাদ দিয়ে মদনসেনাকে প্রশংসা করেছিলাম বলে তার ধারণা হল মদনসেনার প্রতি আমি অনুরক্ত হয়েছি। এতে তার এমন অভিমান হল যে আমি তার পায়ে পড়লেও সে তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের বাড়িতে চলে গেল। এখন কামাতুর আমার একটি রজনী যেন সহস্র-রজনী না হয়। আপনি এ নগরের বৈশিকাচলের মতো চির-বসন্তের প্রতীক, (এ বসন্তে) যাতে আমাদের মিলন হয় তার উপায় করুন।

শুনেই তার সঙ্গে পরিচয় আছে বলে এবং কামপীড়া অসহ্য বলে আমি আজ সন্ধ্যাতেই বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার পড়ন্ত বয়সের ওপরে কোনো ভরসা না রেখে এবং নিজের যৌবনের কথা স্মরণ করে আমার গৃহিণী অন্যকিছু আঁচ করে আমাকে যেতে দিতে চান নি। কিন্তু আমি নারায়ণদত্তার ক্রোধ দূর করেই এই প্রতিজ্ঞা করেছি বলে অবশ্যই যাব! অথবা আমার প্রতিজ্ঞা করা না-করায় কিছু যায় আসে না। কারণ—

আমের মুকুলে উদ্বোধিত মধুর কুহুরবে বসন্ত নিজেই কলহকুপিত কামিনীদের মানভঞ্জন করবে ॥ ৪ ॥

তাছাড়া—

সুন্দর রূপ, লীলামধুর যৌবন, দান, দাক্ষিণ্য এবং সামগুণে মণ্ডিত বাক্‌চাতুর্য—এই সব সদ্‌গুণ যাদের মধ্যে আছে, সেই সব কামিনীদের প্রসন্ন করতে অন্যের সাহায্যের কী দরকার ? ॥ ৫ ॥

ইস্‌ ! কুসুমপুরের রাজমার্গের কী অপূর্ব শোভা ! এখানকার পথগুলো সুবাসিত জলপ্রক্ষেপ, ঝাড়ু-পোঁছ এবং চারদিকে পুষ্পসজ্জায় এমন রূপ নিয়েছে যে মনে হচ্ছে সব বাড়িই যেন নিজের বাড়ি (অর্থাৎ নিজের বাড়িই লোকে এমন সুন্দর করে সাজায়)। দোকানের সামনে নানা জিনিসের বেচাকেনায় ব্যস্ত লোকের ভিড়, দেখতে সুন্দর লাগছে। বেদাধ্যয়ন, সঙ্গীত এবং ধনুকের টংকারে ভরা মহল যেন রাবণের মুখের মতো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। কোথাও মেঘরূপ প্রাসাদের খোলা জানালায় পথ দেখতে উৎসুক প্রমদারূপ বিদ্যুতেরা শোভা পাচ্ছে, কৈলাসপর্বতের অপ্সরাদের মতো ! তা ছাড়া বড়ো বড়ো হাতি ঘোড়া এবং রথে চড়ে মহামাত্র ও প্রধান পুরুষেরা এদিকে-ওদিকে ঘুরছেন, তাঁদেরও সুন্দর লাগছে দেখতে।

তরুণজনের মন হরণে সমর্থ লীলাবিভ্রমে রমণীয় দাসীরা যথাস্থানে অলংকার ধারণ করে অপ্সরাদের সৌন্দর্যকে উপহাস করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! গণিকাকন্যারা যেন পথকে অনুগৃহীত করে পদচারণার আনন্দ অনুভব করছে। সকলের নয়নভ্রমর তাদের মুখ-কমলের মধু পান করছে। বেশি বলে আর কী হবে—

নির্ভীক, প্রসন্নমুখ, উৎসবে মগ্ন, নানা রম্যরত্নভূষণে শোভিত, মাল্যগন্ধ ও শোভন বস্ত্রে সজ্জিত, ক্রীড়াসুখপরায়ণ, বহুবিদিতগুণমণ্ডিত নাগরিকদের জন্যে সম্প্রতি পাটলিপুত্রের এই অতুলনীয় ভূমি স্বর্গ হয়ে উঠেছে ॥ ৬ ॥

(পরিক্রমা করে)

আরে ! চন্দনদাসীর কন্যা অনঙ্গদত্তা এ দিকেই আসছে দেখছি ।·· সুরত-পরিশ্রমে যে ক্লান্ত, পদচারণায় সুচতুর সে, তার রূপ সকলের কাছে অমৃতকল্প। অবশ্যই এর প্রিয়জন একে নির্দয়ভাবে উপভোগ করেছে। কারণ—

তার ওষ্ঠ দন্তক্ষতে চিহ্নিত, মুখে-চোখে নিদ্রার আলস্য এখনও কাটেনি। সুরত-বিভ্রমে তার নিতম্বলগ্ন মেখলা বিস্রস্ত ॥ ৭ ॥

হ্যাঁ, এর দর্শনই আমার কার্যসিদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ কী ! আমার দিকে না তাকিয়েই চলে যাচ্ছে যে ! এর সঙ্গে কথা বলে দেখি। যাক্‌ নিজেই ফিরল দেখছি। কী গো, অভিবাদন করলে না যে ! কী বললে—চিনতে একটু দেরি হয়েছে, অভিবাদন করছি। তাহলে শোনো, এই আমার আশীর্বাদ—

ভদ্রে, তরুণ, স্বাধীন, দাতা, সুদর্শন, ধনী, ভদ্র, দক্ষ এবং রতিপরায়ণ দয়িত লাভ করো ॥ ৮ ॥

কিংবা থাক এ সব—

তোমার মতো বেশ-লক্ষ্মীর (বেশ্যা) সঙ্গে যে রাত কাটিয়েছে কামদেব তার অনুচর এবং তার জীবনই সফল ॥ ৯ ॥

কী বললে—মহামাত্রের পুত্র নাগদত্তের বাড়ি থেকে আসছ ? ভদ্রে একদিন সে ধনী

ছিল বটে, কিন্তু এখন তো আর নেই ! বুঝেছি, মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তুমি এঁকে ভালোবেসেছ। লজ্জায় মুখ নিচু করে এ হাসল কেন ? হ্যাঁ, আমার অনুমানই ঠিক। কারণ—

মায়ের লোভকে প্রশ্রয় না দিয়ে, তুমি-যে রতিসুখে মগ্ন হয়েছ এবং বহু সুখের গণিকানিয়ম ভেঙেছ বেশ্যাদের পক্ষে এ সুকঠিন বটে। কিন্তু এইভাবে তুমি-যে প্রেমিকের ঘরে গিয়ে আনন্দরস পেলে তাতে নিজগুণে তুমি বেশ্যাদের পায়ের তলে রাখলে ॥ ১০ ॥

আরে, তোমার লজ্জা তো হতেই পারে, তাতে কী ? দিব্যি কোরো না, আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে তোমার মায়ের মত করাব। তুমি বেশ্যাদের নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়েছ। আচ্ছা, এখন যেতে পার। কী বললে—'অভিবাদন করছি' ?—

কল্যাণী, শোনো। এই আমার আশীর্বাদ—তোমার গুণ তোমার মধ্যে থেকে সদ্‌গুণ হয়েছে, তার আর প্রশংসা করে কী হবে ? লোকের চোখে প্রীতিকর তোমার যৌবন স্থায়ী হোক ॥ ১১ ॥

এ চলে গেল। আমিও যাই। (প্রক্রিমা করে) আরে বিষ্ণুদত্তের মেয়ে মাধবসেনা দেখি এই দিকেই আসছে। স্বজনদের পিছু-তাড়াকে আর সে পরোয়া করছে না। বাঘের তাড়া খেয়ে হরিণশিশু যেমন করে ছোটে সেইভাবে দ্রুতপদক্ষেপে সে ছুটে আসছে। বুঝেছি, মায়ের লোভের দরুন অবাঞ্ছিত লোকের সংসর্গ করে এ দুঃখিত। কারণ—

মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই, খোঁপা থেকে ফুলও খসে পড়ে নি, ঠোঁটের সুকুমার শোভা দন্তক্ষতে নষ্ট হয় নি। আলিঙ্গন গাঢ় হয় নি বলে স্তনচন্দনের শোভা যেমন ছিল তেমনই আছে। নিতম্বের মেখলা রাগরঙ্গে শিথিল বা বিস্রস্ত হয় নি ॥ ১২ ॥

আরে ! অবাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের ভয়ে সে আমাকে না দেখেই চলে গেল যে ? যাক, আমি ওর কাছে গিয়ে ওর দঃুখের কারণ জেনে নেব। বাঃ, নিজেই ফিরে আসছে দেখছি। কী বলছ—'আমি তোমাকে দেখতে পাই নি ?' সে তোমার দোষ নয়, বাছা। মনটা বিভ্রান্ত বা ব্যাকুল থাকলে বুদ্ধিও কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। কী বলছ—'অভিবাদন জানাচ্ছি ?' আশীর্বাদ নাও তাহলে—

তোমার প্রিয়জন ধনবান হোক, আর অপ্রিয়জন নির্ধন হোক, মায়ের লোভের শিকার হয়ে অপ্রিয়জনের সঙ্গে যেন তোমার মিলন না ঘটে ॥ ১৩ ॥

কোথা থেকে আসছ, বাছা ? কী বললে ?—'সালিবাহ ধনদত্তের পুত্র সমুদ্রদত্তের বাড়ি থেকে ?' ভালো করেছ। সে তো এখনকার কুবের। দীর্ঘ ও উষ্ণশ্বাসে কম্পিত অধর-কিসলয়যুক্ত, ভ্রূকুটি-রমণীয় নয়নমণ্ডিত মুখ কি এ ফিরিয়ে নিয়েছে ? আমার সন্দেহ ঠিকই ? কারণ—

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে রাতে অনেক কষ্টে শয্যায় গিয়ে তুমি কৃত্রিম রতিতে মেতেছ আর মনে মনে ভেবেছ কখন সূর্য উঠবে। সে-সময় তোমার সব আচরণই ছিল ভাব-লেশহীন। খুব কষ্টে তুমি চুম্বনের জন্যে অধর দান করেছ। কিন্তু কোনো মধুর কথা বলতে পার নি, তোমার মুখেও ফোটে নি হাসির মাদকতা। হাই তুলেছ আর উষ্ণশ্বাস নিয়েছ, আর আলিঙ্গন হয়েছে শিথিল, অনুযোগের লেশও ছিল না যে ॥ ১৪ ॥

দুঃখ কোরো না বাছা। কথায় আছে—কুৎসিত ধনীও গম্য। শোনো—

প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, উভয় ক্ষেত্রেই কামনা উসকে দিয়ে ধন লাভ করতে হবে এই তো শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ১৫ ॥

কী বললে--'আপনিও আমার মায়ের মতোই যুক্তি দিচ্ছেন দেখছি? তা ঠিক নয়। তবে এর মধ্যেও কিছু যুক্তি আছে। এখন যাও। তোমার বাড়ি গিয়ে ঠিক-মতো তত্ত্বকথা বোঝাব। ও, উপদেশ দিলাম বলে অভিবাদন না করেই চলে গেল দেখছি। বেচারার মনটা সত্যিই বিগড়ে আছে। আমিও চলি তাহলে।

(পরিক্রমা করে) আরে বিলাসকৌণ্ডিনী নামে পরিব্রাজিকা দেখি এদিকে আসছে। সুন্দর তার মৃদু পদক্ষেপ তার রূপ সকলের চোখেই অমৃততুল্য।

এর পটবাসের গন্ধে আকুল হয়ে ভ্রমরেরা আমের মুকুল ছেড়ে ওপরে ঘুরঘুর করছে। তা এর সঙ্গে কথা বলে নিজের চোখ আর কানের কৌতূহল মেটাই। দেবী! আমি বৈশিকাচল তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছি। কী বললে--

'আমার বৈশিকাচলের সঙ্গে আসার কোনো প্রয়োজন নেই, আছে বৈশিকাচলের সঙ্গে (অর্থাৎ বেশরচনায় দক্ষ কারো সঙ্গে আমার প্রয়োজন নেই আছে বৈশেষিকশাস্ত্রে দক্ষ কারো সঙ্গে)।'

আছে, প্রয়োজন আছে। কারণ—তোমার বিশাল সুন্দর চোখ চঞ্চল। ক্লান্তিতে সুন্দরতর রতিশ্রান্ত তোমার মুখ, যেখানে অধর দংশনে স্ফীত। তোমার ক্লান্তিতে অলস গতিই দিচ্ছে তোমার সম্ভোৎসবের সঙ্কেত! হে কল্যাণী, বেশ বোঝা যাচ্ছে তোমার প্রিয় তোমাকে রতিসম্পর্কিত বৈশেষিক শাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন! ১৬ ॥

কী বললে--'ওরে কামনার দাস, তোর রুচির মতোই কথা বলেছিস?'

হে সুন্দরী! তোমার চরণ-কমলের দাসত্ব যার মেলে সে তো ধন্য। হে বরতনু, আমার মতো পাপীর পক্ষে আর তা সুলভ হবে কী করে? ॥ ১৭ ॥

কী বললে--'ষট্‌পদার্থ যে জানে না এমন লোকের সঙ্গে কথা বলা আমার গুরুর নিষেধ?'

দেবী, তা ঠিকই; কারণ হে আনন্দময়ী! তোমার শরীর হল 'দ্রব্য'। তোমার রূপাদি হল 'গুণ'। তোমার যৌবন হল 'সামান্য' (অর্থাৎ সকলের জন্যে), তার তোমার 'কর্ম' যুবজনকীর্তিত, লোকেরা নিত্যই তোমার 'সমবায়' (সঙ্গ) চায়। কারণ অন্যের তুলনায় তুমি 'বিশেষ', বাঞ্ছিত তরুণের সঙ্গেই তোমার 'যোগ' আর তোমার 'মোক্ষ' সাধনা (ছাড়া পাবার চেষ্টা) হল অবাঞ্ছিত জনের সঙ্গে ॥ ১৮ ॥

আরে, শুধু হেসেই এ আমার কথার জবাব দিল? আমি যা আঁচ করেছি তাই। কী বললে--'সাংখ্য আমাদের বলে যে পুরুষ অনাসক্ত, নির্গুণ ও ক্ষেত্রজ্ঞ'?

বাঃ তুমি তো আমার মুখই বন্ধ করে দিলে। আমার এই কথাবার্তায় তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছ দেখছি। তরুণের সঙ্গে তোমার রতিরঙ্গের বিঘ্ন ঘটাতে চাই না আমি। যাও তুমি। এ তো চলে গেল। এখন আমিও চলি তবে।

(পরিক্রমা করে) আরে চরণদাসের মা রামসেনা দেখি এদিকেই আসছে। বয়েস হলেও গতিভঙ্গী বেশ বিলাসমধুর, হাসিতে সে যৌবনলীলাই অনুসরণ করছে। সত্যি বিস্ময়কর এ মহিলাটি—নিজে কামদত্ত যাবতীয় সুখ ভোগ করে নিজের গুণে প্রণয়ীদের নিঃসার করে যুবকদের শত্রুতা ও সংঘর্ষের কারণ হয়ে এখন কন্যার প্রেমিককে দোহন করতে চলেছে ॥ ১৯ ॥

কামিজনের মৃত্যুর কারণ এই গতযৌবনার সঙ্গে একটু রঙ্গ করা যাক। কামুকজনের মহাশনি এই নারীকে নমস্কার। ওগো রামসেনা!

কন্যায় যৌবনসৌভাগ্য সংক্রামিত করে এখন আবার কোন্ কামুকের বংশ লোপাট করতে চললে? তোমাদের দর্শনে (দর্শনশাস্ত্রে) তো দিব্যিগালাই জবাব। কী বললে--

'তোমার স্বভাবই তোমাকে (আমার বিরুদ্ধে) শত্রুভাবাপন্ন করছে'।

ঠিক আছে, বেশি কথার দরকার নেই। কোথায় যাচ্ছ বলো। কী বললে—

'আমার মেয়ে চরণদাসী গতকাল এক ধনীর বাড়িতে গিয়েছিল। তাকে একটা গানের জলসার অজুহাতে ওখান থেকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি'।

ইস্! চরণদাসীর কী ভুল! কামুকজনের সর্বস্বহরণে যে দক্ষা, সারটুকু নিয়ে যে সকলকে ছিবড়ে করে ছাড়ে এমন মায়ের মেয়ে হয়ে শেষকালে বেচারী তুই কিনা শাস্তর বিরুদ্ধ কাজ করে ফেললি, তুই সত্যিই হতভাগী। কারণ—

একসময়ে কাউকে ভালো খদ্দের হিসেবে পেয়ে বেশকিছু টাকা করে নিয়ে এখন তার কানাকড়িটিও নেই জেনেও যে প্রেমে পড়ে তাকে ছাড়তে পারছে না এমন মেয়ের কাছে শাস্তর আওড়ানোর কোনো মানে হয় না ॥ ২০ ॥

কী বললে—'গানের জলসার অজুহাতে তাকে বাড়ি আনব, তুমিও ফিরে এসে তাকে শাস্ত্র (বেশ্যার কর্তব্যাকর্তব্য) বুঝিও?' তাই হোক। কিন্তু আমার বন্ধুর কাজ আমাকে অবিলম্বে করতে হবে। তারপর তোমার কাজও করব। এখন যাও তবে। আমিও চলি।

সত্যি, গণিকাদের মনকে বিশ্বাস করতে নেই। কারণ—

যেন কত অনুরাগ, কত গাঢ় আসক্তি এইভাবে নানা রঙ্গে কামুকদের লালন করে নির্দয়ভাবে তাদের সর্বস্ব শোষণ করে লোভী বেশ্যারা অন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাদের ছেড়ে যায়, আত্মা যেমন দেহকে ছেড়ে যায় সেইরকম ॥ ২১ ॥

সত্যি, বেশ্যাদের মায়েরাই হল কামুকদের প্রতিকারহীন ব্যাধি। কামুকদের মঙ্গল হোক। নিপাত যাক সেই গণিকাদের মায়েরা যারা কামুকদের সর্বস্ব লুণ্ঠনে পটু আর গণিকারূপ অমোঘ অস্ত্রচালনায় নিপুণ।

আরে! রাজপথের ঝগড়াবিবাদের মূলে সুকুমারিকা নামে হিজড়া দেখি এই দিকেই আসছে।

এর সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। এর সঙ্গে কোনো কথা না বলে কাপড়ের আড়াল দিয়ে এড়িয়ে যাব। (তাই করতে করতে) আরে এ দেখি আমার পিছে পিছেই দৌড়ে আসছে। এখন যে কী হবে? দৈব আর কে খণ্ডাবে? যা হোক এর সঙ্গে একটু মিষ্টি কথা বলে বাঘের মুখ থেকে বাঁচার মতো নিজেকে মুক্ত করে নেব। কী বলছ—'অভিবাদন করছি।' অবিধবা ও বহুপুত্রবতী হও, বাছা।

ভুরু বাঁকিয়ে, চোখ নাচিয়ে, ঠোঁট নাড়িয়ে, বাহু মেলে, সুন্দর গতিতে বিলাসী-হাসিতে তুমি নারীদের ছলাকলাকে হার মানিয়েছ। তোমার প্রশস্ত নিতম্বে মেখলা এলোমেলো হয়ে ঝুলে আছে, হে বিশালাক্ষী, তুমি রতিরঙ্গে অতৃপ্ত থেকে কার ঘর থেকে বেরিয়ে এলে বলো তো?

কী বললে—'রাজার শালা রামসেনের ঘর থেকে আসছে।' তার জীবন সফল। সুন্দরী, চকাচকীর জোড়ের মতো কি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে?

কী বললে—'রাজদরবারে যাচ্ছিল বেশ্যার দাসী রতিলতিকা। তারই চতুর-মধুর হাসিমাখা বিলাস বিভ্রমে এবং স্নেহময় ললিত কটাক্ষের জলে নিজের হৃদয় ভিজিয়ে নিয়ে রোমাঞ্চিত হলে সে (রতিলতিকা) যখন তাকে রতি-বাসনা নিবেদন করল তখন সে মাথা নুইয়ে তাকে স্বীকার করল। তার এই স্বীকৃতি সহ্য করতে না পেরে তাকে তিরস্কার করলে সে আমার পায়ে পড়ল। তবু আমি ঈর্ষায় অভিভূত হয়ে তাকে ক্ষমা করতে পারলাম না। তারপর সে আমাকে জোর করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে আমার সঙ্গে বসল। কিন্তু সে কামার্ত হয়ে কামাবেগের কাতরতায় নিদ্রিত আমাকে পরিত্যাগ করে তারই ঘরে গিয়েছে, কয়েক দিন হয়ে গেল কিন্তু এখনও ফেরে নি। তা আমি তার অনুনয় প্রত্যাখ্যান করে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি প্রাণতুল্য তার সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিন।'

বাছা, রামসেন ভুলই করেছে। কারণ—গাঢ় আলিঙ্গনের সময় স্তন কোনো বাধার সৃষ্টি করে না। মাসে মাসে কামাবেগনাশক ঋতুর বালাইও তো তোমার নেই। আর যে-গর্ভ রূপলাবণ্য আর নবযৌবনের শত্রু তাও তো তোমার নেই। এমন গুণবতী তোমাকে যদি সে ত্যাগ করে তাহলে সে রতি-উৎসবই ত্যাগ করল তা বলা যায় ॥ ২৩ ॥

যা হোক। মালিনী, তুমি তারই ঘরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।

একটি বন্ধুকৃত্য আমাকে অবিলম্বে করতে হবে। সে-কাজ শেষ করেই আমি ভগিনীর (রাজরানীর) সৌভাগ্যে গর্বিত কিন্তু তোমার মতো কোমলপ্রাণ যুবতির প্রেমে নিস্পৃহ সেই মানুষটাকে তোমার ঘরে এনে তোমার পায়েই পড়াব। এখন যাও। এ চলে গেল। আমিও যাই তা হলে, উঃ বহু কষ্টে এই হিজড়ের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি। আমিও এখন আমার কাজটি করব। (পরিক্রমা করে)

আরে এ আবার কে আমাকে অভিবাদন করছে? কল্যাণ হোক তোমার। অনেকদিন পর দেখা। তুমি সাথবাহ সার্থকের পুত্র ধনমিত্র না?

ভৃত্য, অর্থী, কুটুম্ব ও বন্ধুজনের দারিদ্র্য-অন্ধকার যে দূর করত, যুবতিজনের হৃদয়-কুসুমকে যে প্রস্ফুটিত করত, কুসুমপুরের আকাশে যে পূর্ণচন্দ্রের মতো সেই-তোমার এ দুরবস্থা কেন? তুমি কি অতিলোভে কুটুম্বদের কাছে বেপরোয়া ধার করে সর্বস্বান্ত হয়েছ, না দেশান্তরে পাড়ি দেবার সময় তস্করের হাতে পড়েছিল? নাকি, রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করেছিলে বলে তিনিই তোমার সমস্ত ধন বাজেআপ্ত করেছেন? নাকি যে-জুয়ায় একটি দানে কুবেরও নিঃস্ব হতে পারেন সেই জুয়াতেই তুমি সর্বস্বান্ত হয়েছ?

বেশি আর বলব কী?

তোমার নখ আর চুল কী বিচ্ছিরিরকম বেড়েছে, ময়লায় শরীর কালো, কী-এক চিন্তায় তুমি অভিভূত, বিবর্ণ শুকনো মুখ, মোটা পুরোনো নোংরা ছেঁড়া কাপড় তোমার পরনে। কোনো দিব্যমুনির শাপে দুর্দশাগ্রস্ত কোনো লোকের মতো কি তোমাকে মনে হচ্ছে না? ॥ ২৪ ॥

কী বলছ—'রামসেনার মেয়ে রতিসেনাতে আমার যে অনুরাগ হয়েছিল, আমাতেও তার ঠিক সেইরকম। এ সব তো আপনার জানা কথা। মায়ের লোভের নেশা জেনেও সে আমাকে ত্যাগ করবে না ভেবে বন্ধুরা নিবারণ করলেও আমি যথাসর্বস্ব একবারেই তাকে দিয়ে দিয়েছি। তারপর তা নিয়ে কয়েকদিন বাদে স্নানের অজুহাতে স্নানের শাড়ি

পরিয়ে আমাকে দীঘিতে আনল। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে রক্ষীরা আসল ব্যাপার জেনে আমাকে খিড়কি দিয়ে বের করে দিল। তারপর এই নগরে একদিন মানসম্ভ্রম নিয়ে বাস করে—এখন দীর্ঘদিন কী করে দারিদ্র্য সহ্য করব এই ভেবে বনের পথই ধরেছিলাম, হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা। গোপন কথা আপনার কাছে প্রকাশ করলাম।

এখন আপনি যেভাবে বলবেন সেইভাবেই নিজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করব।'

ইস্ বেশ্যাদের লোভ কী দুর্নিবার! বেশ্যাদের স্বভাবে কী কুটিলতা! এসো তোমাকে আলিঙ্গন করি। ভাগ্যি জীবিত অবস্থায় তোমাকে দেখলাম। কারণ—

মহৌষধির বলে সাপের বিষও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায়, বনে মত্তহাতির কাছ থেকেও নিজেকে বাঁচানো যায়, সমুদ্রে হাঙরের গ্রাস থেকেও আত্মরক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু বেশ্যারূপ বড়বানলে পড়ে কেউ আর উঠতে পেরেছে এমন দেখা যায় না ॥ ২৫ ॥

এখন বলোতো, ভাই, তোমার দুঃখের কারণ রতিসেনা, না তার মা?

কী বললে—'মিথ্যে আর বলি কেন? রতিসেনা তো আমার প্রতি অনুরাগিণী। তার মায়ের জন্যেই এই অবস্থা। যদি আপনি স্বল্পকালের জন্যেও মায়ের অগোচরে তার সঙ্গে আমার মিলনের ব্যবস্থা করেন তবে প্রাণ ফিরে পাই।' —সে যে তোমাতে অনুরক্তা তা জানি, অন্য লোকের কাছেও শুনেছি। হায়, এ দেখি কাঁদছে। দুঃখ কোরো না। আমাকে অবিলম্বে একটি বন্ধুকৃত্য করতে হবে। সেটা করে আবার এসে তোমার কাজটাও করব। এখন যাও। ইস্ বেশ্যাদের কী নৈপুণ্য!

কুটিলস্বভাব রাজারা যেমন নিজেদের কুকাজের দোষ মন্ত্রীদের উপর চাপায়, তেমনি শঠ ও ধূর্ত বেশ্যারা নিজেদের কুকাজের দোষ মায়েদের ওপর চাপায় ॥ ২৬ ॥

বেচারা লুচ্চাদের-গুরু চলে গিয়েছে দেখছি। আমিও চলি।* (পরিক্রমা করে) এ কী প্রিয়ঙ্গুসেনা যে! প্রিয়ঙ্গুসেনা, এই আমি আসছি। কী বললে—'অভিবাদন করছি'। আশীর্বাদ নাও বাছা :

শয্যায় মনের মানুষকে কোমল কর ও চরণে তাড়ন করতে করতে এবং তার অতিরিক্ত রতিপ্রাবল্যে সুবিশাল নিতম্বে স্পর্শসুখ অনুভব করতে করতে সুখে কাটাও ॥ ২৭ ॥

বাছা, অতিশ্রান্ত নিতম্বের আপ্যায়নকারী, নানা গন্ধসুবাসিত সুগন্ধি তেলকে নিজে অঙ্গস্পর্শ করবার অধিকার দিয়ে কেন অনুগৃহীত করছ? ভদ্রমুখি, রাজার নিজে চড়বার হস্তিনীটির ঘন্টা গ্রীবাবেষ্টনী ও বন্ধনী যে খুলে নেওয়া হয় তাতেই তার শোভা, তেমনি অলংকার পরিত্যাগ করলেই তোমার দেহের শোভা বৃদ্ধি পায়। তোমার সেই নিরলংকার স্বভাবসুন্দর দেহ যে দেখে না সে বঞ্চিত। কারণ—

তোমার দেহে অলংকার নেই, নখচিহ্নই অলংকারের কাজ করছে, অঙ্গরাগ শুধু গন্ধতেলে, অপাঙ্গ তাম্রবর্ণ, মুখে হাসি, যৌবনের-গর্ব স্তনদুটিতে দৃঢ়তা, পরিধানে সূক্ষ্ম অর্ধোরু-বস্ত্র, নিতম্বে মেখলা নেই, আছে বিশালতা—(ঐ বিশালতাই তো অলংকার)। এমন লাবণ্যময়ী তোমাকে দেখে অন্যের মনকে যিনি আতুর করে তোলেন সেই কামদেবই স্বয়ং আতুর হবেন ॥ ২৮ ॥

কী বললে—'আপনি মিষ্টি মিষ্টি করে বলতেও পারেন বটে।' ওগো এ কি চাটুবাক্য? আর লজ্জা দিয়ো না। বলো তো আসল প্রয়োজনটা কী? কী বললে—'শুনুন'। শুনছি বাছা। কী বললে—'অপ্রতিহতপ্রভাব ভগবান কুসুমপুর মহেন্দ্রের (কুমারগুপ্ত মাহেন্দ্রাদিত্য?) ভবনে পুরন্দরবিজয় নামে সঙ্গীতকের যে রসানুগ অভিনয় হবে তাতে

দেবদত্তার সঙ্গে আমাকেও বায়না দেওয়া হয়েছে। আপনিই আমার এ সৌভাগ্যের কারণ।'
না তা নয়। পূর্ণচন্দ্রে উদ্ভাসিত রাত্রে দীপের প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া, যার নিজের শক্তি আছে তার সহায়সম্পদের প্রয়োজন নাই। তুমি নিজেই এ সম্মানের কারণ। এই জন্যেই তোমাতে অনুরক্ত হওয়ায় রামসেন আমাকে খোশামোদ করে।

ভ্রূবিলাস প্রকট করে, নয়ন ঈষৎ কুঞ্চিত করে অন্তর্গত আনন্দ কপোলে প্রকাশিত করে অধরকিসলয় কম্পিত করে মুখ ঘুরিয়ে পরিজনদের দেখে সে হেসে ফেলল কেন? এ হল রামসেনাসাহচর্যের প্রত্যক্ষফল। হায় দেবদত্তার কী দুর্বলতা, যে কিনা তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। রূপ, শ্রী, নবযৌবন, কান্তি প্রভৃতি গুণসম্পদ, আঙ্গিকাদি চাররকম অভিনয়সিদ্ধি, চতুরস্রাদি বত্রিশরকম হস্তপ্রচার, আঠারোরকম নিরীক্ষণ, ছয়রকম স্থান, তিনরকম গতি, আটরকম রস, তিনরকম গীতবাদ্যাদি লয়—এই সব নৃত্য তোমাকে আশ্রয় করেই অলংকৃত। অথবা এই বেশে তোমাকে আমি দেবতা অসুর আর মহর্ষিদের নয়নমনোহারিণী—অপ্সরাদের চেয়েও যোগ্য বলে মনে করি। তা ছাড়া—

তোমার ললিতবিভ্রমে নিত্যই তুমি সকলের নয়ন মন নাচাও, নেচে কী হবে সুন্দরী, তোমার সুন্দর হাবভাবই যথেষ্ট ॥ ২৯ ॥

কী! লজ্জা পেলে দেখছি। এই লজ্জা-অলংকারের উপহার দিয়ে সে বিদেয় হল। তাহলে এবারে আমিও যাই। (পরিক্রমা করে) আরে, এ নিশ্চয় নারায়ণদত্তার পরিচারিকা কনকলতা। কঠিন স্তনকে চন্দনচূর্ণে সুবাসিত করে, খোঁপায় নানারকম ফুল গুঁজে, প্রসন্নমনে, মদবিলাসে স্খলিত চরণে এই দিকেই আসছে সে। একে অভিবাদন করি। কাছে এসে আমাকেই অভিবাদন করছে কি? কী বললে বাছা—'অভিবাদন করছি।' বাছা, প্রিয়ের দয়িতা হও। তা চরণবিন্যাসে এ পথকে অনুগৃহীত করছ কেন বলো তো? কী বললে—'অনুগৃহীত হলাম?'

থাক ওসব কথা। এখন বলো তো এই চক্রবাকমিথুন পৃথক্ হল কেন?

কী বললে—'ঈর্ষায় ভেঙে পড়ে স্নান, শয়ন, ভোজন ও অলংকার ত্যাগ করে অশোকবনের একটি তরুণ অশোকতরুর তলে শিলাতলে বসে নতুন চন্দ্রমণ্ডল দেখছিলেন তিনি, ভ্রমরীর গুঞ্জন এবং বসন্তফুলের সুবাস অসহ্য মনে হচ্ছিল তাঁর, মলয়-পবনে সন্তাপিত হচ্ছিলেন আর্যা। তাঁকে যখন সখীরা মধুরবচনে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তখন সামনে দিয়ে কে একজন অশোকবনের ধারে মদনমধুর অস্ফুট কলস্বরে বীণামূর্ছনার সঙ্গে বক্তু ও অপরবক্তু ছন্দে দুটি গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

এই বসন্তে যে প্রিয়-যুক্ত হয়ে ক্রীড়া করে না তার যৌবন, রূপ ও ঐশ্বর্য সবই নিষ্ফল ॥ ৩০ ॥

নির্মল চাঁদ দেখে অথবা কোকিলের মধুর রব শুনে যে প্রিয়জনের মান ভাঙায় না পৃথিবীতে তার জীবন একেবারেই ব্যর্থ ॥ ৩১ ॥

তারপর সেই গান শুনে মান শিথিল হলে আমার ঠাকরুন তাঁর প্রিয়জনের আগমনের পথে না তাকিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে হেঁটেই তাঁর বাড়িতে গেলেন। সেইভাবে মহাশয়ও বসন্তের আগমনে অধীর হয়ে কোনোভাবে ঠাকরুনের মান ভাঙাবার জন্যে বীণাচার্য বিশ্বাবসুদত্তের ঘরের দুয়োরে ঠাকরুনের সঙ্গে মিললেন।

হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বিশ্বাবসু তাঁদের ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘরে ডেকে নিলেন। সকালে ঠাকরুন আমাকে বললেন—আর্য বৈশিকাচলকে নিয়ে আয়। আপনি

তাহলে চলুন সেখানে।' বাঃ তুমি শোনবার মতো একটা কথা বললে। কী করেই বা তোমাকে খুশি করব। বরং এই আশীর্বাদ দিই—

তোমার যৌবন শ্রীমণ্ডিত হোক, সর্বদা প্রিয়ের প্রিয়তমা হও। সর্বদা অনুচিত ও অভিপ্রেত সুখ-ভোগ তোমার ভাগ্যে ঘটুক ॥ ৩২ ॥

আগে আগে চলো। (পরিক্রমা করে)

কী বলল কনকলতা—

এইটিই বাড়ি। প্রবেশ করুন ?

আচ্ছা প্রবেশ করছি।

(প্রবেশ করে) না না ব্যস্ত হোয়ো না। যুগলে বিরাজিত থাকো।

নিজগুণে বসন্ত যেমন তোমাদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছে তেমনি সব ঋতুই যেন কলহে কামিজনদের মিলিয়ে দেয় ॥ ৩৩ ॥

নিজগুণে গর্বিত বসন্ত আমাকে ঠকিয়েছে। কারণ তোমাদের মিলন আমাকে ছাড়াই ঘটেছে। এখন আমি কী করব।

এতে বসন্তের কোনো অপরাধ নেই। কারণ—

সুন্দর উদ্যান, চাঁদনীরাত, সুরেলা বীণা, দূতীদের বিচিত্র কথা, বিভিন্ন ঋতু- এ সব কামিজনের মিলনের কারণ নয়, মিলনের কারণ পরস্পরের অকৃত্রিম গুণ জানায় প্রেমের উদ্ভব ॥ ৩৪ ॥

এই জন্যে অন্যতে দুর্লভ, পারস্পরিক গুণের আধিক্যে সংবর্ধিত, নিজগুণে উৎপন্ন কামশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কুসুমপুরের সুবিদিত তোমাদের দুজনের প্রেম আমাকে ঠকিয়েছে।

কী বললে তোমরা—'আমাদের দুজনের প্রেমের উদ্ভব তো আপনারই প্রচেষ্টায়। এই জন্যে আপনিই আমাদের মিলনের কারণ। এই সময় সমস্ত পাটলিপুত্র যার কথায় কৌতুক উপভোগ করে, কামিজনের বচন কী করে তা ঠিকমতো বর্ণনা করতে পারবে।'

কথা বলে বলে রতিরঙ্গপিপাসু কামি-যুগলের মিলনে অনর্থক বাধা দেওয়া উচিত নয়। অনুমতি দাও, আমি চলি।

(ভরতবাক্য)

প্রস্ফুটিত ফসলের মতো সুন্দর, মদ-মধুর-বচনে-পটু চাঁদের বিচ্ছুরিত শোভার চেয়েও সুন্দর তোমার তরুণী প্রিয়ার মুখ দেখে যেমন তুমি আজ প্রসন্ন হয়েছ, শস্য-শ্যামলা, সমুদ্ররূপ মেখলামণ্ডিতা মেরু ও বিন্ধ্যরূপ স্তনসম্ভারে রমণীয়া সর্বাঙ্গগুণবতী পৃথিবীর পালনে রত নরেন্দ্রও তেমনি প্রসন্ন হোন ॥ ৩৫ ॥

॥ বররুচিবিরচিত 'উভয়াভিসারিকা' সমাপ্ত ॥

শ্যামিলক

পাদতাড়িতকম্

[নান্দী অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার ঃ যিনি মহাদেবের নয়নবহ্নিতে আপন তনু আহুতি দিয়ে তাঁর ক্রোধের মান রক্ষা করেছিলেন, ইন্দ্রসহ দেবগণ যাঁর অনুশাসন শ্রদ্ধাভরে মালার মতো মাথায় ধারণ করেন, নারীর চঞ্চল অপাঙ্গ দৃষ্টি যাঁর ধনু, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যে ধনুর সায়ক আর সেই সায়ক দিয়ে যোগীর চিত্তও যিনি ক্লিষ্ট করেন, বিদ্ধ করেন—সেই কামদেব আপনাদের রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

অধিকন্তু—

স্তনোপরি ন্যস্তহস্তা দেবী দুর্গাকে যিনি সহাস্যে সভ্রূভঙ্গে দেখতে থাকেন, নন্দি গণপতিদের সঙ্গে নিয়ে ভয়বিহ্বল বাক্যে যাঁর বন্দনা করে, যিনি বৃষপতির ঝুঁটিতে হাত রেখে অবস্থান করেন—এ-হেন মহাদেব ক্রোধবশে যাঁর শরীর দগ্ধ করেও প্রভাব বিনষ্ট করতে সফল হন নি—সেই পুষ্পকেতু মদন আপনাদের রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

মহামান্য দর্শকমণ্ডলীকে অভিবাদন জানাই যে আমরা প্রখ্যাত নাট্যকার শ্যামিলকের 'পাদতাড়িতক' ভাণ অভিনয় করতে উদ্যোগী হয়েছি।

আমাদের এই উদ্যোগের কারণ হল—সাহিত্যরচনাকালে লেখক চিন্তা করেন : এই পদটির প্রয়োগ বুঝি যথার্থ হল না, পদটি না-হয় এমন হোক, ওই পদটির অর্থ মনোমত হল না, ওই পদটির বক্তব্য পরিস্ফুট।—সেই হেতু তাঁকে যে মানসিক শ্রম সাধন করতে হয়, সহৃদয় (পাঠক এবং দর্শকের) রসাস্বাদনের ফলেই উদ্ভূত অশ্রু ও রোমাঞ্চের দ্বারাই কবির হৃদয় থেকে সেই পরিশ্রমের গ্লানি দূর হয় ॥ ৩ ॥

বক ও বিড়ালের মতো চালবাজ ধূর্ত মহামাত্য, রাজসচিব আর সাধুসন্তের দল বিদায় নিক, কামকলায় বিদগ্ধ বিট-পামর আর ধূর্তের দল (এখানে) ঠাঁই নিক। গুণ্ডা-বদমায়েসদের আড্ডায় নির্বিবাদে নেশা-ভাঙ দিব্যি চলছে ! ॥ ৪ ॥

কথাগুলো বললেম, তার কারণ আছে। মুনি-ঋষিরা যতই কান্নাকাটি সাধ্য-সাধনা করুন, তাতে মোক্ষলাভ হয় না ; হাসিঠাট্টার কথা পরকালে স্বর্গলাভের আশায় বাদ সাধে না। তাই তো পণ্ডিতদের মতো মুখগোমড়া না করে বুদ্ধিমানের উচিত খোশমেজাজে রঙ্গ-তামাশা ভোগ করা ॥ ৫ ॥

আপনাদের এ-সব কথা জানাতে ব্যস্ত রয়েছি, কিন্তু কিসের কোলাহল শুনতে পাচ্ছি।

(কান দিয়ে শুনে)

হুঁ ! বুঝেছি। এ হল বিট-পামরদের আখড়া।

(প্রবেশ করে)

ধূর্ত শ্যামিলক ঘণ্টা পিটিয়ে কী যেন ঘোষণা করছে। ওর ঘণ্টাধ্বনি কামুক ও কামিনীদের মিলনসুখে বাধা জন্মাচ্ছে, তবে নূতন দিনের সূচনায় দূতীর কাজও করছে। ঘণ্টার আওয়াজ দুন্দুভিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এমন নিদারুণ আওয়াজের সঙ্গে হেঁড়ে-গলায় চেঁচিয়ে গাধারাও পাল্লা দিতে পারবে না ॥ ৬ ॥

শ্যামিলক কী ঘোষণা করছে ?

(কান দিয়ে শুনতে লাগলেন)

(নেপথ্যে) কামুকের প্রতি উদ্যত বিলাসিনী গণিকার আলতারাঙা নূপুরপরা যে-চরণ তার নাগরের মাথায় তোলার যোগ্য—কামের বিজয়পতাকা সেই শ্রীচরণের জয় হোক ॥ ৭ ॥

(সূত্রধারের প্রস্থান)

[স্থাপনা সমাপ্ত]

(বিটের প্রবেশ)

বিট : ওহে থামো তো। এত ঘোষণার কী আছে ! তা যদি বল—আমি বলি কি : প্রণয় কলহে উদ্যতা মদবিহ্বলা গণিকার বসন বিগলিত হলে তার ঊরুমূল প্রকাশ পায়, চরণের নূপুর মুখর হয়ে বাজতে থাকে। নূপুররবে মুখর এমন শ্রীচরণের কাছে সবকিছু হার মানে। ॥ ৮ ॥

আরে ! এমন করে হাসছে কে ?

(দেখে)

দাদওয়ালা মাধবটা এখানে জুটেছে দেখছি।

ওহে দেদো মাধব, এটা কি হাসি-মস্করার জায়গা ?

কী বলছ ?—

'গতকাল স্বচক্ষে দেখলাম সুরাষ্ট্রের নামজাদী বেশ্যা মদনসেনা ধূর্ত বিষ্ণুনাগের মাথায় তার চরণকমল রেখে তাকে ধন্য করল।'

লোকে খাঁটি কথাই বলে যে মানুষের জীবনের যথার্থ আনন্দ হয়তো একশ' বছর বাঁচার পরে (হঠাৎ) মিলে যেতে পারে। কামুকের যোগ্য মর্যাদা 'বেশ্যার লাথি' মাথায় ধারণ করে বিষ্ণুনাগ রাজার মতো অভিষেক লাভ করেছে।

কী বললে ?

'লোকটা (অর্থাৎ বিষ্ণুনাগ) কি এমন ভাগ্যবান যে কামকলহের জমজমাট আয়োজনে সবাইকে টেক্কা মারবে ?'

'তারপর বিষ্ণুনাগ গণিকালয়ের রানী ঐ মদনসেনার দেওয়া পদাঘাতের সম্মানকে অপমান ভেবে রাগে চোখ লাল করে ভুরু বাঁকিয়ে কপাল কুঁচকে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল, ছি ! ছি ! ওরে ছিনাল ! নিজের মর্যাদাও রাখলি না !'

(সে বলল) 'তোমার এত তেজ যে আমার মাথার মান খুইয়ে লাথি মারলে ! অথচ কিনা আমার মা এই মাথাতেই তার ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে পরিপাটী চুল বেঁধে দিত ; বাবাকে প্রণাম করলে মাথায় চুমো খেয়ে বলতেন—ছেলে আমার লায়েক। ব্রাহ্মণেরা এই মাথার উপরেই পূজার ফুল আর শান্তিজল ছিটিয়ে দিতেন ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুনাগ মদনসেনাকে একথা বললে সকাল বেলার চাঁদের মতো তার মুখখানি একেবারে চুপসে গেল—যেমন সন্ধ্যারাগে রাত্রির জৌলুস ফিকে হয়ে যায়।

গণিকার তখন মদের নেশা চটে গেছে ! সাজগোজ এলোমেলো ! হায় কী হল ! —এই বলে দুঃখে অঙ্গযষ্ঠি খিন্ন ; ভয়ের চোটে রূপ ঝরে পড়ছে, খোঁপার ফুল খুলে পড়ছে। আর কক্‌খনো এ কাজ করব না—একথা বলে বেশ্যা মদনসেনা তার পায়ে পড়ল ॥ ১০ ॥

কিন্তু পায়ে পড়লে কী হয়! বিষ্ণুনাগ দাপটে তাকে বলল-দুর্বিনীতা আমাকে স্পর্শ কোরো না। কাঁদুনি গেয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না।'

হায়! হায়! কী দুঃখের কথা! কোকিল কি না পেঁচার পিছনে ছুটছে! আশ্চর্য! মদনসেনা ঐ ধড়িবাজ কদাকার লোকটার পিছনে ঘুরঘুর করছে। আসলে লোকটি (অর্থাৎ বিষ্ণুনাগ) হল মহামাত্যের ছেলে এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। মদনসেনা ওর কাছ থেকে মালকড়ি খিঁচতে চায়, তাই উপেক্ষা করতে পারছে না। বেশ্যারা আসলে পুরুষের কথার দাম দেয়, কথা দিয়ে কাম তৃপ্ত করে। যেখানে স্ত্রী-পুরুষের কামের সম্পর্ক, সেখানে কত রকমের উদ্দেশ্যে যে কাজ করে!

কী বললে ?—

'গণিকারা শব্দের চাতুরীতেই পুরুষকে বশ করে অর্থার্জন করে। সেই অভাগিনী তখন লজ্জায় বক্র দৃষ্টি অবনত করল, তার চোখের জলে অধর ও স্তনমুখ ধুয়ে গেছে। বর্ষায় নবীন মেঘের গর্জনে ব্যাকুল রাজহংসীর মতো মদনসেনাও তখন ভয়ে নিজেই নিজের দেহের সঙ্গে সিঁটিয়ে গেছে ॥ ১১ ॥

আসলে ঘটনাটা তেমন কিছু আশ্চর্য নয়। যা শোনার ছিল, শুনলাম, তাই বলে (মিছেমিছি) পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছি না।'

তারপর—তারপর কী হল ?

কী বললে ?—

'তারপর সেই বারবিলাসিনী মদনসেনা আমাকে ভর্ৎসনা করে বলল--ওহে মূর্খ পণ্ডিত, মুষল দিয়ে ফুলের উপর ঘা দিও না, গাছের ডাল দিয়ে বীণা বাজিও না ; কথার ছুরি দিয়ে ফুলের মতো কচি মেয়েটাকে বধ কোরো না। গণিকার এ কথাতেও বিষ্ণুনাগ তাকে অনাদর করে বিটপ্রধান ভট্টিজীমূতের আবাসে চলে গেল। তারপর বেচারা মদনসেনা তার পদ্মকোমল হাত গালের উপর রেখে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

আমি তাকে উঠিয়ে বললাম, ওগো সুন্দরী, বানর কি উষ্ণীষ পরার যোগ্য ? গর্দভকে দিয়ে জুড়িগাড়ি টানানো যায় ? কান্নাকাটি থামাও। ওই হতচ্ছাড়া লোকটা সবার উপহাসের পাত্র। ওর মাথা তোমার পদাঘাতের যোগ্যও নয়।

মদমত্তা কামিনীরা যে পুরুষকে কেশ-আকর্ষণে পীড়া দেয় না, মেখলার রশি দিয়ে বাঁধে না, কিংবা কানের পদ্ম-অলংকার দিয়ে আঘাত করে না-সে কেমন নাগর ? নারী সব লজ্জা ভুলে ক্রীতদাসীর মতো যে-পুরুষের সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মেতে ওঠে-সেই ভাগ্যবানের সহায় স্বয়ং কামদেব, যৌবন তার কাছে উৎসব ॥ ১২ ॥

একথা বললে সেই বেশ্যা মদনসেনা মুচকি হেসে সকটাক্ষে আমার কথা মেনে নিল এবং আপাদমস্তক ঢেকে শয্যা অলংকৃত করল।

এদিকে আমিও সেই কামুক-প্রবরের কুকার্যের কথা চিন্তা করতে করতে রাজার প্রভাতী নান্দীগীতিতে জেগে উঠলাম ; তারপর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে দুঃস্বপ্নদর্শনের মতো তাকে হটানোর জন্যে ব্রাহ্মণসভায় হাজির হলাম। দেখলাম মুণ্ডিতকেশ কদাচারী সেই বিষ্ণুনাগ আগেই সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের অপমানের কথা আলোচনা করছে।

বিষ্ণুনাগ বলছে হে ত্রিবিদ্যাবিদ পণ্ডিতগণ, আমি বিষ্ণুনাগ, এহেন মহা মহা কর্ম সম্পাদন করি—আর কিনা যাকে বলে বেশ্যা 'আমার মাথায় পদাঘাত করল! আপনারা

আমায় উদ্ধার করুন।

তার কথা শুনে পণ্ডিতদের গাল ফুলে হাসির আভাস দেখা গেল। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে তাকাতে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে বললেন- মশায়, আমরা মনু, যম, বসিষ্ঠ, গৌতম, ভরদ্বাজ, শঙ্খলিখিত, আপস্তম্ব, হারীত, প্রচেতা, দেবল, বৃদ্ধগার্গ্য ইত্যাদি পণ্ডিতদের ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করেছি, কিন্তু এমন মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের কথা তো কিছু জানি না।

ব্রাহ্মণেরা একথা বললে বিষ্ণুনাগ বিষণ্ণমুখে দুহাত ওপরে তুলে বড়ো গলায় বলল— আপনারা মর্তের দেবতা ; আপনারা আমাকে শূদ্র ভেবে ত্যাজ্য করবেন না—কারণ আমি ধার্মিক শুদ্ধাচারী কুলীন ব্রাহ্মণ, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি ; আমি রাজার শাসনাধিকারিক, সমাজের অচ্ছুৎ লোক নই। আমি এখন বিপন্ন, অগতি, আপনাদের শরণাগত, হতভাগ্য আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১৩ ॥

বিষ্ণুনাগ একথা বললে পণ্ডিদের কেউ কেউ একে অন্যকে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে খাটো গলায় বলতে লাগলেন- লোকটা আস্ত বলদ। কেউ কেউ বা হাসতে হাসতে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—পাগল ! একদল মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলেন, আবার অন্যেরা সেই গণিকাকে দুষ্কৃতকারিণী ভেবে আফসোস করতে লাগলেন ॥ ১৪ ॥

এই অবস্থায় পণ্ডিতসভার ব্রাহ্মণেরা যখন বিচার সম্পর্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং বিষ্ণুনাগ নিজের প্রায়শ্চিত্তের বিধান সম্পর্কে এই হাল দেখে চীৎকার করছে, তখন সেখানেই একজনকে পাওয়া গেল। তিনি আচার্য ব্রাহ্মণের পুত্র এবং স্বয়ং আচার্য ; দণ্ডনীতি আন্বীক্ষিকী ও অন্যান্য বিদ্যায় বিচক্ষণ, সমস্ত কলাবিদ্যায় পরম পণ্ডিত ও বাগ্মী, পরিহাসরসিক শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভবস্বামী। শিষ্যপরিবৃত ভবস্বামী ডান হাত তুলে হাস্যোদ্দীপিত কণ্ঠে সভাকে সম্বোধন করে বললেন—ওহে মশায় বিষ্ণুনাগ, ভয় পাবেন না, বিষণ্ণ হবেন না। ' এই ব্যাপারে ধর্মশাস্ত্রের বচন হল—দেশ, জাতি, বংশ, তীর্থ ও কাল অনুসারে প্রচলিত ধর্ম যদি বেদ-বিরোধী না হয়, তবে তা প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য। অতএব আপনি বিটদের আহ্বান করে বিটমুখ্যদের কাছে এর প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান করুন, তারাই আপনাকে ঐ পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

ভবস্বামীর কথায় সভার সকলে তাকে সাধুবাদ দিয়ে আঙুল তুলে নাচতে লাগলেন। বিষ্ণুনাগও অনুগৃহীত হয়ে সভা থেকে বিদায় নিল।

তুমি তাহলে সব বিটদের একত্র ভিড়িয়ে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত। তা বেশ।

'কী বলছ ?'—

'তোমার মতে কারা কারা প্রধান বিট ?'

তাহলে তুমি তো বিট-চূড়ামণি।

কী বললে ?—

'আমিও বিট আখ্যা পেয়ে ধন্য হলাম।'

তাতে সন্দেহ কী ?

শোনো, তুমি তো মহাজন-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সারাটা দিন বাদবিতণ্ডা করে দিনশেষে যেমন তেমন কোনো ইয়ার-বন্ধুর বাড়িতে উদরপূর্তি করে রাত্রিকালটা বারবধূদের নিয়ে ফূর্তি লোট। (দরকার মতো) ছোরাছুরিও চালাও। অথচ তোমার নিজের বাড়িতে খাবার জলটুকু পর্যন্ত নেই, তবু টো টো করে ঘুরছ ॥ ১৫ ॥

তাহলে তোমাকে বিট বলব না কেন ?

কী বললে ?—

'যদি আমাকে বিট আখ্যা দিয়ে অনুগৃহীত কর, তাহলে তুমি সব বিটদের একত্র মেলাতে পারবে।

তাহলে তোমার কাছে বিটের লক্ষণ শুনতে চাই।'

খুব ভালো কথা, শোনো ঃ

যে লোক শত্রু-মিত্র ভেদ না করে সকলকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, বিপদ এলে অস্ত্র-হাতে নিজেই নিজেকে রক্ষা করে, কোনোরকম সম্ঘর্ষ ঘটলে কামুক আর বেশ্যাপল্লীর কর্তারা যার খোঁজ করে এবং প্রার্থী দেখলেই উজাড় করে ধনসম্পদ বিলিয়ে দেয়—তাকেই বিট বলে জানবে ॥ ১৬ ॥

যে-পুরুষ সুন্দরী গণিকার চরণকমলে মাথা নুইয়ে পুজো করে এমন খুশি হয় যেন মাথায় রাজমুকুট পরেছে, লোভীর দল যার টাকাকড়ি নিয়ে দুহাতে কাড়াকাড়ি করে—বেশ্যাপণ্ডিতেরা বলেন তারাই সাচ্চা বিট ॥ ১৭ ॥

কী বললে ?—

'বিটদের লক্ষণ তো বলা হল, এবার তাদের নামধাম বলো।'

শোনো—কামুকপ্রবর শ্রীমান ভানু, লোমশ গুপ্ত, অমাত্য বিষ্ণুদাস, শিবির আর্য-রক্ষিত, দশেরক রুদ্রবর্মা, অবন্তির স্কন্দস্বামী, বৈদ্য হরিশ্চন্দ্র, ঘোষসর্দার ময়ূরদত্ত, বাজনদার স্থাণু, ওস্তাদ উপায়নি, ইন্তকথ পার্বতীয়, সীমান্তরাজা ইন্দ্রবর্মা, আনন্দপুরের রাজপুত্র মখবর্মা, সুরাষ্ট্রের জয়নন্দক, মৌদ্গল্যগোত্রীয় দয়িতবিষ্ণু ও অন্যান্য সব্বাইকে এক সভায় মেলাতে হবে।

কী বললে ?—

'সব ঠিক আছে।'

কিন্তু তুমি কি দয়িতবিষ্ণুকেও বিট বলতে চাও ?

তাতে সন্দেহ কী ?

কী বললে ?—

'ঐ লোকটিই তো রাজার সেনাপতি পারশব কবি।'

সে তো সত্যি কথা।

কী বললে ?—

'এমন কথা বলা উচিত নয়।'

• যে লোক রাজার অনুগ্রহ পেয়েও অতি সংকোচে থাকে, নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, নির্ভাবনায় ঘুম থেকে জাগে, মন্দিরে পুজার্চনা করার ফলে যার পোশাক-পরিচ্ছদ গুগ্গুলের গন্ধে মাখামাখি, যার কপালে আর জানুমূলে চামড়ায় কোঁচ পড়েছে, অধিকন্তু রাজবাড়ি থেকে মন্দির আর মন্দির থেকে রাজবাড়ি করতে করতে যার দিন কাটে এবং দেবকুল ও রাজকুলের সেবায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়—তিনিও বিট' ॥ ১৮-১৯ ॥

খাঁটি কথা। তিনিও বিট।

তার ঐ কর্মটি বিট হওয়ার পক্ষে বাধা বটে, কিন্তু অবন্তি রাজ্যের পূব দেশে বেশ্যাপল্লীর ঝগড়ায় যার হাতের আঙুল কাটা গেল, পদ্মনগরের দুশমনেরা যার জাঙের গোড়ায় তীর বিঁধিয়ে দিয়েছিল, বিদিশায় যন্ত্রচালিত অস্ত্রে যার হাত কাটা গিয়ে মাটিতে

লুটিয়ে পড়েছিল এবং আজ তক যে লোক তুকতাক করার জন্যে বৈদ্য আর ওঝাদের কাছে টাকা ঢালছে—তাকে বিট বলব না কেন? ॥ ২০ ॥

যে লোক বাইজীদের জন্যে টাকা ওড়াচ্ছে, গায়ে-গতরে কমজোরী হয়েও ছিনালিপনার কথাবার্তায় মজা লুটছে—সেই বিটপুঙ্গবদের দলে সবার উপরে তার নাম লিখে দিলাম। ধনীদের টাকার শক্তিতে ভালোবাসা জন্মায়, ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা জন্মায় না ॥২১॥

ঐ লোকটা বিট নয় কেন?

কী বললে?—

'যদি তাই হয়, তাহলে লোকটা বিটচূড়ামণি।'

তাই তো সর্বাগ্রে ওর নাম লেখা হচ্ছে। এবার তুমি যেতে পার। মঙ্গল হোক।

তাহলে এগিয়ে যাই।

(এগিয়ে)

'শহরের বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছি। জায়গাটা জম্বুদ্বীপের সেরা। নামী নামী রত্ন আর অলংকার এখানে জমা আছে। সার্বভৌম রাজা এর শাসনকর্তা। আ-হা-হা, কী সুন্দর এই সার্বভৌম নগর!

সংগীতের আওয়াজ, গৃহবধূদের অলংকার-শিঞ্জন, গৃহপালিত পাখিদের কূজন, বেদপাঠের ধ্বনি, ধনুকের টংকার, কসাইখানায় ছুরির চকাচক শব্দ, পোষমানা সারীদের ডাক এবং অন্দরমহলে ঘরে ঘরে রানীদের কোলাহল—সব মিলিয়ে যেন মনে হচ্ছে শুভ্র অট্টালিকাগুলো একসঙ্গে মিলে কথাবার্তা কইছে ॥ ২২ ॥

আবার কিনা—পাহাড় থেকে, দ্বীপ থেকে, সমুদ্রের তীর থেকে, মরুভূমি পেরিয়ে শয়ে-শয়ে রাজারা এদেশে এসে দিকে দিকে বসতি করলেন। কল্পরাজ্যের মনোহারী কল্পপুরীর মতো এ রাজ্যেও বিধাতার হাতে গড়া অসংখ্য বস্তু একত্র দেখতে পাবেন ॥ ২৩ ॥

শক, যবন, পারসিক, মগধ, কিরাত, কলিঙ্গ, বঙ্গ, মহিষক, চোল, পাণ্ড্য, কেরল—কত সব বিচিত্র দেশের মানুষে ভরপুর এদেশ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আছে ॥ ২৪ ॥

(সম্মুখে দেখে)

আরে পর্দাখোলা সাদা পালকিতে চড়ে খানদানী কেউ বিধবার ঠাট নকল করে এমুখে আসছে।

(চিন্তা করে)

ওঃ বুঝেছি! এক হাতে বেতের ছড়ি আর অন্য হাতে ঝুলি দেখে বোঝা গেল এ'হারামজাদা সেই ছুৎমার্গী বিষ্ণুদাস। লোকটা মামলা-মোকদ্দমার জটিল কাজে নিযুক্ত হয়ে কাজেকম্মে ঠিকঠিক মন দিতে পাচ্ছে না—ঠিক যেমন ধ্যান অভ্যাস করে ফাঁপরে পড়ে নিষ্কর্মা বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই তো বিচারালয়ের কাজ চলাকালে একই আসনে বসে থাকা কেউ ওর হাঁটু নাড়িয়ে জাগিয়ে দেয়। মামলার বাদি-প্রতিবাদীরা পরস্পর আক্রোশ দেখিয়ে চীৎকার করতে থাকলে কেউ এসে মাথা নুইয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওর পা টেনে জানান দেয়। তবু কিনা লোকটা বেওয়ারিশ বাজারী ষাঁড়ের মতো ঘুমিয়ে ঢুলতে থাকে ॥ ২৫ ॥

বিটের পক্ষে এরম্মুখদর্শন মানে কাজ পণ্ড! তাহলেও লোকটা যখন ধর্মের উপদেশ দিচ্ছে, কাছেই যাওয়া যাক।

এবার কাছে যাই। লোকটা দূর থেকে আমাকে দেখে পালকি থামিয়ে নামছে।

বলি ও-মশাই, মাফ করবেন। ভদ্রতা করে এত কষ্ট স্বীকার করে আমার সঙ্গে খাতির দেখানোর দরকার নেই।

কী বলছেন ?–

'কে আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা দেখাচ্ছে ? তবে এটাই ভদ্রতা কিনা তাই করলুম।'

এমন ভদ্রতা যদি যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহলে আপনার অনুরক্ত অনঙ্গসেনাকে সে ভাবে ঠকানো উচিত হয় নি।

কী বললেন ?–

'আমি কি তাকে তার প্রেমের উপযুক্ত মর্যাদা দিই নি ? দেখুন–আমি প্রথমে তার স্তুতি করে মঙ্গল আপ্যায়ন করলাম। সে বসলে যোগশাস্ত্রের (রতিমিলনের) প্রতি আসক্তি জানালাম ; বায়ুবিকারগ্রস্ত চোখ দেখে বললাম, 'আরে ছুঁড়ি, ঘি খেয়ে নে' ॥ ২৬ ॥

তাহলে ওর অভ্যর্থনার বাকী রইল কি ? আহা ! ঢঙওয়ালী বেশ মজার খাতির পেল।

'লোকটা আহুলে ছুঁৎমার্গী বৈষ্ণববাবাজীর মতো হাসির চোটে ভোলাতে চায়।'

মশায়, আমি আপনার চেলা। এত বড়ো প্রয়োজনের সময় ফাঁকা দণ্ডবৎ দিয়ে ঠকানো ? সেটা ঠিক নয়। এবার কেটে পড়ুন।

আমিও চলি।

(সম্মুখে এগিয়ে)

এই তো সার্বভৌম নগরের বাজারে এসে পড়েছি। নানান্ দেশ থেকে আমদানী করা জলজ ও স্থলজ ভালোমন্দ মাল কেনাবেচার জন্যে দোকানগুলোতে স্ত্রী-পুরুষের কী ভীড় !

আস্তানায় ফিরে পাখিরা যেমন কিচিরমিচির করে, আর গোচারণে গোরুরা যেমন গলা ছেড়ে ডাক পাড়ে, এ'বাজারেও তেমনি সমাগত ক্রেতাবিক্রেতারা চিৎকার চেঁচামেচি করছে ॥ ২৭ ॥

লোহার দোকানে নাকী সুরের টং টং আওয়াজ উঠছে, কুঁদে কাঁসার বাসন কাটার শব্দ যেন কুরর পাখির ডাক, শাঁখ কাটা লোহার ছেনি থেকে সাঁই-সাঁই ধ্বনি বেরোচ্ছে। মালপত্র কেনাবেচার জন্যে চারদিকে লোকজন জড়ো হচ্ছে ॥ ২৮ ॥

এখানে দেখছি ফুটফুটে হাসির মতো সুন্দর ফুল বিক্রি হচ্ছে। পানাগারে মাটির ভাঁড় চালাচালির সঙ্গে পানীয় সাবাড় হচ্ছে। মাংসওয়ালা হাতে ঘাস নিয়ে দোকানের খাঁচার পাখিগুলোর দিকে তাকাচ্ছে–কোনোটার ঘাড়ে কোপ পড়বে (ভাবছে) ॥ ২৯ ॥

মাল কেনাবেচার সময় খদ্দেররা দরদস্তুর করছে। তাদের কাঁধে কাঁধে ধাক্কা লাগছে ; দঙ্গল বেধে লোকজন যাতায়াত করছে যেন রাশি রাশি শস্য জমা পড়ছে। জুয়াড়ীরা জুয়াতে টাকা জিতে সাকরেদদের সঙ্গে করে ফুল, পাঁঠা ও মদ নিয়ে বেশ্যালয়ে চলেছে ॥ ৩০ ॥

তাহলে আমিও ভীড়ের ধাক্কাধাক্কিতে দুর্গম বাহারের চৌরাস্তা এড়িয়ে ফুলপট্টীর গলি বরাবর শুঁড়িখানার পূর্ণভদ্র মোড় পেরিয়ে গণিকামহল্লার রাস্তায় উঠব।

ট্যাঁকে মালকড়ি না নিয়ে বেশ্যাপাড়ায় যাওয়া আর বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ দুইই সমান–তাতে অযশ আর অনর্থ বাড়ে। কিন্তু বন্ধুর খোঁজ করতে ওখানেই যাওয়া প্রয়োজন,

কারণ বেশ্যালয়ে বিটদের জমজমাট আড্ডা বসে।'

(সম্মুখে এগিয়ে)

লোকটা কে ?

ওর সঙ্গের লোকজন রোহিতক মৃদঙ্গ, ঝাঁঝ ও বাঁশির বৃন্দবাদ্যের তালে তালে যৌধেয় অঞ্চলের চটকদার লোকগীতি গাইছে। ওর এক কানে 'কুরণ্টক শেখর' কুণ্ডল, ডান কাঁধের প্রান্তে ঝোলানো লম্বা ফিনফিনে চাদরের প্রান্ত দোল খাচ্ছে ; চাদর নীচে খসে পড়ছে, তাই বারবার সেটি যথাস্থানে সরিয়ে নিচ্ছে ; বাঁ হাতে মদের পাত্র তুলে ধরে নাচছে আর শুঁড়িখানাকে হাসাচ্ছে।

(নিপুণভাবে দেখে)

ওঃ ! বুঝেছি। লোকটা হল বাহ্লীকপুত্র বাষ্প।

পোষা মুরগীর মতো বেশ্যাপাড়ায় ঘুরঘুর করছে আর এখানের সব বিট-পামরেরা ওকে নিয়ে মস্করা করছে। সত্যি বলতে কি একদিনও দেখলাম না যে লোকটা মদ গিলে বেসামাল না হয়ে সুস্থ আছে ! অথচ কোনো দিন হাতে একটা পয়সাও জোটে না !

তাহলে এসব জোটে কোত্থেকে ?

(চিন্তা করে)

হুঁ ! বুঝেছি। বেটা বদমাস ! বেহায়া ! সবার সঙ্গে ভালোমানুষি করে (সুযোগ পেলেই) চুষে খায়।

মাতালরা যখন একজোটে আড্ডা দিয়ে মদ গেলে, বাষ্প তখন তাদের কাছে (কোনো উপায়ে) একটু চাট আদায় করে নট-নটী ও সহিসদের দলে ভিড়ে যায় ॥ ৩১ ॥

বারে ! একটু মদ যোগাড় করার জন্যে কত কৌশল ! অতএব ওঁর সঙ্গে আলাপ করে দরকার নেই। এখান থেকে ফেরা দরকার।

(এগিয়ে গিয়ে)

এই তো ! আর এক পোড়ো বাগানে বিটদের অস্থায়ী আড্ডার জায়গা। ঐ তো বেশ্যা বুড়ী সর্ণাগুপ্তা কামদেবের মন্দিরে ঠাকুরের কাছে মানত সেরে মকরযষ্টি প্রদক্ষিণ করছে। লম্বা লম্বা কাশফুলের মতো ফুটফুটে সাদা চুলের খোঁপা কাঁধের উপর এলো-মেলো হয়ে পড়ছে, তাই সামলে নিচ্ছে ; পরনে ফিটফাট কাচা কাপড় ; কাঁধ থেকে খসে পড়া ওড়না সামাল দিচ্ছে ; দেবতার নৈবেদ্যের ওপর কাকের দল নাচন্ত ময়ূরের মতো ঘুরঘুর করছে। বুড়ী আড়চোখে তাই দেখছে। কথাটা মিথ্যে নয়। যৌবনকালে এরই যে খুব ঠাটবাট ছিল, তা বুড়ো বয়সের রং-ঢং থেকে জানান দিচ্ছে।

তাই দেখছি—চুসকে যাওয়া দুই স্তনে নখের আঁচড়ের সাদা সাদা দাগ ; দুই ঠোঁট চোষনের ফলে ঢিলাঢিলে হয়ে গেছে, মাঝখানে গড়ুল ; পূর্বের অভ্যাসমতো আড়চোখের চাউনি যৌবনে পুরুষ আকর্ষণের উদাহরণ দিচ্ছে। বার্ধক্য জোর করে ওর রূপ ছিনিয়ে কিন্তু বিলাস-বিভ্রম কেড়ে নিতে পারে নি ॥ ৩২ ॥

সুতরাং ওর সঙ্গে দুচার কথা না বলে পার পাওয়া যাবে না। ও নাকি বলে আমার প্রিয়বন্ধু খোলবাজনদার স্থাণুমিত্র ওর পেয়ারের লোক। বোঝাতে চায় যে 'ক্রৌঞ্চ-রসায়ন' খাওয়াটা সার্থক হয়েছে।

আচ্ছা কীভাবে ওর সামনে যাই ?

(চিন্তা করে)

হুঁ ! বুঝেছি। আজ থেকে তিনদিন আগে বেচারা স্থাণুমিত্র ওর চুমু খেতে গিয়েছিল ; মাত্রা বেশি হয়েছিল, তাই বীভৎস কাণ্ডটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ধ্যুৎ ! প্রেমের নিকুচি করেছে !

স্থাণুমিত্র যখন ওর চুমু খাচ্ছিল, তখন বেশ্যা সরণিগুপ্তার একটা দাঁত গোড়াসমেত উপড়ে গিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে গেল। দাঁতটা যেই না জিভে এসে লাগা, খ্যাক্ করে থুথু ফেলল ॥ ৩৩ ॥

তাই সত্যিই যদি বেশ্যাদের আখড়ায় ঢুকতে হয়, তাহলে এমন তীর্থস্থানে না গেলে আখেরে লোকসান। হয়তো বা স্থাণুমিত্রের মুখে ওর দাঁত উপড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। সুতরাং ওর মুখোমুখি হলে লজ্জায় পড়বে। সব দিক থেকে ওকে পেন্নাম। এবার অন্য দিকে যাওয়া যাক।

(সম্মুখে এগিয়ে)

এই তো গণিকাপল্লীতে পৌঁছে গেছি। বা ! বেশ্যাপাড়ার কী বাহার ! সমান সমান দূরত্বে তৈরি উঁচু উঁচু প্রাচীর, চতুর্দিক দেওয়াল-ঘেরা, ওপর তলার চূড়ায় পায়রার আবাস (কপোতালী) সম্মুখে দরজায় সিংহকর্ণ ও গোপানসী অলংকার, ছাদের ওপর উন্মুক্ত মণ্ডপ, বহিরবলোকনের জন্যে ঘুলঘুলি, পাখিদের থাকার বিটংক। প্রত্যেক অট্টালিকায় পৃথক পৃথক মহল, জলপূর্ণ দর্শনীয় পরিখায় সাজানো, বাঁশের তৈরি ফাঁপা নলের সাহায্যে ধুলো ঝাড়ার ব্যবস্থা চতুর্দিকে ছোটো-বড়ো আকারের রেখাচিত্র ও নকসার অলংকরণ, দরজার মাথায় খিলান, জালির নকশাকাটা জানালা ; ভিতরের ফাঁকা জায়গা গুলি একটি, দুটি বা তিনটি করে গাছ দিয়ে সাজানো ; অন্দরমহলের বাগানে টুকরো টুকরো জমিতে ছোটো ছোটো গাছ, শাক-সবজি আর ফলের গাছ এবং মালা তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় ফুলগাছের সারি ; বাঃ ! কেমন ছিমছাম সুন্দর সুসজ্জিত ; পুকুরের জল শ্বেত পদ্মের শোভায় রমণীয় ; পুষ্করিণী ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো পাহাড়টিলা, ভুঁই-ঘর, লতা-ঘর ও ছবি-ঘর বেশ চাকচিক্য এনেছে : দামী দামী মোতি, পলা ও কিংকিণীর জাল পরিপুস্কর অলংকরণের ছাঁদ তৈরি করেছে ; সৌভাগ্যের বৈজয়ন্তী পতাকা উড়ছে ; নামজাদা বাইজীদের অট্টালিকাগুলোর জৌলুস অন্যান্যগুলোর চেয়ে ঢের বেশি ; উঁচু উঁচু বিশাল দালানবাড়িগুলো যেন মাটি থেকে উঠে আকাশ অবধি পৌঁছেছে।

বাইরে জুড়িগাড়ি দাঁড়িয়ে, আবন্তিকরা অপেক্ষা করছে ; আঁটোসাঁটো কুর্তা পরে কিরাতেরা গাড়ি পাহারা দিচ্ছে ; কম্বোজ দেশের খানদানি ঘোড়া আর হাতি গাড়িতে জোড়া, গাড়োয়ানরা ঘুমের আলস্যে ঢুলছে, বোঝা যায় সওয়ারীরা অন্দরে ঢুকেছে' ॥৩৪॥

'এখানে দেখছি যারাই একজনাকে চোখের জলে কাঁদিয়ে বিদায় করছে তারাই দরাজহৃদয়ে অন্যজনাকে সাদরে ঘরে ঠাঁই দিচ্ছে। আসলে ধনবান নাগরেরাই বেশ্যাদের কদর পায় ; কিন্তু যখন নিখরচে নাগর এসে হাজির হয়, তখন কুটনীদের ধাঁতানি আর গালমন্দ খায়' ॥ ৩৫ ॥

(সম্মুখে এগিয়ে)

ওই গণিকা তার চটন্ত নাগরকে অনুনয়-বিনয় করছে, আবার কেউ নাগরের খোশামুদে ডগমগ, ওদিকে অন্যজনা সপ্ততন্ত্রী বীণায় নখের আঁচড় টেনে কাকলীর মতো পঞ্চমে ঝঙ্কার তুলে উৎকণ্ঠাভরে মনমজানো গানের ছলে কাঁদছে ॥ ৩৬ ॥

জনৈকা বারবধূর সম্মুখে আয়না, নাগর তাকে সাজিয়ে দিচ্ছে ; অন্যজনা নাগরের

টেরি কেটে দিচ্ছে ; কেউ পোষা ময়না বা সারীকে বুলি শেখাচ্ছে, আর কেউ আমের মুকুল দিয়ে পোষা ময়ূরকে খেপিয়ে দিয়ে নাচাচ্ছে ॥ ৩৭ ॥

এই মেয়েটি কন্দুক খেলছে—ফিনফিনে কোমর ঈষৎ দুলছে ; ওই মেয়েটি নাগরের সঙ্গে পাশা খেলছে ; মাঝবয়সী একজনা খেলাচ্ছলে মজার গল্প লিখে নিজেই পড়ছে ॥ ৩৮ ॥

কত রকমের আলাপ-পরিচয় হচ্ছে ঃ 'না-না, এত ভালোমানুষি কেন ? সুন্দরী, বোসো ; বহুদিন পর দেখা সাক্ষাৎ ! কী বলছ ?' 'আজ ওকে তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত, ওই তো আমাকে বোকা বানিয়েছে, ঠকিয়েছে।' 'এভাবে তোমার মান ভাঙান উচিত।' আমাদের মতো তোমারও মঙ্গল হোক ॥ ৩৯ ॥

এখন চলি !

(সম্মুখে এগিয়ে)

এই তো, আর এক বন্ধুমহল্লায় এসে গেলাম। ইনি হচ্ছেন বাহ্লিকবাসী কাঙ্কায়ন-গোত্রীয় বৈদ্য ঈশানচন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। চাঁদের আলোয় ফুটন্ত শালুকে সাজানো পুকুরের মতো ইনিও বেশ্যাপল্লীকে উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। এদিকেই এগিয়ে আসছেন। এখানে কী প্রয়োজন থাকতে পারে ?

(চিন্তা করে)

আচ্ছা বুঝেছি।

লোকটা তার অতীতের পিয়ারী যশোমতীর বোন প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকার সঙ্গে মজতে চায়। গোপন রহস্যটা আমার কাছে ঢাকতে চাইছে। তাহলে তো ওকে না জানিয়ে এখান থেকে কেটে পড়া যাবে না। আচ্ছা ওর কাছেই যাওয়া যাক।

(সম্মুখে এগিয়ে)

ওহে গণিকাপল্লীরূপ পদ্মবনের একমাত্র চক্রবাক ! কোন্ দেশ থেকে আগমন ?

কী বললে ?—

'তোমার সেই প্রেমিকা যশোমতীর বোন প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকাকে ওষুধ দিয়ে ফিরছি। ওই সুরত-ভিখারিণীর আগুনের মতো রতিলালসা রোগেও কমেনি। ওর জন্যে জুতসই দাওয়াই বাতলে দিয়েছে ?'

কী বললে ?—

'হাসি-ঠাট্টা রাখো। তার অসহ্য শিরঃপীড়া।'

বন্ধু, খবরটা কি সত্যি ?

কী বললে ?—

'ব্যাপার যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। অসুখ সারাতে বেগ পেতে হবে।'

তা হবে। বেশ্যাদের শিরঃপীড়া হাজার রোগের ফিরিস্তি।

আচ্ছা ! ভেবে দেখো তো বারবধূরা ললাটে ক্ষতচিহ্নের মতো লাল চন্দনের চিহ্ন ধারণ করে, ফুল ও পাতাসহ পদ্মের ডাঁটা নিয়ে খেলা করে, লীলাচ্ছলে অপাঙ্গদৃষ্টিতে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। বিরক্তা বা অনুরক্তা গণিকা স্বয়ং অসুখের কথা এভাবেই জানায় ॥৪০॥

কী বললে ?—

'বড় কঠিন ব্যাপার নিয়েও তুমি মস্করা করছ ? আমি তাকে ওষুধ দিয়েই ফিরছি।'

তা ঠিক। নিঃসন্দেহে বলতে পারি—তার সোনার বালাপরা কিশলয়ের মতো কচি

নখর হাতখানি বিছানায় ছটফট করছে, পা দিয়ে ফরাস ওলট-পালট করছে, রশনার সঙ্গে কোমরের কাপড় নাভির নীচে খসে পড়েছে, একহাতে সেটি সামলে ধরেছে, তোমার কেশ আকর্ষণ করায় তার চোখদুটি ডাগর ডাগর—এভাবে সে তোমার অধরপান-ওষুধ খেল আর তুমিও তাকে খাওয়ালে ॥ ৪১ ॥

কী বললে ?–

'এমন ওষুধপান করানো তো বন্ধুবরের কাজ।'

ওহে ডাকাত, এমন গোপন রহস্যের কথা যদি আমার কাছেও না প্রকাশ কর……।

যাহোক, আজ বিটশিরোমণি জীমূত ভট্টের ঘরে কোনো এক বিশেষ প্রয়োজনে সব বিট মিলিত হচ্ছে। সুতরাং বন্ধুবর, তোমাকেও সেখানে যথাসময়ে আসতে হবে।

কী বললে ?–

'বিটেরা সকলে জানে যে বিষ্ণুনাগের প্রায়শ্চিত্ত নির্ধারণের জন্যে আজ অপরাহ্নে ওখানে সভা বসছে। তুমিও তাহলে এসো। আমি বিদায় নিই।'

সেই ভালো। তোমার মঙ্গল হোক। আমিও চলি।

(সম্মুখে এগিয়ে)

বিটেরা সবাই সংবাদ পেয়ে গেছে! তাহলে তো আমারই পরিশ্রম লাঘব হল। বাকি সময়টা বারবধূ আর বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতে হবে।

আরে! পাটলিপুত্রের পুষ্পদাসীর ফটক খুলে দিচ্ছে কে ওই লোকটা? হূণ না হয়েও হূণদের মতো সাজগোজ, আর পুজোর বাহারী ঘোড়ার মতো ঝলমল করছে।

ও! বুঝেছি। এ হল রাজসেনাপতি সেনকের পুত্র ভট্টি মঘবর্মা—যিনি সৌরাষ্ট্র-বিজয়ের সময় শ্বেত কাঠের কুণ্ডল পরে সফেদ গালওয়ালা লাটদেশী গুণ্ডাদের গ্রেফতার করেছিলেন এবং তারা ওঁর সামনে হাত জোড় করে অভিযোগ করেছিল, 'আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তবু বারবার আমাদের অভিযুক্ত করা হচ্ছে।' তাহলে ওর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে পার পাওয়া যাবে না। যদি এড়িয়ে যাই, তাহলে ওর ওপর যে আমার ভালোবাসা নেই, তা ধরা পড়ে যাবে। এবার ওর কাছাকাছি যাই।

(সম্মুখে এগিয়ে)

ওহে, বন্ধুর মহল্লায় কে আছ ?

ভট্টি মঘবর্মা আমায় ডাকছেন ?

কী বলছেন ?–

'বন্ধুর ফটকে নতুন দারোয়ানকে কাজে দেখে ভাবছেন যে আমি আগের মতোই রাজা আছি। একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

বন্ধু, আপনার অপেক্ষায় রইলাম।

(দেখে) এদিকে, এদিকে আসুন।

এই তো! চরে নামা ষাঁড় যেমন বালিমাটির উপর জোর কদমে হেঁটে আসে, উনিও তেমনি জোরকদমে অন্দরমহলকে অলংকৃত করে এদিকেই আসছেন! চটকদারী আদবকায়দা বেশ রপ্ত আছে। আসল কথা বেশ্যাপল্লীই হল বাবুয়ানির জায়গা।

অধিকন্তু—উনি যখন দু হাত দুলিয়ে বাহারী কাঁধ উঁচিয়ে চওড়া বুক ফুলিয়ে বিলাস-ভঙ্গিতে বক্রদৃষ্টি ফেলে রাজার অন্দর মহলে যান, মনে হয় যেন বীণা ও মৃদঙ্গ ছাড়া ভাণ অভিনয় হচ্ছে ॥ ৪২ ॥

তাহলে আলাপ করা যাক।

ভাট্টি মঘবর্মা, বহুদিন যাবৎ এখানে মৌজ করতে করতে (আপনার অনুপাস্থিতির কারণে) বন্ধু-বান্ধবদের এমন উৎকণ্ঠায় ফেলেছেন কেন ? মুহূর্তের জন্যেও আপনার দর্শন দিয়ে অনুগ্রহ করলে ভালো হয়।

ওর ডান কাঁধে পরিপাটী উত্তরীয়। দিব্যি হাসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে জোড়হাতে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

লোকটা নিজেই আমাকে বলল যে পুষ্পদাসী আজ ঋতুমতী। আচ্ছা, তাহলে ওর সঙ্গ উপভোগ করল কেমন করে ?

(চিন্তা করে)

লাটদেশের এই হারামজাদাগুলো একেবারে পিশাচ।

কেন বলছি ?

লাটের লোকেরা লোকজনের ভীড়েই ন্যাংটো হয়ে স্নান করে, তেমনি ভাবেই কাপড় ছাড়ে, ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরে, লম্বা উস্কোখুস্কো চুল রাখে, নোংরা পা না ধুয়েই বিছানায় উঠে পড়ে, পথেঘাটে চলতে-ফিরতে যা পায় তাই খায়, অন্যের দুর্বল স্থানে আঘাত করে নিজেকে লাট বলে জাহির করে ॥ ৪৩ ॥

যেমন দেশে বাস তেমন কাজ। কিন্তু এ কাজটা তো ঠিক হল না। ফলের কথা চিন্তা না করে তুমি পুষ্পবতী লতার পুষ্প বধ করলে।

কী বলছ ?–

'কী করে বুঝলে এমন কাজ করেছি ?'

রজোলিপ্ত উত্তরীয়খানা একবার লক্ষ্য করো ॥ ৪৪ ॥

কী বললে ?–

'আমার মনে হয় বিছানায় পানের পিক পড়েছিল, তার দাগ লেগে এমন হাল।'

বাজে কথা বলবে না। তোমার কপালে মুক্তাফলের মতো বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। তা কী জানান দিচ্ছে ?

লোকটা পাশ ফিরে সজোরে হাসছে। ইতর ! জঘন্য কামুক !

তুমি পুষ্পদাসীর ছিনালিতে ধরা দিলে ?

কী বলছ ?–

'ছিনালিতে ধরা পড়ব কেন ! ও আমাকে ভালোবাসে। শোনো–

চুল টানটান করে বাঁধায় কপালটি বেশ প্রশস্ত, আঁটোসাঁটো বসনে নিতম্বের ভার বেশ মনোহারী, গহনাগাটি খুলে ফেলায় সারা গা খোলামেলা–এমন পুষ্পবতী লতাকে কি ত্যাগ করা যায় ? ॥ ৪৫ ॥

আরও শোনার আছে–তার দুচোখের দৃষ্টি আবর্তিত হচ্ছিল, দেহে নখক্ষতের চিহ্ন আমার চোখে পড়ছে ; মুখখানি ঈষৎ অবনত করে অন্দরে ছায়ায় বসেছিল। হঠাৎ দুহাতে কম্পিত বুক চেপে ধরে ভিতরের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল ॥ ৪৬ ॥

আমিও দ্রুতপায়ে তার ঘরে গেলাম, তার সেই বিলাসিনীর কেশ সজোরে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নিলাম। তার দুই চোখ তখন আরও ডাগর ডাগর, দুই স্তন পিণ্ট হল। গণিকা আমায় বলতে লাগল–এ তোমার কী হল, না–না–আর নয়। অমনি সহসা আমি তাকে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিলাম।' ৪৭ ॥

বাঃ ! প্রথম মিলন বেশ মজাদার হয়েছিল। আচ্ছা, ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক !

তারপর ? তার পর ?

কী বললে ?–

'বন্ধু, তার জঘনের কাঞ্চী খুলে পড়েছে, তাই নিতম্ব উন্মুক্ত। আমায় কাছে পেয়ে সে লজ্জায় দুহাতে আমার চোখ চাপা দিল' ॥ ৪৮ ॥

ধুচ্ছাই ! ধিক্ তোমাকে ! ভদ্রলোকের কাছে তুমি একেবারে জঘন্য।

কী বললে ?–

'ভদ্রলোকেরা বদনাম দিলে আমি ধন্য হই। মহাভারতের কথা শোন নি–ওহে পার্থ, যে মানুষের বিশেষ শত্রু নেই, যার জন্যে লোককে উদ্বেগ পোহাতে হয় না, লোকে দল বেঁধে যার নিন্দা রটিয়ে বেড়ায় না–তেমন ব্যক্তি মানুষই নয়, একেবারে অধম।' ৪৯ ॥

বাব্বা ! এ হল তোমার নকশাবাজি। তাতে আমি সর্বদা খুব খুশি, এখন আশীর্বাদ করছি–তুমি বিটচূড়ামণি হও।

কী বললে ?–

'আমি সব জানি।'

শোনো–সকাল হয়েছে দেখে সেই গণিকা ঘুমন্ত তোমার পিঠে হাতের ভর রেখে নির্লজ্জভাবে নগ্ন ঊরু দিয়ে একপাশে উঠে পড়ল, তারপর সজোরে চুল টেনে ধরে সুন্দর মুখখানি তার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তোমার ঠোঁটে চুমু খেল আর তোমাকে দিয়ে চুমু খাওয়ালো ॥ ৫০ ॥

'ধন্য–ধন্য আমি' বলতে বলতে লোকটা বিদায় নিয়েছে। ভগবান, তোমায় নমস্কার। এখন চলি।'

তাই তো ! ইনি কে ? যেন সুন্দরী অপ্সরা সাজগোজ করে বিমানে চড়েছেন ! দিব্যি ফিটফাট হয়ে অন্দরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি হলেন বারাণসীর খ্যাতনামা গণিকা পরাক্রমিকা। পিচ্ছোল বাঁশি নিয়ে আনন্দে খেলায় মত্ত। ওর রূপ-লাবণ্য আর বিলাস দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় ! কী আশ্চর্য !

পরাক্রমিকা যেন বেশবল্লরীর চঞ্চল কিশলয়–সোনার কাঁচুলি-হার দিয়ে স্তনের আবরণ, সূক্ষ্ম বসনে উন্মুক্ত নিতম্ব ফুটে উঠেছে ; হেলে-দুলে চলতে চলতে কত কামুকের হৃদয় দুলিয়ে দিয়ে যায় ॥ ৫১ ॥

আবার দেখো–একদিকের কানপাশা দুলতে দুলতে গালের উপর এসে পড়ছে, তার মণির ছটায় মুখখানি মাখামাখি ; দুই ঠোঁটে চেপে ধরা পিচ্ছোলা বাঁশি বহুদিনের অভ্যাসে রপ্ত হয়ে তালুর নীচ দিয়ে ফুৎকারে হি-হি শ্বাসে মধুর শব্দে বাজিয়ে চলেছে ; পোষা ময়ূরটি সেই শব্দকে গন্তুক সাপের আওয়াজ ভেবে ঘাড় ঘুরিয়ে চক্কর দিচ্ছে ॥৫২॥

ইন্দ্রস্বামীর নর্মসখা হিরণ্যগর্ভক ওর ঘর থেকে হড়বড় করতে করতে বেরিয়ে আসছে ? এতে আর আশ্চর্য কী ? ইন্দ্রস্বামী আর হিরণ্যগর্ভক দুজনার মোলাকাৎ হল বেশ্যালয়ে–শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। ঐ তো হাত জোড় করে আমার দিকে আসছে।

ওহে হতচ্ছাড়া হিরণ্যগর্ভক, তুমি কি বিদেশী পিশাচগুলোকে জুটিয়ে মন্দিরের-মতো-পবিত্র বেশ্যাপল্লীকে ধ্বংস করতে চাও ?

কী বললে ?–

'আমার বাবুটি বিদেশী বাইজীকে নিয়ে মজা লুটতে চান, তাই আগ বাড়িয়ে একাজে

আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছেন। মাগী আগে পাঁচশ মোহর গুণে নেয়; এখন নগদ হাজার মোহর বায়না দিয়ে খোশামোদ করছি, তবু ঘাটে ভেড়াতে পারলুম না। মশায়, আপনি একটু তাগাদা দিয়ে ওকে বাবুর কাছে ভিড়িয়ে দিতে পারেন তো ভালো হয়।'

তুমি বড্ড ভালোমানুষ। আরে, লাখ লাখ টাকা দিয়েও কারো প্রাণ মেলে না।

কী বললে ?—

'আমাদের হাতে ওর প্রাণসংশয়ের আশংকা করছেন ?'

সবার জানাজানি হয়ে গেছে যে ভর্তৃস্বামীর সেবিকা কুটংগদাসীর সঙ্গে তোমার বাবু ঢলাঢলি করেছিলেন, তাই তার প্রাণ যায়-যায় হয়েছিল।

কী বলছ ? -

'কথাটা মিথ্যা হলে আমাকে দেবতার কাছে বলি দেবেন।'

'ওহে, মিথ্যা কথাও দরকারে বলতে হয়। আমার মালিকের কাছে ও-কথা বলবেন না যেন।'

'কী বলছ ?'

'এ যে বাবুর পুরনো অভ্যেস ?'

অতএব তার অন্যথা হবে না। বেশ্যারা ইন্দ্রবর্মাকে ভয় পায়—কথাটা ঠিক নয়।

আচ্ছা, ভেবে দেখো তো—সাহিত্য, গান্ধর্ববিদ্যা ও নৃত্যশাস্ত্রে যিনি বেশ পটু, যিনি খুব দেনেওয়ালা উদার মানুষ সেই দক্ষিণদেশী কোঙ্কণের রাজামহারাজাকে কোন্ গণিকা না চায়! বারবধূরা তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করে তার দিলদরিয়া মেজাজের জন্যে ॥ ৫৩ ॥

(মহাভারতের যুদ্ধে হাতির রণকৌশলে দক্ষ) ভগদত্তের মতো এই ইন্দ্রদত্ত বেশ্যাদের বাড়ি বাড়ি হাতির বাচ্চা নাচিয়ে বেড়ায়। হরিণ যেমন বাঘকে দেখে, তেমনি গণিকারা বুকের উপর করপদ্ম রেখে ওকে দেখতে থাকে ॥ ৫৪ ॥

তাছাড়া এই বাইজী আমাদের নামজাদা বাবুর শালা এই বেজাত কৌশিক সিংহবর্মাকে নিজের পেয়ারের বাবু বানিয়ে অন্য সব নাগরদের কলা দেখিয়ে কী লজ্জাই না দিয়েছে!

কী বলছ ?—

'লোকটা বড্ড কামুক। তাই গণিকারা ওকে গ্রাহ্য করতে চায় না।'

আসলে তোমাদের দেশের রীতিই হল চুটিয়ে ভোগ করে নাও।

'কী বললে ?'

'আমাদের না অন্য দেশের রেওয়াজ—তা জানি না। স্পষ্ট করে বলুন।'

এতই ভক্তিমান যদি, তাহলে বলব না কেন ?

শোনো—এই কাকলী রতিক্রীড়ায় বুনো হাতি যেমন অংকুশের আঘাতে ঘায়েল হয়, ষাঁড় যেমন বকনার উপর চড়াও হয়—তেমনিভাবে পুরুষ বিবস্ত্রা নারীতে উপগত হয়। তখন কানের কাছে নখের আঁচড় লাগে, আর নারীর নিতম্বের অলংকার খুলে পড়ে ॥৫৫॥

কী বলছ ?—

'আমি মালিকের কাছে এই সুসংবাদ উপহার দিতে চাই।'

যদি তাই চাও, তাহলে তোমার মালিক ইন্দ্রস্বামীকে জানাও—দন্তক্ষতে অলংকৃতা নায়িকা যখন নাগরের প্রদত্ত ফুলের মালা কোমরবন্ধ করে পরে তখন অন্য নাগর এসে তাকে আদর আপ্যায়ন করে হাজার-হাজার টাকা ঢাললেও নিজের জঘন উন্মুক্ত করবে না ॥ ৫৬ ॥

আপনার মঙ্গল হোক। আমি বিদায় নিচ্ছি।

(সম্মুখে এগিয়ে)

আরে! এই লোকটা কে? বেশ্যা শ্যামাদাসীর আখড়া থেকে বেরিয়ে বদমাশের দলবল সঙ্গে নিয়ে বেশ্যাপাড়া জমিয়ে তুলেছে।

(নিরীক্ষণ করে)

উনি হলে ভদ্রায়ুধ—উত্তর দেশ, বাহ্লীক ও মলদের রাজা—বিট-কামুকদের মিলনতীর্থ।

লোকটার টেরিকাটা চুল, দুই কানে 'শ্বেতকলস' কুণ্ডল। ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে ভজভজ করে কথা বলছে—একেবারে গুজরাটীদের নকল ॥ ৫৭ ॥

লাটদেশের লোকেদের ওপর ওর এত উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণ কী?

ঐ দেশের পুরুষেরা দুই কাঁধের উপর দিয়ে পরিপাটী চাদর জড়িয়ে কোমরের কাপড়ের সঙ্গে রশিদ গাঁট বেধে কুঁজো হয়ে হয়ে লটপট করে হাটতে থাকে, কারো মুখোমুখি হলে সামনে এগিয়ে এসে শ-শ করে তাকে অভ্যর্থনা জানায় ॥ ৫৮ ॥

এরাই আবার বুকের উপর কপোতমুদ্রায় দুখানি হাত রাখে; য-স্থানে সোচ্চারে জ-কার উচ্চারণ করে, সমান সমান দুটি বস্ত্রখণ্ড কোমরে শক্ত করে বাঁধা, এমন ভঙ্গিতে হাঁটে, মনে হয় যেন কাদার উপর আঙুল ছুঁইয়ে কোনোমতে পথ চলেছে ॥ ৫৯ ॥

স্বয়ং পিশাচ না হলে কেউ ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে পারে না। আর তা না হলে ঐ লোকটা কিনা স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে মজা লুটতে আসে!

অপরান্ত, শক ও মালব দেশের রাজাদের মাথায় পা তুলে যথেচ্ছ বিহার করে এই ব্যক্তিটি যথাকালে আপন মাতৃভূমি আর মা-গঙ্গার দেশে প্রবেশ করে মগধের রাজকুল লক্ষ্মীকে আবিষ্কার করে ॥ ৬০ ॥

অধিকন্তু মহাসাগরের বেলাভূমির মৃদু বায়ুতে আকুলকুন্তলা অপরান্তবাসী নারীরা সমুদ্রতীরে হিন্তালকুঞ্জের লতা আঁকড়ে ধরে উৎকণ্ঠাভরে ওর বিজয়চরিত গান করেছিল ॥ ৬১ ॥

কী গান গেয়েছিল?—মনুষ্যত্ব আর অস্ত্রবিদ্যা এ দুয়ের বিচারে অতুলন আমাদের রাজা। তাঁর সাফল্যের কথা শুনে যারা হিংসা করবে, তারা শুয়োরমাংস খাক। ৬২ ॥

(সম্মুখে এগিয়ে)

সামনে দেখছি একজন লোক কামদেবের মন্দিরে বৈজয়ন্তী পতাকা আঁকছে। দেখো—এ হল মস্ত ধড়িবাজ বদমায়েসের কাজ; এই বজ্জাতগুলোর সঙ্গে বাঁদরের কোনো পার্থক্য নেই। ঐ যে ছবি আঁকা হচ্ছে, তার মধ্যে কোন্ বস্তুটি ওদের পছন্দমতো?

এরা তৈরি ছবির ওপর রঙের পোঁচ টেনে ছবিটা নষ্ট করে, ঘরের মধ্যে এঁটোকাটা ময়লার স্তূপ করে রাখে; লোহার ধারাল পাত দিয়ে মেঝেগুলো অকেজো করে ॥ ৬৩ ॥

লোকটা কী ছবি আঁকছে?

(নিরীক্ষণ করে)

এক উদাসীনের চিত্র। নামটা বেশ লাগসই হয়েছে। কথায় বলে অর্থ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। তাই এ ব্যক্তিও আমার বান্ধবীর প্রতি উদাসীন। এদিকে বান্ধবীটি বেশ্যাপল্লীর ভিতর সন্ন্যাসিনীর ব্রত পালন করে কষ্ট পাচ্ছে। অভাগিনী বেচারা!

তার ত্রিবলীতে বঙ্কিম রোমরাজি প্রকট হয়ে রয়েছে। তিনটি বস্তু সে ধারণ করেছে—চোখের পাতার ডগায় ফোঁটা ফোঁটা জল, মুখখানি যে হাতের উপর ন্যস্ত, চোখের জলে

ধোয়া তার বালা এবং সেই সঙ্গে তার মনের গভীর বেদনা ॥ ৬৪ ॥

তাহলে লোকটিকে তিরস্কার করা উচিত।

ওহে উদাসীন ভাগবত, করুণাময় ভগবানের মৈত্রী নিয়ে আছ, তাই মুদ্রিতা (রতিমুদ্রানিপুণা) নারীর উপর এমন উদাস ভাব দেখানো তোমার সাজে !

কী বলছ ?–

'তোমার কটূক্তির ইঙ্গিত ঠিক বুঝেছি। এখন আমি উপাসক বনেছি ; তথাগত বলেছেন যে এটাই আসল সংসার ধর্ম।'

ওহে এমন কথা বলছ কেন ? ভগবান তথাগতের বচন কিনা সেই বাইজীর বেলায় খাটছে ? অন্য কোথাও নয় ?

কী বললে ?–

'তুমি কখন কোন্ ব্যাপার দেখলে যে ভগবান বুদ্ধের বচন আমার কাজে কর্মে জুতসই লাগছে না ?'

তুমি কি এই প্রতিজ্ঞা করেছ ?

কী বললে ?–

'ঠিক তাই।'

ওহে ভালোমানুষ, শোনো—পরিশ্রমের ফলে যে হরিণের জিভ বেরিয়ে পড়েছে, বুকে কঠিন বাণ বিদ্ধ হয়ে আছে, সেই হরিণ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে, তখন তাকে দেখে তুমি ওর কষ্টের কথা চিন্তা করলে না—অথচ কঠোর তপস্যার ফলে লোলজিহ্ব, সর্বজীবের দুঃখসায়কে বিদ্ধপ্রাণ, ধ্যানমুদ্রায় উন্নতমুখ তথাগত বুদ্ধকে স্মরণ করছ ? ॥ ৬৫ ॥

ও কী ! হো-হো করে হাসছ ?

কী বললে ?–

ভগবান বুদ্ধের উপদেশ সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত নয়। শাস্ত্রের প্রবৃত্তি এক প্রকার, মানুষের প্রকৃতি আর এক প্রকার : আমরা তো বীতরাগ মুনি-ঋষি নই।'

যদি তাই হয়, তাহলে তোমার সেই বিরহিণী রাধাকে দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করো।

কী বলছ ?–

'বন্ধুবর, যথা আজ্ঞা। নমস্কার।'

তোমার কপালে মোক্ষবস্তুটি দুর্লভ। যাহোক, আমার আশীর্বাদ নাও ঃ

প্রবাস থেকে ফিরে উৎকণ্ঠিতা আনতা প্রিয়াকে কোলে বসিও ; সে যখন কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকবে, তখন বারবার তাকে সান্ত্বনা দিও। মোষের শিঙের মতো শক্ত বেণী খুলে দিও আর চোখের জলে ভেজা পুষ্ট চুল তুলে দিও ॥ ৬৬ ॥

হাসতে হাসতে বিদায় নিয়েছে। আমিও চলি।

(সম্মুখে এগিয়ে)

আরে এ আবার কে ? এদিকেই আসছে দেখছি।

ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে গুহ্য অঙ্গ কোনো মতে ঢাকা, গোদা গোদা দুই কাঁধ কটা কটা লোমে ঢাকা, মুখখানা ছাগলের মত, চোখ দুটো বাঁদরের মতো কটা। মুলো চিবোতে চিবোতে আসছে। বোধ হয় মালবের অধিবাসী, নতুবা একটা আস্ত পিশাচ ॥ ৬৭ ॥

আচ্ছা ! বোঝা গেল। মালবরাজপুত্রের ভাই বা বন্ধু গুপ্তকুলের বাড়িতে ওকে দেখেছি। ওর এখানে কী প্রয়োজন ? জোড় হাতে নমস্কার করে আমার দিকেই আসছে ?

কী বলছ ?--

'গুপ্তকুল আদেশ দিয়েছেন--তুমি গোপনে খোঁজ করো, কোনো গণিকা আমাকে তৃপ্ত করতে পারলে একসঙ্গে পাঁচগুণ প্রাপ্য দেব। শহরের সমস্ত গণিকাপল্লীগুলো খুঁজে তেমন কোনো বেশ্যার সন্ধান পেলে আমি তাকে ঐ কাজের জন্যে বায়না দিতে চাই। তাই প্রভুর কথা মনে রেখে এবং নিজের মতলব হাসিল করতে কুটনীদের কাছে চারগুণ তক দর হেঁকেছি। যদিও গণিকাদের চোখ দিয়ে পর্যন্ত কামের পুলক ছোটে, কিন্তু এখনও অবধি তেমন কোনো বেশ্যার সন্ধান পেলাম না। অথচ বারবধূরা কুলবধূদের মতো কাম-কথা মুখে আনতে চায় না। যদি প্রভুর কাছে গিয়ে এমন উল্টো সংবাদ দিই, কপালে শাস্তি জুটবে। বড়ো লোকদের এমনই রীতি।'

বাঃ দেশ-বেষ-আলাপ-আর-দাক্ষিণ্য গুণে গুণবান যুবরাজ, গুপ্ত-কুলের মদনদূত, বেশ্যাপল্লীতে ঢুকে খরিদ্দারের মতো ভালো মাল সন্ধান করছ ? তাহলে তো এমন মানিককে খাঁটি কথা বলে এখান থেকে হটানো ঠিক হবে না। আচ্ছা ! ওকে একথা বলা যাক–

ওহে রাজপথে নুনের বাজারে গণিকার খোঁজ করবে যাও।

লোকটা সাহাসে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। আমি তাহলে এদিকে চলি।

(সম্মুখে এগিয়ে)

এতক্ষণ ঐ মালববাসীকে দেখে চোখে অন্ধকার দেখছি। চোখগুলো রগড়ে নিই।

যাক, ঐ দেখতে পাচ্ছি আমার পূর্বপ্রেমিকা শূরসেনসুন্দরীর আবাস। খিড়কির দরজা খোলাই আছে ; এ পথেই অন্দরে যাই।

(অন্দরে প্রবেশ)

পথের ক্লান্তি কোথায় গিয়ে দূর করি ? আচ্ছা ! ঠিক আছে। ঐ তো প্রিয়ঙ্গুলতার বীথী। প্রেমিকা যেমন তার প্রেমিককে কোলে বসতে আদর করে ডাকে, প্রিয়ঙ্গু লতাও ওর চাতালে বসার জন্যে আমাকে ডাকছে, তাহলে ওখানেই বসি।

(বসে দেখতে দেখতে)

কী লেখা আছে এতে ?

(পাঠ) সখী, প্রথম মিলনে বিবাদবিসংবাদের কোনো কথাই ওঠে না ; মিলনকালে প্রিয়তমার অন্যমনস্কতা বা অস্বস্তির কথা কিছুই শুনি নি। হৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষিত যুবকের কাছে উপস্থিত হয়ে অঙ্গের যত প্রসাধন তা মর্দিত না করে সেই অবস্থাতেই ফিরে এলি ॥ ৬৮ ॥

লেখাটিতে পুরুষের দ্বারা বঞ্চিতা কোনো নারীর দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আচ্ছা, কাকেই বা জিজ্ঞেস করি ?

(কান দিয়ে শুনে)

আরে ! শূরসেনসুন্দরী এদিকেই আসছে ; ওর নূপুরের শব্দ শোনা যায়।

কচি পাতার মতো নধর এক হাতে ছাতার মনোহারী দণ্ডটি ধরা ; নিতম্বের বসন বিস্রস্ত, তাই অন্য হাতে মণিমুক্তার মেখলায় গাঁথা নীবীর বাঁধন ধরা ; আঁচল খসে পড়ছে ; মুখে স্মিত হাসি ; অলংকারের ছটায় দেহে যেন রূপের আগুন জ্বলছে--মনে হচ্ছে চাঁদ আর তারায় অলংকৃতা পাখির কাকলিতে সচকিতা পূর্ণিমা রাত্রির দেবী এগিয়ে আসছে ॥ ৬৯ ॥

সত্যি বলতে কি ওর রূপের তেজে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। কপোতমুদ্রার ভঙ্গিতে জোড় হাতে আমার সামনে এগিয়ে আসছে। ভদ্রতার সঙ্গে খাতির না করে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

কী বলছে ?—

'বহুকাল পরে মনের মানুষ কাছে এসেছে, তাই এই হতভাগী তাকে আদর-আপ্যায়ন করে একটু অনুগ্রহ পেতে চায়।'

থাক, থাক, তিরস্কারের কী প্রয়োজন ! এখন এই শিলাসনে বসে আমায় ধন্য করো।

আদেশ শিরোধার্য—একথা বলে পাথরের উপর নিতম্ব বিস্তার করে বসে পড়ল। আরে না-না, এখানে বোসো না।

কী বলছ ?—

'কেন বসব না ?'

আমি যে দেখলাম প্রণয়ীর প্রেমে বঞ্চিতা কোনো নারী তার প্রেমিকের সেই কাজের বদনাম করে ঐ পাথরের উপর কবিতা লিখে রেখেছে।

কী ব্যাপার ! লেখাটা হাত দিয়ে মুছে ফেলছে। ওহে জালিয়াত, কবিতাটা মুছে দিও না ; ও লেখা আমার বুকের ভিতরে গাঁথা হয়ে গেছে। আচ্ছা, ও কি কিছু গোপন করতে চায় ?

কী বললে ?—

'তুমি তো জান যে আমার বান্ধবী কুসুমাবতিকা তোমার বন্ধুবর চিত্রাচার্য শিবস্বামীর উপর পিরীতের টানে পাগল।'

খুব ভাল করেই জানি। শ্রীমতী কুসুমাবতিকা স্বয়ং ওঁর কাছে হাজির হয়ে ধন্য করেছেন।

কী বললে ?—

'পিরীতে পড়লে মেয়েদের মনের এই অবস্থাই হয়। তবে ওর বেলায় একটু বেশি চপলতা ঘটে গেছে, কচি মেয়ে তো তাই।'

বেশ মজার ব্যাপার ! ওকে জিজ্ঞাসা করা যাক—হ্যাঁগা দেখো, পরের ব্যাপারে আমার কৌতূহল নেই, তবে তোমার সঙ্গে খাতির আছে তাই জিজ্ঞাসা করছি। ওদের দুজনার বহুদিনের আশার মিলন কেমন জমল ?

কী বললে ?—

'শোনো।'

আচ্ছা শুনছি।

কী বলছ ?—

'তোমার বন্ধু শিবস্বামী যখন চড়চড়ে মদের নেশায় সেই গণিকা কুসুমাবদতিকাকে খোশামোদ করে করে ভরিয়ে দিচ্ছে, তখন তার কেমন হাল হল জান ?

আজে-বাজে সব কুৎসিত কথা বলে প্রথম প্রহর কাটল ; তিলকূট, গুড় ও অন্যসব আলোচনা আর ভুয়ো ছলচাতুরীতে দ্বিতীয় প্রহর কাটল ; শরীরের তাগদ নিয়ে আলোচনায় তৃতীয় প্রহর কাটল ; তারপর শেষ প্রহরে কী করে যে কী সব হল তোমার কাছেও বলতে পারছি না' ॥ ৭০ ॥

সুন্দরী, এ-সব খবর তুমি জোগাড় করলে কোথায় ?

হ্যাঁগা কী বলছ ?—

'তারই বন্ধুর ঘর থেকে আসছে যে দ্বারোয়ান পদ্মপাল, তার কাছে খবর পেয়েই আমি একজনার হাত দিয়ে ঐ কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম -যাতে ভালোমন্দের খোঁজখবর নিতে পারে। তারপর ও সেই চাকরের সঙ্গে আমার কাছে বিলক্ষণ লজ্জার সঙ্গে মুচকি হাসতে হাসতে বলল,–এমন খবরটা তোমাকে গোপনে না জানিয়ে হায়রান করতে চাই না। অতএব মজার ব্যাপারটা শোনো–তারপর যা যা ঘটেছিল কুসুমাবতিকা আমাকে সবকিছু বলল। তাই সমস্ত ঘটনা তোমার কাছে প্রকাশ করতে চাই, সে-সব কথা কথা কানে শুনলে অমৃতের মতো লাগবে।'

সহাস্যে তালি বাজাতে বাজাতে বলতে শুরু করেছে।

সুন্দরী, কী বলছ ?

তখন আমার প্রিয়সখী যে কথা বলেছিল, তাই শোনো।

সে আমাকে বলল—

'ওলো সই আমি তাকে আলিঙ্গন করলাম চুম্বন করলাম, নিতম্বে নখের আঁচড় দিলাম, কত উপায়ে তাতিয়ে দিলাম ; কিন্তু তবুও সে যখন কাঠের মতো পড়ে রইল, আমার সঙ্গে সঙ্গম হল না, তখন আমার সে কী কষ্ট। আমি একটা বালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম' ॥ ৭১ ॥

তখন আমি বললাম,–বড্ড কষ্ট হল তোমার। ব্যাপারটা বুঝলাম না।

তখন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–যখন সবরকম উপায়ের সাহায্য নিয়ে আর চাটুকারিতা করে সঙ্গমের উদ্যোগ করলাম, সব রকম যত্ন করলেও তার মধ্যে সঙ্গমের ইচ্ছাই জাগল না, অবশেষে আমার সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত হল। সবই আমার দুর্ভাগ্য মনে করে বুক ফুলিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম ॥ ৭২ ॥

আমাকে কাঁদতে দেখে সে তখন আমাকে কোলে বসিয়ে বারবার ব্যর্থ আলিঙ্গন ও চুম্বনের আদরে আশ্বাস দিতে দিতে স্বয়ং অনেক চেষ্টা করল। আমি তাকে বললাম, 'হাত দিয়ে ছুঁলে আর কী হবে ?' সেকথা শুনে লজ্জায় ভয়ে সে ঘেমে উঠল, কাঁপতে লাগল। শুকনো মুখে সে যা বলল, সেটা খুব ফাজিল কথা নয়।

সে বলল—

'ওগো সুন্দরী, তোমার নিজের সৌভাগ্যকে এমন করে নিন্দা করা সাজে না, চোখের সামনে এমন অমূল্য সম্পদ দেখে দেখে দৃষ্টি যে গেল। দেহের চর্বি নিধনের জন্যে আগে গুগ্‌গুল খেয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে মিলনের সুখামৃত ভোগের পক্ষে সেই তো আমার কাল হল' ॥ ৭৩ ॥

তখন আমি ভাবলাম যে মেদ-ক্ষয়ের জন্যে কেউ যদি গুগ্‌গুল খায়, তাহলে সেটা তার ইন্দ্রিয়ক্ষয় করে। সুতরাং যারা কাম উপভোগ করতে চায়, তাদের পক্ষে গুগ্‌গুলের ধূপ ব্যবহার করাও অনুচিত ॥ ৭৪ ॥

এভাবে যখন আমাদের দুজনার বহু দিনের মনোমতো মিলন সফল হল না, রাজার বাজনদার ঢাক বাজিয়ে জানান দিল যে রাত শেষ হয়েছে। ঘাণ্টিক ঘণ্টা বাজিয়ে রাজার স্তুতি-মঙ্গল গাইল ॥ ৭৫ ॥

হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর মতো আমি তাকে সেই সংকট থেকে বাঁচালাম। আমার নাগর খুব লজ্জা পেল ; মুহূর্তের মধ্যে সে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি ঘরে ফিরলুম। তখন

তুমি দূত পাঠিয়ে নানান কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমায় খুশিতে রাখলে। সব ঘটনাই তোমাকে বললাম।

তারপর সে বলল—আমি এখন দিনে ঘুমিয়ে নিষ্ফল রাত্রি জাগরণের অবসাদ দূর করব।

তার কথা আমি মেনে নিলাম।

এই ঘটনার পর তুমি এখানে এসে হাজির হলে এবং আমার মুখে সমস্ত কাহিনী শুনলে।'

শিবদত্তের পুত্র শিবস্বামী লোকটা যেন কপট পুরুষত্বের গভীর সাগর। হাসির জাহাজে চড়ে সেই সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে।

মানিনী ভেবে দেখো—

মেদবৃদ্ধি ঘটলে যে লোক গুগ্‌গুল ভক্ষণ করে, অচিরেই তার মেদ ক্ষয় পায়। কিন্তু আসলে সে নারীর কাছে শুধু দেখনসই পুরুষ—পটে আঁকা যক্ষের মতো ॥ ৭৬ ॥

'এখন আসি' বলে ও যে হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

যাহোক, নমস্কারের দরকার নেই।

আমি তবে এদিকে চলি।

(সম্মুখে এগিয়ে)

তাইতো! গণিকাপল্লীর বড়ো বড়ো বাড়ির ছায়া থেকে যুবতী বেশ্যারা কী দেখছে? সবেমাত্র ওদের কন্দুক, পিচ্ছোলা বাঁশি আর পুতুলখেলা শেষ হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন পদ্মবনের ভিতর ডাঁটাশুদ্ধ ফুলের শোভা; ঘাড় উঁচু করে দেখছে—যেন শ্বেতপদ্ম ফুটে আছে; যেন চিন্ময়বিজড়িত অক্ষমালায় চিত্রিত, বুকের উপর করপল্লব রেখে পরস্পর পরস্পরকে ইঙ্গিতে কি জানাচ্ছে।

ব্যাপারটা কী?

আরে এটা কি বিশাল জালা (কলসী) গড়গড়িয়ে যাচ্ছে? নাকি চামড়ায় থলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? নাকি কবন্ধ উঠে আসছে? যেন একজোড়া শস্যপাত্র বয়ে আনছে। কিম্ভূত-কিমাকার কোনো বস্তু হবে। এতক্ষণে ঠিক চোখে পড়েছে—ভূঁড়িওয়ালা উপগুপ্ত এগিয়ে আসছে। ৭৭ ॥

গুণ্ডা-বদমাসদের আখড়ায় কথাটা ঠিকই চালু আছে—

হরিকৃষ্ণ লোকটা যেন কালো কুচকুচে বুনো মোষ; ব্যাটা সরকারী মাল লোপাট করে ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে গেছে। হরিকৃষ্ণ লোকটা একেবারে সাক্ষাৎ মোষ আর দৃপ্তগুপ্ত হাওয়ায় ফেঁপে ওঠা মশা ॥ ৭৮ ॥

আচ্ছা এ কেমন কথা হল যে গঙ্গা-যমুনার চামর-ঢোলানী পুঁথি-পড়ুয়া মদয়ন্তী হতভাগী তিন বিদ্যায় পণ্ডিত পুঁথি-পড়ুয়া আমার সেই প্রিয় বন্ধুটিকে ছেড়ে উপগুপ্তের প্রেমে মজেছে! মোলায়েম হাত দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করছে। কিন্তু ও বেচারার এমন আলিঙ্গনের দরকার কী। সেই হতভাগিনীর রতিকাল তো শেষ, রজোনিবৃত্তিও হয়ে গেছে, তাই সে এখন সংসার চালানোর খরচা জোগাড় করতে খদ্দেরদের সঙ্গে মৌখিক মেলামেশা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর পক্ষে এই কাজটা নিন্দনীয় নয়, কারণ দত্তক বলেছেন যে নপুংসকেরা শব্দকামী।

(সম্মুখে দেখে)

আচ্ছা ওকে দেখে খুব উদ্‌বিগ্ন মনে হচ্ছে। ওঃ! বুঝেছি—মদয়ন্তীর কুটনী মা পণের টাকা আদায়ের জন্যে ওকে আদালতে ওঠাতে চায়। এই খবরটা আমি পেয়েছি বেশ্যাপল্লীতেই। হয়ত কুটনীর সঙ্গে ওর মামলা বাঁধতে পারে। বেশ মজার ব্যাপার তো! ওকে ফাঁকে দিয়ে নিজেকে বঞ্চনা করতে চাই না। সামনে যাওয়া যাক।

(সম্মুখে এসে)

ওহে গণিকাবীথীর যক্ষঠাকুর, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

পায়ে পায়ে হেঁটে এসে কাকের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে 'নমস্কার' কথাটা উচ্চারণ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গল হোক।

কী বলছ :—

'বুড়ী কুটনীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে কুমারামাত্যের আদালতে গেছলুম, সেখান থেকে ফিরছি।'

তাহলে কি তোমাকে বিজয়-অভিনন্দন জানাব, নাকি জরিমানার টাকা আদায়ে সাহায্য করব?

কী বললে :—

'মামলায় জয় হল কোথায়? জরিমানার টাকাই পাচ্ছি কোথায়? শুধু শুধু কষ্ট ভোগ করতে হল।'

কিসের কষ্ট?

কী বলছ :—

বিষ্ণুদাসের সব চিন্তাভাবনা কেবল মামলা নিয়ে; ওর ভাই কাঙ্ক তো আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, এইমাত্র ওর কাছে মার খেয়ে আসছি; উল্টে বিষ্ণুদাস আমার উপর তর্জন-গর্জন করছে। এখন আদালত ওর ঘুমের জায়গা ॥ ৭৯ ॥

অধিকন্তু ওখানের বিচারকেরা ঘুঁষ চাইছে, দপ্তরী (পুস্তপাল) আর পেশকারেও (কায়স্থ) ঘুঁষ চাইছে; এমনকি লাঠিধারী পেয়াদাগুলো ঘুঁষের জন্যে ঘিরে ধরেছে ॥ ৮০ ॥

এসব ব্যাপার থেকে আমার একটা জিনিস শিক্ষা হল—পেশকার না বেশ্যা, বেশ্যা না পেশকার—কার জন্যে টাকা খরচ করা উচিত ভেবে দেখলাম গণিকার জন্যে অর্থ ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত কারণ বেশ্যার জন্যে টাকা খরচ করলে তার বিনিময়ে রতিতৃপ্তি ঘটে' ॥ ৮১ ॥

আমার সৌভাগ্য যে কায়স্থের জাল থেকে মুক্ত তোমাকে অক্ষত অবস্থায় পেয়েছি। তুমি খুব ওস্তাদ লোক।

আশীর্বাদ করছি—

মদের নেশায় বিবশ কামুকা নামজাদা বাইজীরা তোমার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে মধুর কণ্ঠে গুনগুন গান গাইতে গাইতে বক্ত্র আর অপরবক্ত্র মুদ্রায় (বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের কবিতায়) তোমার সেবা করুক ॥ ৮২ ॥

তালি বাজিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল! আমিও চলি

(সম্মুখে এগিয়ে)

আরে! অন্য একজনকে দেখছি!

কে এই মাতালটা? নেশায় শরীর অবসন্ন, সারা দেহে গুজরাটী রীতিতে নক্সাকরা

তিলক ; দুই চোখ ঘুরছে আর গালে হাসি ফুটছে। এ ব্যাটা বেশ্যাপাড়ায় ঢুকল কেন ? ॥ ৮৩ ॥

আচ্ছা, বোঝা গেছে—

শর্করপালের ঘরে কীর নামে যে চামারটা থাকে, তার সঙ্গে ডাইনী কোকচেটীর মেলামেশায় এই তৃণপিশাচটার জন্ম হয়েছিল ॥ ৮৪ ॥

আরও কথা হল এই যে লোকটা শর্করপালকে বাপ বলে, নিরপেক্ষ বৌদ্ধ শ্রমণকে ভাই বলে পরিচয় দেয়। অজাত-বেজাতেরা দম্ভ নিয়েই জন্মায় ॥ ৮৫ ॥

(অন্যদিকে গিয়ে)

আচ্ছা, ওকে কী জিজ্ঞেস করা যায় ?—বেশ্যাপাড়ায় ঢোকার কী দরকার এ-কথা ?

তাইতো বুড়ো বিট ভট্টি রবিদত্ত এদিকেই আসছে। এঁকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

ওহে ভট্টি রবিদত্ত, এ বেটা ভূত কেন বেশ্যাদের আড্ডাতে ঢুকেছে জান কি ?

কী বললে ?—

'তুমিই জান।'

তাহলে তুমি বিদায় নিতে পার।

(সম্মুখে এগিয়ে)

এতক্ষণ পুরুষকান্তার পরিভ্রমণ করে মনটা অবসন্ন ; তাহলে কোথায় বা ভাঙা মনটাকে একটু তোয়াজ করি। হঁ্যা, ঠিক আছে।

এই তো দেখছি আমার আর এক প্রিয় বন্ধু রামের আবাস। এতকাল বেশ্যাসঙ্গ করছে, কিন্তু কোনোদিন ওকে ক্লান্ত দেখলাম না। অথচ এদিকে পাছে বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব এসে যায় সেই ভয়ে দরজায় খিল আঁটা ॥ ৮৬ ॥

আচ্ছা, তাহলে ভেতরে যাই কী উপায়ে ?

(কান দিয়ে শুনে)

বন্ধু রাম নিশ্চয় কোনো যুবতী বারনারীকে সঙ্গে বিপরীত রতিলীলায় মজে আছে — তাইতো চঞ্চল নূপুরের রব আর কাঞ্চীর ঝুমঝুম আওয়াজ একসাথে মিশে কানে ভেসে আসছে ; কিল মারার শব্দের সঙ্গে হাতের বালার শিঞ্জন ধ্বনি এবং রতিশ্রমের সীৎকার ও দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে ॥ ৮৭ ॥

তাহলে তো ওর ঘরে গিয়ে দরকার নেই। কে এমন বে-আক্কেলে আছে যে রতিলীলার রথ থামাতে চাইবে ?

এখান থেকে কেটে পড়ি।

(সম্মুখে এগিয়ে)

ইনি আবার কে ?

রোগা-পটকা কালো কুচকুচে বকের মতো ধড়িবাজ একটা লোক, বাইজী-পাড়ায় পদ্ম-ফুলের মতো সুন্দরী মেয়েগুলোর কাছে সাক্ষাৎ বুনো পিশাচ—মনে হচ্ছে রোদে ঝলসানো একটা শিমুল গাছ, যার দু-একটা ডালের ডগা সতেজ হলেও ঝুলে পড়েছে ॥ ৮৮ ॥

ওঃ ! বোঝা গেছে। লোকটা হচ্ছে সুপরের অধিবাসী তৌণ্ডিকোকি সুর্ষনাগ।

আচ্ছা, ওর এখানে কী প্রয়োজন ?

কী ব্যাপার ! আমাকে দেখেই চাদরে মুখ ঢেকে মদন-মন্দিরের বাঁ পাশের রাস্তা দিয়ে কেটে পড়ল !

হ্যাঁ। বন্ধু বিষ্ণুনাগ বলেছিল বটে যে—এই সূর্যনাগ শহরের বাইরে ছাপড়া-ঘরের ঘরোয়ালী বেশ্যা-মাগীগুলোর সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়েছিল, তাই মাত্র তিন দিন আগে চণ্ডাল এসে ওকে আদালতে ধরে নিয়ে যায় এবং তারপর নগরকোতোয়ালের চেলা স্কন্ধকীর্তি ওকে তার মনিব বিষ্ণুনাগের ভায়রা বলে পরিচয় দিয়ে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তাহলে বেশ্যাসংসর্গ করে এখন লজ্জা পেয়ে নিজেকে এভাবে গোপন করার কী আছে!

(চিন্তা করে)

রাজকুমারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে তো, তাই বেশ্যাসঙ্গ করতে এসে এমন লজ্জা পাচ্ছে। আশ্চর্য! রতনে রতন চেনে! তাই ইনিও গুণের কদর বুঝেছেন! তাহলে তো আলাপ-পরিচয় না করে এখান থেকে সরে পড়লে লোকটা খুশি হবে না। আমি তবে এর উল্টোপথে একেবারে সামনে হাজির হলে এমন মস্করার চোটে প্রাণ যাবে।

(অন্যদিকে ঘুরে)

লোকটা আমাকে মুখোমুখি দেখে হাসছে।

আরে বেটা সূর্যনাগ, মেয়েমানুষের অধম! গণিকাপল্লীর নয়া অবতার সেজে বন্ধুর কলঙ্ক বাড়িয়ে অন্ধকারে নাচ দেখানোর মতো নিজের জীবন নষ্ট করছ কেন?

কী বললে?—

'আমার আবার এ-জায়গায় কী দরকার থাকতে পারে? আসলে আমার সেই হারামজাদা মামা মৌদ্‌গল্য হরিদত্ত এখন কারারুদ্ধ, তাঁর অতীতের প্রেমিকা অসুস্থ বলে তিনিই আমাকে আজ এখানে তার খবর নিতে পাঠিয়েছেন। আপনি আবার অন্য কী সব ভাবছেন?'

আত্মীয় বন্ধুর ব্যাপারে তোমার এমন ধৈর্য আর নামজাদা বাইজীর অসহায় পুরনো নাগরের উপর এত মমতা! সত্যিই আশ্চর্য!

ঐ গণিকা গায়ের রঙের সঙ্গে মানানসই ঝকমকে সুন্দর পোশাকে সাজগোজ করে নানান্‌ কৌশলে—কামুকদের কাছে নিজেকে জাহির করে—যেন পটে-আঁকা লক্ষ্মী ঠাকরুন! তাই কদাকার কুৎসিত হলেও ওকে সবাই কামনা করে ॥ ৮৯ ॥

কিন্তু আমি জানি মাগী মহা হারামজাদী। নিঃসন্দেহে বলতে পারি—

জেলে আটক থাকলেও ওর গায়ের রঙ একটুও মজে যায় নি, তেমনি টুকটুকে আছে; ঠাকুর-দেবতার উদ্দেশ্যে মাথা ঠুকে কপালে দাগ করেছে; চোয়ালের হাড় বেড়িয়ে মুখখানা এমন ভাঙাচোরা হয়েছে মনে হচ্ছে যেন লম্বা দাড়িতে মুখ ঢাকা পড়েছে ॥ ৯০ ॥

কী বলছ?—

'এই কারণেই তো আমরা ওকে এত পছন্দ করি।'

আচ্ছা তা না হয় হল।

তুমি যে মামাকে খুব পেয়ার কর সেটা বন্ধুকে বলব।

এ কী! লোকটা আমার পা জড়িয়ে ধরে বলছে—'প্রভু, দয়া করুন'।

কী বলছ?—

'প্রভু, আমি যে বেশ্যাপাড়ায় ঢুকেছিলাম এ-কথাটা কখনো কারো কাছে প্রকাশ করবে না।'

বৎস চাঁদ উঠলে সেকথা কি ঘোষণা করে বলতে হয়? যেদিন থেকে তুমি ঐ খানদানী

বারবিলাসিনীর কুঁজী দাসীর প্রেমে মজেছ, সেদিন থেকে এই অঞ্চলে জলের ওপরে তেলের ফোঁটার মতো তোমার যশ ছড়িয়ে পড়েছে ! ওহে, এমনটা ঘটিও না।

আচ্ছা, তুমি কেমন করে ঐ ঢলে-পড়া পদ্মের মতো অবনতমুখী কুঁজী মেয়েটার সঙ্গে লীলাখেলা করলে ? আলিঙ্গন করার সময় ও যখন বুক এগিয়ে দেয়, তখন পিঠের কুঁজ উঁচু হয়ে ফুলে ওঠে ; কোমর আর তলপেটের দুই হাড় উঁচু, তাই রতির উত্তেজনা-কালেও জঘন সামনে নিয়ে আসতে পারে না ; বিছানায় শুয়ে থাকার সময় দেখলে মনে হবে যেন একখানা টিট্টিভ ! ৯১ ॥

কী বললে ?—

ছি ! ছি ! ওকথা বলবেন না, বলবেন না ! আপদ বালাই দূর হোক। তবে ছুঁড়ীর যা বর্ণনা দিলেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। দেখুন—

ও যখন হেলতে-হেলতে দুলতে-দুলতে যায় যেন হাতির ললিত গতি অনুকরণ করেছে ; যেন দোলায়িত দুই হাতে জল কেটে এগিয়ে চলেছে ; যখন মুখখানি একটু ওপরে তোলে, মনে হয় যেন আকাশে তারা গুণছে। পোকায়-কাটা রুগ্ন লতার মতো তেমন মেয়েকে কোন্ বুদ্ধিমান লোকে স্পর্শ করতে চায় ?' ॥ ৯২ ॥

ছি ! ছি ! তোমার মতো এমন ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে এরূপ রূপসীর নিন্দা করা সাজে না। ওহে বন্ধু, আরও ভেবে দেখো—

'মেয়েটি যদিও কুঁজী, গমের ডাঁটার মতো রোগা আর বদখদ, তবু দুর্জনের ভালো-বাসার মতো মুখখানা মন্দ নয় ॥ ৯৩ ॥

বুনো জংলী পতাকা-বেশ্যাদের চেয়ে এ কিন্তু খারাপ নয়।

কী বলছ ?—

'পছন্দসই।'

তুমি কি তাও জান না—

যে বেশ্যারা মদ খেয়ে মাতলামি করে, দুচার পয়সার খদ্দের জোগাড় করে, অধম-পামরদের সঙ্গে মেলামেশা করে, নানান্ ছল চাতুরীর দ্বারা বশে আসে, লোকে নেহাৎ শরীরের চাহিদায় বেপাড়ায় তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করে ; অথচ তাদের সঙ্গে মেলামেশার কথা বলতেও লজ্জা পায় ॥ ৯৪ ॥

কী বলছ ?—

'এসব কথা আপনি জানলেন কেমন করে ?'

এসব ব্যাপারে আমরা সহস্রচক্ষু। আচ্ছা তুমি কি লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙোতে চাও ?

বন্ধু, প্রথম দফায় রূপাজীবা-কুঁজীকে ধরলে ; তারপর সেই কুঁজীকে ছেড়ে হয়ত ওর ঘরোয়ালীর কাছে ছুটবে ? ॥ ৯৫ ॥

ইনি তো হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন। আমি তাহলে এদিকে চলি।

(অন্যদিকে ঘুরে)

আরে ইনি আবার কে ? লোকটা সিংহলের গণিকা—ময়ূরসেনার ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছে। কাঁধে চাদর ঝোলানো, ওকে ঘিরে আছে দাক্ষিণাত্যের লোকজন, তাদের হাতে চকচকে তরোয়াল ; মলমলের নক্সাকরা চাদর টেনে সামলে নিচ্ছে, অশ্মদেশে-তৈরি লোহার কবচ পরেছে, দেহে কুঙ্কুমের প্রসাধন, হাতে পানের কৌটো।

হুঁ ! বুঝেছি । লোকটা হল বিদর্ভবাসী তালেবর হরিশ্চন্দ্র ।

ওর যখন কাবেরিকার সঙ্গে ঢলাঢলি চলছিল, তখন একদিন আমার সামনেই তার পায়ে ধরে সেধেছিল ।

তখন কাবেরিকা তাকে বলেছিল--

'তার কাছেই যাও, আমার সাথে কী প্রয়োজন ! জ্যোৎস্না থাকলে প্রদীপের আলোয় কী দরকার ? এক হাত দিয়ে দুই বেল ধরতে যেও না ।' ॥ ৯৬ ॥

তাহলে হরিশ্চন্দ্র কী উপায়ে ওকে শান্ত করবে ?

তবে কি হরিশ্চন্দ্র নিজের অনুরক্তা বেশ্যাকে ছেড়ে অন্যের ওপর নজর দেওয়াতে সমস্ত গণিকাপল্লীতে নিজের বদনাম রটবে বুঝেই কাবেরিকা নিজেই ওর উপর প্রসন্ন হল । কিংবা হয়তো কাম্য পুরুষকে সব নারীই কামনা করে—স্ত্রীজাতির এরূপ স্বভাবের জন্যে হয়ত ময়ূরসেনার সঙ্গে ওর ঝগড়া লাগল ! অথবা খরচাপাতির বহর দেখে ওর কুটনা মা ওকে এই কাজে নিয়োগ করল ! সবকিছু ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক ।

(সম্মুখে এগিয়ে জোড়হাতে)

ওহে নরসিংহ, সিংহ যেমন আপন গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি তুমিও দ্রমিলের গণিকা কাবেরিকার রতিলালসায় সেই সিংহলী বাইজীকে ত্যাগ করলে ! ঠিকই করেছ ॥ ৯৭ ॥

কী বলছ ?--

'আমি ময়ূরসেনাকে খোশামোদ করেছি ; এখন তার আবাস থেকেই আসছি ।'

আচ্ছা বলো তো- যে বন্ধন প্রায় ছিন্ন হয়েছিল, তা আবার জোড়া লাগল কী করে ?

কী বললে ?--

'আজ থেকে তিন দিন আগে গণিকাপল্লীর অধ্যক্ষ প্রতিহার দ্রৌণিলকের ঘরে জলসার আসরে আমার নিমন্ত্রণ ছিল এবং চালাকি করে সেখানে ময়ূরসেনার নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল । তারপর আরম্ভিক বাদ্য শেষ হতেই দেবতার মঙ্গলগীতি গাওয়া হল ; গানবাজনা প্রস্তুত হলে নর্তকীর নাচ আরম্ভ হল, এবং ময়ূরসেনার নাচে দোষ ধরা--এমন যেন না ঘটে । এখন কথা বলে কে নিজের দুর্বুদ্ধি জাহির করেছে' ?

কী বললে ?--

'ভগবতী বারুণী ।'

কথাটা খাঁটি, কারণ প্রতিহারের ঘরে সুরাদেবী সর্বদা উপস্থিত ! আচ্ছা, কার মধ্যে এমন নেশার ঘোর চেপেছিল ?

কী বলছ ?—

'আপনার বন্ধু নর্তক উপচন্দ্র ।'

তিনি কি এমন মন্তব্য করার যোগ্য নন ? বরং এটা তাঁরই বিষয় । তারপর ? তারপর ?

কী বলছ ?--

'রসজ্ঞ সমালোচকেরা সবাই উপচন্দ্রের পক্ষ নিলেন, আর আমি ময়ূরসেনার পক্ষে গেলাম ।'

সাবাস বন্ধু ! স্থান কাল বুঝে কাজ করেছিলে । তারপর ? তারপর কী হল ?

কী বললে ?--

'বিচার-বুদ্ধিতে তাদের হারাতে পারলাম না। সেই পণ্ডিতেরা হারলেন না বটে কিন্তু প্রশ্ন অনুযায়ী আমার কথায় শাস্ত্রের যুক্তি প্রবল থাকায় আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পেল।'

সাবাস বন্ধু! বহুৎ চড়া দাম দিয়ে ওকে কিনে নিলে। তারপর? তারপর? কী বলছ?—

'তারপর সব গণিকাদের চোখের সামনে পারিতোষিক পেয়ে ময়ূরসেনা মুচকি হেসে অপাঙ্গদৃষ্টিতে আমাকে যেন অনুগ্রহ করল। অন্যদিকে কাবেরিকা ঈর্ষ্যায় জ্বলেপুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আকারে-ইঙ্গিতে আমাকে তিরস্কার করতে করতে চলে গেল। তাদের একজনার কোপ এবং অন্যজনার অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করে সন্দেহের স্রোতে তটভ্রষ্ট তরুর মতো উভয়ের কাছ থেকে পালিয়ে লজ্জায় কোনোমতে সেই সংকটমুক্ত হয়ে ঘরে ফিরলাম। তারপর বসে বসে এই দুজনার মধ্যে কে কী করতে পারে—এই সন্দেহের দোলায় দিন কাটাচ্ছি! তখন হঠাৎ আমার প্রিয়তমা এসে চোখ টিপে ধরল। আমি সহাস্যে বললাম—

ওগো চোর! পরের চোখ টিপে ধরতে বেশ তো ওস্তাদ। এমন গূঢ় হাসির কী দরকার? হাতের এমন অসাধারণ স্পর্শেই বুঝতে পেরেছি এ তোমারই কাজ ॥ ৯৮ ॥

আমি একথা বললে সে তখন সুগন্ধ-নিশ্বাসে-সূচিত মদস্খলিত কথায় আমাকে বলল—আমি তোমার কে?

আমি বললাম—

ওগো মুগ্ধা, তোমার হাতের ছোঁয়ায় আমার গালে যখন রোমাঞ্চ জাগল, তখনি তো তোমায় জানিয়েছি। তবু যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহলে নিজেই বলো না আমি তোমার কে ॥ ৯৯ ॥

সে তখন চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল—রোমাঞ্চ ঘটার মিথ্যা ছলনায় তুমি আমাকে আকর্ষণ করতে চাও। —একথা বলে সে আমার গালে চুম্বন করে বিদায় নিল।

তখন আমি বললাম—চুম্বনের দ্বারা হৃদয় হরণ করে কোথায় চলে যাও? ওগো হৃদয়হারিণী, তোমার পা দুখানি আমার মাথায় রাখো ॥ ১০০ ॥

আমার কথায় সে তখন বিছানায় গিয়ে বসল। তারপর আমি দুই পা ধুইয়ে দিলাম।

সে তখন বলল—'আমার পা-ধোওয়া জল নেওয়া হল; এবার তবে এসো। আসলে তুমি বড্ড চালাক!'

তারপর মালতী লতায় কুসুমিত মুকুল-পাতির মতো সুন্দর হাসি হেসে সে তার কটির শিথিল কাঞ্চী ও বস্ত্রগ্রন্থি সামলে নিয়ে সারা দেহটি ঘুরিয়ে পালঙ্কের উপর কোমর ছড়িয়ে বসল। মৃণালের তুল্য বাহু ও নিতম্ব সাচীকৃত মুদ্রায় ঘুরিয়ে বসতে গিয়ে আরও দর্শনীয় হয়ে উঠল। কটিদেশ ঘুরিয়ে নিতেই কোমরের মাংসল তিনটি খাঁজ প্রকট হয়ে উঠল, উন্মুক্ত নাভিমণ্ডলের রোমরাজি আরও স্পষ্ট হল; তার গলার হার একটি স্তনের উপরে বেশি ঝুঁকে পড়েছে, অপর স্তনকলস ঈষৎ ছুঁয়ে আছে; কানের মকর-কুণ্ডল গালের উপর দুলতে দুলতে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। দুই কাঁধ বাঁকিয়ে বসে আছে, যেন লজ্জাবতী আর-এক সুন্দরী রতি; জলে-ভেজা নীল পদ্মের মতো তার চোখ, একটি ভ্রূলতা ঈষৎ উন্নত—এমনই দৃষ্টি প্রসারিত করে সে আমাকে বলল—যা তোমার পছন্দ।

তারপর আমি জানালা থেকে সুগন্ধ মাটি আর আলতার পাত্র হাতে নিয়ে ওর পদ্ম-

কোমল পাদুখানি রাঙিয়ে দিতে কাছে গেলাম। বয়স্য, আলতা পরানোর সময় আমার দৃষ্টি যখন ওর পায়ে নিবন্ধ, তখন পায়ের গোড়ালি ও গাঁট থেকে নিরাবরণ জঙ্ঘাকাণ্ড পর্যন্ত দেখলাম। পরনে সদ্যভাঙা টাটকা রেশমী শাড়ি তখনো কোমরে টানটান হয়ে জড়ায় নি, সতেজ ভাঁজগুলি যতই টেনে সমান পাট করতে যায়, ততই এলোমেলো হয়ে ওঠে ; তখন চোখে পড়ল কলার থোড়ের মত (ধবধবে সরস) আর জোয়ান হাতির দাঁতের মতো মসৃণ তার উরুর অন্তর্ভাগ। সে তখন আমার দৃষ্টিতে বাধা দিয়ে বলল, তোমার চোখজোড়া বড্ড দুষ্টু।--একথা বলে পা তুলে আমার বুকে পদাঘাত করল। ওর পদাঘাতে আমার সারা গায়ে রোমাঞ্চের স্বাদ ছড়িয়ে ত্বক কর্কশ হয়ে উঠল। আমি বললাম--কামনা অপূর্ণ রেখে তুমি তো আমায় এমন অবহেলা করতে পার না।

সে আমায় বলল--তাই ভালো ; তবে কিন্তু চোখ বন্ধ করে মনের সাধ মিটিয়ে নাও।

আমি দু'চোখ বন্ধ করে তার পায়ে আলতা পরাচ্ছি, সে আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে দুই ঠোঁটে চুমা দিল। তখনও আমাকে তেমনই রোমাঞ্চিত দেখে সে বলল—অশোকগাছের মতো তোমারও দরকার যুবতীর পদাঘাত ; ওহে শঠ, তোমাকে নমস্কার।

—এই বলে আমায় আলিঙ্গন করে বিছানায় আশ্রয় নিল।

তারপর কী ঘটল ?

সে কথা জানে তারাই, যারা দেবতাদের আপনজন।

তাই যদি হয়, তাহলে তৌণ্ডিকোকি বিষ্ণুনাগকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়ার জন্যে তোমারও উচিত কাজ হল সেখানে উপস্থিত বিট-পামরদের সেবা করা।

কী বলছ ?--

'তেমন প্রায়শ্চিত্ত চুলোয় যাক। সে যদি আবার অনুগ্রহ করে তার চরণকমল দিয়ে আমায় মাথায় সজোরে আঘাত করে, সেটাই আমার প্রায়শ্চিত্ত।'

তা যদি ঘটাতে পার, তাহলে যমুনার জলে অবস্থানকারী কালিয়নাগ যেমন ললাটে কৃষ্ণের পদচিহ্ন ধারণ করে অবধ্য হয়েছিল তেমনি তুমিও (গণিকার পদাঘাত মস্তকে ধারণ করে) সব বিটকে টেক্কা মারবে !

জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমিও তাহলে বিটদের সভায় যাই।

আরে ! তাইতো, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম বলে দিনটা কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নিমীলন-উন্মুখ পদ্মগুলি যেন উৎকণ্ঠাভরে (সেই অস্তায়মান) সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে ; দিনের আলো বিদায় করে ঘরগুলোর মাথা বেয়ে অন্ধকার নেমে আসছে ; বাগানের উঁচু ডালপালায় বহুক্ষণ যাবৎ রোদের ছোঁয়া মাখিয়ে সূর্যের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে ; চিলে-কোঠার বারান্দায় আশ্রিত পায়রাদের চোখে যেন সূর্যের রক্তিম আভা লেগেছে ॥ ১০১ ॥

তাছাড়া আরও কি—পাখিদের কোলাহলে সচকিত বিড়াল অন্দর মহলের জানালা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ; ময়ূর কাছাকাছি মহল্লা থেকে পালিয়ে এসে নির্দিষ্ট দাঁড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। হরিণগুলি চোখে ঘুম নিয়ে মাঠে আশ্রয় নিচ্ছে, তাই সন্ধ্যাবেলার পুষ্প-উপহার গ্রহণ করছে না ; হাঁসগুলি পুকুর থেকে উঠে গৃহ-চত্বরের অন্তর্গত জলাশয়ের পদ্মবেদীতে ঠাঁই নিচ্ছে ॥ ১০২ ॥

(সম্মুখে এগিয়ে)

বাড়ির ওপর মহলের বারান্দায় ধূপের ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে—মনে হচ্ছে যেন জানালার পথে বৈদূর্যমণির পরাগ উড়ছে। বড়ো রাস্তার গলিতে স্নানের সুগন্ধি জল উঁচু থেকে ছিটিয়ে পড়ছে আর ভ্রমরগুলো তার কাছে ঘুরঘুর করছে ॥ ১০৩ ॥

বাঃ! গণিকা-মহল্লার চৌরাস্তায় কী অপূর্ব বাহার! সিংদরজার মুখে প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থানটি ধোয়ামোছা, চতুর্দিকে ফুলের তোড়া দিয়ে সাজানো; ঝি-চাকরেরা সন্ধ্যা-বেলার নানান্ কাজে ব্যস্ত; দেশ, বয়স ও বৈভব অনুযায়ী বারবধূর দল মনোহারী বেশ-ভূষায় মগ্ন, প্রেমলীলার রঙ্গিণীরা বারেবারে যাচ্ছে-আসছে আর সমগ্র দৃশ্যটাকে রমণীয় করে তুলছে; গণিকা-প্রেমিকেরা মত্ত অবস্থায় রসাল পরিহাসে মজে আছে এবং তরুণ নাগরেরা স্নান ও প্রসাধন শেষ করে পান-ভোজনের আহ্লাদে ভীড় জমিয়েছে।

এখানে আরও দেখছি—হস্তিনী পিঠের ওপর যাত্রী তোলার জন্যে বসে পড়েছে; যাত্রীরা যখন ওর পিঠে চড়ছে তখন নীচু গলায় ডাক পাড়ছে। কোনো দরজায় অপেক্ষারত পালকিতে এক যুবতী চড়ে বসলেন। ঘোড়ার গাড়িতে উপবিষ্টা এক বেশ্যার নিতম্বভার বইতে না পেরেই বুঝি ঘোড়ারা দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে, তার কানের কুণ্ডল দুলছে আর পায়ের নূপুরে নিক্কণ ও কটির মেখলায় শিঞ্জনধ্বনি উঠছে ॥ ১০৪ ॥

অধিকন্তু বাসভবনগুলির বাতায়ন-প্রদীপের আলোতে শ্রীমণ্ডিত কোথাও বা ময়ূরের কণ্ঠবর্ণের মতো ঘন কালো অন্ধকার জমেছে; নতুন চুনকাম করা দেওয়ালগুলি আলোয় ধবধব করছে—মনে হচ্ছে তমাল ও হরিতালের মণ্ড দিয়ে আলপনা আঁকা ॥ ১০৫ ॥

(অন্যত্র গিয়ে)

আকাশে চাঁদের উদয়ে সূচিত সান্ধ্য ক্ষণ পৃথিবীর এক আনন্দ-উৎসব। এখন ভগবান চন্দ্রদেব উদিত হলেন, তার শীতল জ্যোৎস্না চোখের পক্ষে যেন অমৃতধারা, (কিংবা বলতে পারি : শালুক-পুকুরের হাসি।

এমনধারা চাঁদ উঠেছে—সুরাপানে উন্মত্তা রমণীদের অসংলগ্ন পরিহাস শুনতে চাঁদের কিরণ যেন তাদের কুণ্ডল ভেদ করে (অন্দরে হাজির)। মদের নেশায় মাতাল কোনো নারী বলছে—ওগো চাঁদ, সুরাপাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়ে নীল পুষ্পের পাপড়ির ফাঁক দিয়ে আমাকে চুম্বন করতে এগিয়ে আসছ? বলো তো, রোহিণী কি তোমায় দেখছে না! দেহের কম্পন থামাও ॥ ১০৬ ॥

(সম্মুখে এগিয়ে)

এই কামিনী তার নাগরের সঙ্গে মধুর সুরে দ্বৈত সংগীত গাইছে; ওখানে মধুর বীণা বাজছে; কোনো মহল্লায় সন্ধ্যা হতে না হতেই সুরার মজলিশ জমেছে ॥ ১০৭ ॥

কোথাও দীঘি-জলে চাঁদের আলো দিয়ে যেন সেতু তৈরি হয়েছে; সেই আলোই কোথাও কলা-বাগানে যেন সাদা থাম পুঁতে রেখেছে সুধা দিয়ে কোথাও বাড়ির ছাদগুলিকে যেন রঙ করেছে, কোথাও বা গাছের কচি পাতার উপর ঝরে পড়ছে—যেন মুক্তাবৃষ্টি হচ্ছে ॥ ১০৮ ॥

(অন্যত্র গিয়ে)

আ-হা! জ্যোৎস্নাধারা ছড়িয়ে পড়ছে—যেন ক্ষীর-সমুদ্রের জল উদ্বেল ঢেউয়ের দোলায় পৃথিবীময় বিস্তীর্ণ হয়েছে; জীবলোক বুঝি ধন্য হল!

এমন মধুলগ্নে হাতি-ঘোড়ার পিঠে, জুড়ি গাড়ি ও পালকিতে যুবতীদের

আলিঙ্গনে যুবকেরা নিবিড় আনন্দে মজে আছে যেন আকাশে গন্ধর্ব ও কিন্নর-মিথুনের মেলা ॥ ১০৯ ॥

(অন্যত্র গিয়ে)

ঘোড়ার-পিঠে-চড়া যুবকটির হাব-ভাবে প্রেমের অনুরাগ ফুটে উঠেছে। পিছনে-বসা যুবতী ঐ যুবকের পিঠে দুই স্তন চেপে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলে সেও মুখ ঘুরিয়ে তাকে চুম্বন করছে। এই অবস্থায় সেই যুবকের ঘোড়া অভ্যাসবশে পথ দিয়ে সোজা না এগিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল ॥ ১১০ ॥

আচ্ছা এই লোকটি কে ? চাঁদনী রাতে গণিকাপল্লীর রাজপথে সামনেই অন্দরমহলের দাওয়ায় মূর্তিমান অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে নিজের বেহায়াপনা জাহির করছে। ওঃ বুঝেছি ! লোকটা হল সৌরাষ্ট্রের অধিবাসী শককুমার জয়ন্তক। কুন্তদাসী বর্বরিকার সঙ্গে ওর ঢলাঢলি ! লোকটা সমগ্র বেশ্যাকুলের মধ্যে ওই মাগীর কী-এমন গুণের খোঁজ পেল ?

তাছাড়া আরও কি--অষ্টমীর চন্দ্রকলায় অন্ধকার রাতের মতো ওই অজাত মাগী যেন সাক্ষাৎ আঁধারের দেবী-ঠাকরুন ! মিশমিশে কালো দাঁত, ফ্যাকাশে চোখ ॥ ১১১ ॥

সৌরাষ্ট্রের লোক, বানর ও বর্বর--এরা সব এক শ্রেণীর। তাহলে এতে আর আশ্চর্য কী ?

তাই বলি গৌরবর্ণা বর্বরিকা ওর চোখে ধরেছে ! নেশার আমেজে অলস দৃষ্টিতে এখন জ্যোৎস্নাও অন্ধকারে বলে মনে হবে ॥ ১১২ ॥

তাহলে ও-পথে গিয়ে কাজ নেই। আমি এদিকে চলি।

(অন্যত্র গিয়ে)

কে ইনি ? লাটদেশীয়া এই কামিনীর কানে সোনার 'তালপত্র' কুন্ডল দুলছে ; বেণীর প্রান্তে মণিমুক্তা আর সোনার ঝালর ; বাহুমূল থেকে স্তন অবধি আবৃত করে চোলির শেষ প্রান্ত নীবী পর্যন্ত গড়িয়ে নিতম্বের ওপর পড়েছে ॥ ১১৩ ॥

(চিন্তা করে)

আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ইনি হলেন রাকা ; আর ঐ তো ময়ূরের মতো নাচিয়ে রাজশ্যালক ময়ূরকুমার। বারবধূ রাকা চন্দ্রশালার সামনে দুর্দশাগ্রস্ত ময়ূরকুমারকে আলিঙ্গন করে গণিকাসমাজে নিজের সৌভাগ্য জাহির করছে। হতভাগ্য ময়ূরকুমার ওর ভালোমানুষিতেও যেন কেনা-গোলাম হয়ে গেছে।

গৌরবর্ণা স্থূলাঙ্গী এই রমণী শ্যামবর্ণ ক্ষীণাঙ্গ ময়ূরকুমারকে আপন ছায়ার মতো বুকের মধ্যে আগলে নিয়ে চলেছে ॥ ১১৪ ॥

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে)

ঐ রমণীটি আবার কে ?

(চিন্তা করে)

ইনি হচ্ছেন সেই নামজাদা শার্দূলবর্মার পুত্র এবং আমাদের প্রিয় বন্ধু বরাহদাসের প্রিয়তমা কর্পূরতুরিষ্ঠা নামে যবনী। ঐ যবনী বারবধূ এক হাতে কাঁসার সুরাপাত্র তিন আঙুলে ধরে চাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অন্য হাতে চন্দ্রাকৃতি কর্ণকুন্ডল ধরে আছে, ওর রক্তিম কপোলে সেই মণিকুন্ডলের প্রতিবিম্ব পড়েছে, কাঁধের ওপর কর্ণকুন্ডলের কিরণ এমনভাবে ঠিকরে পড়ছে যেন চাঁদই খেলা করছে।

যবনী বারবধূর চকোরের মতো চোখ, চকোরের মতো চুল। সে সুরাপাত্রে প্রতিবিম্বিত আপন মুখচ্ছবি বারবার দেখছে। হাতের নখ দিয়ে দীর্ঘ চুলের গোছা আঁচড়ে নিচ্ছে আর মহুয়াফুলের মতো সাদা তুলতুলে গালে মদের রক্তিম আভাকে আলতার ছোপ ভেবে হাত দিয়ে মুছে দিচ্ছে ॥ ১১৫ ॥

তাহলে কী হয়! যবনী গণিকা, নাচুনী, বাঁদরী মালবদেশের কামুক, গদর্ভ গায়ক—এ সবই গুণের বিচারে এক বলে জানি। বিধাতা যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন ঘটাতে অতি নিপুণ।

তাই বলে কিনা খয়ের-গাছকে আশ্রয় করে আত্মগুপ্তা লতা, নিমগাছকে আশ্রয় করে পটল-লতা। যবনী যদি মালববাসীর সঙ্গে জোট বাঁধে, তাহলে সে তো বড়ো মধুর মিলন ॥ ১১৬ ॥

তাহলে সত্যি ইনিও আমার আপন জন। তবে এর সঙ্গে আলাপের প্রয়োজন নেই। যবনীদের কথাবার্তা ঠিক যেন বাঁদরের কচকচানি, কেবল চিৎকার-চেঁচামেচি, এক বর্ণও ঠিকমতো বোঝা যায় না, শুধু আঙুল নাচিয়ে হাতের ইশারায় নিজে নিজে বলে যায়। যবনী বারবধূর এমনধারা কথা কে শুনতে চায়? সুতরাং তার কোনো দরকার নেই।

(সম্মুখে এগিয়ে)

ইনি আবার কে?

প্রিয়তমাকে হাতির পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিকূল বায়ুতে ওই নারীর চুলের প্রান্ত আর ওড়নার আঁচল উড়ছে। যেন উদয়ন বাসবদত্তাকে নিয়ে চলেছেন ॥১১৭॥

(চিন্তা করে)

হুঁ! বোঝা গেল। এ হচ্ছে সেই বিটপ্রবাল উদীতি মস্তান বলে গুণ্ডাদের কাছে খুব পরিচিত। কোমরে ফেটি বেঁধে রতি-যুদ্ধে ওস্তাদ ছোকরা! কামাসক্ত হয়ে বাপ মায়ের আদেশ অগ্রাহ্য করে কচি বয়সের এই সুন্দরী মেয়েটার অনুরক্ত হয়েছে। ছোকরা একেবারে লম্পট। সম্পর্কে ওর শ্বশুর হচ্ছি তাই এখানে কথা বলতে লজ্জা হয়। কথাবার্তার প্রয়োজনই বা কী? ওর উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।

(অন্যত্র গিয়ে)

আমিও তবে বিটদের আড্ডায় যাই। বাঃ! এই তো বিটসর্দার ভট্টজীমূতের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। এতক্ষণ বৃথাই গণিকাপল্লীর রাজপথে ঘুরে মরছিলাম। এখানে যত-সব বিট হাজির, তাদের যানবাহনগুলো ওর সদর দরজার বাইরে খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে; তোরণের পাশে পরিচারকেরা হাজির, তারা রুপোর ঘড়া দিয়ে পা ধোয়ার জল তুলছে।

লোকে ঠিকই বলে—বড়ো লোকদের কাণ্ড-কারখানাই বড়ো! এখন দেখতে পাচ্ছি—কেউ পাঁচরঙা ফুলের রাশি-রাশি পাপড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ গাঁথা-মালা আটকে দিচ্ছে, কেউ ধূপ, কেউ দীপ জ্বালাচ্ছে, কেউ সজোরে একাই কথা বলে চলেছে, কেউ বা রং-ঢং দেখাচ্ছে। কোথাও গান-বাজনার জলসা চলেছে, কোথাও লোকজন একে অন্যের কাজে হাত লাগাচ্ছে, অন্যেরা রসাল আলাপে মেতে আছে, কেউ বা ভালবেসে আলিঙ্গন করছে, আদরে গায়ে পড়ছে, সবিনয়ে মাথা নোয়াচ্ছে, পিঠে হাত রাখছে, অন্যের দিকে কটাক্ষ হানছে, মাথায় আঘ্রাণ করছে, কেউ বিভ্রম দেখিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কেউ লীলাভরে বসে আছে, কেউ চন্দন বাঁটছে, কেউ রঙ ঘষছে, কেউ বা অঙ্গরাগ লাগাচ্ছে, কেউ সুগন্ধির

গুঁড়ো ছড়াচ্ছে। কোথাও বিটের দল হাসি-মস্করায় মেতে আছে আর বিলাসিনী বার-বধূরা সেই হাসি-ঠাট্টায় অংশ নিয়েছে।

বেশি কথা কী বলব—অন্দরমহলে যত বামন ছোঁড়াগুলো ঘুরছে, ফুলের গাদায় তাদের হাঁটু অবধি ডুবে যাচ্ছে, তাই কষ্টে কোনোমতে পা টেনে টেনে চলেছে। কিশোরী বারবণিতাদের পায়ে কেয়াফুলের পাপড়ির কাঁটা ফুটছে; তারা সীৎকার করতে করতে আকুল চোখে সেই কাঁটা পা থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে ॥ ১১৮ ॥

যত সব নামজাদা বাহারী বেশ্যারসিক ফুলবাবু সেজে অর্ধেক আসনে প্রেমিকাদের বসিয়ে চটুল মর্মভেদী ফুর্তিতে মাতোয়ারা। এখানে-ওখানে সব জায়গায় বেশ্যা ও বিটেরা জোড় বেঁধেছে- যেন গোষ্ঠে গরুর সঙ্গে ষাঁড়গুলো মাতামাতি করছে ॥ ১১৯ ॥

বিট-বেশ্যাদের সভাভবন দেখা যাচ্ছে—সেখানে চাঁদমুখ সুন্দরীরা রয়েছে—আকাশে যেন হাজার চাঁদের হাট বসেছে। কুটিল চোখের হাজার চাহনিতে দিগন্ত যেন শতাক্ষি অলংকারে শোভা পাচ্ছে।

যুবকেরা পরস্পর বাহু দিয়ে বাহু মর্দন করছে—যেন প্রতি ঘরের দরজায় খিল পড়ছে, চন্দনে অনুলিপ্ত উরুর বাহার যেন মেঝেতে পাথরের কারুকার্য ॥ ১২০ ॥

আবার এখানে দেখছি বীর যুবকেবা শোভা পাচ্ছে। এরা সবাই প্রত্যক্ষ ভোগসুখেই বিশ্বাসী, তাই টাকা-পয়সা সব উজাড় করে দিয়ে গণিকাদের কল্পবৃক্ষ বনে। বুড়োরা ওদের অল্পবয়সের নকললড়াই দেখেই উঁচু গলায় এমনভাবে সেই বীরত্ব জাহির করে যেন দুর্যোধন ও ভীমসেনের গদাযুদ্ধের প্রশংসা করছে ॥ ১২১ ॥

তাহলে আমি বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী মাথায় পাগড়ি বেঁধে ভগবান কামদেবকে প্রণাম জানিয়ে বন্ধুর নির্দেশে এটাই প্রথম কর্তব্য বলে অগ্রাধিকার দিয়ে তৌন্ডিকোকি বিষ্ণুনাগ মশায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে ঘোষণাপূর্বক বিটদের কাছে নিবেদন করব।

(সম্মুখে এগিয়ে)

সারা পৃথিবী থেকে সমাগত কলহপ্রিয় এবং কলহনিবেদক হে ধূর্তশিরোমণিগণ, আপনারা শুনুন—শুনুন—

তপস্বীদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী কামদেবের জয় হোক। তিনি সবার হৃদয়ের অধীশ্বর, ইন্দ্রিয়-অশ্বের চালক। মহা মহা ব্যক্তিরাও মুকুটপরা মাথা অবনত করে তাঁর আজ্ঞা পালন করেন ॥ ১২২ ॥

(অন্যত্র গিয়ে)

অতঃপর জয়লাভ করুক সেই বিলাসিনী রমণীদের যৌবন-মদ। তাদের উচ্ছল হাসির ধারা কর্ণমূল পর্যন্ত (সারা মুখে) ছড়িয়ে পড়ে। জয়ী হোক ঐ বিলাসিনীদের স্খলিত গমন আর চঞ্চল দৃষ্টি। জয়ী হোক তাদের যৌবন-বিভ্রম ॥ ১২৩ ॥

সুতরাং এমনিভাবে নামজাদা বেশ্যার চরণধুলোয় মস্তক পবিত্র করে ধূর্তঠাকুরদের প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করতে চাই।

আচ্ছা কী নিবেদন করতে করতে হবে? শুনুন—

বিষ্ণুনাগ লোকটি ঠিক আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সাপের মতো বুক চিতিয়ে ছটফট করছে। আপনারা ওকে রক্ষা করুন ॥ ১২৪ ॥

আপনারা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন—ও কী পাপ করেছে?

শুনুন—

চোখের সামনে ঝুলে পড়া চুল সরিয়ে দিয়ে কোপে ভ্রূ বাঁকিয়ে অর্ধেক ঠোঁক কামড়ে দাঁতের শোভায় উদ্ভাসিত মুখ কাঁপাতে কাঁপাতে, খসে পড়া লাল শাড়ি হাত দিয়ে সামলে নূপুরের শিঞ্জন তুলে কামার্তা গণিকা তার প্রেমিকের মাথায় পদাঘাত করল ॥ ১২৫ ॥

কী ? আপনারা কী বললেন ?—'কে সেই গণিকা—যে পুরুষদের বিষয়ে পারস্পরিক ভেদজ্ঞান না জেনে ভুলের বশে নিজের বদনাম রটাচ্ছে ?'

উনি হচ্ছেন সুরাষ্ট্রের মদনসেনিকা। ভাগ্যবশে তেমনটি আর কেউ নেই, তাই এই বিটের দল যেন কিছুটা ঘাবড়ে গেছে।

তাই এই ধূর্তেরা কেমন দয়ালু হয়ে গেছে। তাদের হাত চঞ্চল, মুখের হাসি চেপে গম্ভীর ভাব এনে ধিক্কার জানাচ্ছে। এমনিভাবে তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করছে ॥ ১২৬ ॥

এখানে উপস্থিত বিটদের মধ্যে নির্বাচিত বিট-প্রধান ভট্টিজীমূত (গণিকার প্রতি) করুণাবশে বড়োই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

এই ভট্টিজীমূত পরিশ্রান্ত হাতির মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর মুখে বলছেন - 'কষ্ট ! বড্ড কষ্ট !' বর্ষার বাদলধারার মতো তার চোখ দিয়ে ঝরঝর জল পড়ছে ॥ ১২৭ ॥

উনি আমায় ডাকছেন। এই তো এসে গেছি।

ভট্টির কী আদেশ ?

আমি পূর্বেই শুনেছি। তবু আবার বলছি -তেমন প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে ব্রাহ্মণদের কাছে যাওয়া দরকার। তাই আমি অপেক্ষা করছি, ততক্ষণ তুমি বিট-মহাপ্রভুদের শপথ করিয়ে প্রস্তুত করো।

ভট্টির যেমন আদেশ।

আপনারা শুনুন—শুনুন—

আজকের এই সভায় যে মিথ্যা বলবে—সে জুয়োখেলায় কোনো দিন জিতবে না ; চিরকাল মায়ের গোলাম হয়ে থাকবে, বাপের বিনয়ী ছেলে হয়ে থাকবে ; উপচে-পড়া দুধ খাবে আর মোহের বশে লাড্ডু খেয়ে থাকবে এবং নিজের বউকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে ॥ ১২৮ ॥

আরও কি—যিনি এই সভায় বসে বাজে কথা বলবেন- তেমন লোককে গুরুসেবা করে কাল কাটাতে হবে, বিটগোষ্ঠী থেকে তার চিরকালের বিদায় ; যুবক হলেও তিনি নিজেকে বুড়ো বলেই জানবেন আর নিজের বুড়োমি দেখে শান্ত হয়ে থাকতে হবে ॥ ১২৯ ॥

(ঘুরে দেখে)

ওই ধার্বিক অনন্তকথ—সহসা উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে।

কী বলছ ?—

'ওই মেয়েটাই প্রেমের ছলাকলা জানে না, তাই সব পাপ ওর, তৌণ্ডিকোকি লোকটির কোনো দোষ নেই। আপনি শুনে রাখুন—

নারীর পায়ের স্পর্শে অশোকগাছে অসময়ে ফুল ফোটে, স্বয়ং কামদেব নিজের ধনুতে তীর জুড়ে নিয়ে নারীর পায়ে ঠাঁই নিয়েছেন—সুন্দরী যদি মোহের বশে সেই পা কোনো মনুষ্য-পশুর মাথায় তুলে দেয়, তাহলে সেই চপলা রমণীরই উচিত হল ঐ কুকর্মের জন্যে বড়োরকমের প্রায়শ্চিত্ত করা।' ১৩০ ॥

তুমি ঠিকই বলেছ। সত্যিই তো ঐ গর্দভের মাথায় পা তুলে গণিকা ওকে বীণাবাদ্য

শুনিয়েছে ; ঐ মর্কটের স্তুতি করছে, মহিষের দুধে আমের রস ঢেলে দিয়েছে ॥ ১৩১ ॥

তাহলেই কী হয়, হতভাগ্য মানুষের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আছে। এই লোকটি বড়ো বিপদে পড়ে এসেছে। আপনারা ওকে অনুগ্রহ করুন। আচ্ছা, যে নেশার ঝোঁকে এক হাতে টলন্ত মাথাটি সামলে অন্য হাত দিয়ে উত্তরীয়ের সাহায্যে কপালে জমে ওঠা মুক্তার পুঁতির মতো ঘামের ফোঁটাগুলো মুছে এই কুকর্মের প্রায়শ্চিত শুনতে আমায় ডাকছে ? এগিয়ে যাওয়া যাক।

এই বিটেরা ভাবছে যে কে সেই লোক যে নিজেকে বিটরূপে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এই বিটসভায় দাঁড়িয়ে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দিচ্ছে, তাই ওরা বেশ চটে রয়েছে। ওরা সকলে বলছে, 'ওরে মল্লস্বামী শুনেছিস্ ?

কী বলছ ? –

'আপনি ওদের একথা বলবেন না।'

নিষ্ঠাবান ধার্মিক বাপের মৃত্যুর পর পাঁচটি রাত গত হতেই যখন ইয়ার-বন্ধুরা ব্যাকুল হয়ে ছটফট করতে লাগল, অমনি একমাত্র শিশুপুত্রকে কান্নাকাটির মধ্যে ফেলে রেখেও দাসীর সঙ্গে আমি মদ গিলেছি ॥ ১৩২ ॥

তাহলে আমাকে বিট বলতে বাধা কোথায় ?

তা যদি হয় তাহলে সকলে তোমাকে বিটসর্দার বলে মানবে।

এখন বসো। কী বলছ ?–

'ওকে ওই গণিকা মদনসেনার কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

আচ্ছা, এই কথাটা আবার ঘোষণা করে দিই।

কী ব্যাপার ? শিবিদেশের কবি আর্যরক্ষিত হাঁপাতে হাঁপাতে অস্পষ্ট কথায় আমাকে ডেকে নিষেধ করে বলছে, 'না, না, ঐ প্রায়শ্চিত্তে দরকার নেই।'

শিক্ষিত হলে কী হয় এ লোকটি অতি বদ।

এই আর্যরক্ষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা মদের বিনিময়ে নিজের লেখা বিক্রি করে। লোকটা জন্মাল শিবিদেশে আর বুড়ো-হাবড়া হয়ে পড়ে রইল মুলতানে ॥ ১৩৩ ॥

আরও কি-কবিরা যদি এভাবে সুরা-পেয়ালার বিনিময়ে কাব্য কবিতা তৈরি করেন, তাহলে কাশী, কোশল, ভর্গ, নিষাদ সর্বত্রই এক অবস্থা দেখা যাবে ॥ ১৩৪ ॥

যা হোক, ওর কাছে যাই।

বন্ধু, আমি হাজির !

কী বলছ ?--

'যে মধুর টানে মধুকর পদ্মের কাছে আটক পড়ে, তেমন মধু আছে বিলাসিনী বারবধূর মুখে। ঐ মধু ছড়িয়েই সে বকুল গাছে ফুল ফোটায়। ঐ সুরা-গণ্ডূষ চোখে নেশা ধরায়, টাটকা আমের রসের মতো মৌজ হয়। বিষ্ণুনাগ লোকটা গাড়ল। বিলাসিনী বারবধূর মুখের এঁটো মদ ছিটিয়ে দেওয়ারও যোগ্য পাত্র নয় তার মাথা ॥ ১৩৫ ॥

ঐ আর-একটি লোক, নাম ভবকীর্তি। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদেও য়ার জন্যে উনি জোড়হাতে আমাকে ডাকছেন। হারামজাদা একেবারে ঝানু বিট্‌।

এক নেড়ামাথা বুড়ী ছেঁড়া-গেরুয়া পরে দুমুঠো ভিক্ষার আশায় নির্ভয়ে ঘরে ঢুকেছিল। সেই হতভাগী ভিখারিনী মেয়েটাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে বেটা ভবকীর্তি

ওকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করেছে। বেচারা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল ॥ ১৩৬ ॥

তাহলে ওর কাছে যাওয়া যাক।

কী বলছ ?–

‘ওর প্রায়শ্চিত্ত হবে এভাবে–

ওর চুলের বেণী টেনে ধরে কোমর-বন্ধনীর সঙ্গে বাঁধতে হবে। তারপর যখন বিছানায় এলিয়ে পড়বে তখন পদসেবা করতে হবে ॥ ১৩৭ ॥

ওহে এমন ব্যবস্থাও ওর উপযুক্ত হল না।

ওই তো দেখছি বড়োলোকের দুলাল গান্ধর্বসেনক। বাঁদীর বেটারা সবাই ওকে ভালোভাবে চেনে। লোকটা হাত তুলে আমায় ডাকছে।

ওর আঙুলের ডগাগুলি ত্রি-তার বাদ্যযন্ত্রের ওপর নানান্ মুদ্রায় সঞ্চালিত হচ্ছে। রক্তাভ আঙুলগুলি তারের উপর ঘুরছে–যেন লাল পদ্মের পাঁপড়িতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। অন্তঃপুরে সুন্দরী গণিকার সান্নিধ্যে বসে তার শ্রোণীতটে বীণা রেখে বাজিয়ে চলে–তার সঙ্গে নখক্ষতের আরামও উপভোগ করেছে ॥ ১৩৮ ॥

এখন ওর কাছে যাই। (সম্মুখে হাজির হয়ে) কী বলছ ?–

‘সুন্দরী গণিকার কোমরে মেখলা শোভা পায়। যুদ্ধের রথে যেমন বৈজয়ন্তী পতাকা, তেমনি রতিযুদ্ধের সময় তার জঘনের মেখলা জয়ের নিশান। তার সঙ্গে সুরতলীলা যুদ্ধই বটে ; বীণার ঝঙ্কারে সেই রতিরণ বেশ জমে ওঠে। কোথায় সেই মহামূল্য রশনা, আর কোথায় রইল গদর্ভের তুল্য লক্ষ্মীছাড়া ঐ বেশ্যারসিকের চরণ ॥ ১৩৯ ॥

(ঘুরে দাঁড়িয়ে)

এখন দাক্ষিণাত্যের কবি আর্যক প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিচ্ছেন !

উনি কী বলছেন ?

ঐ গণিকা মত্ত অবস্থার বিভ্রমদৃষ্টিতে তার কানের উৎপল-কুণ্ডল দিয়ে অপরাধী বিটের মাথায় বারবার আঘাত করুক’ ॥ ১৪০ ॥

গান্ধারদেশের বিট হস্তিমূর্খ (আর্যক) যা উপায় বাতলে দিল, তাও নাকচ করল।

আপনি কী বলছেন ?–গণিকা তার কানে যে ‘উৎপল’ অলংকার পরেছে, সেটি হাতির নখের উপর কারুকাজ করে তৈরি। ডাগর চোখে চেয়ে দেখায় অপাঙ্গ পর্যন্ত বিলম্বিত ঐ কর্ণোৎপল নানা রঙের সৌন্দর্যে কেমন বাহারী ! ওহে, গণিকা যদি তার কর্ণোৎপল ঐ নরপশুর মাথায় ছুঁড়ে মারে, তাহলে প্রায়শ্চিত্তটা কী হল, তাতে বরং পদ্মরেণুর সুগন্ধ ছড়াবে ॥ ১৪১ ॥

এটাই উপযুক্ত বিচার হয়েছে ! প্রধান প্রধান বেশ্যারসিকেরা এতে সায় দিয়েছেন।

(ঘুরে দাঁড়িয়ে)

ওরা দুজন আমাকে ডাকছে। দুই বন্ধু গুপ্ত ও মহেশ্বরদত্ত একই আসনে বসে আছে। ওরা বররুচির কাব্য অনুকরণ করে কাব্য-প্রতিভা অর্জন করেছে ॥ ১৪২ ॥

ওদের কাছেই যাই। (সম্মুখে গিয়ে) ওহে মাকুন্দ, বলছ কী ?–গণিকার পা ধুইয়ে সেই জল এই বিষ্ণুনাগের মাথায় ঢালতে হবে ?

কিন্তু বন্ধুমহলে প্রসিদ্ধ মহেশ্বরদত্ত জানাচ্ছে যে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এমন প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছেন। তার মতে ঐ গণিকার পা-ধোওয়া জল খাওয়ার যোগ্যতাও নেই ঐ হতভাগ্যের ॥ ১৪৩ ॥

আমার অন্য এক বন্ধু সৌবীর দেশের বুড়ো বিট মুচকি হাসি হেসে স্বচ্ছন্দে আমার উদ্দেশ্যে কিছু জানাচ্ছে!

কী বলছ?

'আমি সেই বারবধূকে এখানে হাজির করব এমন অবস্থায়-যখন অলংকারগুলি খুলে ফেলায় তার দেহটি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে, স্নানের পর ভিজে এলো চুল নিতম্ব পর্যন্ত নেমে এসেছে, হাতদুটি সেখানে স্থির। তারপর ঐ বিষ্ণুনাগ হাতে আয়না নিয়ে তার সামনে দাঁড়াবে; আর গণিকার চোখের জ্যোতিতে বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে। ১৪৪ ॥

দাশেরক কবি রুদ্রবর্মা এমন ব্যবস্থার নিষেধ করছে।

কী বলছে?--

'(বিষ্ণুনাগ) লোকটি বিদ্বান্, সুপ্রসিদ্ধ কৌকিবংশে ওর জন্ম এবং রাজার মন্ত্রাধিকারে সচিবের চাকরিতে নিযুক্ত। কিন্তু বারনারীর পায়ের-ধুলোয়-ধুসর একগুচ্ছ কেশ ধারণ করার যোগ্যতা এর নেই। তাই ওর মাথা মুড়িয়ে দেওয়া উচিত ॥ ১৪৫ ॥

'আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন।'—একথা বলে বিষ্ণুনাগ জানাচ্ছে—গণিকার লাথি খেয়ে আমার মাথা সব সময়েই নুয়ে আছে। তাহলে মাথা মুড়োনোর চেয়ে মাথা কেটে ফেলা আরও ভালো।

বিট-চৌধুরী ভট্টিজীমূত এই ব্যবস্থাও নাকচ করে দিলেন। উনি কী বলছেন?

এলোমেলো চুড়ির শব্দের সঙ্গে যেসব রূপসী গণিকাদের ভ্রূলতা বঙ্কিম হয়ে ওঠে আর রক্তরা নখের দীপ্তিতে আঙুলের শোভা বাড়ে-তেমন কোনো সুন্দরীই তার কচি পাতার মতো নধর হাত দিয়ে ওর চুলের পরিচর্যা করবে না। এভাবে বহুদিনের রুক্ষ চুলোমাথা নিয়ে তাকে কাটাতে হবে ॥ ১৪৬ ॥

তাছাড়া ওর প্রায়শ্চিত্ত কী হবে তাও শুনুন-

সুরার নেশায় যার ঢুলুঢুলু চোখ ঘুরছে আর এক হাত নিতম্বে রেখে মেখলা সামলে ধরেছে--তেমন কোনো বেশ্যা তার আলতারাঙা নূপুরপরা পা ওর (বিট বিষ্ণুনাগের) মাথায় তুলে দিয়ে ওকে ধন্য করুক। বিষ্ণুনাগ সেটা দেখুক ॥ ১৪৭ ॥

'এই হল উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত'--একথা বলতে বলতে বিটের দল বিটপ্রধান ভট্টিজীমূতকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। 'আমি সর্বতোভাবে অনুগৃহীত হয়েছি'—একথা বলে তৌণ্ডিকৌকি বিষ্ণুনাগ বিদায় নিচ্ছে।

বিটশ্রেষ্ঠ ভট্টি আমাকে ডাকছে।

আচ্ছা যাচ্ছি।

কী বক্তব্য তোমার?

'প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তো হল। আপনাদের জন্যে ভালো কাজ আর কী করতে পারি? আপনারা শুনুন -

নির্ঝঞ্ঝাটে চতুর কামকথায় মশগুল থাকুক কুট্টনীরা, ধূর্তদের পুরস্কার বেড়ে উঠুক হাজারগুণ; জমে উঠুক বেশ্যারসিকদের আড্ডা আর সন্ধ্যা থেকে চলতে থাক বারবধূদের রতি-মহোৎসব ॥ ১৪৮ ॥' (বিটের প্রস্থান)

॥ শ্যামিলকবিরচিত 'পাদতাড়িতকম্' সমাপ্ত ॥

(প্রয়োজনীয় শব্দটীকা ভূমিকায় অলোচিত হয়েছে বলে 'প্রসঙ্গকথা' দেওয়া হল না।)

পদ্মপ্রাভৃতকম্

[নান্দ্যন্তে প্রবিশতি সূত্রধারঃ]

সূত্রধারঃ— জয়তি ভগবান্ স রুদ্রঃ কোপাদথবাঽস্যানুগ্রহাদ্ যেন ।
স্ত্রীণাং বিলাসমূর্তৈঃ কান্ততরবপুঃ কৃতঃ কামঃ ॥ ১ ॥

অপি চ—

পুষ্পসমুজ্জ্বলাঃ কুরবকা নদতি পরভৃতঃ
কান্তমশোকপুষ্পসহিতং চলতি কিসলয়ম্ ।
চূতসুগন্ধয়শ্চ পবনা ভ্রমররুতবহাঃ
সম্প্রতি কাননেষু সধনুর্বিচরতি মদনঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চান্যৎ—

আতোদ্যং পক্ষিসংঘাস্তরুরসমুদিতাঃ কোকিলা গান্তি গীতং
বাতাচার্যোপদেশাদভিনয়তি লতা কাননান্তঃ পুরস্ত্রী ।
তাং বৃক্ষাঃ সাধয়ন্তি স্বকুসুমঙ্গ্বিতাঃ পল্লবাগ্রাঙ্গুলীভিঃ
শ্রীমান্ প্রাপ্তো বসন্তস্ত্বরিতমপগতো হারগৌরস্তুষারঃ ॥ ৩ ॥

মূলাদপি মধ্যাদপি বিটপাদপ্যঙ্কুরাদশোকস্য ।
পিশুনস্থমিব রহস্যং সমন্ততো নিষ্কসতি পুষ্পম্ ॥ ৪ ॥

অহো অয়ং—

সসম্ভ্রমপরভৃতরুতঃ সসিন্ধুবারঃ সকুন্দসহকারঃ ।
সমদমদনঃ সুপবনঃ সযৌবনজনপ্রিয়ঃ কালঃ ॥ ৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

(স্থাপনা)

[ততঃ প্রবিশতি বিটঃ]

সাধু ভোঃ । রমণীয়ং খলু তাবদিদং শিশিরজরাজর্জরস্য সম্বৎসরবিটস্য হিমরসায়নোপযোগাৎ বসন্তকৈশোরমুপোহ্যতে । সম্প্রতি হি—

প্রচলকিসলয়াগ্রপ্রনৃত্তদ্রুমং যৌবনস্থায়তে ফুল্লবল্লোপিনদ্ধং বনম্
তিলকশিরসি কেশপাশায়তে কোকিলঃ কুন্দপুষ্পে স্থিতঃ স্ত্রীকটাক্ষায়তে ষট্পদঃ ।
ক্বচিদচিরবিরূঢবালস্তনী কন্যকেবোদ্‌গীতৈঃ শ্যামলৈঃ কুড্মলৈঃ পদ্মিনী শোভতে
বরযুবতিরতিশ্রমস্বিন্নপীনস্তনস্পর্শধূর্তায়িতা বান্তি বাসন্তিকা বায়বঃ ॥ ৬ ॥

ইত্থং চ মদনশরসন্তাপকর্কশো বলবানয়মৃতুঃ যদ্দেবদত্তাসুরতসুপ্রীতিবিহিতযৌবনোৎসবস্য কর্ণীপুত্রস্যোন্মুচ্যমানবালভাবযৌবনাবতারকোমলাং মদনমঞ্জরিকাং দেবসেনাচূতযষ্টিমতিলঙ্ঘয়তে মদনভ্রমরঃ । অথবা কিমিব কর্ণীপুত্রস্যাতিক্রমিষ্যতি । সমধুসর্পিষ্কং হি পরমন্নং সোপদংশমাস্বাদ্যতরং ভবতি, অতঃ শঙ্কে দেবদত্তাসুরতমধুপানোপদংশভূতং চণ্ডালিকাশ্রয়ং বালভাবনিরুপস্কৃতোপচারহসিতললিতরমণীয়ং দারিকাসুন্দরীরতিরসান্তরমপি প্রার্থয়ত ইতি । অহো নু খল্বয়ং লঘুরূপোঽপি বলবান্ মদনব্যাধিঃ, যেনানেকশাস্ত্রাধিগতনিষ্পন্দবুদ্ধিঃ সর্বকলাজ্ঞানবিচক্ষণো ব্যুৎপন্নযুবতিকামতন্ত্রসূত্রধারঃ কর্ণীপুত্রোঽপি নামৈতামবস্থামুপনীতঃ । স হি—

উন্নিদ্রাধিকতান্ততাম্রনয়নঃ প্রত্যুষচন্দ্রাননো
ধ্যানগ্লানতনুর্বিজৃম্ভণপরঃ সন্তপ্তসর্বেন্দ্রিয়ঃ।
রম্যৈশ্চন্দ্রবসন্তমাল্যরচনাগান্ধর্বগন্ধাদিভি-
র্যৈরেব প্রমুখাগতৈঃ স রমতে তৈরেব সন্তপ্যতে ॥ ৭ ॥

অথবা দেবসেনামুদ্দিশ্য নৈতদাশ্চর্যম্। কুতঃ। শ্লাঘ্যমন্মথমনোরথক্ষেত্রং হি সা দারিকা। অর্হত্যস্যা রূপযৌবনলাবণ্যং কর্ণীপুত্রস্যোন্মাদং জনয়িতুম্। তস্যা হি বিভ্রান্তে-ক্ষণমক্ষতোচ্চৈরুচকং প্রাচীনগণ্ডং মুখং প্রত্যগ্রোৎপতিতস্তনাঙ্কুরমুরো বাহুলতা কোমল।

অব্যক্তোত্থিতরোমরেখমুদরং শ্রোণী কুতোহপ্যাগতা
ভাবশ্চ নিভৃতস্বভাবমধুরঃ কং নাম নোন্মাদয়েৎ ॥ ৮ ॥

(পরিক্রম্য)

স ইদানীং দেবসেনাসমুখং মদনাময়মতিব্যায় মকৃতজরেমুদ্দিশ্য হারতালবন্তচন্দনোপ-ণীয়মানদাহপ্রতীকারঃ তৎসমাগমাশাকৃতপ্রাণধারণং শয়নপরায়ণঃ কথঞ্চিদ্ বর্ততে। অদ্য তু প্রাগহবেব পুষ্পাঞ্জলিকো নাম দেবদত্তায়াঃ পরিচারকঃ সোপচারমুপগম্য কর্ণীপুত্র-মুক্তবান্—

আর্যপুত্র, বিজ্ঞাপয়ত্যজ্জুকা দেবদত্তা 'ন খলু মে হস্তেনেহন্যানাগমনাদ্ বহুমান-মধ্যস্থ তামুপগন্তুমর্হত্যার্যপুত্রঃ। ইয়ং হি মে ভগিনিকা চণ্ডালিকা কিমপি অস্বস্থ রূপা তদনুকম্পয়া পর্যুষিতাহস্মি। ইয়ং তু সাম্প্রতমাগচ্ছামীতি। ততস্তদুক্তদত্ত-প্রতিবচনঃ প্রতিপ্রস্থাপ্য পুষ্পাঞ্জলিকং কর্ণীপুত্রঃ সোপগ্রহমিব মামুক্তবান্—'সখে শশ, ত্বয়াহপি নাম শ্রুতং সাম্প্রতমিহাগচ্ছামি' ইতি। তদেব ইদানীমবসরঃ সুখপ্রশ্নাগমনেন বিবিক্তবিস্রম্ভাং দেবসেনামবগাহ্য সন্তাপকারণমস্যাঃ পরিজ্ঞাতুম্। তদেষোহঞ্জলিঃ। সর্বোপায়ৈরর্হতি দেবানাংপ্রিয়োহস্মাকং দেবসেনাসমুখং হৃদয়গতমাপুঙ্খনিখাতং মদনশর-শল্যং সমুদ্ধর্তুম্' ইতি। ততঃ সস্মিতানুযাত্রমুক্তো ময়া 'ভবতু ধূর্তাচার্য, কিমিতি ত্বয়া দিবা দীপপ্রজ্বালনং ক্রিয়তে। কিং নাভিজ্ঞোহহং যুবয়োরন্যোন্যমনোরথমুকদুতকানাং নয়নসঙ্গতকানাম্। অপি চ স এবাস্মি মূলদেবসখঃ শশোহহম্ নৈনামপ্রতার্যাগমিষ্যামি' ইত্যুক্তা প্রস্থিতোহস্মি। তৎ কিং নু রাজমার্গে সুহৃৎপ্রশ্নসংকথাভিঃ কালং ক্ষপয়তা তথা গন্তব্যম্ যথা দেবদত্তাবিরহিতাং চণ্ডালিকামাসাদয়েয়ম্।

(পরিক্রম্য)

অহো তু খলু বসুন্ধরাবধূজম্বুদ্বীপবদনকপোলপত্রলেখায়া নানাভাণ্ডসমৃদ্ধায়া অবন্তিসুন্দর্যা উজ্জয়িন্যাঃ পরা শ্রীঃ ? ইহ হি—

পুণ্যাস্তাবদ্‌বেদাভ্যাসা দ্বিরদরথতুরগনিনদা ধনুর্গুণনিঃস্বনা
দৃশ্যং শ্রাব্যং বিম্বদ্‌বাদাশ্চতুরুদধিসমুদয়ফলৈঃ কৃতা বিপণিক্রিয়া।
গীতং বাদ্যং দ্যূতং হাস্যং ক্বচিদপি চ বিটজনকথাঃ ক্বচিৎসকলাঃ কলাঃ
ক্রীড়া পক্ষিক্ষুধ্মাশ্চেমাঃ প্রচুরকরবলয়রশনাস্বনা গৃহপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ৯ ॥

(পরিক্রম্য)

অপীদানীমভিমতকার্যনিষ্পত্তিসূচকং কিঞ্চিন্নিমিত্তং পশ্যেয়ম্।

(বিলোক্য)

অয়ং তাবৎ কাব্যব্যসনী কাত্যায়নগোত্রঃ শারদ্বতীপুত্রঃ সারস্বতভদ্রঃ স্বগৃহদ্বারকোষ্ঠকে শ্বেতবর্ণব্যগ্রাগ্রহস্তঃ চিন্তিতোপস্থিতাস্বাদিতাকারাক্ষিভ্রূবিকারৈরভিনয়ন্নিব চক্রপীড়ক-

ক্রীড়ামনুভবতি। তৎকামমস্মিন্ কালে প্রবৃত্তপ্রতিভাস্রোতোবিঘাতিনং সুপ্রিয়মপি সুহৃদমভ্যসূয়ন্তে কবয়ঃ। কিন্তু সরস্বতীলতাপ্রভবানাং বাক্‌পুষ্পকানাং কর্ণপূরম্ অকৃত্বাঽতিক্রমিতুং বঞ্চিতমিবাত্মানং মন্যে। যাবদেনমুপসর্পামি। (উপেত্য)

সখে কাত্যায়ন কিমিদমাকাশরোমন্থনং ক্রিয়তে! কিং ব্রবীষি—'স এব মা কাব্যপিশাচো বাহয়তি' ইতি। মা তাবৎ ভোঃ অন্ধো পুরাণকাব্যপদচ্ছেদগ্রথনচর্মকার কিমিদং নষ্টগোযূথ ইব গোপালকো নবপদানন্বেষসে! অথ সখে কিং বস্তু পরিগৃহ্য কৃতঃ শ্লোকঃ। কিং ব্রবীষি—'ননু খলু ইমমেব বর্তমানরমণীয়ং বসন্তসময়মাশ্রিত্য কৃতঃ শ্লোকঃ' ইতি। অথ শক্যং শ্রোতুম্ ? কিং ব্রবীষি—'নন্বেষ ভিত্তিগতো বাচ্যতাম্' ইতি। ক্বাসৌ ? (বিলোক্য) অয়ে অয়ং—

পুষ্পস্পষ্টাট্টহাসঃ সমদমধুকরঃ কোকিলাবাবদূকঃ
শ্রীমৎস্বেদাবতারঃ প্রসুভগপবনঃ কর্কশোদ্দামকামঃ।
বালামপ্যপ্রগল্ভাং বরতনুমবশাং কামিনে সম্প্রদাতুং
কালোঽয়ং তৎকরিষ্যত্যনুনয়নিপুণং যন্ন দূতীসহস্রম্ ॥ ১০ ॥

সাধু ভোঃ কল্যাণং খল্বেতন্নিমিত্তম্। বয়স্য, সৎপুত্রলাভ ইব যশস্করঃ শ্লোকোঽয়মস্তু। বাক্‌পুরোভাগানামভাগী ভব। অয়ে দদ্রুরকঃ পীঠমর্দোঽপ্যত্র। অন্ধো! দর্দুরক, কিমত্র হাসস্থানম্ ? কিং ব্রবীষি—ইদং খলু ভবতা সমুদ্রাভ্যুক্ষণং ক্রিয়তে যদ্ বাগীশ্বরং বাগ্মিরর্চয়সি' ইতি। মা তাবদলোকজ্ঞ কিং বসন্তমাসো ন পুষ্পোপহারমর্হতি ? অপি চ ন ত্বয়া শ্রুতপূর্বম্—

সূর্যং যজন্তি দীপৈঃ সমুদ্রমদ্ভির্বসন্তমপি পুষ্পৈঃ।
অর্চামো ভগবন্তং বয়মপি বাগীশ্বরং বাগ্মিঃ ॥ ১১ ॥ ইতি।

ভবতু দর্শিতস্তে পীঠমর্দস্বভাবঃ। সেবিতোঽত্রভবান্। অপি চ বসন্তকালোঽয়মচ্ছলঃ পরভৃতপ্রলাপানাম্। ঈদৃশ এবাস্তু ভবান্। সাধয়াম্যহম্। (পরিক্রম্য বিলোক্য। অয়ে অয়মপরো বিপুলামাত্যঃ কামদত্তাপ্রাকৃতকাব্যপ্রতিষ্ঠানভূতঃ বৈশিকবৃত্ত্যাঽধোমুখঃ প্রস্থিতঃ। আ গৃহীতম্—এব দেবদত্তাসৌভাগ্যসংক্রান্তে মূলদেবে বিপুলাবমানাৎ আত্মানমবধীরিতমবগচ্ছন্ প্রণয়ক্রুদ্ধঃ খল্বেষ ধাত্রঃ। ভবতু পরিহাসপ্লবেনৈনমবগাহিষ্যে। (নির্দিশ্য) ভোঃ সুঙ্কুমুদাননববোধয়ন্ দিবাচন্দ্রলীলয়াঽতিক্রামসি। পৃচ্ছামস্তাবৎ কিঞ্চিৎ।

কলাবিজ্ঞানসম্পন্না গর্বৈকব্রতশালিনী।
ন খল্বত্যন্তধীরা সা খিন্না তে বিপুলা মতিঃ ॥ ১২ ॥

কিং ব্রবীষি—'গৃহীতো বঞ্চিতকস্যার্থঃ। কিং তবাচার্যো মূলদেবো ন জ্ঞায়ত' ইতি। মা মৈবম্। দেবদত্তাসুরতসংক্রান্তস্যাপি বিপুলাগতমেব হৃদয়ম্। কিং ব্রবীষি—'তদপি মূলদেবীয়ং শাঠ্যম্' ইতি। আম্। ভবান্ খলু সত্যার্জবঃ কিমিদানীং স্বশিষ্যাং বিপুলাং নোপালভতে যয়া প্রণয়কোপার্থমধিগতঃ কর্ণীপুত্রঃ—

প্রাপ্ত ইব শরৎকালঃ প্রাবৃট্‌কলুষাং নদীং প্রসাদয়িতুম্।
ক্ষিপ্তঃ কদর্থয়িত্বা হেমন্তে তালবৃন্ত ইব ॥ ১৩ ॥

কিং ব্রবীষি—"কদা কথম্" ইতি। সখে শ্রূয়তাম্। ননু কতিপয়াহমিবাদ্য মদ্দ্বিতীয়ঃ কর্ণীপুত্রো বিপুলামনুনেতুমভিগতঃ। অথ দ্বারকোষ্ঠকস্থেনানেন ক্রোধাগাধপরীক্ষার্থমহমাদিতঃ সোপগ্রহং কল্পিতঃ। সোঽহং প্রিয়বচনোপন্যাসেনাভিগতশ্চৈনাম্। সাঽপি

চেৰ্ষ্যাদোষদূষিতলাবন্যা দৃষ্টৈব মাং 'কুতোঽয়মায়াস' ইত্যুক্ত্বা পরাঙ্‌মুখী সংবৃত্তা। ততঃ সপরিহাসমুক্তা ময়া-

কিমুক্তা কেন ত্বং প্রতিবচ ইদং কস্য বচসঃ
তদাবৃত্তা ভূত্বা বদ বদনচন্দ্রেণ বনিতে।
প্রসন্নাং ত্বাং দৃষ্ট্বা ভবতি হি মম প্রীতিরতুলা
ভুজঙ্গীব ক্রুদ্ধা ভ্রূকুটীরিয়মুদ্বেজয়তি মাম্ ॥ ১৪ ॥ ইতি

তদনন্তরমবন্তিসুন্দর্যা সখ্যাঽভিহিতা-

কিং কৃত্বা ভ্রূকুটীতরঙ্গবিষমং রোষোপরক্তং মুখং
নিঃশ্বাসজ্বরিতাধরং প্রিয়সখং প্রাপ্তং ন সম্ভাষসে।
সৌভাগ্যেন হি শত্রুকর্ম কুরুষে স্ত্রীগর্বমেধাবিনি
মানং মানিনি মুঞ্চ সর্বমচিরাদত্যায়তং ছিদ্যতে ॥ ১৫। ইতি।

অথ গুণবতী পরিষদিতি কৃত্বা কর্ণীপুত্রোঽভিগতঃ। স চানয়া প্রণিপাতাবনত সরোষমবধ্বয়াভিহিতঃ--

কৃত্বা বিগ্রহমাগতোঽসি নিয়তং নির্বাসিতো বা তয়া
কান্তালাপবিনোদনে কিল বয়ং বিশ্রামভূমিস্তব।
কিং নৈরাশ্যনিরুৎসুকস্য মনসঃ সন্ধুক্ষণেমে পুনঃ
পীতেনাত্র কিমৌষধেন কটুনা সুস্বাগতং গম্যতাম্ ॥ ১৬ ॥ ইতি।

কিং ব্রবীষি--"যদ্যেবং তামেবাবিনীতাং তাবদেনামুপালব্ধুং গচ্ছামি" ইতি। ছন্দতঃ তয়াগৃহীতবাক্যো ভবানস্তু। সাধয়ামস্তাবৎ।

(পরিক্রম্য)

হা ধিক্ অপরং মূর্তিমৎ গমনবিঘ্নমুপস্থিতম্। এষ হি পাণিনিপূর্বকো দন্দশূকপুত্রো দত্তকলশির্নাম বৈয়াকরণঃ প্রতিমুখমেবোপস্থিতোঽস্মান্। অপীদানীমিবিঘেনাস্য বাগ্‌বাগুরামুত্তরেয়ম্। সংরব্ধমিবৈনং পশ্যামি। আম্ বাদবিঘট্টিতেনানেন ভবিতব্যম্। তথা হি। অস্য কলহকণ্ডূবন্ধুরা বাগীষদপি স্পৃষ্টা দেবকুলঘণ্টেবানুস্বনতি। প্রিয়গণিকশ্চৈষ ধাত্রঃ। তাং কিল নূপুরসেনায়া দুহিতরং রশনাবতিকাং নাম ব্যপদিশতি। ভোঃ কষ্টম্। করভকণ্ঠাবসক্তাং বল্লকীমিব শোচামি তাং রশনাবতিকাম্। এষ উদ্যম্যাগ্রহস্তমভিভাষত এবাস্মান্।

কিমাহ ভবান্--"অপি সুখমশয়িষ্ঠাঃ" ইতি। কা গতিঃ, ভবতু সভাজয়িষ্যাম্যেনম্। স্বাগতমক্ষরকোষ্ঠাগারায়। বয়স্য দত্তকলশে সংরব্ধমিব ত্বাং পশ্যামি। কচ্চিৎ কুশলম্। কিং ভবানাহ--"এষোঽস্মি বলিভুগ্‌ভিরিব সংঘাতবলিভিঃ কাতন্ত্রিকৈরবস্কন্দিতঃ' ইতি। হন্ত প্রবৃত্তং কাকোলূকম্। সখে দিষ্ট্যা ত্বামলূনপক্ষং পশ্যামি। কিং ব্রবীষি--"কা চেদানীং মম বৈয়াকরণপারশবেষু কাতন্ত্রিকেষ্বাস্থা" ইতি। যথাতথাঽস্তু ভবতঃ। সাধয়াম্যহম্।

কিং ব্রবীষি--"ক সঞ্চিচীর্ষুঃ, তিষ্ঠ তাবৎ, কিমসি দুদ্রূষুঃ" ইতি। হা ধিক্, প্রসীদতু ভবান্। নার্হস্যস্মান্ এবংবিধৈঃ কাষ্ঠপ্রহারনিষ্ঠুরৈর্বাগশনিভিরভিহন্তুম্। সাধু ব্যবহারিকয়া বাচা বদ। অভাজনং হি বয়মীদৃশানাং করভোদ্গারদুর্ভগানাং শ্রোত্রবিষনিষেকভূতানাং বৈয়াকরণবাগ্‌ব্যসনানাম্। কিং ব্রবীষি--"কথমহমিদানীমনেকবাবদূকবাদিবৃষভবিঘট্টনোপার্জিতাম্ অনেকধাতুশতঘনীং বাচমুৎসৃজ্য স্ত্রীশরীরমিব মাধুর্যকোমলাং

করিষ্যামি।" অহো অনাথঃ খল্বসি। কুতঃ—

স্বৈরালাপে স্ত্রীবয়স্যোপচারৈঃ কার্যারম্ভে লোকবাদাশ্রয়ে চ
কঃ সংশ্লেষঃ কষ্টশব্দাক্ষরাণাং পুষ্পাপীড়ে কণ্টকানাং যথৈব ॥ ১৭ ॥

কিমাহ ভবান্—"স্থানে খলু সা পুংশ্চলী শব্দশীফরমাভাষিতা রুষ্টা" ইতি। তৎকেয়ং পুংশ্চলীতি? কিং ব্রবীষি—"প্রিয়া নাম কেনোচ্যতে" ইতি (বিমৃশ্য) আ বিদিতম্ রশনাবতিকা এতচ্চার্হতি। নাতশ্চ ভূয়ঃ কষ্টতরং যৎ সা প্রচুরপাদপান্তরচারিণীব কোকিলা স্বভাবখরং বিল্বপাদপমাশ্রিতা। কষ্টং ভোঃ মহদিদং পরিহাসবস্তু, আস্বাদয়িষ্যামস্তাবৎ।

বয়স্য দত্তকলশে, এবং স্বভাবদাক্ষিণস্য ভবতঃ কথং কামিনী বিবক্তেতি পরং মে কুতূহলং শ্রোতুম্। এতদুচ্যতাং তাবৎ বিস্তরতঃ। কিমাহ ভবান্—"সাধু সা পুংশ্চলী পূর্বেদ্যুঃ পর্বকালে বেশকোষ্ঠকমুপেত্য রিরংসয়া মাং হবিজুর্হুযন্তং জিঘৃক্ষতী-বোপাসীদৎ। ততোঽহমেনামবোচনম্—বৃষলি হবিজুর্হুযন্তং মা মা স্প্রাক্ষীঃ" ইতি। হন্ত! ইদং তং দুষ্টগান্ধর্বং নাম। সুকুমারঃ খলু কামিনীসম্পরিগ্রহঃ। কলহোঽয়মু-পচারো নু। মা তাবদলোকজ্ঞ যস্তং নাম ত্বয়া প্রণয়োপগতাং কামিনীং বিরাগয়িতুম্। স্ত্রীজনোঽপি ত্বয়া কষ্টশব্দনিষ্ঠুরাভিব্যাকরণবিস্ফুলিঙ্গাভির্বাগ্মিরুত্রাসয়িনব্যো ভবতি। ইদমপি ন ত্বয়া শ্রুতপূর্বম্—

রত্যর্থিনীং রহসি যঃ সুকুমারচিত্তাং কান্তাং স্বভাবমধুরাক্ষরলালনীয়াম্।
বাগর্চিষা স্পৃশতি কর্ণবিবেচনেন রক্তাং স বাদয়তি বল্লকিমুল্মুকেন ॥ ১৮ ॥

সর্বথা দুষ্করকারিণী খলু রশনাবতিকা, যা ভবন্তমনেন কল্পয়তি। অথবা তু তস্যাঃ শাপঃ। বয়স্য দত্তকলশে শ্রুতং শ্রোত্ররসায়নম্। স্বস্তি ভবতে। সাধয়াম্যহম্।

(পরিক্রম্য)

ইদমপরং মনুষ্যকান্তারমুপস্থিতম্। এষ হি ধর্মাসনিকপুত্রঃ পবিত্রকো নাম প্রচ্ছন্ন-পুংশ্চলীকোঽচৌক্ষঃ চৌক্ষবাদিতঃ রাজমার্গেঽবিদিতজনসংস্পর্শং পরিহরন্নিব সংগৃহী-তার্দ্রবসনঃ সংকুচিতসর্বাঙ্গো নাসিকাম্বয়মঙ্গুলীম্বয়েন পিধায় চত্বরশিবপীঠিকা-মাশ্রিত্য স্থিতঃ। হাস্যঃ খল্বেষ তপস্বী। যথা তাবদয়ং মত্তকাশিন্যা দুহিতরং বারুণিকাং নাম বন্ধকীমনুরক্ত ইতি শ্রূয়তে। তদিদানীং কিময়মাকুলো ভবতি। ইদমস্যা বিনয়প্রচারপুস্তকমুদ্ঘাট্যতে।

অম্ভো পবিত্রক, কিমিদমুফস্থলীকূর্মলীলয়া স্থীয়তে। কিং ব্রবীষি—"রাজমার্গে সুলভমবিদিতজনসংস্পর্শং পরিহরামি" ইতি। অম্ভো অবিজ্ঞাতজনসংস্পর্শো নাম পরিহ্রিয়তে ভবতা। বারুণীজঘনপাত্রং জাহ্নবীতীর্থমিব পরমপবিত্রং ননু। কিং ব্রবীষি—"নৈতদস্তি" ইতি। কিমিদং গোপালকুলে তক্রবিক্রয়ঃ ক্রিয়তে। কিতবেষ্বপি নাম কৈতবমারভ্যতে। কিং ব্রবীষি—"সাধু মর্ষয়তু ভবান্ নিপুণঃ খলু তে চারঃ" ইতি। কস্য চারঃ? কুতশ্চারঃ? ন সূর্যো দীপেনান্ধকারং প্রবিশতি। নহি মে চারকৃত্যমস্তি। সহস্রচক্ষুষো হি বয়মীদৃশেষু প্রয়োজনেষু। তদপনয় শঠপ্রচারকঞ্চুকম্। আকৃতি-মাত্রভদ্রকো ভবান্ মিথ্যাচারবিনীতো হ্যসি। অম্ভো সজ্জনসব্রহ্মচারিন্ বিটপারশব, চৌক্ষপিশাচো বেশ্যাপ্রসঙ্গশ্চেতি আচারবিরুদ্ধমেতদ্ বিরুদ্ধাশনমিব মাং প্রতিভাতি। অপি চ চৌক্ষোপচারযন্ত্রিতঃ তামুপগূহন্ সন্দংশেন নবমালিকামপচিনোষি। কিং ব্রবীষি—"সর্বথা নিবৃত্তোঽস্মি বিভ্রমাৎ" ইতি। পায়সোপবাসমিব ক এতৎ শ্রদ্ধাস্যতি।

কিং ব্রবীষি- যদ্যেবং সুপ্রসন্নোঽসি শিষ্যত্বে নিষ্পাদয়তু মা ভবান্" ইতি। দিষ্ট্যা ভবান্ সৎপথমারূঢ়ঃ। যদি চ বিটত্বে কৃতো নিশ্চয়ঃ শীঘ্রমেব বেশযুবতিপ্রণয়পরিভুক্তমিথ্যাচার-কঞ্চুকমুদ্‌ঘাট্যতাম্। ঘুষ্যতাং বিটশব্দঃ। কিমাহ ভবান্—"প্রণতোঽস্মি" ইতি। হন্তেদানীং দত্তঃ প্রদেয়কঃ স্বৈরময়ন্ত্রিতশ্চাচারঃ। অয়মিদানীমাশীর্বাদঃ—

আক্ষিপ্তস্রস্তবস্ত্রাং প্রশিথিলরশনাং মুক্তনীবীং বিহস্তাং
হস্তব্যাসগপ্তস্তনীবিবরবলীমধ্যনাভিপ্রদেশাম্।
লজ্জালীনোপবিষ্টাং নহি নহি বিসৃজেত্যেবমাক্রন্দমানাং
শয্যামারোপ্য কান্তাং সুরতসমুদয়স্যাগ্রসস্যং গৃহাণ ॥ ১৯ ॥

কিং ব্রবীষি—"উপস্কারিতং শ্রেয়ঃ, চিকিৎসিতোঽস্মি" ইতি। যদ্যেবমাচার্য-দক্ষিণেদানীমেষ্টব্যা। কিং ব্রবীষি—"নম্বয়মঞ্জলিঃ" ইতি। ভো নম্বয়মতিব্যয়ঃ। ভবতু। ইদানীং নিষ্পন্নশিষ্যাঃ স্মো বয়ম্। ভবানিদানীমাচার্যো ন শিষ্যঃ। সগর্বং স্বৈরমযন্ত্রিতশ্চর। সাধয়াম্যহম্। (পরিক্রম্য) হী হী সাধু ভোঃ নানাকুসুমসমবায়-সম্পিণ্ডিতেন বসন্তমধ্যাহ্নস্বেদাবতারস্পর্শসুভগেন প্রতিহারিত ইবাহং মাল্যাপণপ্রাসাদ-সম্বাধবিনিঃসৃতেন বিপণিবায়ুনা নূনমুপস্থিতোঽস্মি। (পুষ্পবীথীং বিলোক্য) মূর্তিমতীব নানাকুসুমসমবায়াঙ্গপ্রত্যঙ্গা বসন্তবধূঃ। ইয়ং হি—

পদ্মোৎফুল্লশ্রীনদুবক্ত্রা সিতকুসুমমুকুলদশনা নবোৎপললোচনা
রক্তাশোকপ্রস্পন্দোষ্ঠী ভ্রমররুতমধুরকথিতা বরস্তবকস্তনী।
পুষ্পাপীড়ালঙ্কারাঢ্যা গ্রথিতশুভকুসুমবসনা স্রগুজ্জ্বলমেখলা
পুষ্পন্যস্তং নারীরূপং বহতি খলু কুসুমবিপণির্বসন্তকুটুম্বিনী ॥ ২০ ॥

ভোঃ সর্বথা নানাকুসুমসমবায়গন্ধহৃতহৃদয়োঽহং দুষ্করং খলু করোমি এনামতিক্রামন্। (পরিক্রম্য) ইদমপরং পরিহাসপত্তনমুপস্থিতম্। এষ হি মৃদঙ্গবাসুলকো নাম পুরাণ-নাটকবিটঃ "ভাবজরদ্‌গবঃ" ইতি গণিকাজনোপপাদিতদ্বিতীয়নামধেয়ঃ সুকুমারগায়কস্য আর্যনাগদত্তস্যোদবসিতান্নির্গচ্ছতি। সুষ্ঠু তাবদনেন নীলীকর্দমানুলেপনপরিস্পন্দেন জরাকৌপীনপ্রচ্ছাদনমনুষ্ঠিতম্। সর্বসখশ্চৈষ ধাত্রঃ ন শক্যমিমমনভিভাষ্যাতিক্রমিতুম্। পরিহসিষ্যাম্যেনম্। (নির্দিশ্য)

ভাবজরদ্‌গব, অপি সুভিক্ষমনয়া জরসা! কিমাহ ভবান্—"এষ ভবতো নির্বেদাৎ জরদ্ভুজঙ্গ ইব জরাত্বচমুৎসৃজামি" ইতি। প্রাণৈঃ সহেতি পশ্যামঃ। পুনর্যুবৈব ভাবঃ। সিদ্ধং হি তে মায়য়া যৌবনকর্ম। তব হি—

রাগোৎপাদিতযৌবনপ্রতিনিধিচ্ছন্নব্যলীকং শিরঃ
সন্দংশাপচিতোত্তরোষ্ঠপালিতং নিম্নুগণ্ডং মুখম্।
যত্নেনারচিতামৃজাগুণবলেনানেন চাঙ্গস্য তে
লেপেনেব পুরাণজর্জরগৃহস্যায়োজিতং যৌবনম্ ॥ ২১ ॥

কিং ব্রবীষি—"মদনীয়ং খলু পুরাণমধু" ইতি। মনোরথ এষ ভাবস্য। সর্বথা ত্রিফলগোক্ষুরলোহচূর্ণসমৃদ্ধিরস্তু ভবতঃ। সাধয়াম্যহম্। (পরিক্রম্য)

অয়ে অয়মিদানীং সহসোপস্থিতে ময়ি দ্যূতসভালিন্দতঃ শিলাস্তম্ভেনাত্মানমাবৃত্য স্থিতঃ। (বিলোক্য) ভবতু। বিজ্ঞাতম্। শৈবিলকোঽয়ম্। কিং নু খল্বস্যাস্ম-দ্দর্শনপরিহারেণ প্রয়োজনম্। কিং মালতিকাদূতীস্বয়ংগ্রহাবিনয় আত্মশঙ্কামুৎপাদয়তি। ভবতু। পরিহাসপ্লবেনৈনমবগাহিষ্যে।

ভো দ্বিজকুমারক কিমিদমাত্মপ্রচ্ছাদনেন সুহৃৎসমাগমঃ ছত্রেণ চন্দ্রাতপ ইব প্রতিষিধ্যতে। এষ নিঃসৃত্য প্রহসিতঃ। কিং ব্রবীষি—"স্বাগতং সুহৃৎকর্ণধারায়" ইতি। ভদ্র কুতো মে সুহৃৎকর্ণধারতা যোঽহং তস্মাদ্ স্বচ্ছন্দরতিপ্রণয়সাহসাৎ বহিষ্কৃতঃ। কিং ব্রবীষি—"নৈতদস্তি" ইতি। অয়ি সুরতোঞ্ছবৃত্তে, মা মৈবম্। প্রকাশং খল্বেতৎ যথা শৈষিলকস্য গৃহে শাক্যভিক্ষুকী প্রতিবসতীতি। সা কিল ত্বয়ি উৎপন্নকাময়া মালাকারদারিকয়া মালতিকয়া ত্বৎসকাশং দৌত্যেনানুপ্রেষিতা। তস্যাশ্চ ত্বয়া নিরুপস্কৃতভদ্রকং রূপযৌবন-লাবণ্যমামিষভূতমুদ্দিশ্য তদাত্বমেমেবাবেক্ষিতম্, নায়াতিকম্। কিং ব্রবীষি—"সখে যৎসত্যমনাগতসুখাশয়া প্রত্যুপস্থিতসুখত্যাগো ন পুরুষার্থঃ। ন দীপেনাগ্নিমার্গণং ক্রিয়তে" ইতি। ভোঃ সুষ্ঠু কৃতম্। বঞ্চিতং খলু রহস্যং যদীদং ন বিস্তরতো ব্রূয়াঃ। বিস্তরত ইদানীং শ্রোতব্যম্। কিমাহ ভবান্—"ক ইদানীমবিনয়প্রপঞ্চমাত্মনঃ প্রকাশয়তি। কিন্তু সমাসতঃ শ্রূয়তাম্। তয়া হি প্রসভমাক্রান্তয়াঽভিহিতোঽহম্—

সম্পাতেনাতিভূমিং প্রতরসি শঠ হে মান্যাঃ খলু বয়ং
দৌত্যেনাভ্যাগতায়াঃ চপল ন সদৃশং যত্তে ব্যবসিতম্।
কৃচ্ছ্রাদ্ রুদ্ধাঽস্মি জাতা পরগৃহবসতিং সম্প্রাপ্য বিজনে
মা মৈবং হা প্রসীদ প্রিয় বিসৃজ পুরা কশ্চিৎ প্রবিশতি ॥ ২২ ॥

ইতি। সাধু ভোঃ অস্মদঙ্গো নাটকাংকঃ সংবৃত্তঃ। অনেন সুরতসন্ধিচ্ছেদেন স্থিরীকৃতো বাসিষ্ঠীপুত্রেণ বিটশব্দঃ। বয়স্য সুভগো ভব। সাধয়াম্যহম্। (পরিক্রম্য) হন্ত ভোঃ সুরতসর্বাতিথিসন্নিবেশং বেশমনুপ্রাপ্তাঃ। যোঽয়ম্—

কামাবেশঃ কৈতবস্যোপদেশো মায়াকোশো বঞ্চনাসন্নিবেশঃ।
নির্দ্রব্যাণামপ্রসিদ্ধপ্রবেশো রম্যক্লেশঃ সুপ্রবেশোঽস্তু বেশঃ ॥ ২৩ ॥

(পরিক্রম্য) ক এষ মলিনপ্রাবারাবগুণ্ঠিতশরীরঃ সংকুচিতসর্বাঙ্গো বেশ্যাঙ্গনাৎ দ্রুত-তরমভিনিষ্ক্রামতি। অয়ে সম্ভ্রমাদ্ ভ্রষ্টং কাষায়ান্তমুপলক্ষয়ে। আ স এষ ধর্মারণ্য-নিবাসী সংঘলকো নাম দুষ্টশাক্যভিক্ষুঃ। অহো সাংক্লিষ্টতা বুদ্ধশাসনস্য যদেবম্বিধৈরপি বৃথামুণ্ডৈরসদ্ ভিক্ষুভিরুপহন্যমানং প্রত্যহমভিপূজ্যত এব। অথবা ন বায়সোচ্ছিষ্টং তীর্থজলমুপহতং ভবতি। এষ তিরস্কৃতৈবাত্মানং দৃষ্টৈবাস্মানভিপ্রস্থিতঃ। ভবতু। মম বাক্‌শরগোচরোঽক্ষতো ন যাস্যতি। অভিভাষিষ্যে তাবৎ। (নির্দিশ্য)

বিহারবেতাল কেদানীমুলূক ইব দিবাশঙ্কিতশ্চরসি। কিং ব্রবীষি—"সাম্প্রতং বিহারাদাগচ্ছামি" ইতি। ভূতার্থং জানে বিহারশীলতাং ভদন্তস্য। ধান্ত্র কেদানীং বেশ-বীথীদীর্ঘিকাগতো বক ইব শঙ্কিতশ্চরসি। ননু সুরতপিণ্ডপাতমনুষ্ঠীতে? কিং ব্রবীষি—মাতৃব্যাপত্তিদুঃখিতাং সংঘদাসিকাং বুদ্ধবচনৈঃ পর্যবস্থাপয়িতুমাগতোঽস্মি" ইতি। বিনষ্টং ত্বন্মুখাদ্ বুদ্ধবচনং মদ্‌ভ্রমাদিবোপস্পর্শং পশ্যামঃ। ভোঃ কষ্টম্—

বেশ্যাঙ্গনং প্রবিষ্টো মোহাদ্ ভিক্ষুর্যদৃচ্ছয়া বাঽপি।
ন ভ্রাজতে প্রযুক্তো দত্তকসূত্রেষ্বিবোঙ্কারঃ ॥ ২৪ ॥

কিং ব্রবীষি—'মর্ষয়তু ভবান্ ননু সর্বসত্ত্বেষু প্রসন্নচিত্তেন ভবিতব্যম্" ইতি। স্থানে নিত্যপ্রসন্নো ভদন্তঃ তৃষ্ণাচ্ছেদেন পরিনির্বাণমবাপ্স্যসি। এষোঽঞ্জলিপ্রগ্রহং করোতি। কিং ব্রবীষি—"সাধু মুচ্যেয়ম্" ইতি। ভবতু। অলং বৃথা শ্রমেণ। সর্বথা দুর্লভঃ খলু তে মোক্ষঃ। কিং ব্রবীষি—"গচ্ছাম্যহমকালভোজনমপি পরিহার্যম্" ইতি। হী হী সর্বম্। এতদরাশিষ্টমস্খলিতপঞ্চশিক্ষাপদস্য ভিক্ষোঃ কালভোজনমতিক্রামতি। ধ্বংসস্ব।

বৃথামুণ্ডনশিচরিদ্রুপাপত্রপতে। গচ্ছ, বুদ্ধো হ্যসি। হন্ত! ধ্বস্ত এষ দুরাত্মা। তৎ ক নু খল্বিদানীং দুষ্টশাক্যভিক্ষুদর্শনোপহতং চক্ষুঃ প্রক্ষালয়েয়ম্। (পরিক্রম্য)

সাধু ভো ইদং বিটজননয়পাবনমুপস্থিতম্। এষা হি বসন্তবত্যা দুহিতা বনরাজিকা নাম বনরাজিকেব রূপবতী কুসুমসমাজমিব শরীরে সন্নিবেশ্য যথোচিতং পূজাপুরস্কারমুপনীয় কামদেবায়তনাদবতরতি। যদা সর্বাদরগৃহীতপুষ্পমণ্ডনাটোপা শঙ্কে প্রিয়জনসকাশং প্রস্থিতয়াঽনয়া ভবিতব্যম্। যাবদেনাং প্রিয়বচনোপন্যাসেনোপসর্পামি। (নির্দিশ্য) বাসু বনরাজিকে, কিমিদং বসন্তকুসুমাগ্রয়নং কুর্বন্ত্যা ভবত্যা ন খল্বতিথিলোপঃ কৃতঃ। কিমাহ ভবতী—"স্বাগতমার্যায়, অয়মঞ্জলিঃ" ইতি। প্রতিগৃহীত এষ দাক্ষিণ্যপল্লবঃ। অপি চ, অচিরাদাগতস্তাবদ্ বসন্তস্তব শরীরে সন্নিবিষ্টো ননু কিমাহ ভবতী—"কথমিব" ইতি। শ্রূয়তাং তাবৎ—

বাসন্তীকুন্দমিশ্রৈঃ কুরবককুসুমৈঃ পূরিতঃ কেশহস্তা
লগ্নাশোকঃ শিখান্তঃ স্তনতটরচিতঃ সিন্দুবারোপহারঃ।
প্রত্যগ্রৈশ্চূতপুষ্পৈঃ প্রচলকিসলয়ৈঃ কল্পিতঃ কর্ণপূরঃ
পুষ্পব্যগ্রাগ্রহস্তে বহসি সুবদনে মূর্তিমন্তং বসন্তম্ ॥ ২৫ ॥

কিং ব্রবীষি—"এষ তে প্রদেয়ক" ইতি। ভবতু। ত্বয্যেব তাবত্তিষ্ঠতু ন্যাসঃ। কালেনোপপাদয়িষ্যামঃ। সুখং ভবত্যৈ। প্রস্থিতোঽস্মি। (পরিক্রম্য)

অয়ে ইদমিরিমকামিন্যাস্তাম্বূলসেনায়া গৃহম্। নিত্যসন্নিহিতশ্চাত্র ধাত্রঃ। কিং নু প্রবিশামি। (বিচার্য) ন শক্যমনভিভাষ্যাতিক্রমিতুম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) অস্তি কোঽপি ভোঃ সুন্দগৃহে শশং প্রতিপালয়তি। অয়ে ইদং তাম্বূলসেনা অস্মদ্বহুমানাদবিলম্বিতত্বরিতপদবিন্যাসা সংমোদ্ ভ্রষ্টমুত্তরীয়মাকর্ষন্তী প্রাবার এব প্রত্যুদ্গতা। অত্যুপচারঃ খল্বেষ শঙ্কে ন মাং প্রবিশন্তমিচ্ছতীতি। তদেষা বহিরেব প্রযোজয়িতুং নির্গতা। যথাঽস্যাঃ প্রত্যগ্রসুরতচিহ্নান্যুপলক্ষয়ে সদ্যঃ সুরতভুক্তমুক্তয়াঽনয়া ভবিতব্যম্। নূনং দিবাসুরতসংমদমনুভূতবানিরিমঃ। অহো সুরতলোলুপঃ খলু ধাত্রঃ। ভবতু। পরিহসিষ্যাম্যেনাম্।

তাম্বূলসেনে! কিমিদং দাক্ষিণ্যাতিব্যয়ঃ ক্রিয়তে। কথং সুরতপরিশ্রমশ্বাসবিচ্ছিন্নাক্ষরং 'স্বাগতং প্রিয়বয়স্যায়' ইত্যাহ। অবিরক্তিকে তালবৃন্তং তাবদানয়। কৃতব্যায়ামা খলু তাম্বূলসেনা। চৌরি, অপি বলং বর্ধতে? কিং ব্রবীষি—"ন খল্বগচ্ছামি" ইতি। এতৎ প্রিয়জনপরিষ্বঙ্গসংক্রান্তকালেয়কং স্তনতটদ্বয়ম্। পৃচ্ছামি তাবৎ; অসন্তুষ্টে অনবরতনিশাবিহারস্যেরিমস্য দিবাঽপি নাম ত্বয়া ন দেয়ো বিশ্রমঃ। ননু সায়ংপ্রাতর্হোমো বর্ততে। কিং ব্রবীষি—"সদাপি নাম পরপক্ষপরিহাসপ্রিয়ো ভাব ইতি।" নৈতদস্তি। অপি দুর্বিদগ্ধে ন ত্বয়া শ্রুতপূর্বং 'আকারসম্বরণমপ্যাকার এব' ইতি। কিং ব্রবীষি—"কথং জানীষে" ইতি। চৌরি, কথমিদং ন জ্ঞাস্যামি। যথা—

বিখণ্ডিতবিশেষকং মৃদিতরোচনাবিন্দুকং
কপোলতললগ্নকেশমপবিদ্ধকর্ণোৎপলম্।
মুখং ব্রণিতপাটলোষ্ঠমলসায়মানেক্ষণং
প্রকাশয়তি তে দিবাসুরতলোলুপং কামিনম্ ॥ ২৬ ॥

কিং ব্রবীষি—"সদ্যঃ সুপ্তোত্থিতাঽহং কিমপ্যাশঙ্কসে" ইতি। ভবতু। সংজ্ঞপ্তাঃ স্মঃ। ন হি তে সূক্ষ্মমপি কিঞ্চিদগ্রাহ্যং পশ্যামি। কিন্তু—

স্বপ্নান্তে নখদন্তবিক্ষতমিদং শঙ্কে শরীরং তব
প্রীয়ন্তাং পিতরঃ স্বধাঽস্তু সুভগে বাসোঽপব্যং হি তে।
কিঞ্চান্যত্ত্বরয়া ন লক্ষিতমিদং ধিক্ তস্য দুঃশিল্পিনী
মোহাদ্ যেন তবোভয়োশ্চরণয়োঃ সব্যে কৃতে পাদুকে ॥ ২৭ ॥

চোরি সহোঢ়াভিগৃহীতা ক্বেদানীং যাস্যসি। এষা হি প্রবিশ্যান্তর্গৃহমুচ্চৈঃ প্রহসিতা সহ রমণেন। (কর্ণং দত্ত্বা) এষ ইরিমো ব্যাহরতি—"ননু ভো ধূর্তাচার্য প্রবিশ্যতাম্" ইতি। সখে কঃ সুরতরথধুর্যয়োর্যোক্ত্রচ্ছেদং করিষ্যতি। এবমেবাবিরতসুরতোৎসবোঽস্তু। গার্গীপুত্র, সাধয়াম্যহম্। (পরিক্রম্য) অয়ে কেয়মিদানীং বাহ্যদ্বারকোষ্ঠকে দেবতাভ্যো বলিমুপহরতি ?

নিভৃতবদনা শোকগ্লানা নিরঞ্জনলোচনা
মলিনবসনা স্নেহত্যক্তপ্রলম্বঘনালকা।
শিথিলবলয়া পুষ্পোৎক্ষেপৈশ্চ্যুতাঙ্গুলিবেষ্টনা
তরুণযুবতিস্তন্বী ভূয়স্তনুত্বমুপাগতা ॥ ২৮ ॥

আ এষা ভাণ্ডীরসেনায়া দুহিতা কুমুদ্বতী নাম। ভোঃ কষ্টম্। অপ্রত্যভিজ্ঞেয়া ইয়ং তপস্বিনী সংবৃত্তা। তৎ কস্যেয়ং বেশবাসবিরুদ্ধং বিরহযোগ্যব্রতং চরতি। আ বিজ্ঞাতম্। তমেষা মৌর্যকুমারং চন্দ্রোদয়মনুরক্তেতি শ্রূয়তে। স চ সুভগঃ সামন্তপ্রশমনার্থং দণ্ডেনোদ্যতঃ। হন্ত ভো উপপদ্যতে চন্দ্রোদয়বিরহাৎ কুমুদ্বতী নিঃশ্রীকা সংবৃত্তেতি। ভোঃ প্রত্যাদেশঃ খল্বিয়ং কুলবধূনাম্। অপি চৈষ স্বভবনবলভীপুটস্থং বিক্ষিপ্তবলিপ্রণয়োপস্থিতং স্বাগতব্যাহারেণাভিনন্দতি বায়সম্—

ভদ্রং তে বলভীগবাক্ষতিলকপ্রান্ধোপহারাতিথে
জীবন্ত্যাং ময়ি কচ্চিদেষ্যতি স মে নিত্যপ্রবাসী প্রিয়ঃ।
যদ্যাগচ্ছতি গচ্ছ তাবদিতরদ্বারাশ্রিতং তোরণং
নিঃশোকা হি সমেত্য মে প্রিয়তমং দাস্যামি দধ্যোদনম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি। অহো তু খলু নিষ্কৈতবোঽনুরাগঃ। অনপহাসক্ষমমেতদ্ রাজযৌবনম্। মহিষ্যাবগুণ্ঠভাগিনী ভবত্বেষা। ইতো বয়মেকান্তেন গচ্ছামঃ। (পরিক্রম্য)

অয়ে অয়মিদানীং দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাং ভূষণপ্রণাদাৎ সম্ভ্রান্ত বিহগসঙ্কুলঃ শব্দ ইব শ্রূয়তে। ভবতু। অপাবৃতদ্বারেয়ং বৃক্ষবাটিকা। যাবদবলোকয়ামি। (বিলোক্য) হী হী নয়নোৎসবঃ খল্বিহ বর্ততে। তথাহি-পাঞ্চালদাস্যা দুহিতা প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকা নাম জঘনোৎসেকোৎপাদিতাহংকারেণ যৌবননবরাজ্যকেন বিলোভমানা নানাবিলাসভাবহাবদাক্ষিণ্যসমুদিতা সখীজনপরিবৃতা কন্দুকক্রীড়ামনুভবতি।
যৈষা—

প্রবাললোলাঙ্গুলিনা করেণ মানঃশিলং কন্দুকমুদ্বহন্তী।
স্বপল্লবাগ্রাভিহতৈকপুষ্পা নতোন্নতা নীপলতেব ভাতি ॥ ৩০ ॥

কামমস্যাঃ সন্দর্শনমেবানর্ঘো লাভঃ। ভবতু। সন্তুষ্টস্যাপি জনস্য ন ত্বমৃতে পর্যাপ্তিরস্তি। অতোঽভিভাষিষ্যে তাবদেনাম্। (উপগম্য) বাসু প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকে কিমিদং কন্দুকক্রীড়াব্যাজেন নৃত্তকৌশলং প্রত্যাদিশ্যতে সখীজনস্য। কথং স্মিতমাত্রদত্তপ্রতিবচনা ক্রীড়ত্যেব। আ যথা, কন্দুকোৎপাতান্ গণয়ন্ত্যস্যাঃ পরিচারিকাঃ শঙ্কে পণিতমনয়া সখীভিঃ সহোপনিবন্ধমিতি। অহো পণিতপ্রীতিঃ। সর্বথা নতোন্নতাবতনোৎপতনাপ

সর্পণপ্রধাবনচিত্রপ্রচারমনোহরম্। যদৃচ্ছয়া দৃশমাসাদিতং খল্বস্মাভিঃ! কিং বহুনা। শঙ্কে পরিবর্তনিবর্তনোদ্বর্তনপর্যাধ্যুতবসনান্তরপ্রবেশকুতূহলো বায়ুরপ্যেনামভিকামোহনুভ্রমতীতি। যৎসত্যং স্বভাবদুর্বলত্বাদেকপাণিগ্রাহ্যস্য যৌবনপীঠপয়োধরভারনমিতস্য বিভেমীহমস্যা মধ্যবিসংবাদনস্য। ন শক্ষ্যাম্যেনামুপেক্ষিতুম্। অভিভাষিষ্যে তাবৎ। অয়ি যৌবনোন্মত্তে স্বসৌকুমার্যবিরুদ্ধঃ খল্বয়মারম্ভঃ ক্রিয়তে। বিরম বিরম তাবৎ। অয়ে ত্বাং খলু ব্রবীমি। কথমুপারোহত্যেবাস্যাঃ প্রহর্ষঃ। হন্ত ইদানীমাশাস্যে—

প্রেঙ্খোলৎকুণ্ডলায়া বলবদনিভৃতে কন্দুকোন্মাদিতায়াঃ
চণ্ডদ্বাহুদ্বয়ায়াঃ প্রবিকচবিসৃতোদ্গীর্ণপুষ্পালকায়াঃ।
আবর্তোদ্ভ্রান্তবেগপ্রণয়িবিলসিতক্ষুব্ধকাঞ্চীগুণায়াঃ
মধ্যস্যাবল্গমানস্তনভরনমিতস্যাস্য তে ক্ষেমমস্তু ॥ ৩১ ॥

এষা পূর্ণং শতমিতি ব্যবস্থিতা বাসু প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকে সখীজনপণিতবিজয়েন দিষ্ট্যা বর্ধসে। কিং ব্রবীষি—"স্বাগতমার্যায়, হন্ত বিজয়ার্ঘং গৃহ্যতাম্" ইতি। বাসু ত্বদ্দর্শনমেবানর্ঘো লাভঃ। স্মর্তব্যাঃ স্মঃ। সাধয়ামো বয়ম্। (পরিক্রম্য)

অয়ে ইদমপরং সুহৃদ্বিনোদনায়তনমুপস্থিতম্। ইদং হি চন্দ্রধরকামিন্যা নাগরিকায়া দুহিতুঃ শোণদাসা গৃহম্। এয় প্রবিশামি। ন শক্যমনভিভাষ্যাতিক্রমিতুম্। (প্রবিষ্টকেনাবলোক্য) অয়ে ইয়ং শোণদাসী কিমপি চিন্তয়ন্তী দ্বারকোষ্ঠক এবোপবিষ্টা। তৎকিমিদানীং নিমুক্তভূষণতয়া বিবিক্তশরীরলাবণ্যা মলিনপ্রাবারার্ধসংবৃতশরীরা রক্তচন্দনানুলিপ্তললাটা সিতদুকূলপট্টিকাবেষ্টিতশীর্ষাহবনতবদনচন্দ্রমণ্ডলাহঙ্কাধিরূঢ়াং বল্লকীমীষৎকররুহৈরবঘট্টয়ন্তী কাকলীমন্দমধুরেণ স্বরেণ কৈশিকাশ্রয়মাকূজন্তী তিষ্ঠতি। উৎকণ্ঠিতয়াহনয়া ভবিতব্যম্। কৈশিকাশ্রয়ং হি গানং পর্যায়শব্দো রুদিতস্য। কিন্নু খল্বিদম্ অশ্রুতপূর্বং ময়া চন্দ্রোদয়াদেব প্রণতকলহকৃতং ব্যাহরণমনয়োঃ। প্রিয়নিরোধাৎ পশ্চাত্তাপগৃহীতয়াহনয়া ভবিতব্যম্। ভবতু। পরিহসিষ্যাম্যেনাম্।

বাসু শোণদাসি, কিমিদং বেশঃ পরিগৃহ্যতে? বাসু ন খল্বয়মপরাদ্ধশ্চন্দ্রধরঃ? কথং তেহশ্রুমোক্ষঃ প্রতিবচনম্? নিগৃহ্যতাং বাষ্পঃ। কথ্যতাং তাবৎ। কিং ব্রবীষি—"মানৈক-গ্রাহকুশলেন ব্যাপাদিতাহস্মি সখীজনেন" ইতি। ননু সর্বজনাধিকা তে সখী শোণদাসি ত্বামুত্থাপয়তি? কিং ব্রবীষি—"তস্যা এব দুর্মন্ত্রিতৈরাপদমিমামুদ্বহামি" ইতি। অপণ্ডিতা খল্বসি। ননু সা ত্বয়ৈবং বক্তব্যা—

প্রায়শশীতাপরাদ্ধা ক্ষণমপি ন পুনর্দৃতিমানমামাহহং
তুষ্টেদানীমনার্যে ভব মদনতুলা মামিহারোপ্য ঘোরাম্।
মানৈকগ্রাহবাক্যৈরনুনয়বিধুরৈস্তাবকৈস্তৎকৃতং মে
পাণিভ্যাং যেন সম্প্রত্যনুচিতশিথিলাং মেখলামুদ্বহামি ॥ ৩২ ॥

কিং ব্রবীষি—"পরাজিত ইদানীং মদনেন মানঃ। কিন্তু স এব তু সৌভাগ্যকৃতাবলেপস্তে বয়স্যঃ স্তব্ধঃ" ইতি। ততঃ কিমিদানীং নাভিসার্যতে? সুন্দরি, অলমলং ব্রীড়য়া।

নিশ্বস্যাধোমুখী কিং বিচরসি মনসা বাষ্পপর্যাকুলাক্ষী
শৈথিল্যং ভূষণানাং স্বয়মপি সুভগে সাধুবেক্ষস্ব তাবৎ।
হিত্বা কূলস্থবাক্যান্যনুনয় রমণং কিং বৃথা ধীরহস্তৈঃ
সংরূঢ়স্যাতিমূঢ়ে প্রণয়সমুদয়স্যাতিমানোহবমানঃ ॥ ৩৩ ॥

কিং ব্রবীষি—"স্ত্রিয়া নাম পুরুষোঽনুনেয়ো ননু শৌণ্ডীর্যম্" ইতি। মা তাবৎ। অতিমনস্বিনি কিং ন গঙ্গা সাগরমভিযাতি? অলমলং ব্রীড়য়া। অথবা সকামাস্তু ভবতী। অহমেব চন্দ্রধরমনুনয়ামি। কিং বহুনা। অদ্যৈব তে চিরবিরহসমারোপিতস্য মদনাগ্নিহোত্রস্য পুনরাধানং করোমি। কথমনবসিতবাষ্পয়ৈব স্মিতমনয়া। ইদং খলু বর্ষর্তুজ্যোৎস্নাদর্শনম্। সুন্দরি অলমলং রুদিতেন। প্রত্যুপস্থিতং কল্যাণম্। কিং ব্রবীষি—"সত্যপ্রতিজ্ঞেনেদানীং ভাবেন ভবিতব্যম্" ইতি। প্রভাতে জ্ঞাস্যসি। কথমুপরতো বাষ্পঃ। সাধয়াম্যহম্।

(পরিক্রম্য)

অহো ইদমপরং শৃঙ্গারপ্রকরণমুপস্থিতম্। এষা হি নাগরিকাদুহিতা গণিকা মগধসুন্দরী নাম শরদমলশশিসদৃশবদনা অসিতমৃদুকুঞ্চিতস্নিগ্ধসুরভিশিরসিরুহা বিকসিতকুবলয়দললোললোচনযুগলা বিদ্রুমচারুতরতাম্রাধরসম্পর্কপরিপাটলদশনময়ূখা কুন্দকুসুমমুকুলধবলসমসংহিতশিখরদতী পীনকপোলস্তনোরুজঘনচক্রা বাহ্যম্বারকবাটার্ধসংবৃতশরীরা দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিদ্বয়েন তিরস্করিণ্যেকদেশমবলম্বমানা বামচরণকমলৈকদেশেন ভূতলে তালমভিসংযোজ্য কন্তস্বরমধুরতারসংযুক্তামসংকীর্ণবর্ণামবঘট্টালংকারালংকৃতাং শ্রোত্রমনোহরাং ষড়্‌জগ্রামাশ্রয়াং বল্লভাং নাম চতুষ্পদাং আকূজমানা নেত্রভ্রূক্ষেপৈঃ সংকল্পিতান্ ভাবানভিনয়ন্তী কস্যাপি সুভগস্যাগমনং প্রতীক্ষমাণা তিষ্ঠতি। ভোঃ কো নু খল্বয়ং মহেন্দ্র ইব সুরতযজ্ঞায়াহূয়তে। ভবতু। পৃচ্ছাম্যেনাম্। ভবতি. বেশমেঘবিদ্যুল্লতে পৃচ্ছামস্তাবৎ—

শুক্লাসিতান্তরক্তা সাপাঙ্গাবেক্ষিণী বিকাসিতেয়ম্।
ধন্যস্য কস্য হেতোশ্চন্দ্রমুখি বহির্মুখী দৃষ্টিঃ ॥ ৩৪ ॥

হা ধিক্ বিত্রস্তমৃগপোতিকেব সন্ত্রস্তয়া দৃষ্ট্যা মাং নিরীক্ষতে। প্রত্যাগতচিত্তয়াঽনয়া ভবিতব্যম্। কিং ব্রবীষি—'মা মৈবম্। ব্রহ্মচারিণী খল্বহং বসন্তমুপবসামি" ইতি। শ্রদ্ধেয়মেতৎ। অয়মিদানীং সরসদন্তক্ষতোঽধরোষ্ঠঃ কিমিতি বক্ষ্যতি? কিং ব্রবীষি—"সাবশেষতুষারপরুষস্য বসন্তবায়োঃ পদান্যেতানি" ইতি। ভবতু তাবৎ! সংজ্ঞপ্তাঃ স্মঃ।

দন্তপদজর্জরোষ্ঠী যথা চ নিয়মং ত্বমাত্মনো বদসি।
সুব্যক্তমব্রতঘ্নং চুম্বিতচান্দ্রায়ণং চরসি ॥ ৩৫ ॥

এষা সংবৃত্য কবাটেন মুখং প্রহসিতা। তপোবৃদ্ধিরস্তু ভবত্যৈ সাধয়াম্যহম্।

(পরিক্রম্য)

ভোঃ এষ কথঞ্চিদ্ বেশযুবতিপ্রলাপশৃঙ্খলামুন্মুচ্য প্রাপ্তোঽস্মি দেবদত্তায়া গৃহম্। অপীদানীং দেবদত্তা গতা স্যাৎ। কিং নু খলু পৃচ্ছেয়ম্। (বিলোক্য) আ অয়ং তাবদ্ বৃক্ষবাটিকাপক্ষদ্বারেণাতিক্রামতি ভাবগন্ধর্বদত্তস্য নাটকাচার্যস্যান্তেবাসী দদ্রুরকো নাম নাটেরকঃ। যাবদেনং পৃচ্ছামি। (নির্দিশ্য)

অঙ্গ দদ্রুরক কুতস্ত্বমাগচ্ছসি? অপি জানীষে কিং দেবদত্তা করোতীতি। কিমাহ ভবান্—"গতা খলু দেবদত্তা সুখপ্রশ্নার্থমার্যমূলদেবং দ্রষ্টুম্। অহং তু দেবসেনাং দ্রষ্টুমাচার্যেণ প্রেষিতোঽস্মি" ইতি। অথ কেন কারণেন? কিং ব্রবীষি—"কুমুদ্বতীভূমিকাপ্রকরণমুপনয়েতি" ইতি। অথোপনীতং পত্রকং গৃহীতং চ তয়া? কিং ব্রবীষি—"আচার্যগৌরবাৎ প্রতিগৃহীতং তৎপত্রকং তয়া। পার্শ্বস্থায়াস্তু সখ্যা হস্তে

নাস্তম্‌। অপি চ কুমুদ্বত্যো নমস্কৃত্যোক্তবতী—'অস্বস্থা তাবদস্মি' ইতি" ইতি। হন্ত প্রসিদ্ধতর্কাঃ স্মঃ।

এতদস্যা কামৈকতানতাং সূচয়তি। অম্ভো দদ্রুক কিমিদং পত্রকেঽভিলিখিতম্‌? কিং ব্রবীষি—"বাচয়স্ব" ইতি।

(গৃহীত্বা বাচয়তি)

কান্তং কন্দর্পপুষ্পং স্তনতটশশিনং রাগবৃক্ষপ্রবালং
শয্যাযুদ্ধাভিঘাতং সুরতরথরণশ্রান্তধুর্যপ্রতোদম্‌।
উন্মেষং বিভ্রমাণাং করজপদময়ং গুহ্যসম্ভোগচিহ্নং
রাগাক্রান্তা বহন্ত্যাং জঘননিপতিতং কর্কশাঃ স্ত্রীকিশোর্যঃ ॥ ৩৬ ॥

সাধু ভোঃ কর্কশস্ত্রীকিশোরীপ্রতারণায়াভিপ্রস্থিতস্য মে। মহদিদং মঙ্গলমর্থসিদ্ধিং সূচয়তি। অম্ভো দদ্রুক, অপি জানীষে কুত্রস্থা দেবসেনেতি? কিং ব্রবীষি—"বৃক্ষবাটিকাং গতা" ইতি। মদনকর্মান্তভূমৌ বর্ততে। সাধু। গচ্ছতু ভবান্‌। প্রবিশামস্তাবত্‌। (প্রবিশ্য) অয়ে, ইয়মিয়ং দেবসেনা—

কৃশা বিবর্ণা পরিপাণ্ডুনিষ্প্রভা প্রভাতদোষোপহতেব চন্দ্রিকা।
বহন্ত্যসাধারণগূঢ়বেদনং মনোময়ং ব্যাধিমদারুণৌষধম্‌ ॥ ৩৭ ॥

আ যথৈবং সর্বগৃহ্যধারিণয়া স্নেহাতিসৃষ্টসখীভাবয়া প্রিয়বাদিনিকয়া নাম পরিচারিকয়া সহ পরিবর্জিতান্যজনা বায়ুং পযু্যপাস্তে। ভবতু। এতদপ্যস্যা একতানতাং সূচয়তি। সর্বোঽপি বিবিক্তকামঃ কামী ভবতি। অস্মদ্বিষয়গতেয়ম্‌। যাবদেনামুপসর্পামি। (উপেত্য)

বাসু দেবসেনে বিস্রব্ধালাপবিচ্ছেদকারিণী ন খলু বয়মসূয়িতব্যাঃ। কিং ব্রবীষি—"স্বাগতং ভাবায়। অভিবাদয়ামি" ইতি। ভবতু। প্রতিগৃহীতঃ সমুদাচারঃ। অলমলং প্রত্যুত্থানযন্ত্রণয়া। কিমাহ ভবতী—"উপবিশ, ইদমাসনম্‌" ইতি। বাঢ়মুপবিষ্টোঽস্মি। বাসু কিমিদং বন্ধুজনস্তাপঃ ক্রিয়তে? কো নামায়মচক্ষুর্গ্রাহ্যো গূঢ়বেদনঃ স্বয়ংগ্রাহ্যঃ প্রাক্কেবলো ব্যাধিঃ। কিং ব্রবীষি—"ন খলু কিঞ্চিদ্‌" ইতি। অয়ি পণ্ডিতমানিনি অলমস্মান্‌ বিক্ষিপ্য। সদাঽপি নাম ত্বমস্মাকং বালক্রীড়নকান্বেষণাদিষু প্রণয়বতী। অপি চ, স এবায়ং মূলদেবসখঃ শশঃ। তদুচ তাং সদ্ভাবঃ। কিমাশ্রয়োঽয়ং সন্তাপঃ? তব হি—

অব্যাধিম্লানমঙ্গং করতলকমলাপাশ্রিতং গণ্ডপার্শ্বং
দৃষ্টিধ্যানৈকতানা জড়মিব হৃদয়ং জৃম্ভণা বর্ণভেদঃ।
নিশ্বাসায়াসকর্তা ন চ ন রতিকরস্তাপনশ্চেন্দ্রিয়াণা—
মেকদ্রব্যাভিলাষী প্রতিনব ইব তে চোরি কোঽয়ং বিকারঃ ॥ ৩৮ ॥

কথং নিশ্বসিতমনয়া। হন্ত সন্ধুক্ষিতো মদনাগ্নিঃ। ভবতু। ইদানীমাত্মগতম্‌ ভাবমস্যা জ্ঞাস্যামঃ। যদি বয়মপাত্রীভূতা বিস্রম্ভানামরোগাঽস্তু ভবতী। সাধয়াম্যহম্‌। কিং ব্রবীষি—"চপলঃ খলু ভাবঃ" ইতি। হন্ত প্রতিজ্ঞাতম্‌। এষাঽপি মর্ম বক্ষ্যতি। বাসু কুতো মে ধৃতিস্তবেদৃশেন শরীরোদন্তেন। অপি চ দীর্ঘসত্রতা নাম কার্যান্তরমুৎপাদয়তি। তদুচ্যতাং সন্তাপকারণম্‌। কিং ব্রবীষি—"ন খলু মে ভাবং প্রতি গুহ্যমস্তি। অয়ং তু বসন্তস্বভাবঃ যন্মে গুরুজনযন্ত্রণয়া নিভৃতস্যাপি মনসঃ কিমপ্যকারণেনৌৎসুক্যমুৎপাদয়তি" ইতি। সাধু ভো নায়ং ব্যাধিব্যপদেশঃ। চোরি, এতদপি জানীষে সাধু যুবতী খলু দেবসেনা সংবৃত্তেতি। বাসু মদ্যেবং অলমলমনুবন্ধেন। ঋতুপরিণামেন

স্বস্থা ভবিষ্যসি। কথং ব্রীড়িতমনয়া। প্রিয়বাদিনিকে, কিমিদং তালপত্রেঽভিলিখিতম্? কিং ব্রবীষি—"নাটকভূমিকা" ইতি। পশ্যামস্তাবৎ। (গৃহীত্বা বাচয়তি)—

কুমুদ্বতী প্রকরণে শূর্পকসক্তাং রাজদারিকাং ধাত্রী রহস্যুপালভতে।

উন্মত্তে নৈব তাবৎস্তনবিষমমুরো নোদ্গতা রোমরাজিঃ
ন ব্যুৎপন্নাঽসি চ ত্বং বাপনয় যুবতীদোহলং দুর্বিদগ্ধে।
ব্যুৎপন্নাভিঃ সখীভিঃ সততমবিনয়গ্রন্থমধ্যাপ্যসে ত্বং
কেনেদং বালপক্ষে মনসিজকদনং কর্তুমভ্যুদ্যতাঽসি ॥ ৩৯ ॥

কিমাহ দেবসেনা—"এতত্তাবন্ময়ৈব ন শ্রুতমস্তি" ইতি। হন্ত এষ উদ্গীর্ণঃ স্বভাবঃ। ইত্থমহমপি কাময়ামীত্যুক্তং ভবতি। কিমাহ দেবসেনা—"ছলগ্রাহী ভাবঃ" ইতি। বাসু অলমলমস্মান্ বিক্ষিপ্য। মেঘাবগূঢ়মপি চন্দ্রমসং কুমুদ্বতীপ্রবোধঃ সূচয়তি। গচ্ছ পুরুষদ্বেষিণি। আপন্নেদানীমসি।

নৈবাহং কাময়ামীত্যসকৃদভিহিতং যত্ত্বয়া গূঢ়ভাবে
সা ত্বং তন্বীস্বভাবাৎ কথয় তনুতরা চোরি কেনাসি জাতা।
হস্তপ্রত্যস্তগণ্ডে প্রশিথিলবলয়ে ভিন্ননিঃশ্বাসবক্ত্রে
ব্যাধিক্লিষ্টো জনোঽয়ং কিমিদমতিশঠে বাহ্যতে ধীরহস্তঃ ॥ ৪০ ॥

কিমাহ প্রিয়বাদিনিকা—"সতি প্রবৃত্তে কামতন্ত্রপ্রকরণে দিষ্ট্যেদানীমস্মৎস্বামিনী পুরুষবিশেষমনুরক্তা, ন পৃথগ্জনম্" ইতি। তৎকস্যায়মবন্তিনগর্যাং পুরুষবিশেষশব্দঃ প্রচরতি? কিমাহ ভবতী—"কস্য তাবত্ত্বয়াঽভ্যুপগমাতে" ইতি। কস্যান্যস্য, ননু কর্ণীপুত্রস্য। স হি—

কুলে প্রসূতঃ শ্রুতবানবিস্মিতঃ স্মিতাভিভাষী চতুরো বিমৎসরঃ।
প্রিয়ংবদো রূপবয়োগুণান্বিতঃ শরীরবান্ কাম ইবাধনুর্ধরঃ ॥ ৪১ ॥

কিং অধোমুখী দেবসেনা সংবৃত্তা। অলমলমনিভৃতে দুকূলদশান্তোদ্বেষ্টনেন। কথ্যতাং তাবত্। অপি চ যদি বয়ং ভাজনীভবিষ্যামঃ সমৌনমেবাস্তে। অথবা লজ্জা নাম বিলাসদ্যোতকং প্রমদাজনস্য, বিশেষতশ্চাপ্রৌঢ়কামিনীনাম্। তদেষা কথমিব স্বয়ং বক্ষ্যতি। তৎকামং পুরুষবিশেষ ইত্যসাধারণ এব শব্দঃ কর্ণীপুত্রে প্রতিবসতি। তথাপি নাম ত্বলব্ধগাম্ভীর্যো ধৃতিমুপযাত এনাং ব্যাহারয়ামি।

বাসু দেবসেনে কিমস্মাকং পররহস্যশ্রবণেন? উদাসীনাঃ খলু বয়ম্। তদামন্ত্রয়ে ভবতীম্। কর্ণীপুত্রোঽপি পাটলীপুত্রবিরহাৎ স্বজনদর্শনোৎসুকো ভৃশমস্বস্থঃ। স এষোঽদ্য শ্বো বা প্রস্থাস্যতে। পুনদ্রষ্টাঽস্মি ভবতীম্। কিন্তু স্বস্থরূপয়া ত্বয়া ভবিতব্যম্। স্মর্তব্যাঃ স্মো বয়ম্। (উত্থায় প্রস্থিতঃ। সত্বরং নিবৃত্য)। অয়ে কেনৈত-দুক্তম্—"হন্ত ব্যাপন্নেদানীম্" ইতি। আ দেবসেনা রোদিতি। বাসু কিমিদম্, অলমলং রুদিতেন। ভবতু। গৃহীতম্। দিষ্ট্যা পাত্রগতো মনোরথঃ। কর্ণীপুত্রস্যাপি ত্বন্ময় এব ব্যাধিঃ। তদিতরেতরস্যৌষধত্বেন কল্পয়িতব্যম্।

কিং ব্রবীষি—"কিমুচ্চৈঃ কথয়সি। দুঃখশীলঃ খলু ভাব" ইতি। অলমলং যন্ত্রণয়া—

দক্ষাত্মজাঃ সুন্দরি যোগতারাঃ কিং নৈকজাতাঃ শশিনং ভজন্তে।
আরুহ্যতে বা সহকারবৃক্ষঃ কিং নৈকমূলেন লতাদ্বয়েন ॥ ৪২ ॥

কিং ব্রবীষি—"তথেদানীং সম্প্রধার্যতাং যথোভয়ং রক্ষ্যতে" ইতি। অথ কিম্। সম্প্রধারিতমেবৈতৎ। শ্বঃ কিল তে ভগিনী যথোচিতমাচার্যগৃহং নক্তবারেণ যাস্যতি।

ততো লব্ধান্তরবিস্রব্ধা সুভগে সুখপ্রশ্নব্যাহারব্যাজেন। ত্বং বা তত্র যাস্যসি স বেহা গমিষ্যতি। কিমিয়ং বিমর্শদোলা বাহ্যতে? কিমাহ প্রিয়বাদিনিকা—"ন মমেহার্যপুত্রস্যা গমনং রোচতে। যথাহত্রভবত্যাস্তত্র গমনম্। গণিকাজনো নাম পৈশুন্যপ্রাভৃতৈষা জাতিঃ।

তস্মাদহমেবাস্যা যথোচিতং যোজয়িষ্যামি যথা নূত্তবারাৎ প্রস্থিতাহদ্য দেবদত্তা স্বয়ম্। এবং মম স্বামিনীং সুখপ্রশ্নাভিগমনেনার্যমূলদেবসকাশমনুনেষ্যতি। সাধু প্রিয়বাদিনিকে ইদানীং খলু যথার্থনামতা। উচিতং চাস্যাস্তত্রগমনম্। কিন্তু স্বস্থরূপয়াহনয়া ভবিতব্যম্। কিমাহ দেবসেনা—"ননু ভাবদর্শনাৎ স্বস্থৈবাহম্' ইতি। প্রিয়ং মে। কৃতং মদনকর্ম। কর্ণীপুত্রপ্রাণধারণার্থং কিঞ্চিৎ স্মরণীয়ং দাতুমর্হসি। কিং ব্রবীষি—"কিং দাস্যামি" ইতি। কিং নাম বিচার্যতে। ইদং খলু—

> ঈষল্লোলাভিদষ্টং স্তনতটমৃদিতং পত্রলেখানুবিদ্ধং
> খিন্নং নিশ্বাসবাতৈর্মলয়তরুরসক্লিষ্টাকজল্কবর্ণম্।
> প্রাতর্নির্মাল্যভূতং সুরতসমুদয়প্রাভৃতং প্রেষয়াস্মৈ
> পদ্মং পদ্মাবদাতে করতলযুগলভ্রামণক্লিষ্টনালম্ ॥ ৪৩ ॥

কথং কর্ণীপুত্রেণৈতদনুজ্ঞাতমনয়া। হন্ত প্রতিগৃহীতং প্রাভৃতং সুরতসত্যংকারস্য। যাবদনেনৌষধেন কর্ণীপুত্রং সঞ্জীবয়ামি। (গৃহীত্বোত্থায় স্থিত্বা) প্রস্থিতোহস্মি। সুখং ভবত্যৈ। সুভগে গৃহ্যতামাশীঃ—

> ভয়দ্রুতমসূচিতপ্রচলমেখলানূপুরং সশংকশিথিলোপগূহমবমুক্তনীবীপথম্।
> স্বয়ং সমভিবাহয়ত্বয়মুদাত্তরাগায়ুধ—স্তব প্রথমচৌরিকাসুরতসাহসং মন্মথঃ ॥ ৪৪॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তো বিটঃ)

ইতি শ্রীশূদ্রকবিরচিতঃ পদ্মপ্রাভৃতকং নাম ভাণঃ সমাপ্তঃ।

ধূর্তবিটসংবাদঃ

[নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ]

সূত্রধারঃ—

বিদ্যয়া খ্যাপিতা খ্যাতিঃ সজ্জনারাধনং ধনম্ ।
তেষাং প্রীত্যা ভবেদ্ ধর্ম ইত্যস্মাকমুপক্রমঃ ॥ ১ ॥

তস্মাদার্যজনপ্রীত্যর্থং কিঞ্চিন্নাটকমারভামহে। আর্যে, সধনজনপ্রীতিকরায়াম্ অধনানাং যৌবনোৎপীড়িতমন্দভাগ্যানাং শোকবর্ধনকরায়াং কুমুদকুবলয়কল্হারকমলনিচুলকেতকীককুভকন্দলীখণ্ডমণ্ডিতায়াম্ অস্যাং প্রাবৃষি হৃদয়প্রীতিজননং কিঞ্চিদ্ গীতং গীয়তাম্। অয়ং খলু তাবৎকালঃ—

জলধরনীলালেপঃ তড়িৎসমালম্ভনবিহ্বলদ্গাত্রঃ ।
বিকসিতকুটজনিবসনো বিটো যথা ভাতি ঘনসময়ঃ ॥ ২ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি বিটঃ)

বিটঃ—সাধ্বভিহিতমেতৎ—

শ্রীমদ্বেশ্মমৃদঙ্গবাদ্যকুশলা ধারাঃ সৃজন্ত্যম্বুদাঃ
ক্রুদ্ধস্ত্রীভ্রূকুটীতরঙ্গকুটিলা বিদ্যুল্লতা দ্যোততে।
গাঢ়ালিঙ্গনহেতবঃ প্রচলিতাঃ শীতাঃ পয়োদানিলাঃ
কামঃ কামিমনঃসু মুঞ্চতি দৃঢ়ানাকর্ণপূর্ণানিষূন্ ॥ ৩ ॥

অপি চ—

তে দগ্ধাঃ প্রবসন্তি যে সমদনা নায়ান্তি বা প্রোষিতা
মুগ্ধাস্তেঽনুনয়ন্তি যে ন কুপিতাঃ কুপ্যন্তি বাঽত্যায়তম্ ।
ধন্যাস্তে খলু যে প্রিয়াবশগতা যেষাং প্রিয়া বা বশে
কালঃ কারয়তীব মেঘপটহৈরেবং জগদ্ঘোষণাম্ ॥ ৪ ॥

অহো নু খলু জলদকালস্য ললিতজনমনোগ্রাহিণী বহুবৃত্তান্ততা। সম্প্রতি হি—সজলজলদাবরুদ্ধদিনকরকরাঃ সোপস্নেহা ভূমিভাগা বহুদিবসসদৃশবৃত্তান্ততয়া সৌকুমার্যমিবোপগতা দিবসাঃ। কুটজগন্ধাবতিতমধুকরাণি প্রবৃত্তনূভবর্হিণানি শীতাম্বুবর্ষিত বিহারক্ষমাণ্যরণ্যানি। প্রচলিতেন্দ্রগোপকা নবহরিততৃণাঙ্কুরাঃ সালক্তকযুবতিচরণবিন্যাসযোগ্যা বনভূময়ঃ। কলুষসলিলবাহিন্যোঽবিভাবনীয়তীর্থাঃ শঠা ইব নার্যো দুরবগাহা নদ্যঃ। অপি চ—

কদম্বগন্ধমাদায় বনান্তরবিনিঃসৃতঃ ।
আয়াতি ধারাশিশিরঃ সপ্রাভৃত ইবানিলঃ ॥ ৫ ॥

তদ্ রমণীয়োঽয়ং কালঃ। নচাস্মিন্মনোৎসুক্যং ন ভবতি। কুতঃ—

ভ্রান্তপবনেষু সম্প্রতি সুখিনোঽপি কদম্ববাসিতবনেষু ।
ঔৎসুক্যং বহতি মনো জলধরমলিনেষু দিবসেষু ॥ ৬ ॥

তচ্চ দ্বিবিধমৌৎসুক্যং ভবতি—কারণাদকারণাচ্চ। তত্র কারণোদ্ভূতস্যোৎসুক্যস্য

শক্যা প্রতিক্রিয়া কর্তুম্। যত্তৎকারণাদুৎপদ্যতে তৎ কুন্তদাসীকৃতকরদিতমিব দুশ্চিকিৎসং ভবতি বয়ং চ কানিচিদিমান্যহানি দুর্দিনদোষাদল্পপদপ্রচারত্বাচ্চ ভৃশতরমুন্মনসঃ সংবৃত্তাঃ। কুটুম্বিন্যশ্চ নঃ কণ্ঠমাধুর্যেণ তেনোপ্যায়িতমনসোঽপ্যপায়ানমেব বহু মন্যামহে। (বিলোক্য)

নিবৃত্তসঙ্গীতমৃদঙ্গসন্নিভাঃ প্রশান্তনাদা বিগতা ঘনাশ্চ।
প্রাসাদমারুহ্য বিতত্য পক্ষৌ বিনোতয়ং গেহশিখী প্রহৃষ্টঃ ॥ ৭ ॥

সন্দষ্টোপবীণা বিযুক্তবিরলতন্ত্রী শীতবাতবেপিতেব কামিনী বালাতপমাসেবতে বীণা। নিষ্ঠীবন্তীব বিমলমুক্তাদামসন্নিভান্ প্রণালীমুখৈস্তোয়াবশেষান্ হর্ম্যস্থলানি। দুর্দিন-দোষানিষ্প্রভাঃ সম্প্রমৃজ্যন্তে দর্পণাঃ। অপি চ—

প্রবসগৃহনিরোধখেদালসা যান্তি বাতায়নান্যঙ্গনা
জলদসময়দোষগাঢ়ার্পণা মেকাঞ্চী পুনর্যোজ্যতে।
উপবনগমনায় সঞ্চার্যতে বারমুখ্যো জনঃ কামিভিঃ
তরুণতৃণসুখেষু লাক্ষারসঃ পাত্যতে পাদপদ্মেষ্বনঙ্গাবহঃ ॥ ৮ ॥

তৎ ক্ব নু খল্বিদানীমাত্মানং বিনোদয়েয়ম্। কিং নু দ্যূতসভায়ামাহোস্বিৎ বেশবাটে। (বিচিন্ত্য) নাস্ত্যেকান্ত দ্যূতে। একশাটিকামাত্রাবশিষ্টো হি নঃ প্রচ্ছদপটঃ। অক্ষাশ্চ নানাভিজাতেশ্বরা ইব ন সর্বকালসুমুখা ভবন্তি। ততো বেশমেব যাস্যামঃ। তত্র হি—

কান্তান্যর্ধনিরীক্ষিতানি মধুরা হাস্যোপদংশাঃ কথাঃ
পীনশ্রোণিনিপীড়নেনমতুলস্পর্শং তদর্ধাসনম্।
স্নেহব্যক্তিকরান্ কলাব্যতিকরাংস্তাংস্তাংশ্চ রম্যান্ গুণান্
বেশ্যাভ্যঃ প্রণয়াদৃতেঽপি লভতে জ্ঞাতোপচারো জনঃ ॥ ৯ ॥

(নিরীক্ষ্য) সন্নিকৃষ্টতাং দ্বারম্। কিমাহ ভবতী "বল্মীকমিব বহুদ্বারং তে গৃহম্" ইতি। যদপ্যন্যোঽস্তি নগরঘট্টকানাং প্রবেশায় মার্গস্তথাপি তৈরন্যগৃহপরিচয়াদ্ দ্বার এব লক্ষ্যং গৃহ্যতে। অপি চ অলমলমুত্তরোত্তরেণ। হা ধূর্তোঽস্মি। (পরিক্রম্য) স্থানে খলু কুসুমপুরস্যাননানগরসদৃশী নগরীমিত্যবিশেষগ্রাহিণী পৃথিব্যাং স্থিতা কীর্তিঃ। বহূনি খল্বস্য পুরস্য গৃহান্যুচ্চৈর্নিবর্তন্তে। পণ্যসমুদায়াজ্জনবাহুল্যাচ্চ তাংস্তান্ সমৃদ্ধি-বিশেষান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে জনঃ। তত্র কো বিস্ময়ঃ ? সন্তি হ্যন্যান্যপি সমৃদ্ধিমন্তি পুরাণি। যে ত্বস্য নিঃসাধারণা গুণাস্তান্ বক্ষ্যামঃ। তথা হি—

দাতারঃ সুলভাঃ কলা বহুমতা দাক্ষিণ্যভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ো
নোন্মত্তা ধনিনো ন মৎসরযুতা বিদ্যাবিহীনা নরাঃ।
সর্বঃ শিষ্টকথঃ পরস্পরগুণগ্রাহী কৃতজ্ঞো জনঃ
শক্যং ভোঃ নগরে সুরৈরপি দিবং সন্ত্যজ্য লব্ধুং সুখম্ ॥ ১০ ॥

(পরিক্রম্য)

অয়ে শ্রেষ্ঠিপুত্রঃ কফিলকঃ খল্বসৌ বেশপ্রসঙ্গাৎ সফলীকৃতযৌবনোঽস্মদ্বিধজন-প্রণয়ভাজনীভূতঃ কুটুম্বাতায়ভীরুণা পিত্রা প্রযত্নাদ্ রক্ষ্যমাণঃ কথমপি বেশং গত্বা প্রিয়োপভুক্তশোভিনা বপুষা দ্রুততরমিত এবাভিবর্ততে। অবশ্যমভিনন্দয়িতব্যঃ। উপ-গমিষ্যামস্তাবদেনম্। (উপগম্য) ভোঃ কফিলক এবমেব সফলীকৃতযৌবনো ভবতু ভবান্। ননু খলু মাধবসেনায়া গৃহাদাগম্যতে ? কিং ব্রবীষি—"কথং বিজ্ঞাতবান্"। ইতি। কিমত্র বিজ্ঞেয়ম্। সদৃশসংযোগী হি ভগবান্ মদনঃ। ন চাহং ভবদ্ব্যাপারানিবৃত্তঃ অথবা

অবিরতসুরতভৃষ্ণাং কামিনীমুৎসৃজ্য ক্বাসি প্রস্থিতঃ ? কিমাহ ভবান্—"এতাত্ত্বিদানীং কথং বিজ্ঞাতবান্।' ইতি। এতদপি নাতিসূক্ষ্মম্। কুতঃ—

হস্তে তে পরিমৃজ্য সাশ্রুবদনং নেত্রাঞ্জনং লক্ষ্যতে
কেশান্তো বিষমশ্চ পাদপতনাদদ্যাপ্যয়ং তিষ্ঠতি।
ব্যক্তং তত্র মনো নিধায় ভবতা মুক্তা শরীরেণ সা
মার্গং পোত ইবানিলপ্রতিহতঃ কৃচ্ছ্রাত্ত্বথা গাহসে ॥ ১১ ॥

কিং ব্রবীষি—"তাতং তাবদবলোকয়িষ্যামি" ইতি। কথমনেনৈব বেষেণ ? অবস্কন্দং দাস্যতি। কিং ব্রবীষি—"যদীদৃশীমবস্থাং তাতো মে পশ্যেৎ জীবিতপরিত্যাগমপি কুর্যাৎ" ইতি। অনবরতসুরতভৃষ্ণাং কামিনীং ত্যাজয়তা কিং তেন ন কৃতম্। পিতা নাম খলু সযৌবনস্য পুরুষস্য মূর্তিমান্ শিরোরোগঃ। ন চ কিল ভোঃ পিতৃমতা শক্যং পরস্পরামর্ষবিবর্ধিতগণরাগস্য সাধিক্ষেপবচনালংকৃতস্য তেজস্বিপুরুষনিকষোপলস্য দ্যূতস্য দর্শনমাত্রমপ্যুপলব্ধুম্। ন চ কিল শক্যং সমুপহিতোৎপলখণ্ডকানাং সহকার-তৈলোদ্গতচন্দ্রকাণাং কামিনীনিঃশ্বাসবিক্ষোভিততরঙ্গানাং প্রনৃত্তবর্হিণাকারাণাং বারুণী-চষকাণাং গন্ধমাত্রমপি বিজ্ঞাতুম্।

ন চ কিল শক্যং স্বিধাভূতগোষ্ঠীজনেষু বয়স্যার্ধাসনোপবিষ্টগণিকাজনেষু কামিনী-সান্নিধ্যাদমীমাংসিতপনেম্বাসক্রমণ্ডলেষু পক্ষিযুদ্ধেষু প্রাশ্নিকত্বমপি কর্তুম্। ন চ কিল শক্যং বাতায়নাভোগবিনিষ্পতিতপীনপয়োধরাভিঃ সসম্ভ্রোদ্ধৃতললিতাগ্রহস্তাভিঃ পৌর-বধূভিঃ সবহুমানমবেক্ষমাণস্য মদরভসস্য গজপতেঃ পন্থানমনুসর্তুম্। ন চ কিল শক্যং অর্ধোরুকপরিহিতেনাকৃষ্টখড়্গমাত্রসহায়েনাকৃপণাং বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষতা মিত্রার্থে বন্ধনচ্ছে-দোদ্যতেন প্রজ্বলিতোল্কাপিঙ্গলাসু বীররাত্রিষু নরপতিমার্গমবগাহিতুম্। ন চ কিল শক্যং প্রত্যুপকারচিন্তোপহতচিত্তেন সন্নিবৃত্তশ্লাঘাদোষেণ প্রত্যুপকারপীড়িতেন মিত্রার্থং সর্বস্বত্যাগং কর্তুম্।

সর্বং চৈতৎসহ্যম্। যত্তু দাসী (স্যাঃ) পুত্রাঃ পিতরঃ স্বয়মপ্যননুভূতযৌবনা ইব ধনকুপ্যার্থে বেশবধূভ্যঃ পুত্রান্ ধারয়ন্তি। অত্র মে গৃহীতপরশোর্জামদগ্ন্যস্য রামস্য ক্ষত্রিয়বধোদ্যতস্যেব লোকমপৈতৃকং কর্তুং মতির্জায়তে। অথবা যৌবনমতিলঙ্ঘিতম্ নু কুবৃদ্ধৈঃ। ন চৈতদ্বিজানন্তি তপস্বিনঃ—যথা বিকচকমলান্তর্গতসলিলসুরভিরমৃতরস-সদৃশাস্বাদো মৃতমপি পুরুষং সঞ্জীবয়েদ বেশ্যামুখরস ইতি। অপি চ—

কাঞ্চীতূর্যমসক্তপীনজঘনং বিস্রস্তদন্তাধরং
শ্বাসোৎকম্পিতনর্তিতস্তনতটং ভ্রূভেদজিহ্মেক্ষণম্।
সীৎকারানুবিষক্তরোমপুলকং কালেন কোপাঞ্চিতং
বেশ্যানাং ক ইহাস্তি ভোঃ মদবশাদাজ্ঞারতং বিস্মরেত ॥ ১২ ॥

কিং ব্রবীষি—"অন্যচ্চ কষ্টং ভাবায় নিবেদয়ামি" ইতি। কিং তৎ। কিং ব্রবীষি—"তাতঃ কিল মাং দারকর্মণি নিযুঙ্‌ক্তে" ইতি। ধিঙ্মামস্তু। মা তাবদ্ ভোঃ ঈদৃশং কষ্টম্। ঈদৃশমপি নাম ময়া শ্রোতব্যম্। শক্যং কিলোধর্বহস্তেনাক্রন্দিতুং বেশ্যামহাপথ-মুৎসৃজ্য কুলবধূকুমার্গেণ যাস্যতীতি। পশ্যতু ভবান্—

জাত্যন্ধাং সুরতেষু দীনবদনামাস্তমূখাভাষিণীং
দৃষ্টস্যাপি জনস্য শোকজননীং লজ্জাপটেনাবৃতাম্।

নির্ব্যাজং স্বয়মপ্যদৃষ্টজঘনাং স্ত্রীরূপবন্ধ্যাং পশুং
কর্তব্যং খলু নৈব ভোঃ কুলবধূকারাং প্রবেষ্টুং মনঃ ॥ ১৩ ॥

কিং ব্রবীষি—“এষ এব মে নিশ্চয়ং” ইতি। যদ্যেষ ভবতো নিশ্চয়ঃ প্রীতাঃ স্মঃ। সদৃশমস্মৎসংসর্গস্য। গচ্ছ ইদানীং গৃহমেবাগম্য পুনরপি ত্বাং সংজ্ঞামুপলম্ভয়ামি। (পরিক্রম্য) অয়ং হি তাবদত্যাকীর্ণজনতয়া প্রকীর্ণবীচীবলয় ইব সলিলনিধিঃ সুভীমদর্শনোঽসুখোঽবগাহিতুং কুসুমপুররাজমার্গঃ। ইহ হি—

যো মাং পশ্যতি সত্বরোঽপি ন কথাং চিন্তা প্রয়াত্যন্যতঃ
সংবাধেঽপি দদাতি চান্তরমসৌ সর্বঃ প্রহৃষ্টো জনঃ।
কশ্চিন্নাতিচিরং বিলম্বয়তি মাং কার্যাত্যয়াশংকয়া
লোকজ্ঞৈঃ পুরুষৈরহো পুরবরস্যাপ্তং যশো লক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

(পরিক্রম্য) অয়ে বিটমতিরিব বেশগামিনীয়ং রথ্যা। ইতো যাস্যামঃ। ময়া হি—

কৃত ইহ কলহো হৃতেহ বেশ্যা চকিতমিহ দ্রুতমীক্ষণং নিমীল্য।
ইতি বয়সি নবে যদত্র ভুক্তং তদনু বিচিন্ত্য সমুৎসুকো ব্রজামি ॥ ১৫ ॥

(পরিক্রম্য) হন্ত ! লব্ধাঃ প্রাণাঃ। এষ বেশমেবাস্মি প্রবিষ্টঃ। (স্পর্শং রূপয়িত্বা)

নিষেব্য সংলোলিতমূর্ধজানি বেশ্যামুখান্যর্ধনিরীক্ষিতানি।
আয়াতি মাল্যাসবগন্ধবিদ্ধো বেশস্য নিশ্বাস ইবৈষ বায়ুঃ ॥ ১৬ ॥

অহো নু খলু কৈলাসশিখরাকারপ্রাসাদ (প্রাকার)-শিখরস্য বেশবধূস্তনতটোপমর্দ্যমানগবাক্ষস্য সঞ্চারিতাগরুধূপদুর্দিনস্য পুষ্পোপহারপ্রহসিতগৃহোপদ্বারস্য প্রণাদিকাঞ্চীতূর্যোৎকণ্ঠকামিজনস্য নূপুরস্বনগদ্গদভাষিণঃ কামকর্মান্তভূতস্য বেশস্য পরালক্ষ্মীঃ। ইহ হি সমুদ্যতকটাক্ষপ্রহরণাঃ স্ফুটহসিতোন্মীলিতদশনপঙ্ক্তয়ো নিভৃতভ্রূলতানুবৃত্তবচনবিন্যাসাঃ পীনপয়োধরত্বাদনবস্থিতলঘুপ্রাবরণা বিভ্রমাদপ্রাবরনাশ্চ বিভ্রমবিলসিতললিতচপলগতয়ঃ কামবিজয়পতাকা ইব ইতস্ততঃ সঞ্চরন্তি গণিকাপরিচারিকাঃ। নিত্যস্মিতালংকৃতমুখানামবিস্ময়বিস্মিতাক্ষীণাং স্নিগ্ধসুকুমারকুটিলতনুদীর্ঘকৃষ্ণকেশীনাং শ্রোণীচক্রোদ্বহনমন্দপরিক্রমাণাং মত্তদ্বিরদপরিভাবগামিনীনাং সুরতপ্রপানামিব তত্র তত্র বিচরন্তীনামনিভৃতমধুরচেষ্টিতানাং গণিকাদারিকাণাং দৃশ্যন্তে বিলাসনিধয়ো রূপবিশেষাঃ।

অপি চ, অনবরতমৃদঙ্গনিস্বনাঃ সম্ভ্রান্তপারাবতমিথুনা গর্জন্তীব প্রাসাদমালাঃ। আজ্ঞাপ্যমানশিল্পিজনানি সম্ভ্রান্তপ্রেষ্যবর্গলুলিতপুষ্পোপহারাণি সংযোজন্তে গন্ধতৈলানি। পীনস্তনতটবিসর্পিণঃ পিষ্যন্তে বর্ণকাঃ। মনস্বিনীজনহৃদয়সুকুমারা আদীয়ন্তে মাল্যাভিযোগাঃ। প্রিয়াবচনমিব শ্রোত্রাবধানকরং শ্রূয়তে বল্লকীবাদ্যম্। প্রিয়জনাধরোপদংশপ্রণয়ী প্রচরতি শীধুঃ। অপি চ—

নেত্রৈরর্ধনিমীলিতৈঃ স্তনতটৈঃ সব্যাজসন্দর্শিতৈঃ
হাসৈর্ব্রীড়বিভূষিতৈঃ শ্রুতিসুখৈরল্পাক্ষরৈর্ভাষিতৈঃ
মন্দৈর্নিশ্বসিতৈঃ স্বভাবমধুরৈর্গীতৈশ্চ তালান্বিতৈ
র্নিত্যাকৃষ্টশরাসনং মনসিজং কুর্বন্তি বেশ্যাঙ্গনাঃ ॥ ১৭ ॥

(পরিক্রম্য) অয়ে ইয়ং খলু তাবদ্ যৌবনমদানবেক্ষিতস্তনপ্রাবরণা পেলবাংশুককৃতপরিধানা ঘনাভরণকৃতনীবী বিভ্রদ্ভাবমুক্তৈককর্ণপাশেন বিত্রস্তহরিণচঞ্চলাক্ষেণ নিভুক্তপিণ্ডিতোষ্ঠেন মুনীনামপি মনঃকম্পনসমর্থেন সুলভহসিতেন মুখেন মদনসেনায়াঃ পরিচারিকা বারুণিকা নাম বামহস্তাঙ্গুলিসন্দংশেন কর্ণোৎপলং কলয়ন্তী কিঞ্চিদুদ্যতৈক-

দ্রূলতা মামবেক্ষ্য প্রহস্যাতিক্রামতি। অস্যা হি—

রোমাঞ্চং দর্শয়তা কপোলদেশে বিশালজঘনায়াঃ।
কর্ণোৎপলেন কৃত ইব নিরক্ষরং চুম্বনোদ্‌ঘাতঃ ॥ ১৮ ॥

কা শক্তিরনভিভাষ্যাতিক্রমিতুং। অভিভাষিষ্যে তাবদেনাম্। বাসু বারুণিকে নিগৃহ্য তামাত্মা। কথমস্মদ্‌বচনং স্খলীকৃত্য গচ্ছত্যেব। সুন্দরি অনেন স্খলীকরণেন প্রীতাঃ স্মঃ। কথং প্রহস্য স্থিতা। (উপেত্য) কৃতমঞ্জলিনা। পৃচ্ছামস্তাবৎ কিঞ্চিৎ—কেনাস্য শরৎকমলরজঃপুঞ্জপিঞ্জরস্য গগনতলোন্মুখস্যেব চক্রবাকমিথুনস্য স্তনযুগলস্য তে প্রথমাবতারঃ সুখমুপভুজ্যতে? কথং "হী" ইত্যেকাক্ষরমুক্তা সব্রীড়মবেক্ষ্য মাং ব্রজতি তূর্ণমনবসিতার্ধভাষিণী। তৎ খলু কামস্য সর্বস্বম্।

(পরিক্রম্য)

অয়ে বন্ধুমতিকা খল্বেষা স্বগৃহদ্বারকোষ্ঠগতা পার্শ্বোপবিষ্টয়া চতুরিকয়া প্রদীয়মানপ্রতিবচনা দ্রূলতাসঞ্চারিতচিকুরাং সায়াহ্নলিনসুকুমারাং দৃষ্টিং কৃত্বা স্বয়মেব মেখলাং সংযোজয়তি। অহো, যৌবনানুরূপো ব্যাপারঃ। অহো, সুকুমারং কর্মানুষ্ঠিতম্। অহো, ললিতোঽভিনিবেশঃ। অহো, কার্কশ্যং প্রকাশয়তে যত্নঃ। অহো, দর্পাদ্‌রশনাদামসংযোজয়ন্ত্যা কিমিবানয়া নোক্তং ভবতি? অবশ্যমস্যা বিহারকালচতুরতা পূজয়িতব্যা। ইদমুপগম্যতে। (উপেত্য) বাসু কর্মসিদ্ধিরস্তু তে। ভবতি কৃতমাসনেন। পৃচ্ছামস্তাবৎ কিঞ্চিৎ—

এষা কানিকরাঙ্গুলিপ্রিয়সখী নাভিহ্রদান্তঃস্রুতিঃ
বিদ্যুৎক্ষৌমবলাহকস্য রুচিরা কার্কশ্যযোগ্যারণিঃ।
মৌর্বী কামশরাসনস্য ললিতা বাক্ শ্রোণিবিম্বস্য তে
ছিন্না মানিনি মেখলা রতিসুখাভ্যাসাক্ষমালা কথম্ ॥ ১৯ ॥

অথবা কিমত্র বিজ্ঞেয়ম্—

বিস্রস্তাঞ্চ হৃতাংশুকস্য শয়নে প্রীত্যোক্ষিতস্য প্রিয়ে—
নোন্মত্ত (স্মৃত্ত) দ্বিরদেন্দ্রমস্তকবপুর্লীলোদয়ালম্বিনঃ।
স্পর্শাবাপ্তিকুতূহলস্য জঘনস্যাবস্তগতস্তে ধ্রুবং
তন্ত্রীচ্ছেদ ইবাকরোদ্বিরসতাং তাম্রাক্ষি কাঞ্চীপথঃ ॥ ২০ ॥

কথমধোমুখী স্থিতা। কথং নাস্তি প্রতিবচনম্। ইদং গম্যতে। কিং ব্রবীষি—"ন গন্তব্যম্" ইতি। হন্ত! এষোঽস্মি মন্ত্রাবরুদ্ধ ইব ভুজঙ্গমোহজঙ্গমঃ সংবৃত্তঃ। কথং ব্রজামি। এষ ধন্যোঽস্মি। (পরিক্রম্য কর্ণং দত্বা) অয়ে রামদাসীগৃহে স্ত্রীপ্ররুদিতমিব। ইহ খলু বহুভিঃ কারণৈরুপপদ্যতে। তত্র কেন খলু কারণেনৈষা রোদিতা। কুতঃ—

স্যাৎ কোপাদ্রুদিতস্বরঃ সরভসো দৈন্যাত্তথা শীৎকরো
বিচ্ছিন্নঃ প্রণয়াদ্ ভয়েন বিরসো হর্ষোদয়াদ্ গদ্‌গদঃ।
মনো ক্রোধবশংগতা প্রণয়িনী হ্যেষা সদৈন্যা তথা
প্রারম্ভে রভসং বিরামবহুলং মন্দং তথা রোদিতি ॥ ২১ ॥

আশংকতে রামদাসীমেব মে হৃদয়ম্। প্রবিশামস্তাবৎ। (প্রবিষ্টকেন) সৈবেয়ম্। সৈষা মাং দৃষ্টবা ভৃশতরং প্ররুদিতা।

অস্যা নেত্রান্তবিভ্রষ্টাঃ কোপসর্বস্বসম্ভৃতাঃ।
প্রিয়াপরাধগণনাং কুর্বন্তীবাশ্রুবিন্দবঃ ॥ ২২ ॥

(উপেত্য) মানিনি, কিমিদম্—

আপর্যাভিনবাম্বুজদ্যুতিহরে নেত্রে প্রয়াতোঽধরং
তদ্ভ্রষ্টঃ কঠিনো গতঃ স্তনতটৌ তত্রাপ্যলব্ধাস্পদঃ।
বাষ্পস্তে তনুরোমরাজিলুলিতঃ শোকপ্রসঙ্গোচ্ছ্রিতঃ
নাভিং পূরয়তি প্রিয়াঙ্গুলিমুখপ্রক্ষেপলীলোচিতাম্ ॥ ২৩ ॥

ন খলু কৃতমানেনঃ সদৃশং কুঞ্জরকেণ। কিং ব্রবীষি—"এবং পদ্যুবতীচিহ্নিতোষ্ঠো মামভিগতঃ, উপালভ্যমানশ্চ ময়া রোষচ্ছলেন নির্গতঃ, অদ্য বহূন্যহানি নাবর্তত" ইতি। হ হ হ! অহো অপথ্যাসম্মদঃ। সর্বথা একেনাপ্যপরাধকারণেন তীক্ষ্ণং কুলোৎসাদনকরং দন্তমর্হতি, কিং পুনস্তেষাং সন্নিপাতেন। তদেবমপি তু গতে বন্ধমেঘযূথং কালমবেক্ষ্য সহামহে দুর্জনস্যাবলেপম্। সম্প্রতি পার্থিবানামপি তাবদন্যোন্যবদ্ধবৈরাণাং প্রতিনিবৃত্তাঃ কলহাঃ। কিং পুনঃ শিরীষকুসুমসুকুমারচিত্তস্য কামিনীজনস্য। যদি তে মদ্বচনং প্রমাণং ভবতি কালমবলোক্য অদ্যৈব প্রিয়োঽভিসারয়িতব্যঃ।

শর্বরীমবগাহ্য হর্ম্যশিখরা লগ্নবিলম্বাম্বুদা—
স্মার্গং ভীরু গৃহপ্রণালিসলিলোদ্গারস্বনাপূরিতম্।
কান্তং প্রাপ্য ততঃ পয়োদপবনৈরুদ্বেপিতাঙ্গ্যা ত্বয়া
বক্ত্রোষ্মাপহৃতোষ্ঠকম্পবিশদং রত্যন্তবে কথ্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

কথমুদ্ভিন্নরোমাঞ্চৌ কপোলতলৌ বচনস্য নঃ প্রতিগ্রহং নিবেদয়তঃ। সাধয়ামস্তাবৎ। (পরিক্রম্য) এষা খলু সা রতিসেনা গর্ভগৃহাববোধজনিতস্বেদবিন্দুসেকেনার্ধোন্মীলিতচারুনয়নবিপ্রেক্ষিতেন কপোলপার্শ্বলগ্নমূর্ধজেন সুখেন নূনং সবেশেষমদা সাম্প্রতমেব প্রতিবদ্ধা। তথা হি গবাক্ষমারুতস্যাত্মানমুপনয়তি। রমণীয়ায়াং খল্ববস্থায়াং বর্ততে। অভিভাবিষ্যে তাবদেনাম্। (অভিগম্য) বাসু সুভগা ভব। ত্বাং হাস্যপাবশেষমদাং সাবশেষসন্ধ্যারাগামিব প্রতীচীং দৃষ্ট্বা দিশং প্রস্রস্তশরাসনঃ কুসুমায়ুধোঽপি তাবদ্ ব্যাকুলতাং গচ্ছেৎ। কিমঙ্গ পুনরন্যঃ—

প্রনষ্টা ন ব্যক্তিভবতি বচসঃ সৈব মৃদুতা
ন রাগো নেত্রাব্জে ত্যজতি ন চ লজ্জা ব্যপগতা।
স্মৃতিঃ প্রত্যায়াতা পরিহৃষিতমদ্যাপি চ মুখং
মদো দোলাংস্ত্যক্ত্বা ত্বয়ি পরিণতস্তিষ্ঠতি গুণৈঃ ॥ ২৫ ॥

রতিসেনে বিসর্জয়িতুমর্হতি ভবতী মাম্। নাহং প্রারব্ধস্ত্বাং মোক্তুমুৎসহে। কথং প্রহস্যাবঘাটিতো গবাক্ষঃ। হন্ত। বিসৃষ্টাঃ স্মঃ। (পরিক্রম্য) হন্ত বিমনাঃ খল্বস্মি অতিক্রান্তঃ। ইয়ং হি প্রদ্যুম্নদাসী প্রসক্তসুরতগ্লানিকপোলেনাত্যায়তনয়নসঞ্চারেণ তিলকাবভেদপিঞ্জরীকৃতললাটোদ্দেশেন বিলুলিতালকশোভিনা লগ্নমিব রতিপরিশ্রমমুদ্বহতা বদনেন জঘনবিম্বাংশুকান্তরদৃশ্যমানাভিরভিনবনখক্ষতরাজীভির্বিমলসলিলান্তর্গতাভিরিব ফুল্লাশোকেচ্ছায়াভিঃ সুরতাবমর্দমৃদিতমণ্ডনা অবসিতসমরশিথিলাকল্পেব নাগবধূঃ প্রবাতদীপমিব প্রাণিনা প্রচ্ছাদ্যাধরোষ্ঠং অনুযাতীকিশোরীব পদাৎপদশতং গচ্ছন্তী বেশমার্গমলংকুরুতে। ইষ্টা নঃ কামিনী। পরিহসিষ্যামস্তাবদেনাম্।

(উপেত্য) বাসু কিমিদং প্রিয়দশনপদাধিষ্ঠিতস্য দশনবসনস্য সব্রণস্যেব যোধস্য

শ্লাঘ্যং বপুশ্ছাদ্যতে। কথং প্রহসিতা। হা ধিক্‌কৃত এব নঃ পৌরোভাগ্যেন দোষঃ। অস্যা হি মন্দারম্ভেণাপি প্রহসিতেন বিকৃতমেব দন্তক্ষতেষু। কুতঃ—

সোৎকারোৎপতিতস্তনী স্তনতটোৎক্ষেপার্তিনিম্নোদরী
ভ্রূভেদাঞ্চিতলোচনা ক্ষতরুজাধুতাগ্রহস্তাম্বুজা।
যদন্যানি সমাক্ষিপেজ্জনমনাংস্যেবং প্রহস্যাঙ্গনা
কামিন্যা হসিতব্যমেব তু ভবেৎ দষ্টাধরোষ্ঠে মুখে ॥ ২৬ ॥

কিং ব্রবীষি—"চিরস্য খলু ভাবো দৃশ্যতে" ইতি। অনেন দুর্দিনপাতকেন গৃহ-বন্ধনেঽস্মিন্নিরুদ্ধঃ কৃতঃ। অথ ভবত্যা কোঽনুগৃহীতঃ? কিমাহ ভবতী—'রামিলকস্যো-দবসিতাদাগচ্ছামী' ইতি। সদৃশঃ সংযোগঃ স্থাবরোঽস্তু। অহো! একেন খলু রামিলকেন মদনাগ্রহারো হৃতঃ। কুতঃ—

সফলং তস্য কৃশোদরি যুবত্বমসমস্তবিহসিতং যস্তে।
সার্ধশশাঙ্কচ্ছায়ং চষকমিব মুখং সমাপিবতি ॥ ২৭ ॥

বাসু দুর্বিহগেভ্যো রক্ষিতব্যোঽধরঃ। গম্যতাম্। সাধয়ামো বয়মপি। (পরিক্রম্য) অয়ে ইদং তদধনীনভয়াৎ কুম্ভকর্ণবদনমিব নিত্যনিমীলিতভবনদ্বারং যত্র ধূর্তদ্বয়ং প্রতিবসতি বিশ্বলকঃ সুনন্দা চ। বিশ্বলকো হি ভক্ষিতসর্বস্বো নগ্নশ্রমণক ইব শরীর-মাত্রাবশিষ্টঃ কেবলং প্রিয়গণিকত্বাদাগতকোশোপদ্রবামপি সুনন্দাং বায়স ইব গ্রামোপান্তং ন মুঞ্চতি। সাঽপি চাত্র প্রোষিতযৌবনা কান্তারশুষ্কনদীব কস্যাচিদনভিগম্যা বিশ্বলকং কিলানুবর্ততে। তন্ন যুক্তমেতদ্ দ্বন্দ্বমনভিভাষ্যাতিক্রমিতুম্।

অয়মাক্রন্দঃ ক্রিয়তে। কোঽত্র ধরতে? (কর্ণং দত্ত্বা) ভোঃ প্রয়াতস্যেবাশ্বস্য খুরপুটনিপাতধ্বনিঃ পাদোৎক্ষেপসময়ে কাষ্ঠপাদুকাশব্দঃ শ্রূয়তে। সন্নিহিতেনাত্র বিশ্বলকেন ভবিতব্যম্। হন্ত! স এবৈষ বিরৌতি। ভোঃ কিং ব্রবীষি—"ক এষ গর্দভ-ব্রতমনুতিষ্ঠতি" ইতি। অহং যমদূতঃ সুনন্দার্থমাগতঃ। কথস্মৎস্বরমভিজ্ঞায় তূষ্ণীম্ভূতঃ। অন্ধো ন প্রযচ্ছসি দ্বারম্। তেন হি স্থিরীক্রিয়তামাত্মা। এষ শাপাগ্নিমুৎসৃজামি।

লীলোদ্যতস্য কলহে নূপুরসংক্ষোভনিনদমুখরস্য।
দূরীভবতু শিরস্তে বিলাসিনীবামপাদস্য ॥ ২৮ ॥

এতদপাবৃতদ্বারম্। প্রবিশামস্তাবৎ। (প্রবিষ্টকেন) কিমাহ

ভবান্—"কিং ন দয়িতাঃ স্মো ভাবস্য; যুক্তং নামেদৃশং শাপোৎসর্গং কর্তুম্" ইতি। সম্যগভিহিতম্। ঈদৃশো হি শাপো ব্রহ্মলোকমপি কম্পয়েৎ কিম্পুনর্ভবন্তম্। তদিদানীমস্য শাপস্য প্রতীকারার্থং প্রায়শ্চিত্তম্। কুতঃ—

বিকচনবোৎপলতিলকা সসম্ভ্রমোৎক্ষেপচঞ্চলতরঙ্গা।
তস্যৈ দেয়া মদিরা যা হৃদয়কুটুম্বিনী ভবতঃ ॥ ২৯ ॥

এবমুপবিশামঃ। (উপবিশ্য) কৃতং পাদ্যেন। কুসুমপুররাজমার্গো নিষ্পঙ্কতয়া হর্ম্যতলান্যপ্যতিশেতে। ন খলু মে পাদৌ দুর্ললিতৌ কর্তব্যৌ। কিমাহ ভবান্—"বিষ্ণুদাসপ্রভৃতীনাং গোষ্ঠীকানাং রামিলগোষ্ঠকে সমাগতানাং পরস্পরবিবাদরম্যাঃ কেচিৎ সংশয়াঃ প্রবৃত্তাঃ কামতন্ত্রে। তাংশ্চ যদা কাৎস্ন্যেন ন শক্নুবন্তি বক্তুং ততোঽস্ম্যহং তৈরাত্মদর্শনং শ্রাবয়িতুমভ্যর্থিতঃ। তত্র ময়াঽপি স্বদর্শনমুক্তম্। ইচ্ছেয়ং তাবদ্ দেবিলকভাবমপি তমেবার্থং শ্রাবয়িতুম্।' তত্র যদ্ ভাবো বক্ষ্যতি তন্নঃ প্রমাণং ভবিষ্যতি। এতমর্থং ভবন্তং শ্রাবয়িতুং গৃহমেবাগন্তুমনাঃ। অথ ভাবেন স্বয়মেবাত্মা দর্শিতঃ। যদি

তাবদ্ ভাবঃ ক্ষণিকঃ ততঃ প্রবক্ষ্যামি" ইতি।

আজ্ঞাপয়তু ভবান্। অবহিতোঽস্মি। শক্তিতো বক্ষ্যামঃ। অয়ং তু দুর্ললিত ইব দারকঃ কুটীপ্রদেশং ন মুঞ্চতি বায়ুঃ। অতশ্চিরাধ্যাসং ন শক্নোমি কর্তুম্। যদ্যভিরুচিতং ভবতে পরিক্রান্তাবেব সম্ভাষিষ্যাবহে। বিস্তীর্ণেয়ং গোষ্ঠীশালা। কিং ব্রবীষি—"এবং নাস্তি দোষঃ" ইতি। (উত্থায়) ব্রবীতু ভবান্। কিং ব্রবীষি—"যদ্যর্থমেব বেশ্যানাং পুরুষৈঃ সহ সম্বন্ধঃ কথং তাসামুত্তমাধমমধ্যমত্বং বিজ্ঞেয়ম্" ইতি। ভোঃ দানং নাম সর্বসামান্যং বশীকরণং লোকস্য, বিশেষতস্তু বেশবধূনাম্। তথাপি বিদ্যতে বিশেষঃ। কুতঃ? অপি চোক্তং পরাপরজ্ঞৈঃ—

দানাদ্ রাগমুপৈতি বেশযুবতির্নিষ্কারণাদ্ বাঽধমা
মধ্যা রূপমবেক্ষ্য যৌবনযুতং দানেন বা হৃষ্যতি।
দাতারং বিগতস্পৃহং সুবয়সং রূপাধিকং চৈব ভো
দাক্ষিণ্যেন বিভূষিতং খলু নরং নার্যুত্তমা সেবতে॥ ৩০॥

কিং ব্রবীষি—"কাময়মানা বেশ্যা কথং বিজ্ঞায়েত" ইতি। তদ্ বক্ষ্যামঃ, শ্রূয়তাম্—

কান্তা নেত্রার্ধপাতা বদনরুচিকরাঃ সস্মিতা ভ্রূবিলাসাঃ
সাকারা বাক্যলেশাঃ সহতলনিনদা দৃষ্টনষ্টাশ্চ হাসাঃ।
নাভীকক্ষস্তনানাং বিবরণমসকৃৎস্পর্শনং মেখলানাং
শ্বাসায়াসাশ্চ দীর্ঘা মদনশরহতাং কামিনীং সূচয়ন্তি॥ ৩১॥

কিং ব্রবীষি—"তত্র কামলিঙ্গানি বহূনি ব্রুবতে শঠপ্রায়ত্বাদ্ বেশ্যাজনস্য নিষ্ঠোচিতত্বাৎ? ক এতচ্ছদ্মধাস্যতীতি তৎকাময়মানা কথং বিজ্ঞেয়া" ইতি। শ্রূয়তাম্—

সাস্রা নিশ্বাসাঃ স্নেহযুক্তা চ দৃষ্টিঃ কার্শ্যং পাণ্ডুত্বং স্বেদবিন্দূদ্গমশ্চ।
ক্ষীণে দ্রব্যেঽপি প্রার্থনা কামিনীনাং ভাবাসক্তানাং ভাবশুদ্ধিং বদন্তি॥ ৩২॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—"প্রথমঃ সমাগমঃ কেন কারণেন সম্মোহমুৎপাদয়তি" ইতি। শ্রূয়তাম্—প্রথমসমাগমঃ খলু কামিনীনামনিয়োগস্থানম্। তৎস্থানে খলু মুহ্যন্তি তপস্বিনঃ। কুতঃ—

দুঃখা শ্লেষয়িতুং কথা প্রতিবচো লব্ধুং চ দুঃখং ততো
জাতেঽপি প্রচুরে কথাব্যতিকরে বিস্রম্ভণং দুষ্করম্
বিস্রব্ধেঽপি সতি স্বভাবসদৃশী দুঃখা বিধাতুং রতিঃ
সম্যক্প্রাপ্তরতাঽপি বেশযুবতী রজ্যেত বা নৈব বা॥ ৩৩॥

অপি চ—

রাজনি বিপ্লবমধ্যে বা যুবতীনাঞ্চ সঙ্গমে প্রথমে।
সাধ্বসদূষিতহৃদয়ঃ পটুরপি বাগাতুরীভবতি॥ ৩৪॥

কিং ব্রবীষি—"কেন কারণেন নির্গুণাস্বপি দর্শনমাত্রকেণৈব স্নেহো ভবতি। তাসু চ ব্যলীকমুৎপাদয়ন্তীষু কিং প্রতিপত্তব্যম্" ইতি। প্রত্যক্ষে হেতুবচনং নিরর্থকম্। অস্ত্যেতস্মিন্নবকাশমদঙ্গস্য যাসু তু নির্গুণাস্বপি রজ্যন্তে মনুষ্যাস্তাসু ব্যলীকমুৎপাদয়ন্ত্যঃ শীঘ্রমেব পরিত্যাজ্যাঃ। কুতঃ—

প্রিয়বিরহে যদ্ দুঃখং সহ্যং তদ্ভবতি সত্ত্বযুক্তস্য।
প্রিয়জনবিমানিতানাং ন রোহতি পরিক্ষতং হৃদয়ম্॥ ৩৫॥

কিমাহ ভবান্—"যস্তু নার্যাঃ প্রিয়ো ভবতি তস্যাঃ সা নাতিবহুমান্যা প্রিয়া ভবতি সাঽপি

কিং পরিত্যাজ্যা" ইতি। ন ন ন। অনাস্বপি কামিনীষ্বায়তিং রক্ষতা এবঞ্চ দাক্ষিণ্যমদূষয়তা তস্যামপি তস্মিংস্তস্মিন্ কালে রক্তবদ্ বিচেষ্টিতব্যম্। কুতঃ—

যে কামিনীং গুণবতীং চ সযৌবনাং চ
নারীং নরাঃ প্রণয়িনীং চ বিমানয়ন্তি।
তে ভোঃ কৃষীবলবচঃ পরিদগ্ধচিত্তৈ-
র্গোভিঃ সমং পৃথুমুখেষু হলেষু যোজ্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—"যস্তু কৃতাপরাধস্তেন কথং কামিনী সমনুনেয়া" ইতি। স্থানে খলু সংশয়ঃ। প্রণয়িনীনাং হি কোপো বিষমজ্বর ইব দুশ্চিকিৎসঃ। তথাপ্যবশ্যমস্যাঃ কোপপ্রত্যাবর্তনেন ভবিতব্যম্। সাম্প্রতকালিকাশ্চ কৌমারকাঃ পাদপতনমেবাত্রৌষধং পশ্যন্তি। তন্ময়া নাতিবহুমন্যতে। যদা চ বৃদ্ধশ্রোত্রিয়াণামপি তত্রাবৎ কঠিনকুণিতবৃদ্ধকর্কটাকৃতয়ঃ পাদুকাকিণকর্কশাঃ পুরাণধৃতাভ্যঙ্গদুর্গন্ধাঃ পাদা গৃহ্যন্তে, কোঽত্রাভিমানঃ পল্লবসুকুমারেষু কামিনীনাং পাদেষু। অপি চ তত্তু দোষবৎ।

কুতঃ—

পাদগ্রহণেঽবশ্যং বাষ্পঃ সঞ্জায়তে প্রণয়িনাম্।
অশ্রুবিমোক্ষে দৈন্যং দৈন্যোৎপত্তৌ কুতঃ কামঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্যো তু ব্রুবতে—"শপথকরণৈরনুনেয়া" ইতি। তদপ্যশিষ্টম্। কুলবধ্বোঽপি তাবৎ কামুকানাং শপথং ন শ্রদ্দধতি, কিং পুনর্বেশ্যাঃ যা বা শ্রদ্দধ্যাৎ তয়া কিমনুনেতব্যয়া ভবিতব্যম্। উক্তং চ—

গ্রামে বাসঃ শ্রোত্রিয়-কথনং পরতন্ত্রতা কৃপণভাবঃ।
আর্জবযুতা চ নারী পুংসাং মদনান্তকারিণঃ কেচিৎ ॥ ৩৮ ॥

কেচিদ্ ব্রুবতে—"যেন কেনচিদুপায়েন হাসয়িতব্যা। হাসান্তরিতধৈর্যাঽভিজ্ঞাতগাধেব নদী সুখাবগাহ্যা ভবতি" ইতি। অত্র ব্রূমঃ। যদ্যপ্যস্ত্যেতৎ তথাপি কোপফলং নাবাপ্তব্যং ভবতি। কুতঃ—

উৎকৃষ্যালম্বমানং প্রতনুনিবসনং নর্তয়িত্বাঽধরোষ্ঠং
তৎকালশ্রোত্ররম্যং পরুষমপরুষৈরক্ষরৈ শ্রাবয়িত্বা।
যৎকোপাদ্ বামপাদং নবনলিননিভং নিক্ষিপত্যুত্তমাঙ্গে
তচ্ছ্লাঘ্যং যৌবনাঢ্যং রতিকলহফলং প্রাপ্তকামা বদন্তি ॥ ৩৯ ॥

তস্মাদ্ হাস্যপ্রয়োগেণাপি মানয়িতব্যঃ স্ত্রীকোপঃ। এবমস্তু। বিমৃশ্যমানেষু স্ত্রীণাং কোপপ্রসাদনোপায়েষু সদ্যো দৃষ্টফলত্বাদবমুদ্য চুম্বণমেবাস্পাকং পক্ষঃ। কুতঃ—

কেশেষূৎকটধূপবাসসুরভিষ্বাসজ্য বামং করং
হস্তৌ স্বাবপি দক্ষিণেন সহিতৌ সংগৃহ্য নাত্যায়তম্।
যো হর্ষঃ পিবতো বলাৎ প্রিয়তমাবক্ত্রেন্দুমুৎপদ্যতে
তেনাপ্যারিতমন্মথো হি পুরুষো জীর্ণোঽপি ন ক্ষীয়তে ॥ ৪০ ॥

কিং ব্রবীষি—"যস্তু প্রমাদদোষাৎ প্রিয়ায়াঃ সমক্ষমেব গোত্রং স্খলয়তি তত্র ভাবঃ কিং প্রতীকারং পশ্যতি" ইতি। ভোঃ অন্যস্ত্রীগোত্রগ্রহণং হি মহানুপপ্লবঃ কামুকানাম্ আশীবিষদষ্টস্যেবাস্য দুঃখা প্রতিক্রিয়া কর্তুম্। মুহূর্তং নাম ধ্যানং প্রবেক্ষ্যামঃ। (ধ্যাত্বা) আ! দৃষ্টম্—

ধার্ষ্ট্যং সর্বাপহারঃ পরিশঠমথবা বস্তুবন্নিষ্ক্রিয়ত্বং
নার্যা বাক্যপ্রশংসা ত্বরিততরমথো হাস্যপক্ষক্রিয়া বা।
অন্যস্মিন্ বা প্রয়োগো বচসি যদি ভবেত্তস্য চান্যেন যোগো
নানাগোত্রগ্রহো বা ভবতি হি শরণং গোত্রবাক্যক্ষতস্য ॥ ৪১ ॥

কিং ব্রবীষি—"নখদশননিপাতাঃ কেন কারণেন সবেদনা অপি প্রীতিমুৎপাদয়ন্তি" ইতি। হ হ হ! অতিমুগ্ধমভিহিতম্। পশ্যতু ভবান্ নখদশননিপাতাঃ সবেদনা অপি প্রীতিমদ্ভ্যাং সুখমুৎপাদয়ন্তি। কুতঃ—

যথা প্রতোদোঽবহিতং করোতি জবে হয়ং সারথিসম্প্রযুক্তঃ।
তথা রতৌ দন্তনখপ্রপাতঃ স্পর্শৈকতানং হৃদয়ং করোতি ॥ ৪২ ॥

(পরিক্রম্য)

কিং ব্রবীষি—"কথং বেশ্যা বিরক্তা রক্তেব চেষ্টমানা বিজ্ঞেয়া" ইতি। অথ ভো কোঽত্র সংশয়ঃ। এষ এবোপদেশঃ—অনুরক্তানাং রাগো ভাবয়িতব্যঃ। যথা চোপদিষ্টম্। পশ্যতু ভবান্। আকারসংবরণং হি মহাত্মানো ন শক্নুবন্তি কর্তুম্ ; কিং পুনরকঠিনহৃদয়াঃ স্বল্পাবগতাঃ স্ত্রিয়ঃ। কুতঃ আকার এবাবেক্ষিতব্যঃ। কিং ব্রবীষি—"কথম্" ইতি।

ব্যর্থং প্রস্ময়তে বদত্যকথিতে সাবেগমুত্তিষ্ঠতি
প্রোক্তং ন প্রতিবুদ্ধ্যতে ন কুরুতে স্ত্রীত্বোচিতাং বামতাম্।
গাঢ়ং প্রত্যুপগুহ্য মুঞ্চতি মুহুঃ খিন্না নিয়ন্তে রতৌ
রাগান্তে নিপুণাঽপি বধ্যকুসুমা জ্ঞেয়া লতেবাঙ্গনা ॥ ৪৩ ॥

কিং ব্রবীষি—"বিরাগং সমুৎপন্নং কথং চিকিৎসিতুং শক্যং উতাহো অপ্রতীকার এবৈষ ভাবঃ" ইতি। শৃণোতু ভবান্—রাগোৎপত্তিঃ খলু দ্বিবিধৈব ভবতি কারণাদকারণাদ্ বা। তত্র কারণোৎপন্নস্য রাগস্য কারণাদেব বিরাগো ভবতি। এবমকারণোৎপন্নস্যাকারণাদেব। এবং রাগবিরাগয়োর্বৈষম্যে কিমিব শক্যা প্রতিক্রিয়া কর্তুম্। মন্দীভূতে তু রাগে যা প্রতিক্রিয়া তাং বক্ষ্যামঃ—

অন্যস্ত্রীসেবনং বা রতিবিকৃতিরথো ধীরতা বিগ্রহো বা
ক্ষান্তিঃ কালে সহাস্যা বচননিপুণতা বন্ধুপূজা স্তুতির্বা।
বেশ্যাব্যাজপ্রবাসঃ পুরবরগমনং সাহসোপক্রমো বা
দানং বা কামিনীনাং পরিচয়শিথিলং রাগমুদ্দীপয়ন্তি ॥ ৪৪ ॥

অপি চ, শৃণোতু ভবান্—

বালা বালত্বাদ্ দ্রব্যলুব্ধা প্রদানৈঃ প্রাজ্ঞা প্রাজ্ঞত্বাৎ কোপনা সান্ত্বনাভিঃ।
স্তব্ধা সেবাভির্দক্ষিণা দক্ষিণত্বা ন্নারী সংসেব্যা যা যথা সা তথৈব ॥ ৪৫ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—

'দর্শয়তি কামলিঙ্গং ন বদত্যলমিতি ন গচ্ছতি সমীপম্।
যা স্ত্রী বিহরতি কালে সা কর্তব্যা কথং বশ্যা' ॥ ৪৬ ॥ ইতি।

সাধ্বভিহিতমেতৎ। প্রথমং তাবৎ কামিনা জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীস্বভাবঃ। এষ এব স্ত্রীস্বভাবঃ স্যাৎ। কিন্তু যাবজ্জীবিতমপি গর্বিতা নিরুপায়ং ন শক্যা বশমুপনেতুম্। যত্তু স্ত্রীণাং রহস্যং তদিদমুদ্ঘাট্যতে।

শূন্যে বা সম্প্রমর্দ্য দ্বিরদ ইব লতাং যো হরত্যাশু নারীং
মত্তাং বা যো বিদিত্বা হ্যভিভবতি শনৈ রঞ্জয়ন্ বাক্যলেশৈঃ।

অন্যাং কৃত্বোপধিং বা ছলয়তি কুরুতে ভাবসংগ্রহনং বা
তস্যৈতচ্চেষ্টিতং ভো ন ভবতি বিফলং বামশীলা হি নার্যঃ ॥ ৪৭ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—

'গতে তু কোপে প্রথমে সমাগমে প্রবাসকালে পুনরাগমে তথা।
বদন্তি চত্বারি রতানি কামুকাঃ ততো ভবান্ কিন্নধিকং ব্যবস্যতি' ॥ ৪৮ ॥ ইতি

অত্র ব্রূমঃ—যত্তাবৎপ্রথমসমাগমে রতং তদপ্যলব্ধবিস্রম্ভায়াং কামিন্যামজ্ঞাতগাধমিবঃ সরঃ শংকাবগাহং ভবতি। যদপি প্রবাসকালে রতং তদপি তচ্ছোকাভিভূতত্বান্মন্দরাগায়াঃ সাস্রাবিলাক্ষমুপোহ্যমানহৃদায়াদুবেগক (কা) রণং রম্যং (অরম্যং) করুণং গ্রহোপসৃষ্টং চন্দ্রমণ্ডলমিব ন মাং প্রীণয়তি। যদপি প্রবাসাদাগতে রতং তদপ্যকৃতপ্রতিকর্মতয়া প্রিয়য়া ব্রীড়িতয়াব্যঞ্জিতং দুর্দিনগান্ধর্বমিব মন্দরাগং ভবতি। যৎপুনঃ কোপাপগমাদাগতং তৎ সুরাসুরাবিদ্ধমন্দরপীড়িতে সর্বৌষধিপ্রক্ষেপাপ্যায়িতবীর্যে ভগবতি সলিলনিধৌ যদুৎপন্নমমৃতসংজ্ঞকং কিমপি শ্রূয়তে আয়ুর্বয়োঽবস্থাপনং রসায়নং তদপ্যতিবর্ততে। কুতঃ—

কোপাপগমে নার্যাস্তমেধ হৃদয়েন ভাবমজহন্ত্যাঃ।
সুরতমতিরভসমনিভৃত কররুহদশনপদজর্জরং ভবতি ॥ ৪৯ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—'বেশ্যাবঞ্চিতং পুরুষং পরিহসন্তি ধূর্তাঃ। কথং বেশ্যাবঞ্চনং ন প্রাপ্নুয়াৎ কামুকঃ' ইতি। ভো বেশ্যা লিপিকারশ্চ ছিদ্রপ্রহারিত্বাত্তুল্যামুভয়ম্। তত্র লিপিকারোঽপ্যান্তে, হস্তগতকল্পং কৃত্বা মুহূর্তমবস্থানং প্রাপয়তি। বেশ্যা পুনর্বাতরোগ ইবা ত্যর্থ ব্যয়মুৎপাদয়তি। যদি মচ্চরিতানুগামী ভবেৎ তেন বেশঃ প্রবেষ্টব্যঃ। ময়া হি—

বিস্রম্ভো গতযৌবনাসু ন কৃতো বালাঃ পরীক্ষ্য স্থিতং
দূরাদেব সমাতৃকাঃ পরিহৃতা নদ্যঃ সসত্ত্বা ইব।
মন্যুর্নাস্তি বিমানিতস্য ন পুনঃ সম্প্রার্থিতস্যাদরো
বেশে চাস্মি জরাংগতো ন চ কৃতঃ স্বপ্নেঽপি মিথ্যাব্যয়ঃ ॥ ৫০ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—'নার্যোর্যুগপদাগমে কা প্রতিপত্তব্যা বা পরিত্যাজ্যা কালবর্ধিতপ্রণয়িনী উতাহো নবপ্রণয়িনী? এনং প্রশ্নং বদতু ভাবঃ' ইতি। কষ্টঃ খল্বয়ং প্রশ্নঃ। দুর্বচো মা প্রতিভাতি। কিমত্র ভবান্ পশ্যতি? কিমাহ ভবান্—'ন কিঞ্চিদপ্যত্র পশ্যামি। মহত্ত্বেতৎ সংকটম্। ভাব এব বক্তুমর্হতি ইতি। তেন শ্রূয়তাম্—

রূঢ়স্নেহান্ন যুক্তং নবযুবতিকৃতে স্বাং প্রিয়াং বিপ্রমোক্তুং
তৎপ্রীত্যর্থং ন হেয়া স্বয়মভিপতিতা কামিনী জাতকামা।
তত্রোপেক্ষৈব কার্যা ব্রজতি পরিচিতা যাবদুদ্ভূতকোপা
শূন্যো প্রাপ্য দ্বিতীয়ামথ তদনুমতে সম্প্রসাদ্যা প্রিয়ৈব ॥ ৫১ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—'বেশে সঞ্চরতা দর্শনমাত্র—কেনৈব কথং শক্যং জ্ঞাতুং স্ত্রীণাং রহোনৈপুণম্' ইতি। নাস্তি কিঞ্চিদপি শস্যাজ্ঞেয়ম্। স্থিরং খলু দৃষ্টনা পুরুষেণৈব দৃষ্টিরেব প্রথমং পরীক্ষ্যা ভবতি। চক্ষুষি হি সর্বে ভাবা নিয়তাঃ। পশ্যতু ভবান্—

সকেকরা মন্দনিমেষযুক্তা তির্যগ্গতা স্নেহবতী বিশালা।
দৈন্যেন হীনো চলতারকা চ স্ত্রীণাং রহোনৈপুণমাহ দৃষ্টিঃ ॥ ৫২ ॥

অপি চ, যস্যাশ্চাভুগ্নমীষৎপ্রচলনু কপোলং ভ্রূসঞ্চারি তিয কুকটাক্ষমাননং তস্যা রতিকার্কশ্যং, যস্যাবাশ্যানমুল্লোঽধরঃ সদষ্টনখপদং শরীরং প্রবিরলহসিতং চ মুখং তস্যা

নির্বিশঙ্কমেব রতিশৌণ্ডীর্যমবগন্তব্যম্। যাং বা ভবান্ পশ্যতি কটিপ্রদেশবিন্যস্তবাম-হস্তাং প্রলম্বদক্ষিণকরামেকপার্শ্বোন্নতজঘনাং তস্যামপ্যাস্থা কার্যা। নহ্যেবমগর্বিতা তিষ্ঠতি। যাঞ্চ নিবসনান্তাবৃতৈকপয়োধরাং স্বগৃহদেহলীবিলগ্নৈকরুচিরচরণাং দ্বারপার্শ্ববিরুদ্ধ-শরীরাং পশ্যতি স খলু স্ত্রীময়ঃ পাশঃ। চারুলীলাত্বমেবাস্যাঃ সর্বং কথয়তি। যা বা কবাটগোস্তনকতটমালম্ব্য প্রকটীকৃতবাহুপাশা শিথিলীকৃতনীবীবন্ধনা সন্দর্শিতনাভিচ্ছিদ্রা দৃশ্যতে তস্যামাকৃতিরতিপূর্বরঙ্গায়মানুমেয়ং ন বিদ্যতে। শক্যমত্র বহ্বপি বক্তুম্। সংক্ষেপস্তু শ্রূয়তাম্—

যস্যাস্তাম্রতলাঙ্গুলিঃ শুচিনখো গণ্ডান্তসেবী করো
বাণী সাভিনয়া গতিঃ সললিতা প্রস্পন্দিতোষ্ঠং স্মিতম্।
লোলা দৃষ্টিরশঙ্কিতং মুখমধো নাভেশ্চ নীবীক্রিয়া
তাং বিদ্যান্নরবাগুরাং রতিরণে প্রাপ্তাগ্র্যশৌর্যাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—'দ্বিবিধমেব স্ত্রীণাং কামিতং ভবতি প্রকাশং প্রচ্ছন্নং চ। তয়োঃ কতরদ্ ব্যতিরিচ্যতে' ইতি। ভোঃ যৎপ্রকাশং তদ্বেশবধূষ্বেবোপপদ্যতে। কৃতকর্মাপি চৈতদ্ভবতি। যত্ত্বিদং প্রচ্ছন্নং তৎকুলবধূষু বেশবধূষু চ। তৎকেবলমনু-রাগাদুৎপদ্যতে বিশেষতশ্চ তদল্পদোষত্বাদ্ বেশ্যাবধূষ্বেব রম্যং ভবতি। দুর্লভত্বাদপি পুরুষাণাং কুলবধূস্তু যং কঞ্চিৎ কাময়ন্তে। বেশ্যয়া তু ন সর্বঃ কাম্যতে। স্যান্মতং কস্যচিৎ—'নির্দোষমদনত্বাদ্ বেশ্যানাং প্রচ্ছন্নকামিতেন কিং প্রয়োজনম্' ইতি। অত্র ব্রূমঃ—পূর্বসংস্তুতো রাজবল্লভঃ কৃতোপকারো ভক্তিমাননুশংস ইত্যেতে বেশ্যাজননীসেবকাঃ। এতেষামবশ্যমকাময়মানাঽপি বেশ্যাঽনুবিধেয়া ভবতি। কিং নিমিত্তং? প্রয়োজনার্থ-মিতি। তস্মাদ্ বেশ্যয়া প্রচ্ছন্নমদনার্থিন্যা যঃ কাম্যতে তেন জন্মজীবিতয়োঃ ফলমবাপ্তং ভবতি।

কিঞ্চান্যৎ, যত্তাবদ্ বিরহমাসাদ্য স্বয়ংদূতীনাং প্রাঞ্জলিপুরস্সরাণি সবাষ্পগদ্গদানি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে ননু তান্যেব তস্য পর্যাপ্তানি ভবন্তি। যা বা তদ্ধ্যানপরা রোগব্যপদেশেন গতা পাণ্ডুভাবং চন্দ্রোদয়ে রোদিতি প্রজাগরাভিতাম্রনয়না কামিনী শিথিলীকৃতভূষণা 'দিষ্ট্যা ত্বদর্থমেব নির্ঘৃণশরীরস্যেয়মবস্থা, ভদ্রং তবাস্তু' ইতি স্বয়মুপালভমানায়াঃ, কান্ত, যাচে ত্বা দয়স্ব মে শরীরস্যেতি সীৎকারানুবদ্ধাক্ষরাণি শৃণ্বতঃ, 'ত্বরস্ব মা মৈবং' ইতি দশনকররুহৈর্বিচোদ্য রুদমানায়াঃ অহমেবংবিধা শ্রদ্ধধাতু ভবান্ ময়া চ শাপিত ইত্যেবং চোক্তানি রসায়নপ্রয়োগাতিবর্তকানি বাচংসি চিন্তয়তো মদর্থমেবেয়মীদৃশী সংবৃত্তেতি কারণতো দূতীবচনাচ্চোপলভ্য পুরুষস্য কারুণ্যমিশ্রা যা প্রীতিরুৎপাদ্যতে তৎসদৃশীং যদন্যাং ব্রূয়াৎ বিটভাবমিমং পরিত্যজ্য শ্রোত্রিয়ৈঃ সমতাং গচ্ছেয়ম্। অপি চ—

হস্তালম্বিতমেখলাং মৃদুপদন্যাসাবভুগ্নোদরীং
লব্ধাঽপি ক্ষণমাগতাং সমদনাং সঙ্কেতমেকাং নিশি।
যো নারীং স্থিত এব চুম্বতি মুখে ভীতাং চলাক্ষীং প্রিয়াং
তস্যেদং স্বভুজাত্তপঙ্কজময়ং ছত্রং ময়া ধার্যতে ॥ ৫৪ ॥

অপি চ—

ত্বরস্ব কান্তেতি ভয়াদ্ ব্রবীতি যং কামিনী চোদিতসম্প্রযোগা।
ক্রীতাস্তয়া তস্য ভবন্তি পুংসঃ প্রাণা যথেষ্টং পরিকল্প্য মূল্যম্ ॥ ৫৫ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—'রূপবতী চ স্ত্রী দক্ষিণা চেতি তয়োঃ কস্যাং প্রীতিবিশেষং

ভাবঃ পশ্যতি' ইতি। উভয়মেতৎ স্ত্রিয়ং ভূষয়তি। যত্তাবদ্ বিরূপায়াং দাক্ষিণ্যং তদস্ধ-কারনৃত্তমিব ব্যর্থং ভবতি। রূপমপি দাক্ষিণ্যহীনমটবীচন্দ্রোদয় ইব কাং প্রীতিং করিষ্যতি ? মাং প্রতি রূপাদ্ দাক্ষিণ্যং ভবতি প্রধানম্। কুতঃ ? দাক্ষিণ্যং বিরূপামপি স্ত্রিয়ং ভূষয়তি সুরূপামপ্যদাক্ষিণ্যং দূষয়তি। দৃশ্যন্তে হি পুরুষাঃ সুরূপা অপি স্ত্রিয়ঃ পরিত্যজ্য বিরূপাস্বপি দক্ষিণাসু রজ্যমানাঃ। রূপবত্যা চাবশ্যং স্তব্ধয়া ভবিতব্যম্। স্তব্ধতা চ কালস্য মহান্ শত্রুঃ। অনুবৃত্তির্হি কামে মূলম্। সা চ দাক্ষিণ্যাৎ সম্ভবতি। যদি রূপমাত্রং কারণং স্যাৎ চিত্রনার্যামপি প্রয়োজনং নির্বর্তয়েৎ। দাক্ষিণ্য এব রূপগুণং হিত্বা সর্ব এব গুণসমুদায়োঽন্তভূর্তঃ। কুতঃ—

সুবাক্ সুবেষা নিভৃতা কৃতজ্ঞা ভাবান্বিতা নাপি চ দীর্ঘকোপা।
অলোলুপা ছন্দকরী চ নিত্যং দাক্ষিণ্যযুক্তা ভবতীহ নারী ॥ ৫৬ ॥

কিমাহ ভবান্—'বেশ্যাঃ, কৃতকোপচারিত্বাৎ সতামনভিগম্যা ভবন্তীতি ব্রুবন্তি। তৎ কথম্' ইতি। ইহ খলু কামৈর্বিশেষৈরুপচরণমুপচারঃ। এতচ্চ স্বভাবতো নার্যা স্বে চ লভ্যেতে। বেশ্যায়াং ক্রিয়ানিষ্পত্তেঃ (?)। স্যাস্মতং—যচ্ছাঠ্যাদুপচর্যতে তৎকৃতক-মিতি তদপ্যদোষঃ। কুতঃ ? শাঠ্যাদপ্যুপচারঃ প্রযুক্তঃ প্রীতিমুৎপাদয়তি। আর্জবাদ-প্যুপচারঃ স্খলীকৃতঃ কস্য প্রীতিং জনয়তি ? শাঠ্যং নামার্থনির্বর্তকো বুদ্ধিবিশেষঃ। আত্মার্থপ্রধানয়া চ স্ত্রিয়া পুরুষবিশেষোঽবশ্যং মৃগয়িতব্যঃ। যা চ পুরুষবিশেষজ্ঞা স্ত্রী তস্যাং রজ্যন্তে পুরুষাঃ। অপি চ—

নীচৈর্ভাবঃ প্রিয়বচনতা ক্ষমা নিত্যমপ্রমাদশ্চ।
শাঠ্যাদুৎপদ্যন্তে কেনৈতদ্ দূষ্যতে লোকে ॥ ৫৭ ॥

কিং ব্রবীষি—'বিসংবাদিতং হি শঠতায়াঃ সারম্ ?। বিসংবাদিতস্য কামিনঃ প্রিয়য়া দুঃখমুৎপদ্যতে। নাস্তি তস্য প্রতিক্রিয়া' ইতি। ভোঃ সর্বং খলু কারণমভিসমীক্ষ্য বিসংবাদ্যতে। যস্তু ন শক্নোতি তৎকারণং পরিহর্তুং ননু তস্যৈব সোঽপরাধঃ অনৈকান্তি-কশ্চ বিসংবাদনে দোষঃ দৃশ্যন্তে বহবো বিসংবাদিতা ভৃশতরমনুরজ্যমানাঃ।

আবল্গিতস্তনতটানি চ বাষ্পমিশ্রা ভাবাভিধানপটবশ্চ কটাক্ষপাতাঃ।
অব্যক্তশোভিতপদাশ্চ ভবন্তি বাচঃ শাঠ্যাৎ সতোঽপি গুণবৎ পরিকল্পয়ন্তি ॥৫৮॥

কিং ব্রবীষি--'বেশ্যাভ্যো যদ্ দীয়তে তন্নষ্টং ইতি বহবো ব্রুবন্তি। দত্তকেনাপ্যুক্তং 'কামোঽর্থনাশঃ পুংসাম্' ইতি। তত্র ভাবঃ কিং পশ্যতি' ইতি। ভো অর্থস্য ত্রয় এব বিধয়ঃ—দানমুপভোগো নিধানমিতি তত্র দানোপভোগৌ প্রধানৌ নিধানং তু গর্হিতম্। কুতঃ—

নিধৌ কৃতেঽর্থে নহি বিদ্যতে ফলং ভবত্যতুষ্টির্বিফলীকৃতে পুনঃ।
ততো নিধানং হি ন যুক্তমাগতং স্ফুরত্তুরঙ্গস্য জবোপমং ধনম্ ॥ ৫৯ ॥

অর্থধর্মৌ শরীরসুখমুৎপাদয়তঃ। তত্রেষ্টানাং শব্দাদীনামবাপ্তিঃ সুখমিত্যুচ্যতে। তচ্চ বেশ্যাজনমুপসেবমানো যথাবৎ প্রাপ্নোতি। সর্বশব্দেষু তাবদ্ বিশেষতঃ প্রিয়বচনং নিবৃত্তিকরং ভবতি। তচ্চ বেশ্যাজনো ব্রবীতি। ন তথাঽন্যাঃ। কথমিব—

প্রিয়ং প্রিয়ার্থং কটু বা প্রিয়ার্থং বদন্তি কালে চ মিতং চ বেশ্যাঃ।
বদন্তি দাক্ষিণ্যধনাঃ কদাচিন্নৈবাপ্রিয়ং ন প্রিয়মপ্রিয়ার্থম্ ॥ ৬০ ॥

যস্যামনিভৃতমবিঘ্নমোরুনিতম্বমুদধৃত্যাংশুকমাবিদ্ধমেখলাকলাপং বেশ্যাজঘনমভিবা-হয়তঃ স্পর্শাঃ সম্ভবন্তি, কিং ন তৎকৃতে প্রাণানপি পরিত্যজন্তি, কিম্পুনর্ধনম্।

সর্বেভ্যশ্চ রসেভ্যঃ পানং গর্হিতমিব লক্ষ্যতে। তস্যাপি বেশ্যাবিশিষ্টত্বাদুপভোগো রম্যো ভবতি। পশ্যাতু ভবান্—

সসম্ভ্রমোদ্ধূতবিঘূর্ণিতাং বা পীতাবশেষাং মুখবিচ্যুতাং বা।
ওষ্ঠোপদংশাং মদিরাং নিপীতো যো বেশমধ্যে স রসং বিবেদ ॥ ৬১ ॥

যেন বার্ধনিমীলিতাক্ষীণি প্রস্পন্দিতাধরাণি আয়তভ্রূলতানি খিন্নকপোলান্যাননানি বেশ্যাজনস্যাবলোকিতানি তস্য চক্ষুষঃ ফলমবাপ্তং ভবতি। অপি চ—

কেশান্তঃ স্নানরুক্ষো বিরচিতকুসুমঃ কেশহস্তঃ পৃথুর্বা
বস্ত্রং বা ভুক্তমুক্তং পরিমলসুরভিঃ পদ্মতাম্রোঽধরো বা।
বেশ্যায়াস্তাম্রনেত্রং মুখমুদিতমদং চন্দনার্দ্রা তনুর্বা
যেনাঘ্রাতানি তস্য ধ্রুবমভিপততো ঘ্রাণমার্গেণ কামঃ ॥ ৬২ ॥

ন ত্বস্মাকং ধর্মেঽধিকারঃ। তথাপি তু যথা ধর্মাবাপ্তির্ভবতি তথা বক্ষ্যামঃ। ইহ কৃতঘ্নতা সর্বপাপীয়সী। স চ ততঃ কৃতঘ্নতরঃ যো বেশ্যাবধূভ্যঃ সুখমীপ্সিতমনুপমমবাপ্য তাভ্যো ন প্রত্যুপকুরুতে। যদি কৃতজ্ঞো ভবতি তস্য হস্তে স্বর্গঃ। তস্মাৎ স্বর্গসুখাবাপ্ত্যর্থং নির্বিশঙ্কেন বেশ্যাভ্যোঽবশ্যং বিত্তং দাতব্যম্। কিং ব্রবীষি—'দাক্ষিণ্যযুক্তায়ামপি কুলবধ্বাং কেন কারণেন তাদৃশো ন ভবতি যাদৃশো বেশ্যায়াং' ইতি।

শ্রূয়তাং—'দাক্ষিণ্যবিষয়স্তাবদন্যঃ কুলবধ্বামন্য এব বেশ্যায়াং' ইতি। ঋজুস্তু কুলবধূর্যদি তাবৎ প্রিয়ং বদতি অকালে বা বদতি অতীব প্রিয়মিতি বা বিপ্রিয়ং বদতি। এবং সর্বত্র। কামশ্চেচ্ছাবিশেষঃ। প্রার্থনা চেচ্ছা। প্রার্থনা চাসম্প্রাপ্তেরুৎপদ্যতে। সা চ বেশ্যানাং স্বাধীনপ্রাপ্তায়ামপি মাৎসর্যাদুৎপদ্যতে! বহুসাধারণত্বাৎ। মাৎসর্যং চ লোভং জনয়তি। তস্মাল্লব্ধাবকাশো বেশ্যায়াং কামো ন ব্যপৈতি। কামমূলশ্চ রাগঃ। অপি চ—

বেশ্যাজঘনরথস্থঃ কুলনারীং কঃ সচেতনো গচ্ছেৎ।
নহি রথমতীত্য কশ্চিদ্ গোযানেন ব্রজেৎ পুরুষঃ ॥ ৬৩ ॥

কিং ব্রবীষি—'লোকস্য বেশ্যাং প্রতি সক্তো মনুষ্যঃ পূজ্যো ন ভবতি। সম্মতিশ্চ তস্য নেষ্টা। যত্র গুণা দৃশ্যন্তে তৎকিমর্থং নানুষ্ঠেয়ম্' ইতি। অতিবিটত্বমভিহিতম্। মুহূর্তমবধানং দীয়তাম্। (ধ্যাত্বা) ইহ হি দ্বিবিধা পূজা ভবতি, ফলবত্যফলা চ। তত্র যাঽফলা নগ্নস্যেব চেষ্টিতং ভবতি হাস্যম্। বেশ্যায়ামপ্রসক্তস্য কিং ফলমিতি। স্যাস্মতম্ 'অযশস্যো বেশপ্রসঙ্গঃ' ইতি। তন্ন গ্রাহ্যম্। সর্বো হি সুখিনং দ্বেষ্টি লোকঃ। যথা চ পরস্ত্রিয়ো ন গম্যা ইতি প্রতিকণ্ঠমভিহিতং ন তথা বেশ্যাঃ। স্যাস্মতং—'স্ত্রীষু প্রসঙ্গো ন শ্রেয়ান্ বেশ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ' ইতি। অত্র ব্রূমঃ। ন তু স্ত্রীষ্বায়ত্তো লোকো দূষয়িতুম্ ইতি। অপি চ—

প্রাগল্ভ্যং স্থানশৌর্যং বচননিপুণতাং সৌষ্ঠবং সত্ত্বদীপ্তিং
চিত্তজ্ঞানং প্রমোদং সুরতগুণবিধিং রক্তনারীনিবৃত্তিম্।
চিত্রাদীনাং কলানামধিগমনমথো সৌখ্যমগ্র্যং চ কামী
প্রাপ্নোত্যাশ্রিত্য বেশং যদি কথমযশস্তস্য লোকো ব্রবীতি ॥ ৬৪ ॥

(পরিক্রম্য) কিং ব্রবীষি—'যদেতদ্ বৃহস্পত্যুশনঃপ্রভৃতিভিরন্যৈশ্চ শাস্ত্রপ্রযোক্তৃভিরুপদিশ্যতে—'স্ত্রীষু প্রসঙ্গো ন কর্তব্যঃ' ইতি অত্র ভাবঃ কিং পশ্যতি' ইতি। ভো উপদেশমাত্রং খল্বেতৎ। তমহং ন পশ্যামি যঃ স্ত্রীষু প্রসঙ্গং ন গচ্ছেৎ। শ্রূয়ন্তে হি—

'মহেন্দ্রাদয়োঽপ্যহল্যাদ্যাসু 'বিকৃতিমাপন্নাঃ'। ধর্মার্থয়োরপি শ্রেষ্ঠো বিষয়ঃ। ইষ্টবিষয়-প্রাদুর্ভাবফলত্বাৎ। বিষয়প্রধানাশ্চ স্ত্রিয়ঃ! যো হি বেশ্যাং পরিত্যজ্য কামোপভোগান্ দিব্যান্ কাময়তে তমপ্যহং বঞ্চিত ইত্যবগচ্ছামি।

ইহাপি তাবত্তদাত্বায়ত্যোস্তদাত্বমেব গরীয়ঃ প্রত্যক্ষফলত্বাৎ। কিং পুনরন্যস্মিন্ দেহগ্রহণে সংশয়িতে তপশ্চরণদুরবাপে রমণীয়ম্ ?। পশ্যতু ভবান্—জলধরনির্বাপিতচন্দ্র-দীপাসু দ্বিগুণতরতিমিরভীমদর্শনাসু শিশিরতরপবনাসু সলিলপবনদুঃসঞ্চারাসু জলদ-কালনীলাসু রজনীষু মদনশরসন্তপ্তৈকাকিন্যা কামিন্যাঽভিসারিতস্য পুংসো নূপুরস্বন-বোধিতস্য জন্মজীবিতয়োঃ ফলমবাপ্তুং ভবতি। কিমাহ ভবান্—'নূপুরধারণং হি মহদুপকুরুতেঽভিসারিকাভ্যঃ ইতি। এবমেতৎ। কুতঃ—

প্রথমসমাগমনিভৃতঃ কথমাত্মনিবেদনং জনঃ কুর্যাৎ।
পাদস্পন্দনরভসো যদি ন স্যান্নূপুরনিনাদঃ ॥ ৬৫ ॥

এবং নূপুরশব্দানিবোধিতোঽয়ং জলধরধারাধৌতবিশেষকমাপ্লুতাঞ্জবাক্ষমনবস্থিতোষ্ঠ-মাননং সমদং পীত্বা যদ্যবকচ্ছিরা বহূনি কল্পান্তেরাণি নরকদুঃখান্যনুভবতি তথাপি তস্য যুবতিজনপ্রণয়প্রতিগ্রাহিণস্তানি শ্লাঘ্যানি ভবন্তি। বিগতজলদাবকুণ্ঠনায়াং বিরচিত-বিমলগ্রহপঙ্ক্তিতিলকায়াং বিগতমারুতায়ামসনকুসুমবাসিতদিগন্তরায়াং শরদি সারসরুতসংবা-দিতমেখলাম্বনাভির্বন্ধুককুসুমোজ্জ্বলবিশেষকাভিশ্চক্রবাকোপদিষ্টানুরাগাভিঃ প্রিয়াভিঃ সহ যেন প্রতিবুদ্ধপঙ্কজদীর্ঘিকাসলিলমবগাঢ়ং তস্য কিং স্বর্গেণ ?

অথবা কুন্দকুসুমমিশ্রিতে ফুল্ললোধ্রগন্ধাবিদ্ধমারুতে প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরীগুপ্তকেশহস্তে প্রাপ্তে হেমন্তকালে ছিন্নাপরাধকাতরোষ্ঠীনামধরোষ্ঠরক্ষণীনামপি চুম্বনবিমর্দিনীনাং প্রিয়াণাং প্রণয়ফলান্মুখান্যাপিবতো যা প্রীতিরুৎপদ্যতে তস্যা নাস্ত্যোপম্যম্।

অথবা কালাগুরুধূপদুর্দিনেষু গর্ভগৃহেষু প্রকীর্ণাতিমুক্তকুসুমেষু তুষারমুক্তো-বর্ষিণীষু পরুষপবনাসু শিশিরকালরাত্রিষু প্রিয়য়াঽনুরক্তয়া পীনাভ্যাং স্তনাভ্যামবপীড্য-মানবক্ষা বরশয়নতলোপগতো গাঢ়োপগূহনজনিতস্বেদবিন্দুসুরভিগাত্রো যঃ সুরতান্তরেষু নিদ্রামুপসেবতে তেন কিং নাম নাবাপ্তুং ভবতি। অপি চ—

অধরোষ্ঠরক্ষণীনাং কচগ্রহোৎক্ষেপচণ্ডলাক্ষীণাম্।
পাতব্যানি চ তৃষিতৈর্মুখানি সীৎকারসহিতানি ॥ ৬৬ ॥

নিদ্রাবিরহিতে স্বর্গে কিমবাপ্যন্তে। অথবা স্বেদবিন্দুলঙ্ঘনাবরুদ্ধতিলকমার্গেষু প্রবৃত্তমদনদূতীসম্পাতেষু সংযোজ্যমানমণিরশনেষু দৃষ্টসহকারাঙ্কুরেষু সুরভিপবনেষু বসন্তদিবসেষু অবিদিতাগতয়া স্বয়মেব মুক্তমানয়া যঃ প্রিয়য়াঽনুরক্তয়াঽনুনেতব্যয়াঽনু-নীয়তে তেন নান্যেষু স্পৃহা কর্তব্যা। অথাপি যো বা শিরীষকুসুমশ্যামলীকৃতস্ত্রী-কপোলে সলিলমণিমুক্তাহারচন্দনোশীরব্যজনপবনোপভোগরমণীয়ে প্রচণ্ডসূর্যকিরণে নিদাঘকালে কুসুমশয়নশায়িন্যা নবমালিকোন্মীলিতকেশহস্তহস্তয়া চন্দনার্দ্রপয়োধরয়া তালবৃন্তামারুতেনোপসেব্যমানো মারুতগ্রাহিণ্যদবসিতে প্রিয়য়া সহ মধ্যাহ্নমতিবাহয়তি, অথবা গন্ধসলিলাবসিক্তভূমিমার্গেষু প্রকীর্ণবকুলমল্লিকোৎপলদলেষু মারুতগ্রাহিষু গৃহমধ্যেষু যো নিরুদ্ধতে প্রিয়য়া তেনাতিপাতি যৌবনমনুভূতং ভবতি। অপি চ—

আদষ্টস্ফুরিতাধরে ভবতি যো বক্ত্রারবিন্দে রসঃ
প্রীতির্যা চ হৃতাংশুকে চ জঘনে কাঞ্চীপ্রভোদ্যোতিতে।

লক্ষ্মীর্যা চ নখক্ষতাঙ্কুরধরে পীনে কপোলে স্ত্রিয়ো
রক্তং তেন বিরজ্যতে ন হৃদয়ং জাত্যন্তরেঽপি ধ্রুবম্ ॥ ৬৭ ॥

অয়ং তু তপস্বী লোকঃ পিপীলিকাধর্মোঽন্যোন্যানুচরিতানুগামী প্রাণাপায়হেতুভিঃ স্বয়মপরীক্ষ্য স্বর্গঃ স্বর্গ ইতি মৃগতৃষ্ণিকাসদৃশেন কেনাপ্যসদ্বাদেন বিকৃষ্যমাণহৃদয়ো মরুৎপ্রপাতাগ্নিপ্রবেশনাদিভিরন্যৈশ্চ ঘোরৈর্জপহোমব্রতনিয়মবিশেষৈঃ স্বর্গমভিকাঙ্ক্ষতে। পরীক্ষিতুং নেচ্ছতি পরমার্থম্। স্বর্গে সন্নিহিতাঃ প্রমদাঃ শ্রূয়ন্তে। তস্য তস্যাং মনুষ্যত্বাচ্চ পরস্পরবিরোধিত্বাচ্চ সুখোৎপত্তির্ন বিদ্যতে। নিত্যসন্নিহিতত্বাচ্চাবিরহিতাঃ কাং প্রীতিং করিষ্যন্তি। অন্যোন্যানভিজ্ঞত্বাচ্চ ব্যক্তগুণোপভোগেঽপ্যসমর্থাশ্চ ভবন্তি।

যদপি চাত্র সৌবর্ণাস্তরবঃ শ্রূয়ন্তে তদ্বিবুধানামদাক্ষিণ্যসর্বস্বম্। যদি তাবৎ সৌবর্ণানি গৃহাণি সৌবর্ণাস্তরবঃ কেনালংক্রিয়তে স্ত্রিয়ঃ। কোঽত্র বিশেষঃ কথং ভবনবিনিয়োগাদপনীতং কনকং স্ত্রীণাং শোভামুৎপাদয়তি। যশ্চ কামিনীভিঃ স্বয়মেব পুত্রবৎসংবর্ধিতসম্মানিতানাং যুবতিকেশহস্তসংক্রান্তকুসুমসমুদায়ানাং গৃহোবপনবালবৃক্ষাণাম্ উপভোগো রম্যো ভবিষ্যতি কুতঃ স জাতিকঠিনানাং কনকতরূণাম্? তারুণ্যবন্ধকামতন্ত্রস্য পরস্পরদর্শনোৎসুকস্য মদনদূতীবচনাভিতৃষি—তস্যান্যোন্যমুপালভ্যমানস্য প্রীতিফলেপ্সোঃ কামিজনস্য যা প্রীতিরুৎপদ্যতে কুতঃ সা শাপভয়োদ্বিগ্নস্ত্রীজনে স্বর্গে? যে চ প্রণয়কুপিতাসু কামিনীষু তৎকালোৎকণ্ঠানুরূপান্ রম্যান্ প্রসাদনোপায়ান্ মিত্রৈঃ সহ চিন্তয়তঃ সাযামা ইব দিবসা ব্রজন্তি কুতস্ত ঈর্ষ্যাবিরহিতে স্বর্গে?

যস্যো ভাববিনিবিষ্টাগ্যো বক্ষঃস্থলশায়িন্যো বকুলকুসুমনিশ্বাসমারুতৈর্ঘ্রাণমাপ্যায়য়ন্ত্যঃ স্ত্রিয়ো নিদ্রাসুখমুৎপাদয়ন্তি কুতস্তান্নিদ্রাবিরহিতে স্বর্গে? যানি বারুণীমদবিলুলিতাক্ষরাণি কিমপি লজ্জাবন্তি প্রিয়াণি প্রিয়ার্থানি বচাংসি স্ত্রীণাং কুতস্তানি পানবিরহিতে স্বর্গে? ভোঃ মাং প্রতি বরং শ্রোত্রিয়ৈর্বৃদ্ধৈঃ সহাসিতুং নাপ্সরোভিঃ। তাস্তু দীর্ঘায়ুষ্মত্যঃ সংস্কৃতভাষিণ্যো মহাপ্রভাবাশ্চ শ্রূয়ন্তে। যাসু বসিষ্ঠাগস্ত্যপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ সমুৎপন্নাস্তাসু কো বিস্রম্ভঃ। পশ্যতু ভবান্—

শাঠ্যমনৃতং মদো মাৎসর্যমবমতং তথা প্রণয়প্রকোপঃ।
মদনস্য যোনয়ঃ কিল বিদ্যন্তে নৈব তাঃ স্বর্গে ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদ্ যদ্যস্তি কামমব্যাহতমনুভবিতুং স্পৃহা ভোক্তেনেহৈব রন্তব্যম্। বিশেষেণ বেশবধূভিঃ সহ। ইহ হি—

আস্বারাদনুগম্য সাশ্রুবদনং যং প্রেক্ষতে শণ্ডলী
বস্ত্রান্তে পরিলম্বতে যমনুতক্রোধপ্রয়াতং প্রিয়ম্।
ক্রুদ্ধশ্চাপ্যনুনীয়মানকঠিনো যঃ ক্রুধ্যতে কান্তয়া
কামস্তেন সমুদ্ধতধ্বজরথঃ সঞ্চুর্ণ্য সংমর্দিতঃ ॥ ৬৯ ॥

অয়ে সুনন্দা। কিং ব্রবীষি—"সর্বং ময়া শ্রুতম্" ইতি। হন্ত! বিক্রীতপণ্যাঃ স্মঃ। বাসু ন খলু বিপ্রলম্ভিতম্। কিং ব্রবীষি—ন খলু চন্দ্রাদন্ধকারো নিষ্পততি" ইতি। সুনন্দে, তবৈব সদৃশমেতদ্ বাক্যম্। অতএব ত্বয়ৈতদুচ্যতে। এবমভ্যন্তরং প্রবিশাবঃ। (প্রবিশ্য) ভবতি, বিসর্জয়িতুমিচ্ছামি। সম্প্রতি হি—

বদ্ধ্বা মানিনি মেখলাং প্রশিথিলাং পীত্বা সকৃদ্ বারুণীং
কৃত্বা কান্তকরগ্রহপ্রণয়িনঃ পুষ্পোৎকটান্ মূর্ধজান্।

হস্তালম্বিতমেখলাভিরসকৃৎ স্ত্রীভিঃ কটাক্ষাহতো
হৈমঃ কূর্ম ইবাবসীদতি শনৈঃ সংক্ষিপ্তপাদো রবিঃ ॥ ৭০ ॥

কিং ব্রবীষি—"ন শক্যমদ্য ত্বয়াহর্ধপাদমপীতো গন্তুম্" ইতি। মে ভার্যা কলেবরমনাথা গ্রহীষ্যতি। কিমাহ ভবতী—"অহং তামনুনেষ্যামি" ইতি। রাজবদ্ গৃহ্যাদপ্রতিগৃহী তাননুনয় ইব দুর্জনো ন শক্যোঽহনুনেতুম্ ইদং গম্যতে। কথং পাদয়োর্লগ্না সহ বিশবল-কেন। হন্ত! পঙ্গুকৃতাঃ স্মঃ। সুনন্দে—

ন ত্বাহমতিবর্তিষ্যে বেলামিব মহোদধিঃ।
ইমামপি মহীং পাতু রাজা সাগরমেখলাম্ ॥ ৭১ ॥

(নিষ্ক্রান্তো বিটঃ)

॥ ইতি ঈশ্বরদত্তস্য কৃতিঃ ধূর্তবিটসংবাদো নাম ভাণঃ সমাপ্তঃ ॥

উভয়াভিসারিকা

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ—

কোঽসি ত্বং মে কা বাঽহং তে বিসৃজ শঠ মম নিবসনং মুখং কিমপেক্ষসে
ন ব্যগ্রাঽহং হী হী তব সুভগ দশনবসনং প্রিয়াদশনাঙ্কিতম্ ।
যা তে রুষ্টা সা তে নাঽহং ব্রজ চপল হৃদয়নিলয়াং প্রসাদয় কামিনী-
মিত্যেবং বঃ কন্দর্পার্তাঃ প্রণয়কৃতকলহকুপিতা বদন্তু বরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে । অঙ্গ পশ্যামি । (নেপথ্যে)

বসন্তপ্রমুখে কালে লোধ্রবৃক্ষো গতপ্রভঃ ।
মিত্রকার্যেণ সম্ভ্রান্তো দীনো বিট ইব স্থিতঃ ॥ ২ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

স্থাপনা

বিটঃ- অহো ! বসন্তসমৃদ্ধিঃ কুতঃ !

পরভৃতচূতাশোকা ডোলা বরবারুণী শশাঙ্কশ্চ ।
মধুগুণবিগুণিতশোভা মদনমপি সবিভ্রমং কুর্যুঃ ॥ ৩ ॥

অহো ! পরস্পরব্যলীকং সহতে কামিজনঃ । অহো ! ঋতুকালপ্রাধান্যম্ । প্রবাল-মুক্তামণিরশনাদুকূলপেলবাংশুকহারহরিচন্দনাদীনাং বর্ধতে সৌভাগ্যম্ । সর্বজনমদন-জননে লোককান্তে বসন্ত এবং বিজৃম্ভমাণে সাগরদত্তশ্রেষ্ঠিপুত্রস্য কুবেরদত্তস্য নারায়ণ-দত্তায়াশ্চ কশ্চিৎ কলহাভিনিবেশঃ সংবৃত্তঃ এতৎ কারণাৎ কুবেরদত্তেনাত্মনঃ পরিচারকঃ সহকারকো নাম মাং প্রতি প্রেষিতঃ "ভগবতো নারায়ণস্য ভবনে মদনসেনয়া নারাধনে সঙ্গীতকে যথাবসরমভিনীয়মানে ততো মামতীত্য যা ত্বয়া প্রশস্তেতি তৎসংক্রান্তমদনানু-রাগশংকয়া পরিকুপিতা নারায়ণদত্তা চরণপতনমপ্যনবেক্ষ্য স্বভবনমেব গতা । তদ্গত-মদনানুরাগতপ্তহৃদয়স্য যথা মমেয়ং রজনী রজনীসহস্রবন্ন ব তিগচ্ছেৎ তথা চাস্য নগরস্য সর্বকালবসন্তভূতেন ভাববৈশিকাচলেন কৃতাং সন্ধিমিচ্ছামি" ইতি ।

শ্রুত্বৈব তদ্বচনমভিজ্ঞাততয়া মদনদুঃখস্যাপ্যসহ্যত্বাৎ প্রদোষ এবাভিপ্রস্থিতঃ সন্নস্মদ্বয়ঃপ্রমানমগনয়ন্ত্যাঽহঽমযৌবনাবস্থামেব চিন্তয়ন্ত্যাঽস্মদ্গেহিন্যাঽন্যথাশংকমানয়া নিবারিতোঽস্মি । তদেষ ইদানীং তস্যাঃ কোপবিনাশনে কৃতপ্রতিজ্ঞো গমিষ্যামি । অথবা কিমত্র ময়া প্রতিজ্ঞাতব্যম্ । কুতঃ—

মধুরৈঃ কোকিলালাপৈ—শ্চূতাঙ্কুরনিবোধিতৈঃ ।
বসন্তঃ কলহাবস্থাং কামিনীমনুনেষ্যতি ॥ ৪ ॥

অপি চ—

কান্তং রূপং যৌবনং চারুলীলং
দানং দাক্ষিণ্যং বাক্ চ সামোপপন্না ।
যং প্রাপ্যৈতে সদ্গুণা ভান্তি সর্বে
লোকে কামিন্যঃ কেন তস্য প্রসাদ্যাঃ ॥ ৫ ॥

(পরিক্রম্য) অহো ! কুসুমপুররাজমার্গস্য পরা শ্রীঃ । ইহ হি—সুসিক্তসংমৃষ্টোচ্চাবচ-

কুস্নমোপহারা অন্যগৃহাণাং বাসগৃহায়ন্তে রথ্যাঃ। নানাবিধানাং পণ্যসমুদায়ানাং ক্রয়বিক্রয়ব্যাপৃতজনেন শোভন্তেহন্তরাপণমুখানি। ব্রহ্মোদাহরণসঙ্গীতধনুর্জ্যাঘোষৈরন্যোন্যমভিবাহরন্তীব দশমুখবদনানীব প্রাসাদপঙ্‌ক্তয়ঃ। ক্বচিদুদ্‌ঘাটিতগবাক্ষেষু প্রাসাদমেঘেষু রথ্যাবলোকনকুতূহলাঃ শোভন্তে প্রমদাবিদ্যুতঃ কৈলাসপর্বতান্তর্গতা ইবাপ্সরসঃ। অপি চ, প্রবরহয়গজরথগতা ইতস্ততঃ পরিচলন্তঃ শোভন্তে মহামাত্রমুখ্যাঃ। তরুণজননয়নমনোহরণসমর্থাশ্চারুলীলাঃ স্থানবিন্যস্তভূষণাঃ সুরনগরবরযুবতিশ্রিয়মপহসন্ত্যঃ পরিচরন্তি প্রেষ্যযুবতয়ঃ সর্বজননয়নভ্রমরৈরাপীয়মানমুখকমলশোভা রথ্যানুগ্রহার্থমিব পাদপ্রচারলীলামনুভবন্তি গণিকাদারিকাঃ। কিং বহুনা—

সর্বৈর্বীতভয়ৈঃ প্রহৃষ্টবদনৈর্নিত্যোৎসবব্যাপৃতৈঃ
শ্রীমদ্রত্নবিভূষণাঙ্গরচনৈঃ স্রগ্‌গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলৈঃ।
ক্রীড়াসৌখ্যপরায়ণৈর্বিরচিতপ্রখ্যাতনানাগুণৈ—
র্ভূমিঃ পাটলিপুত্রচারুতিলকা স্বর্গায়তে সাম্প্রতম্ ॥ ৬ ॥

(পরিক্রম্য) অয়ে! ইয়ং খলু চরণদাস্যা দুহিতা অনঙ্গদত্তা নাম সুরতপরিশ্রমখেদালসা চতুরপদবিন্যাসা সর্বজননয়নামৃতায়মানরূপা ইত এবাভিবর্ততে। অবশ্যমনয়া প্রিয়জননির্দয়োপভুক্তয়া ভবিতব্যম্। কুতঃ—

দশনপদচিহ্নিতোষ্ঠং নিদ্রালসলোললোচনং বদনম্।
জঘনং চ সুরতবিভ্রম-বিলুলিতরশনাগুণপরীতম্ ॥ ৭ ॥

ভো অস্যা দর্শনমেব চ নঃ কার্যসিদ্ধির্নিমিত্তম্। অয়ে মামনবেক্ষ্যৈব গতা। অভিভাষিষ্যে তাবদেনাম্। হন্ত! স্বয়মেব প্রতিনিবৃত্তা। (উপগম্য) বাসু কিং নাভিবাদয়সি। কিং ব্রবীষি—"চিরেণ বিজ্ঞাতাস্মি ভবন্তমভিবাদয়ামি" ইতি। শ্রূয়তামিয়মাশীঃ—

প্রথমবয়সং স্বতন্ত্রং দাতারং চারুরূপমর্থাঢ্যম্।
ভদ্রে লভস্ব ভদ্রং কুশলং কান্তং রতিপরং চ ॥ ৮ ॥

বাসু, সর্বং তাবৎ তিষ্ঠতু।

বিধেয়ো মন্মথস্তস্য সফলং তস্য জীবিতম্।
বেশলক্ষ্ম্যা ত্বয়া সার্ধং যস্যেয়ং রজনী গতা ॥ ৯ ॥

কিং ব্রবীষি—"মহামাত্রপুত্রস্য নাগদত্তস্যোদবসিতাদাগচ্ছামি" ইতি। ভদ্রে, ভূতপূর্ববিভবঃ খল্বেষঃ। ব্যক্তং মাতুরপ্রিয়মুপপাদিতম্। কথং ব্রীড়াবনতবদনয়াহনয়া হসিতম্। হন্ত! সফলো নঃ প্রতর্কঃ। মা মৈবম্। কুতঃ—

মাতুর্লোভমপাস্য যদ্রতিসুখেষ্বাসক্তচিত্তা সতী
ত্যক্ত্বা বৈশিকশাসনং বহুফলং বেশ্যাঙ্গনাদুস্ত্যজম্।
গত্বা কান্তনিবেশনং বহুরসং প্রাপ্তাহসি কামোৎসবং
তেনায়ং গণিকাজনস্তব গুণৈর্নিক্ষিপ্তপাদঃ কৃতঃ ॥ ১০ ॥

অহো স্থানে খলু তে ব্রীড়া। কিং শপথেন। স্বগৃহমাগত্যানুনেষ্যামি তে মাতরম্। ত্বয়া তু বেশ্যোপচারবিরুদ্ধং কৃতম্। গচ্ছতু ভবতী। কিং ব্রবীষি—"অভিবাদয়ামি" ইতি। সুভগে, শ্রূয়তামিয়মাশীঃ—

স্বগুণাঃ সদ্‌গুণাঃ সর্বে ন স্তোতব্যাঃ স্থিতাস্ত্বয়ি।
লোকলোচনকান্তং তে স্থিরীভবতু যৌবনম্ ॥ ১১ ॥

গতৈষা। বয়মপি গচ্ছামঃ। (পরিক্রম্য) অয়ে এষা খলু বিষ্ণুদত্তায়া দুহিতা মাধবসেনা নাম অনপেক্ষিতপরিজনানুসরণা ব্যাঘ্রানুসারবিত্রস্তমৃগপোতিকেব ত্বরিততরপদবিন্যাসা ইত এবাভিবর্ততে। ব্যক্তমিদানীং জননীলোভদোষাদনিষ্টজনসম্ভোগপরিক্লিষ্টয়াঽনয়া ভবিতব্যম্। তথা হি—

ন গ্লানং বদনং ন কেশরচনা প্রভ্রষ্টপুষ্পদ্যুতিঃ
দন্তাক্রান্তনিপীতকোমলরুচির্নৈবাধরোষ্ঠঃ কৃতঃ।
গাঢ়ালিঙ্গনবর্জিতৌ স্তনতটাবক্লিষ্টচূর্ণশ্রিয়ৌ
শ্রোণ্যা রাগরতিপ্রবন্ধশিথিলা ন ব্যাকুলা মেখলা ॥ ১২ ॥

অয়ে অনিষ্টজনসম্ভোগজনিতসন্ত্রাসা মামনবেক্ষ্যৈবাতিক্রান্তা। ভবতু। এনামনুসৃত্য নির্বেদকারণং জ্ঞাস্যামহে। হন্ত! স্বয়মেব প্রতিনিবৃত্তা কিং ব্রবীষি—"ন ময়া ভাবোঽলক্ষ্যত" ইতি। বাসু নাস্তি দোষঃ। পরিক্লিষ্টতয়া ব্যাকুলিতচিত্তানাং বধ্বয়ো হি সসম্ভ্রমা ভবন্তি। কিং ব্রবীষি—"অভিবাদয়ামি" ইতি। প্রতিগৃহ্যতাময়মাশীর্বাদঃ—

আঢ্যাস্তে দয়িতাস্সন্তু বিপ্রিয়াঃ সন্তু নির্ধনাঃ।
মাতুর্লোভাৎ কদাচিৎ স্যান্মাপ্রিয়ৈরপি সঙ্গমঃ ॥ ১৩ ॥

বাসু কুত আগম্যতে? কিং ব্রবীষি—"ধনদত্তসার্থবাহপুত্রস্য সমুদ্রদত্তস্যোদবসিতাদাগচ্ছামি" ইতি। অহো প্রাপ্তং কৃতম্। অদ্যতনকালবেপ্রবণঃ খল্বেষঃ। কিং দীর্ঘোচ্ছ্বসিতবিকম্পিতাধরকিসলয়ং ভ্রূকুটীবিজিহ্মিতনয়নং ব্যাবর্তিতমেবানয়া বদনম্। হন্ত! অথাবিতথপ্রতর্কাঃ স্মঃ। কুতঃ—

কৃচ্ছ্রান্দষ্টোষ্ঠবিম্বং বিরলমৃদুকথং হাসলীলাবিযুক্তং
জৃম্ভোষ্ঠাশ্বাসমিশ্রং পরিশিথিলভুজালিঙ্গনং বীতরাগম্।
দুঃখাদাশ্রিত্য শয্যাং কৃতকরতিবিধৌ চেষ্টিতং ভাবহীনং
ব্যক্তং বালেঽকৃথাস্ত্বং নিশি দিবসকরস্যোদয়ং চিন্তয়ন্তী ॥ ১৪ ॥

বাসু অলমলং বিষাদেন। রূপাবরোঽপি ধনবান্ গম্যোঽর্থাভিহিত এব। শ্রূয়তাম্—

সর্বথা রাগমুৎপাদ্য বিপ্রিয়স্য প্রিয়স্য বা।
অর্থস্যোবার্জনং কার্যমিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫ ॥

কিং ব্রবীষি "ভাবস্যাপি খলু মে জনন্যাঃ সমো নিশ্চয়ঃ" ইতি। ভবতি, মা মৈবম্। অস্ত্যেতৎ কারণম্। গচ্ছতু ভবতী। ত্বদ্গৃহমেবাগত্য শাস্ত্রং তত্ত্বতস্ত্বা গ্রাহয়িষ্যামি। অহো উপদেশদোষাদনভিবাদ্যৈব গতা। অহো তপস্বিন্যা উদ্বেগঃ। বয়মপি সাধয়ামস্তাবৎ।

(পরিক্রম্য) অয়ে এষা খলু বিলাসকৌণ্ডিনী নাম পরিব্রাজিকা সললিতমৃদুপদন্যাসা নয়নামৃতায়মানরূপা ইত এবাভিবর্ততে। অস্যাঃ পটবাসগন্ধোন্মত্তা ভ্রমন্তো মধুকরগণাশ্চূতশিখরাণ্যপি ত্যক্ত্বা পরিব্রজন্তি খল্বেনাম্। অভিভাষিষ্যে তাবদেনাম্, যতো নয়নশ্রবণকুতূহলমপনেষ্যামি। ভগবতি বৈশিকাচলোঽহমভিবাদয়ে। কিং ব্রবীষি—"ন বৈশিকাচলেন প্রয়োজনং ভবেদ্ বৈশেষিকাচলেন" ইতি। অস্ত্যেতৎ কারণম্। কুতঃ—

দৃষ্টিস্তেঽতিবিশালচারুরুচিরা নৈকত্র সন্তিষ্ঠতে
গ্লান্যা কান্ততরং রতিশ্রমযুতং শূনাধরোষ্ঠং মুখম্।
আচষ্টে সুরতোৎসবপ্রকরণং খেদালসা তে গতিঃ
ব্যক্তং তে কথিতং প্রিয়েণ সুভগে রত্যর্থবৈশেষিকম্ ॥ ১৬ ॥

কিং ব্রবীষি—"অহো দাসেনাত্মসদৃশমভিহিতম্" ইতি।

ধন্যা ভবন্তি সুভগে দাসাস্তে চরণকমলযুগলস্য।
অস্মদ্বিধস্য বরতনু কুতোঽস্তি তৎ ক্ষীণপুণ্যস্য ॥ ১৭ ॥

কিং ব্রবীষি—"ষট্পদার্থবহিষ্কৃতৈঃ সহ সম্ভাষণমস্মাকং গুরুভিঃ প্রতিষিদ্ধম্" ইতি। ভগবতি যুক্তমেবৈতৎ। কুতঃ—

দ্রব্যং তে তনুরায়তাক্ষি দয়িতা রূপাদয়স্তে গুণাঃ
সামান্যং তব যৌবনং যুবজনঃ সংস্তৌতি কর্মাণি তে।
স্বয্যার্যে সমবায়মিচ্ছতি জনো যস্মাদ্ বিশেষোঽস্তি তে
যোগস্তে তরুণৈর্মনোঽভিলষিতৈর্মোক্ষোঽপ্যনিষ্টাঞ্জনাৎ ॥ ১৮ ॥

অয়ে প্রহাস এব নঃ প্রতিবচনম্। হন্ত! সফলো নঃ প্রতর্কঃ। কিং ব্রবীষি—"সাংখ্যমস্মাভিৰ্জ্ঞায়তে—অলেপকো নির্গুণঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুরুষঃ' ইতি। হন্ত। নিরুত্তরাঃ স্মঃ। অস্মৎকথাপ্রসঙ্গেন সোৎকণ্ঠা ভবতী দৃশ্যতে। তরুণজনসুরতবিঘ্নোঽপ্যস্মাভিঃ পরিহর্তব্যঃ। সাধয়তু ভবতী। গতৈষা। গচ্ছামস্তাবৎ। (পরিক্রম্য)

অয়ে কিং নু খল্বেষা চারণদাস্যা মাতা রামসেনা নাম বয়ঃপ্রকর্ষেঽপি বর্তমানা বিলাসবিপ্রেক্ষিতগতিহসিতৈর্যুবতিজনলীলাং বিড়ম্বয়ন্তী ইত এবাভিবর্ততে। অহো! বিস্ময়নীয়া খল্বেষা—

ভুক্ত্বা ভোগানীপ্সিতান্ কামদত্তান্ কৃত্বা সক্তান্ স্বৈগুণৈঃ পীতসারান্।
ভূত্বা যূনাং বৈরসংঘর্ষযোনি—র্নূনং দোগ্ধুং যাতি কান্তং সুতায়াঃ ॥ ১৯ ॥

হন্ত! কামিজনমৃত্যুভূতায়া অস্যা আদেহপাতলীলামনুভবামস্তাবৎ। নমোঽস্ত্বস্যৈ কামুকজনমহাশনয়ে। বালে রামসেনে, দুহিতৃসংক্রান্তযৌবনসৌভাগ্যে কতরস্য কামিনঃ কুলোৎসাদনার্থমভিপ্রস্থিতা ভবতী। ভোঃ তদ্দর্শনে শপথ এব নঃ প্রতিবচনম্। কিং ব্রবীষি—"স্বচ্ছীলমেব ত্বামাক্রোশয়তি" ইতি। অলমত্র বহুভাষিত্বেন। ত্বদ্গমনমেব তাবদুচ্যতাম্। কিং ব্রবীষি—"দুহিতা মে চারণদাসী ব্যতীতেঽহনি গতা ধনিকোদবসিতম্ এনাং সঙ্গীতকব্যপদেশনাকর্ষিতুমভিপ্রস্থিতাঽস্মি" ইতি। অহো তু খলু চারণদাস্যাঃ প্রমাদঃ। কুতঃ—কামুকজনসর্বস্বহরণকুশলায়া নিষ্পীতসারপরিত্যাগসামর্থ্যযুক্তায়াস্তবাপি নাম দুহিতা ভূত্বা শাস্ত্রোপদেশগ্রহণেন শোচ্যা খলু সা তপস্বিনী। কুতঃ—

লব্ধ্বা গম্যং প্রাপ্য চার্থং যথাবৎ জ্ঞাত্বা সম্যঙ্নির্ধনত্বং চ তস্য।
রাগাৎ সক্তং বিপ্রমোক্তুং ন বেত্তি মিথ্যা তস্যাঃ শাস্ত্রতত্ত্বোপদেশঃ ॥ ২০ ॥

কিং ব্রবীষি—"সঙ্গীতকব্যপদেশেন তাং গৃহমানয়িষ্যামি, ত্বয়াঽপি প্রত্যাগতেন তত্রাগম্য শাস্ত্রতত্ত্বপ্রবৃত্তিং গ্রাহয়িতব্যা" ইতি। এবমস্তু। কিন্তু ত্বরানুষ্ঠেয়ং মিত্রকার্যমস্তি। তৎসমানীয় ভবত্যাঃ কার্যমপি সাধয়িষ্যামি। গচ্ছতু ভবতী। সাধয়ামস্তাবৎ।

অহো! অবিশ্বসনীয়ানি খলু গণিকাজনস্য হৃদয়ানি। কুতঃ—

স্নিগ্ধৈঃ প্রশ্লিষ্টৈঃ ক্রীড়নৈর্লালয়িত্বা হৃত্বা সর্বস্বং নির্ঘৃণাঃ কামুকানাম্।
লব্ধ্বা বেশ্যাস্তানন্যসংরঞ্জনার্থং দেহান্ বৈরাগ্যাদ্ দেহিবৎ সন্ত্যজন্তি ॥ ২১ ॥

অহো! গণিকামাতরো নাম কামুকজনস্য নিষ্প্রতীকারা ঈতয়ঃ। স্বস্ত্যস্তু কামুকেভ্যঃ। বিনাশোঽস্তু কামুকজনসর্বস্বহরণকুশলাভ্যো গণিকাজনমাতৃভ্যো গণিকামোঘাপ্রসর্গনিপুণাভ্যঃ। (পরিক্রম্য)

অহো! রাজমার্গসংকলিঃ সুকুমারিকা নাম তৃতীয়াপ্রকৃতিরিত এবাভিবর্ততে। অহো অমঙ্গলদর্শনৈষা। ভবতু। অনভিভাষ্যৈনাং বস্ত্রমন্তরীকৃত্যাতিক্রমিষ্যামস্তাবৎ। (তথা

কুর্বন্) অয়ে অনুধাবত্যেব মাম্। কেদানীং মে গতিঃ। অহো বলবান্ কৃতান্তঃ—যস্মাৎ প্রিয়মভিভাষ্যেনাং ব্যাঘ্রমুখাদিবাত্মানং মোচয়িষ্যামি। কিং ব্রবীষি—"অভিবাদয়ামি" ইতি। বাসু অবিধবা বহুপুত্রা ভব। অথ চ—

> ভ্রূক্ষেপাক্ষিবিচারণোষ্ঠচলনৈর্বাহোশ্চ বিক্ষেপণৈ-
> র্গত্বা চারুকয়া বিলাসহসিতৈঃ স্ত্রীবিভ্রমা নির্জিতাঃ।
> বিস্পষ্টাকুললোললম্বিরশনা শ্রোণী বিশালায়তা
> কস্যাস্যাসি রতৈরতৃপ্তহৃদয়া গেহাদ্ বিশালেক্ষণে ॥ ২২ ॥

কিং ব্রবীষি—"রাজস্যালস্য রামসেনস্য গৃহাদাগচ্ছামি" ইতি। অহো সফলং জীবিতং তস্য। সুভগে কিমিদানীং চক্রবাকমিথুনস্যেব বিয়োগঃ সংবৃত্তঃ। কিং ব্রবীষি—রাজোপস্থানং গচ্ছন্ত্যা গণিকাপরিচারিকয়া রতিলতিকয়া চতুরমধুরহসিতরতিচেষ্টয়া সস্নেহললিতকটাক্ষবিক্ষেপাম্বুভিরভিষিচ্যমানহৃদয়ঃ সমুদ্গতরোমাঞ্চনিবেদ্যমানমদনানুরাগঃ স তস্যাস্তং মদনানুরাগং শিরঃপ্রণামেন প্রতিগৃহীতবান্। ততস্তৎপ্রত্যক্ষব্যলীকমসহমানয়া ময়া প্রত্যাদিষ্টঃ সন্ পাদয়োর্মে পতিতঃ।

তথাপি চ ময়া ঈর্ষ্যাভিভূতহৃদয়য়া নৈবাস্য প্রসাদঃ কৃতঃ। ততো মামসৌ বলাৎকারেণ গৃহমানীয় পর্যঙ্কতলমারোপ্য ময়া সহাসিতঃ। স পুনর্মাং মদনাক্রান্তো রজন্যাং মদনবেগখেদসুপ্তাং পরিত্যজ্য তস্যা এব গৃহং গত্বাঽদ্য কতিপয়ান্যহানি নৈব গৃহমাগচ্ছতীতি পুনঃ সাঽহমনুনয়মগৃহীত্বা পশ্চাত্তাপেন দহ্যমানা ভাবসমীপমুপগতা যদৃচ্ছয়া ভাবং সমাসাদিতাঽস্মি। তদ্ ভাবঃ প্রাণসমেন মে সন্ধানং কর্তুমর্হতি।" বাসু, অহো রামসেনস্য প্রমাদঃ। কুতঃ—

> বাক্ষেপং কুরুতস্তনো ন সুরতে গাঢ়োপগূঢ়স্য তে
> রাগঘ্নস্তব মাসি মাসি সুভগে নৈবার্তবস্যাগমঃ।
> রূপশ্রীনবযৌবনোদয়রিপুর্গর্ভোঽপি নৈবাস্তি তে
> হ্যেবং ত্বাং সগুণাং বিহাস্যতি স চেদ্‌রত্যুৎসবং ত্যক্ষ্যতি ॥ ২৩ ॥

ভবতীদানীম্। মানিনি তস্যৈব শ্বোদবসিতে মাং প্রতিপালয়। অস্তি মম মিত্রকার্যং কিঞ্চিত্ত্বরানুষ্ঠেয়ম্। তৎসমানীয় তং ভগিনীসৌভাগ্যগর্বিতং সুকুমারহৃদয়ানাং ত্বদ্বিধানাং যুবতীনাং ভাববহিষ্কৃতং গৃহমাগত্য চরণয়োস্তে পাতয়িষ্যামি। গচ্ছতু ভবতী। গতৈষা। গচ্ছাম্যহম্। অহো কৃচ্ছ্রেণ খল্বস্মাভিঃ প্রকৃতিজনাদাত্মা মোচিতঃ। অহমপ্যস্মৎকার্যমনুষ্ঠাস্যামি। (পরিক্রম্য)

অয়ে কো নু খল্বয়মমাগত্য মামভিবাদয়তি। স্বস্তি ভবতে। চিরেণেদানীং ময়া সংলক্ষিতোঽসি। পার্থকসার্থবাহপুত্রো ধনমিত্রো ননু ভবান্। অথ ভৃত্যার্থিসম্বন্ধিসুহৃজ্জনদারিদ্র্যতমোপহস্য যুবতিজনহৃদয় কুমুদবিবোধনকরস্য কুসুমপুরগগনপূর্ণচন্দ্রস্য কথময়ং তে ব্যসনোপরাগঃ সংবৃত্তঃ? কিমতিলাভকাঙ্ক্ষয়া কুটুম্বসর্বস্বেন সংগৃহীতভাণ্ডো দেশান্তরমভিগচ্ছন্নন্তরা চোরৈরপ্যাসাদিতো ভবান্। আহোস্বিৎ রাজ্ঞোঽপথ্যমাচরতস্তে রাজ্ঞাঽপহৃতং সর্বস্বম্? একাক্ষপাতমাত্রেণ ধনদস্যাপি বিভবহরণসমর্থেন দ্যূতেন ক্ষপিতো ভবান্? কিং বহুনা—

> সংরূঢ়দীর্ঘনখলোভমলার্চিতাঙ্গো ধ্যানাভিভূতপরিপাণ্ডুর-শুষ্কবক্ত্রঃ।
> অশলক্ষ্ণজীর্ণমলকীর্ণবিশীর্ণবস্ত্রী নাভাসি দিব্যমুনিশাপহতো যথৈব ॥ ২৪ ॥

কিং ব্রবীষি—"যথা রামসেনায়া দুহিতরি রতিসেনায়াং পরমো মম মদনানুরাগঃ

সংবৃত্তঃ, তস্যাশ্চ ময়ি তথা। সর্বমেতদ্ বিদিতং ভাবস্য। অতো মাতুর্লোভবিকারং জ্ঞাত্বাঽপি স মাং ন ত্যক্ষ্যতীতি সুহৃজ্জনেন নিবার্যমানেনাপি ময়া কুটুম্বসর্বস্বং তস্যৈ যুগপদেবোপনীতম্। ততস্তদ্ গৃহীত্বা কতিপয়েষ্বেবাহস্সু গতেষু স্নানব্যপদেশেন স্নানীয়শাটিকাং পরিধাপ্য মামশোকবনিকাদীর্ঘিকাং প্রবেশ্য দ্বারে চাপিহিতে অশোক-বণিকারক্ষিভিঃ বিদিতপরমার্থৈঃ পুরুষৈশ্ছিদ্রদ্বারেণ নিষ্ক্রামিতোঽহম্। ততোঽস্মিন্নেব নগরে ঊর্জিতমুষিত্বা কথমিদানীং বহূন্যহানি দীনবাসং পশ্যামীতি অরণ্যমভিপ্রস্থিতেন ময়া যদৃচ্ছয়া ভাব এবাসাদিতঃ। সুগৃহমপ্যেতদ্ ভাবস্য নিবেদিতম্। তদিদানীং ভাবেনানুজ্ঞাতঃ স্বাত্মনিঃশ্রেয়সং চিন্তয়িষ্যামি" ইতি। অহো। লোভাভিনিবেশো বেশস্য। অহো! কুটিলস্বভাবতা চ বেশ্যাঙ্গনানাম্। এহি ভোঃ পরিষ্বজামহে তাবদ্ ভবন্তম্। দিষ্ট্যা জীবন্তং ত্বাং পশ্যামি। কুতঃ—

> শান্তিং যাতি শনৈর্মহৌষধিবলাদাশীবিষাণাং বিষং
> শক্যো মোচয়িতুং মদোৎকটকটাদাত্মা গজেন্দ্রাদ্ বনে।
> গ্রাহস্যাপি মুখান্মহার্ণবজলে মোক্ষঃ কদাচিদ্ ভবেৎ
> বেশস্ত্রীবড়বামুখানলগতো নৈবোত্থিতো দৃশ্যতে ॥ ২৫ ॥

অথ ভদ্রমুখ ভবতো নির্বেদস্য কারণং রতিসেনা, আহোস্বিদস্যা জননী ? কিং ব্রবীষি —"কিমিতনুতমাভিধাস্যামি। রতিসেনা মাং প্রতি সস্নেহৈব। মাতৃদোষেণৈবেদং সংবৃত্তম্। যদি তাবদ্ভাবঃ স্বল্পমপি তস্যা মাতুরবিদিতমেব মে সমাগমং প্রতি যত্নং কুর্যাৎ ততো মে প্রাণাঃ প্রত্যানীতা ভবেয়ুঃ" ইতি। জানে তস্যাস্ত্বয্যনুরাগমন্যস্মাদপি জনান্ময়া নাম শ্রুতম্। হা রোদিত্যয়ম্ অলমলং বিষাদেন। মমেদানীং কিঞ্চিত্ত্বরানুষ্ঠেয়ং মিত্রকার্য-মস্তি। তৎসম্পাদ্য পুনরাগম্য তবাপি কার্যং সাধয়ামি। গচ্ছতু ভবান্। অহো নিপুণতা বেশ্যাঙ্গনানাম্। কুতঃ—

> যথা নরেন্দ্রাঃ কুটিলস্বভাবাঃ স্বং দুষ্কৃতং মন্ত্রিষু পাতয়ন্তি।
> তথৈব বেশ্যাঃ শঠধূর্তভাবাঃ স্বং দুষ্কৃতং মাতৃষু পাতয়ন্তি ॥ ২৬ ॥

অহো গত এব তপস্বী খলজনোপাধ্যায়ঃ। বয়মপি সাধয়ামস্তাবৎ। (পরিক্রম্য)

অয়ে বসন্তকোকিলানুকারিণা স্নিগ্ধমধুরেণ স্বরেণ কয়া নু খল্বস্মন্নামধেয়াভিব্যক্তিঃ ক্রিয়তে। (বিলোক্য) অয়ে প্রিয়ঙ্গুসেনা! অয়ি প্রিয়ঙ্গুসেনে অয়মহমাগচ্ছামি। কিং ব্রবীষি—"অভিবাদয়ামি" ইতি।

> রমণং নিবারয়ন্তী কোমলকরচরণতাড়নৈঃ শয়নে।
> ত্বদতিরতিরভসবিমৃদিত-সুবিপুলজঘনা সুখমুপৈহি ॥ ২৭ ॥

বাসু অতি পরিশ্রান্তজঘনাপ্যায়নকরস্য নানাগন্ধাধিবাসিতস্য সুরভিগন্ধিনো গন্ধ-তৈলস্যাত্মাঙ্গস্পর্শপ্রদানেন কিমনুগ্রহঃ ক্রিয়তে ? ভদ্রমুখি, অবতারিতঘণ্টাগ্রৈবেয়কমনয়া রাজোপবাহ্যকরেণোরিবাববমুক্তালংকারায়া নির্ব্যাজমনোহররূপায়াশ্চারুশোভং তে বপুর্যো ন পশ্যতি স খলু বঞ্চিতঃ স্যাৎ। কুতঃ—

> মুক্তালংকারশোভাং নখরপদচিতাং গন্ধতৈলাঙ্গরাগা-
> মীষত্তাম্রান্তনেত্রাং প্রহসিতবদনাং যৌবনোত্তুঙ্গনাঢ্যাম্।
> সুশ্লক্ষ্ণান্ধোরুকম্রাং ব্যপগতরশনাং ব্যায়তশ্রোণিবিম্বাং
> দৃষ্ট্বা ত্বাং চারুরূপাং প্রবিচলিতধৃতির্মন্মথোঽপ্যাতুরঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

কিং ব্রবীষি—"প্রিয়বচনং ভাবস্য" ইতি। ভোঃ কিময়ং সেবাবাদঃ। অলং

ব্রীড়ামুৎপাদ্য। আহ্বানপ্রয়োজনং তাবদুচ্যতাম্। কিং ব্রবীষি—"শ্রূয়তাম্" ইতি। বাঢ়, অবহিতোঽস্মি। কিং ব্রবীষি—"ভগবতোঽপ্রতিহতশাসনস্য ভবনে পুরন্দরবিজয়ং নাম সঙ্গীতকং যথারসাভিনয়মভিনেতব্যমিতি দেবদত্তয়া সহ মে পণিতঃ সংবৃত্তঃ। অত্র মমাভ্যুদয়স্য ভাবঃ কারণম্' ইতি। মা মৈবম্। সকলশশাঙ্কবিমলায়াং রজন্যাং নাস্তি দীপপ্রয়োজনম্। অপি চ বলবতো নাস্তি সহায়সম্পৎপ্রয়োজনম্। ভবত্যেবাত্র কারণম্। অস্মিন্নেবার্থে ত্বদর্পিতমদনানুরাগহৃদয়েন রামসেনেনাভ্যর্থিতোঽস্মি।

কথং সভ্রূবিলাসবিক্ষেপমীষৎকুঞ্চিতনয়নকপোল-নিবেদ্যমানান্তর্গতপ্রহর্ষং প্রচলিতাধর-কিসলয়ং মুখকমলং পরিবর্ত্য পরিজনমবলোকয়ন্ত্যাঽনয়া হসিতম্। হন্ত প্রাপ্তং সেবাফলং রামসেনেন। অহো দেবদত্তায়া অকুশলতা যা ত্বয়া সহ সংঘর্ষং কুরুতে। যস্যাস্তাবৎপ্রথমং রূপশ্রীনবযৌবনদ্যুতিকান্ত্যাদীনাং গুণানাং সম্পৎ, চতুর্বিধাভিনয়সিদ্ধিঃ, দ্বাত্রিংশদ্বিধো হস্তপ্রচারঃ, অষ্টাদশবিধং নিরীক্ষণং ষট্ স্থানানি, গতিত্রয়ং (ত্রয়ং), অষ্টৌ রসাঃ, ত্রয়ো গীতবাদিত্রাদিলয়া, ইত্যেবমাদীনি নৃত্তাঙ্গানি ত্বদাশ্রয়েনালংকৃতানি। অথবা অনেনাপি বেষেণ দেবাসুরমহর্ষিমনোনয়নহরণসমর্থানামপ্সরোগনানামপি লঙ্ঘন-সমর্থেতি ত্বাং পশ্যামি। অপি চ -

প্রতিনর্তয়সে নিত্যম্ জননয়নমনাংসি চেষ্টিতৈর্ললিতৈঃ।
কিং নর্তনেন সুভগে পর্যাপ্তা চারুলীলৈব ॥ ২৯ ॥

অয়ে ব্রীড়িতা। হন্ত অনেনৈব ব্রীড়ালংকারেণ বিসর্জিতাঃ স্মঃ। গচ্ছামস্তাবৎ।

(পরিক্রম্য)

অয়ে কিন্নু খল্বেষা নারায়ণদত্তায়াশ্চেটিকা কনকলতা নাম চূর্ণামোদিতকর্কশস্তনযুগলা বিবিধকুসুমালংকৃতকেশহস্তা কিমপি খলু প্রহৃষ্টবদনা মদবিলাসস্খলিতপদবিন্যাস ইত এবাভিবর্ততে। অভিভাষিষ্যে তাবদেনাম্। কথমন্তিকমুপেত্য মামভিবাদয়তি? বাসু কিং ব্রবীষি—"অভিবাদয়ামি" ইতি। বাসু, প্রিয়স্য দয়িতা ভব। ভবতি, চরণকমল-বিন্যাসেন কিময়ং মার্গানুগ্রহঃ ক্রিয়তে। কিং ব্রবীষি—"প্রিয়বাদী খলু ভাবঃ" ইতি। ভদ্রে নৈষ সংস্তবঃ। কিং ব্রবীষি-"অনুগৃহীতাঽস্মি" ইতি। সর্বং তাবত্তিষ্ঠতু। কিমিদানীং চক্রবাকমিথুনস্যেব বিয়োগঃ সংবৃত্তঃ।

কিং ব্রবীষি—"ঈর্ষাভিভূতহৃদয়ায়াং পরিত্যক্তস্নানশয়নভোজনালংকারায়ামশোকবনিকায়া-মশোকবালবৃক্ষসংশ্রিতে শিলাতল উপবিষ্টায়াং ঈর্ষৎপর্যাপ্তচন্দ্রমণ্ডলদর্শনেনানিভৃত-মধুকররবেণ বসন্তকুসুমগন্ধামোদকর্কশেন দক্ষিণপবনেন চ পরিবর্ধিতসন্তাপায়াং সখীজনমধুরবচনৈরাশ্বাসমানায়ামস্মদজ্জুকায়ামশোক বনিকাভ্যাশে কোঽপি খলু পুরুষঃ সন্দিষ্ট ইব মদনোব্যক্তকাকলীং রচনামূর্ছনাং বীণাং কৃত্বা ইমে বক্ত্রাপরবক্তে্র গায়ন্নতিক্রান্তঃ।

নিষ্ফলং যৌবনং তস্য রূপং চ বিভবশ্চ যঃ।
যো জনঃ প্রিয়সংসক্তো ন ক্রীড়তি বসন্তকে ॥ ৩০ ॥

অপি চ—

শশিনমভিসমীক্ষ্য নির্মলং পরভৃতরম্যরবং নিশম্য বা।
অনুনয়তি ন যঃ প্রিয়ং জনং বিফলতরং ভুবি তস্য জীবিতম্ ॥ ৩১ ॥

ততস্তেন গীতকেন শিথিলীকৃতমানপরিগ্রহাঽস্মদজ্জুকা আয়ুষ্মদাগমনমপ্যপ্রতি-পালয়ন্তী মামেবাহূয় পাদচারেণৈবাস্মদ্ভর্তৃদারিকগৃহমভিপ্রস্থিতা। যথৈবাস্মদ্ভর্তৃদার-কোঽপি বসন্তাক্রান্তশিথিলীকৃতধৃতির্ভূত্বা সহ কেনাপ্যস্মদজ্জুকামনুনেতুমাগচ্ছন্‌

বীণাচার্যস্য বিশ্বাবসুদত্তস্যোদবসিতম্বার্যস্মদজ্জুকাং সমাসাদিতবান্। ততস্তৌ কিঞ্চিদপ্রতিপদ্যমানো দৃষ্টবা যদৃচ্ছয়া নির্গতেন বিশ্বাবসুদত্তেনাত্ম উদবসিতমেব প্রবেশিতৌ। ততঃ প্রভাতেঽস্মদজ্জুকয়াঽহমভিহিতা "ভাববৈশিকাচলং গৃহীত্বাগচ্ছ" ইতি। "তদাগম্যতাম্" ইতি। অহো শ্রুতিসুখং নিবেদিতং ভবতা। কিমন্যাং তে প্রীতিমুৎপাদয়িষ্যামি। প্রতিগৃহ্যতামিয়মাশীঃ—

তব ভবতু যৌবনশ্রীঃ প্রিয়স্য সততং ভব প্রিয়তমা ত্বম্।
অনবরতমুচিতমভিমতমুপভোগসুখং চ তে ভবতু ॥ ৩২ ॥

গচ্ছাগ্রতঃ, (পরিক্রম্য) কিমাহ কনকলতা "এতদ্গৃহান্ প্রবিশামঃ" ইতি। বাঢ়ং প্রবিশামস্তাবৎ। (প্রবিশ্য) অলমলং সম্ভ্রমেণ। আস্তামাস্তাং কামিযুগলম্—

আত্মগুণেন বসন্তো যথাঽদ্য যুবয়োঃ সমাগমমকার্ষীৎ।
ঋতবস্তথৈব সর্বে কুর্বন্তু সমাগমং কলহে ॥ ৩৩ ॥

আত্মগুণগর্বিতেন বসন্তেনাহমপি বঞ্চিতঃ। যতো যুবয়োঃ সমাগমবহিষ্কৃতঃ। কিমিদানীমভিদাস্যামি। অথবা নাস্ত্যত্রাপরাধো বসন্তস্য। কুতঃ—

উদ্যানানানি নিশাশ্চ চন্দ্রসহিতা বীণাশ্চ রক্তস্বরা
গোষ্ঠী দূতিজনো বিচিত্রবচনো নানাবিধাশ্চর্তবঃ।
নৈতৎ কামিজনস্য সঙ্গমবিধৌ সঞ্জায়তে কারণং
হ্যন্যোন্যস্য গুণোদ্ভবৈরকৃতকৈ রাগোচ্ছ্রয়ঃ কারণম্ ॥ ৩৪ ॥

তস্মাদন্যজনদুর্লভেন পরস্পরগুণাতিশয়নিচিতেনাত্মগুণোপনীতেন মদনতন্ত্রসারেণ কুসুমপুরপ্রকাশেন যুবয়োরেব রাগেণ বঞ্চিতাঃ স্মঃ। কিং ব্রূথ—"আবয়ো রাগোঽপি ভাবস্যৈব প্রযত্নজনিতঃ। তেন ভাব এব সমাগমকারণম্। কৃৎস্নমিদানীং পাটলিপুত্রং যস্য বচনলীলামনুভবতি স কথং কামিজনবচনবিশেষৈরতিশয়িতো ভবেৎ" ইতি। কথাপ্রসঙ্গেন সুরততৃষিতস্য কামিযুগলস্য রতিব্যাক্ষেপঃ পরিহর্তব্যঃ। তদনুজ্ঞাতো গন্তুমিচ্ছামি।

(ভরতবাক্যম্)

ব্যাকোচাম্ভোজকান্তং মদমুদুকথিতং চারুবিস্তীর্ণশোভং
জাতস্ত্বং প্রীতিযুক্তঃ প্রিয়যুবতিমুখং বীক্ষমাণো যথাদ্য।
এবং সস্যার্ধযুক্তাং জলনিধিরশনাং মেরুবিন্ধ্যস্তনাঢ্যাং
প্রীতিং প্রাপ্নোতু সর্বাং ক্ষিতিমধিকগুণাং পালয়ন্নো নরেন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তো বিটঃ)

॥ ইতি শ্রীমদ্বররুচিমুনিকৃতিরুভয়াভিসারিকা নাম ভাণঃ সমাপ্তঃ ॥

পাদতাড়িতকম্

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

দেহত্যাগেন শম্ভোর্নয়নহুতবহে মানিতো যেন কোপঃ
সেন্দ্রা যস্যানুশিষ্টিং স্রজমিব বিবুধা ধারয়স্ত্যুত্তমাঙ্গৈঃ।
পায়াৎকামঃ স যুষ্মান্ প্রবিততনিতালোচনাপাঙ্গশার্ঙ্গো
বাণা যস্যেন্দ্রিয়ার্থা মুনিজনমনসাং সাদকা ভেদকাশ্চ ॥ ১ ॥

অপি চ—

সভ্রূক্ষেপং সহাসং স্তননিহিতকরামোক্ষমাণেন দেবীং
সন্ত্রাসক্ষিপ্তবাগ্মিঃ সহ গণপতিভির্নন্দিনা বন্দিতেন।
পায়াদ্বঃ পুষ্পকেতুর্বৃষপতিককুদাপাশ্রয়ন্যস্তদোষ্ণা
যস্য ক্রুদ্ধেন বাহ্যং করণপঙ্গুতং শম্ভুনা ন প্রভাবঃ ॥ ২ ॥

এবমার্যামিশ্রান্ শিরসা প্রণিপত্য বিজ্ঞাপয়ামি। যদ্বয়মার্যশ্যামিলকস্য কৃতিং পাদতাড়িতকং নাম ভাণং প্রযোক্তুং ব্যবসিতাঃ। কুতঃ—

ইদমিহ পদং মা ভূদেবং ভবত্বিদন্যথা
কৃতমিদময়ং গ্রন্থেনার্থো মহানুপপাদিতঃ।
ইতি মনসি যঃ কাব্যারম্ভে কবের্ভবতি শ্রমঃ
সনয়নজলো রোমোদ্ভেদঃ সতাং তমপোহতি ॥ ৩ ॥

নির্গম্যতাং বকবিলালসমপ্রচারৈ-
রার্যৈশ্চ রাজসচিবৈঃ শমবৃত্তিভিশ্চ।
তিষ্ঠন্তু ডিণ্ডিকবিনর্মকলাবিদগ্ধা
নির্মক্ষিকং মধু পিপাসতি ধূর্তগোষ্ঠী ॥ ৪ ॥

কুতঃ—

ন প্রাপ্নুবন্তি যতয়ো রুদিতেন মোক্ষং স্বর্গায়তিং ন পরিহাসকথা রুণদ্ধি।
তস্মাৎ প্রতীতমনসা হসিতব্যমেব বৃত্তিং বুধেন খলু কৌরকুচীং বিহায় ॥ ৫ ॥

কো নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়েতে। (কর্ণং দত্ত্বা) হন্ত! বিজ্ঞাতম্। এষ হি স বিটমণ্ডপঃ। (প্রবিশ্য) ধূর্তচাক্রিকঃ খলতিশ্যামিলকো ঘণ্টামাহত্য ঘোষয়তি! য এষঃ—

ব্যতিকরসুখভেদঃ কামিনীকামুকানাং
দিবসসময়দূতো দুন্দুভীনাং পুরোধাঃ।
কলমুষসি খরস্বাদস্য কণ্ঠা (ঘণ্টা) স্ত্রবাণাং
বলবদভিনদন্তো গর্দভা নানুযান্তি ॥ ৬ ॥

কিং নু তাবদনেন ধুষ্যতে? (কর্ণং দত্ত্বা) (নেপথ্যে)

জয়তি মদনস্য কেতুঃ কান্তং প্রত্যুদ্যতো বিলাসিন্যাঃ।
শিরসা প্রার্থয়িতব্যঃ সালক্তকনূপুরঃ পাদঃ ॥ ৭ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বিটঃ)

বিটঃ—মা তাবদ্ ভোঃ কিমত্র ঘোষয়িতব্যম্ ? যদেবং—

প্রণয়কলহোদ্যতেন স্রস্তাংশুকদর্শিতোরুমূলেন ।
জিতমেব মদকলায়া নূপুরমুখরেণ পাদেন ॥ ৮ ॥

অয়ে কেনৈতদ্বসিতম্ ? (বিলোক্য) দদ্রুনমাধবোঽপ্যত্রৈব । অম্ভো ! দদ্রুনমাধব কিমত্র হাস্যস্থানম্ ? কিং ব্রবীষি—"প্রত্যক্ষং হি মে তং যদতীতেঽহনি তত্রভবত্যা সুরাষ্ট্রাণাং বারমুখ্যয়া সমদনয়া মদনসেনিকয়া তত্রভবাংস্তৌণ্ডিকোকিবিষ্ণুনাগশ্চরণ-কমলেন শিরস্যনুগৃহীতঃ ' ইতি ।

সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে—"এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতৈরপি" ইতি । বিষ্ণু-নাগোঽপি নাম্নৈব সর্বকামিজনসাধারণং চরণতাড়নসংজ্ঞকং শিরসাভিষেকং প্রাপ্তবান্ । কিং ব্রবীষি—"কুতোঽস্য তানি ভাগধেয়ানি য ঈদৃশানাং প্রণয়কলহোৎসবানাং পাত্রং ভবিষ্যতি ? স হি তস্যা বেশদেবতায়াস্তং সম্মানবিশেষমবমানং মন্যমানঃ ক্রোধপরিব্যক্ত-নয়নরাগঃ প্রস্ফুরিতভ্রূকুটীবক্রং ললাটং কৃত্বা শিরো বিনিধূয় দশনৈরোষ্ঠমভিদশ্য পাণিনা পাণিমভিহত্য দীর্ঘং নিশ্বস্যোক্তবান্ । 'হা ধিক্ পুংশ্চলি অনাত্মজ্ঞে যয়া ত্বয়া মমাস্মিন্—

প্রযতকরয়া মাত্রা যত্নাৎ প্রবন্ধশিখণ্ডকে
চরণবিনতে পিত্রাঘ্রাতে শিশুর্গুণবানিতি ।
সকুসুমলবৈঃ শান্ত্যম্ভোভির্দ্বিজাতিভিরুক্ষিতে
শিরসি চরণো ন্যস্তো গর্বান্ন গৌরবমীক্ষিতম্ ॥ ৯ ॥

এবণ্ডানেনোক্তা বিরজ্যমানসন্ধ্যাবাগেব রজনী বর্ণান্তরমুপগতা । অতিপ্রভাতচন্দ্র-নিষ্প্রভং বদনমুদ্বহন্তী—

ব্যপগতমদরাগা ভ্রশ্যমানোপচারা
কিমিদমিতি বিষাদাৎ স্বিন্নসর্বাঙ্গযষ্টিঃ ।
ভয়বিগলিতশোভা বান্তপুষ্পেণ মূর্ধ্না
ন পুনরিতি বদন্তী পাদয়োস্তস্য লগ্না ॥ ১০ ॥

প্রণিপাতাবনতা চানেন নিধূর্যোক্তা "চণ্ডি মা স্প্রাক্ষীঃ কর্দনেন ন মাং ঢৌকিতু-মর্হসি" ইতি ।

কষ্টং ভোঃ কোকিলা খলু কৌশিকমনুবর্ততে । মদনসেনিকাঽপি তং পুরুষবেতালং কদর্যমপবীর্যমনুবর্তত ইতি মে বিস্ময়ঃ । ভবতি চ পুনর্মহামাত্রপুত্রো রাজ্ঞো শাসনাধি-কৃতঃ ইতি ন দানোকামোপেক্ষতে । শব্দকামঃ খল্বেতা ভবন্তি । কামে হি প্রয়োজনমনেক-বিধমিত্যুপদিশ্যতে । কিং ব্রবীষি—"লব্ধং খলু শব্দকাময়া শব্দপ্রধানার্জনাচ্ছব্দস্য ব্যসনম্" ইতি । সা হি তপস্বিনী—

তির্যক্‌স্রাপাবনতপক্ষ্মপুটপ্রবাহৈ
র্ধৌতাধরস্তনমুখী নয়নাম্বুপাতৈঃ ।
স্বাংগেষ্বলীয়ত নবৈঃ সহস্রা স্তনদ্ভি-
রুদ্বেজিতা জলধরৈরিব রাজহংসী ॥ ১১ ॥ ইতি ।

ন চ ভোশ্চিত্রমিদং শ্রোতব্যং শ্রুতম্ । ন চ খল্বস্মাভিবিদিতার্থৈরপ্যতীতং পৃষ্টম্ । ততস্ততঃ । কিং ব্রবীষি—"ততঃ স ময়া নির্ভৎর্সোক্তঃ অয়ে বৈয়াকরণখসূচিন্, সুমনসো মুসলেন মা ক্ষোৎসীঃ, বল্লকীমুল্মুকেন মা বাদীঃ বাক্ক্ষুরেণ কিসলয়াক্ষীবাং মা লোৎসীঃ

মত্তকাশিনীম্” ইতি। এবমুক্তো মামনাদৃত্য বিটমহত্তরং ভট্টিজীমূতগৃহং গতঃ। ততঃ সা তপস্বিনী করকিসলয়-পর্যস্তকপোলমাননং কৃত্বা প্ররুদিতা। তত উত্থাপ্য ময়োক্তা—'সুন্দরি ন বানরো বেষ্টনমর্হতি গর্দভো বা বরপ্রবহনং বোঢ়ুম্। অলমলং রুদিতেন। হাস্যঃ খল্বেব তপস্বী। নৈবং মহান্তং শিরঃ সৎকারমর্হতি।

কিং কামী ন কচগ্রহৈর্যমবলাঃ ক্লিশ্যন্তি মত্তা বলাদ্
যং বধ্নন্তি ন মেখলাভিরথবা ন ঘ্নন্তি কর্ণোৎপলৈঃ।
পক্ষে তস্য তু মন্মথঃ সুকৃতিনস্তস্যোৎসবো যৌবনং
দাসেনেব রহস্যপেতবিনয়াঃ ক্রীড়ন্তি যেনাঙ্গনাঃ॥ ১২॥

এবঞ্চোক্তা স্মিতপুরঃসরমপাঙ্গেন মে বচঃ প্রতিগৃহ্য সশিরঃপাদমবগুণ্ঠ্য বাসনা শয়নমলংকৃতবতী। অহমপি কামিপ্রত্যবরস্য দুশ্চরিতমনুচিন্তয়ন্ প্রভাতমিতি রাজ্ঞঃ প্রাভাতনান্দীস্বনৈরুত্থাপিতঃ কৃতকর্তব্যস্তদেব দুঃস্বপ্নদর্শনমিবাপনেতুং ব্রাহ্মণপাঠিকাং গতঃ। তস্যাং ব্রাহ্মণপীঠিকায়াং পূর্বগতং কীর্ণকেশং বিষ্ণুনাগমেবারূপমাত্মকর্মাচক্ষাণং 'অসাবহং ভোঃ এবংকর্মা, তং মা বৃষল্যাঃ পাদাবধৃতশিরস্কং ত্রাতুমর্হন্তি ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাঃ' ইত্যুক্তবন্তমপশ্যাম্। এবঞ্চোক্তা ব্রাহ্মণাশ্চলকপোলসূচিতহাসমন্যোন্যমবলোক্য মুহূর্তমিব ধ্যাত্বোক্তবন্তঃ। 'ভোঃ সাধো অবলোকিতান্যস্মাভির্মনুযমবশিষ্ঠগৌতমভরদ্বাজশঙ্খলিখিতাপস্তম্বহারীতপ্রচেতোদেবলবৃদ্ধগার্গ্যপ্রভৃতীনাং মনীষিণাং ধর্মশাস্ত্রাণি। নৈবংবিধস্য মহতঃ পাতকস্য প্রায়শ্চিত্তমবগচ্ছামঃ' ইতি।

এবঞ্চোক্তো বিষণ্ণতরবক্তৃ উচ্ছ্রিত্য হস্তাবুপাক্রোশৎ। 'ভোঃ ভোঃ চতুর্থো বর্ণ ইতি ন মামর্হথ ভূমিদেবাঃ পরিত্যক্তুম্। কুতঃ—

আর্যোঽস্মি শুদ্ধচরিতোঽস্মি কুলোদ্‌গতোঽস্মি
শব্দে চ হেতুসময়ে চ কৃতশ্রমোঽস্মি।
রাজ্ঞোঽস্মি শাসনকরো ন পৃথগ্‌জনোঽস্মি
ত্রায়ধ্বমার্তমগতিং শরণাগতোঽস্মি॥ ১৩॥

এবঞ্চোক্তায়াং তস্যাং পরিষদি—

কৈশ্চিদ্‌গৌরয়মিত্যরাগ্নচলনৈরন্যোন্যমাঘাটিতং
স্যাদুন্মত্ত ইতি স্থিতং স্মিতমুখৈঃ কৈশ্চিচ্চিরং বীক্ষিতম্।
কৈশ্চিৎকামপিশাচ ইত্যপি তৃণং দত্ত্বান্তরে ধিক্‌কৃতং
কৈশ্চিদ্দুষ্কৃতকারিণীতি চ পুনঃ সৈবাঙ্গনা শোচিতা॥ ১৪॥

এবমবস্থায়াং চ সংসদি তস্যাং প্রতিপত্তিমূঢ়েষু ব্রাহ্মণেষু প্রায়শ্চিত্তবিপ্রলম্ভবিহ্বলে ক্রোশতি বিষ্ণুনাগে তেষামেতকম্ আচার্যপুত্রঃ স্বয়ঞ্চাচার্যো দণ্ডনীত্যান্বীক্ষিক্যোরন্যাসু চ বিদ্যাস্বভিবিনীতঃ কলাস্বাপি চ সর্বাসু পরং কৌশলমনুপ্রাপ্তো বাগ্মী চান্তেবাসিগণপরিবৃতঃ পরিহাসপ্রকৃতিশাণ্ডিল্যো ভবস্বামিনাম ব্রাহ্মণঃ সব্যেতরং হস্তমুদ্যম্য স্মিতোদগ্রয়া বাচা পরিষদমামোন্ত্র্যোক্তবান্ 'অয়ে ভো বিষ্ণুনাগ ন ভেতব্যম্ অলমলং বিষাদেন। অস্তীদং ধর্মবচনং 'যথাদেশজাতিকুলতীর্থসময়ধর্মাশ্চাম্নায়ৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণম্' ইতি। অতো বিটজাতিং সন্নিপাত্য বিটমুখ্যেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তং মৃগ্যতাম্। তে হি ত্বামস্মাৎ কিল্বিষান্মোচয়িষ্যন্তি' ইত্যুক্তে সাধুবাদানুযাত্রমুধর্বাংগুলিপ্রনৃত্তমবর্তত তস্যাং পরিষদি। তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুনাগোঽপ্যনুগৃহীত ইতি প্রস্থিতঃ। ত্বঞ্চাপি বিটসন্নিপাতকর্মণি নিযুক্তঃ' ইতি বাঢ়ম্।

কিং ব্রবীষি—'কে পুনরিহ ভবতো বিট স(স্মি)ম্মতাঃ' ইতি। ননু ভবানেব তাবদগ্রে বিটঃ। কিং ব্রবীষি—'কথমহমপি নাম বিটশব্দেনানুগৃহীতঃ' ইতি; কঃ সংশয়ঃ, শ্রূয়তাম্—

দিবসমখিলং কৃত্বা বাদং সহ ব্যবহারিভি-
দিবসবিগমে ভুক্ত্বা ভোজ্যং সুহৃদ্ভবনে ক্বচিৎ।
নিশি চ রমসে বেশস্ত্রীভিঃ ক্ষিপস্যপি চায়ুধং
জলমপি চ তে নাস্ত্যাবাসে তথাপি চ কথ্যসে ॥ ১৫ ॥

তৎকথং ত্বমবিটঃ? কিং ব্রবীষি—"যদ্যেবমনুগৃহীতঃ সন্নিপাতয়িষ্যসি বিটান্। বিটলক্ষণং তাবচ্ছ্রোতুমিচ্ছামঃ" ইতি। তৎপ্রথমঃ কল্পঃ! শ্রূয়তাম্—

স্বৈঃ প্রাণৈরপি বিশ্বিষঃ প্রণয়িনামাপৎসু যো রক্ষিতা
যস্যার্তৌ ভবতি স্ব এব শরণং খড়্গান্বিতীয়ো ভুজঃ।
সংঘর্ষাম্মদনাতুরো মৃগয়তে যং বারমুখ্যো জনঃ
স জ্ঞেয়ো বিট ইত্যপাবৃতধনো যো নিত্যমেবার্থিষু ॥ ১৬ ॥

অপি চ—

চরণকমলযুগ্মৈরর্চিতং সুন্দরীণাং
সমুকুটমিব তুষ্ট্যা যো বিভর্ত্যুত্তমাঙ্গম্।
স বিট ইতি বিটজ্ঞৈঃ কীর্ত্যতে যস্য চার্থান্
সলিলমিব তৃষার্তাঃ পাণিযুগ্মৈর্হরন্তি ॥ ১৭ ॥

কিং ব্রবীষি—"উক্তং বিটলক্ষণং বিটানিদানীমুপদেষ্টুমর্হসি" ইতি। শ্রূয়তাং—তত্রভবান্ কামচারো ভানুঃ লোমশো গুপ্তঃ অমাত্যো বিষ্ণুদাসঃ শৈব্য আর্যরক্ষিতো দাশেরকো রুদ্রবর্মা আবন্তিকঃ স্কন্দস্বামী হরিশ্চন্দ্রো ভিষক্ আভীরকঃ কুমারো ময়ূরদত্তো মার্দঙ্গিকঃ স্থাণু-গান্ধর্বসেনক উপায়নিরস্তকথঃ পার্বতীয়ঃ প্রথমোঽপরান্তাধিপতিরিন্দ্রবর্মা আনন্দপুরতঃ কুমারো মখবর্মা সৌরাষ্ট্রিকো জয়নন্দকো মৌদ্গল্যো দয়িতবিষ্ণুরিত্যেবমাদয়ো যথাসম্ভবং সন্নিপাত্যাঃ। কিং ব্রবীষি—"সর্বং তাবত্তিষ্ঠতু। দয়িতবিষ্ণুরপি ভবতো বিটসম্মতঃ" ইতি। কঃ সন্দেহঃ। কিং ব্রবীষি—"এষ যোঽয়ং রাজ্ঞো বলেষ্বধিকৃতঃ পারশবঃ কবিঃ" ইতি। বাঢ়মেবৈতৎ। কিং ব্রবীষি—"মা তাবদ্ভোঃ—

যঃ সংকচত্যুপহিতপ্রণয়োঽপি রাজ্ঞো
যো মঙ্গলৈঃ স্বপিতি চ প্রতিবুদ্ধ্যতে চ।
দেবার্চনাদপি চ গুগ্গুলুগন্ধবাসা
যোঽসৌ কিণত্রয়কঠোরললাটজানুঃ ॥ ১৮ ॥

অপি চ—

দেবকুলাদ্রাজকুলং রাজকুলাদ্ যাতি দেবকুলমেব।
ইতি যস্য যান্তি দিবসাঃ কুলদ্বয়ে সম্প্রসক্তস্য ॥ ১৯ ॥

"কথমসাবপি বিটঃ" ইতি। আ এবমেতৎ। অস্তীদমস্য বিটসংবাদপ্রত্যানীকভূতম্। কিন্তু—

পূর্বাবন্তিষু যস্য বেশকলহে হস্তাগ্রশাখা হৃতা
সক্থেনাঃ সংযতি যস্য পদ্মনগরে দ্বিড্ভির্নিখাতাবিষু।

বাহুর্যস্য বিভিদ্য ভূরধিগতা যন্ত্রেষুণা বৈদিশে
যো বাজীকরণার্থমুজ্‌ঝতি বসূন্যদ্যাপি বৈদ্যাদিষু ॥ ২০ ॥

যস্মাদ্ দদাতি স বসূনি বিলাসিনীভ্যঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়োঽপি রমতে রতিসংকথাভিঃ ।
তস্মাল্লিখামি ধুরি তং বিটপুঙ্গবানাং
রাগো হি রঞ্জয়তি বিত্তবতাং ন শক্তিঃ ॥ ২১ ॥

কথমসাববিটঃ ? কিং ব্রবীষি—"এবঞ্চেদগ্রণীর্বিটানাম্" ইতি। তস্মাদেবায়ং ধুরি লিখিতঃ। গচ্ছতু ভবান্। স্বস্তি ভবতে। সাধয়ামস্তাবৎ। (পরিক্রম্য)

এষোঽস্মি নগররথ্যামবতীর্ণঃ। অহো তু খলু জম্বুদ্বীপতিলকভূতস্য সর্বরণাবিষ্কৃত- (রত্নালংকৃত) বিভূতেঃ সার্বভৌমনরেন্দ্রাধিষ্ঠিতস্য সার্বভৌমনগরস্য পরা শ্রীঃ। ইহ হি—

সঙ্গীতৈর্বনিতাবিভূষণরবৈঃ ক্রীড়াশকুন্তস্বনৈঃ
স্বাধ্যায়ধ্বনিভির্ধনুস্স্বনযুতৈঃ সন্নাসিশব্দৈরপি ।
প্রাত্রীণাং গৃহসারসপ্রতিরুতৈঃ কক্ষ্যান্তরেষু স্বনৈঃ
সংজল্পানিব কুর্বতে ব্যতিকরাৎ প্রাসাদমালাঃ সিতাঃ ॥ ২২ ॥

অপি চ—

গিরিভ্যো দ্বীপেভ্যঃ সলিলনিধিকচ্ছাদপি মরো—
র্নরেন্দ্ররামাত্যৈর্দিশি দিশি নিবিষ্টৈশ্চ শতশঃ ।
বিচিত্রামেকস্থামনবগতপূর্বামিব কথা—
মিহ স্রষ্টুঃ সৃষ্টৈর্বহুবিষয়তাং পশ্যতি জনঃ ॥ ২৩ ॥

শকযবনতুষারপারসীকৈ র্মগধকিরাতকলিঙ্গবঙ্গকাশৈঃ ।
নগরমতিমুদায়ুতং সমন্তা ন্মহিষকচোলকপাণ্ড্যকেরলৈশ্চ ॥ ২৪ ॥

(বিলোক্য) অয়ে কো নু খল্বেষোঽবমুক্তকঞ্চুকতয়া ধবলশিবিকায়ৈর্ভাবিধবালীলাং বিড়ম্বয়ন্নিত এবাভিবর্ততে। (বিমৃশ্য) ভবতু বিজ্ঞাতম্। এষ হি বেত্রদণ্ডকুণ্ডিকা-ভাণ্ডসূচিতো বৃষলচৌক্ষামাত্যো বিষ্ণুদাসঃ। অনেন হ্যেবং মহত্যাপি প্রাড্বিবাককর্মণি নিযুক্তেন ধ্যানাভ্যাসপরবত্তয়োপেক্ষাবিহারিণেব ভিক্ষুণা নাত্যর্থং রাজকার্যাণি ক্রিয়ন্তে। তথা হি—

করবিচলিতজানুঃ কৈশ্চিদর্ধাসনস্থৈঃ
সমবনতশিরোভিঃ কৈশ্চিদাকৃষ্টপাদঃ ।
অধিকরণগতোঽপি ক্রোশতাং কার্যকাণাং
বিপণিবৃষ ইবৈষো ধ্যাতি নিদ্রাং চ যাতি ॥ ২৫ ॥

তৎকামং বিটজনপ্রত্যনীকভূতমস্য দর্শনম্। এষ খলু দূরাদেব মামবলোক্য শিবিকা-মবতার্যাবতরতি। অয়ে ভোঃ মর্ষয়তু ভবান্। নার্হস্যস্মানুপচারযন্ত্রণয়া জনীকর্তুম্। কিং ব্রবীষি—"কশ্চ ভবন্তমুপচরতি ? আচারোঽয়মস্মাভিরনুবর্ত্যতে" ইতি মা তাবদ্ ভোঃ এবমুপচরতা যুক্তং নাম ভবতীমনঙ্গসেনামিহ প্রণয়াভিমুখীং তথা বিমুখয়িতুম্। কিং ব্রবীষি—"কিং ময়া ন তস্যাঃ প্রণয়ানুরূপঃ সম্পরিগ্রহঃ কৃতঃ" ? পশ্যতু ভবান্। সা হি ময়া—

স্বস্তীত্যুক্তবা বন্দনায়াং কৃতায়া–
মাসীনায়াং যাচিতং যোগশাস্ত্রম্ ।
নেত্রে চাস্যা বায়ুনেবেয্যমাণে
সম্প্রেক্ষ্যোক্তা পুত্রি সর্পিঃ পিবেতি ॥ ২৬ ॥

তৎকথং ন সম্প্রতি গৃহীতা ময়া" ইতি। অহো কামিন্যাঃ সলিলত সম্পরিগ্রহঃ কৃতঃ। এষ মাং প্রহস্য চৌক্ষোপায়নেন বীজপূরকেণ প্রসাদয়তি। অয়ে ভো বৃদ্ধদন্তেবাসিন এব যয়মীদৃশেষু প্রয়োজনেষু নোৎকোট (চ) নাভিবর্ণ্ডয়িতুং শক্যাঃ। সর্বথাহদৃশ্য এবাস্তু ভবান্। সাধয়ামস্তাবৎ। (পরিক্রম্য)

এষ ভোঃ অনেকদেশস্থলজজলজসারফল্গুপণ্যক্রয়বিক্রয়োপস্থিতস্ত্রীপুরুষসম্বাধান্তরাপণাং সার্বভৌমস্য বিপণিমনুপ্রাপ্তঃ। অহো! বতাস্যাঃ–

শকুনীনাভিবাবাসে প্রচারেষু গবামিব।
জনানাং ব্যবহারেষু সন্নিপাতো মহাধ্বনিঃ ॥ ২৭ ॥

তথা হি–

স্বরঃ সানুস্বারঃ পরিপততি কর্মারবিপণৌ
ভ্রমারূঢ়ং কাস্যং কুররবিরুতানীব কুরুতে।
ধৃতং শঙ্খে শস্ত্রং রসতি তুরগশ্বাসপিশুনং
সমন্তাচ্ছাপ্নোতি ক্রয়মপি জনো বিক্রয়মপি ॥ ২৮ ॥

অপি চেদানীং–

সুমনস ইমা বিক্রয়ীন্তে হসন্ত্য ইব শ্রিয়া
চরতি চষকঃ পাণাগারেষ্বতঃ পরিপীয়তে।
করধৃতভৃণৈর্মাংসকায়ৈরপাঙ্গনিরীক্ষিতা
নগরবিহগাঃ সুনামেতে পতন্ত্যসিমালিনীম্ ॥ ২৯ ॥

অপি চ–

অংসেনাংসমভিঘ্নতাং বিবদতাং তত্তচ্চ সংক্রীণতাং
সস্যানামিব পঙ্ক্তয়ঃ প্রচলতাং নৃণামমী রাশয়ঃ।
দ্যুতাদাহৃতমাষকাশ্চ কিতবা বৈশায় গচ্ছন্ত্যমী
সম্প্রাপ্তাঃ পরিচারকৈঃ সকুসুমৈঃ সাপূপমাংসাসবৈঃ ॥ ৩০ ॥

যাবদহমপীদানীং মহাজনসম্মর্দদুর্গমং বিপণিমার্গমুৎসৃজ্যেমাং পুষ্পবীথিকামন্তরেণ পানাগারাণ্যপসব্যমুপাবর্তমানঃ পূর্ণভদ্রশৃঙ্গাটকমবতীর্য মকররথ্যয়া বেশমার্গমবগাহিষ্যে। তৎকামমসংগৃহীতমাষস্য বেশপ্রবেশো নিরায়ুধস্য সংগ্রামাবতরণমিত্যুভয়মপার্থকং কেবলমযশসে চানর্থায় চ। কিন্তু সুহৃন্নিদেশোহয়মস্মাভিরবশ্যং নির্বর্তয়িতব্যঃ। ভূয়ান্ বেশে বিটসন্নিপাতঃ। (পরিক্রম্য)

অয়ে নু খলু রোহিতকীয়ৈর্মার্দংগিকৈঃ কাংস্যপত্রবেণুমিশ্রৈর্যৌধয়কবর্ণৈরুপগীয়মানঃ একশ্রবণাবলম্বিতকুরণ্টকশেখরো বিরলমপসব্যমাকুলদশমুত্তরীয়মপবর্তিকয়া সংক্ষিপ-শ্মশ্রুর্মুহুঃ প্রকটৈকাস্ফিক্ সব্যেন পাণিনা মদ্যভাজনমুৎক্ষিপ্য নৃত্যন্নাপানমণ্ডপং হাসয়তি। (নির্বর্ণ্য) আঃ জ্ঞাতম্। এষ হি স বাহ্লিকপুত্রঃ সর্বধূর্তপরিহাসৈকভাজনভূতো বেশকুক্কুটো বাপ্সো ধাত্রঃ! ভোঃ যৎসত্যং ন কদাচিদপ্যেনমমত্তমপীতং বা পশ্যামি ন বায়মুস্থিতহস্তো মাষকার্ধেনাপি। তৎকুতোহস্যৈতদুপপদ্যতে। (বিতর্ক্য)

হন্ত বিজ্ঞাতম্। এষ হি পুরোভাগো লজ্জাবিযুক্তঃ সর্বংকষঃ সার্বজনীনত্বাৎ—

আবন্ধমণ্ডলানাং পিবতামুপদংশমুষ্টিমাদায়।
প্রবিশতি বাষ্পো মধ্যং নটনটীচেটাশ্ববন্ধানাম্ ॥ ৩১ ॥

অহো তু খল্বস্য পানোপার্জনে বিজ্ঞানম্। তদলমনেনাভিভাষিতেন। ইতো বয়ম্। (পরিক্রম্য) ইদমপরং জঙ্গমং জীর্ণোদ্যানং বিটজনস্য। এষা হি পুরাণপুংশ্চলী সরণিগুপ্তা নাম কামদেবায়তনাদ্ দেবতায়া উপযাচিতমভিনির্বর্ত্য স্ফুটিতকাশবল্লরীশ্বেতমাগলিতমংসদেশাদুপরি কেশহস্তমুপন্যস্যন্তী সদ্যোধৌতনিবসনা বিগলিতমুত্তরীয়মেকাংসে প্রতিসমাদধানা বলিবিক্ষেপোপনিপতিতৈর্বলিভুক্তৈঃ পরিবৃতং ময়ূরং নৃত্যন্তমপাঙ্গেনাবলোকয়ন্তী মকরযষ্টিং প্রদক্ষিণীকরোতি ভোঃ যৎসত্যমদ্যাপ্যস্যাশ্চিরাতিক্রান্তং যৌবনবিভ্রমং বিলাসশেষং কথয়তি। তথাহি—

শ্বেতাভির্নখরাজিভিঃ পরিবৃতৌ ব্যাবৃত্তমূলৌ স্তনৌ
সৃক্কিণ্যোঃ শিথিলশ্চ মধ্যগড়ুলো নিষ্পীতপূর্বোঽধরঃ।
সভ্রূক্ষেপগুদাহৃতঃ পরিচয়াদদ্যাপি যুক্তোঽন্তরঃ
রূপং হি প্রহৃতং প্রসহ্য জরয়া নাস্যা বিলাসা হৃতাঃ ॥ ৩২ ॥

তন্ন শক্যমেনামনভিভাষ্যাতিক্রমিতুম্। এষা হ্যস্মাকং প্রিয়বয়স্যমার্দঙ্গিকং স্থাণুমিত্রং মিত্রং ব্যপদিশন্তী কৌণ্ডরসায়নোপযোগমাত্মনঃ প্রকাশয়তি। তৎকথমেনামুপসর্পামি। (বিচিন্ত্য) আ জ্ঞাতম্। অস্যা হি ইতস্তৃতীয়েঽহনি তপস্বী স্থাণুমিত্রশ্চুম্বনাতিপ্রসঙ্গাত্তথা বীভৎসমনুভূতবান্। অহো ধিগকরুণো রাগঃ—

চুম্বনরক্তং সোঽস্যা দশনং চ্যুতমূলমাত্মনো বদনে।
জিহ্বামূলস্পৃষ্টং খাড়িতি কৃত্বা নিরষ্ঠীবৎ ॥ ৩৩ ॥

তৎকামং বেশমবতিতীর্ষুস্তীর্থমতিক্রামন্ বঞ্চিতঃ স্যাম্। অথবা আবিষ্কৃতং স্যাৎ স্থাণুমিত্রবদনে দন্তনিপতনম্। তন্নাভিগমনেন ব্রীড়াং পুনরুক্তীকরোমি। সর্বথা নমোঽস্যৈ। সাধয়ামস্তাবৎ। (পরিক্রম্য)

এষোঽস্মি বেশমবতীর্ণঃ। অহো তু বেশস্য পরা শ্রীঃ। ইহ হি—এতানি পৃথক্ পৃথঙ্নিবিষ্টানি রুচিরবপ্রনেমিশালহর্ম্যশিখরকপোতপালীসিংহকর্ণগোপানসীবলভীপুটাট্টালকাবলোকনপ্রতোলীবিটঙ্কপ্রাসাদসম্বাধানি অসম্বাধকক্ষ্যাবিভাগানি ভাগে নির্মিতানি সুনির্মিতরুচিরখাতপুরিতাসিক্তসুষিরফুৎকৃতোৎকোটিতলিপ্তলিখিতসূক্ষ্মস্থূলবিবিক্তরূপশতনিবন্ধানি বন্ধসন্ধিদ্বারাগবাক্ষবিতর্দি-সংজবনবীথীনির্যূহকাণি একদ্বিত্রিপাদপালংকৃতমাধ্যকোদ্দেশানি উদ্দেশবৃক্ষকহরিতকফলমালাষণ্ডমণ্ডিতানি পুণ্ডরীকশবলিতবিমলবাপীতোয়ানি তোয়ান্তরবিহিতদারুপর্বতকভূমিলতাগৃহচিত্রশালালংকৃতানি পরার্ধমুক্তাপ্রবালকিঙ্কণীজালাবিষ্কৃতপরিপুষ্করাণি উচ্ছ্রিতসৌভাগ্যবৈজয়ন্তীপতাকানি উৎপতন্তীব গগনতলমবনিতলাদ্ ভবনবরাবতংসকানি বারমুখ্যানাম্। যত্রৈতে—

আসীনৈরবলীঢ়চক্রবলয়ৈর্মৌলিস্তিভরাবর্জিতৈ—
ধার্যারূঢ়কিরাতসঙ্গতধুরাস্তিষ্ঠন্তি কর্ণীরথাঃ।
এতে চ দ্বিগুণীকৃতোত্তরকুথা নিদ্রালসাধোরণাঃ
কাম্বোজাশ্চ করেণবশ্চ কথয়ন্ত্যন্তর্গতান্ স্বামিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অপি চাস্মিন্নুদ্দেশে—

নয়নসলিলৈর্যৈরেবৈকো ব্রজন্নতিবাহ্যতে
প্রততবিসৃতৈস্তৈরেবান্যো গৃহানভিনীয়তে।
অকুশবিভবৈস্তাসামাস্থা তথাপি কৃতবয়াঃ
সমনুপতিতা নির্ভৎস্যন্তে বলাৎ কিল মাতৃভিঃ ॥ ৩৫ ॥

(পরিক্রম্য)

ইয়মনুনয়তি প্রিয়ং ক্রুদ্ধমেষা প্রিয়েণানুনীতা প্রসীদত্যসৌ সপ্ততন্ত্রীর্নখৈ-ঘট্টয়ন্তী কলং কাকলীপঞ্চমপ্রায়মুৎকণ্ঠিতা বল্গুগীতাপদেশেন বিক্রোশতি ॥ ৩৬ ॥

ইয়মুপহিতদর্পণা কামিনা মণ্ড্যতে
কামিনী কামিনো মৌলিমেষা নিবধ্নাত্যসৌ।
শারিকাং স্পষ্টমালাপয়ত্যেষ মত্তো ময়ূরোহনয়া
চ্যুত পুষ্পেন সন্তর্জিতো নৃত্যতি ॥ ৩৭ ॥

কথমিয়মতিকন্দুকক্রীড়য়া মধ্যমায়াসয়ত্যল্পমেষা
প্রিয়েনোপাবিষ্টা সহাক্ষৈঃ!
পরিক্রীড়তি প্রৌঢ়য়া চানয়ৈতৎ স্বয়ং লিখ্যতে
চিত্রমাখ্যায়িকাহসৌ পুনর্বাচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অলমলমতিসম্ভ্রমেণাস্যতাং বাসু ভদ্রে চিরাদ্দৃশ্যসে
কিং ব্রবীষ্য "দ্য ত্বং প্রষ্টুম-
র্হস্যহং যেন মুগ্ধা তথা বঞ্চিতে" তি প্রসাদ্যাহসি নঃ
স্বস্তি তে তত্তথা, সাধয়ামো বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

(পরিক্রম্য) ইদমপরং সুহৃৎপভবনমুপস্থিতম্। এব হি বাহ্লিকঃ কাঙ্কায়নো ভিষগৈশানচন্দ্রিঃ হরিশ্চন্দ্রশ্চন্দ্র ইব কুমুদবাপীং বেশাবাটীমবভাসয়ন্নিত এবাভিবর্ততে। তৎ কিমস্যেহ প্রয়োজনম্। (বিচিন্ত্য) আ জ্ঞাতম্। এষ হি তস্যাঃ পূর্বপ্রণয়িনা যশোমত্যা ভগিনীং প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকাং কাময়তে। অস্মানপি রহস্যেনাতিসন্ধত্তে। তন্ন শক্যমেনমপ্রতিপদ্য গন্তুম্। যাবদুপসর্পামিঃ।

(উপগম্য) বেশবিসবানকচক্রবাক কুতো ভবান্? কিং ব্রবীষি--"এষ হি তস্যাঃ প্রিয়সখ্যাস্তে কনীয়সীং প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকামৌষধেন সম্ভাব্যাগচ্ছামি" ইতি। ন খলু তস্যাঃ সুরতভিক্ষায়া আময়াবসন্নো মদনাগ্নিস্তস্য দীপনীয়কমুপদিষ্টবানসি। কিং ব্রবীষি--"মুক্তঃ পরিহাসঃ কষ্টা খলু তস্যাঃ শিরোবেদনা" ইতি। বয়স্য যৎসত্যম্। কিং ব্রবীষি--"কঃ সন্দেহঃ, কৃচ্ছ্রসাধ্যা" ইতি।

এবমেতৎ। শিরোবেদনা নাম গণিকাজনস্য লক্ষব্যাধিযৌতকম্। পশ্যতু ভবান্--

ললাটে বিন্যস্য ক্ষতজসদৃশং চন্দনরসং
মৃণালৈঃ ক্রীড়ন্তী কুবলয়পলাশৈঃ সকমলৈঃ।
সলীলং ভ্রূক্ষেপৈরনুগতসুখপ্রাশ্নিককথা
বিরক্তা রক্তা বা শিরসি রুজমাখ্যাতি গণিকা ॥ ৪০ ॥

কিং ব্রবীষি--"সদাহপি নাম ত্বং কর্কশপরিহাসঃ। এষ খলু তামৌষধং প্রপায্যাগচ্ছামি" ইতি। যুক্তমেতৎ। অসংশয়ং হি--

ধূন্বন্ত্যাঃ করপল্লবং বলয়িনং ঘ্নন্ত্যাঃ পদা কুট্টিমং
বিভ্রান্তা (ন্ত্যা) শ্চ্যুতমংশুকং সরশনং নাভেরধঃ পাণিনা।
তস্যা দীর্ঘতরীকৃতাক্ষমপিবঃ কেশগ্রহৈরাননং
বালা ত্বদ্দশনচ্ছদৌষধমলং সা বা ত্বয়া পায়িতা ॥ ৪১ ॥

কিং ব্রবীষি—"বয়স্য এব তথা বিধাস্যতি" ইতি। চোর যদি ন পুনরস্মান্ রহস্যোনাবক্ষেপ্স্যাসি। কিন্ত্বদ্য সর্ববিটৈঃ সর্ববিটমহত্তরস্য ভট্টিজীমূতস্য গৃহে কেনচিৎ প্রয়োজনেন সন্নিপতিতব্যম্। তদ্বয়স্যোঽপহীনকালমাগচ্ছেৎ। কিং ব্রবীষি—"বিদিতমেবৈতদ্ বিটজনস্য যথা বিষ্ণুনাগপ্রায়শ্চিত্তদানায়াপরাহ্ণে সমাগন্তব্যমিতি। তদ্ গচ্ছতু ভবান্। অহমপ্যাগচ্ছামি" ইতি। তথা নাম। স্বস্তি ভবতে। সাধয়ামস্তাবৎ।

(পরিক্রম্য) কথমিদং সর্ববিটৈর্বিদিতম্। তেন হ্যল্পপরিশ্রমোঽস্মি সঞ্জাতঃ। কেবলং বেশ্যাসুহৃৎসমাগমৈঃ কালোঽনুপালয়িতব্যঃ। অয়ে কস্য খল্বয়মহুণো হুণমন্তনমণ্ডিতঃ আর্যঘোটকঃ পাটলিপুত্রিকায়াঃ পুষ্পদাস্যা ভবনদ্বারমাবিষ্করোতি। (নির্বর্ণ্য) আ জ্ঞাতম্ এভিরিহাবদ্ধশ্বেতকাষ্ঠকর্ণিকাপ্রহসিতকপোলদেশৈ র্বন্ধকৈরসম্ভ্রমপ্যসকৃৎসম্ভর্মিত প্রতিবাদিভির্লাটডিণ্ডিভিঃ সূচিতঃ সেনাপতেঃ সেনকস্যাপত্যরত্নং ভট্টিমঘবর্মা ভবিষ্যতি। তন্ন শক্যমেনমনভিভাষ্যাতিক্রমিতুম্। অতিক্রমন্ হি স্নেহমাধ্যস্থ্যং দর্শয়েয়ম্। যাবদেনমুপসর্পামি।

(উপেত্য) ভোঃ কঃ সুহৃদ্গৃহে ? (কর্ণং দত্ত্বা) এষ খলু ভট্টিমঘবর্মা মামাহ্বয়তি। কিং ব্রবীষি—"বয়স্য কিমদ্যাপ্যপূর্বপ্রতীহারোপস্থানেন চিরোৎসন্নো রাজভাবোঽস্মাস্বাধীয়তে। স্থীয়তাং মুহূর্তম্। আগচ্ছামি" ইতি। সখে স্থিতোঽস্মি। (বিলোক্য) ইত ইতো ভবান্। এষ খলু পুলিনাবতীর্ণবৃষভপদোদ্ধরণখেলৈশ্চরণপদবিন্যাসৈর্ভবনকক্ষ্যামলংকুর্বন্নিত এবাভিবততে ভট্টী। অহো নু খল্বস্য বিলাসেষ্বভ্যাসঃ। বেশো বিলাস ইত্যুপপন্নমেতৎ। অপি চ—

বিলোলভুজগামিনা রুচিরপীবরাংসোরসা
বিলাসচতুরভ্রুবা মুহুরপাঙ্গবিপ্রেক্ষিণা।
অনেন হি নরেন্দ্রসদ্ম বিশতা পদৈর্মন্থরৈ-
রবীণমমৃদঙ্গমেকনটনাটকং নাট্যতে ॥ ৪২ ॥

যাবদেনমালপামি। ভট্টিমঘবর্মন্, কিময়মতিদিবাবিহারেণ সুহৃজ্জন উৎকণ্ঠ্যতে। সাধু মুহূর্তমপি তাবদয়ুষ্মাদ্দর্শনেনানুগৃহ্যতে। এষ খলু বিহসন্নাকুলাপসব্যপরিধানং শ্বাসবিষমিতাক্ষরং স্বাগতমিত্যঞ্জলিনাঽভ্যুপৈতি। ভো যদিতাবদনেনাদ্যৈব পুষ্পদাসী পুষ্পবতীতি মহ্যমাখ্যাতা, তথাপি কথমুপভুক্তৈব। (বিচিন্ত্য) লাটডিণ্ডিনো নামৈতে নাতিভিন্নাঃ পিশাচেভ্যঃ। কুতঃ ? সর্বো হি লাটঃ—

নগ্নঃ স্নাতি মহাজনেঽপ্যসি সদা নেনেক্তি বাসঃ স্বয়ং
কেশানাকুলয়ত্যধৌতচরণঃ শয্যাং সমাক্রামতি।
তত্তদ্ভক্ষয়তি ব্রজন্নপি পথা ধত্তে পটং পাটিতং
ছিদ্রে চাপি সকৃৎপ্রহৃত্য সহসা লাট(লোল)শ্চিরং কথ্যতে ॥ ৪৩ ॥

সর্বথা কৃতমনেন স্বদেশোপয়িকম্। মা তাবদ্ভোঃ—
অবিচিন্ত্য ফলং বল্ল্যাস্ত্বয়া পুষ্পবধঃ কৃতঃ।

কিং ব্রবীষি—'কথম্' ইতি।
ইদং হি রজসা ধ্বস্তমুত্তরীয়ং বিলোক্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥

কিং ব্রবীষি—'শয্যান্তাবলম্বিতং তাম্বুলাবসিক্তমেতদবগচ্ছামি' ইতি। মা তাবৎ। ইদং ক্ষুদ্রমুক্তাফলাবকীর্ণমিব ললাটং স্বেদবিন্দুভিঃ কিমিতি বক্ষ্যতি। এষ পার্শ্বমপধায়োচ্চৈঃ প্রহসিতঃ। হন্তে জঘন্যকামুক কথমনয়াচ্ছলিতঃ। কিং ব্রবীষি—'কশ্ছলিতো নাম, ননু গৃহীতোঽস্মি। শ্রূয়তাম্। সা হি—

বিপুলতরললাটা সংযতাগ্রালকত্বাৎ রুচিরজঘনভারা বাসসাঽর্ধোরুকেণ।
বিবৃততনুরপোঢ়প্রাগলংকারভারা কথয় কথমগম্যা পুষ্পিতা স্ত্রী লতা স্যাৎ ॥৪৫॥

অপি চ, শ্রোতুমর্হতি ভবান্—

পার্শ্বাবর্তিতলোচনা নখপদান্যালোকয়ন্তী ময়া
দৃষ্টা চেষদবাঙ্মুখী স্বভবনপ্রত্যাতপেঽবস্থিতা।
সংগৃহ্যাথ করদ্বয়েন কঠিনাবুৎকম্পমানৌ স্তনৌ
প্রাবিশ্যান্তরগারমর্গলবতা দ্বারং করেণাবৃণোৎ ॥ ৪৬ ॥

ততোঽহমনুদ্রুতং প্রবিশ্য—

কচনিগ্রহদীর্ঘলোচনাং রভসাবর্তিতবল্গিতস্তনীম্।
কিমসীতি নহীতি বাদিনীং সমচুম্বং সহসা বিলাসিনীম্ ॥ ৪৭ ॥ ইতি।

ভোঃ চিত্রঃ খলু প্রস্তাবঃ। পৃচ্ছামস্তাবদেনাম্। ততস্ততঃ।
কিং ব্রবীষি—'অথ সখে—

সমুপস্থিতস্য জঘনং রশনাত্যাগাদ্বিবিক্ততরবিম্বম্।
পাণিভ্যাং ব্রীড়িতয়া নিমীলিতে মেঽনয়া নয়নে' ইতি ॥ ৪৮ ॥

হী ধিক্ত্বামস্তু। অবিকত্থন উদ্বেজনীয়ো হ্যসি। নিন্দ্যাশ্চার্যজনস্য সংবৃত্তঃ। কিং ব্রবীষি—'এবমপ্যনুগৃহীতোঽস্মি। ন ত্বয়া মহাভারতে শ্রুতপূর্বং—

যস্যামিত্রা ন বহবো যস্মান্নোদ্বিজতে জনঃ।
যং সমেত্য ন নিন্দন্তি স পার্থ পুরুষাধমঃ ॥ ৪৯ ॥ ইতি।'

ভো এতৎ খলু ডিণ্ডিত্বং নাম। সর্বথাঽপি সাধু ভোঃ প্রীতোঽস্মি ভবতোঽনেন ডিণ্ডিত্বেন। সর্বথা বিটেষ্বাধিরাজ্যমর্হসি। অয়মিদানীমাশীর্বাদঃ—

কিং ব্রবীষি—'অবহিতোঽস্মি' ইতি। শ্রূয়তাম্—

প্রভাতমবগম্য পৃষ্ঠমুপগৃহ্য সুপ্তস্য তে
প্রগল্ভমধিরুহ্য পার্শ্বমপবাসসৈকোরুণা।
তথৈব হি কচগ্রহেণ পরিবৃত্য বক্ত্রাম্বুজং
পিবত্বথ চ পায়য়ত্বধরমাত্মনস্ত্বাং প্রিয়া ॥ ৫০ ॥

এষ খল্বনুগৃহীতোঽস্মীত্যুক্ত্বা পলায়তে। নমোঽস্তু ভগবতে। সাধয়ামস্তাবৎ।

(পরিক্রম্য) অয়ে কা নু খল্বেষা স্বভবনাবলোকনমপসরা বিমানমিবালংকরোতি। এষা হি সা কাশীনাং বারমুখ্যা পরাক্রমিকা নাম সুখমতিপিচ্ছোলয়া ক্রীড়ন্তী রূপলাবণ্যবিভ্রমৈর্লোচনমনুগৃহ্নাতি। আশ্চর্যম্।

বিরচিতকুচভারা হেমবৈকক্ষ্যকেণ স্ফুটবিবৃতনিতম্বা বাসসাঽর্ধোরুকেণ।
বিচরতি চলয়ন্তী কামিনাং চিত্তমেষা কিসলয়মিব লোলা চঞ্চলং বেশবল্ল্যা ॥ ৫১ ॥

অপি চ—

•গণ্ডান্তাগলিতৈককুণ্ডলমণিচ্ছায়ানুলিপ্তাননা-
ম্বভ্যস্ততয়া হিকারপিশুনৈঃ শ্বাসৈরবাক্তালুভিঃ ।
পিঞ্জোলামধরে নিবেশ্য মধুরামাবাদয়ন্তীমিমাং
গণ্ডূকম্বনশঙ্কিতো গৃহশিখী পর্যেতি বক্রাননঃ ॥ ৫২ ॥

কিং নু খল্বস্যা উদবসিতাদিন্দ্রস্বামিনো রহস্যসচিবো হিরণ্যগর্ভকো নিষ্পতন্ ইত এবাভিবর্ততে। কিমত্রাশ্চর্যম্। ইন্দ্রস্বামী হিরণ্যগর্ভকো বেশ ইতি সংহিতমিদং তপ্তং তপ্তেনেতি। এষ মামঞ্জলিনোপসর্পতি। হন্তে হিরণ্যগর্ভক কিমিদং বেশদেবায়তমপরা-স্তপিশাচৈর্বিধ্বংসয়িতুমিষ্যতে ? কিং ব্রবীষি—'এষ খলু স্বামিনোঽস্মি বিদেশরাগেণৈবং ধুরি নিযুক্তঃ। এষা হি পূর্বং পঞ্চসুবর্ণশতানি গণয়তি। অধুনা সহস্রেনাপ্যুপনিমন্ত্রি-তাঽপি বিনিযুজ্যমানা নৈব শক্যতে তীর্থামবতারয়িতুম্। তদর্হসি ত্বমপি তাবদেনাং গময়িতুম্' ইতি।

অত্যাজবঃ খল্বসি। ন হি শতসহস্রেণাপি প্রাণা লভ্যন্তে। কিং ব্রবীষি—'কিঞ্চাস্যাঃ প্রাণসন্দেহে কারণমস্মাসু পশ্যসি' ইতি। আবিষ্কৃতং হি তত্রভবত্যা ভর্তৃস্বামিনশ্চামর-গ্রাহিণ্যা কুটঙ্গদাস্যা স্বামিনঃ সংসর্গাত্তথা ভূতং ব্যসনমনুভূতম্। কিং ব্রবীষি—'আলভস্ব তাবদিদং মে শরীরম্। সত্যমেবেদম্' ইতি। অসত্যেন ন স্বামিনমেবং ব্রূয়াৎ। কিং ব্রবীষি—'চিরাভ্যস্তমেবেদমস্মৎস্বামিপাদানাম্' ইতি। অতএব ন শক্যমন্যথাকারয়িতুম্। ন চৈতদেবম্। পশ্যতু ভবান্-

কাব্যে গান্ধর্বে নৃত্তশাস্ত্রে বিধিজ্ঞং দক্ষং দাতারং দক্ষিণং দাক্ষিণাত্যম্।
বেশ্যা কা নেচ্ছেৎস্বামিনং কোঙ্কণানাং স্যাচ্চেদস্য স্ত্রীষ্বার্জবাৎ সন্নিপাতঃ ॥ ৫৩ ॥

অপি চ—

সঞ্চারয়ন্ কলভকং গজনর্তকং বা বেশ্যাঙ্গনেষু ভগদত্ত ইবেন্দ্রদত্তম্।
উদ্‌বীক্ষ্যতে স্তননিবিষ্টকরাম্বুজাভির্ব্যাঘ্রো মৃগীভিরিব বারবিলাসিনীভিঃ ॥ ৫৪ ॥

অপি চৈষা ভর্তুনোঽধিরাজস্য সালং পারশবং কৌশিকং সিংহবর্মাণং মিত্রমপদিশন্তী সর্বান্ কামিনঃ প্রত্যাখ্যানেন ব্রীড়য়তি। কিং ব্রবীষি-'তস্যোবাতিকামিতয়াবমন্যতে' ইতি। যুষ্মদ্দেশোপয়িকমেব কিল সততমতিসেবনম্। কিং ব্রবীষি—'দেশোপয়িকমদেশোপয়িক-মিতি নাবগচ্ছামি। বিস্পষ্টমভিধীয়তাম্' ইতি। এবমনুগৃহীতঃ কথং ন কথয়িষ্যামি। শ্রূয়তাম্—

শ্রবণনিকটজৈর্নখাবপাতৈঃ বনগজদম্য ইবাঙ্কিতঃ প্রতোদৈঃ।
বিবৃতজঘনভূষণাং বিবস্ত্রাং বৃষ ইব বৎসতরীমিহোপযাতি ॥ ৫৫ ॥

কিং ব্রবীষি—'তেন হ্যনেনৈবোপায়নেনোপস্থাস্যামি' ইতি। যদ্যেবমিন্দ্রস্বামী বিজ্ঞাপ্যঃ—

দশনমণ্ডলচিত্রককুন্দরাং দয়িতমাল্যনিবাসিতমেখলাম্।
ত্বদপরং প্রতি সা জঘনস্থলীং ন বিবৃণোতি বৃতাঽপি শতং শতৈঃ ॥ ৫৬ ॥

স্বস্তি ভবতে। সাধয়ামস্তাবৎ।

(পরিক্রম্য)

অয়ে কো নু খল্বেষঃ শৌর্পারিকায়াঃ শমদাস্যা ভবনান্নিষ্পত্য ডিণ্ডিগণপরিবৃতো বেশমাবিষ্করোতি। (বিলোক্য) এতজ্জঙ্গমতীর্থমুদীচ্যানাং বাহ্লীকানাং কারুশমলদানাং চেশ্বরো মহাপ্রতিহারো ভদ্রায়ুধ এষঃ।

বিরচিতকুণ্ডলমৌলিঃ শ্রবণার্পিতকাষ্ঠবিপুলসিতকলশঃ।
জনমালপঞ্জকারৈরুন্নাটয়তীব লাটানাম্ ॥ ৫৭ ॥

কা তাবদস্য লাটেষু সাধুদৃষ্টিঃ এতাবৎ। সর্বো হি লাটঃ—

সংবেষ্ট্য স্বাবুত্তরীয়েণ বাহূ রজ্জ্বা মধ্যং বাসনা সন্নিবধ্য।
প্রত্যুদ্গচ্ছন্ সম্মুখীনঃ শকারৈঃ পাদাপাতৈরংসকুব্জঃ প্রয়াতি ॥ ৫৮ ॥

অপি চ—

উরসি কৃতকপোতকঃ করাভ্যাং বদতি জজেতি যকারহীনমুচ্চৈঃ।
সমযুগলনিবদ্ধমধ্যদেশো ব্রজতি চ পঙ্কমিব স্পৃশনে করাগ্রৈঃ ॥ ৫৯ ॥

সর্বথা নাস্ত্যপিশাচমৈশ্বর্যম্। অথবাস্যৈবৈকস্য দেশান্তরবিহারো যুক্তঃ। কুতঃ ?

যেনাপরান্তশকমালবভূপতীনাং
কৃত্বা শিরস্সু চরণৌ চরতা যথেষ্টম্।
কালেঽভ্যুপেত্য জননীং জননী চ গঙ্গা-
মাবিষ্কৃতা মগধরাজকুলস্য লক্ষ্মীঃ ॥ ৬০ ॥

অপি চ—

বেলানিলৈর্মৃদুভিরাকুলিতালকান্তা
গায়ন্তি যস্য চরিতান্যপরান্তকান্তাঃ।
উৎকণ্ঠিতাঃ সমবলম্ব্য লতান্তরূণাং
হিন্তালমালিষু তটেষু মহার্ণবস্য ॥ ৬১ ॥

কিঞ্চিদ্ গীতম্—

উহি মানুসোত্তি ভট্টউহেণ নবি লিচ্চই আউহে অ।
সোণণারি তস্স কম্মসিদ্ধিং বিঘসু খলু ভুঞ্জতি সোকরসিদ্ধিম্' ॥ ৬২ ॥ ইতি।

এষ খলু প্রদ্যুম্নদেবায়তনস্য বৈজয়ন্তী—

মভিলিখতি। এতড্ডিণ্ডিত্বং নাম ভোঃ। ডিণ্ডিণো হি নামৈতে নাতিবিপ্রকৃষ্টা বানরেভ্যঃ। ভোঃ কিঞ্চ তাবদস্য ডিণ্ডিকেযু প্রিয়ত্বম্। ডিণ্ডিনো হি নাম—

আলেখ্যমাত্মলিখিভির্গময়ন্তি নাশং সৌধেষু কূর্চকমষীমলমর্পয়ন্তি।
আদায় তীক্ষ্ণতরধারময়োবিকারং প্রাসাদভূমিষু ঘুণক্রিয়য়া চরন্তি ॥ ৬৩ ॥

কিঞ্চ তাবদয়ং লিখতি। (বিলোক্য) নিরপেক্ষ ইতি। স্থানে খল্বস্যেদং নাম। সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে অর্থং নাম শীলস্যাপহরতীতি। তথা হ্যেষ ধাম্রস্তাং নঃ প্রিয়সখীমনবেক্ষয়া বেশতাপসীব্রতেন কর্শয়তি। সা হি তপস্বিনী—

নেত্রাম্বু পক্ষ্মভিররালঘনাসিতাগ্রৈঃ নেত্রাম্বুধৌতবলয়েন করেণ বক্তুম্।
শোকং গুরু চ হৃদয়েন সমং বিভর্তি ত্রীণি ত্রিধা ত্রিবলিজিহ্মিতরোমরাজিঃ ॥ ৬৪ ॥

তদুপালপ্স্যে তাবদেনম্। ভো ভাগবত নিরপেক্ষ করুণাত্মকস্য ভগবতো মৈত্রীমাদায় বর্তমানস্য ত্বয়ি মুদ্রিতায়াং যোষিতি যুক্তমুপেক্ষাবিহারিত্বম্ ? কিং ব্রবীষি—"গৃহীতো বণ্ডিতকস্যার্থঃ। স্পৃষ্টোঽস্ম্যুপাসকত্বেন। ঈদৃশঃ সংসারধর্ম ইত্যুক্তং তথাগতেন" ইতি। মা তাবদ্ ভোঃ। তস্যামেব ভবগতস্তথাগতস্য বচনং প্রমাণং নান্যত্র। কিং ব্রবীষি—"কুত্র বা কদা বা মম তথাগতস্য বচনমপ্রমাণম্" ইতি। ইয়ং প্রতিজ্ঞা ? কিং ব্রবীষি—"ক সন্দেহঃ" ইতি। ভদ্রমুখ শ্রূয়তাম্—

শ্রমনিস্সৃতজিহ্বমুন্মুখং হৃদি নিস্সঙ্গনিখাতসায়কম্ ।
সমবেক্ষ্য মৃগং তথাগতং স্মরসি ত্বং ন মৃগং তথাগতম্ ॥ ৬৫ ॥

এষ প্রহসিতঃ। কিং ব্রবীষি—"ন খলু তথাগত—শাসনং শংকিতব্যম্। অন্যাশ্চ শাস্ত্রমন্যথা পুরুষ-প্রকৃতিঃ ন বয়ং বীতরাগাঃ" ইতি। যদ্যেবমর্হতি ভবাংস্তত্রভবতীং রাধিকাং তথাভূতাং শোকসাগরাদুদ্ধর্তুম্। কিং ব্রবীষি—"যদাজ্ঞাপয়তি বয়স্যোঽয়মঞ্জলিঃ সাধু মুচ্চেয়ম্' ইতি। সর্বথা দুর্লভস্তে মোক্ষঃ কিন্ত্বয়মাশীঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

বিপ্রোষ্যাগত উৎসুকামবনতামুৎসঙ্গমারোপয়
স্কন্ধে বক্ত্রমুপোপধায় রুদতীং ভূয়ঃ সমাশ্বাসয়।
আবন্ধাং মহিষীবিষাণবিষমামুন্মুচ্য বেণীং ততো
লম্বং লোচনতোয়শোণ্ডমলকং ছিন্ধি প্রিয়ায়াঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

এষ প্রহস্য গতঃ। ইতো বয়ম্। (পরিক্রম্য) অয়ে কো নু খল্বেষ ইত এবাভিবর্ততে।

দুশ্চীবরাবয়বসংবৃতগুহ্যদেশো
বস্তাননঃ কপিলরোমশপীবরাংসঃ।
আয়াতি মূলকমদনঃ কপিপিঙ্গলাক্ষো
দাশেরকো যদি ন নূনময়ং পিশাচঃ ॥ ৬৭ ॥

ভবতু। বিজ্ঞাতম্। এষ খলু ভ্রাতুরথবা বয়স্যস্য তত্রভবতো দাশেরকাধিপতের্‌ পত্যরত্নস্য গুপ্তকুলস্যাবাসে দৃষ্টপূর্বঃ, তৎ কিমস্যেহ প্রয়োজনম্ ? এষ মাং কৃতাঞ্জলিরুপসর্পতি। কিং ব্রবীষি—

"গুপ্তকুলেন পেক্খসি ওবারিদ পন পণ্ড দিচ্চু গণিকা কাবি কি দেপ্পয়তিত্তি ইতস্পুং আণা দিহ্না। ণু পোরবীথীএ অযেষ আত্তনিন কাচি গণিকা এ দীষই তহস্মি তস্স অ দীএ। তেণযং সম্মল্লেত্তো নিষ্যদিস্স এ অম্বাএ মে যাপিতং তুর্যমর্থকেন। দাণি গণিকা কামুস্পুলিদ অস্থেন কুলংধিখেব কামান অম্বে। জই গচ্ছামি বিষক্কহে দণ্ডিতুং হোমি। রিদিবশা বিষু এক এবং তি"।

অহো দেশবেষভাষাদাক্ষিণ্যসম্পদুপেতো গুপ্তকুলস্য যুবরাজস্য মদনদূতো বেশ এব বর্তমানো বেশমাপণাভিধানেন পৃচ্ছতি। তন্ন শক্যমীদৃশং রত্নমবোধ্য বিনাশয়িতুম্। ঈদৃশ এবাস্তু। এবং তাবদেনং বক্ষ্যে।

ভদ্র রাজবীথ্যাং লাবণিকাপণেষু মৃগ্যতাং গণিকা। এষ প্রহর্ষাৎ প্রণিপত্য গতঃ। ইতো বয়ম্। (পরিক্রম্য) ক্ব নু খল্বিদানীং দাশেরকদর্শনাবধূতং চক্ষুঃ প্রক্ষালয়েয়ম্ ? (বিলোক্য) ভবতু, দৃষ্টম্। এতদ্ধি তদস্মাকং পূর্বপ্রণয়িন্যাঃ শূরসেনসুন্দর্যা নিবেশণম্। কথমপাবৃতপক্ষদ্বারমেব। যাবদেতৎ প্রবিশামি। (প্রবিষ্টকেন) ক্ব নু খল্বিমং পাদপ্রচারশ্রমমপনয়েয়ম্। ভবতু দৃষ্টম্। ইয়ং খলু প্রিয়ঙ্গুবীথিকা প্রিয়েবোৎসঙ্গেন শিলাতলেন মামুপনিমন্ত্রয়তে। যাবদত্রোপবিশামি। (বিলোক্য) কিমিহাভিলিখিতম্। বাচয়তি।

সখি প্রথমসঙ্গমে ন কলহাস্পদং বিদ্যতে
ন চাস্য বিমনস্কতামশৃণবং ন বাকল্যতাম্।
যুবানমভিসৃত্য তং চিরমনোরথপ্রার্থিতং
কিমস্য মৃদিতাঙ্গরাগরচনা তথৈবাগতা ॥ ৬৮ ॥ ইতি।

(বিচিন্ত্য) কস্যাশ্চিৎ খল্বিয়ং কেনাপি প্রত্যাখ্যাতপ্রণয়ায়া দৌর্ভাগ্যঘোষণা ঘুষ্যতে। তৎ কং নু খলু পৃচ্ছেয়ম্ ? (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে ইয়ং চরণাভরণশব্দসূচিতা শূরসেনসুন্দরীত এবাভিবর্ততে। যৈষা—

আলম্ব্যৈকেন কান্তং কিসলয়মৃদুনা পাণিনা ছত্রদণ্ডং
সংগৃহ্যৈকেন নীবীং চলমণিরশনাং ভ্রশ্যমানাংশুকান্তা।
আয়াত্যভ্যুৎস্ময়ন্তী জ্বলিততরবপুর্ভূষণানাং প্রভাভিঃ
সজ্যোতিষ্কা সচন্দ্রা সবিহগবিরুতা শর্বরীদেবতেব ॥ ৬৯ ॥

ভো যৎসত্যমভ্যুত্থাপয়তীব মামপ্যস্যাস্তেজস্বিতা। এষা মাং কপোতকেনোপসর্পতি। অলমস্মানুপচারেণ প্রত্যাদেষ্টুম্। কিমাহ ভবতী—'চিরাদপি তাবৎ স্বামিনামুপগতানামুপচারেণ তাবদয়ং জন আত্মানমনুগৃহ্ণীয়াৎ' ইতি। অলমলমত্যুপালম্ভেন। ইদমুচিতমুৎসঙ্গাসনমনুগৃহ্যতাম্। এষা মে শিরসা প্রতিগৃহীতম্ ইত্যুক্ত্বা শিলাতলার্ধং শ্রোণিবিম্বেনাক্ষিপন্তীবোপবিশতি। অয়ে ন খল্বত্রোপবেষ্টব্যম্। কিমাহ ভবতী—'কিমর্থং' নন্বিদং কস্যা অপি চরিতং কেনাপি প্রত্যাখ্যাতপ্রণয়ায়াঃ শ্লোকসংজ্ঞকমযশোঽস্মাভির্দৃষ্টম্। (কথং হস্তাভ্যাং প্রমার্ষ্টি) চোরি, ন শক্যমিদানীং প্রমার্ষ্টুম্। ইদং হি মে হৃদি লিখিতম্। এষা কিং বারয়তি ?

কিমাহ ভবতী—"জানীত এবাস্মৎস্বামী যথাস্মৎসখ্যাকুসুমাবতিকায়াঃ প্রিয়বয়স্যং চিত্রাচার্যং শিবস্বামিনং প্রতি মহান্ মদনোন্মাদঃ" ইতি। সুষ্ঠু জানীমঃ, তত্রভবত্যা কুসুমাবতিকয়া তত্রভবানভিগমনেনানুগৃহীতঃ। কিমাহ ভবতী—'মদনবিক্লবস্য স্ত্রীহৃদয়স্যায়ং স্বভাবঃ কৃতমনয়া স্ত্রীচাপলং" ইতি। চিত্রঃ খলু প্রস্তাবঃ পৃচ্ছাম্যেনাম্। ভবতি, বিস্রম্ভঃ পৃচ্ছতি ন পররহস্যকুতূহলিতা। তৎ কথমনয়োশ্চিরাভিলষিতসমাগমোৎসবো নির্বৃত্তোঽভূৎ ? কিমাহ ভবতি—'শ্রূয়তাং' ইতি। অবহিতোঽস্মি। কিমাহ ভবতী—"তস্যাং কিল বারুণীমদলক্ষেণ তত্রভবন্তমনুগৃহীতায়াং তত্রভবতো বয়স্যস্য—

গতঃ পূর্বো যামঃ শ্রুতিবিরসয়া মল্লকথয়া
দ্বিতীয়ো বিক্ষিপ্তঃ পললগুড়বাহ্যব্যতিকরৈঃ।
তৃতীয়ো গাত্রাণামুপচয়কথাভির্বিগলিতঃ
ততস্তন্নির্বৃত্তং কথয়িতুমলং ত্বয্যপি যদি' ॥ ৭০ ॥ ইতি।

সুন্দরি কুতস্ত্বয়ৈতদুপলব্ধম্ ? কিমাহ ভবতী—'তস্যৈব সখ্যুরুদবসিতাদাগতাৎ প্রতীহারপদ্মপালাদুপলব্ধবৃত্তান্তয়া ময়ৈষ শ্লোকঃ সুখপ্রাশ্নিকহস্তেনানুপ্রেষিতঃ। ততঃ সা তেনৈব পরিচারকেণ মামুপস্থিতা লজ্জাবিলক্ষমুপহসন্তীব মামুক্তবতী—ন চ রহস্যান্যাখ্যানেন ভবতীমাক্ষেপ্তুমর্হামি, শ্রূয়তামিদমপূর্বমিতি। ততোঽনয়া যথাবৃত্তং সর্বং মহ্যমাখ্যাতম্। তেন হি ত্বমপ্যনেন শ্রোত্রামৃতেন সংবিভক্তুমর্হসি' ইতি। এষা সতলঘাতং প্রহস্য কথয়তি। সুন্দরি, কিং ব্রবীষি—'শ্রূয়তামিদমিদানীং যন্মম প্রিয়সখ্যা কথিতম্। সা হি মামুক্তবতী—প্রিয়সখি, স হি ময়া—

আলিঙ্গিতোঽপি স ময়া পরিচুম্বিতোঽপি
শ্রোণ্যর্পিতোঽপি করজৈরুপচোদিতোঽপি।
খিন্নাস্মি দাবিব যদা ন স মামুপৈতি
শয্যাঙ্গমেকমুপগৃহ্য ততোঽস্মি সুপ্তা ॥ ৭১ ॥

ততো ময়োক্তা—'কৃচ্ছ্রং বতানুভূতবত্যসি। কিমেতন্নাবগচ্ছামি' ইতি। ততো নিশ্বস্য মামুক্তবতী—

যদা সর্বোপায়ৈশ্চটুভিরুপযাতোঽপি স ময়া
ন যত্নং কুর্বাণো ময়ি মনসিজেচ্ছামলভত।
ততস্তস্মিন্ সর্বপ্রতিহতবিধানাঽস্মি সহসা
স্বদৌর্ভাগ্যং মত্বা স্তনতটবিকম্পং প্ররুদিতা ॥ ৭২ ॥

ততঃ স মাং রুদতীমুৎসঙ্গমারোপ্য মুহুর্মুহুর্ব্যর্থৈশ্চুম্বনপরিষ্বঙ্গৈরাশ্বাসয়ন্নাম দৃঢ়মাত্মানমায়াসিতবান্। উক্তং চ ময়া—'কিং তে পাণিভ্যাং স্পৃষ্টয়া' ইতি। ততো ব্রীড়াঞ্চিতসাধ্বসস্বেদবেপথুঃ শুষ্যতা মুখেন নাতিপ্রগল্ভাক্ষরমুক্তবান্—

ন নিন্দিতুমনিন্দিতে সুভগতাং নিজামর্হসি
চ্যুতং হি মম চক্ষুরেতদভিতো নিধিং পশ্যতঃ।
বধায় কিল মেদসো যদপিবং সুরা গুগ্গুলুং
তদেতদুপহন্তি মে ব্যতিকরামৃতং ত্বদ্গতম্ ॥ ৭৩ ॥

ততো ময়া চিন্তিতম্—

মেদঃক্ষয়ায় পীতো যদি গুগ্গুলুরিন্দ্রিয়ক্ষয়ং কুরুতে।
ধূপার্থোঽপি ন কার্যো গুগ্গুলুনা কাময়মানেন ॥ ৭৪ ॥ ইতি।

এবমাবয়োশ্চিরপ্রার্থিতমপার্থকং সমাগমনং প্রাপ্তকালমিচ্ছতোঃ—

রজনীব্যপযানসূচকো নৃপতেদ্দুন্দুভিপারিপার্শ্বকঃ।
অপঠৎ স্তুতিমঙ্গলান্যলং স হি ঘণ্টামভিহত্য ঘাণ্টিকঃ ॥ ৭৫ ॥

ততস্তেনৈব দক্ষিণেনেব সুহৃদা তস্মাৎ সঙ্কটাৎ পরিমোচিতা কামিনা সব্রীড়ং মুহূর্তমনুগম্য প্রেষিতা। স্বগৃহমাগতা চ ত্বয়া চ সুখপ্রাশ্নিকাভিধানেনাপহসিতাঽস্মি। তদেতত্তে সর্বমশেষতঃ কথিতম্। অহমিদানীং মিথ্যাপ্রজাগরং দিবাস্বপ্নেনাপনেষ্যামীত্যুক্ত্বা ময়াঽনুজ্ঞাতা। তদনন্তরাগতেন স্বামিনাঽপ্যেতচ্ছ্রুতম্' ইতি। তেন হ্যনেনৈব পরিহাসপ্লবেন তত্রভবতঃ শিবদত্তস্য পুত্রং শিবস্বামিনং পুরুষডংভগম্ভীরকীর্তিসাগরমবগাহিষ্যে। পশ্যতু ভবতী—

যো গুগ্গুলুং পিবতি মেদসি সম্প্রবৃদ্ধে তস্য ক্ষয়ং ব্রজতি চণ্ড্যাচিরেণ মেদঃ।
স্ত্রীণাং ভবত্যথ স যৌবনশালিনীনাং আলেখ্যযক্ষ ইব দর্শনমাত্ররম্যঃ ॥ ৭৬ ॥

এষা প্রহস্যোত্থিতা-যাস্যামি-ইতি। ভবতু, অলমঞ্জলিনা। ইতো বয়ম্।

(পরিক্রম্য)

কিং নু খল্বিমান্যন্দণ্ডপুণ্ডরীকবনষণ্ডশোভানুকারীন্যদগ্রীববদনপুণ্ডরীকাণি বিস্ময়বিততাক্ষমালাশবলানি উরসি নিহিতকরপল্লবান্যন্যোন্যসংজ্ঞাপরিবৃত্তকানি নিবৃত্তকন্দুকপিঞ্জোলাকৃতকপুত্রক দুহিতৃকাক্রীড়নকানি বেশরথ্যায়াঃ প্রতিভবনচ্ছায়াসু বেশকন্যাকাবৃন্দকান্যবলোকয়ন্তি ? অয়ে কিং নু খল্বিদম্—

অরঞ্জরমিদং লুঠত্যথ দৃতিঃ সমাকৃষ্যতে
কবন্ধমিদমুত্থিতং ব্রজতি কিং কুসূলম্বয়ম্।
ভবেৎ কিমিদমদ্ভুতং ভবতু সাম্প্রতং লক্ষিতং
তদেতদুপগূপ্তসংভ্রমুদরং সমুৎসর্পতি ॥ ৭৭ ॥

ভোঃ সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে ধূর্তপরিষৎসু— •

করভোগৈগর্দ্গুগলো হরিকৃষ্ণঃ কৃষ্ণ এষ বনমেষঃ।
গোমহিষো হরিভ্ূতি দ্ৰীতিগদ্গোহনিলাধ্যাতঃ ॥ ৭৮ ॥ ইতি।

কথং নু তাবদিমং সা তপস্বিনী গঙ্গাযমুনয়োশ্চামরগ্রাহিণী পুস্তকবাচিকা মদয়ন্তী প্রিয়বয়স্যাং নষ্টত্রভবন্তং ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধং পুস্তকবাচকমুৎসৃজ্যোপগুপ্তমনুরক্তা ? তথা চাস্য কোমলাভ্যাং ভুজাভ্যাং পরিষ্বজ্যতে। অথবা ন তস্যা পরিষ্বঙ্গেণ প্রয়োজনম্। সা হি তপস্বিনী নিবৃত্তকামতন্ত্রা রজোপরোধাৎ কেবলং কুটুম্বতন্ত্রার্থং শব্দকামমনুবর্ততে। গম্যশ্চায়মস্যাঃ। 'অপুমান্ শব্দকামঃ' ইতি দাত্তকীয়াঃ। (বিলোক্য) কিন্তু তাবদয়মাবিগ্ন ইব। আ জ্ঞাতম্।

তস্যা এব মাত্রা পণার্থমধিকরণায়াকৃষ্যত ইতি বেশে ময়োপলব্ধম্। যত শ্বশ্বা সহ কৃতবিবাদেনানেন ভবিতব্যম্। মহদিদং পরিহাসবস্তু। ন শক্যমস্যাতিক্রমণাদাত্মানং বঞ্চয়িতুম্। যাবদেনমুপসর্পামি। (উপেত্য) হন্তে বেশবীথীযক্ষ কুতো ভবান্। এষ পাদচারখেদাৎ কাকোচ্ছ্বাসশ্রমবিষামতাক্ষরং-অয়মঞ্জলিঃ-ইত্যুক্ত্বা স্থিতঃ। স্বস্তি ভবতে। কিং ব্রবীষি-"এষ খলু ত্বয়া বৃদ্ধপুংশ্চল্যা সহ বিবাদার্থং গত্বা কুমারামাত্যাধিকরণাদাগচ্ছামি" ইতি। কথং ভবন্তং জয়েন বর্ধয়ামঃ, উতাহোস্বিৎ দন্তসাহায্যেন সম্ভাবয়ামঃ ? কিমাহ ভবান্-"কুতো জয়দন্তাভ্যাং সহ সংযোগঃ কেবলং ক্লেশোঽয়মনুভূয়তে" ইতি। কস্মাৎ ? কিং ব্রবীষি-

প্রধাবতি বিষ্ণুদাসো ভ্রাত্রা কিল তর্জিতোঽস্মি কোঙ্কেন।
দ্রাক্ষেনাভিহতোঽহং ক্রোশতি বিষ্ণুঃ স্বপিতি চাত্র ॥ ৭৯ ॥

অপি চ-

মৃগয়ন্তে তদধিকৃতা মৃগয়ন্তে পুস্তকালকায়স্থাঃ।
কাষ্ঠকমহত্তরৈরপি বিধৃতোঽস্মি চিরং মৃগয়মাণৈঃ ॥ ৮০ ॥

অপি চ ততো ময়াবধৃতম্-

গণিকায়াঃ কায়স্থান্ কায়স্থেভ্যশ্চ বিমৃশতো গণিকাঃ।
গণিকায়ৈ দাতব্যং রতিরপি তাবদ্ ভবত্যসাম্" ॥ ৮১ ॥ ইতি।

দিষ্ট্যা কায়স্থবাগুরাদতীতং ভবন্তমক্ষতং পশ্যামি। সর্বথা প্রতিবুদ্ধোঽসি। ইদানীমিয়মাশীঃ-

কলমধুররক্তকণ্ঠী শয়নে মদিরালসা সবদনা চ।
বক্ত্রাপরবক্ত্রাভ্যামুপতিষ্ঠতু বারমুখ্যা ত্বাম্ ॥ ৮২ ॥

এষ সতলঘাতং প্রহস্য প্রস্থিতঃ। ইতো বয়ম্। (পরিক্রম্য) অয়ে অয়মপরঃ-

স্রস্তেষ্বঙ্গেষ্বাঢ়কান্ লাটভক্ত্যা দত্ত্বা চিত্রান্ কোঽয়মায়াতি মত্তঃ।
বিভ্রান্তাক্ষো গণ্ডবিচ্ছিন্নহাসো বেশস্বর্গং কৃতেঽয়ং প্রবিষ্টঃ ॥ ৮৩ ॥

ভবতু, বিজ্ঞাতম্-

শর্করপালস্য গৃহে জাতঃ কীরেণ চর্মকারেণ।
এষ খলু কোঙ্কচেট্যাং পিশাচিকায়াং তৃণপিশাচঃ ॥ ৮৪ ॥

অপি চ-

শর্করপালং পিতরং ব্যপদিশতি ভ্রাতরং চ নিরপেক্ষম্।
প্রায়েণ দৌষ্কুলেয়াঃ সহৈব দম্ভেন জায়ন্তে ॥ ৮৫ ॥

(পরিক্রম্য)

ভোঃ কিং নু খলু পৃচ্ছেয়ম্ ?–কিমস্য বেশপ্রবেশে প্রয়োজনম্–ইতি। অয়ে অয়ং জরম্বিটো ভট্টিরবিদত্ত ইতি এবাভিবর্ততে। যাবদেনং পৃচ্ছামি। অন্ধো ভট্টিরবিদত্ত কচ্চিজ্জানীতে ভবানস্য পুরুষবেতালস্য বেশপ্রবেশপ্রয়োজনম্ ? কিং ব্রবীষি–"ভবানেব জানীতে' ইতি। তদ্‌গচ্ছতু ভবান্। (পরিক্রম্য) ক নু খল্বিদং পুরুষকান্তারাবগাহ-শ্রান্তং মনো বিনোদয়েয়ম্। ভবতু দৃষ্টম্–

ইদমপরং প্রিয়সুহৃদঃ সুহৃদ্‌ভয়াদর্পিতার্গলং ভবনম্।
বেশ্যাসুরতবিমর্দেষ্বকৃতবিরামস্য রামস্য ॥ ৮৬ ॥

তৎকথং প্রবিশামি। (কর্ণং দত্ত্বা)

যথা কাঞ্চীশব্দশ্চরতি বিকলো নূপুররবৈঃ
যথা মুষ্ট্যাঘাতঃ পততি বলয়োদঘাতপিশুনঃ।
যথা নিশশ্বৎকারং শ্বসিতমপি চান্তগৃহগতং
ধ্রুবং রামা রামং যুবতিবিপরীতং রময়তি ॥ ৮৭ ॥

তদলমিহ প্রবিষ্টকেন। কঃ সুরতরথাক্ষভঙ্গং করিষ্যতি ? ইতো বয়ম্। (পরিক্রম্য) অয়ে অপরঃ–

[illegible] শাল্মলিবৃক্ষঃ কতিপয়বিটপাগ্রশেষতনুশাখঃ।
কৃষ্ণঃ কৃশো বিটবকো বেশনলিন্যা মরুপিশাচঃ ॥ ৮৮ ॥

ভবতু, বিজ্ঞাতম্। এষ হি সৌপরস্তৌণ্ডিকোকিঃ সূর্যনাগঃ। ততঃ কিমিহাস্য প্রয়োজনম্ ? কথমেষ মাং দৃষ্টৈবোত্তরীয়াবগুণ্ঠনেন মুখমপবার্য কামদেবায়তনমপসব্যং কৃত্বা প্রস্থিতঃ। ভো যদা তাবদয়ং তৃতীয়েঽহনি বহিঃ শিবিকে কুটঙ্কাগারনিকেতনাভিঃ পতাকাবেশ্যাভিঃ সম্প্রযুক্তো ম্লেচ্ছশ্ববন্ধকৈর্ব্যবহারার্থং শ্রাবণিকৈরধিকরণমুপনীয়মানঃ স্কন্ধকীর্তনা বলদর্শকেন স্বামিমো মে বিষ্ণোঃ স্যালীপতিরিতি কৃত্বা কৃচ্ছ্রাৎ প্রয়োচিত ইতি বয়স্যবিষ্ণুনাগেন কথিতম্। তং কিময়মিদানীমস্মাদ্‌বেশসংসর্গাৎ ব্রীড়িত ইবাত্মানং পরিহরতি।

(বিচিন্ত্য)

পার্থিবকুমারসন্নিকর্ষ এনমনয়া প্রবৃত্ত্যা ব্রীলয়তি। আশ্চর্যম্ ?. গুণবান্ খলু গুণবতাং সন্নিকর্ষং যদয়মপি নামৈবং গুণাভিমুখঃ। তন্ন শক্যমেনমপ্রত্যাভিজ্ঞানেন সকামং কর্তুম্। যাবদহমপ্যেনং প্রদক্ষিণীকুর্বন্নাম সম্মুখীনমেনং পরিহাসাবস্কন্দেন হন্মি। (পরিক্রম্য) এষ মাং প্রতিমুখমেবাবলোক্য প্রতিহসতঃ। হন্তে সূর্যনাগ, কিময়ং বেশনবাবতারোঽন্ধকারনৃত্তমিবসুহৃদবক্ষেপেণ বিফলীক্রিয়তে ? কিং ব্রবীষি–"ক ইব মমেহার্থঃ ? অহং হি কারায়মবসুন্স্য মাতুলস্য মৌদ্‌গল্যস্য পারশবস্য হরিদত্তস্য পূর্ব-প্রণয়িনীমকল্যরূপামদ্য বার্তাং পৃচ্ছংস্তেনৈব প্রহিতোঽস্মি। ত্বং তু মাং কথমপ্যবগচ্ছসি" ইতি। আশ্চর্যমিদং হি–ভবতঃ সুহৃদ্‌ব্যাপারেষু স্থৈর্যং তস্যাশ্চ বারমুখ্যায়াঃ পূর্বপ্রণয়ি-ষ্বাপদ্‌গতেষ্বপি প্রতিপত্তিশ্চ। অতশ্চৈনাং–

বর্ণানুরূপোজ্জ্বলচারুবেষাং লক্ষ্মীমিবালেখ্যপটে নিবিষ্টাম্।
সাপহ্নবাং কামিষু কামবন্তোঽহরূপাং বিরূপামপি কাময়তে ॥ ৮৯ ॥

কিন্তু অতিদুষ্করকারিণীত্যেনামবগচ্ছামি। কুতঃ ? অসংশয়ং হি সা–

কারানিরোধাদবিকারগৌরং দেবার্চনাজাতকিণং ললাটে।
আস্যং বৃহচ্ছমশ্রুবিতাননদ্ধং কালাস্থিদিভুগ্নমিবাবলেঢ়ি ॥ ৯০ ॥

কিমাহ ভবান্—'অতএবাস্মাকমস্যামাদরঃ' ইতি। ভবত্বেবম্। সুহৃদনুরক্তং ভবন্তং খ্যাপয়ামো বয়ম্। এষ খলু—প্রসীদতু স্বামী—ইতি পাদমূলয়োরুপগৃহ্ণাতি। কিং ব্রবীষি—'নার্হতি স্বামী মমৈব বেশপ্রবেশং ক্বচিদপি প্রকাশীকর্তুম্' ইতি। ভো বয়স্য কশ্চন্দ্রোদয়ং প্রকাশয়তি? ননু যদৈব ভবাংস্তত্রভবত্যা রূপদাস্যাঃ পরিচারিকাং কুব্জাং প্রতি বদ্ধমদনানুরাগঃ তদৈবৈতস্মিন্ প্রদেশে উদকতৈলবিন্দুবৃত্ত্যা বিকসিতং যশঃ। মা তাবদ্ ভোঃ—

পরিষ্বক্তা বক্ষঃ ক্ষিপতি গড়ুনা যাতি বৃহতা
ত্রিকে ভুগ্না নেষ্টে জঘনমুপঘাতুং সমদনা।
সরূপা টিট্টিভ্যা ভবতি শয়িতা যা চ শয়নে
কথং ত্বং তাং কুব্জামবনতমুখাব্জাং রময়সি?॥ ৯১ ॥

কিং ব্রবীষি—'শান্তং পাপং, শান্তং পাপম্, প্রতিহতমনিষ্টম্। স্বাগতমন্বাখ্যানায়। পশ্যতু ভবান্—

সবিভ্রান্তৈর্যাতৈঃ করভললিতং যা প্রকুরুতে
মুহুর্বিক্ষিপ্তাভ্যাং জলমিব ভুজাভ্যাং তরতি যা।
মুখস্যোত্তানত্বাদ্ গগন ইব তারা গণয়তি
স্পৃশেৎ কস্তাং প্রাজ্ঞঃ কৃমিজনিতরোগামিব লতাম্ ॥ ৯২ ॥

অহো ধিক্ কষ্টমেবং ধর্মজ্ঞস্য ভবতো ন যুক্তমুপযুক্তস্ত্রীনিন্দাং কর্তুম্। অপি চ—

যদ্যপি বয়স্য কুব্জা নালীনলিকা কৃশা চ গড়ুলা চ।
অসতামিব সংপ্রীতিমুখরমণীয়া ভবতি যাবৎ ॥ ৯৩ ॥

ন চেয়ং তাভ্যোহরণ্যবাসিনীভ্যঃ পতাকাবেশ্যাভ্যঃ পাপীয়সী। কিং ব্রবীমি—'কাম্যঃ' ইতি। কথং ন জানীষে—

যাস্ত্বং মত্তাঃ কাকিণীমাত্রপণ্যা নীচৈর্গম্যাঃ সোপচারৈর্নিয়ম্যাঃ।
লোকৈশ্ছন্নং কামমিচ্ছন্ প্রকামং কামোদ্রেকাৎ কামিনীর্যাস্যরণ্যে ॥ ৯৪ ॥

কিং ব্রবীষি—'কুতস্ত্বয়ৈতদুপলব্ধং' ইতি। সহস্রচক্ষুষো বয়মীদৃশেষু প্রয়োজনেষু। অপি চ পদাৎপদমারোক্ষ্যতি ভবান্—

ত্যক্ত্বা রূপাজীবাং যস্ত্বং কুব্জাং বয়স্য কাময়সে।
কুব্জামপি হি ত্যক্ত্বা গন্তাহসি স্বামিনীমস্যাঃ ॥ ৯৫ ॥

এষ প্রহস্য প্রস্থিতঃ। ইতো বয়ং সাধয়ামঃ। (পরিক্রম্য) অয়ে অয়মপরঃ কঃ সিংহলিকায়া ময়ূরসেনায়া গৃহান্নিষ্পতত্য স্কন্ধবিন্যস্তবসনো বিমলাসিপাণিভির্দাক্ষিণাত্যৈঃ পরিবৃতো ভদ্রাঙ্কং বিরলমুত্তরীয়মাকর্ষন্নাশ্ধকং কার্ষ্ণায়সং নিবসিতঃ কুঙ্কমানুরক্তচ্ছবিস্তাম্বূলসমাদানব্যগ্রপাণিরিত এবাভিবর্ততে। ভবতু, দৃষ্টম্। এষ হি বিদর্ভবাসী তলবরো হরিশূদ্রঃ। ভো যদা অবদয়ং তাং কাবেরিকামনুরক্ত ইতি মমৈব তু সমক্ষং সপাদপরিগ্রহমনুনয়নপ্যুক্তস্তয়া—

তামেহি কিং তব ময়া জ্যোৎস্না যদি ক ইব দীপশিখয়ার্থঃ।
বিরম সহ সংগ্রহীতুং বিল্বদ্বয়মেকহস্তেন ॥ ৯৬ ॥

তৎকথমনেনেয়মসনুনীতা ভবিষ্যতি? কিময়মনুরক্তামপি ত্যক্ত্বাহন্যাং প্রকাশং কাময়তে ইতি বেশপ্রত্যক্ষমাত্মনো দৌর্ভাগ্যমদ্দশস্যামিতি স্বয়মেব প্রসন্না। আহোস্বিৎ কাম্যমানং কাময়ন্তে স্ত্রিয় ইতি স্ত্রীস্বভাবাদস্যাঃ সংঘর্ষ উৎপন্ন। উতাহো পরিব্যয়াকর্ষিতয়া

মাত্রৈবানুনিযুক্তা ভবিষ্যতি। সর্বথা প্রেক্ষ্যামস্তাবদেনম্। (উপসৃতকেনাঞ্জলিং কৃত্বা)।

তাং সুন্দরীং দরীমিব সিংহস্য মনুষ্যসিংহ সিংহলিকাম্।
যদুক্তং ভবতা মোক্তুং দ্রমিলীসুরতাভিলাষেণ ॥ ৯৭ ॥

কিং ব্রবীষি—'অনুনীতাং ময়া ময়ূরসেনা। এষ তস্যা এব গৃহাদাগচ্ছামি' ইতি। কথয় কথমবশীর্ণপ্রায়ঃ সন্ধিরনুষ্ঠিতঃ? কিং ব্রবীষি—'অদ্য তৃতীয়েঽহন্যহমপি বেশ্যাধ্যক্ষপ্রতিহারদ্রোণিলকগৃহে প্রেক্ষায়ামুপনিমন্ত্রিতস্তত্র চ ময়ূরসেনায়া লাস্যবারো বুদ্ধিপূর্বক ইত্যবগচ্ছামি। ততঃ প্রতাড়িতেষ্বাতোদ্যেষু দেবতামঙ্গলং পূর্বমুপোহ্য প্রস্তুতে গীতকে প্রনৃত্তায়াং নর্তক্যাং প্রথমবস্তুন্যেব ময়ূরসেনায়াঃ খলু নৃত্তে প্রয়োগদোষা গৃহীতাঃ' ইতি। মা তাবৎ ভোঃ ময়ূরসেনায়াঃ খলু নৃত্তে প্রয়োগদোষা গৃহ্যন্ত ইতি। কস্যায়মতটপ্রপাতঃ?

কিং ব্রবীষি—'ভগবত্যা বারুণ্যা' ইতি। যদুক্তং নিত্যসান্নিহিতা ভগবতী সুরাদেবী প্রতিহারগৃহে। অথ কমন্তরীকৃত্যায়ং সুরাবিভ্রমঃ? কিং ব্রবীষি—'বয়স্যমেব তে লাসকমুপচন্দ্রকম্' ইতি। কিমু(মনু)পপন্নমায়তনং হি স ঈদৃশানাম্। অপি তু সবিষয়স্তদোষঃ ততস্ততঃ। কিং ব্রবীষি—'স চোপচন্দ্রপক্ষে সসর্বসামাজিকজনঃ ময়াঽপি ময়ূরসেনায়াঃ পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ' ইতি। সাধু বয়স্য দেশকালোপায়িকমনুষ্ঠিতম্। ততস্ততঃ। কিং ব্রবীষি—'ততো ন ভেযাং বুদ্ধিং পরিভবামি। অপরিভূতা এব সদস্যা আগমপ্রধানতয়া মে প্রাশ্নিকানুমতে প্রতিষ্ঠিতঃ পক্ষঃ' ইতি। সাধু বয়স্যাননন্যসাধারণেন পণ্যেন ক্রীতো তত্রভবতী। ততস্ততঃ।

কিং ব্রবীষি—'ততঃ সর্বগণিকাজনপ্রত্যক্ষং দত্তে পারিতোষিকে ময়ূরসেনায়াঃ স্মিতপূর্বসরেণাপাঙ্গপাতিনা কটাক্ষেণ প্রসাদিত ইবাস্মি। কাবেরিকায়া-তু পুনরসূয়াপিশুনমুখায় গচ্ছন্ত্যা আকারেণ বহুপালব্ধ ইবাস্মি। তয়োশ্চ কোপপ্রসাদয়োশ্চ প্রত্যক্ষতয়োভয়তটভ্রষ্ট ইব সন্দেহস্রোতসা হ্রিয়মাণস্তস্মাৎ সংকটাং কথঞ্চিদ্‌গৃহানাগতঃ। উপবিষ্টশ্চ কাহনয়োঃ কিং প্রতিপৎস্যত ইতি বিতর্কডোলাং বাহয়ামি। ততঃ সহসৈব মে প্রিয়য়া সমেত্য নেত্রে নিমীলিতে। ততো বিহস্য ময়োক্তা—

নেত্রনিমীলননিপুণে কিং তে হসিতেন চোরি গূঢ়েন।
সূচয়তি ত্বাং পাণয়োরনন্যসাধারণঃ স্পর্শঃ ॥ ৯৮ ॥

এবমুক্তয়াঽনয়া সুরভিতনিশ্বাসসূচিতমদস্খলিতাক্ষরমভিহিতোঽহমাচক্ষ্ব মা কাহম্' ইতি। ততো ময়োক্তা—

'রোমাঞ্চকর্কশাভ্যাং প্রত্যুক্তাঽসি ননু মে কপোলাভ্যাম্।
যদ্‌বদসি পুনর্মুগ্ধে স্বয়মেবাচক্ষ্ব কাহমিতি' ॥ ৯৯ ॥

তত উন্মীল্য মামুক্তবতী 'অনেনৈব রোমাঞ্চসঞ্জকেন কৈতবেন অয়ং জন আকৃষ্যত' ইত্যুক্ত্বা মা কপোলে চুম্বিত্বা প্রাস্থিতা। ততো ময়োক্তা—

'চুম্বিতেনেদমাদায় হৃদয়ং ক্ব গমিষ্যসি।
চোরি পাদাবিমৌ মূর্ধ্না ধৃতৌ মে স্থিরতাং ননু ॥ ১০০ ॥

এবং চোক্তা শয়নমুপগম্যোপবিষ্টা। ততো ময়াঽস্যাঃ স্বয়ং পাদৌ প্রক্ষালিতৌ। অনয়া চাস্ম্যুক্তঃ গৃহীতং পাদ্যম্। এহীদানীং কিতবঃ খল্বসী' ইতি। ততো বিকচমুকুলজালকেনেব মালতীলতাবিহসিতেনৈকহস্তাবলম্বিতসরশনানিবসনা পর্যঙ্কাবেষ্টনস্বিগুণমধ্যবাহুমৃণালিকাত্রিকপরিবর্তনসাচীকৃতদর্শনীয়তরা তদানীং বেষ্টমানমধ্যবিষমবলিপ্রণষ্টনাভিমণ্ডলপ্রবিষমীকৃতরোমরাজিঃ একস্তনাবগলিতহারাহপাশ্রিতেতরস্তনকলশপার্শ্বা

অবগলিতকপোলপর্যস্তকুণ্ডলমকরাধিষ্ঠিতবিশেষককান্ততরেণাংসপরাবৃত্তশোভিনাহবস্থানেন লজ্জান্বিতীয়া রতিরিব রূপিণী সমুত্থিতৈকভ্রূলতিকেন কুবলয়শবলং জলমিবাকিরন্তী দৃষ্টিবিক্ষেপেণ মা মুক্তবতী 'যত্তে রোচত' ইতি।

ততোহহমাসঙ্গমালেখ্যবর্ণকপাত্রং গবাক্ষাদাক্ষিপ্য চরণনলিনরাগায়োপস্থিতঃ। অথ বয়স্যালক্তকবিন্যাসবিন্যস্তচক্ষুরুৎক্ষিপ্তপার্ষ্ণিগুল্ফেনূপুরাধিষ্ঠিতজঙ্ঘাকান্তায়াঃ তস্যা অসংভুক্তত্বাদনুরুদ্রাহিণো মর্মরস্যোপসংহারভঙ্গাভোগানুকারিণঃ কৌশেয়স্যাসংযতত্বাৎ গজকলভদন্তদশনস্তদান্তরমিব কদলগর্ভমিব চান্তরূরুমীক্ষে। ঈক্ষণগ্তাপোহাবিনীতচক্ষুরসী ত্যুক্তবা পাদমাক্ষিপ্যোরসি মাং তাড়িতবতী। ততো রোমাঞ্চকবচকর্কশত্বচা ময়োক্তা 'নার্হসি মামসমাপ্তরাগমবক্ষেপ্তু'মিতি। ততস্তয়াহহমুক্তঃ 'সাধু খলু নিমীলিতাক্ষঃ সমাপয়েন' মিতি। ততস্তস্যা লাক্ষারসং নিমীলিতাক্ষোহর্পয়ামি চরণাভ্যাং সকচগ্রহমধরোষ্ঠে গৃহীতোহস্মি। ততস্তথৈব বিবৃতরোমাঞ্চং মাং সমভিবীক্ষ্যাশোকসমদোহলোহসি নমোহস্তু তে শাঠ্যায়েতি মাং পরিষ্বজ্য শয়নমুপগতা। ততঃ পর দেবানাং প্রিয় এব জ্ঞাস্যতি" ইতি।

যদ্যেবমর্হতি ভবানপি তৌণ্ডিকোকিবিষ্ণুনাগপ্রায়শ্চিত্তার্থং সন্নিপতিতান্ বিটানুপস্থাতুম্। কিং ব্রবীষি—"শান্তমেতৎ পুনরপি যদি শিরো মে তস্যাশ্চরণকমলতাড়নেনানুগৃহ্যেত তদেব মে প্রায়শ্চিত্তম্" ইতি। যদ্যেবং যমুনাহ্রদনিলয়ো যদুপতিচরণাঙ্কিতললাটো নাগঃ কালিয় ইব বৈনতেয়স্যাবধ্য ইদানীং সর্ববিটানামসি। এব বিহস্যারমঞ্জলিরিতি প্রস্থিতঃ। যাবদহমপি বিটসমাজং গচ্ছামি। অহো তু খলু সুহৃৎকথাব্যগ্রেরস্মাভিরতীতমপ্যহো ন বিজ্ঞাতম্। সম্প্রতি হি—

সোৎকণ্ঠৈরিব গচ্ছতীতি কমলৈর্মীলদ্ভিরালোকিতঃ
প্রচ্ছায়ৈরধিরুহ্য বেশ্মশিখরানুৎসার্যমানাতপঃ।
তৈঃ স্পৃষ্টবা চিরমুন্মুখীষু কিরণৈরুদ্যানশাখাস্বসৌ
যাত্যস্তং বলভীকপোতনয়নৈরাক্ষিপ্তরাগো রবিঃ ॥ ১০১ ॥

অপি চেদানীম্

প্রাকারাগ্রে গবাক্ষৈঃ পতিতখগরুতৈঃ সূচ্যমানো বিলালঃ
প্রাসাদেভ্যো নিবৃত্তো ব্রজতি সমুচিতাং বাসযষ্টিং ময়ূরঃ।
সান্ধ্যং পুষ্পোপহারং পরিহরতি মৃগঃ স্থণ্ডিলে স্বপ্তুকামঃ
তোয়াদুত্তীর্য চাসৌ ভবনকমলিনীবেদিকাং যাতি হংসঃ ॥ ১০২ ॥

(পরিক্রম্য)

এতে প্রয়ান্তি ঘনতাং বলভীষু ধূপাঃ বৈডূর্যরেণব ইবোৎপতিতা গবাক্ষৈঃ।
রথ্যাসু চৈতমবগাঢ়মুদগ্রমেত্য স্নানোদকোধমনুষট্চরণা ভ্রমন্তি ॥ ১০৩ ॥

অহো তু খল্বিদানীমস্য সংমৃষ্টসিক্তাবকীর্ণকুসুমপ্রস্বারাজিরস্য প্রাদোষিকোপাচারব্যগ্রপরিচারকজনস্য দেশবর্ণৈর্বিভবানুরূপালংকারব্যাপৃতবারমুখ্যজনস্য, প্রচরিতমদনদূতীসঞ্চাররমণীয়স্য, প্রবৃত্তমত্তবিটবিদগ্ধপরিহাসরসান্তরস্য স্নাতানুলিপ্তপীতপ্রতিভরুণজনাবকীর্ণচতুষ্পথশৃঙ্গাটকস্য বেশমহাপথস্য পরাশ্রীঃ। ইহ হি—

এষা রৌত্যুপবেশিতা গজবধূরারুহ্যমাণা শনৈঃ
এতৎ কমলবাহ্যকং প্রমদয়া স্বাঃস্থং সমারুহ্যতে।
শিঞ্জন্নূপুরমেখলামুপবহন্ বেশ্যাং চলৎকুণ্ডলাং
শ্রোণীভারমপারয়ন্নিব হয়ো গচ্ছত্যসৌ ধৌরিতম্ ॥ ১০৪ ॥

অপি চাস্মিন্নমাঃ—

প্রদীপকরবল্লরীজটিলচারুবাতায়না
ময়ূরগলমেচকৈরনুসৃতান্তমোভিঃ ক্বচিৎ।
বিভান্তি গৃহভিত্তয়ো নবসুধাবদাতান্তরাঃ
স্তমালহরিতালপঙ্ককৃতপত্রলেখা ইব ॥ ১০৫ ॥

(পরিক্রম্য)

সর্বথা রমণীয়স্তাবদয়মুদ্ভিদ্যমানচন্দ্রসনাথ উৎসবঃ প্রদোষসংজ্ঞকো জীবলোকস্য। সম্প্রতি হি এষ ভগবাংশ্চক্ষুষাং সাধারণং রসায়নং হসিতমিব কুমুদবাপীনামুদেতি শীতরশ্মিঃ। য এষঃ—

কিং নীলোৎপলপত্রচক্রবিবরৈরভ্যেষি মা চুম্বিতুং
ন ত্বাং পশ্যতি রোহিণী কথয় মে সন্তজ্জাতাং বৈপথুঃ।
মত্তানাং মধুভাজনেষ্বাতিকথাঃ শ্রোতুং সহাসা ইব
স্ত্রীণাং কুণ্ডলকোটিভিন্নকিরণশ্চন্দ্রঃ সমুত্তিষ্ঠতি ॥ ১০৬ ॥

(পরিক্রম্য)

গাত্রেভ্যো কণ্ঠ কান্তিশ্বিতীয়া সুপ্রকাণা স্পৃশ্যাতেহসৌ বিপঞ্চী।
বদ্ধা গোষ্ঠীং পীয়তে পানমেতদ্ ধর্ম্যাগ্রেষু প্রাপ্তচন্দ্রোদয়েষু ॥ ১০৭ ॥

বিরচয়তি ময়ূখৈর্দীর্ঘকান্তস্য সেতুং
বিসৃজতি কদলীষু স্বাঃ প্রভাদন্তরাজীঃ।
পুনরপি চ সুধাভির্বর্ণয়ন্ সৌধমালাঃ
ক্ষরতি কিসলয়েভ্যো মৌক্তিকানীব চন্দ্রঃ ॥ ১০৮ ॥

(পরিক্রম্য)

অহো নু খলু ক্ষীরোদেনেবোদ্বেলপ্রবৃত্তবিকীর্ণমণবীচিরাশিনা জ্যোৎস্নাসংজ্ঞকেন পয়সা প্রসর্পতাহনুগৃহীত ইব জীবলোকঃ। সম্প্রতি হি—

এতে ব্রজন্তি তুরগৈশ্চ করেণুভিশ্চ কর্ণীরথৈরপি চ কম্বলবাহ্যকৈশ্চ।
আলিঙ্গিতা যুবতিভিমুদিতা যুবানো গন্ধর্বসিদ্ধমিথুনানি বিহায়সীব ॥১০৯॥

(পরিক্রম্য)

অসাবশ্বারূঢ়ো মদললিতচেষ্টঃ প্রমদয়া
পরিষ্বক্তঃ পৃষ্ঠে নিবিড়ভরনিক্ষিপ্তকুচয়া।
পরাবৃত্তশ্চুম্বন্ ব্রজতি দয়িতাং যস্য তুরগো
গৃহানেযোহভ্যাসাদনুপতিত নোৎক্রামতি পথঃ ॥ ১১০ ॥

কশ্চ তাবদয়মস্মিংশ্চন্দ্রাতপেহপ্যন্ধকার ইব বর্তমানো বেশরথ্যায়াং গর্ভগৃহভোগেন তিষ্ঠন্ নৈর্লজ্জ্যামাবিষ্করোতি? আঃ জ্ঞাতম্। এষ সৌরাষ্ট্রিকঃ শককুমারো জয়ন্তক ইমাং ঘটদাসীং বর্বরিকামনুরক্তঃ। কিন্তু তাবদনেনৈতস্মাৎ সর্ববেশ্যাপণ্যাদ্বেশাবদ্বেশ-বর্বর্যাং গুণবত্ত্বমবলোকিতম্। কিন্তু তাবৎ—

অধিদেবতেব তমসঃ কৃষ্ণা শুক্লা দ্বিজেষু চাক্ষ্যোশ্চ।
অসকলশশাঙ্কলেখেব শর্বরী বর্বরী ভাতি ॥ ১১১ ॥

অথবা সৌরাষ্ট্রিকা বানরা বর্বরা ইত্যেকো রাশিঃ কিমত্রাশ্চর্যম্। তথা হি—

ধবলপ্রতিমায়ামপি বর্বর্যাং সক্তচক্ষুষো হ্যস্য।
অলসসকষায়দৃষ্টেঃ জ্যোৎস্নাপায়িং তমিস্রেব ॥ ১১২ ॥

তদলময়মস্য পন্থাঃ। ইতো বয়ম্। (পরিক্রম্য) ইয়মপরা কা—

কর্ণস্বয়াবনতকাঞ্চনতালপত্রা বৈন্যান্তলগ্নমণিমৌক্তিকহেমগুচ্ছা।
কূর্পাসকোৎকর্বাচিতস্তনবাহুমূলা লাটী নিতম্বপরিবৃত্তদশান্তনীবী ॥ ১১৩ ॥

(বিচার্য) ভবতু বিজ্ঞাতম্। এষা হি সা রাকা রাজ্ঞঃ স্যালমাভীলকং ময়ূরকুমারং ময়ূরীমিব নৃত্যন্তমালিঙ্গন্তী চন্দ্রশালাগ্রে বেশবীথ্যামাত্মনঃ সৌভাগ্যং প্রকাশয়তি। অয়মপি চার্জবেনানয়া তপস্বী ক্রীত ইব।

অপি চ ময়ূরকুমারং গৌরী কৃষ্ণমতিদুর্বলং স্থূলা।
স্বমিব প্রচ্ছায়াগ্রক—মূরসি বিলগ্নং বহত্যেষা ॥ ১১৪ ॥

(পরিক্রম্য) ইয়মপরা কা? (বিচার্য) ইয়ং হি সা তত্রভবতঃ সুগৃহীতনাম্নঃ শার্দূলবর্মণঃ পুত্রস্য নঃ প্রিয়বয়স্যস্য বরাহদাসস্য প্রিয়তমা যবনী কর্পূরতুরিষ্ঠা নাম প্রতিচন্দ্রাভিমুখং মধুনঃ কাস্যমঙ্গুলিত্রয়েণ ধারয়ন্তী কপোলতলস্খলিতবিম্বমবলম্ব্য-কুণ্ডলং কিরণৈঃ প্রেঙ্খোলিতমংসদেশে শশিনমিবোদ্বহন্তী যৈষা--

চকোরচিকুরেক্ষণা মধুনি বীক্ষমাণা মুখং
বিকীর্য যবনীনখৈরলকবল্লরীমায়তাম্।
মধূককুসুমাবদাতসুকুমারয়োর্গণ্ডয়োঃ
প্রমার্ষ্টি মদরাগমুত্থিতমলক্তকাশঙ্কয়া ॥ ১১৫ ॥

অপি চ যবনী গণিকা, বানরী নর্তকী, মালবঃ কামুকো, গর্দভো গায়ক ইতি গুণতঃ সাধারণমবগচ্ছামি সর্বথা সদৃশযোগেষু নিপুণঃ খলু প্রজাপতিঃ। তথা হি—

খদিরতরুমাত্মগুপ্তা পটোলবল্লী সমাশ্রিতা নিম্বম্।
শিলষ্টো বত সংযোগো যদি যবনী মালবে সক্তা ॥ ১১৬ ॥

তৎকামমিয়মপি মে সখী ন স্বেনামভিভাষিয্যে। কো হি নাম তানি বানরীনিষ্কূজি-তোপমানি চীৎকারভূয়িষ্ঠানি অপ্রত্যভিজ্ঞেয়ব্যঞ্জনানি কিঞ্চিৎকর্ণেণান্তরাণি প্রদেশিনীলালন-মাত্রসূচিতানি স্বরং বেশযবনীকথিতানি শ্রোষ্যতি। তদলমনয়া। (পরিক্রম্য) অয়মপরঃ কঃ -

প্রতিমুখপবনৈর্বেগাৎ উৎক্ষিপ্তাগ্রালকোত্তরীয়ান্তাম্।
কান্তাং হরতি করেণ্বা বাসবদত্তামিবোদয়নঃ ॥ ১১৭ ॥

(বিচার্য) আ বিদিতম্। এষ স ইভ্যপুত্রো বিটপ্রবাল ইতি ডিণ্ডিভরভ্যস্তনামা সুরতরণপটকট্যম্বরাণামধিপতিঃ তাং বেশসুন্দরীমস্মদ্বালিকাং মদনপরবশঃ পিতুর্মাতুশ্চ শাসনমুপেক্ষ্যানুরক্ত এব! কামমতিডিণ্ডী খল্বয়ম্, শ্বসুরশব্দাবকুণ্ঠনাস্তু বয়ম্। তদলমনেনাভিভাষিতেন। অয়মস্যাঞ্জলিবিতস্তাবদ্ বয়ম্। (পরিক্রম্য) যাবদহমপি বিট-মাজং গচ্ছামি। এষোঽস্মি ভোঃ সুবৃথাতিবাহিতে বেশমহাপথে বিটমহত্তরস্য ভাট্টিজীমূতস্য সমন্তাৎসন্নিপাতিতবিটজনবাহনসহস্রসংবাধপ্রস্বারাঙ্গণমুৎক্ষিপ্তরজতকলশাপাদ্যপরিচারকো-পস্থিততোরণং ভবনমুপ্রাপ্তঃ।

সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে—"মহান্তঃ খলু মহতামারম্ভাঃ" ইতি। সাম্প্রতং হ্যেতদ্ দশার্ধ-বর্ণং পুষ্পমুৎকীর্যতে মুক্তম্ আসজ্যতে গ্রথিতম্, সন্ধার্যন্তে ধূপাঃ, প্রজ্বাল্যন্তে দীপাঃ উচ্যতে স্বাগতম্, মুচ্যতে যানম্, দৃশ্যতে বিভ্রমঃ, উপগীয়তে গীতম্, উপবাদ্যতে বাদ্যম্, দীয়তে হস্তঃ, কথ্যতে শ্লক্ষ্যম্, আলিঙ্গ্যতে স্নিগ্ধম্, অবলম্ব্যতে সপ্রণয়ম্, অবনম্যতে

সবিনয়ম্, স্পৃশ্যতে পৃষ্ঠম্, আহন্যতে সভ্রূক্ষেপম্, আঘ্রায়তে শিরঃ, স্থীয়তে সবিভ্রমম্, উপবিশ্যতে সলীলম্, বিশ্রাণ্যতে চন্দনম্, আলিপ্যতে বর্ণকঃ বিন্যস্যতে বিলোপনম্, উৎকীর্যতে চূর্ণং, পরিহাস্যতে বিটৈঃ, প্রতিগৃহ্যতে বিলাসিনীভিরিতি। কিং বহুনা—

পুষ্পোৎস্বেতে জানুদঘ্নেষু লগ্নাঃ কৃচ্ছ্রাৎপাদা বামনৈরুদ্ধ্রিয়ন্তে।
বিভ্রস্তাক্ষ্যঃ কেতকীনাং পলাশান্ সীতকুর্বাণাঃ পাদলগ্নান্ হরন্তি ॥ ১১৮ ॥

অপি চৈতে বিটমুখ্যাঃ—

শ্রীমন্তঃ সখিভিরলংকৃতাসনার্ধাঃ কুর্বন্তশ্চতুরমমর্মভেদি নর্ম।
বেশ্যাভিঃ সমুপগতাঃ সমং সমন্তা—দৃক্ষাণো রজ ইব ভান্তি সোপসর্যাঃ ॥ ১১৯ ॥

অপি চৈষামেতৎ সদঃ—

নভ ইব শতচন্দ্রং যোষিতাং বক্ত্রচন্দ্রৈঃ
কৃতশবলদিগন্তং সম্পতদ্ভিঃ কটাক্ষৈঃ।
সপরিঘমিব যূনাং বাহুভিঃ সম্প্রহারৈঃ
নিচিতমিব শিলাভিশ্চন্দনার্দ্রৈরুরোভিঃ ॥ ১২০ ॥

অপি চাস্মিন্—

এতে বিভান্তি গণিকাজনকল্পবৃক্ষাঃ
তাদাত্বিকাশ্চ খলু মূলহরাশ্চ বীরাঃ
বাল্যেঽপি কাষ্ঠকলহান্ কথয়ন্তি যেষাং
বৃদ্ধাঃ সুযোধনবৃকোদরয়োরিবোচ্চৈঃ ॥ ১২১ ॥

তদেতাবদহমপি সুহৃন্নিদেশবেষ্টনে শিরসি ভগবতে চিত্তেশ্বরায়াঞ্জলিং কৃত্বা সুহৃন্নিদেশাদিমমধিকারং পুরস্কৃত্য প্রত্যশ্চিত্তার্থং তত্রভবতস্তৌণ্ডিকোকৌবিষ্ণুনাগস্য ঘোষণাপূর্বং বিটান্ বিজ্ঞাপয়ামি। (পরিক্রম্য) ভো ভোঃ সকলাক্ষিতিতলসমাগতাঃ প্রিয়কলহাঃ কলহানাং চ নিবেদিতারো ধূর্তমিশ্রাঃ শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ।

কামস্তপস্বিষু জয়ত্যধিকারকামো
বিশ্বস্য চিত্তবিভুরিন্দ্রিয়বাজ্যধীশঃ।
ভূতানি বিভ্রতি মহান্ত্যপি যস্য শিষ্টিং
ব্যাবৃত্তমৌলিমণিরশ্মিভিরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ১২২ ॥

(পরিক্রম্য)

অথ জয়তি মদো বিলাসিনীনাং স্ফুটহসিতপ্রবিকীর্ণকর্ণপূরঃ।
স্খলিতগতমধীরদৃষ্টিপাতঃ তদনু চ যৌবনবিভ্রমা জয়ন্তি ॥ ১২৩ ॥

তদেবং বাবমুখ্যজনচরণরজঃ পবিত্রীকৃতেন শিরসা ধূতমিশ্রান্ প্রণিপত্য বিজ্ঞাপয়ামি। কিন্নৈতদ্বিজ্ঞাপ্যামিতি? শ্রূয়তাম্—

নাগবদ্বিষ্ণুনামাঽসা—বুরসা বেষ্টতে ক্ষিতৌ।
প্রায়শ্চিত্তার্থমুদ্বিগ্নং তমেনং ত্রাতুমর্হথ ॥ ১২৪ ॥

কিং মাং পৃচ্ছন্তি ভবন্তঃ "কোঽস্যাপনয়ঃ" ইতি। শ্রূয়তাম্—

উৎক্ষিপ্তালকমীক্ষণান্তগলিতং কোপাঞ্চিতান্তভ্রূবা
দষ্টাধোষ্ঠমধীরদন্তকিরণং প্রোৎকম্পয়ন্ত্যা মুখম্।
শিঞ্জনূপুরয়া বিকৃষ্য বিগলদ্রক্তাংশুকং পাণিনা
মূর্ধন্যস্য সনূপুরঃ সমদয়া পাদোঽর্পিতঃ কান্তয়া ॥ ১২৫ ॥

কিং কিং বদন্তি ভবন্তঃ "কস্যাঃ পুনরিদমবিজ্ঞাতপুরুষান্তরায়া প্রমাদসজ্ঞকমযশো বিস্তীর্যত" ইতি। ননু তত্রভবত্যাঃ সৌরাষ্ট্রিকায়া মদনসেনিকায়াঃ এতে বিটা 'দিষ্ট্যা নেহ কশ্চিদিত' সংভ্রান্তা ইব। য এতে–

নির্ধুতহস্তা বিনিগূঢ়হাসা ধিগ্বাদিনো ধীরমুখানি বদ্ধ্বা।

ধ্যায়ন্তি সংপ্রেক্ষ্য পরস্পরস্য জাতানুকম্পা ইব নাম ধূর্তাঃ ॥ ১২৬ ॥

এতেষাং তাবদাসীনানাং নিযুক্তো বিটমহত্তরো ভট্টিজীমূতঃ কৃপয়া নাম পরং বৈক্লব্যমুপগতঃ। য এষঃ–

কষ্টং কষ্টমিতি শ্বাসান্ মুঞ্চন্ ক্লান্ত ইব দ্বিপঃ।

জীমূত ইব জীমূতো নেত্রাভ্যাং বারি বর্ষতি ॥ ১২৭ ॥

এষ মামাহ্বয়তি। অয়মাগতোঽস্মি। কিমাজ্ঞাপয়তি ভট্টিঃ? "শ্রুতপূর্বং ময়া, ভূয়োঽপি বদসি–এবং প্রায়শ্চিত্তার্থং ব্রাহ্মণোপগমনম্। তস্মাদেবাহমুপবিষ্টস্তৎসময়-পূর্বমুপগৃহ্যন্তাং তত্রভবন্তো বিটাঃ" ইতি। যদাজ্ঞাপয়তি ভট্টিঃ। ভো ভোঃ শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ–

দ্যূতেষু মা স্ম বিজয়িষ্ট পণং কদাচিৎ

মাতুঃ শৃণোতু পিতরং বিনয়েন যাতু।

ক্ষীরং শৃতং পিবতু মোদকমত্তু মোহাৎ

ব্যাপাতিতর্ভবতু যোঽত্র বদেদযুক্তম্ ॥ ১২৮ ॥

অপি চ–

পরিচরতু গুরূনপৈতু গোষ্ঠ্যা ভবতু চ বৃদ্ধসমো যুবা বিনীতঃ।

পলিতমভিসমীক্ষ্য যাতু শান্তিং য ইদমযুক্তমুদাহরেন্নিষণ্ণঃ ॥ ১২৯ ॥

(বিবৃত্যাবলোক্য) এষ ধাবীকরণন্তকথঃ সহসোত্থায় মামাহ্বয়তি। কিং ব্রবীষি– "তস্যা এবেদমবিজ্ঞাত-প্রণয়ায়াঃ পাতকং নাত্রভবতঃ। শ্রোতুমর্হতি ভবান্–

অশোকং স্পর্শেন দ্রুমসময়ে পুষ্পয়তি যঃ

স্বয়ং যস্মিন্ কামো বিততশরচাপো নিবসতি।

স পাদো বিন্যস্তঃ পশুশিরসি মোহাদিব তয়া

ননু প্রায়শ্চিত্তং চরতু সুচিরং সৈব চপলা" ॥ ১৩০ ॥ ইতি।

সম্যগ্ভবানাহ। তথা হি–

উপবীণিত এষ গর্দভঃ সমুপশ্লোকিত এষ বানরঃ।

পয়সি শৃত এষ মাহিষে সহকারস্য রসো নিপাতিতঃ ॥ ১৩১ ॥

অপি স্বার্তানুপাতানি প্রায়শ্চিত্তানি। আর্তশ্চায়মুপাগতস্তদনুগ্রহীতুমর্হন্তি ভবন্তঃ। তৎ ক নু খল্বেষাং গোপালনপুত্র, য এষ মদরভসচলিতমৌলিমেকহস্তেন প্রতিসমাবদ্ধ্য ক্ষুদ্র-মুক্তাবকীর্ণমিব স্বেদবিন্দুভির্ললাটদেশং প্রদেশিন্যা পরামৃজ্য 'শ্রূয়তামস্য প্রায়শ্চিত্ত' মিতি মামহ্বয়তি। যাবদুপসর্পামি। এতে বিটাঃ কশ্চ তাবদয়ং বিটভাবদূষিতাকারঃ প্রথমতরো বিটো বিটপরিষদুত্থায় প্রায়শ্চিত্তমুপদিশতীতি কুপিতাঃ। হন্ডে মল্লস্বামিন্, শ্রুতম্? এবমাহুরত্রভবন্তঃ। কিং ব্রবীষি–"মা তাবন্মোচ্যন্তামত্রভবন্তঃ।

তাতে পঞ্চত্বং পঞ্চরাত্রে প্রয়াতে মিত্রেষ্বার্তেষু ব্যাকুলে বন্ধুবর্গে।

একং ক্লেশন্তুং বালমাধায় পুত্রং দাস্যা সার্ধং পীতবানস্মি মদ্যম্ ॥ ১৩২ ॥

কথমহমবিটঃ" ইতি। এতচ্চেত্ত্বমনুজানন্তি বিটমুখ্যোঽসীতি। আস্যতাম্। কিং

ব্রবীষি—"দীয়তামস্যৈ প্রায়শ্চিত্তম্" ইতি। বাঢ়ং ভূয়ঃ শ্রাবয়ামি। তৎ কিং নু খল্বেষ মাং শৈব্যঃ কবিরার্যরক্ষিতো বায়ুবৈষম্যনিপীড়িতাক্ষরো মামাহুবয়ন্ "ন খলু ন খল্বিদং প্রায়শ্চিত্তম্" ইতি প্রতিষেধতি। অতিবিটশ্চৈষ ধাত্রঃ। কুতঃ—

বিক্রীণাতি হি কাব্যং শ্রোত্রিয়ভবনেষু মদ্যচষকেণ।
যঃ শিবিকুলে প্রসূতো ভর্তৃস্থানে জরাং যাতঃ ॥ ১৩৩ ॥

অপি চ—

বিক্রীণীত হি কবয়ো যদ্যেবং কাব্যং মদ্যচষকেণ।
কাশিষু চ কোসলেষু চ ভর্গেষু চ নিষাদনগরেষু ॥ ১৩৪ ॥

যাবদেনমুপসর্পামি। সখে অয়মস্মি। কিং ব্রবীষি—

"ধৃতো গণ্ডাভোগে কমল ইব বদ্ধো মধুকরৈঃ
বিলাসিন্যা মুক্তো বকুলতরুমাপূরয়তি যঃ।
বিলাসো নেত্রাণাং তরুণসহকারপ্রিয়সখঃ
স গণ্ডূষঃ শীধুঃ কথমিহ শিরঃ প্রাপ্স্যতি পশোঃ ॥ ১৩৫ ॥

অয়মপরো ভবকীর্তিবন্ধকরঃ প্রায়শ্চিত্তার্থং মামাহুবয়তি। অতিবিটশ্চৈষ মানবকঃ। কুতঃ—

মুণ্ডাং বৃদ্ধাং জীর্ণকাষায়বস্ত্রাং ভিক্ষাহেতোর্নির্বিশকং প্রবিষ্টাম্।
ভূমাবার্তাং পাতয়িত্বা স্ফুরন্তীং যোঽয়ং কামী কামকারং করোতি ॥ ১৩৬ ॥

যাবদেনমুপসর্পামি। কিং ব্রবীষি—"ইদমস্যাঃ প্রায়শ্চিত্তম্—
বধ্যতাং মেখলাদাম্না সমাকৃষ্য কচগ্রহৈঃ।
অথ তস্যাঃ প্রসুপ্তায়াঃ পাদৌ সংবাহয়ত্বয়ম্ ॥ ১৩৭ ॥ ইতি।

ভো এতদপি প্রতিহতম্। এষ ইভ্যপুত্রশ্চেটপুত্রৈরভ্যস্তনামা গান্ধর্বসেনকো হস্তমুদ্যম্য মামাহুবয়তি। যদ্যেষ হস্তঃ।

বাদ্যেষু ত্রিবিধেষ্বনেককরণৈঃ সঞ্চারিতাগ্রাঙ্গুলিঃ
তাম্রাম্ভোরুহপত্রবৃষ্টিরিব যস্তন্ত্রীষু পর্যস্যতে।
কোলম্বানুগতেন যেন দধতা শ্রোণীতটে বল্লকী—
মিভ্যান্তঃপুরসুন্দরীকররুহক্ষেপাঃ সমাস্বাদিতাঃ ॥ ১৩৮ ॥

যাবদেনমুপসর্পামি। (উপেত্য) কিং ব্রবীষি—
জঘনরথনিতম্ববৈজয়ন্তী সুরতরণব্যতিষঙ্গযোগবীণা।
ক্ব চ মণিরশনা বরাঙ্গনানাং ক্ব চ চরণাবশভস্য গর্দভস্য" ॥ ১৩৯ ॥ ইতি।

(পরিবর্তকেন) অয়মিদানীং দাক্ষিণাত্যঃ কবিরার্থকঃ প্রায়শ্চিত্তমুপদিশতি। কিং ব্রবীষি—

বিভ্রমচেষ্টিতেনেব দৃষ্টিক্ষেপেণ ভূয়সা।
শিরঃ কর্ণোৎপলেনাস্য তাড্যতাং মত্তয়া ত্বয়া ॥ ১৪০ ॥

এতদপি প্রতিহতমনেণ গান্ধারকেণ হস্তিমূর্খেণ। কিমিদমুচ্যতে ভবতা—

নখবিলিখিতং কর্ণে নার্যা নিবেশিতবন্ধনং
খচিতশবলং দৃষ্টিক্ষেপৈরপাঙ্গবিলম্বিভিঃ।
যদি নরপশোরস্যেদং ভোঃ শিরস্যতিপাত্যতে
সুরভিরজসা প্রায়শ্চিত্তং কিমস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৪১ ॥ ইতি।

বাঢ়মেবমেতদিতি প্রতিপন্না বিটমুখ্যাঃ। (পরিবর্তকেন) ইমাবপরৌ মামাহ্বয়তঃ।

গুপ্তমহেশ্বরদত্তৌ সুহৃদাবেকাসনস্থিতাবেতৌ।
উপগতকাব্যপ্রতিভৌ বররুচিকাব্যানুসারেণ ॥ ১৪২ ॥

যাবদুপসর্পামি। (উপসৃত্য) হন্ডে গুপ্তরোমশঃ, কিমাহ ভবান্—

পাদপ্রক্ষালনেনাস্যাঃ শিরঃ প্রক্ষাল্যতামিতি।

কথমেতদপি বিপ্রতিষিদ্ধং ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধৈরিতি সুহৃদ্ভিরনুগৃহীতনাম্না মহেশ্বরদত্তেন—

পাদপ্রক্ষালণং তস্যাঃ পাতুমপ্যেষ নার্হতি ॥ ইতি ॥ ১৪৩ ॥

অয়মপরোঽস্মৎসুহৃৎসৌবিদকো বৃদ্ধবিটঃ স্বচ্ছন্দস্মিতোদগ্রয়া বাচা মন্ত্রয়তে।

কিমাহ ভবান্—

নির্ভূষণাবয়বচারুতরাঙ্গযষ্টিং স্নানার্দ্রমুক্তজঘনস্থিতকেশহস্তাম্।
তামানয়াম্যহময়ং তু দধাতু তস্যাঃ নেত্রপ্রভাশবলমণ্ডলমাত্মদর্শম্ ॥ ১৪৪ ॥

ইদমপি প্রতিষিদ্ধমনেন কবিনা দাশেরকেণ রুদ্রবর্মণা। কিং ব্রবীষি—

বিদ্বানয়ং মহতি কৌশিককুলে প্রসূতো মন্ত্রাধিকারসচিবো নৃপসত্তমস্য।
বেশ্যাঙ্গনাচরণপাতরজোঽবধূতান্ কেশান্ন ধারয়িতুমর্হতি মুণ্ডিতাং সঃ ॥১৪৫॥ ইতি

এষ খল্বনুগৃহীতোঽস্মীত্যুক্ত্বা বিষ্ণুনাগো বিজ্ঞাপয়তি। "কিং কিল সদানমিতং দাসীপদন্যাসধর্ষিতং শিরো বিচ্ছিন্নমিচ্ছামি প্রাগেব তু শিরোরুহাণি" ইতি। কথমেতদপ্যস্য প্রতিহতমনেন বিটমহত্তরেণ ভট্টিজীমূতেন। কিমাহ ভবান্—

স্খলিতবলয়শব্দৈর্বাঞ্ছিতভ্রূলতানাং খচিতনখময়ূখৈরঙ্গুলীয়প্রভাভিঃ।
কিসলয়সুকুমারৈঃ পাণিভিঃ সুন্দরীণাং সুচিরমনভিমৃষ্টান্ ধারয়ত্বেষ কেশান্ ॥১৪৬॥

অপি চেদমস্যাঃ প্রায়শ্চিত্তং শ্রূয়তাম্—

তস্যা মদালসবিঘূর্ণিতলোচনায়াঃ শ্রোণ্যাপতেককরসংহতমেখলায়াঃ
সালক্তকেন চরণেন সনূপুরেণ পশ্যত্বয়ং শিরসি মামনুগৃহ্নাণাম্ ॥ ১৪৭ ॥

এতে বিটাঃ সাধুবাদানুযাত্রা 'এতদেব প্রায়শ্চিত্তম্' ইতিবাদিনঃ সম্ভাবয়ন্তি বিটমহত্তরং ভট্টিজীমূতম্ এষ সর্বথাহনুগৃহীতোঽস্মীত্যুক্ত্বা প্রস্থিতস্তৌণ্ডিকোকির্বিষ্ণুনাগঃ। এষ মামাহ্বয়তি বিটমহত্তরো ভট্টী। অয়মস্মি। কিমাহ ভবান্—"অনুষ্ঠিতমিদং কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি" ইতি। ভোঃ শ্রূয়তাম্—

কুট্টিন্যশ্চতুরকথা ভবন্ত্বরোগা ধূর্তানামধিকশতাঃ পণা ভবন্তু।
ভূয়াসুঃ প্রিয়বিটসঙ্গমাঃ পুরেঽস্মিন্ বারস্ত্রীপ্রণয়মহোৎসবাঃ প্রদোষাঃ ॥ ১৪৮ ॥

(নিষ্ক্রান্তো বিটঃ)

॥ ইতি কবেরুদীচ্যস্য বিশ্বেশ্বরদত্তপুত্রস্যার্যশ্যামিলকস্য কৃতিঃ
পাদতাড়িতকং নাম ভাণঃ সমাপ্তঃ ॥